পথের ধুলো।

ভরদ্বাজ দেবশর্ম্মা।

কৈলাস সাহিত্য মন্দির।

কলিকাতা।

নিবেদন,

দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়েও যে আমায় ছেড়ে যায়নি, মান অভিমানের সংঘাতের মধ্য দিয়েও যে আমায় দেখে ভয় পায়নি, জগতের সমস্ত পরিচয়ই আমার যার সঙ্গে জড়িত, তাকেই আজ ... গ্রহণ করতে বলি। দোষ ত্রুটি হয়তো হয়েছে যথেষ্ঠ কিন্তু ক্ষমা চাইবার যে অপেক্ষা না করে তার কাছে যে ক্ষমা পাব এ বিশ্বাস আছে।

সংসার হীনের সংসার, সাহিত্য হীনের সাহিত্য, জ্ঞান হীনের জ্ঞানের যে কোন মূল্য নাই এ আমি জানি। বিশ্ব মন্দিরের পথ প্রাঙ্গনে বসে যে পূজারী ও নয় যাত্রী ও নয় দর্শক মাত্র, সংসারের দৃশ্য আঁকতে চায়, ভাবের নৌকায় চড়ে যে জীবনের পথ বেয়ে চলে, মানুষের লৌকিকতার বহুদূরে, সমাজ ও সভ্যতার জঙ্গলবাসে যে অভ্যস্থ নয়, হিংস্রতার ভয়ে যে সেখানে ঢুকতে পায়নি, তার সেই নির্জ্জনতার অন্ধকারে, দুঃখের প্রান্তরে, রক্তের মন্ত্ররে, প্রেমের অন্তরে, স্পর্শের যন্ত্ররে, যে ভাষার দীপ জ্বালে, সে ভুলকে, সে ধৃষ্টতাকে, তুমি ক্ষমা কর ঠাকুর।

ভরদ্বাজ দেবশর্ম্মনঃ।

মহাষ্টমী—১৩৫১।

প্রকাশকের ভূমিকা

যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালীন নানা বাধা বিপত্তির মধ্যদিয়া এই উপন্যাসটি প্রকাশ করিতে ছাপাখানার দৌরাত্ম ও প্রুফসিট দেখিবার অসম্পূর্ণতায় কমা সেমিকোলণ ও বর্ণশুদ্ধির অনেক ভুল ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, আশাকরি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ সে গুলিকে ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন।

লেখক সাহিত্য জগতে ঠিক নূতন নন। বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন ছদ্মবেশে ইনি আগেও বিভিন্ন প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন, তবে এক বাল্যকালের অভিজ্ঞতার বাহিরে বৃহদাকারের উপন্যাস এইটেই তার প্রথম। এই উপন্যাসের পিছনে ও তিনি ছদ্মবেশে রহিয়া গেলেন। একান্ত ব্যক্তিগত কারনে তিনি আজ ও তাহার নাম প্রকাশ করিতে রাজি নন্। এই ছদ্মনামের জন্য উপন্যাসটির বহুল প্রচারের ব্যাঘাত হইতে পারে জানিয়া ও তাহার ইচ্ছার মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া পারিলাম না।

আমি নিজে সাহিত্যিক নই, সে স্পর্দ্ধা ও আমার নাই, তবে ইংরাজি সাহিত্যের সামান্য ছাত্র হিসাবে বোধ হয় তাহার খানিকটা মর্য্যাদা বোধ ও জ্ঞান আছে, এবং এই মর্য্যাদা বোধই আমায় প্রকাশকের ভূমিকায় টানিয়া লইয়া গিয়াছে। জানিনা

ইহার মূল্য কতখানি রাখিতে পারিয়াছি। প্রাদেশিকতাকে যদি টেনে না আনা হয় তবে আমরা হয়তো বলতে পারি জ্ঞানের দৃষ্টিতে কৃষ্টির মর্য্যাদায় এবং On its own merit (which is said to be the standard of our nationalism) বর্ত্তমান ভারতের যদি কোন জাতীয় ভাষা থেকে থাকে সে বাঙ্গলা। অক্সফোর্ড ইউনিভ্যারসিটির ইংরাজি ভাষার সিনিয়র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিলবার্ট মারে তার একখানা পত্রে আমাদের যতদূর স্মরন হয় লিখেছিলেন (কেননা পত্রখানা সামনে নাই) Prof. Edward Thompson also assures me that Bengali Language is a rising language in the world and it gives a greater scope of poetical expression, এই যে ভাষা এর প্রকাশকের দায়িত্ব যে কম নয় এ আমরা জানি।

পুস্তক খানিতে রাজনীতি অর্থনীতি ও সমাজ সাহিত্যের বিরাট সমাবেশ লক্ষ্য হয়। এই পুস্তকের মধ্য দিয়া আমরা যেন দেখিতে পাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল Man within and God overhead work work in the living present, ইহার নীতি হইল religion cannot be a communal and caste loyality but a spiritual reality and a creative unity; নর নারীর বোধ হইল, a representative unit and a productive unit for the creative unity of the soul এবং তাহার বিস্তার হইল Sex is one, its function is one in two co-ordinated actions; ব্যবহার হইল Democracy is a Continual understanding of an

harmonious relationship and a gradual development with an economic, social and political brotherhood of man and is not a centre of economic or political trade এবং প্রকাশ হল Truth can never be multliplied simplified or suppressed.

বাঙ্গলা সাহিত্যে উপন্যাস রাজির সংখ্যা খুব কম নয় তাহা সত্বেও আমরা আর একখানি সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইনাই। কেননা এই উপন্যাসটি অনেকাংশে নূতন ধরনের অর্থাৎ অভিনব বলিয়া মনে হইবে। উপন্যাসটি ঠিক গল্প বহুল নয় ভাববহুল। গল্প অংশটি যেন গৌণ ভাবধারাটাই মুখ্য। চরিত্র রাজীর বিভিন্ন বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়া গল্পের সূত্রটি যেন মাঝে মাঝে হারাইয়া গিয়াছে এবং অনেকটা বক্তৃতার ভঙ্গীই ফুটিয়া উঠিয়াছে সুতরাং হয়তো খুব সহজপাঠ্য নয়। গল্পের জন্য (story element) যাহারা উপন্যাস পড়েন, রূপকথার দৃষ্টিতে যাহাদের উপন্যাস ভাল লাগে, তাহাদের হয়তো কিছু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। Hamlet এর নাটকের ন্যায় এ পুস্তক খানিকে thinking aloud ও বলা চলে। এই জনাকীর্ণ পৃথিবীতে মানব ও ব্যক্তির জীবন হয়তো পথের ধূলোর মতন মিশিয়ে যায় কিন্তু বাঁচিয়া থাকে তাহার চিন্তা ধারা সাহিত্যের মধ্য দিয়া। একদিকে সাহিত্য সমাজ জীবন ও দর্শন, অধুনাতন ভারতীয় রাজনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষন, আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের আদর্শ, বেদ উপানিষৎ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সভ্যতার তুলনা মূলক সরূপতা নিদর্শন, সমস্তই যে লেখকের

তীব্র দৃষ্টির বিচার বুদ্ধিতে ধরা পড়িয়াছে এটুকু হয়তো চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। পুস্তকের মধ্যে মানুষের প্রশ্নই সবচেয়ে বড় মনে হয়। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই এ মহাবানীর প্রভাব আছে। G. K. Chesterton এর ভাষায় "It is strange that man should see sublime inspiration in the ruins of an old church but none in the ruins of man" এরূপ কোন দৃশ্য আমাদের চোখে পড়েনি তাই বিশ্বাস হয় যে এই পুস্তক খানি যেন মানুষের ধ্বংসাবশেষের উপরেই গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি communism যেন mental suicide, socialism as propounded in the west is a mental disease and capitalism is a mental brankruptcy. Bertrand Russell তার Prospects of Industrial Civilisation গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে Industrilisation means desocialisation, এবং গর্ভরমেণ্ট অনেকটা বানরের রুটি ভাগের অভিনয় করে চলেছে। Industry এর নামে আমরা যে economic prostitution of labour and intelligence and exploitation of man গড়ে তুলতে চাই সে হয়তো শুভ হবেনা। এক কথায় এই পুস্তক খানিকে Indias Religio- Politico- Socio- whats what বলা চলে। অপর দিকে যৌবনের অদম্য কামনা 'Love is my life love is my death এই প্রকাশ এবং youths infinite passion, উহার সীমাহীন অতৃপ্তি, কামনার অপার

সমুদ্র বুকে লইয়া বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভ ও পুস্তকের পাতায় পাতায় মাঝে মাঝে যে বর্ণনা আছে, তার প্রকাশের ও dialoque এর নির্ভিকতা (daring audacity) দেখিয়া অনেকে হয়তো স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন। কেহ কেহ হয়তো মনে করিবেন যে বর্ণনা সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করিয়া অশ্লীলতায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এই নগ্নতা পুস্তকের উঁচু চিন্তা ধারার সহিত একান্ত অসঙ্গতি করিয়াছে, সাহিত্যের বাজারে ইহা পরিবেশনের উপযোগী হয় নাই। জঁা ক্রিসটোফরের রোঁমা রোঁলার মত লেখকের "I must tell the truth inspite of everything" হয়তো অনেকে অনুমোদন করিতে নাও পারেন। পুস্তকের মাঝে মাঝে ভাষার তরলতা ও শুষ্কতা লক্ষ্য হইলেও ইহা সাহিত্যের সত্যিকারের মর্য্যাদা কতখানি ক্ষুন্ন করিয়াছে তাহাই বিচার্যের বিষয়। পুস্তকের মধ্যে তার ক্ষনিকের তরলতা পুস্তকের একাত্ব বোধের সহিত অসামঞ্জস্য করিয়াছে কিনা তাহাও বিবেচ্য। এপার ও ওপারের পরে ভরদিয়ে ভাষার চপলতার মধ্যে যে হৃদয়ের সেতু গড়ে উঠেছে সে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। আমাদের জীবন নিয়ে এভাবে আলোচনা কেউ করেছেন কিনা আমাদের জানা নাই। এই যে স্বাধীন মনোবৃত্তি এ ভারতের নিজস্ব বলে লাগে অথচ এর মধ্যে দ্বন্ধ নাই কলহ নাই। প্রেম যেন এখানে প্রনাম নয়, আমরা যেন আজ কাউকে ভালবাসিনা ভালবাসার একটা চেষ্টা করি মাত্র। ভালবাসা আজ প্রত্যয় নয় পরিচয় নয় ক্ষুদ্র বিনিময় মাত্র। জীবন শুকনো কাঠের মতন সংসারের কামনার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে

তার শান্তি নাই শক্তি নাই আছে শুধু কলহ ও কলনাদ।

Fuchs তার বিখ্যাত গ্রন্থে (Sittengeschichite Vons Mitte later Biszun Gegenwar) বলিয়াছেন "It is absolutely undeniable that the centre of literary interest in those days was not love nor eroticism but obscenity এইরূপ কোন কিছু যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আমরা বিশ্বাস করিনা। ইহা অতি সহজেই বোঝা যাইবে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার, মধ্যযুগের, বিশেষ করিয়া মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপিও সভ্যতার Phallus cult এর সৃষ্টি এ সাহিত্যের অন্ততঃ উদ্দেশ্য ছিলনা।

Beitragezun Indischen Erotik গ্রন্থের প্রণেতা Richard smith ভারত সম্বন্ধে বলিয়াছেন what we find in India the land of contradiction where the human spirit vacillates incessantly between the beautiful and the hideous and where the impulses of the heart jump accross the gulf from the cruelest asceticism (in the eye of an westerner) to the most raging voluptuousness". পুস্তকের মধ্যে মধ্যে যেন এটুকুই ফুটিয়া উঠিতে চাহিয়াছে এবং ইহাই যেন eternal Indian pshychology. ভারত সম্বন্ধে উপরিউক্ত গ্রন্থে Mr Smith আরও বলিয়াছেন "The burning heat of the Indian sun, the luxuriousnes of the vegetables, the sweet odour of the lotus

blossoms in the moolit night and the last but not the least the peculiar part (in the eyes of the westerner) which the Indian people have always played dreamers, Philosophers, unpractical enthusiast, all these combine to make India a true virtuoso of love এ ভাবের কিছু যেন পুস্তকের মধ্যে ফুটে উঠেছে এ আমাদের বোধ হয়। Love is an essence of heaven এবং এই ভালবাসাই মানুষের জীবনে has make good the loss of paradise. ভালবাসার অনুবৃত্তি সে ত্যাগেরি আদর্শ ভিন্ন আর কিছু নয়, এবং এখানেই ভাগবত গীতার একটি কথা মনে পড়ে "যোগো ভবতি দুঃখহা"।

এই পুস্তকের মধ্যে মানুষের বাল্য কৌশর যৌবন ও বাণপ্রস্থ লুকিয়ে আছে। ভোগের ধারনার মধ্য দিয়াই (ভোগাৎ তৃপ্তি ত্যাগাৎ শান্তি) ত্যাগের মার্গে উপস্থিত হওয়া যায় উপন্যাসিক এই কথা বলিতে চাহিয়াছেন কিনা তাহাও আমরা বলিতে পারি না। লেখকের বর্ণনার কৈফিয়ৎ, তাহার ভাষার কারুকার্য্যের মধ্যে পুরী ও কনারকের কালীঙ্গ মন্দির গাত্রের যৌবন প্রভাব আছে কিনা এবং ঐ একই উদ্দেশ্য কি না তাহা একমাত্র লেখকই হয়তো দিতে পারেন প্রকাশক নয়। তবে উপন্যাস উপন্যাস মাত্র জীবনি নয় একথাও আমাদের ভুলিলে চলিবে না। পুস্তকখানির রূপ উপন্যাস হইলেও অন্তর যেন মাঝে মাঝে সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ এই উপানিষদের সুরে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্দে লেখকের নিজস্ব কোন মত আছে কিনা এই উপন্যাসের myriad চরিত্র রাশীর বিপরীত গামী বিভিন্নমুখী সত্বার মধ্য দিয়া কি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই, বা পারা সম্ভব ও নয়। power politics ও power economics যে epidemic (সংক্রামতা) জগতে ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে আমাদের এই টুকুই শুধু মনে হয় যে পুস্তক খানি beyond fanaticism, এর মধ্যে সঙ্কীর্ণতার কোন বালাই নাই। It is no fanatic, either of great or small,, nor it hold any fanatical view of any "ism" either communism, socialism, congressism, power goondism or anything. পাশ্চাত্যের ভৌগলিক ও অর্থ-নৈতিক জাতীয়তা অর্থাৎ territorial and economic nationalism যেন ভারতের আধ্যাত্মিক জাতীয়তা নয়। জলো দুধের মতন ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির সংযোগ প্রকৃত খাঁটি ধর্ম্মবোধকে ম্লান করে তোলে, যদিও রাজনীতি সীমাবদ্ধভাবে ধর্ম্ম বহিভূত নয়। পুস্তকের মধ্যে ব্যক্তিগত দলগত কোন গোঁড়ামী অর্থাৎ সঙ্কীর্ণতাই আমাদের লক্ষ্য হয়নি। পুস্তকের রাজনৈতিক চরিত্রের বিশ্লেষনে সময়ে সময়ে আমাদের মনে হয়েছে যে দল বিশেষের প্রাধান্যতা যে স্থানে স্বাধীনতা বলে গণ্য হয় সে দেশের স্বাধীনতার প্রাণ নাই এবং সেই দলের বোঝা সাম্প্রদায়িকতার চেয়েও ভারাবহ হয়ে পড়ে। এ দল বেঁচে থাকতে পারে না যদিও তার সৎকারে সময় নেবে। (The party is dead as its spirit is lost although the funeral

may take some time) অর্থনৈতিক ধনতান্ত্রিকতা রাজনৈতিক ধনতান্ত্রিকতা, সমাজতান্ত্রিক ধনতান্ত্রিকতা যে ধনতান্ত্রিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার একটা দৃশ্য বিশেষ হয়ে পড়েছে এ লক্ষ্য হয়। ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতাকে এড়াতে যেয়ে আমরা যেন দলগত অর্থগত ও রাজনৈতিকগত সম্প্রদায়িকতাকে বরন করে তুলতে চাই। ভারত যদি প্রকৃতই secular state হয় সেখানে খৃষ্টান ও মুসলমানকে ফেলে শুধু হিন্দুর সমাজ সংস্কার হয়তো গর্ভরমেণ্টের শোভা পায়না। কাহারো বিবাহগত সমাজগত ও ধর্ম্মগত ব্যাপারের মধ্যে গর্ভরমেণ্টের মিশতে যাওয়া হয়তো তাই উচিত নয়। গর্ভরমেণ্টের দৃষ্টি সেখানে একই হওয়া দরকার যদিও সামাজিক তারতম্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে ও থাকবে।

কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজকে আইন খানায় টেনে নিলে seculiarity হয় তো বাঁচবেনা। ভারতকে secular state এ ঘোষনা করে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আমরা নিরব না থেকে যা secularityর, মূলগত অর্থ হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ শুধু ও মনুসংহিতা নিয়ে যদি মেতে উঠি সেই রাজনৈতিক অজীর্ণতার বিশ্লেষন এর মধ্যে লক্ষ্য হয়েছে। আমরা যে আজ বাক্যে ও কর্ম্মে কতখানি contradictory ও নীতিহিন এ ভাববার কথা। G. K. chesterton এর একটা কথা এখানে আমরা তাই উদ্ধৃত না করে পারলাম না "it is one of the tragedies of the diplomat that he was not allowed to admit either knowledge or ignor

ancc"। যৌবনের অপব্যবহার ও ব্যাভিচারের মতন ক্ষমতার অপব্যবহার ও ব্যাভিচার আজ রাজনীতির একটা বিশিষ্ট অধ্যায় হয়ে উঠেছে। ভারতের জল বায়ু ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দৈহিক ডেমোক্রেসী যে কত খানি কার্য্য করী হবে এ ভাববার কথা।

এ পুস্তকের চিন্তা ধারার সঙ্গে অনেকে অনেক স্থলে এক মত হইতে না পারিলেও একথা হয়তো স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না যে আমাদের সাহিত্য জগতে একটি বিশিষ্ট প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহার তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি বিশ্লেষন না করিয়া কোন কিছু গতানু গতিককেই মানিয়া লইতে সবসময়ে প্রস্তুত নন্। রোঁমা রোঁলার জাঁ ক্রিসটোফরের মতন এই উপন্যাসের মধ্যে ফুটে উঠেছে "There is an age in life when we must dare to be unjust, when we must make a clean sweep of all admrations respect got at second hand and deny every thing—truth and untruth, every thing which we have not got ourselves known for truth—to grow into a healthy man is to sacrificc every thing"

পুস্তকের বন্দে সুন্দরম্ সঙ্গীতটি আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। সাহিত্যাচার্য বঙ্কিমচন্দ্র আজ বেঁচে থাকলে তাহাকেই এটা উপহার দিতে পারলে সুখী হতাম।

পরিশেষে আমরা এইটুকুই বলিতে চাই যে পুস্তক

যাহাদের বিশ্ব মস্তিস্কের অধ্যয়ন ক্ষেত্র তাহারা হয়তো এই পুস্তকখানিকে মানুষের মনের লাইব্রেরিতে বসে পাঠ করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত করিবেন। ইতি—

৬ই অগ্রহায়ন ১৩৫৩ শ্রীবলাই দাস মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল.
জগদ্ধাত্রী পূজা।

পথের ধুলো।

শরতের গোধুলির ছায়া তখনও যেন ধুলায় মিশে যায়নি। পৃথিবীর প্রান্তসীমা টেনে আনতে যেয়ে, সে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, এ লক্ষ্য হলেও নির্ণয় করা কঠিন। গ্রামবাসীরা যে যাহার ঘরে ফিরছে; অদূরে নদীর পারাপারের ঘাটে লোকের ভিড়; সকলের মাথায় সওদার বোঝা, দেখতে দেখতে দিবসের এই যে বিরাট আয়োজন জীবনের হাটে এসে জমেছিল তাহাও যেন শেষ হয়ে এল। আকাশে মেঘ নাই আছে মেঘের ছবি। অথচ শিল্পীর কোন উদ্দেশ খুজেও পাওয়া যায় না। এই বিরাট রূপের বোঝা নিয়ে জগত যেন ক্রমেই এগিয়ে চলেছে রংএ রসে পবিপূর্ণ। এই যে মেলা এর চালক কে? মনে হয় এ উদ্দেশ্যহীন, অথচ বিশ্বাস হয় না এত বড় মহত্বের পেছনে কি সত্যই কোন উদ্দেশ্য নাই?

সন্ধ্যা এসেছে অথচ তার লজ্জা কত। ঘরে ঘরে প্রদীপের শিখায় সে যেন লজ্জা ভেঙ্গে ফুটে উঠতে পারেনি। এ লজ্জা কেন? এ কিসের লজ্জা? এ ভোগের না ত্যাগের? ভোগের উলঙ্গ রূপ নিয়ে মানুষ হয় লজ্জিত, কিন্তু ত্যাগ যখন সে ভোগের আবরণ ছিনে বেরিয়ে আসে জ্ঞানের নম্রতায় সেও কি হয়নি লজ্জিত? এ লজ্জা তবে কি? একি সৃষ্টির বোধশক্তি না স্বার্থের ইতিহাস! মানুষের দৃষ্টি আছে, অথচ সন্ধ্যার আবরণে সে যেমন দৃষ্টিহীন, আলো ব্যতিরেকে কিছুই লক্ষ্য হয়

না, স্পর্শ হয়তো আসে, পূর্ণতাহীন, জীবনও তাই। সন্ধ্যার অন্তরালে ফুল ফল কত না ফোটে, গন্ধ আসে, অথচ তা লক্ষ্য হয় না; জীবনও তাই। সন্ধ্যা নিদ্রার সাথী তাই জীবন মরণকে নিয়ে চলে। আমরা জীবিত এ সর্ব্বদাই লক্ষ্য হয় তবে আমরা যে মৃত এ জ্ঞান ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না। জীবনের রহস্যই এখানে, তাই আমরা জীবনকে প্রায় ভুল করি। সন্ধ্যা এসেছে এ লক্ষ্য হলেও সন্ধ্যার রূপ যে রাত্রি তার অনুভব নাই। সারাদিনের ক্লান্তির বোঝা বহন করে মানুষ যখন শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখনই সন্ধ্যা আসে তার ধীর অথচ চঞ্চল পদক্ষেপে সে বোঝা নামিয়ে নিতে; বহিঃজগতের জীবকে সে টেনে আনে গৃহ জগতে, দেয় শান্তি। ক্ষুধা তৃষ্ণার বিলোপ করে ঘুম পাড়িয়ে রাখে তার চির স্নিগ্ধ কোলে। এই যে সন্ধ্যাব রূপ এই তো মানুষের সংসাব। নিদ্রার আবেগময়ি ভাষাই হইতেছে এর প্রেম ভালবাসা। সংসারে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, জেগে উঠি, হয়তো অনেকের চোখে তখনও লেগে থাকে তন্দ্রা। আমরা আবাব ঘুমিয়ে পড়ি, জেগে উঠি এর মাঝ দিয়ে পূর্ণ জাগরণ হয় না। সংসারে সুখ আছে দুঃখ আছে এবং তাহা নির্ভর করে অনেকটা সংসারীর উপর। সে যদি শক্তিমান হয় সুখ দুঃখ কষ্টকর হয় না, হয়ে পড়ে সুন্দর। সে যদি দুর্ব্বল হয় দুঃখ পায়। সে যদি মানসিক, দৈহিক বা নৈতিক রোগগ্রস্ত কি দুর্ব্বলতাগ্রস্ত হয়, সেও হয়ে পড়ে মহা দুঃখের। ঈশ্বর মঙ্গলময় তিনি নির্লিপ্ত তাই মানুষের সুখ দুঃখকে মানুষেই রচনা করে। সৃষ্টি ঠিক নয়, যেহেতু রচনাপেক্ষা সৃষ্টির শক্তি বেশী; তাই আমি রচনা বলতে চাই। লৌকিক দৃষ্টিতে, সংসারীর জীবনে যেমন গৃহ চাই, আহার চাই, তেমনি মানসিক দৃষ্টিতে ধর্ম্ম গৃহতুল্য ও কর্ম্ম আহারতুল্য আমাদের জীবনকে টেনে রাখে। নর ও নারীর উভয়ের পরিচয়েই যেমন নর ও নারী, জীবন ও মৃত্যু তেমনি ধর্ম্ম ও কর্ম্মের পরিচয়ে, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, সত্য ও ঈশ্বর। ধর্ম্ম পুরুষ, কর্ম্ম নারী। সৃষ্টির

ধর্ম্ম হয়তো তার প্রাণ, কর্ম্ম তার দেহ, সমাজ তার বস্ত্ররূপ ও সভ্যতা তার অলঙ্কার ও বিচার। জ্ঞান এখানে সূর্য্য, চন্দ্র এখানে ভক্তি, ও হৃদয় এখানে ক্ষেত্র বিশেষ। এই হৃদয়ের ক্ষেত্রের কৃষক আমরা সবাই। এখানে আমরা রোপণ করি ও কর্ত্তন করি। যৌবন এর একটা মরসুম এই যে মানুষের জীবন এ সুন্দর অথচ কালো। সংসারের স্রোতে যে ভেসেছে সে জানে সংসার নিত্য ও সত্য। সংসারের স্রোতের পারে এসে যারা পৌছিয়েছেন তারা হয়তো দেখেছেন সংসার অনিত্য কিন্তু জগত সত্য। সৃষ্টি যেমন মানুষ নয়, অথচ সে সৃষ্টির সহায়ক, তেমনি জগত সংসার নয় যদিও সংসার জগতের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ও রূপ। সংসার কর্ম্মপ্রধান ও জগত ধর্ম্মপ্রধান। জীবনের মরুভূমিতে শুয়ে বসে যেমন ফসলের গর্ব্ব করা চলে না, তেমনি জীবনের শ্মশানে এসে বার্দ্ধক্য ঘিরে ধর্ম্মচর্চ্চাও হয় না, তবে প্রতারণা চলে। অথচ এই মূর্খ ধার্ম্মিকের সংখ্যাই বেশী। অপর দৃষ্টিতে এদের বাচাল ধার্ম্মিক বলা চলে। শ্রীমদভাগবত গীতায় আছে খাদ্য চার প্রকার, অথচ আমরা এক প্রকারের খাদ্যের সংগ্রহে জীবন কাটিয়ে, বার্দ্ধক্যের শ্মশানে এসে চিৎকার করি আমরা ধার্ম্মিক আমরা জ্ঞানী। এদের অপর নাম মূর্খ তস্কর। তস্কর যেমন ভদ্রতার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায় সুযোগ পেলেই কথা নেই, এরা বেড়ায় ধার্ম্মিকের ও জ্ঞানীর, এই সব লোক হয়ে পড়েছে দেশ ও সমাজের মহা অনিষ্টকর। পোড়া মাটিতে যেমন প্রতিমা গড়ে তোলা যায় না, অথচ প্রতিমা গড়ে তাহা পুড়িয়ে নিতে হয়, তেমনি পোড়া মাটিতে শস্য রোপণও হয় না। হৃদয় যাহাদের গিয়াছে পুড়ে সংসারের আগুনে সুখ ও দুঃখের দগ্ধাঘাতে লাভ লোকসানের টানাটানিতে তাদের ধর্ম্ম পোড়াবার ধর্ম্ম মানুষের ধর্ম্ম নয়।

সংসারে হয়তো সুখই আছে। এই সুখই দুঃখ হয় যখন আমরা দুর্ব্বল হয়ে পড়ি। তাই মনে হয় শক্তিমানের জন্যই কি সুখ, দুর্ব্বলের

জন্য নয়? সুখ যেমন মানুষের দেহে, সুখ তেমনি মানুষের অন্তরে। সুখ হয়তো জন্ম নেয় প্রথমে মানুষের মনে। দুর্ব্বল ও সুখী হয়, যদি তার কর্ম্মধারার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। ধর্ম্ম ও সুখকে যারা দেহে খুজে বেড়ান, দেহের বেষ্টনী দিয়ে তাকে বেঁধে রাখতে চান, সংসার হয়তো তাদের ভারাবহ হয়ে পড়ে। ঈশ্বরকে যারা কেনা বেচার সামিল করে তোলেন, জোড়া পাটার লোভ দেখিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট ও প্রলুব্ধ করতে চান তাদের ভগবান পশুর ভগবান, দেহের ভগবান, অন্তরের ভগবান নন। শিশুকে মাতা যেমন খাদ্যের লোভ দেখিয়ে বশে আনতে চান তেমনি মূর্খ নর নারীর ঈশ্বর বোধ। তবে এইটুকুই আনন্দের যে কৃপণের হস্তের ভস্মমুষ্টি হয়তো ভবিষ্যতের সূচনা করে। ওর মধ্যেও কিছু শুভ আছে। ঐ ক্ষুদ্র সত্তার মধ্য দিয়ে যদি বৃহৎ সত্তার দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় সে হয়তো মঙ্গলের।

জীবনের পথে মানুষকে দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়। সেই দুঃখ কষ্ট যদি মানুষের সহায়ক না হয়ে সংহারক হয় তবে সে বড় দুঃখের। দুঃখকে যারা ভালবাসে তাকে এড়াতে চায় না, সেই হয়তো প্রকৃত সুখের স্পর্শ লাভ করে। দরিদ্রতা দুঃখ কষ্টের একটি অংশ বিশেষ। জাগতিক দৃষ্টিতে এ একটি বিশাল বস্তু; অর্থাৎ অর্থাভাব; সাধারণ নর নারীর জীবনে দারিদ্রতার সবটুকু। দরিদ্রতাকে যারা ভালবাসে, তার দুঃখ কষ্টকে এড়াতে চায়না সম্মান করেন, এ রকম দরিদ্র খুবই কম। এরাই বড় হয়। সুখের বিনিময়ে যে দুঃখকে বরণ করে সে তো দেবতা। কিন্তু সুখ ও দুঃখকে যে সমভাবে গ্রহণ করে সেই মানুষ। সুখ নেই দুঃখ জড়িয়ে ধরে থাকতে বাধ্য, সে দুঃখের মূল্য বড় কম। সেখানে মনুষত্ব যেন ঝরে পড়ে, তার গন্ধ যেন উবিয়ে যায়। অর্থই আজ আমাদের জীবনের একটি সমস্যা বিশেষ। অর্থ যেদিন দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র ব্যক্তির হাতে যেয়ে পড়ে দেশ পঙ্গু হয়ে আসে। অর্থ যেদিন শক্তিমানের হাতে যায় দেশ সবল হয়। এই অর্থের পেছনে ধনী ও ছুটছে দরিদ্রও ছুটছে। তবে

অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্রকে পায়ে ছুটতে হয় আর ধনী মটোরে বসে ছোটে তাই দরিদ্র সর্ব্বদাই পেছনে পড়ে থাকে। পরিশ্রম উভয়েরি আছে। সাধারণতঃ দরিদ্রের দৈহিক ও ধনীর মানসিক পরিশ্রম করতে হয়। দরিদ্র যেদিন মানসিক পরিশ্রম করতে পায়, এবং ধনীর থাকে দৈহিক পরিশ্রম, সেদিন দরিদ্র বড় হয় এবং ধনী দরিদ্র হয়। ধনীর ধনের মধ্যে আছে অকর্ম্মন্যতা, অলসতা ও ইন্দ্রিয়প্রিয়তা তাই দরিদ্র বড় হয়। দরিদ্রতা যদি মানুষের বড় হবার ব্যাথা না হয়ে, প্রসব বেদনার মত সত্য না হয়ে ; প্রাণহীন পাষানের মত হয়ে ওঠে, দরিদ্র ডুবে যায়। বিবাহের মধ্যে দিয়ে নারী ও পুরুষ যেদিন পরস্পর পরস্পরকে ধনী করেনা, দরিদ্র করে, তার দুঃখ কষ্ট তাদের জীবনে আনন্দ আনেনা ব্যাথা দেয়, সে পথ ও [illegible]। বিবাহ সংসারের একটি বিশিষ্ট রূপ। এ অনেক স্থলে সংসারের বেদীরূপে ব্যবহার হয়। বেদকে যেখানে স্থাপনা করা যায়, [illegible] করা যায় সেইতো বেদী। বিবাহ হয়তো মানুষের জীবনের মন্দির স্বরূপ। সাধারণ ভাবে আমরা যেটুকু বিবাহ মনে করি সে মন্দিরের ধাপ, তা'বা আবর্জ্জনা স্বরূপ। বিবাহ আমাদের হৃদয়ের রূপ তার দৈহিক ব্যবহার যদি ভদ্র ও সংযত না হয় সে মানুষকে রুগ্ন জীর্ণ করে।

আলো ও অন্ধকারকে নিয়ে যেমন মানুষের জীবন জগতের প্রকাশ তেমনি আমাদের জীবনের সুখ ও দুঃখ। প্রদীপহীন অন্ধকার যেমন মানুষকে ক্লান্ত করে তেমনি জ্ঞানহীন দুঃখ। প্রভাতের আগমনে আমরা যে পরিমানে আনন্দ পাই, সেই আনন্দের পরিমান হয়তো ঠিকই থাকে, যখন সারাদিনের পরিশ্রমের পর প্রিয়জনের দর্শনকাঙ্খা সন্ধ্যার সমাগমে মানুষের মনে ফুটে ওঠে। অন্ধকারে যেমন প্রদীপ জ্বলে, দুঃখ আসে জ্ঞানের আলো নিয়ে। দুঃখ যেখানে জ্ঞানহীন সেখানেই মানুষ বসে পড়ে কষ্ট পায়। সংসারের ইতিহাসে লিখতে বসলে সুখ দুঃখের মাঝ দিয়ে কেবলি ফুটে ওঠে 'যাওয়া আসা'। এ কেন, কিসের জন্য ? এর প্রশ্ন

ওঠে তবে উত্তব পরিষ্কার হতে চায় না, অনুভব হয়না। এই যে যাওয়া আসা এই কি মানুষের জীবন? মরণ কি তবে জীবনের যে অংশ আমরা দেখতে পাইনা সেইটুকু? না যেটুকু দেখতে পাই সেইটুকু? প্রেম ভালবাসা একি সংসার বৃক্ষের ফল? হৃদয় যেখানে ছোট্ট হয়ে আসে মানুষ সেখানে গণ্ডি হারিয়ে ফেলে হয় উচ্ছৃঙ্খল। হৃদয় যেখানে বড় হয়, মানুষ সেখানে তার গণ্ডির রেখা বাড়িয়ে দেয় সমষ্টি ও সামঞ্জস্যের আকারে মানুষ দুঃখ করে কষ্ট করে এই তার জীবন। সাধারণের জীবনে 'উত্তাল তরঙ্গময় নর্ম্মদা' হয়তো ভীতির সৃষ্টি করে কিন্তু কবির দৃষ্টিতে সে হয়তো রসের সৃষ্টি। কৃষকের দুঃখের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে ধান্যরূপ জীবনের মূর্ত্তি। মানুষের দুঃখ কষ্টের মাঝ দিয়ে ফুটে ওঠে মানুষের প্রতিভা ও যশ। ধনীর নিজস্ব যেমন কোন সত্তা নাই, পর গাছা গোছের, তাই সে দরিদ্রের বুকের উপর দাড়িয়ে থাকে। সুখের ও নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। দুঃখকে জড়িয়ে নিয়েই সে বেচে আছে। দুঃখকে এড়ান যায়না, তাকে নিংড়ে ফেলা যায়না, তবে তার সংস্কার আছে, আছে তার মিষ্টতা বোধ। নারী পুরুষকে গ্রহণ করে, পুরুষ নারীকে গ্রহণ করে, ব্যবহার করে, এ শুধু দৈহিক নয় মানসিক ও আধ্যাত্মিক। এই যে সাহচর্য্য এ মানুষের শক্তি, সভ্যতার ভিত্তি, ও হৃদয়ের ইতিহাস। হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে মানুষ আছে তার পরিবর্ত্তন হয়, তবে সহজে হয় না; আর হৃদয়ের বাহিরে যে মানুষ আছে সে সহজেই বদলে যায়। আকাশ যেমন মেঘে ঢাকা থাকে, শক্তিমান সূর্য্যের যেমন আবরণ আছে তেমনি জ্ঞান। যে মানুষের জ্ঞান রূপ সূর্য্যকে ছেয়ে ফেলে, বিবেক রূপ আকাশকে আবরণ করে সে অজ্ঞান। পিতা মাতা ভাই বোন, স্ত্রী পুত্র সংসারের এক একটি স্তম্ভ সরূপ; এর উপর আমরা গড়ে তুলি সমাজের অট্টালিকা, যার কক্ষ হতে কক্ষান্তরে আছে শুধু হৃদয়, ও হৃদয়ের পরিচয়, দেহের রূপ ও কর্ত্তব্যের রস।

সাহিত্য সংসারের জীবনীশক্তি ভাষার মূর্ত্তি ও প্রতিমা সরূপ।

সাহিত্য সমাজ নয়, সংসার নয়, যদিও সে তার দৃশ্য আঁকে। সাহিত্য কম্যুনিজম নয়, কলহ নয়, রাজনীতি চর্চ্চাও নয়, কোনও কিছুর প্রপোগণ্ডাও নয়, সাহিত্য সাহিত্য। জগতের যা সত্য, সর্ব্বযুগে সর্ব্বরূপে ও সর্ব্বরসে পরিপূর্ণ, তাহাই যখন ভাষার আকারে মানুষের হৃদয়েব সুখদুঃখে মিশ্রিত সমাজের বুক থেকে বেরিয়ে আসে সেই হয়তো সাহিত্য। সেখানে ধনী দরিদ্র, দুঃখ কষ্ট, ব্রাহ্মণ কায়স্থ সবই আছে তবে সে তাহা স্পর্শ করে না প্রকাশ করে। ভাষা মানুষের জীবনের একটি খাদ্য বিশেষ। পশু পক্ষী বৃক্ষ লতারও একটি ভাষা আছে। মুকের যেমন ভাষা আছে তেমনি পাহাড় পর্ব্বত ও সমুদ্রের ভাষা। চণ্ডী স্বীকার করেন যে জ্ঞান মানুষেব একচেটিয়া নয়, এ জ্ঞানের জন্য মানুষকে পশু পক্ষী লতা পাতার কাছেও হাত পাততে হয় সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জ্জন সর্ব্বত্রই করতে হয়। মানুষের জীবনে সাহিত্যের প্রশ্ন তার দুঃখ কষ্টের বোঝা নয়, তার যোগাসনও নয়, কি ভেদ নীতিব অস্ত্রস্বরূপও তাকে মানুষ ব্যবহার করতে চায়না ও পারে না। এ মানুষের স্বভাব। শিশু যেমন মায়ের স্তনে মুখ দিয়ে পান করে, সে যেমন মা বলে ডাকে, ভাষার মনুষও তাই। বিশেষতঃ উপন্যাস সাহিত্য জীবনের পাঠশালা নয়, আর পণ্ডিত হয়ে বসবারও সখ সেখানে খুবই কম। এ মঠেব ব্রহ্মচর্য্য নয় যে অশ্লিলতার ভয়ে পিছিয়ে আসবে। এ মানুষের দৃষ্টি ; মানুষের ক্ষুদ্র সৃষ্টি এবং কৃষ্টির একটি প্রাণ স্বরূপ। ধর্ম্ম যদি ঈশ্বর হয়, কর্ম্ম যদি সৃষ্টি হয়, মানুষ যদি জ্ঞানরূপ হয়, তবে সাহিত্য সেখানে দেহ রূপ ধারণ করে। এই যে সাহিত্যের রস এ গব্য দুগ্ধের মত, বন্যার জল নয়। ভাষার রাজত্বে সাহিত্য যেন সম্রাট। কাব্য কলা সবই সাহিত্যের এক একটি অঙ্গ। সাহিত্যকে যারা নগ্ন সাহিত্য কি ভগ্ন সাহিত্যে টেনে সেবা করতে যেয়ে, তার পূজা ভুলে যান, তারা অনেক সময়ই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট করেন ও পঙ্গু করে তোলেন।

সং এবং সত্যকে নিয়ে যেমন সংসার; সাহিত্যও তো সং ও সত্যকে নিয়ে। সংসার সং ও সত্যের রূপ, সাহিত্য তার রস। সাহিত্যের একটি আদর্শ আছে, দৃষ্টি আছে সমাজ ও সংস্কার আছে। সাহিত্যকে যারা কল্পনা মনে করেন, তারা হয়তো ভুল করেন। সাহিত্য ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ, স্পর্শ ও দৃশ্যকে এড়াতে পারে না। সাহিত্যের আসরে বসে খেমটা নাচের নকসা হয়তো দেখতে ভাল লোকও জমিয়েও তোলে, একটা সস্তা পসারও বাড়ে, কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত জীবনের পরে যতটা অনিষ্টকারক না হক জাতীয় জীবনে তা বেশ ভাল করে লক্ষ্য হয়। পয়সাকে যারা জীবনের মূলমন্ত্র মনে করেন, জীবনের সমস্ত কাম্যতা দিয়ে তাকে যারা জড়িয়ে ধরেন, সাহিত্য সেখানে তার সবুজতা ও সজিবতা হারিয়ে ফেলে। সাহিত্যের বাগানে অনেক রকমের ফুল ফোটে, গন্ধহীন ও গন্ধময়; কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্য বিদ্যমান যা সেটুকুকে দৃষ্টিকটুর কি স্পর্শকটুর না করে মহনীয় ও বরণীয় করে তোলে। সভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গই হল আমাদের সাহিত্য। জাতি চলে যায় সমাজ নষ্ট হয়ে যায়, কর্ম্মধারা বদলে যায় তার মধ্য দিয়েও সেই পুরাতনের স্মৃতির মত সনাতনের দীপ জ্বেলে রাখে সাহিত্য ও কাব্যকলা।

২

সন্ধ্যার আলোও পৃথিবী ভরে গিয়েছে। ঘরের প্রদীপের শিখায় গৃহ বধুরা সর্ব্বত্রই কর্ম্মব্যস্ত। কেউ বসেছেন সন্ধ্যা করতে, কেউ কুটছেন কুটনো, কেউ ঢুকছেন রান্নাঘরে, কেউবা জমিয়ে তুলেছেন গল্পালাপ। কোথায় বা শুনাযায় পরী কণ্ঠ, কোথাও বা ঝিল্লি রব, কোথায় বা কোলাহল। কোথায় বা দেখা যায় শিশু পুত্রের প্রতি মাতার ভৎসনা, যুবতীর অভিমান, স্বামীর অনুযোগ ও পিতার তিরস্কার। জগতের কাজ বন্ধ হয়নি তবে তার কোলাহলের ভাগ গিয়েছে কমে। কর্ম্মব্যস্ত জগত যেন একটু শান্ত। মন্দিরের কাসর ঘন্টায় সন্ধ্যার পূজা তখনও যেন সমাপন হয়নি। আরতির মঙ্গলধ্বনি নর ও নারী সন্ধ্যাকে তার অভিনন্দন জানিয়ে চলেছে স্থির ও গম্ভীর ভাবে। আকাশে অসংখ্য তারা, মাঝে চাঁদ এবং সেই তারার বুকেই ফুটে উঠেছে চাঁদের আলো।

পুরুষ কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'মায়া'

নারী কণ্ঠে উত্তর এল 'কি বলছ'

'এদিকে এসো'না ছাই'

স্ত্রী মায়া ধীর ও গম্ভীর পদক্ষেপে, মাথার আঁচলটায় টান দিতে দিতে স্বামীর পাশে এসে দাড়াল। রমনী যুবতি, খুব সুন্দরী না হলেও কুরূপা নয়। উজ্জ্বল বর্ণের মাঝ দিয়ে অত্যুজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি ও মুখমণ্ডল তাকে তার মধুরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। পুরুষ যুবক স্বাস্থ্যের পরিচয়টা বেশ ভালই লক্ষ্য হয়। 'এইটে ধর' স্বামী স্ত্রীর হাতে পকেট হইতে নোটের একটি ক্ষুদ্র বাণ্ডিল তুলে দিলে। সেটুকু বাক্সে পুরতে যেয়ে 'কোন চিঠি পত্র পেয়েছ' স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল।

'কই না'

'একটা চিঠি দিতে হয়' স্ত্রীর মুখে অভিমান ফুটে বেরোল।

'চিঠি ফিটি আবার কি লিখব বল'

'ঐ তো তোমার দোষ'

সামনের সোফাটি লক্ষ্য করে বিনয় বসতে যেয়ে উত্তর দিলে, 'গুণের অদৃষ্ট নিয়ে তো আসি নাই'।

'জবাব না দিয়ে পারোনা' ভৎসনার স্বরে স্ত্রীর মুখ হতে কথাগুলি বেরিয়ে এল।

'ধ্বনি হলেই তার প্রতিধ্বনি চাই' এইটুকু বলবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বিনয় বলে উঠল 'বাবা একখানা চিঠি লিখেছেন দিন কতকের জন্য তোমায় ওখানে নিয়ে যেতে, তোমারও শরীরটে একটু ভাল হবে, এ আশাও আছে'।

'শরীর আমার আবার খারাপ হল কবে। তুমি কি কিছু লিখেছ'? স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে।

'কই মনে তো পড়ে না'

'তবে এ জ্বালাতন কেন'। বলেই স্ত্রী মায়া একটু পরে পুনরায় বলে উঠল 'তুমি লিখে দাও এখন গেলে তোমার কষ্ট হবে'।

'কষ্ট আমার না তোমার' বিনয় হাসিয়া উঠিল।

'লিখে দাওনা যা বলছি। শরীর খারাপ হয়েছে না ছাই হয়েছে আবোল তাবোল একটা লিখলেই হল'। স্ত্রী অনুযোগ করলে।

'খোকা হওয়ার পর তোমার শরীরটা যে একটু খারাপ হতে পারে এ ধারণা করে এমন কিছুই অন্যায় করেননি তারা'?

'তা বলে পাড়াগাঁয়ের জঙ্গলে ঢুকে শরীর সারতে হবে? বাঘ ভালুকের দেশে থাকতে থাকতে দেখছি মানুষগুলোও বাঘ ভালুক হয়ে পড়ে; আমায় মারবার ব্যবস্থা'।

'একটা চেঞ্জ তো হবে'।

'বেশ আমায় যদি ভালই না লাগে, এতই যদি চক্ষুশূল হয়ে থাকি পাটনায় রেখে এস। আমি ওখানে যেতে পারব না'। স্ত্রীর মুখ চোখে বিরক্তি ও অভিমান ফুটে বেরোল।

স্বামী মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল 'বাবা কি ভাববেন'।

'ভাববেন আবার কি' স্ত্রীর রুক্ষ কণ্ঠে বেরিয়ে এল।

'অনেক দিন তো গ্রামে যাওনি। বিয়ে হয়েছে শ্বশুর শাশুড়ীকে নিয়েও তো ঘর করতে হয়'।

'সে করতে হয় তোমার ছোট ভাইএর বৌ এসে করবে আমার দ্ব'বা হবেনা'।

'খোকাকেও তো তাদের দেখবার ইচ্ছা হতে পারে'।

'তা আমায় যেতে হবে কেন। তারা তো এলেই পারেন দুই একদিনের জন্য। কেউ কি বারন করেছে'?

স্ত্রীর বিরক্তিপূর্ণ মূর্ত্তির দিকে চেয়ে বিনয় বলে উঠল 'তুমি চটছ কেন? কেউ কি তোমায় কোন খারাপ কথা বলেছে? তুমি যখন যেতে চাওনা, যেও না। আমি জোর করতেও চাই না। তবে গুরুজনদের মতামতকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। এবং তাদের কথার উত্তরও ভদ্র ও বিচার সঙ্গতভাবেই দেওয়া উচিত। তার দৃষ্টিতে অসন্তোষের রেখা ফুটে বেরোল? কি অভদ্রতা তুমি পেলে? বলেই স্ত্রী ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল 'দোহাই তোমার আমায় আর জ্বালিও না'।

বিনয় হাসতে যেয়ে বলে উঠল 'শত দুঃখের মধ্য দিয়েও ঈশ্বরকে বলতে হয় মঙ্গলময়, দয়াময় এ যেমন ধর্ম্মের শিক্ষা; তেমনি সংসারের এমন এমন স্থল আছে যাদের মতামতকে সর্ব্বদাই সম্মানীয় মনে করা উচিত এ তোমার সামাজিক শিক্ষা। সংসারের সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়েই যে সামঞ্জস্য টেনে আনতে পারে সেই হয় সুখী। নতুবা দুঃখের অন্ত থাকে না'।

'কোথায় তুমি অসামঞ্জস্য পেলে' ?

'একটু ফিরে চাইলেই দেখতে পাবে'

'কই দেখতে তো পেলাম না'

'যে জেগে ঘুমোবে তাকে কে জাগাতে পারে, সে দেখবে না তাকে কি কেউ দেখাতে পারে' স্বামীর কণ্ঠে ফুটে বেরোল।

'বেশ হয়েছে খাবে চল। রান্না বোধ হয় হয়ে গিয়েছে' স্ত্রী অনুরোধ করলে।

বিনয় নিরুত্তর হয়ে বসে রইল।

উভয়ের নিরবতার মাঝ দিয়ে মায়া সে নিরবতা ভেঙ্গে বলে উঠল 'পাটনা থেকে যে একখানা চিঠি লিখেছিল তার তো কোন জবাব দিলেনা' ?

'কোন চিঠি' ?

'ঐ যে সেদিন এল। তোমায় দিন কতকের জন্য দেখতে চেয়েছিলেন'।

'আমাকে না তোমাকে' ?

'তোমাকে গো তোমাকে' স্ত্রী সজোরে উত্তর দিল। 'এইতো সেদিন এলে। যেতে চাও দিন কতকের জন্য ঘুরে এস' ?

'তোমার একটা মতামত তো আছে' ?

'তাহলে পাঁজিপুঁথি খুলে বসতে হল দেখছি। দুর ছাই টিকিটেও তো নেই' বিনয় মাথায় হাত দিতে দিতে টিকির খোঁজ করতে লাগল।

'রহস্য ছাড়'

'আমার বোধ হয় সুবিধে হবে না' বিনয় স্থিরভাবে জবাব দিলে।

'তারা তোমায় চিঠি লিখেছেন তুমি যা ভাল বোঝ একটা জবাব দিয়ে দিও। সে ভদ্রতাটাও তো আশা করেন'।

'কি লিখব বল' ?

'আমি কি জানি' স্ত্রী মাথা নত করলে।

'তবে লিখে দেব আপনার মেয়ে এখন যেতে চায় না। সে বড় ব্যস্ত'।

'বুড়ো হতে চললে, ছেলের বাপ হয়েছ তবুও এখন ছেলেমি গেলো না'।

'আমাকে বুড়ো করে তোমারি লোকসান। এ দেশে বুড়োর বিয়ে হয় কিন্তু বুড়ির বিয়ে হয় না। বিনয়ের মুখে চোখে চাপা হাসির ছায়া ফুটে বেরোল।

'না হয় তাতে বয়ে গেল। বিয়ে হলে তো এইভাবে জ্বালাতন হতে হবে'।

'তাই তো বলছি দিন কতক স্বামী চর্চ্চা ছেড়ে বাইরে থেকে ঘুরে এস। নয়তো অন্য চর্চ্চা দেখ। প্রেমের যুগ ঘরে ঘরে সব যুগবীর শ্রীকৃষ্ণকেও হার মানিয়ে ছেড়েছে'।

'সত্যি তুমি দিন দিন কি হচ্ছ বলতো? মরার উপর খাড়ার ঘা দিতে তোমার এত ভাল লাগে'।

'ভয় নেই আমার কাছে ঔষধ আছে, তা দিলে মরা মানুষও বেঁচে ওঠে'?

'ছাই ওঠে' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মায়া পুনরায় বলে উঠল শেষে হনুমানের মত পাহাড় না ঘাড়ে করে এসে হাজির হও'।

বিনয় হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলে।

'ছাড়। ছেলেটা চোখ মেলে কি চেয়ে দেখছে দেখেছ' স্ত্রী অভিমান ভরে সরে যেতে চাইলে।

'হাতে খড়ি দিতে ক্ষতি কি'?

'তা তুমি পার'।

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। ভার্য্যায় কি রূপ আছে তাতে তো পুত্রের

প্রয়োজন হতে পারে'।

'ছেলেকে বেহায়াপানা শিখাতে হবে না। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে পেয়েছ শুনি'।

আমাদের দেশে শাস্ত্রের কি অভাব আছে। তার নাম মনে রাখাই দায়। রতি শাস্ত্র, কাম শাস্ত্র, প্রেম শাস্ত্র, একটা নূতন শাস্ত্র হতে বসেছে।

'লজ্জা করেনা বলতে'।

'লজ্জাই যদি করবে তবে আর বিয়ে করলে কেন'

'তাই বলে ধিঙ্গিপানা করতে হবে'।

'আলবত হবে'

'দোহাই তোমার আমার সঙ্গে তর্ক করোনা'।

'এক, দুই, তিন। এই একেবারে চুপ হয়েছে তো'।

'আবার' মায়া উঠিয়া গেল। খাট হতে পুত্রকে বুকে তুলে নিলে। তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নাড়া দিতে দিতে স্বামীর পাসে এসে বসে পড়ল। ছেলেটি উঠল কেঁদে। মা মাই দিতে লাগলেন। একটি স্তনে মুখ দিয়ে পুত্র পিতার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে মায়ের অপর স্তনে হাত দিয়ে ঢেকে রইল।

'এর মধ্যে দুষ্টুমি শিখেছ' বলেই পিতা ছেলের গালে আঙ্গুলের ক্ষুদ্র স্পর্শ করলেন'।

'এখনি আবার কাঁদবে দোহাই তোমার'। মাতা অনুযোগ করলে।

বিনয় পুত্রের ক্ষুদ্র হস্তখানি স্ত্রীর বুক হতে টেনে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের বিশাল হস্তখানি দিয়ে সেটুকু ছেয়ে ফেলল।

'তুমি না কাঁদিয়ে ছাড়বে না' মাতার কণ্ঠে ফুটে বেরোল।

পুত্র এক দৃষ্টিতে মাই খেতে খেতে পিতার মুখপানে চেয়ে রইল। সে সাড়া শব্দ কোন কিছুই করলে না।

মা, খোকা আমার, লক্ষ্মি আমার, সোনা আমার, মানিক আমার

ধন আমার, বলে চুম্বন করিতে লাগিলেন। ভালবাসা ও স্নেহের এই যে বিরোধ এ সইতে না পেরে মায়া 'কি করছ বলতো' বলেই ভালবাসাকে বুক হতে সরিয়ে দিলে। পুত্রের দৃষ্টি পিতার দিক থেকে ফিরে এসে মায়ের মুখের পানে ঘুরে দাঁড়াল।

ঠাকুর এসে খবর দিলে রান্না হয়েছে। 'চল খেয়ে আসা যাক' বলে মায়া পুত্রকে বুকে জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। 'তুমি যাও আমি আসছি' বিনয় স্ত্রীর মুখের পানে চাইলে।

৩

বিবাহ তাদের কয়েক বৎসর হলেও স্বামী নিয়ে মায়া এই প্রথম বাসায় এসেছে। শ্বশুরবাড়ি তার পল্লিগ্রামে এটুকু ছিল মায়ার বড় দুঃখের এবং পিতার প্রতি একটা অভিমান। সহরের আবহাওয়া, সহরের সমাজ, ও চাকচিক্য ছেড়ে পল্লির আবহাওয়া, পল্লির সমাজ, তার চক্ষে বিষদৃশ লাগত। স্বামীকে সে এতদিন কাছে পেলেও এত কাছে যেন পায়নি। সেখানে ছিল শ্বশুর শাশুড়ী মাতা পিতা ভ্রাতার আবরণ ও আড়াল। আর আজ সে মুক্ত বিহঙ্গ, উন্মুক্ত উদার। এখানে তার দোষ ধরবার লোক নেই তবে গুণের কদর আছে। বাসায় এসে মায়া দেখলে এখানে অভিমান খুব বেশী তবে মান বড় কম। ঝগড়া হলেই উভয়েই বড় বিপন্ন হয়ে পড়ে। সেটুকু মিটিয়ে দেবার লোক কাহাকেও খুঁজে পায় না।

বাটীখানি তার পছন্দ হয়েছে। ছোটখাট বেশ বাটীখানি। রান্নার জন্য একখানি ছোট ঘর আছে সেখানি মায়ার তত মনঃপূত হয়নি। যা হক চলে যাবে, এই সে সান্ত্বনা নিলে। আসবাব পত্র খুবই কম; তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সমস্তই আধুনিক। বাথরুম নিয়ে একদিন সে স্বামীর

সঙ্গে বচসাই করে বসল। নিজেদের শোবার ঘরখানি থেকে বসবার ঘরখানির সমস্ত সাজ সরঞ্জাম মায়া স্বামীকে দিয়ে নিজেই খরিদ করিয়েছে। যদিও তার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই ছিল না। তবুও পুরাতনের বাঁধন ভাঙ্গবার প্রয়াস সর্ব্বত্রই লক্ষ্য হয়।

৪

পাড়ার মেয়ে তরুবালার সঙ্গে মায়ার খুব ভাব। তরুবালার পিতা মাধব বাবু বিনয়দের গ্রামের লোক। অতি অল্প দিনই তরুবালার বিবাহ হয়েছে। মায়ার চোখে তরুবালার স্বামী ছিল বেশ সুপুরুষ সুস্থ বলিষ্ঠ, লম্বা চওড়া অথচ ভদ্র মানুষটি। আচার ব্যবহারটি তার পুরু না হলেও পাতলা নয়। অত্যন্ত ধোপে টিকে। তরুবালা প্রায়ই মায়াকে ধরে স্বামীকে পত্র লেখে ও জবাব দেয়। সে দিন চিঠি লেখা শেষ হলে তরুবালা জানতে চাইলে কি দিয়ে শেষ করব।

'কি লিখবি তুই জানিস' মায়া উত্তর দিলে।

'বা শেষ করব না' তরুবালা মুখের পানে চাইল।

'শেষ কি দিয়ে করবি তা তুই জানিস'। বলেই মায়া একটু থেমে পুনরায় বলে উঠল ছেলে দিয়ে, কি মেয়ে দিয়ে, শেষ করবি সে আমি কি করে বলব 'তোদের মনের কথা'।

তরুবালা মাথা নত করেই রইল।

'তবে লিখেদে তুমি কবে আসছ আমার মন ভাল লাগছে না ইতি'

'যাও ঐ বুঝি লেখে। ভাববে বড় বেহায়া আমার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে'

'পাগল কি হসনি বল দেখি'

'হলেও কি তাই লিখতে হবে'।

'স্বামীর জন্য পাগল হবি এর মধ্যে লজ্জার কি আছে। পাড়ার মানুষের জন্য তো পাগল হতে যাসনি'?

'কি লিখব বল না ছাই' তরুবালা অনুরোধ করলে।

'তবে লেখ্ তোমার মুখে চুমো, পায়ে চুমো, মাথায় চুমো, চুমো চুমো চুমো'।

তরুবালা এটুকু লিখতেই দেখলে মায়া হাসছে, সে লজ্জায় কেটে দিলে।

মায়া হাসতে হাসতে বলে উঠল 'কাটলি কেন। সমস্ত চিঠিখানাই যে নষ্ট হল'।

'যাও তুমি। কি যে হয়েছ কি বলব। স্বামীর মাথায় কি চুমো খেতে আছে'?

'কেন নেই। মুখে চুমো খেলে সে হল স্বামী; পায়ে চুমো খেলে সে হল দেবতা, মাথায় চুমো খেলে সে হল তোর সন্তান। স্বামীই কি তোর সন্তান নয়'?

'যাও তুমি ন্যাকামি করো না'।

'তবে তোর যা ইচ্ছে লেখ্। সে বেচারী চুমো খেতে পারে আমরা লিখতে পারব না'।

'সে কি মাথায় চুমো খায়'।

'কোথায় খায় না বল'?

'বড় অসভ্য তুমি'।

গম্ভীরভাবে মুরুব্বীয়ানার চালে মায়া তরুবালাকে সম্বোধন করে বললে 'ছেলে মেয়েকে যেমন শাসন করতে হয়, পুরুষ মানুষকেও তেমনি শাসনে রাখতে হয় নতুবা বিগড়ে যায় জানিস'।

তরুবালা কোন উত্তর দিলেনা। মায়া বলতে লাগল 'গোয়ালে

যেমন গরু থাকে এ সংসারও তাই। তাকে যতই তুই খইল জল দিয়ে জাবনা কেটে দিস্, ছাড়া পেলেই বেয়ে লোকের ধানের ক্ষেতে মুখ দেবে। এ পুরুষ মানুষের স্বভাব। ঘরে যতই শান্তি থাক, ও বাইরের শান্তি না হলে ওদের দম আটকে আসে। বুঝলি তো' ?

'তরুবালা পত্রখানা যা হক কোন রকমে শেষ করে খামে মুড়ে ফেলল'।

'কি লেখা হল দেখি'।

'যাও দেখাব না' উত্তর এল।

'ও লেখা হ... ...র পনাম নিও'। অতি ভক্তি কিন্তু চোরের লক্ষণ'।

'বেশ যাও'।

মায়া যেন অভিমান ভরে মুখখানি ফিবিয়ে নিয়ে বসে রইল

তরুবালা কিছুক্ষণ পরে বলে উঠল 'রাগ করলে' ?

'কেন করবনা'।

তরু খানিকটা কাচু-মাচু করে জিজ্ঞাসা করলে। 'তোমার স্বামী তোমাকে খুব ভালবাসে না মায়াদি' ?

'বাসবে না কেন আমার কি রূপ নেই, না বয়েস নেই', ... আমার স্বামীর রুচি নেই ?

'আমি তো তোমার চেয়ে দেখতে খারাপ তবে' ?

'তোকে তোর স্বামী কম ভালবাসবে'।

'ভারি রূপ যাও তুমি। অত দেমাক ভালনা'। 'দেখে নিস্ দেমাক কি আর সাধে হয় হইয়ে ছাড়ে'। 'কি দেখব দেখতে কি এতদিন বাকি আছে, আমার স্বামীর রূপ আছে সে রূপের কাঙ্গাল নয়'। 'রূপ যার আছে সেই বেশী রূপ রূপ করে। ধনী লোকেরি তোর আমার চেয়ে পয়সার খাঁকতি বেশি' মায়া হাসতে লাগল।

তরুবালা মাথা নত করেই রইল। আর কোন উত্তর দিলেনা। মায়া

ধীরে ধীরে পুনরায় তরুবালাকে সম্বোধন করে বললে তোর টা নয় তুই দেখেছিস আমার টা দেখলি কি করে? তবে কি মেয়ের আমার ডুবিয়ে ডুবিয়ে জল খাবার অভ্যাস আছে? না পেটে পেটে ভাব হয়েছে? 'যা মুখে আসে তাই বলবে' তরুবালার চোক দুটি জলে ছেয়ে গেল।

'কি তোকে বলেছি যে কাঁদতে সুরু করলি'?

'কি বলোনি তুমি। মুখখানাকে শোবার ঘর না রেখে যদি পায়খানা করে তোল সে কি ভাল। মন্দিরের কথা ছেড়েই দিলাম'।

'বেশ আমায় ক্ষমা কর্। এবার হয়েছে তো'?

'মায়া একটু থেমে পুনরায় বলে উঠল' সেই ফুলশয্যার রাত্র থেকে আরম্ভ করে'

'কি আরম্ভ করে'? তরুবালা হাস্যমুখে মাথা উচু করে চাইলে।

'এই তোর মাথা আর মুণ্ডু'। মেয়ের আমার নাকি দেখতে কিছুই বাকী নেই।

'তুমি নাও ফুলশয্যার রাত্রে কেউ কি কিছু করে। কত লোক হা করে চেয়ে থাকে জান'? 'অতগুলি লোককে তুই বিমুখ করবি দেখতে দিবিনে তোর স্বামী তোকে ভালবাসছে। বিশেষ করে একটা শুভদিনে'?

'শুভদিন যেন আর আসবেনা'।

'এসেছে বল? ফুলশয্যা তোর কি আবার হবে? হতে পারে তুই যদি তোর বরকে ফাঁকি দিস'? 'ফাঁকি তুমি দেবে, আমি কেন দেব' তরুবালা অভিমান ভরে রেগে উঠল।

মায়া তরুর গলা জড়িয়ে ধরে 'ছি পাগল রাগ করলি' বলতে বলতে তাকে বুকের কাছে টেনে বুকের মধ্যে হাত পুরে দিল। তরুবালার চোখ দুটি তখনও ছল ছল করতে লাগল। মায়া তাকে আরও জোর করে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চেপে ধরলে।

'নিজের তো ছাই আছে। আমায় কেন জ্বালাতন করছ' বলতে

বলতে তরুবালা মায়ার হাতখানি বুক থেকে সরিয়ে দিতে চাইলে, পারলেনা। মায়া আপন মনে তরুকে নিয়ে খেলা করতে করতে বললে 'আর রাগ করবি' ?

'বেশ করব' বলেই মায়ার চাপে তরুবালা হেসে ফেলল।

'দোহাই তোর, তোর স্বামীকে যেন বলিসনে শেষে সে আমার সঙ্গে সতীনপনা করতে আসবে'।

'তার দায় পড়েছে তুমি তাকে চেননা তাই ও সব বলছ'।

'মেয়ে মানুষ পুরুষ মানুষকে চেনেনা, কি বলছিস তুই' ?

'দুনিয়াশুদ্ধ লোককে আমি চিনে বসে আছি' বলবার সঙ্গে সঙ্গেই তরুবালা 'আমি বুঝি হাত দিতে পারিনে' সে নিজের হাতখানা মায়ার বুকের মধ্যে দিয়ে জোর করে মুঠায় চেপে ধরল। 'লাগে ছাড় ছাড়' বলতে বলতে মায়া তরুকে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে।

'বেশ হয়েছে' তরুবালা হেসে উঠল।

'মায়া সেমিজের বোতাম খুলে দেখলে, তরুর নখের আগায় একটি স্তনে আঘাত লেগেছে। 'বনমানুষ একটি' বলেই মায়া থেমে গেল।

তরুবালা বড় লজ্জিত হয়ে পড়ল। মাপকর মায়াদি, বলেই সে মুখ থেকে কিছু লালা সেখানে লাগিয়ে দিলে।

'ওতে কি হবে, রক্ত টুকু মুখ দিয়ে চুষে নে ছাই'।

তরুবালা মায়ার স্তনে মুখ দিয়ে সেটুকু ঢেকে ফেলল।

'মার সঙ্গে ঝগড়া করে পাগলী' ?

স্তনে মুখ রেখেই তরুবালা উত্তর দিলে 'তুমিই তো করলে'।

মুখখানা ভার করে মায়া 'স্বামী এলে কি বলব বল্' ? বলবার সঙ্গে সঙ্গে সে পুনরায় তরুকে সম্বোধন করে বললে 'নে মুখ তোল সুড়সুড়ি লাগছে। ঢের হয়েছে এ জন্মে তো হলোনা আর জন্মে যেন ওখানে তোকে ফিরে পাই'।

তরুবালা কোন উত্তর দিলেনা।

'কি বলিস, বলবো তোর স্বামীর কীর্ত্তি' মায়া হাস্যমুখে জানতে চাইল। 'সে যেন এখানে আছে। আর বললে তোমার খুব সুনাম বাড়বে'।

'তবে কি বলব বল। যখন জিজ্ঞাসা করবে এ বাধালে কি করে, কোথেকে প্রেম করে এলে' ?

'যা সত্যি তাই বলবে'। তরুবালা পুনরায় বললে 'একটু আইডিন দেব' ?

'তোর ডাক্তারি রাখ। পুরুষ মানুষ বললেই বিশ্বাস করবে ? ভাববে কার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিল। যে সংসার হয়ে পড়েছে খাঁটি মালের দাম কম, সত্যের সর্ব্বত্রই বিপদ, একটু ভেজাল চাই নয়তো ভাববে ; দুর ছাই, যে প্রেমের চর্চ্চা তোর সঙ্গেও চলে'।

'তা বলে মিথ্যা কথা বলবে' ?

'একশবার বলব। দুনিয়াই মিথ্যাবাদী'।

'কি বলবে তবে' ?

'বলব তেল মাখতে মাখতে খোচা লেগে গেছে'।

তরুবালা প্রশংসার চক্ষে মায়ার মুখের দিকে চাইল এবং বললে। 'তোমার বুদ্ধি আছে মায়াদি'।

'তোর মতন কি বোকা' ? তরু একদৃষ্টে মায়ার বুকের দিকে চেয়ে ছিল। মায়া বলে উঠল 'কি দেখছিস্'। 'যাও' তরু মুখটা ফিরিয়ে নিল। 'বলি চিঠিটা যে লিখলি সেটাত ফেলতে হবে না কি' ?

'চাকরটাকে ডাকনা ছাই'।

'গরজ আমার না তোর' ? তরু কোন কথা কইলে না। মায়া বলে উঠল 'ওরাও বিয়ে করে, ওদেরোও বৌ আছে, কিন্তু তোর মত অত চিঠিতো লেখেনা'।

'লিখতে পারলে লেখে, না লিখতে পারলে কি করবে'।

চাকর এসে বাজারের পয়সা চাইলে। মায়া উঠলে এবং বাক্স খুলে একটি টাকা হাতে দিয়ে কাগজে একটি ফর্দ্দ লিখে দিলে। চাকর তা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

'তোর শাশুড়ী লোক কি রকম'?

তরু উত্তর করলে 'ভাল'।

'চাকুরের বৌ হয়ে একটা সুবিধা আছে বাসায় থাকতে হয় শশুর শাশুড়ীর হ্যাঙ্গাম কমে'।

'অন্য হ্যাঙ্গাম বাড়ে' তরু হেসে ফেলল।

'তোকে তো পছন্দ হয়েছে'।

'কি করে বলব বল'।

'মেয়ে আমার কচি খুকি কিছুই জানেন না। কিন্তু মুখ টিপলে তো আর দুধ বেরোবে না অন্য কিছু টিপতে হবে'?

'বা লোকের মনের কথা আমি কি করে জানব'।

'তুমি কিছুই জাননা। ভাতার কাকে বলে সেও হয়তো জাননা, নয়তো ভুলে গেছিস'।

'জানলেও তোমার মত ওস্তাদ তো নই'।

'ওস্তাদ করে ছাড়ে'।

'তোমার কথা শুনতেই ভাল পেটে গেলে হজম হয় না। জগতে এই ধরণের কথাই বেশী'।

'সকলের হয় তোরই হয় না শুধু' যেহেতু তোর পেটে রোগ আছে।

'সকলের হয় বলে যে আমার হবে এর কি কোন মানে আছে: দশজনে খেলে কি আমার পেট ভরে? হয়তো একটু সন্তোষ আসে, কিন্তু পেট ভরে না। ব্যক্তিত্বের অনেক প্রশ্ন আছে যা সমষ্টির মধ্যে নিলে চলেনা'।

'হয়েছে থাম। ওঠ, তোকে নিতে তোদের চাকর এসেছে।

কাল একবার প্যারিস তো আসিস’ মায়া দরজা খুলে দিতে তরু বেরিয়ে গেল।

৫

মায়া তার জন্মদিনে তরু কে নিমন্ত্রণ করলে। তরু সকাল থেকেই মায়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। সকলের খাওয়া দাওয়ার পর নিজেদের খাওয়া হলে মায়া তরুকে নিয়ে উপরে উঠে এল। কোল হতে খোকাকে নামিয়ে তরুর কোলে দিয়ে সে ঘুম পাড়াতে বললে। তরু খোকাকে খাটের পরে শুইয়ে পাশেই শুয়ে পড়ল। বুকের বোতাম গুলো খুলতে খুলতে মায়া জিজ্ঞাসা করল কাপড়টা পরে কেমন মানিয়েছিল রে?

‘এই তো তিনবার হল। রূপ জাহির করতে পারলে তুমি যেন বাঁচ। যাও, ছাই মানিয়েছিল, ওর চেয়ে খোকাকে কেমন মানিয়েছে দেখছ. সে খোকার মুখচুম্বন করলে’।

‘রূপ থাকলেই লোকে জাহির করে। কে করে না বল? এর মধ্যে আশ্চার্য্যের কি আছে। যার টাকা আছে সে টাকা টাকা করে বেড়াচ্ছে, যার জ্ঞান আছে সে জ্ঞানের, যে সাহিত্যিক তার সর্ব্বদাই চেষ্টা লোকে তার বই পড়ে খুব সুখ্যাতি করুক, যে শিল্পী, সে তার ছবির কদর চায়। আর যত দোষ আমার বেলায়। নারী হতেই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, সে কেন তার প্রশংসার দাবি করবে না’।

‘ছাই কাপড় জামাগুলো পরা ছেড়ে দিলেই পার’। সৌন্দর্য্য আরও ফুটে বেরোবে। প্রশংসা আরও মুখর হবে’।

'দুর মুখপুড়ি তোর যত অলক্ষুনে কথা'।

'রূপ অপাত্রে জাহির করলে বিপদ আছে। সমূহ বিপদ'। তরু হাসতে লাগল।

'রেখে দে তোর বিপদ। সমজদার লোক চাই। আমি তো আর ফিরিওয়ালার মতন ফিরি করতে বেরোই নি। আমার যদি সত্যি রূপ থাকে লোকে তার প্রশংসা করবে। অত্যন্ত তোর তো চক্ষু সার্থক হল, দেখতো'। 'মায়া নিজেকে খুলে তরুর চোকের সামনে তুলে দিলে'।

'প্রশংসা না প্রেম করবে'?

'তাই বল্। তোর মাথায় যত বিশ্রী কথাগুলো এসে ঢুকেছে। এ সব আজগুবি কাহিনী কোথায় পেলি'?

'পুরুষের প্রশংসা বলতে তুমি কি বোঝ? সেকি প্রেম নয়? তরু আরও নম্র কণ্ঠে বললে দেখ মায়াদি হৃদয়কে ফাঁকি দেওয়া যায় না, মুখখানাকে ঘসে মেজে, বুকের কাপড়টা একটু সরিয়ে দেহের জানালা দরজাগুলো খুলে ফেলে তুমি যে কি প্রশংসা চাও, কি দরদ চাও, তা তুমি জান, আমিও জানি, তা নিয়ে কথা কাটাকাটি না করলে'।

চব্বিশ ঘণ্টা এটে সেঁটে থাকতে তোর এত ভাল লাগে। জামা কাপড়টা আমাকে খুলতেও দিবিনে'?

'দরজা জানালাগুলো খুললেই বিপদ। কে জানালা দিয়ে হাত বাড়াবে, নয়তো কেউ সটান ঘরে এসেই হাজির হবে তখন কি করবে'?

'একটুভেজিয়ে রাখলেও দোষ'।

'বাতাসে যে খুলে দেয়। ও রূপ জাহির না করলে। মানসিক রূপের পরিচয় দাও তো তার সমজদার ভদ্রলোক হবে, নয়তো দৈহিক রূপের যত বেটা হতভাগা এসে জুটবে'

'ফুল কি তার পাপড়ি মেলে না। গাছের কি ডাল পালা নেই, ময়ূর কি তার পাখা খোলে না। তুই বলতে চাস সবই তোর ঐ

দুরভিসন্ধির ফল'।

'হয়তো তাই'

নারী তার রূপের প্রশংসা চায়, এ তার প্রাপ্য বলেই যে সে তাকে ছোট করবে, এ তোর ভুল। হৃদয়ের প্রবৃত্তিকে কি ঢেকে রাখা যায়' ?

'প্রশংসার দুটি দিক আছে। কিন্তু ভালর চেয়ে মন্দই বেশী এ স্বীকার করতে তুমিও বাধ্য আমিও বাধ্য। এ মুনি ঋষির যুগ নয়। আর আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীও পথে ঘাটে ছড়িয়ে নেই। যদিও দেখতে পাওয়া যায়। সর্ব্বদাই সাবধান হওয়া কি ভাল হয'।

'খোকা ঘুমোলে' ?

'দেখতো খোকাকে দেখতে কেমন হয়েছে' ?

'তুই আর চোক দিসনে। সেদিন পেটেব অসুখে ভুগে উঠল'।

'উঠল মায়ের দোষে। মায়ের খাবারের তো বিচার নেই'।

'ছেলে হক তখন দেখব কত বড় বিচাবপতি'।

'এই তো দোষ, আমি কি বলছি আমার বিচার আছে'।

'তবে বলিস কেন'..... রূপ জাহির না করলে ওটুকু তোকে কে দিত বল্' মায়া তরুকে জিজ্ঞাসা করলে।

রূপ জাহির করতে হয় স্বামীর কাছে কর। সেই ওর প্রকৃত সমজদার ও সমালোচক। রাস্তায় বেরোলে গায় জামা কাপড় না থাকলে হয় ঠাণ্ডা লাগে, নয় দেহটা ধুলো বালিতে ভবে ওঠে। তাই বলি, বাইরে এলে পুরুষের নোংরামির প্রশ্রয় দিওনা, তার দুর্ব্বলতার ইন্ধন জুগিও না। দেহের মধ্যে আমাদের যে দুর্ব্বলতা ভরে আছে তাকে যত ধরে রাখবে মার্জ্জিত করবে ততই মঙ্গল' ?

'খোকাতো ঘুমোল' আমি আসছি বলেই তরুর দিকে চাইতে চাইতে মায়া ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তরু চেয়ে দেখলে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। সে নিজেও চোক বুজে ঘুমোতে চাইলে। মায়া একবার ফিরে

এসে উঁকি মেরে দেখলে তরু শুয়ে আছে, তবে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে এসে স্বামীর জুতো জামা পরে মুখে দাড়ি লাগিয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে সাহেব হয়ে পড়ল। নিজেকে একবার আয়নার সামনে এনে কোট প্যাণ্টগুলিকে ভাল করে দেখে নিয়ে সে তরুর ঘরে এসে দাঁড়াল, জুতোর শব্দে তরুবালার তন্দ্রা ভেঙ্গে যেতেই সে অপরিচিত পুরুষকে দেখে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে নিচে নেমে দাঁড়াল। তরু প্রথমে ভাবলে হয়তো নিমন্ত্রিত কেউ দেরী হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই তার ভাব দেখে সে ঘাবড়ে গেল। তরু দেখলে লোকটি ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসছে, সে সরে যেতে যেয়ে তার হাতের মধ্যে যেয়ে পড়ল। সে ভয়ে মায়াকে ডাকতে লাগল। দুই একবার ডাকবার পর সে আর পারলে না, লোকটি রুমাল দিয়ে তার মুখ চেপে ধরলে। সে মায়ার কোন সাড়া না পেয়ে 'আমায় ছাড় দোহাই তোমার' ও মায়াদি চিৎকার করবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটির পা ধরতে যেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সে নিজেকে ছিনিয়ে নিতে যেয়ে দেখলে অপারগ। 'এ মিনসে কোত্থেকে মল এসে ও মায়াদি' অর্দ্ধস্ফুট ভাবে কথাগুলি বেরিয়ে যেতে লাগল। সে অনুপায়ে, মায়ার আশায় নিজেকে অনেকটা ছেড়ে দিলে। তবু মায়া এলোনা। তরু শেষে পাগলের মত নিজেকে তার হাত হতে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করতে লাগল। তার দুই চোখে জল। সেই টানাটানি ধস্তাধস্তিতে খাটের এক কোণ্ তরুর মাথায় লেগে রক্ত ছুটে বেরোল।

'এইবার আমায় মজিয়েছিস মুখপুড়ি'। তরুবালা চেয়ে দেখলে যে, সে পুরুষ আর কেউ নয় মায়া নিজে। 'তুমি বড় সাংঘাতিক লোক' বলেই সে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে উঠল। মায়া তরুর মাথায় পটি বেঁধে দিতে দিতে বলে উঠল 'এই তোমার সতীপনা। আর একটু হলে তো সবই হারিয়েছিলি। নেহাৎ মেয়েছেলে, পুরুষ তো নই তাই কি করব, ধরা পড়বার ভয়ে বেশীদূর এগোতে পারিনাই'।

'এগিয়ে দেখলে পারতে' তরু ক্রোধভরে উত্তর দিল।

'নে বিছানায় উঠে শো একটু বাতাস করি' মায়া আবেদন জানালে।

'অত দয়ায় কাজ নেই'।

'যা বলছি তাই কর'।

তরু মায়ার মুখের দিকে চেয়ে খাটের উপর উঠে শুয়ে পড়ল। মায়া পাশে বসে ধীরে ধীরে বাতাস দিতে লাগল।

'তুমি কি বলতো'? তরু জিজ্ঞাসা করল।

'কে জানে যে তোর বুদ্ধি শুদ্ধি মোটেই নেই। বলি তুইও যেমন আমিও তো তেমনি। অথচ একটুও খোঁজ পেলিনে'।

'তুমি সব করতে পার'।

'করতে তো পারি, কিন্তু তোর করেছি কি'?

অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোন কথা কইলেনা। তরুবালা চক্ষু বুজলে আর মায়া তাকে বাতাস করে চলেছিল।

কিছুক্ষণ পরে তরু মায়ার পানে চেয়ে বলে উঠল 'রাগ করলে'?

'তোর পরে রাগ করা ও যা পেটের ছেলেটার পরে রাগ করাও তাই'।

তরু মায়ার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'আজ রান্না কেমন হয়েছে'?

মায়া বললে 'ভালই হয়েছে'

'পায়েসটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল'!

'সেটা যে তুই নিজে রেঁধেছিলি। কত হেঁয়ালিই শিখেছিস। পাছে খারাপ হয় এই ভয়ে কাউকে ছুতে দিলিনে। নিজেকে যে তুই এত ধিক্কার দিতে পারিস এতে তোর লজ্জা হয় না'। মায়া তরুর পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

'চচ্চড়িটা খুবই ভাল হয়েছিল'।

'ও বুঝেছি তোমার মতলব। যেহেতু সেটাতে আমি নুন দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। তোর সত্যি মিথ্যা বোঝাই দায়'।

'পায়েস আবার একটা রাঁধবার মধ্যে' তরুবালা মুখ সিটকাল। 'না চচ্চড়ি মস্ত রাঁধবার জিনিষ' মায়া হাসলে।

খেতে কেমন হয় বলতো' ?

'ছাই হয়' বলেই মায়া হাসতে হাসতে বলল 'সব চেয়ে কি খেতে ভাল তা জানিস' ?

'কি বলোনা'।

'না তোকে বলবনা। একেবারে ছেলেমানুষ হজম হবেনা'।

'বলোনা ছাই' তরু মায়ার হাত দুটি ধরলে। 'তরুর মুখে একটি চুম্বন দিয়ে' মায়া বলে উঠল দেখলি কি খেতে ভাল। এর চেয়ে ও ভাল ;—

'যাও আর বলতে হবেনা। সব সময় তোমার ঐ এক চিন্তা'।

'জগতে এসেছিস কিসের জন্য বাঁচবার জন্য না মরবার জন্য' ?

'জগতে এসেছি ঈশ্বরকে দেখবার জন্য'।

'ওরে বাবা। একেবারে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারী' মায়া থামতে না থামতে একটু গম্ভীর কণ্ঠে পুনরায় বলে উঠল 'ভগবান আছেন বটে তবে বড় দূরে যেয়ে পড়েছেন। সেখানে আমাদের ভাষা কি আশা কি ভালবাসা ও দৃষ্টি যেয়ে পৌছেনা। আর তিনি বড় অন্যমনস্ক হন'।

'আমাদের হৃদয়টাও আজকাল খুব দূরে গিয়ে পড়েছে। দেহ পাগল আমরা। তা বলে কি সত্যই সে দূরে ? হৃদয়ের পরিচয় কি মানুষের আজ আছে ? ভগবানকে যদি দূরে রাখতে চাও, তিনি যে কাছেও এসে পড়েন। যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বত্র ও সর্ব্বময়। তোমার রূপের দেমাকটা কি ভগবান পর্য্যন্ত যেয়ে পৌচেছে' ?

'দেমাক কার নেই। তোর নেই ? তোর চেয়ে আমার রং ফরসা আমার দেমাক তোর কাছে নিশ্চয় থাকবে। মেম সাহেব নই নতুবা

দেখতিস দেমাক কাকে বলে'।

'সাহেবের খোসামোদ করে দেখলে পার'?

'এ বয়সে আর কিছু হবেনা, তবে পেলে ছেলে মেয়ে গুলো হয়তো একটু ফরসা হত'

'কেন হবেনা চেষ্টা করেই দেখনা ছাই'।

'ও অপ্সরীকে গুলে খাওয়ালেও বদলাবে না'।

'তবে তো মুস্কিল, মেম সাহেবের দেমাকের কাছে পেরে উঠবেনা। বর্ণ আভিজাত্য যখন নিজের ঘরে এসে পড়ে তখন বিদেশীকে কি দোষ দেওয়া ভাল? মায়া কোন কথা কইলেনা। তরু পুনরায় বলে উঠলো 'তুমি যদি না বদলাও ভগবান কি এত সহজে বদলে যান'।

তুই দেখছি একজন মস্তবড় আধ্যাত্মিক হয়ে পড়েছিস'?

তরু বলতে লাগল 'ভগবান আছেন যে হেতু কর্ম্ম আছে। এবং সেই কর্ম্মের একটা আনন্দ আছে। এই যে ভালবাসা এতো কর্ম্ম। ভালবাসা যেদিন ধর্ম্ম হয় তারও একটা বিশেষ আনন্দ আছে। এবং এই ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মধ্যে যেদিন আত্মার কিছু পরিচয় আসে সে কি নিরানন্দের না মহানন্দের?

'প্রেম করলে ধর্ম্ম হয় না কর্ম্ম হয় বল দেখি'?

'প্রেমে ধর্ম্মের অঙ্গই বেশী'। তরু একটু থামলে কিন্তু সে পুনরায় বলে উঠলো কর্ম্মের মধ্যে দেখবে দৈহিক ভাব, আর ধর্ম্মের মধ্যে তার অভাব লক্ষ্য হয়। ধর্ম্ম মানুষকে শান্ত ও সংযত করে; এবং কর্ম্ম মানুষকে সুস্থ ও বলিষ্ট করে। ধর্ম্ম হইতেছে প্রদীপের আলো এবং তার শিখাগুলো হল কর্ম্ম। প্রেমের পূজা হয়, কিন্তু ভালবাসার শুধু ডালি সাজান যায়।

'তোর স্বামী তোর প্রেম না ভালবাসা' মায়া তরুর মুখের দিকে চাইল।

'সত্যি কথা বলছি স্বামী আজ আমার জীবনের প্রেম ও নয়

ভালবাসা ও নয়। সে যেন আমার দৈহিক ও মানসিক সামঞ্জস্য বিশেষ। তার পরে হৃদয়ের একটা প্রীতি আছে, তবে তার সুখের পরে বড় লোভ'। 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু' মায়া হেসে উঠল। 'জানি এ শাস্ত্রের বচন, তবুও এড়াতে পারছিনে'। 'পিপীলিকার পক্ষ ওঠে মরিবার তরে। দেখি তোর পাখা উঠেছে কিনা' মায়া তরুর বক্ষে হাত গুজে দিয়ে বলে উঠল 'এই যে পাখা উঠেছে দেখছি'। 'যাও ছাড়' তরু মায়াকে সরিয়ে দিলে।

তরু পুনরায় মায়াকে লক্ষ্য করে বললে 'কর্ম্মের একটা অহঙ্কার আছে তেমনি ধর্ম্মের অভিমান বড় বেশী। কর্ম্মের আছে প্রলোভন ধর্ম্মের আছে পতন। জীবনের আশা ভরসার মূলে স্বামীকে বসিয়ে নিয়ে ভেবেছিলাম সেই আমার সব, এবং সেই ভাবে নিজেকে পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত রাখতাম। স্বামীর সঙ্গে শুধু সুখ ভোগ করতে লজ্জা করে, ঈশ্বর যেন তার দুঃখের দিনে আমার প্রাণে সুখের বংশীধ্বনি করতে না। ...। বিবাহ যে আত্মার মিলন ভূমি এবং আত্মা যে অবিচ্ছিন্ন এ যেন আমার জীবনে সত্য হয়।

'নে হয়েছে ; বাসায় যাবি কি না বল ? ঘড়িটা দেখেছিস' ?

'সত্যই তো খুব দেরি হয়ে গেছে'।

'চল পৌছে দিয়ে আসি'।

'তোমায় আর যেতে হবেনা কষ্টকরে'।

'আসামী না গেলে জবানবন্দি দেবে কে ?

'সে ব্যবস্থা আমি করবক্ষণ' তরু বসে ছিল উঠে পড়ল। ... পটিটা খুলে আয়নায় একবার ঘায়ের জায়গাটা দেখে নিয়ে নেবে এল।

'তোকে বড় কষ্ট দিলাম। মনে কিছু করিসনে'।

'কষ্ট পেলে না দিলে' তরু হাসলে।

'ঘা টা এখন ভালয় ভালয় সেরে যায়'।

'কোথায় কি একটু আঘাত লেগেছে তা নিয়ে মাথা খারাপ

করোনা' বলেই তরু বেরিয়ে পড়লো।

৬

তরু সেদিন বৈকালে বেড়াতে এসে দেখলে মায়া চুল বাঁধছে। সে ধীরে ধীরে পিছু থেকে এসে চোক দুটিতে হাত দিয়ে চেপে ধরল।

'কি করছ ছাই' মায়া হাত সরাতে যেয়ে পেরে উঠলেনা। তরুবালা খিল খিল করে হেসে ফেলল।

'ওঃ মুখপুড়ি তুই' মায়া হাস্যমুখে তরুর মুখের দিকে চাইল।

'এত সাজগোজ কিসের জন্য কেউকি দেখতে আসবে নাকি'?

'তোর বর যে আজ আমায় দেখতে আসছে'।

'তার দায় পড়েছে। কেন তার কি দেখবার লোক নেই'।

'থাকলেও পুরানো হয়ে গিয়েছে'। 'আর বড় ঝগড়াটে'।

'সংসারের সবই পুরানো হয় কিন্তু, বলেই তরুবালা পুনরায় বলে উঠল' সংসার পুরানো হয় না! মানুষ সংসারের মায়া মরবার দিনেও কাটাতে পারেনা। আঁকড়ে থাকে। এ কি কখন পুরাতন হয়, চির নূতন চিরন্তন'।

'হয় কিনা একটু বসলেই দেখতে পাবি'।

'নূতন আর কি দেখাবে'।

'বস দেখবিক্ষণ'।

তরুবালা একটু পরে বলে উঠল 'তাই বুঝি বলছিল যে বৈকালে বিনয়দার ওখানে একটু কাজ আছে'।

'কাজ আমাকে নিয়ে। নাম হয় অপরের। নতুবা তুই কি সত্যি

পনা করতে ছাড়বি। যৌবনের অভিজ্ঞতা তোর চেয়ে যে আমার বেশী। সেই ভয়ে ভয়ে বুঝি আগেই এসে হাজির হয়েছিস'।

'দায় পড়েছে আমার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে। যে আমার সে আমার থাকবে। যে আমার নয় তার জন্য কেন মাথা খুটে মরতে যাব'।

'মরতে কি তুই যাবি তোকে যাওয়াবে। বিয়ে কি কেউ করে, বিয়ে করিয়ে ছাড়ায়'।

'কেন' ?

'যেহেতু স্বামী বস্তুটি অতি মূল্যবান ?

'মূল্য তো লোকের মনগড়া। যেখানে যেটা বেশী সেখানে তার দাম কম, যেখানে যেটা কম সেখানে তার দাম বেশী। যার প্রকৃত মূল্য আছে সে সর্ব্বদাই সমান থাকে। কম বেশীর ধার ধারেনা। অতি মূল্য অল্প মূল্য এ সব আমি বিশ্বাস করিনা। স্বামী বস্তুটি আজ কতটুকু এবং কোথায় গিয়ে পড়েছে এও কি চেয়ে দেখেছ। সে মূল্যহীন আর মূল্যময় নয়'।

'কেমন আছিস বল ; কপালের ঘা টা সেরেছে' ?

'হ্যাঁ'

'কিছু জিজ্ঞাসা করেনি' ?

'না' তরু একটু অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল।

'কিরে অভিমান হল নাকি' ? মায়া তরুর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটু টান দিয়ে বললে বলি আমার কি অভাব আছে যে তোর স্বামী নিয়ে টানাটানি করতে যাব' ?

'অভাব না থাকলেও সে তোমার স্বভাব হয়তো হতে পারে'।

'তুই শেষে এত বড় কথাটাও আমায় বলে ফেললি। যা আমার অতি বড় শত্রুতেও ইতস্তত: করত'।

'তোমার কথাই তোমাকে বলছি, তুমি যা শুনতে চাও। বিয়ের কনে সাজতে এত সাধ যায়'।

'তুই যে কি করে স্বামী নিয়ে ঘর করবি সে আমি ভেবেও পাইনে' ?

'দশজনে যে ভাবে করছে'।

'সংসার করতে গেলে সং ও সাজতে হয়, খেলাও করতে হয়, সেখানে অনেক কিছুই থাকে। সে রসবোধ তোর মোটেই নেই'।

'সং তুমি সেজ আমার দ্বারা হবে না'।

'কেউ কি ইচ্ছে করে সং সাজে, সাজিয়ে ছাড়ে'।

'সে তখন দেখা যাবে'।

'শুনছি তোকে নিতে এসেছে' ?

'মা বলছিলেন এ মাসে ভাল দিন নেই সামনের মাসে'।

'বেচারী অত ছুটি পাবে কি করে'।

'একদিন আধদিন ছুটি পাওয়া যাবে বলছিল'।

'তাহলে দেখছি তোকে মনে ধরেনি। বান্ধবী একটা জুটেছে ঠিক'।

'বেশ ধরেনি' তরু অভিমান ভরে মুখ ফিরিয়ে নিল।

চাকরে এসে খবর দিয়ে গেল চায়ের জল গরম হয়েছে। মায়া তরুকে জিজ্ঞাসা করলে চা খাবি ? তরু সংক্ষেপে 'না' বলেই ক্ষান্ত হলো।

'তোর বরটি তো একজন মস্তবড় চা খোর'।

'তা বলে আমাকেও খেতে হবে' ?

'তা না হলে মনে ধরবে কেন। নূতন বিয়ে হয়েছে, সব সময়েই তোর নজর হওয়া চাই স্বামী কি চায়, কি পছন্দ করে' ?

'সে আমি বুঝব'।

মায়া হাসতে হাসতে চাকরকে এক কাপ চা নিয়ে আসতে বললে তার নিজের জন্য। আয়নার সামনে মুখখানি ধরে সে গোছা গোছা করে চুল গুলি বাঁধতে বাঁধতে বলে উঠল 'তোর যা গোঁ, মেয়ে মনুষের কি অতটা ভাল ? তোর বর নিয়ে যদি অপরে ঘর না করে তো আমি কি বলেছি'।

'বা আমি যা ভালবাসিনে, খাইনে, শুধু স্বামীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য

তাই খেতে হবে, তাই ভালবাসতে হবে কেন শুনি' ?

'যেহেতু সে দেবতা, গুরু ও পূজনীয়'।

'পূজার মতন যদি কিছু থাকে পূজা করব। দেবতাকে যদি সেখানে খুঁজে পাই দেবতা বলে মেনে নেব'।

'তুই এ সব বিশ্বাস করিস'।

'বিশ্বাস ও করিনা, অবিশ্বাস ও করিনা। এ সব নির্ভর করে স্বামীব উপর'।

'পুরুষকে যতদিন বেঁধে রাখতে পারবি ততদিনই সে তোর। নতুবা ছাড়া পেলে আর কথা নেই। গরুর গলায় যতদিন দড়ি থাকে ততদিনই সে ভদ্র ভাবে খেয়ে বেড়ায়, দুধ দেয়, জাবর কাটে, নাদে। কিন্তু সুযোগ পেলেই অপরের ধানে মুখ দিতে ছাড়ে না। স্বামীকে অত আলগা দিসনে পস্তাতে হবে'।

'জীবনে কাউকে বাঁধতেও চাইনে, আলগাও দিতে চাইনে। আর স্বামী বস্তুটি আমার জীবনের গরু ও নয়। উপমাটি একবার শুনিয়ে রেখ'। কথাগুলি বলে তরু পুনরায় বলে উঠল গম্ভীর ভাবে 'সে যেন তার কর্ত্তব্য পালন করে যায়, আমিও আমার কর্ত্তব্য জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে পালন করে যাব'।

'তোর সম্বন্ধে তোর স্বামীর কি ধারনা বলবি আমায়' ?

'আমি তো দশেরি একজন। দশজনের স্ত্রী সম্বন্ধে দশজনের স্বামীর যা ধারনা আমারো তাই'।

'তা হলেও একটু বিশিষ্টতা, নূতনত্ব তো থাকা চাই'।

'খুজে তো পাইনে'।

তোকে জিজ্ঞাসা করেনি বিয়ের আগে প্রেম টেম কারো সঙ্গে করে ছিলি কিনা। অত্যন্ত চুমো আসটা, একটু মাজা ঘসার ব্যাপার। 'বলেছি করেছি' তরুবালা হেসে উঠল। এবং সেই হাসির মধ্য দিয়ে তার কণ্ঠে

পুনরায় ফুটে উঠল 'বলেছি আসতে এত দেরি করলে কি করব বল! ভদ্রলোকের সময় জ্ঞান থাকা উচিত; বিশেষতঃ তার নিজের স্ত্রীর কাছে। তা যখন রাখতে পারোনি তখন চুপ করে থাকাই উচিত'।

'তোর ঐ মুখ তোকে মজিয়ে ছাড়বে। নেহাৎ গোবেচারী স্বামী পেয়েছিস'।

'অত মনে ধরে থাকে তো নিকে করেই নিলে পার'?

'নিকেটা বড় পুরানো হয়ে গিয়েছে। তার চেয়ে প্রেম যেমন চলছে সেই ভাল। যেন নব বরষার ধারা নিত্য নূতন'।

'তোমার মাথা চলছে'।

'তুই যা বলিস তোর স্বামী তা বিশ্বাস করে'?

'করবেনা কেন। আমি তো তোমার মত পাড়া নাচাতে বেরোতাম না। এক ধিঙ্গি বয়েস নিয়ে পাড়ার ছেলেকেও নাচিয়ে বেড়াইনি'।

'যারা নাচতে এসেছে তাদের নাচিয়ে যে কি আনন্দ সে বোধ তোর থাকলে বলতিস্‌নে'।

'তাই বলে বানরের সঙ্গে বানর সাজতে হবে'?

'জীবনটাই যে বাঁদরামির। তা না হলে যে সময় কাটতে চাইত না। বড় দীর্ঘ লাগত'।

'স্বামীকে বলে দেখ মুখে ফুল চন্দন দেবে'।

'সবাইকে কি আর সব কথা বলা চলে'।

'বা এত বড় একটা কথা বলবেনা'।

'বললে কুঅর্থ করবে' মায়া একটু পরে পুনরায় বলে উঠল 'তারা তো ছিল ছেলে ছোকরা, অথচ যত বয়স বাড়ছে ততই দেখছি বুড়ো বুড়ো লোক গুলোও এমন কি বিশিষ্ট ভদ্রলোকও নারীকে নিয়ে বাঁদর সাজতে লালায়িত। কুকুরকে রাজ মঞ্চে স্থাপনা করলেও সে যেমন ছুটে যায় গো-ভাগাড়ে, জীবনের পথে চর্ম্ম পাদুকার স্বাদ ভুলতে পারেনা; তেমনি হয়েছে

আমাদের জীবনের পুরুষ গুলো। শুনেছিলাম স্বামীর আদর্শ নারীর গৌরবের বস্তু, আজতো কোন আদর্শ খুজে পাইনা। স্বামীকে ভালবাসে শ্রদ্ধা করে নারী যেদিন দেবতার খোঁজ পেয়েছিল ; সেই দিনই তো স্বামী হয়েছিল দেবতা, সে আজ কোথায় ? নারীর স্মৃতি মন্দিরে স্বামী আজও হয়তো দেবতা বলতে আমরা বাধ্য হই, তবে বাস্তব জগতে তার পরিচয় যে কতদুরে সে ভাববার কথা'।

ঝির কোল হতে মায়ার শিশু পুত্রটিকে বুক টেনে নিয়ে তরু চুম্বন খেতে লাগল। সে খোকাকে সম্বোধন করে বললে 'খোকা তোমার মা বড় দুষ্টু না' শিশু কেঁদে উঠল। একটু মাই দে, খিদে পেয়েছে মাতার নির্দ্দেশ এল। 'মাইতো দিলাম তবে খাবে কি বলই' তরু হাসতে লাগল। সে নিজের স্তনটি শিশুর মুখের ভিতর পুরে দিল।

'তাইতো বলছি একটু যত্ন চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি মা হয়ে পড় নতুবা মানাবে কেন' ?

'তুমি ছাই ধর এর কান্না থামেনা'।

'মায়া হাত বাড়িয়ে শিশুকে কোলে নিয়ে এক বাটি দুধ আনতে বলল'।

'এই যা আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম' তরু লজ্জিত হয়ে পড়ল। ঝি মাগী সামনে হাঁ করে দাড়িয়ে আছে অথচ তোর কত বুদ্ধির অভাব দেখেছিস, এতটুকু খেয়াল নেই। তোর মাইতে যে দুধ নেই সে কি আমার জানতে বাকি আছে'।

'তুমি মস্ত বড় বুদ্ধিমান'।

'তোর চেয়ে তো বটে'।

'বেশ যাও'।

ছেলেকে ঝিনুকে করে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে মায়া তরুকে জিজ্ঞাসা করলে 'বিয়ে করেছিস কেন' ?

'যেহেতু বিবাহে আমার দরকার ছিল সেইতো জীবন'।

'তোর দরকার কি সব'।

'তবে কি তোমার দরকারে বিয়ে করেছি'।

'আলবৎ করেছিস বোকা মেয়ে'।

'যা করিনাই তা বলব কেন'।

'বিয়ে করেছিস পুরুষকে দেবতা করতে, সৃষ্টি রক্ষা করতে। পিতা মাতার আদেশ পালন করতে, সমাজকে ধন্য করতে। তবেই তো তোর মর্য্যাদা বাড়বে'।

'অমন মর্য্যাদা চাইনে'।

'তোকে চাইতে হবে'।

'কেন সন্ধ্যার সময় ঝগড়া করছ'।

মায়া ছেলেকে দুধ খাওয়ান শেষ করে বলে উঠল 'যেমন তুই তেমনি তোর মা। আগেকার লোকগুলো যে এত খাঁটি ছিল সে ভাবতে ভয় হয়! অথচ তোর মত মেয়েকেও বিয়ে দিতে তোর পিতা সর্ব্বসান্তঃ। শেষ সম্বল বাস্ত ভিটে টুকুও লোকে গ্রাস করতে ছাড়েনি। হয়তো তোদের সঙ্গে তোদের বাটীর সম্বন্ধ শেষ হয়ে আসছে'।

'ওর কি দোষ। শ্বশুর মহাশয় শুনতে চাননি'।

'সেই শ্বশুর শাশুড়িকে তুই ভক্তি শ্রদ্ধা করিস'।

'কেন করবনা তারা গুরুজন'।

'তোর পরে তারা যা ব্যবহার করেছে সে কি গুরুর মত ব্যবহার'।

'তা বলে কি তুমি বলতে চাও লোকে ছেলের বিয়ে খালি হাতে দেবে। তোমার বিয়েতে দাবি ছিলনা বলেই কি সবাই তার পাওনাগণ্ডা ছেড়ে দেবে'।

'খালি হাতে না দিক, সেটুকু তো মানুষকে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা নয়। বিবাহ তো নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের অস্ত্র গ্রহণ নয় শাস্ত্র গ্রহণ

হয়তো'

'তাকেও তো তার মেয়ের বিয়ে দিতে টাকা খরচ করতে হয়েছে'।

'সবই সত্য। তবে এইটুকুই বড় দুঃখের যে বিবাহয়াদির মধ্য দিয়ে মানুষ যে তার হৃদয়কে এতটা নির্দ্দয় এতটা কঠিন ও প্রাণহীন করতে পারে সে কি সুখের? বিবাহে যদি হৃদয় না থাকে সে কি বিবাহ? সে যদি তোকে পদদলিত করে ফুটে বেরোতে চায়, সে কি তোর বিবাহ হবে। জীবনের বধ্যভূমিতে বসে কি ভালবাসা আসে। নারী তো ছাগ শিশু নয় যে হাড়ি কাটে তার যবনিকা টেনে চলতে হবে'।

মায়ার শিশু পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে তরু বলে উঠল 'তোমার ছেলের বিয়ের সময় দেখবে তুমিও এসব ভুলে গিয়েছ মায়াদি। নারী যদি নারীর প্রতি এতটা দৃষ্টিহীন না হত, একটু সহানুভূতি রেখে চলত তবে হয়তো অবস্থা এত খারাপ হতনা। নারী যদি নারীকে রক্ষা করে চলত তবে এত ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি হতোনা। নারীই নারীর বুক থেকে তার স্বামীকে, তার পুত্রকে, তার ভ্রাতাকে ছিনিয়ে নিয়ে, বঞ্চিত করে, লাঞ্ছিত করে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য'!

'কেন এমন হয় বোন'। মায়া জিজ্ঞাসা করলে।

'যেহেতু আমরা দরিদ্র। সব দিক দিয়ে দরিদ্র। যার অর্থ আছে তার হৃদয় নেই, যার হৃদয় আছে তার অর্থ নেই। এর মূলে শুধু দৈহিক বিবেচনা নেই, অর্থাৎ অর্থাভাব। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দরিদ্রতা ও বেশ লক্ষ্য হয়। ধর্ম্ম আছে তবে তার বোধ নেই। আমরা ভুলে যাই যে জীবনের দুটি দিক আছে। একটা দেওয়ার একটা নেওয়ার। আমরা অতীতকে পাছে ফেলে বর্ত্তমান নিয়েই শুধু টানাটানি করি। বর্ত্তমান কার পরে দাড়িয়ে, এবং কার জন্য সে দাড়িয়ে। তার নিজস্ব কি কোন সত্ত্বা আছে? বর্ত্তমান কি ভবিষ্যতের জন্য নয়? সে কি অতীতকে ফেলতে পারে? আমাদের জীবনে যদি সামঞ্জস্য থাকত এ রকম হতোনা। আমরা

যদি মানুষ হতাম অমানুষের পরিচয় দিতে পারতাম না! এই পণ প্রথার কথা তুমি হয়তো ভুলে যাবে তোমার ছেলের বিয়ের সময়, নয়তো তোমার অর্থাকাঙ্খা বাধ্য করবে ভুলে যেতে। পণপ্রথা জন্ম নিয়েছিল ঋষিদের নিয়ে, যেখানে বিবাহের প্রশ্ন উদাসীনতায় ভরে থাকত। এটা ছিল তাদের জীবনে একটি প্রলোভন। আর আজ তার ভয়াবহ পরিণাম এসে পড়েছে ক্ষুধার্ত্ত নর নারীর বুকে। 'বস্ত্রালঙ্কার সমেত কন্যা দান' এই শাস্ত্রের উক্তির পেছনে এসে জুটেছে আজ অবিচার, অত্যাচার, এবং নারীর জীবনে একটি তিরস্কার। যেখানে নারীর কমোনতা ও সৌন্দর্য্য দুর্ব্বলতা বলে গ্রহণ করে নেওয়া হয়, সেই তপোবন জীবনের পথে; পণ ছিল নারীর বাঁচবার ব্যবস্থা। আগে বিবাহে প্রাণ ছিল আজ এসে পড়েছে দেহ। তুমি তো জান্‌ মায়াদি দরিদ্রতার অশেষ দোষ। দিনান্তের উপজীবিকা নিয়ে আমরা বিদেশীর হাতে তুলে দিয়েছি আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থ ও সৌভাগ্য। সেখানে কি উদারতা মহত্ত্বতা আসে। নারীর প্রতি নারীর সহানুভূতি নেই, আছে শুধু মৌখিক ভাষণ। এক নারী জাতিই যদি এই পণ প্রথার বিরুদ্ধে মনে প্রানে সজাগ হতে চাইত, একে ছেটে ফেলতে চাইত, ঘরে ঘরে তার বাণী বহন করে নিত, হয়তো এ এতদূর এসে পৌছাতে পারতনা। আমরা আজ সহানুভূতি চাই পুরুষের কাছে এবং সেটুকু ধরবার পাত্র হয়ে পড়েছে যৌবন, রূপ ও রস। একি ঘৃনার নয়? পুরুষের সঙ্গে নারীর কি একমাত্র যৌন পরিচয়ই আছে, যৌন সম্পর্কই বিদ্যমান? হৃদয়ের অন্ধকারে আমরা আজ সমতাব দাবি নিয়ে চলেছি। অন্ধকারে সবই সমান হয় এতো জান। এর পরিণাম শুভ নয়। বিবাহ ছিল দেহ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, মানুষের জাগৃতীর পরিচয়, সভ্যতার নৃত্যশালা, সমাজের মেরুদণ্ড; আর আজ হয়ে পড়েছে আমাদের কামনা বাসনার হাঁসপাতাল মাত্র, ব্যাধি মন্দির'।

তরুর কথার উত্তরে মায়া ধীরে ধীরে বললে, 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ

শুনেছিলাম জীবনের ভবিতব্য। এ এড়ানো যায় না। জন্মের সঙ্গে মানুষ তো অনেক দিনই লড়াই সুরু করে দিয়েছে, মানুষ আজ জন্ম চায় না। বিবাহে তো শত্রুতা আছেই; আর মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের বিরোধ এ চির প্রসিদ্ধ, এখন যাই কোথায় বল? বিবাহ ছিল নর নারীর স্বাভাবিক অবস্থা; সমাবর্ত্তন, আর আজ এতদূর অস্বাভাবিকতায় এসে দাড়িয়েছে যে বিকৃত বললেই হয়'।

'মাকে ভালবেসেছি বাবাকে ভালবেসেছি তার যেন একটা সচ্ছতা ছিল, অথচ স্বামীর ভালবাসায় সেটুকু কি লক্ষ্য হয়। যৌন ভালবাসায় যে একটা মলিনতা আছে এ আমরা ভুলে যাই। যদি বিশ্লেষণ কর মায়াদি দেখবে ভালবাসা শুধু যৌন আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে না, যৌন ব্যবহারে নেই। ভালবাসা তার আগে জন্ম নিয়েছে, সে চেয়েছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে হৃদয়ের ব্যবধান তুলে দিয়ে একনিষ্ঠ হতে। আমি সন্ন্যাসী নই যে স্বার্থত্যাগ আত্মত্যাগই আমার ধর্ম্ম। আমি সংসারী, সংসারের ধর্ম্মই হচ্ছে সন্তোষের মধ্য দিয়ে সন্তোষের দিকে এগিয়ে যাওয়া। পুরুষ দুর্ব্বল এই অজুহাতে নারী যদি দুর্ব্বলতার পরিচয় দেয় একি ভাল? জন্ম মৃত্যু বিবাহ এক। একই সত্তার বিভিন্ন বিভিন্ন অংশ। জন্মের মধ্য দিয়ে, বিবাহের মধ্য দিয়ে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, সেই একেরি পরিচয় পাই যে সত্য নিত্য ও বিদ্যমান'। তরু মায়ার মুখের পানে চাইলে।

'বিবাহের পর স্বামীকে প্রণাম করতে যেয়ে দেখলাম সে প্রণাম চায়না, চায় আমার পায়ের ধুলো। আমি হয়ে পড়লাম প্রণম্য। বিবাহের আগে শুনেছিলাম বিবাহে ভদ্রলোকের খুবই অমত ছিল, তাই ভেবে রেখেছিলাম মানভঞ্জন আমাকেই করতে হবে, ঘোমটা আমাকেই খুলতে হবে, কিন্তু বিয়ের পরে বুঝলাম মত তার সম্পুর্ণ ই ছিল তবে ছিলনা সৎ সাহস। স্বামীর প্রেমের তালিকা দেখেই হয়ে পড়েছিলাম হতভম্ব। অথচ উপায় নেই যেহেতু সে স্বামী। সে পাট গ্রহণ করতে আমি বাধ্য।

এই যে প্রতারনা এর জন্য দায়ী কে? বিবাহ কি মানুষ করে, না বিবাহ করতে মানুষ বাধ্য হয়? একি তোর বাগান বাড়ীর ফর্দ্দ না সংসারের চালডালের হিসাব'?

'বিবাহ যেখানে ক্ষণিক বিবাহ সেখানে দুঃখের। বিবাহ যেখানে ক্ষণিক নয় সেই সুখের। বিবাহিত জীবনের নর ও নারীর পরিচয় ও অবিবাহিত জীবনের নর ও নারীর পরিচয় এক হলেও এক নয়। হৃদয়ের একটা তারতম্য আছে। নারী হয়ে এসেছি, নারীর কামনা বাসনা নিয়ে বড় হয়েছি, পুরুষকে ভালবেসেছি নারীর জন্য, সে নারী আমি নই তুমি নও, সেই বিশ্ব নারীত্বের মধ্য দিয়ে যদি স্বামীত্বের খোঁজ না পাই সে বড় দুঃখের। খণ্ড নারীত্বের বোঝা দৃশ্যত হালকা হলেও, হালকা নয়, তাই অখণ্ড নারী সত্বাকে অবলম্বন করে হিন্দুর মেয়ে সংসারে নামে, ধর্ম্মে মন দেয় ও ভালবাসে। আমার অতীত জীবনের পরিচয়ে স্বামীর প্রশ্ন হয়তো আমার পিতার শরশয্যা। এই মৃত্যু শয্যায় শায়িত বাঙ্গালীর ঘরে কে নয়? এবং সেটুকু যদি আমার বর্ত্তমান জীবনের স্মৃতিস্তম্ব হয়ে ওঠে, হয়তো এগোতে পারবনা পিছিয়ে আসবো; স্বামী হয়ে পড়বে প্রতিহিংসার জলন্ত মূর্ত্তি, তাই ভুলে যাই। জীবনের আনন্দ নারী ও পুরুষ সকলেই চায় এবং সেই আনন্দের যোগাযোগ যে বাঙ্গালীর ঘরে কুরুক্ষেত্র সরূপ হয়ে পড়েছে এ প্রকৃতই দুঃখের। বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালীর কাছে সহানুভূতি পায়না, তাকে কে সহানুভূতি দেখাবে বল? বাঙ্গালী আজ সারা ভারতের চক্ষুশূল, এর মূলে আছে বাঙ্গলার ঐশ্বর্য, বাঙ্গালীর উদার সমাজ ও বুদ্ধিবৃত্তি। বাঙ্গালী ব্যাবসাদার হক, পণ্ডিত হক, কি একমাত্র ক্ষত্রিয় হক এ মূর্খতা আমার নেই। তবে সমস্তের মিশ্রণে সে এমন এক জাতি হয়ে উঠুক, যেখানে বাঙ্গালীর ছেলে হবে ধীর অথচ স্থীর, সতর্ক, কথা কইবে খুবই কম, কাজ করবে বেশী, মূল্যহীন আলোচনা ছেড়ে কথায় বার্ত্তায় আচারে ব্যাবহারে মানুষের পরিচয় ভরে নিজের দৈন্যতা, অলসতা, এবং

সস্তা বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাব ও অতি সস্তা ফ্যাটনেশের প্রলোভন মুক্ত হয়ে ফুটে বেরোবে শুধু বাঙ্গলার কল্যাণে নয় জগতের কল্যাণে। আমরা বাঙ্গলার নারী ঘরে ঘরে আমাদের বিবাহিত জীবনের মাঝ দিয়ে বহন করে নিয়ে যাব তারই বাণী ও পরিচয়'।

'তুই দেখছি কাব্যকার হয়ে পড়েছিস'।

তরু লজ্জিতভাবে মাথা নত করলে।

'কখন থিয়েটারের পাট করেছিস'? মায়া জিজ্ঞাসা করল।

'না'।

'আমাদের বাটীতে একবার থিয়েটার হয়েছিল, আমায় দিয়েছিল রাণীর পাট, পাশের বাটীর একটি ছেলে সেজেছিল রাজা। শেষে দেখি নকল রাজা আসল রাজা হয়ে উঠতে চায়, দিলাম ধমকে তবুও কি লজ্জা আছে। অথচ পাট ছাড়লে থিয়েটার হয় না'।

'জীবনের রঙ্গমঞ্চে এই যে আসল ও নকলের প্রভেদ এ ধরা বড় কঠিন। ভুল আমরা প্রতিপদে করি, ভুল ভাঙ্গে ফের ভুল করি। আমরা নারী এইটুকুই আমাদের আসল কি নকল এরও তো একটা প্রশ্ন আছে'।

'তোর আধ্যাত্মিকতা ছেড়ে বাস্তবতায় কি নেমে আসবি'?

তরু বলতে লাগল 'রাস্তা ঘাটে ঘরে ঘরে যে সব বাঙ্গালীর দৃশ্য দেখতে পাই মনে হয় এ আসল বাঙ্গালীর ছবি নয়। বাঙ্গালী যেন মরে গিয়েছে। তাকে বাঁচতে হবে। ট্রামে বাসে বাঙ্গালীর ছেলে যখন তার ড্রইং রুম খুলে বসে তখন হয় দুঃখ। রেলে ষ্টীমারে বাঙ্গালীর ছেলে যখন অপরকে তার প্রাপ্য গণ্ডা থেকে, তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আনন্দ পায় নিজের অতি ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য, তখন আসে লজ্জা। এ মৃত সঞ্জীবনী আনবে কে? সে কি বাঙ্গলার নারী নয়? সেই কি পুরুষকে সংস্কৃত মার্জ্জিত করে তুলবে না? পুরুষ যেখানেই থাক নারী কেন তার

আদর্শচ্যুত হবে। পুরুষের সাহায্য সে পায় ভাল, না পায় সে একলাই চলবে মঙ্গলের জন্য হিতের জন্য'।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শ্রুত হতেই মায়া চাকরকে ডেকে দেখতে বলল। আগন্তুককে আসতে দেখে মায়া তাড়াতাড়ি মাথার ও গায়ের আঁচলটা টেনে দিয়ে সম্বোধন করে বলে উঠলে 'তোমার আসবার আগেই তোমার গিন্নি তো এসে হাজির পাছে তোমার কষ্ট হয়'।

'না আপনাদের কোন কষ্ট হয়'।

'ওরে বাবা তবেই হয়েছে তোমার বৌ তো তাহলে এ বাড়ি ছাড়বে না' মায়া হাসতে লাগল।

'আমাকে তো আপনার শ্বশুরবাড়ির দেশের দিকে বদলী করেছে, শুনেছেন নিশ্চয় ? বিনয়দা বলছিলেন পরিচিত লোকদের মধ্যে কাউকে পত্র লিখে দেবেন'।

'তোমায় আমার এক খুড়তুতো বোনের বিয়ের সম্বন্ধে বলেছিলাম হয়তো ভুলে গেছ'।

'একটি ছেলের বিষয়ে আপনার বোনকে বলেছিলাম। ও তো রেগেই অস্থির। বলে ঐ ডেঁপো ছোড়ার বিয়ের ঘটকালি করতে হবে না। কারো ভাল করতে না পার মন্দ করোনা। দোষের মধ্যে সে নাকি সব সময়েই সিনেমা, ফুটবল খেলার মাট আর আর্টের চর্চ্চা করে। বই যতটা না পড়ুক নাম মুখস্ত করে রেখেছে ঠিক। এখন আজকালকের ছেলেদের যা ধরন তার বাইরে ছেলে পাবেন কোথায়' ?

'যে যুগ পড়েছে তাতে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে দেয়না। ভদ্র ছেলে হবে গরীব, মুখ্যু হবে ধনী, আর না গরিব না ধনী, হলেই হবে একটি আস্ত চ্যাংড়া। এখন বিয়েথা দেওয়াই দায় অথচ উপায় নেই দিতে তো হবে'।

'আপনার বোনকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে বলবেন, ওর তো একটু চেষ্টা রাখা উচিত'।

'ও সেই মেয়ে'। তরু মায়াকে জোর করে একটি চিমটি কাটলে।

'তুমি দাঁড়িয়ে রইলে' বলেই মায়া উঠে পড়ল এবং আগন্তুককে বাইরের ঘরে এনে বসতে বলে পাখা খুলে দিলে। 'উনি এখুনি এসে পড়বেন একটু বস বলেই সে বেরিয়ে এল'।

তরু বাইরেই দাড়িয়েছিল। 'কোন ছেলেটির কথা বলছিল' মায়া জিজ্ঞাসা করল। 'সে একটি অজগর' মায়ার মুখের দিকে চেয়ে তরু বলে উঠল।

'তোর সব বাড়াবাড়ি। তুই তাকে নিয়ে ঘর করলিনে অথচ তার হাড়ির খবর রেখে ফেললি'।

'দেখ মানুষকে তার ছোট ছোট দোষ ত্রুটির মধ্য দিয়েই যত দেখা যায় সে রকম আর কিছুতে হয় না। বড় দোষ ত্রুটি মানুষে সব সময়েই ঢেকে রাখে, তা প্রায়ই লক্ষ্য হয় না'।

'খারাপটা কি তুই পেলি'।

'সবই খারাপ। চাল চলন, আচার ব্যবহার, কথা বার্ত্তা সবই। মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি মহা উদার। যুবতী সুন্দরী হলে তো কথাই নেই, তাদের স্বাধীনতার জন্য তিনি পাতালে বাস করতেও প্রস্তুত, অথচ এর কারণ খুজতে দেরি লাগেনা। তোমার আমার চেয়ে পুরুষের আজ দরদ বেশী আমাদের স্বাধীনতার জন্য'। তরু হাসলে।

'ও বয়েসের দোষ'। মায়া হাসির সঙ্গে হাসি মিলিয়ে দিল।

'বয়েসের কি শুধু দোষই আছে গুণ থাকতে নেই তুমি মা হয়ে এই বললে'?

'জ্ঞানচক্ষু না থাকলে কি গুণ দেখা যায়। আর অত গুণই যদি থাকবে তোকে নিয়ে ঘর করতে যাবে কেন, সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যাবে'।

'এ তোমার ভুল ধারনা। চর্ম্মচক্ষেও গুণ লক্ষ্য হয়। অনুভব হয়না' তরু একটু থেমে পুনরায় বলে উঠল 'তুমি বলতে চাও বিয়ে শুধু চোর

ডাকাতে করবে ভদ্রলোকে নয়? যে ভদ্রলোক সে বিয়ে করতে বাধ্য যেহেতু নোংরামি তার ভাল লাগে না। যৌবন যখন দোষগুণের বাহিরে যায় তখনই মানুষ সাধু হয়। যৌবনে গুণের অংশ বেশী থাকলেই সে হয় মানুষ, নতুবা এসে পড়ে পশুত্ব। বয়েসের দোষ এই অজুহাতে বিষ পান করা কি ভাল'?

'উপায় কি বল্। যে সমাজ হয়ে পড়েছে তাতে বয়স্থা মেয়ে ঘরে রাখাও এক বিপদ। বিয়ে তো দিতে হবে'?

'সে তো বুঝলাম। তা বলে গলায় দড়ি ঝুলিয়ে দিতে হবে'?

'যা দিনকাল এসে পড়েছে তাতে বিয়ে থা হওয়াই দায়। ছেলে হলে হয়তো বিয়ে করবে না। বিয়ে যে করবে তার হয়তো চাকরি বাকরি নেই, আর থাকলেও তোব মনে ধরবে না। মেয়ের বিয়ে দিতে যেয়ে সব সময়ে চাঁদের লোভ করা কি ভাল ?......এত বড় জাতি মরতেও তো পারে না, যারা তাকে মারবার জন্য ব্যস্ত, হয়তো তাদেরি বাঁচবার দিন কমে আসছে'।

'বাহ্য দৃষ্টিতে যারা বিচার আনে; সাজগোজ আড়ম্বরই যাদের বিচার মঞ্চ, সেখানে বিচার নেই আছে অভিনয়। অদৃষ্ট আমিও মানি তবে একটু বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ কি ভাল নয়'?

'সবাই তো আর অন্তঃযামী হতে পারে না। দুর্ব্বলতার অজুহাতে সর্ব্বদাই তো পিছিয়ে গেলে চলবে না'। রত্নাকরের মত স্বামীও যদি বিবাহের মধ্য দিয়ে বাল্মিকী হতে পারে ঘাবড়াস কেন'।

'দুর্ব্বলতা কাকে বল! স্নেহ মায়া দয়া এওকি একভাবে দুর্ব্বলতা নয়? নিঙ্গড়ে ফেলতে পার জীবন থেকে'?

মায়া কোন উত্তর দিলে না। তরু পুনরায় বলে উঠল 'তুমি বলছিলে চাকরি।...চাকরিই কি মানুষের বেঁচে থাকবার একমাত্র পন্থা? আমাদের দেশে একটি কথা আছে যে অপরের মন্দ করতে গেলে

নিজের মন্দ আগেই হয়। এ আমি বিশ্বাস করি। যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের জীবনের পথে, এর যারা সৃষ্টিকর্ত্তা তাদের ক্ষতি হয়তো তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশী হবে। যে অকর্ম্মণতা, অপদার্থতা আজ আমাদের দেশে এর ভিতর দিয়ে স্রোতের বেগে এসে পড়েছে তা রোধ করে কার সাধ্য! দেশের শাসন যন্ত্রের মধ্যে এযে কত ভয়াবহ তা কি দেখতে পাওনি? পায়ের ধুলো নেবার যোগ্যতা যাদের নেই তারা যখন আশীর্ব্বাদ করতে বসে সে কি সুখের'।

'ওসব কথা রেখে এখন আমার বোনের একটা সম্বন্ধ ঠিক করে দে তোকে ঘটকী বিদায় দেব'?

'তবেই তোমার বোনের বিয়ে হয়েছে'।

বিনয় ঘরে আসতেই মায়া বলে উঠল 'তোমার জন্য বাইরের ঘরে লোক বসে আছে। লোককে টাইম দাও অথচ নোট করে রাখতে পারনা'।

'কে'।

'যেয়েই দেখনা'।

'কেমন আছিস! বিয়ের পরে বেশ মোটাসোটা হয়েছিস দেখছি' বিনয় তরুর দিকে চাইল।

'ভালই আছি'।

'শ্বশুর বাড়িতে তোর তো খুব প্রশংসা'।

'আমার না তোমাদের' তরু হেসে উঠল।

'সবটুকু তোর নিজস্ব নয় একথা সত্যি; তবে আমাদের স্নেহযত্নও অপাত্রে পড়েনি'।

তরু কোন উত্তর দিলেনা।

দুই কাপ চা পাঠিয়ে দিও বলেই বিনয় ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের ঘরের দিকে চলে গেল।

'এখন আবার চা। চল দেখি রান্নাঘরে' মায়া তরুর সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের কেটলিটা উনুনে চাপাতে যেয়ে মায়া বলে উঠল 'তোকে নাকি কলেজে পড়াবে' ?

'তুমিও যেমন। আমি পষ্ট বলে দিয়েছি যে নিজে পড়াতে পার পড়ব, নতুবা কলেজে যেয়ে কি মাষ্টার পণ্ডিত রেখে পড়াশুনা এখন আমার দ্বারা হবেনা'।

'শুনবে তো'।

'না শুনে কি উপায় আছে বল'।

'ধরে ঠ্যাঙ্গান দেবে'।

'দেয় আর কি করব কিছুদিন মার খেতে হবে। বর্ত্তমানের স্বামীজীবিদের পক্ষে অসম্ভব আর কিছুই নেই। বিশেষতঃ একশ্রেণীর পুরুষ আছে যারা নারীকে তার সখের কামনা বাসনার চিড়িয়াখানা করে সৌখিনতায় ভরে তুলতে চায়। ভগবান করুন ওর মতি যেন সেদিকে না যায়'।

'তবে তুই কি শিবঠাকুর চাস; জটাজূট ধারী কৌপীনপন্থী লিঙ্গময়'।

'কি যে বল'।

'তবে চাস কি। সতী যার জন্য পাগল সেও তোর মনে ধরল না'।

'অতটা বাড়াবাড়িও ভাল নয়'।

'তবে ভাল কি'।

'মানুষই ভাল। পশুই মন্দ। এই ভাল ও মন্দের যে বাইরে সেই তো দেবতা'।

'দেবতা টেবতা পেলে তালাক দিতে পারবি তো'।

'দোহাই তোমার। যাকে পেয়েছি আজ সেই আমার সব। দেবতার লোভ আমার নেই। দেবতার যদি এতটা অনুগ্রহ আমার পরে

ছিল আগে এলেই পারতেন'।

'নে তুই কাপ চা দিয়ে আয়'।

'মাপ কর আমায়' তরু হাতদুটি জোড় করলে।

'এই তো তোর দোষ' মায়া চাকরকে ডেকে কাপ দুটি বাইরে দিয়ে আসতে বললে, সঙ্গে কিছু খাবার দিয়েও দিলে। চাকর নিয়ে চলে গেল।

'কেবল শুয়ে শুয়েই প্রেম করতে শিখেছিস। আজ কালকার যে আবহাওয়া তাতে তোকে উঠতে বসতে প্রেম করতে হবে'। মায়া তরুর মুখের পানে চাইলে।

'হয় দেখা যাবে'।

'তোরই ভালর জন্য বলে মার। দু কাপ চা দিয়ে এলে তোকে কেউ খেয়ে ফেলত না'।

'রাত হয়েছে আমি আসি মায়াদি'।

'একলা যাসনে দাঁড়া চাকরটা আসুক'।

'তুমি ঘরে দোর দিয়ে যত পার ঝগড়া কর এবার' তরুর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

চাকর এসে বলল বাবু পান চাইছেন।

'দুখিলি পান সেজে দেগে লক্ষ্মী' মায়া তরুকে নির্দ্দেশ করে বললে।

এক ডিবে পান সেজে চাকরের হাতে দিয়ে তরু বাটী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

'সাবধানে যাস। ওরে বুধো তোর দিদিমণিরে পৌঁছে দিয়ে আয়' মায়ার কণ্ঠ শ্রুত হল।

৭

সেদিন বিনয়ের শরীরটা একটু খারাপ বোধ হওয়ায় সে অফিসে গেলনা। সে ঘরেই শুয়ে ছিল। স্ত্রী মায়া কাজকর্ম্ম সেরে এসে স্বামীর মাথার পাসে বসে কপালে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল কেমন আছ? ফ্যানের হাওয়াটা অসুস্থ শরীরে ভাল নয় বলে সে উঠেই ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়ে পাখার হাওয়া করতে লাগল। বিনয় জিজ্ঞাসা করল 'খেয়েছ'?

'হ্যা' ক্ষুদ্রভাবেই মায়া উত্তর দিল।

বিনয় স্ত্রীর কোলের পরে মাথাটা তুলে নিয়ে তার বাঁ হাতখানি নিজের কপালের পরে তুলে দিয়েই চোখ বুজে রইল।

'মাথাটা খুব ধরেছে' স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে।

'না'।

'কদিন ঘোরাঘুরির পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে জ্বরটা এসেছে। তোমাকে বললেও তো শোননা।' স্ত্রীর মুখে বিরক্তির কণ্ঠে ফুটে বেরোল। উভয়েই নিরব। সে নিরবতা ভেঙ্গে মায়া বলে উঠল ?

'কি লাগালে বলতো'।

'কই কিছুই না' স্বামী নিজের হাত দুটি সরিয়ে নিলে।

'না কিছুই না। মিথ্যা কথা বলতে বাধে না'।

কিছুক্ষণ পরে মায়া পুনরায় বলে উঠল 'যাও গায় হাত দিও না'।

'তবে কি পায় হাত দেব দেহি পদপল্লব মুদারম' বলে একখানি হাত স্ত্রীর পায়ের দিকে বিনয় এগিয়ে দিলে।

'কি করছ বলতো। বড় অসভ্য তুমি' স্ত্রী তিরস্কার করলে।

'সভ্য করলেই তো পার। এতদিন বিয়ে হল এ তো লজ্জার কথা যে এতদিনেও তুমি একটি সুসভ্য সামান্য একটা অসভ্যকে সভ্য করতে পারলে না'।

'যাও বিরক্ত করোনা'। স্বামীর হাতখানি ধরে মায়া সরিয়ে দিলে।

'তবে হাতটা দেব কোথায়'। বিনয় হেসে উঠল।

'কোথাও না'।

'সে আমি পারব না'।

'হাত দুখানি জোড় করে একবার ঠাকুরকে প্রণাম করে এসগে। অসুখ সেরে যাবে'।

সে তো আমি তোমার জন্য ছেড়ে দিয়েছি। কলঙ্কক্লান্ত জীবনের পেছনে দাঁড়িয়ে তুমিই তো তার সেবা আনবে, পূজা করবে। তোমার রূপের প্রাচীর ঘিরে তারই প্রদীপের শিখায় আমি হব ধার্ম্মিক। তোমার ভালবাসা সেখানে ঘোষণা করবে আমার মুক্তির বাণী।

'বক্তৃতা ছাড়বে'।

'কি করব বল'।

'মাথাটি খুব বেশী ধরেছে'?

'বলে তো বোধ হয় না'।

'তবে এক কাজ কর বসে বসে আকাশে যত মেঘ আছে গুনে ফেল'।

'অনেকদিন গুনে দেখেছি সংখ্যা হারিয়ে যাই। এক, দুই, হাজার, ক্রোড় নিযুত অযুত সব শেষ হয়ে যায় তবুও পাত্তা মেলাই দায়। এ যেন সংসারের মত সংখ্যাহীন শুধু বিফলতাই বাড়িয়ে চলে'।

'দোহাই তোমার চিৎকার করোনা খোকা জেগে উঠবে'।

বেটা ঘুমুচ্ছে দেখনা। বাপের চোখে ঘুম নেই, মা জেগে বসে আছে, একটু সহানুভূতিও নেই'।

চীৎকার করোনা বলছি'।

চীৎকার করব না, বক্তৃতা করব না, গায় হাত দেব না, কি করব বল। একেবারে কি বনবাসের ব্যবস্থা। সেখানেও তো সীতা আছে দ্রৌপদী আছে।

'চুপ করে ঘুমোবার চেষ্টা করো'!

'সে আমার অদৃষ্টে নেই। আমি সাধক নই, যোগীও নই, যে ধ্যানমগ্ন ঋষির মত নিস্তব্ধ নিথর হয়ে থাকব। আমি মাটির মানুষ, আমার মাটির নিবেদন আবেদনের বোঝা তোমায় একটু বইতে হবে'।

'কবিত্ব ছাড় বলছি ভাল লাগেনা। অসুস্থ শরীরে কি পাগল হলে'।

'আমি শঙ্করাচার্য্যও নই শুক্রাচার্য্যও নই যে নারী মূর্ত্তির পেছনে শঙ্করের মত খুজব শুধু অশ্লীলতা মিথ্যা ও নিরসতা, আর আমি রামকৃষ্ণও নই যে উলঙ্গ নারী মূর্ত্তির পেছনে গড়ে তুলব প্রতিমার ছবি আমার পূজার বেদী। আমি মাটির মানুষ, তোমাকে আমি মানুষের মত পেলেই সুখী হব'।

'তা বলে দিন নেই ক্ষণ নেই জ্বালাতে হবে'?

'একি জ্বালা মায়া'?

'সব সময়ে কি সব ভাল লাগে বলতো'?

'সময় সময় করে পাগল হলে চলবে না। অসময়ে কি কিছু হয়নি? দেবীর বোধন যেদিন অসময়ে জেগে উঠেছিল সে কি এনেছিল রামচন্দ্রের জীবনে অভিসম্পাদ না মুক্তি। তুমি চাও নিশীথ রাত্রের অন্ধকারে নিস্তব্ধ জগতের বুকে প্রেমে লুকিয়ে যেতে, যে তোমার আমার সেই ইতিহাসের কাহিনী কেউ জানবে না, দেখবে না, শুনবে না, কিন্তু সে ব্যার্থ প্রয়াস। নিজের পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বল, সে কি তা প্রকাশ করে দেয়নি। ওকি সেই বিরাট ইতিহাসের প্রচ্ছদপট নয়? জীবন চায় শান্তি এর কোন

সময় নেই, অসময় নেই। একটি পাতায় যেমন ইতিহাস শেষ হয় না তেমনি সময়েই শুধু শান্তি আসেনা। জগতে বাঁচতে গেলে সুখ ও দুঃখ এই দুইই থাকবে। সুখ ও দুঃখের মিশ্রণেই সংসার। তেমনি সময় ও অসময়। এর একটা ভেদ রাখ ভাল তবে বাড়াবাড়ি করোনা। তুমি যাকে অসময় বলে দূরে ফেলে দিতে চাও সেই হয়তো আমার জীবনের সুসময়। তুমি চাও কয়েদীর জীবন। তার সব কিছুতেই একটা সময় আছে। আমি চাই মুক্তি'।

'নাও শেষ হয়েছে'। স্ত্রী মায়া স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কিছুক্ষণ কোন কথা বার্ত্তাই হলোনা। বিনয় চোক বুজে ছিল সে হঠাৎ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মায়া বিরক্ত হয়ে বললে 'কি হলে বলতো'।

'দেখছি তুমি কত সুন্দর'। মায়ার মুখে চাপা হাসির রেখা ফুটে বেরোল সে জোর করে স্বামীর হাতখানি বুক থেকে সরিয়ে দিতে যেয়ে দেখলে অপারগ। 'ছাড় কাপড়টা ভাল করে পরেনি' মায়া স্বামীকে অনুরোধ করলে।

'সংসার হইতেছে সকলের সার। একে অবলম্বন করেই সবাই বেঁচে আছে। মুনিই বল, ঋষিই বল, চোর ছ্যাচড়, কাব্য কবিতা সব কিছুই এর পরে নির্ভর করে. অথচ এর মূলে যারা আঘাত করতে চায়, তাদের তুমি কি বলবে ? যারা জীবনকে শুধু অন্ধকার দেখে, আলো দেখলে বলবে ও মায়া, তাদের সম্বন্ধে তোমার কি মত' ?

'তোমার যা মত আমারও সেই মত'। বলেই মায়া স্বামীকে অনুরোধ করলে 'হয়েছে তো, এখন ছেড়ে দাও'। বিনয় কোন কথাই কইলে না। হৃদয়ের প্রেম যেন বরফের মত জমে উঠতে চায়, অথচ এর উত্তাপের মাত্রা এত বেশী যে, সে যেন সেটাকে গলিয়ে নিয়ে ফুটে বেরোতে চায়। মায়া স্রোতের উন্মাদনায় স্বামীর মুখের দিকে চাইতে চাইতে মাথাটা একটু

নিচু করে এনে ফের ফিরিয়ে নিল। মায়া দেখে তার নিজস্ব বলতে এখন যেন আর কিছুই নেই। সে যেন স্বামীর। স্বামী যে তার এ ধারণা তার হয় না। বিনয়ের মাথায় হাত দিতে দিতে সে ঘেমে উঠল। ঘরে শিশুর কণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। 'ওটা আবার এখন কাঁদে কেন' বিনয় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল।

'ক্ষিধে পেয়েছে হয়তো' বলেই মায়া উঠে পড়ল, এবং শিশুকে কোলে করে স্বামীর পাশে এসে বসল।

শিশুর পেটে হাত দিতে যেয়ে স্ত্রীর পেটে হাত দিতে দিতে বিনয় বলে উঠল 'সত্যিই খুব ক্ষিধে পেয়েছে'।

মায়া হাসতে লাগল।

'কেমন আছে'! বিনয় জানতে চাইল!

'ভালই আছে' স্ত্রী উত্তর করলে।

'ওর যে কি হয়েছে ভগবান জানেন। ডাক্তারে তো কিছু ধরতে পারছে না'।

'হবে আবার কি ছাইপাশ'।

'সংসার না হলেও নয় অথচ তার জ্বালা যন্ত্রনার অন্ত নাই'।

'বেশ তো ছিলে আবার বৈরাগী সাজবার সাধ হলো কেন'?

'বৈরাগী কি সাধে হয়। জন্ম অবধি ছেলেটা কি ভুগছে বলতো'?

'তুমি তার কি করবে'। মায়া পুনরায় বলে উঠল 'ছেলে তো ঐ একটি তা নিয়ে যদি অত মাথা ঘামাও, পাঁচটি হলে কি করবে'?

'মাপ কর'।

'আমি মাপ করলে তো ভগবান ছাড়বেনা' মায়া হেসে উঠল।

'তুমি তো আগে কর সে পরে দেখা যাবে'।

'বিয়ে যখন করেছিলে তখন কি এসব ভেবেছিলে'।

'ভাবলে হয়তো বিয়ে করতাম না'।

'তুমি একলা থাকতে পারতে না'।

'কে বললে পারতাম না'।

'আমিই বলছি'।

'চেষ্টা তো করা যেত'।

'চেষ্টা করলেই কি সব পারা যায়'।

'যত্নে কৃতে যদি না সিধ্যতি কুত্র দোষ'। বিনয় হেসে উঠল।

মায়া বললে 'এই বিয়ে করা বস্তুটি যত সহজ মনে কর অত সহজ নয়। এর প্রেরণাকে রুদ্ধ করবার ক্ষমতা খুবই কম লোকেরি আছে'।

'তাদের মধ্যে আমিও একজন'।

'তাহলে তো সৃষ্টি থাকবেনা'।

'সৃষ্টি থাকল কি না থাকল তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি বাঁচতে চাই, আমি থাকব কিনা বল'?

'তুমি চিরকালই থাকবে'। মায়া খোকাকে স্বামীর বুকের পরে তুলে দিলে।

'আমাব প্রতিনিধি থাকবে' বিনয় শিশু পুত্রের মুখে অঙ্গুলি স্পর্শ করতে লাগল।

মায়ার ডাকে চাকর এসে কোল থেকে খোকাকে নিয়ে চলে গেল। মায়া স্বামীর পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'কিছু খাবে। একটু দুধ গরম করে আনব। সারাদিন তো কিছু খাওনি'।

'হ্যাঙ্গামে দরকার কি। এতই যদি দয়া, খোকার ভাড়ার থেকে আমিও কিছু খেয়েনি বিনয় হাত বাড়ালে'।

'অমুক শরীরে রহস্য ছাড়' মায়া যেন স্বামীকে ভৎসনা করলে।

'ছাড়লে যে ছাড়তে চায় না। কি করি বল'।

'তা বলে চেষ্টাও করবেনা'।

'চেষ্টা করতে করতে বুড়ো হয়ে পড়লাম, এখনও চেষ্টা'। বিনয়

বলতে লাগল 'রহস্য কোথায় নেই বল। ধর্ম ! তার তত্ত্ব তো গুহার মধ্যে ; পুরুষের ভাগ্য আর তোমার চরিত্র, সে দেবতা জানতে পারেনা আমি তো কোন ছার। কর্ম ! তার তো গহনাঃ গতি। এখন এই রহস্যের জগতে কোথায় যাই বল। তার পর তুমি কোথায় রহস্য কমিয়ে আনবে তা না আরও বাড়িয়ে তুলছ'।

মায়া স্বামীর কথার কোণ ঘেঁষেও গেলনা। সে বলে উঠল 'সংসারের সবই ভাল কেবল এই রোগ আর শোকে বড় জ্বালাতন করে'।

'অর্থ চিন্তা ভয়ঙ্করী নাই তাই বলছ'। পুনরায় সে বলে উঠল 'ওর চেয়েও কষ্টকর হত যদি প্রেম করবার লোক খুজে না পেতে'।

'অর্থ থাকলেও যে ওরা যেতে চায় না। আর না থাকলে তো কথাই নেই'।

'সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা কর শোক হয়তো থাকবে না, রোগ একটু আধটু হলেই বা'।

'সন্ন্যাসী যদি সন্ন্যাসী থাকত তবে আজ আমাদের এই দশা কি হত। সে শুধু সাজগোজের গোসাই'।

'এ তোমার ভুল। গৃহস্থের সন্ন্যাসীর দোষ ধরা সাজেনা। সে পড়েছে এ সত্য, কিন্তু গৃহস্থ নিজে যে কতটা পড়েছে এও তো দেখবার। মূর্খের মত সন্ন্যাসীর ঘাড়ে নিজের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সরে যেও না। মুচির ভূমিকায় সংসার করে, অর্থের চোখে জগতকে দেখে, স্বার্থের মানদণ্ডে বিচার করে সন্ন্যাসীর গায় থুতু ফেলতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন কিছুই নয়। গৃহস্থ কি গৃহস্থ আছে'।

'যত ভণ্ডামি তোমার এই ধর্ম্মের মধ্যে চেয়ে কি দেখেছ'।

'এও তোমার ভুল। ভণ্ডামি আজ কর্ম্মের মধ্যেও কম নেই। জাল জুয়াচুরি ভণ্ডামি এ কর্ম্মেই জন্ম গ্রহণ করেছে। এ কর্ম্মের সূতিকা গৃহের থেকেই ধর্ম্মকে গ্রাস করতে শিখেছে। কর্ম্ম ধর্ম্ম নয়। জ্ঞানই

ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মের যে জ্ঞান সেই আত্মায় পৌছে'।

'দুধটা গরম করে আনব'।

'গরম তোমায় করতে হবে না আমি করে নিচ্ছি'।

'যাও' স্বামীর হাতখানি মায়া ছুড়ে ফেলে দিলে।

বিনয় হাসে, সে বলতে লাগল কর্ম্ম, যোগ হইতে উৎপত্তি। এবং সেই কর্ম্মযোগের একটি বৃহৎ ভূমিকাই আমরা। ছেলেকে কোলে করে রাখলে সে যেমন কোন দিন হাটতে শেখেনা, তাকে ছেড়ে দিতে হয়, এবং দৃষ্টি রাখতে হয় তেমনি এই যৌবন। যোগকে যদি বিয়োগ করতে বস তবেই হয়েছে, ভাডার সুন্য হয়ে আসে। প্রেমের জন্য মানুষ কি না করছে, আর তুমি একটু পাসে···।

'যাও ছাড়' স্ত্রী নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে।

'অসুধ খাবার তো সময় হয়েছে' মায়া স্বামীকে গ্লাসে ঔষধ ঢেলে খেতে দিলে! বিনয় ঔষধ খেয়ে মুখ সিটকিয়ে উঠল ও পাস ফিরে শুয়ে পড়ল।

৮

বিনয়ের অসুখ আজও সারেনি। তার টেমপ্যারেচারটি কিছুতেই ছাড়ছিল না। মায়া স্বামীকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়ল। আজ যাবে কাল যাবে করে সাত সাতটি দিন কেটে গেল, অথচ জ্বর ছাড়বার নাম নাই। প্রথমে সে ভেবেছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা, শেষে দেখলে ম্যালেরিয়া। ডাক্তার রোজই একবার আসেন তবে জ্বর ছাড়তে চাইছেনা। বিনয় স্ত্রীর পানে চেয়ে বলে উঠল 'গ্রামে একখানা চিঠি লিখে দাওনা বাবাকে'।

'কলকাতার সহরে গ্রাম থেকে ডাক্তার ডেকে এনে দেখাতে হবে। তোমার যেমন কথা। তুমি পাগলামি করতে বসেছ বলে কি সবাই পাগল হবে'। মায়া তার বক্তব্য এখানেই শেষ না করে আরও বলতে লাগল 'তিনি এখানে এসে বসে থাকলে ওদিকের সংসার চলবে কি করে। সেটাও তো ভাবতে হয়। এখন তোমার কতদিন নেয় ঠিক নেই, তিনি তার রোগীপত্তর ফেলে এখানে এসে বসবেন। লোকসানটা কত হবে জান'।

বিনয় কোন কথাই কইলেনা। সে শুধু মাথাটা নিচু করে নিয়ে চোখ বুঝে রইল।

মায়া তরুকে ঢুকতে দেখে বিনয়ের পাসে একটু বসতে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তরুবালা বিনয়ের মাথার পাসে বসে পাখার হাওয়া করতে করতে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করলে 'আজ কেমন আছ'।

'ভাল কই' বিনয়ের ক্ষিণ কণ্ঠে আরও ফুটে বেরোল 'শুনলাম গ্রামে গিয়েছিলি' ?

'হ্যাঁ' বলেই তরু বিনয়ের মুখের পানে চাইল।

'আমাদের বাটীর সব কেমন আছেন'।

'কেন জ্যেঠামহাশয়ের একখানা চিঠি মায়াদিকে দিয়েছিলাম তোমায় দেয়নি'। বিনয়ের কাছে কোন উত্তর না পেয়ে তরু বলতে লাগল 'জ্যাঠামহাশয়ের শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে, তবে জ্যাঠাইমা ভাল আছেন। জ্যাঠাইমা তো তোমার ছেলেকে দেখবার জন্য পাগল। কেবলই বলছিলেন দেখতে মার মত না বাপের মত হয়েছে। আর জ্যেঠামহাশয় বলছিলেন এ মাসে যদি কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও বড় সুবিধে হয়। কেননা বিমলের জন্য ফি টি সব দিতে হবে'।

'তোর বৌদি তো গ্রামে কিছুতেই যেতে চায় না'।

'চায়না বললেই তুমি শুনবে কেন'।

'বলে বাটীর পরে এসে শিয়াল ডাকে'।

'তার চেয়ে এই বাটীর পর দিয়ে ট্রাম বাসের ঘড়ঘড়ানি বুঝি খুব ভাল'।

'তুই কবে শ্বশুরবাড়ী চলেছিস্' ?

'এই রবিবারে'।

'বিমল ভালভাবে পড়াশুনা করছে' বিনয় জিজ্ঞাসা করলে।

'টেষ্টে ফাষ্ট হয়েছে শোননি' মায়া জবাব দিলে।

'আমাদের বাটীর ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ত সেটা কি সারা হয়েছে'।

'সে আমি জানিনে' তরুবালা মাথা নত করলে।

'বাবার শরীরটা কি খুব খারাপ হয়েছে'।

'একটু হয়েছে বৈকি'। তরুবালা থার্মমিটারটি বিনয়ের বগলে দিয়ে তুলে নিয়ে দেখলে জ্বর নেই। বিনয়ের কানে এটুকু যেতে মুখখানি আনন্দে ভরে গেল।

'কদিন কি ভুগিয়েছে বেটা' বলেই সে হেসে ফেলল।

মায়াকে ঘরে আসতে দেখে তরুবালা জিজ্ঞাসা করলে 'জ্যেঠা মহাশয়ের চিঠিটা এখন বিনয়দাকে পড়ে শোনাওনি'।

'কি এমন জরুরী চিঠি তোর যে এই শরীরে পড়ে শোনাতে হবে। সেরে উঠে দেখবে। ড্রয়ারে পড়ে আছে'।

'কি চিঠি দাওনা কেন' বিনয় স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলল।

'সকাল বেলায় এসেই জ্বালাতে বসলি' মায়া ড্রয়ার থেকে চিঠিখানি বের করে খামশুদ্ধ স্বামীকে লক্ষ্য করে ছুড়ে ফেলে দিলে। চিঠিখানা পড়ে নিয়ে, বিনয় তরুর একখানি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'গ্রামের সবাই ভাল আছে তো' ?

'সবাই ভাল আছে। তবে ঘোস পাড়ার মেজ কর্ত্তা মারা

গিয়াছেন। বোষ্টমী বুড়ী যে দুধ দিত শুনলাম বড় অসুখে ভুগছে, হয়তো মারা যাবে। ঝড়ে শৈলদের উত্তর পোতার ঘরখানি পড়ে গেছে। খোকনদার একটা ছেলে হয়েছে। বিনির শুনছি সামনের মাসে বিয়ে। ছেলেটি রেলে চাকরি করে। সরস্বতী পূজার সময় এবার থিয়েটার হচ্ছে। মিত্তিররা অনেকদিন পরে গ্রামে এসেছে। বাড়ি ঘর দোর সব মেরামত হচ্ছে'।

মায়া এক বাটি গরম দুধ নিয়ে এসে স্বামীর সামনে ধরলে: বিনয় সেটুকু চোখ বুঝে পেটে পুরে ফেললে।

তরু মায়ার দিকে চেয়ে বললে 'আচ্ছা মায়াদি তোমার ছেলেকে একবার দেখিয়ে আনতে নেই'।

'তুই কি সকালে উঠে প্রকৃতই ঝগড়া করতে এলি। ঝগড়াটে তোর চেয়ে আমি কম নই এ যেন খেয়াল থাকে'।

'তুমি যেতে পারোনা অথচ গ্রামশুদ্ধ লোককে এখানে এসে তোমার ছেলেকে দেখে যেতে হবে, কেন শুনি। সে কি রাম অবতার হয়ে এসেছে। সম্পর্কে তারা ছোট না তুমি ছোট' তরু যেন একটু ধমকের সুরেই কথা গুলি বললে।

'সে আমি বুঝব তোর অত মাথা ঘামাতে হবেনা'।

'তোমার ঐ একগুয়েমীতে তোমায় খেলে। সংসারে থাকতে গেলে বিশেষতঃ এই সব সাধারণ ব্যাপারে নিজের মতকে কি এতটা প্রাধান্য দেওয়া ভাল'?

'ভাল মন্দ সে আমি বুঝব। তোর মত তো পাড়া শুদ্ধ লোক দূর ছাই, পাড়া কেন গ্রাম শুদ্ধ লোক তো আমার পিরিত্তের গুরুমহাশয় নয় যে যা বলবে তাই শুনতে হবে। যা চাইবে তাই করতে হবে'।

'শুনছ বিনয়দা.........ছি মায়াদি এই সব কথা যখন তোমার মুখ দিয়ে বেরোতে পারে তখন এর সঙ্গে যে তুমি অপরিচিত এ বোধ হয় না'।

বিনয় ও মায়াকে কোন কথা কইতে না দেখে তরু পুনরায় বলে উঠল।

'গ্রাম হাসাবে দেখছি শেষে তুমি'।

'আমার তাতে বয়ে গেল' মায়া রুক্ষভাবেই জবাব দিলে।

সংসার করতে বসে অতটা সন্ন্যাসীর মেজাজ কি ভাল। তোমার যদি দশ জনে সুখ্যাতি করে সে তোমার আনন্দ না হক আমাদের তো বটে। সামাজিক ব্যাপারে অতটা একগুয়েমী করো না, লোকে কি মনে করে বলতো'।

মায়া ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। তরু বিনয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললে' রামি ছুঁড়ী তো আবার গাভিন হয়েছে অনেকদিন পরে'।

বিনয়ের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল 'কমাস'।

'তা জিজ্ঞাসা করিনি। তবে জ্যেঠাইমা বলছিলেন যে ওর দুধ হয় খুব বেশী'।

'গরুটা ভাল'।

মায়া বাথরুমে গা ধুইতেছিল। স্বামীকে আসতে দেখে সে দরজাটা একটু খুলে দিয়ে আলগোছে উঠে এক কোণে সরে দাড়াল। বিনয় পা দিয়েই, পা সটকাতে মায়াকে ধরে ফেলল। 'মাথা ধোবে না কি' মায়া জিজ্ঞাসা করেই পর মুহূর্ত্তেই বলে উঠল' বাথরুমে এসে কি লাগালে বলতো। এর চেয়ে আমার হাড় মাংস গুলোকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেললে পার। এই জন্যেই তো জ্বর ছাড়তে চাইছে না'। সে স্বামীর ভাব দেখে তরুকে সম্বোধন করে বলে উঠলে 'ওরে এদিকে আয়। অসুখ শরীরে একলা ছেড়ে দিতে আছে, বেশতো'।

'তোমাকে ভিজে কাপড়ে দেখতে বেশ হয়েছে, যেন একটি অপ্সরী' বিনয় হাসতে চাইল।

মায়ার মুখে চাপা হাসির রেখায় ফুটে বেরোল 'তা হলে অপ্সরী পেলে আমায় ছাড়তেও পার। এই তো তোমাদের ভালবাসা। তার

দরদ কত। কেন অপ্সরীর কি একখানা হাত, একখানা পা বেশী আছে, না সে আমারই মত একজন'।

'হলেও তাতে রস বেশী' বিনয়ের মুখখানি হাসিতে ভরে গেল।

'ঐ করেই তোমরা ম'ল'।

'যেথায় জন্ম সেথায় মৃত্যু। মরতে তো আমায় স্বর্গে যেতে হবে না যে ভয় করবো'। বিনয়ের কথা শেষ না হতে হতেই তরু এসে দাঁড়াল।

'মাথাটা ধুয়ে দে'।

তরু বিনয়ের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে শুনলে বিনয় বলছে' দেহ থাকলেই জীবন, না থাকলেই মরন। অথচ এই থাকা আর না থাকার মধ্যে কি আছে সে প্রেম'।

'নাও আর প্রেম প্রেম করতে হবে না বিছানায় যেয়ে শুয়ে পড়গে। বোনের সামনে প্রেম চর্চ্চা করতে লজ্জাও করে না'।

বিনয় বলে 'লজ্জা কেন কিসের জন্য'। ওর মতন শত্রু প্রেমের আর একটিও নেই। যে প্রেম নগ্ন উলঙ্গ দীনহীন সে লজ্জিত হবে বাইরে আসতে, কিন্তু যে প্রেম অনন্ত অমৃত তার লজ্জা কিসের। চাঁদের লজ্জা আছে যেহেতু তার কলঙ্ক আছে, সূর্য্য লজ্জাহীন। ধবধবে সাদা কাপড় পরে বেরোতে কেউ লজ্জিত হয় না, যত লজ্জা ময়লা কাপড় পরতে গেলে। কেন ? প্রেমের দুইটি অঙ্গ। একটি রূপ অপরটি রস। রূপ পুরুষ রস নারী। এদের যে মিলন সেই তো জীবন। যার অন্যায় আছে অবিচার আছে তার লজ্জা আছে। যার মন বিশুদ্ধ প্রাণ মুক্ত, সে কি লজ্জিত হয়' ?

'কি শুনছিস বকবকানি ধরে নিয়ে যা' মায়া তরুকে ধমকানি দিলে। তরু বিনয়ের হাতটি ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

৯

তরুবালা আজ শ্বশুরবাড়ী যাবে। মনটা তার আনন্দে ভরা। জলভরানত মেঘের মত সে সর্ব্বদাই স্বামীর হৃদয় গগনে ভেষে বেড়াবে রং বেরঙ্গের খেলায় মত্ত। স্বামী ঝড়ের মত আসবে তার প্রেমের ডাল-পালা ভেঙ্গে দিয়ে যাবে, সে আবার ফুটবে, অথচ পুরানো স্মৃতিকে সে ভুলতে পারেনা। তার মা, বাবা ভাই বোন এ যেন সেই আনন্দের সাগরে ঢেউয়ের মত ফুটে উঠেছে। তার জীবনের দুটি তীরে প্রতিনিয়তই সে আছাড় খেয়ে এসে পড়ছে। পুরানো স্মৃতি যেন স্রোতের মত তার যৌবনের সলিলে টান এনেছে। জীবনকে সে যার প্রতিক্ষায় রেখে যৌবনের বাতি হাতে দাঁড়িয়েছিল ; যার আগমনকে সে কত প্রার্থনা জানিয়েছে, কত আরাধনা করেছে, যার হাতে সে নিঃসন্দেহে নিসঙ্কোচে নিজেকে বিলিয়ে দিতে এতটুকু ইতস্তত: করেনি, সে আজ তাকে নিয়ে যাবে, এ আনন্দের মাঝে এই যে অতিতের খোঁচ তার মনটাকে একটু ভারী করে ফেলেছিল। বাবাকে কে তামাক সেজে দেবে, তেল মাখিয়ে দেবে, মাকে কে তরকারি কুটে দেবে, কেইবা দাদার চা করবে, ছোট ভাইটির স্কুলের ভাত কে রাঁধবে, ছোট বোনটিকে কে পড়াতে বসাবে, এই সব ভাবনা চিন্তা ঘিরে তার মনটি যেন একটু বিষন্নতার ছাপ এড়াতে পেরে উঠছিল না। 'শীঘ্রই আসব' এই ভবিষ্যতের আশা তার মনের মাঝে ফুটে সান্ত্বনা আনে। স্বামীর ভালবাসা সে পেয়েছে তবে তার ঘর সে আজো করেনি। সে জানেনা সে কি রকম। যৌবনে মানুষ আত্মহারা হয়, সে হরিণের মত কস্তুরীর খোঁজে মনকে ছেড়ে দেয়, কিন্তু সে যদি বনে বনে না ঘুরে আলীপুরের চিড়িয়াখানা থেকে ফিরে আসে সে

দুঃখের হয়ে পড়ে। মানুষ যেমন দেবতাকে পূজা করে, ঘরে তোলে, সে তার যৌবনকে তেমনি ধূপ ধুনা দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তবে পূজারীর আসতে হয়েছিল দেরী। পূজার পর যেমন বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে ওঠে এও কি তাই? সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসরের মধ্যে সে দেখে সে একলা ছিল, তবুও যেন তার পাশে কে ছায়ার মতন ঘুরে বেড়াত। বিবাহ তাকে শুধু মূর্ত্তিমান করে তুলেছে। নারী কর্ম্মভূমি পুরুষ জ্ঞানভূমি। যে সব জ্ঞানের মধ্যে কর্ম্মের ভাগ বেশী সেখানে নারী হয়ে পড়ে প্রধান, এবং যে সব জ্ঞানের মধ্যে কর্ম্মের ভাগ কম সেখানে পুরুষ হয় বড। স্থূল চক্ষে কর্ম্ম জ্ঞানের জন্মদাতা, কিন্তু সূক্ষ্ম চোখে জ্ঞান কর্ম্মের বিধাতা। এতদিন পিতৃগৃহে সে পেয়েছে কর্ম্মের শিক্ষা, বিবাহ তাকে দীক্ষিত করেছে সেই কর্ম্মে। আজ তার কর্ম্মপরিচয়ের দিন এসেছে। এ পরিচয় যদি উজ্জ্বল হয় সমাজ বড় হবে। সমাজ আমাদের বিবাহ দেয়, পালন করে, রক্ষা করে, এই সমাজের পিতৃভূমি। এর মাঝ দিয়ে সামাজিক আচার ব্যবহারগুলো মাতৃভূমির মত স্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর। তরু দেখে সে আজ কত সুন্দর। তার স্বামী তাকে ভালবাসে। সে ভালবাসার প্রাণ আছে। ভালবাসার প্রাণিক সত্বাই জীবনকে মধুর ও সংযত করে। মানুষ যেমন পিতামাতাকে ভোলেনা, দেখলেই চেনে। সে প্রথম দিনই স্বামীকে দেখে টের পেয়েছিল এই তার স্বামী। পর পুরুষের কোন স্পর্শ ই তো তাকে আর বিচলিত করেনা। চলবার পথে পায়ের ধুলো মানুষ এড়াতে পারে না সত্য, কিন্তু সে যদি পথের ধুলো না হয়ে পায়ের ধুলো হয়ে পড়ে, এবং ব্যক্তি বিশিষ্টের রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে, সে নারীকে চঞ্চল করে ও নষ্ট করে। পথে চলবার মুখে আবর্জ্জনা যেমন মানুষ এড়িয়ে চলে, ঘৃণায় ফেলে যায়, তেমনি সমাজের অনেক পুরুষভূমিকে সে সেইভাবে দূরে রেখে এসেছে। এই তার স্বামী। সে ভাল হলেও ভাল, মন্দ হলেও ভাল। এ তার পিতা মাতার দান, সমাজের উপহার ও যৌবনের বাণী ও অলঙ্কার। অনেক

এলোমেলো কথার মধ্য দিয়ে সে শুনতে পেলে মায়ের কণ্ঠে 'কাপড় জামা-গুলো সব বাক্সে সাজিয়ে তোল। বাইরে পড়ে আছে'।

'চোখের কোণে স্নেহের অশ্রুকণা ভরে তরু বলে উঠল আশ্বিন মাসে তো আমায় নিয়ে আসবে মা। ভুলোনা যেন'।

'উনি বলছিলেন তারও আগে, প্রথমবার'।

বাবার পরে সহানুভূতিতে তরুর চোখের জল মুখ বেয়ে পড়ল। মাতার চক্ষে সেটুকু এড়ায়নি। আঁচল দিয়ে সেটুকু মুছ্তে যেয়ে তরু শুনতে পেলে মা বলছেন 'বাসায় যেয়ে শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে যত্ন করতে যেন ভুলিসনে। মানুষ বুড়ো হলে একটু খিটখিটে হয়, তাদের অভিমান বেশী থাকে, সহ্য করবার ক্ষমতা কমে আসে, তারা কেবল লোকের দোষ ধরতে শেখে। এ তাদের স্বভাব। সে সব মনের মধ্যে পুরে কষ্ট পাসনে যেন। যা বলেন সব সময়ে মনে রাখিস আপনার জনের মত বলছেন। আজ ভাল না হয় ভাল তার আছেই। 'ছেলের বৌ তাদের কত আদরের জন তার দোষ ত্রুটি যদি তারা ধরেন, তাতে তোর মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হবে না। সকলের সঙ্গে নম্র অথচ ভদ্র ব্যবহার রেখে চলবি। ছোট ছেলের মত কথায় কথায় স্বামীর কানের কাছে বসে ভার করতে যাসনে। বাটীর ছেলে তার মা বাপের সঙ্গে যে ব্যবহার করবে সে ভালই হক মন্দই হক তুই বাটীর বৌ হয়ে তা করতে যাসনে। সে ঝগড়া করুক রাগ করুক সে সব বেশী দিন পিতামাতা মনে রাখেন না। কিন্তু তোর সামান্য কথায় হয়তো তারা ব্যথা পাবেন, যা তুই আর মুছতে পারবিনে। পিতা পুত্রের মাতা পুত্রের কোলাহল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিবি। সেখানে যেন কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে যাসনে। ও ওদের ঘরোয়া ব্যাপার মনে করে নিজেকে আলাদা করে ফেলবি। সংসার তাদের, তোকে একটা বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন বলে তুই যেন তারা বেঁচে থাকতেই সেখানে মালিক হয়ে পড়িসনে। কিছুদিন পরে বলে বলিসনে আবার অংশ ভাগ করে দাও।

দৃষ্টের অন্ধকারে অদৃষ্টের চিৎকার করতে যাসনে। ভুলভ্রান্তি দোষ ত্রুটি নিয়েই মানুষ, কিন্তু সেটুকুকে খাপ খাইয়ে নিয়ে যে চলতে পারে সেই তো সুখী হয়। খাঁচার মধ্যে রেখে পাখী পুষতে হয়, কিন্তু তুই যদি খাঁচার মধ্যেই তাকে ফেলে রাখিস, সে যতই পুরানো হক না কেন সুযোগ পেলেই উড়ে যায়। সেখানে যদি তুই তাকে প্রাণ ঢেলে আপনার করে তুলিস, তোর হৃদয়ের পরিচয়ে মুগ্ধ করতে পারিস, দেহের খাঁচায় পুরেই সন্তুষ্ট না হস্, সে খাঁচা ছেড়ে বাইরে এলেও তোর কাছে ফিরে আসবে। মানুষও তাই। যৌবনের প্রভাব যৌবনে মনের উপর খুবই বেশী। সেই মনকে যদি যৌবনের হাতে তুলে না দিয়ে যৌবনকে তার হাতে তুলে দিস হয়তো শান্তি আসবে। বনের পশুর মত এ কিছুতেই পোষ মানতে চায় না হিংস্রতায় ভরা। যৌবনকে দেখলে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিগুলো সব গুমরে ওঠে। প্রবাসী পিতাকে আগত দেখলে যেমন বাটীর ছেলেমেয়েরা ঘেরে ঘিরে দাঁড়ায় 'কি এনেছ' বলে চিৎকার করে, মানুষের প্রবৃত্তি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাঝ দিয়ে ছুটে এসে সেইভাবে যৌবনকে নিয়ে ব্যাপৃত হয়। পিতার হাস্য মুখ ও সংযত দৃষ্টির সামনে সে কোলাহল যেমন থেমে আসে তোর যৌবনের দৃঢ়তা থাকলে প্রবৃত্তিগুলোও শান্ত ও সংযত হতে দেরি করবেনা। চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল হয় না। চোখের আড়াল হলেই যেমন অনেক কিছুতেই ময়লা পড়ে, জংধরে তেমনি মানুষের হৃদয়। অতিথিকে ভাতের থালা বেড়ে দিয়ে যদি হৃদয়ে কোন সাড়া না পাস সে যেমন দুঃখের ক্ষুধার্ত্তকে ভাতের থালা সাজিয়ে দিয়ে যদি গর্ব্বিত হয়ে পড়িস, অহঙ্কার আসে, সেও দুঃখের। সামঞ্জস্য সংসারের রূপ বিশেষ, সমতা সংসারের রস। দেহের একটা সমাঞ্জস্য আছে বলেই সে সুন্দর। মনও তাই। এদের মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে সমষ্টির ব্যক্তিত্বের দিকে এমন ভাবে এগিয়ে যাবি, যাতে তোর কোন নিন্দা শুনতে না হয়। সর্ব্বদা সাবধানে থাকবি। শরীরের দিকে লক্ষ্য

রাখিস। সপ্তাহে পত্র একখানা করে লিখবি। পুত্র কন্যার পরিচয় মাতা পিতার একটা বিশিষ্ট পরিচয় সেখানে যেন ব্যাথা না পান, এটুকু মনে রাখিস। মনের শ্রেষ্ঠতা ও চিন্তার বিশুদ্ধতা ও আন্তরিকতাই মানুষকে বড় করে। ভালবাসার অন্ধকারে ভালবাসায় খোঁজ না করে তাকে আলোয় এনে দেখবি সে কি রকম ও কতটুকু। যেখানে যাস, যে ভাবে থাকিস, নিজেকে নিজের আন্তরিকতায় ভরে রাখতে ভুলিসনে। জীবনের পরে যৌবনের প্রভাব খুব বেশী, তার একটা অহঙ্কার আছে, সেটাকে সব সময়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করবি। পুরুষকে উন্নত ও অবনত দেখলে যত আনন্দ আসে, পতিত দেখলে আসেনা সত্য, তবে সেটুকুনি যেন তোর দুঃখের মূলে যেয়ে না পড়ে। ঠাকুর চাকরের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিস। মনে রাখিস তারা যেমন তোর চাকর, তোর স্বামীও তেমনি অপরের চাকর। কটু কথা মুখে আনাব না। অসুক বিসুক করলে গোপন করিসনে।

যৌবন যেমন মানুষের উপকার করে অপকারও করে। সুযোগ পেলেই সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে ছাড়বে না। তুই আমি তো সামান্য। বড় বড় মহাপুরুষকেও কাঁদিয়ে ছেড়েছে। সর্ব্বদা সতর্ক থাকিস। যৌবনের প্রারম্ভে যারা তার পরে অত্যাচার করে, অবিচার করে, তারা পরে পস্তাতে থাকে। বিবাহ যৌবনকে ধৌত করে, খাটি করে, তাকে সামাজিক সংখ্যায় টেনে আনে, জগতের ও জীবের মঙ্গলের জন্য। সংসারের পরিচয় ভরে যৌবন যত দৃঢ় ও সংযত হবে, পরিষ্কার হবে, জাতি তত শক্তিমান্ হয়।

১০

বিশালপুর একটি গণ্ডগ্রাম। একদিন সে বেশ সমৃদ্ধশালী ছিল। সেদিন তার পাড়ায় পাড়ায় বারোমাসে তেরো পার্ব্বণ লেগেই থাকত। ব্রাহ্মণপাড়া থেকে ঘোষপাড়া, ঘোষপাড়া থেকে বোসপাড়া, কুমোরপাড়া, মুসলমান পাড়া সর্ব্বত্রই একটা সজীবতার চিহ্ন ফুটে বেরোত। তখন গ্রামের ছেলে গ্রামেই বাস করত। গ্রামকে ছেড়ে প্রবাসী হতে সে ভয় পেত। যশোহর সহরের প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে এ অবস্থিত। সহর হতে টানা পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত চলত। গ্রামে একটি চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী, হাইস্কুল ও মেয়েদের জন্য একটি পাঠশালা ছিল। নিত্য নৈমিত্তিক বাজার ও সপ্তাহে দুইদিন হাট বসত। গ্রামের পথে ফিরিওয়ালার উৎপাত ছিলনা বটে, তবে দুধওয়ালি, মুড়িওয়ালি প্রায় লক্ষ্য হত। পথে ঘাটে মেয়েদের সর্ব্বত্রই দেখা যেত তবে সেখানে কিছু কিছু কোলাহল থাকলেও মেয়ে পুরুষের মধ্যে কোন হট্টগোল ছিলনা।

ম্যালেরিয়ায় অত্যাচার যেদিন সৎমাতার মত বাঙ্গলা দেশের বুকের পরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, পেটের পিলে গর্ভধারণের রূপ নিয়ে ঘরে ঘরে ছেয়ে পড়ল, পেটের খোরাকের বিনিময়ে যেদিন বাস্তভিটা ত্যাগই পথ হল, দরিদ্রতা ও অর্থকষ্ট যেদিন ঘোমটা খুলে খেমটা নাচতে সুরু করে দিল, পল্লীর স্নিগ্ধ ছায়া সহরের আলো বাতাসে ম্লান হয়ে উঠল, সমাজের অবিচার যেদিন সমাজের কদাচারকে সমর্থন করে চলল, সমাজ বলতে মানুষ যেদিন দেখতে পেলে কুসংস্কার, ব্যক্তি বিশিষ্টের মান অভিমান অহঙ্কার জড়িত সমষ্টির প্রলাপ মাত্র; শিক্ষা বলতে খোঁজ পেলে বিদেশীয়ানা ও বিশ্ববিদ্যা-

নয়ের রঙ্গমঞ্চের বড় বড় খেতাব, অভিনয় হল যেদিন পরিচয়, ধর্ম্ম যেদিন হয়ে পড়ল তর্ক, বাচালের সমস্যা; কর্ম্ম যেদিন হয়ে পড়ল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব ও কলহ, বীরত্ব যেদিন হয়ে পড়ল নরহত্যা, মন্দিরে যেখানে ছিল সাধনা, সেখানে এল কামনা বাসনা, পুরোহিতের আসনে বসলে ভিখারী ও রাজনীতিবিদ্, প্রেম ও ভালবাসা যেদিন প্রাণ হারিয়ে সৌখিনতায় পরিণত হল, বিলাসিতায় ভরে গেল; স্বদেশ প্রেমের কারখানায় যেদিন সুরুহল ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন দৃষ্টিহীন জীবনের সৃষ্টি, অর্থবানের পুত্র যেদিন অর্থের মসনদের পরে নেতৃত্বের দোকান খুলে চাইলে পরিবেশন করতে, হৃদয় যেদিন তার মূলধন হারিয়ে বসল, নারী দেখলে সে পুরুষ নয়, পুরুষ দেখলে সে নারী নয়, সেইদিন থেকে বিশালপুর তার প্রকৃত বিশালত্বকে হারিয়ে ফেলে ক্ষুদ্রত্বে পরিণত হয়ে চলল। ভৈরব এরই পাদদেশে অবস্থিত। সে যেন এক দুঃখ জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর মত কচুড়ি পানা মগ্ন হয়ে রইল। তার বুকের পরে মেয়েরা আর গান গায়না, তবে মাঝে মাঝে শোনা যায় চিলের চিৎকার। গ্রামের মেয়েরা আর নাইতে আসেনা। নারী রূপরসে ভৈরব আজ বঞ্চিত। ছেলেরা সেখানে আর সাতার কাটেনা। তবে রাখাল বালকেরা গরু মহিষ নামিয়ে দেয়। ধনী যেমন মনে করে গরীব মরেছে, কিন্তু গরীব বেঁচে থাকে যেহেতু ধনী বেঁচে আছে, তেমনি বিশাল-পুরের বিশালত্বে মরচে ধর লও সে বেঁচেছিল। পথে চললে যেমন গায়ে ধুলো লাগে, হোচট খায়, কাটা ফুটে, তেমনি বিশালপুরের সমাজ যে সেই কোন অনাদি কাল থেকে চলে আসছে সেখানে যে তার ধুলোর অভাব হবেনা এ তো সত্য। পথের ধুলো পথেই মিলিয়ে যায়, নয়তো ধুয়ে ফেললেই চলে যায়, কোন অঙ্গহানির প্রয়োজন হয়না।

১১

ব্রাহ্মণপাড়ায় দক্ষিণ পশ্চিম কোণে রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী। তিনি ক্যাম্বেল পাস সেকালের ডাক্তার। হাতযশ তার ছিল, তবে ছিলনা অর্থযশ। তার দুটি পুত্র; একটির নাম বিনয় এবং অপরটি বিমল, সে ছোট। বিনয় এম, এ, পাসকরে কোন সরকারী বিভাগের কর্ম্মচারী ভুক্ত। ছোট ছেলে বিমল গ্রাম্য স্কুলেই পড়ছে। রামতারণ বাবুর স্ত্রীর নাম ভবতারিণী। বর্ত্তমানে এই তিনটি প্রীতিকে জড়িয়ে ধরে সকল স্মৃতির মাঝ দিয়ে, সুখ দুঃখের মধ্যে জীবন সাগরে তিনি পাড়ি দিয়ে চলেছেন। তার বড় ছেলে বিনয় সম্প্রতি কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বদলী হয়ে এসেছে। তার বিয়ে হয়েছে পাটনায়।

শীতের সকাল। সবাই আবরণ নিয়ে চলতে চায়। এই দুঃখেই সূর্য্য যেন তার সমস্ত আবরণ খুলে রক্তের ডালা হাতে রংয়ের জগতে নেমে আসছে উন্মুক্ত উদার। প্রেয়সী চন্দ্র স্বামীর এই উদারতায় যেন লজ্জিত হয়ে পালিয়ে গেল। শীতটা যেন এবার এ অঞ্চলে একটু বেশীই পড়েছে। যশোহর সহর থেকে যারা ফিরছে তাদের মুখেও এদের প্রতিধ্বনি। এই শীতকে বিশ্লেষণ করতে যেয়ে অনেকে বলেন যে যশোহর সহরের আসে পাসে হয়তো একদিন খনি মিলবে। আঁচলের ডগাটা গায় জড়িয়ে নিয়ে মাতা ভবতারিণী রান্নাঘরের বারাণ্ডায় বসে তরকারি কাটছিলেন। তার কানে এল 'মা'। তিনি চেয়ে দেখলেন বিমল। 'কি বাবা' মাতা পুত্রের পানে চাহিয়া রইলেন।

'হেড মাষ্টার মহাশয় বললেন কালকে কি জমা দেওয়ার শেষদিন'।

'ওকে বলোগে'।

'বাবাকে বলেছি'।

'কি বললেন'।

'কিছুই না' দুঃখ ভারানত চোক দুটি বিমল নামিয়ে নিলে।

রামতারণ বাড়ুয্যে হুকোয় করে তামাক টানতে টানতে স্ত্রীর কাছে এসে দাড়ালেন। ধীরে ধীরে তিনি বললেন 'তোমার ছেলে আমার দু দুখানা চিঠির কোন জবাব দিলেনা। অথচ ফিএর টাকাটা কালকের মধ্যে জমা না দিলে ওর এ বৎসর আর পরীক্ষা দেওয়া হবেনা। মাহিনা সম্বন্ধে হেড মাষ্টার মহাশয় বললেন যাহাহক্ একটা ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু ফি টে তো দিতে হবে'।

'কি করি বল' ভবতারিণী ক্ষুদ্র ভাবেই উত্তর করলেন। 'তোমাব যদি কিছু করবার থাকত তাহলে কি তুমি না আমি এতদিন বসে থাকতাম। যা ছিল সবই তো বিয়ের পেছনে খুইয়ে বসেছ। এখন সম্বল হয়েছে হাতের শাঁখা, সেটুকু হতে তোমায় আর বেঁচে থাকতে আমি বঞ্চিত করতে পারবনা। সারাজীবন ধরে তোমায় কষ্ট দিলাম। তোমার পিতার দেওয়া ধনেও দস্যুবৃত্তি করতে ছাড়িনাই'।

'হেড মাষ্টারকে বলে কহে কিছু হয়না, ফি এর টাকাটা যাতে মাপ পাওয়া যায়'। স্ত্রী স্বামীর পানে চাইলে।

'কোন পথ নেই'।

'তবে তো দেখছি ওর পরীক্ষা দেওয়া হবেনা। বাছা এত খেটেখুটে পড়ল। ওর জেদ যে ভাল ভাবে পাস করবে'। ভবতারিণী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। আঁচলে চোক দুটি ঢেকে সেটুকু মুছতে মুছতে পুনরায় বলে উঠলেন 'তখনই বলেছিলাম একটির পেছনে যথাসর্ব্বস্ব ঢেলোনা, আর একটা তো আছে, তাতে বিপদ আপদের কথা কেউ কিছু বলতে পারে না। তোমার গোঁ শুধুশুধি এম, এ টা পড়ালে। এখন মুখ

তো দূরের কথা কথা আসলই ফিরতে চায় না'।

'দেখ কাল যদি তোমার ছেলের দয়া হয়'।

'ও আশা ছেড়ে দাও। এতদিন যখন পাঠাল না তখন সে আর পাঠাবে না'।

'ছাড়তে তো বলছ এখন যাই কোথায়'?

কর্ত্তা গৃহিণীকে লক্ষ্য করে কথাটুকু বলেই ধীরে ধীরে ফিরে গেলেন।

'মা আমার পড়ার বই কয়েকখানা বিক্রি করে দিলে তো কিছু টাকা পাওয়া যাবে। সুশীল তো চাইছিল'। পুত্র মাতাকে সম্বোধন করে বললে।

'নে আর জ্বালাসনে। তোর সামনে পরীক্ষা তুই বই বিক্রি করে পড়বি কি? শেষে ফেল করে আমার মরার পরে খাঁড়ার ঘা দে'।

'কেন তারার কাছ হতে চেয়ে নেব'?

'সে তোকে দিচ্ছে তার নিজের পরীক্ষে'।

'এইটুকু উপকার করবে না। ওকে আমি কত সাহায্য করেছি জান। ট্রান্‌শ্লেশন করে দেওয়া অঙ্ক কসে দেওয়া.........আর নাইবা দিল, ও সব বই আমার পড়া আছে'।

'নে আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। ঢের হয়েছে'। মাতা কথাগুলি বলেই পুনরায় পুত্রকে নির্দ্দেশ করে বললেন 'যতই পড়া থাক পরীক্ষার সময় না পড়লে কি পাস করা যায়'?

মাতার সঙ্গে কথা কাটাকাটি বৃথা মনে করে বিমল চলে গেল। কিন্তু সে গোপনে গোপনে তার কয়েকখানা বই আট টাকায় ঠিক করে বিক্রি করে দিল। বাকি টাকার জন্য সে আশা করে রইল দাদার পানে। যদি কাল মণিওর্ডার আসে। কত কথাই তার মনে হতে লাগল। তার দাদা তো এমন ছিল না। সে তো বেশী টাকা চায় নাই। এই সব উক্তি এনে সে যতই নিজেকে প্রতারণা করতে চাইলে ততই যেন রাত্রি চঞ্চল হয়ে উঠে, শেষ হয়ে এসে প্রভাতকে ডেকে দিয়ে চলে গেল। দুঃখের

সঙ্গে প্রভাতের যত পরিচয় রাত্রির তা নেই। রাত্রি বিশ্বপ্রেমিক, সে ভালবাসার সমুদ্রে ঢেউ তুলে আসে, ঘুম পাড়িয়ে, জাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। বিশ্ব নারীর রক্তে সে যে বাঁশী বাজায় তারই সুর ফুটে ওঠে বিশ্ব আনন্দের মধ্য দিয়ে পুরুষের প্রাণে। রাত্রি মূখ কিন্তু প্রভাত ভাষাশীল।

সকালে উঠেই বিমল পোষ্ট অফিসের দরজায় এসে হাজির হল। সে শুনলে তাদের নামে কোন মণিওর্ডার আসে নাই। টাইপ করা খামে পিতার নামে সে একখানা চিঠি পেলে মাত্র। সে একবার পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে 'মেলতো আজ সব এসেছে স্যার'।

'হ্যাগো এসেছে' বিরক্ত কণ্ঠে শ্রুত হল।

বিমল ধীরে ধীরে কাঁচুমাচু করতে করতে খামটা খুলে ফেললে। তার কম্পবান হস্তের মধ্য দিয়ে কোন নোট না বেরিয়ে এসে এল একখানা চিঠি। সেটুকু সে পড়লে তার বৌদির হাতে লেখা।

কলিকাতা।

শ্রীচরণেষু, শুক্রবার।

আপনার পত্র পাওয়া গিয়াছে। অসুস্থ সংবাদে বিশেষ উদ্বিগ্ন রহিলাম, পত্র পাঠ কুশল সংবাদ দানে সুখী করিবেন। আপনার পুত্রের শরীরও বিশেষ ভাল নয়। গতমাসে কয়েকদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠেছে। আপাততঃ ভালই আছে। ছুটি পেলে চেঞ্জে পাটনায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আপনাদের অনেকদিন দেখি নাই, দেখতে বড় ইচ্ছা করে, তবে বর্ত্তমানে গেলে ওর বড় কষ্ট হবে।

গত মাসে ঔষধবিষুধে কতকগুলি টাকা খরচ হয়ে গেছে, সেজন্য বিমলের ফি এর টাকাটা পাঠান সম্ভব হয়ে উঠল না। অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিবেন। প্রণম্যগণকে প্রণাম দেবেন। আশীর্ব্বাদিয়গণকে আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি আপনাদের বৌমা (মায়া দেবী)।

বিমল বাটী এসে মায়ের হাতে পত্রখানা দিয়ে কেঁদে ফেললে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল।

'এবার তার পরীক্ষা দেওয়া হবে না। সকলে পাস করবে সে শুধু পারবে না'। এই যে দুঃখ এর বেদনায় তার ক্রন্দন মূর্ত্তিমন্তী হয়ে উঠল। মাতা চিঠিখানা আলগোছে নিয়ে পাঠ করে স্বামীর দিকে এগিয়ে দিলেন।

'কি লিখেছে'।

'কিছুই না' ভবতারিণী বলে উঠলেন।

'টাকা পাঠায়নি'।

'না'।

'ভাল আছে তো'।

'হ্যাঁ' গৃহিণী পুত্রকে কাছে টেনে তার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

১২

বেলা তখন বারোটা হবে। গ্রাম্য স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয় স্কুলের বেয়ারাকে ডেকে বিমলকে ডেকে আনতে বললেন। তিনি হেড ক্লার্ককেও ডেকে পাঠালেন, এবং মণিব্যাগ হতে পনরটি টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে আজই ইউনিভ্যারসিটিতে বিমলের নামে পাঠিতে দিতে বললেন।

বেয়ারা শিবুর গণ্ডগোলে রামতারণ বাবু দরজা খুলে এসে দাঁড়ালেন। 'খোকা বাবুকে বড় বাবু একবার ডাকছেন কর্ত্তা মহাশয়' শিবু তাহার মুখের পানে চেয়ে রইল।

'তুমি তাকে বল গে যে এবৎসর ওর আর পরীক্ষা দেওয়া হবেনা'।

'সে কি হুজুর'।

'হবেনা বলছি, তবুও দাঁড়িয়ে আছ কেন'। কণ্ঠস্রোতে রামতারণের যেন র্ভৎসনা ছিল।

'তা খোকা বাবুকে একবার ডেকেছেন বললেন সাথে করে নিয়ে যেতে'। শিবু মাথা নত করলে।

'তোমরা এত জ্বালাতন কর কেন বলতো। ছেলেমানুষ না হয় আসছে বছরই পরীক্ষা দেবে। ইউনিভ্যারসিটি তো আজই উঠে যাচ্ছে না'। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই 'ওরে বিমু ওরে বিমু' পুত্রের নাম ধরে ডাকতে সুরু করলেন। বিমল সামনে এসে দাঁড়াল। মাতা ভবতারিণীও পুত্রের পিছু পিছু উঠে এলেন। পিতা পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বললেন 'একবার স্কুল থেকে ঘুরে আয় তোকে হেড মাষ্টার মহাশয় ডাকছেন'।

'সে কি খোকা বাবু তুমি কাঁদছ' বলে শিবু তার হাতখানি টেনে ধরল।

'তুমি বলগে শিবু আমি পরীক্ষা দেব না দাদা টাকা পাঠায়নি' বিমলের অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে ফুটে বেরোল।

'আরে বড় বাবু ডাকছিল একবার দেখাও করবে না'।

'যা না একবার দেখা করে আয়। তিনি তো অবুজ নন সবই বুঝতে পারবেন' ভবতারিণী পুত্রকে অনুরোধ করলেন।

শিবু আর দেরি না করে বিমলের হাতটি ধরে পথ বেয়ে চলল। ঝড়ের পিছু পিছু যেমন বর্ষা নেমে আসে এ যেন তাই। পথই আমাদের জীবন, পথই মরণ। আমরা পথেই আসি, পথকেই ভালবাসি, পথেই মিলিয়ে যাই। সোজা পথ, মাঝে মাঝে আঁকা বাঁকা পায়ের রেখা ফেলে এই যে যাতায়াত এ চিরকালই আছে। এ পথে সবাই চলে। তবে চলেনা যাদের সামর্থ নাই আছে অর্থ। দম্ভের কারখানা খুলে যারা গড়ে তুলেছে মনুষত্বকে মেসিনের মত প্রাণহীন। ব্যবসায়ের তুলাদণ্ডে যারা

সভ্যতার বিচার করে। সভ্যতা যাদের ঘরের জিনিষ, অন্নবস্ত্রের হিসাব। মানুষের ব্যক্তিত্বকে ছেড়ে যারা মানুষের ভূমিকা নিয়েই বাঁচতে চায়। অর্থের অহঙ্কারের মধ্য দিয়ে যারা গড়ে তোলে মন্দির ও অট্টালিকা। অর্থের ভগবানের হয়তো একটা পরিচয় তারা পায়, তবে সত্যের ভগবান, মানুষের ভগবান সেখান হতে চলে যান। রেখে যান তার সাঙ্গোপাঙ্গ-গুলোকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় আর তার প্রবৃত্তিকে। ধর্ম্মকে যারা রেলগাড়ির কামরা মনে করে টিকিট কিনে শুয়ে পড়ে স্বর্গে পৌঁছে দেবার লোভে; তারা ভুলে যায় ঋষিরা হয়তো রেলের পাটি পেতে গিয়েছেন, তবে তার গাড়ী ও ইঞ্জিন তো রেখে যাননি। তার ব্যবস্থা তো আমাদের করতে হবে। সংসারে যারা পশুর প্রবৃত্তি নিয়ে আসে, পশুর মতন জীবন যাপন করে লজ্জিত হয় না। নারীর রক্ত মাংসই যাহাদের জীবন পথের পাথেয়। যারা জগতকে নারীর যৌন চোখে দেখে, নারীর ইন্দ্রিয় সৌন্দর্যের আনন্দেই যারা বিভোর, ক্ষণিকের প্রলাপ যাহাদের ভাষা। যারা বলে ওগো দরিদ্র আমি তোমার পিতামাতা ভগবান সব? ঈশ্বরকে ভজনা কর পাবে দুঃখ করবে উপোস, অর্থকে ভজনা কর পাবে সুখ ও শান্তি। ভদ্রতা যাদের ছদ্মবেশ, রাজনীতি যাদের শিকার, সমাজ যাহাদের খেলবার মাঠ, বিদেশী আভিজাত্যই যাদের স্বদেশ প্রেম, হৃদয় যাদের ছ্যাকড়া গাড়ির মত সহরের বুকে ঘুরে বেড়ায়, প্রেম যাহাদের ক্ষণিকের স্বপ্ন, যারা সমস্ত আদর্শের মধ্যে দিয়ে শুধু অর্থের আদর্শ ই গড়ে তোলে যে আদর্শ নিয়ে মানুষ সুখী হয়নি এবং হবেনা?

হেড মাষ্টার মহাশয় ঘরে বসে ছিলেন। বিমল লজ্জিত পদে অপরাধীর মত তার পাশে এসে দাঁড়াল। 'স্যার আমায় ডেকেছেন' বলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পকেট থেকে আটটি টাকা বের করে তার সামনে টেবিলের পরে রেখে দিল। এ টাকা কয়টিকে যেন সে বুকের পাঁজর দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। হেড মাষ্টার মহাশয় তার মুখের দিকে চাইতেই সে

কাঁচুমাচু হয়ে বলে উঠল 'স্যার দাদা টাকা পাঠায়নি, এ টাকা আমি বই বিক্রি করে জোগাড় করেছি'।

'সে কি'? হেড মাষ্টার মহাশয় আশ্চর্য্য হয়ে উঠলেন! বিমলের চোখের জল চলে গেলেও তার পদচিহ্ন ফেলে যেতে ভোলেনি, সেটুকু তিনি লক্ষ্য করলেন।

'তোমার সামনে পরীক্ষা তুমি দিলে বই বিক্রি করে। পড়বে কি? পাস করবে কি করে? এ কথাগুলি গম্ভীর ও তিরস্কারপূর্ণ বেরিয়ে এল'।

'ও সব বই পড়া হয়ে গিয়েছে স্যার'।

'তুমি কি পাগল। যাও যাও তোমার ফিয়ের টাকা লাগবে না। আমি ইউনিভ্যারসিটিকে লিখে দিতেছি সে সম্বন্ধে। টাকা ফেরত নিয়ে গিয়ে এখনই সমস্ত বই ফেরত নাওগে'।

'তারা দেবে কেন স্যার'।

'কেন দেবেনা শুনি, তারা তো তোমায় ঠকিয়েছে'।

হেড মাষ্টার মহাশয় পর মুহূর্ত্তেই পুনরায় বলে উঠলেন 'বেশ তো না দেয় কাল স্কুলে এস আমি লাইব্রেরিয়ানকে বলে বই যোগাড় করে দেব। পরীক্ষার সময় না পড়লে কেউ পাশ করে'।

'আচ্ছা স্যার' বলেই বিমল ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। রামতারণ বাবু শুয়েছিলেন পুত্রকে এত শীঘ্র ফিরতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন 'কি হল'।

'হেড মাষ্টার মহাশয় বললেন পরীক্ষা দিতেই হবে। ফি লাগবেনা। তিনি ইউনিভ্যারসিটিতে লিখে দেবেন'।

'তা হলে আজ হতেই ভালভাবে পড়তে সুরু করে দাও। ইউনিভ্যারসিটি তোমার কাছ হতে যা নিয়েছে তার সুধের সুধ তস্য সুধ যাতে আদাই করে নিতে পার'।

বিমল চেয়ে দেখলে পিতার মুখখানি আনন্দের রেখায় ফুটে উঠতে

না উঠতেই মিলিয়ে গেল। সে চলে গেল। রামতারণ বাবু শুয়ে শুয়ে এলোমেলোভাবে অনেক কথাই ভাবতে লাগলেন। তার তোলপাড় চলতে লাগল। এই তো জগত! অথচ এইটুকুর জন্তই আমরা হয়ে উঠি কতটা মুখর! জগত সম্বন্ধে আজ আমরা যে কতখানি বাচাল এ ভাবতেই ভয় হয়। জগতে ছিল শান্তি আজ এসেছে দুঃখ। জগত ছিল আনন্দময় আজ দ্বন্দ্বময়। এর প্রত্যেক মোড়েই রয়েছে নিষ্পেষণের যন্ত্র। বর্ত্তমান সভ্যতার এ একটি বিশেষত্ব। যে দিক দিয়ে যেভাবে যাও কারো নিস্তার নাই। স্বদেশী ও বিদেশীর বেশে চলছে পেষণ। স্বদেশীর বেশে এই যে বিদেশীর সভ্যতা, বিদেশী সমাজ, বিদেশী শিক্ষা, এ কি ভাল? এই ইউনিভ্যারসিটি শিক্ষার কেন্দ্র, বিস্তার স্থল, এ কি আমাদের শোষণ করছে না! সর্ব্বশান্তঃ করছে না। বিবাহের পণ-প্রথার মত এ কি প্রতি মুহূর্ত্তেই হাত বাড়িয়ে আমাদের রিক্ত নিঃস্ব করে তুলছে না! বৈশ্য জগতে বৈশ্য ভাবের প্রাধান্য আজ সর্ব্বত্রই। এই বৈশ্য থেকেই বেশ্যার উৎপত্তি। বৈশ্যই আজ ধনী মানী জ্ঞানী। জীবনের সর্ব্বস্থলে আজ আমাদের এই বৈশ্য নীতি, ব্যাবসা ঢুকেছে। ব্যাবসায়ের মূল নীতি ছিল সেবা, আজ হয়েছে সয়তান। আগে রাজায় রাজায় লড়াই হত দেশের জন্য, নারীর জন্য, ধর্ম্মের জন্য, বীরত্বের জন্য, আজ হয় ব্যাবসার জন্য। এই বর্ত্তমান ব্যাবসার মূলে নারীর একটা জাগতিক প্রাধান্য আছে যা ঢাকবার নয়। এই ব্যাবসা আজ জগতের সয়তান। এর সৃষ্টি মানুষের সর্ব্বনাশের জন্য মানুষেই করেছে। বিদেশী এবং স্বদেশীর মধ্যে যে কোন পার্থক্য আছে তা লক্ষ্য হয়না। বিদেশী হয়তো বঞ্চিত করে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকে, আর স্বদেশী বঞ্চিত করে এ দেশের দরিদ্রকে। দালাল আজ দেশের নেতা। স্বদেশ প্রেমের কারখানায় বসে ধনীর দুলাল আজ করছে স্বাধীনতার চিৎকার। এ স্বাধীনতা কার জন্য, ধনীর জন্য। ফুল ফুটলে যেমন মৌমাছি আসে, তেমনি এই দেশপ্রেমকে ঘিরে বসেছে একদল

ব্যবসায়ী যারা ধনী, চরিত্রহীন, মেরুদণ্ড হীন ও লম্পট। দেশের খবরের কাগজগুলো গড্ডলিকা প্রবাহের মতন মো সাহেবের সুরে সেই সুরে সুর মিলিয়ে চলছে বিচারহীন আচারহীনভাবে। ধনীর এ চিৎকার কিসের জন্ত, শুনতে পাই দরিদ্রের জন্য। হায় দরিদ্র তুই ছিলি দেশের প্রাণ আজ হয়ে পড়েছিস ননির পুতুল, পুত্তলিকা মাত্র। তোকে রক্ষা করবার জন্য, বাঁচাবার জন্য, ধনীর চোকে ঘুম নেই। সে কালিদাসের বিরহীনির মত মেঘের দৈত্যতা নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে। ধনীর এই দেশপ্রেম কসাইয়ের মত দরিদ্রের বুকে নেমে আসে তার স্বার্থের যুপকাষ্ঠে সে বলি যায়। দেশপ্রেম আজ দরিদ্রকে মারবার ধনীর একটা বিরাট ষড়যন্ত্র বিশেষ। তার অস্ত্রশস্ত্রের অভাব নেই। মূলধনের পরিমাণ নেই। দেশপ্রেম ছিল দরিদ্রের মাথার মণি তার প্রেমের ইজ্জত আর আজ! ধন ও ধনীকত্ব বজায় রাখবার একটি কৌশল মাত্র। সৃষ্টির মানদণ্ডে জীবন ও মরনকে দুপাসে রেখে ঈশ্বর যে পরিমাণ বেধে চলেছেন নারী ও পুরুষের পরিচয়ে, তা আবহমান চলে আসছে সীমাহীন ধ্বংসহীন প্রেমে ভরিভূত। নারী ধনী কি পুরুষ ধনী কি দরিদ্র এ প্রশ্ন হয়তো ওঠে না। ভগবানের যারা সিকেও তুলে ঝুলিয়ে রাখেন, কি যারা কই মাছ কি সিঙ্গি মাছের মতন কামনা বাসনার চৌবাচ্চায় তাকে জিইয়ে রাখতে চান তাদের কথা সতন্ত্র।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শুদ্র, বৈশ্য এ ছিল হিন্দুর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমষ্টির মর্য্যাদা বোধ, ছিল শক্তি আর আজ দুর্বলতা। ভেদনীতি শুধু বিদেশীর মূলমন্ত্র নয়। এ রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় বিশেষ, চিরকালই আছে। এই ভেদনীতিই আজ আমাদের একমাত্র নীতি। এ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তিই এর খপ্পরে পড়ে। লেজকাটা শিয়ালের মতন এ হুবহু দৃষ্ট হয়। এই ভেদনীতি স্বদেশীর ও মূলকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বিদেশী হয়তো ভেদের সৃষ্টি করেছে হিন্দু মুসলমান, আর স্বদেশী যা বিদেশীর নামান্তর মাত্র, তারা ভেদের সৃষ্টি করেছে এবং

করছে অসংখ্যরূপে, ব্রাহ্মণ, হরিজন অস্পৃশ্য, ধনী, দরিদ্র, ভদ্রলোক চাষা ইত্যাদিভাবে সহস্র রকমে। এই ভেদনীতির আশ্রয় নিয়ে আমরা ভেঙ্গে পড়ছি, সমতা হারিয়ে অসমতার বোঝা বইতে না পেরে ক্রমেই অসমতল হয়ে উঠেছি। এই ভেদনীতির সমস্যা আজ নারী ও পুরুষের মধ্যে এসে পড়েছে। এই ভেদনীতি পুত্রকে মাতার বুক হতে, স্ত্রীকে স্বামীর বুক হতে, ভাইকে ভাইএর পাশ হতে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে। মানুষের ধর্ম্মে আঘাত করা ছিল দুর্ব্বলতার পরিচয় লজ্জার বস্তু, আজ হয়ে পড়েছে বীরত্বের স্থল। ডেমোক্রেসীর জন্মই হয়েছে ধর্ম্ম অথচ সে তা ভুলে গেছে। যে প্রকারের ধর্ম্মই হক না কেন যেখানেই থাক, সেখানে আঘাত করতে যাওয়া বিশেষতঃ আইনের আশ্রয় নিয়ে হয়তো মারাত্মক ভুল। সংস্কার এবং কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব আজ চালুনি ও ছুঁইএর বিরোধের মত প্রসিদ্ধ। বেশ্যা যদি সতীর গর্ব্ব করে তার বেশ্যাস্থানে সে যেমন বাতুলতা, তেমনি রাজনীতি ক্ষেত্রে, যা আজ মানুষের জীবনের বেশ্যাক্ষেত্র হয়ে পড়েছে সেখানে ধর্ম্মের অনুশীলন কি বাতুলতা নয়? হায়রে স্বদেশ প্রেম তুই হয়েছিলি দরিদ্রের মাথার মণি, তার মান ইজ্জত ভালবাসা আর আজ ধনীর চর্ম্ম পাদুকায় পরিনত হয়ে কি লজ্জা পাওনি? রাজনীতি চর্চ্চা আজ অধিকাংশের জীবনের সখ অর্থাৎ শিকার মাত্র। ন্যায় অন্যায়ের বিচারের জন্যই আদালত। অথচ তার দক্ষিণা ধনীই দিতে পারে দরিদ্রের প্রায় প্রবেশ নিষেধ। এ যেন ঘোষণা করছে যে দরিদ্রই ধনীকে বিপন্ন করে, ধনী দরিদ্রকে লুণ্ঠন করে না। সে আজ তাই ধনীর রক্ষা প্রাচীর। অর্থের বিনিময়ে এই যে বিচারের অভিনয় এতো দরিদ্রের জন্য নয়? এ ধনীর শোষণ যন্ত্রের একটি আসবাব বিশেষ। ধনীর শিক্ষা, ধনীর সমাজ, ধনীর স্বদেশপ্রেম, ধর্ম্ম কর্ম্ম এ পাশ্চাত্যের রূপ প্রাচ্যের নয়। এর বক্রতা আছে সরলতা নাই। হৃদয়ের ইতিহাসে এই যে নির্ম্মম নিদয় ব্যবহার, মানুষকে নিয়ে মানুষের এই যে ছেলেখেলা এই যে বিপ্লব এর ফল শুভদায়ক হয় না। অর্থ যখন মানুষের পরে প্রভুত্ব

করতে শেখে তার সেবা করে না, সাহায্য করে না, মানুষ বিপন্ন হয়, মনুষত্ব গুমরে উঠে, এবং সেই দাসত্বের বোঝা বইতে যেয়ে দেশ ও জাতি বিপন্ন হয়।

শিক্ষা আজ ভিক্ষার ঝুলি। রাস্তার ভিখারী আর অফিসের ভিখারীর তারতম্য বড়ই কম। ভিক্ষুকের দেশে ভিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই এ স্বীকার্য্য, তবুও আমরা যদি সজাগ হতাম, চেষ্টা থাকত হয়তো ভিক্ষুকের মর্য্যাদা কিছু বাড়ত। দেশের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে নিজের স্বার্থের জন্য যদি একটি মাত্র পথ খুলে রাখা হয় সেখানে লোকের ভিড় না হয়ে পারে না। শতাব্দীর শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী আজ স্বাস্থ্যহারা অর্থহারা চরিত্রহীন। ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে মনে হয় এ শিক্ষা আমাদের উপকার করেছে কিন্তু বৃহৎ দৃষ্টিতে দেখা যায় বাঙ্গালীর রক্তের মধ্যে এ যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাঙ্গলার যুবক যেখানে আজ হৃতসর্ব্বস্ব, বাঙ্গলার যুবতী সেখানে আজ তার স্বাধীনতার স্রোতে ভেসে চলেছে সর্ব্বস্ব ফিরিয়ে আনতে। বাঙ্গলার যুবক যেখানে হারিয়েছে তার স্বাধীনতা হায় পতিপ্রাণা বাঙ্গালীর মেয়ে সেই অফিসের চেয়ারে বসে আজ স্বাধীন হতে চায়। যুবকের ভুল ভাঙ্গলেও মোহ টুটলেও এই শিক্ষার মোহ যুবতীর জীবনে নূতন রূপে দেখা দিয়েছে। এর পরিণাম হয়তো আরও ভীষণ হবে। মেরুদণ্ডহীন এই যে বিদেশী শিক্ষা এর মূলে স্বাধীনতা নেই আছে পরাধীনতা। এর মূলে আমাদের সঞ্চয় নেই আছে অপচয়। দেশের ব্যাবসা বাণিজ্যকে নষ্ট করে, হৃদয়কে পঙ্গু করে, ধর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে শিক্ষার নামে এই যে শুভ্র বৃত্তি বাঙ্গালী গ্রহণ করেছিল এ কিসের জন্য? বৃটিশ রাজত্বের প্রথম থেকেই এই যে দাসত্বের বোঝা আপনার মাথায় তুলে নিয়েছিল চাকরীর নামে, এ হয়তো রক্ষা করেছিল সমগ্র ভারতকে তার দাসত্ব হতে। সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে হয়তো দিয়েছিল তারে উদার মনের পরিচয়, যে জন্য সে আজ অভিশপ্ত ও অনুতপ্ত।

সেদিন বাঙ্গালীর কি কিছু অভাব ছিল? তবুও বাঙ্গালী কেন যেচে এই ভার গ্রহণ করেছিল? সে কি ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে বাঁচিয়ে রাখতে? এ ছিল তার আত্মত্যাগ না স্বার্থের পরিচয়?

দেশের জন সাধারণকে মূর্খ রেখে, অন্ধ করে, যারা নেতৃত্বের বোঝা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন দম্ভভরে, তারা হয়তো চেয়েও দেখেন না তারা নিজেরা কত অজ্ঞ ও মূর্খ। প্রদীপের কোল আঁধার, আমাদের বর্ত্তমান নেতৃত্বের পক্ষে এটুকু বেশ প্রয়োজ্য। বাঙ্গলার চাষা কি ভারতের চাষা, বাঙ্গলার নারী কি ভারতের নারী, লিখতে পড়তে না জানলেও আচারে ব্যবহারে হৃদয়ের পরিচয়ে কোন সভ্য জাতির তুলনায় ছোট নয়। শিক্ষার দৈহিক ভাব অর্থাৎ অ আ ক খ তারা না শিখলেও তাদের মনের যে সমস্ত পরিচয় পাওয়া যায়, হয়তো অনেক ক্ষেত্রে তা এতটা নগ্ন যে আমরা শিউরে উঠি, তা হলেও ঘোমটার ভিতর দিয়ে খেমটা নাচের কোন অভিনয় ও আসর জমিয়ে তুলতে তারা হয়তো পারে না। জমি উর্ব্বর হলে তার আগাছার অন্ত থাকে না। এ দুর্ভাগ্য বাঙ্গলার আছে। ধনী লোকের পুষ্যি বেশী, তার মো সাহেবের দল বাড়ে, বাঙ্গালীর আজ সেই দশাই এসে পৌছেছে। যারা বাঙ্গালীকে আজ প্রশংসা জানায় তার মধ্যে মোসাহেবই বেশী, আর যারা ধিক্কার জানায় তাদের মধ্যে অহিতাকাঙ্খীই বেশী। অতি বুদ্ধিমানের দেশ এই বাঙ্গলা তাই তার গলায় দড়ি প্রায়ই লক্ষ্য হয়। সমুদ্রের বক্ষ বিশাল তাই তার ডেউ বড় বিস্তৃতিও বড়, নদী নালার মত ক্ষুদ্র নয়। বাঙ্গালীকে যারা প্রশংসা করেন এবং যারা নিন্দা করেন তার মধ্যে বাঙ্গালীর মিত্রের সংখ্যা আজ খুবই কম।

বাঙ্গালীর চুলের ঢঙ্গ, গোঁপের ঢঙ্গ, চুল আঁচড়াবার ঢঙ্গ, জামা কাপড়ের ঢঙ্গ, কথা বলবার ঢঙ্গ, ভালবাসবার ঢঙ্গ দেখলে মনে হয় যে বাঙ্গালী আজ কতটা দরিদ্র রুগ্ন ও দুর্ব্বল। সময়ের কোন মূল্যই হয়তো আজ তার নাই। মনে হয় না তার প্রকৃত মর্য্যাদা বোধ আছে। তাহলে

জীবনটাকে এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টির মধ্যে টেনে নিয়ে কর্ম্ম জগতে সে চলতে পারত না। রুক্ষ সূক্ষ্ম বেশে বৈরাগী সাজতে যাওয়াও যেমন অভিপ্রেয় নয়, তেমনি ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে নিজের সময় ও দৃষ্টিকে নিবিষ্ট রাখাও শ্রেয় নয়। যৌন জীবনের বোঝা স্বরূপ আমরা যে এগুলিকে বহন করে চলি এ কিসের জন্য! একি আমাদের মনের গোপন কথা, কলঙ্কের বারতা বলে দেয় না। রাজপুত জাতি যেদিন বিদেশীর দপ্তর বোঝাই করত, তার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনা করেছিল, সেদিন এসেছিল তাদের জীবনে পতন। রাণা প্রতাপের বীরত্ব সেখানে প্রভাত সূর্য্যের মত ক্ষণিকের জন্য উদয় হয়ে ডুবে গেলেও ভারতের অন্যান্যের পক্ষে সেটুকু আজ শিক্ষার বস্তু। বাঙ্গালী আজ পড়েছে সত্য, কিন্তু তার বড় হবার প্রেরণা আজও আছে, এবং সে যদি মার্জ্জিত সস্কৃত হয় হয়তো সে পুনরায় উঠে দাঁড়াবে, এ হোচটের ব্যথা সে ভুলে যাবে।

আমাদের দেশে মানুষ যত বড় হয়, আজ তত পতিত ও পড়ে যায়। তাদের না আছে ধর্ম্ম, না আছে কর্ম্ম। আছে শুধু সাজগোজ অভিনয় আর হট্টগোল। অন্যান্য দেশে যে যত বড় হয়, সে তত উন্নত ও গভীর হয়। দেশের ধর্ম্মে কর্ম্মে দৃঢ় ও সংযত হয়। বড় হওয়া যদি দেশকে ভুলে যাওয়া, তার কর্ম্মকে পদদলিত করা, তার সংস্কারকে বিদায় দেওয়া হয় সে দুঃখের। সে যদি নিজের গর্ভধারিনীর প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টি নিয়ে, যেহেতু সে কালো, অপরের সুন্দরী স্ত্রীর জন্য লালায়িত হওয়া হয়, মানুষ হয়তো তা চায় না। মরুভূমি যার জন্মভূমি সে সেইটুকু আঁকড়ে ধরে বলে এই আমার দেশ। সেই সমাজ ও নারী তার কাম্য হয়। আমাদের বর্ত্তমান নেতৃত্বের আবহাওয়া হয়তো উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করেছে। জাতি আজ না বুঝলেও একদিন বুঝবেই। ক্ষণিকের লাভ লোকসানের হিসাব হয়তো প্রকৃত লাভ লোকসান নয়। বাপ হিন্দু, মেয়ে বিয়ে করলে খৃষ্টান, ছেলে হল মুসলমান এদের যে কি ধর্ম্ম তা মানুষের অগম্য। অথচ

হিন্দুর পরিচয়েই তারা জগতে দাঁড়িয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ আজ হিন্দু নয় ব্রাহ্মই যেন আজ হিন্দু। যৌবনে যারা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং প্রেমের বাজারে হাওয়া খেয়ে ঘরে ফেরে, অল্পবিস্তর সওদাও করে তোলে, তারাই যখন বিবাহযাদি করে, হিন্দুর ঘর বাঁধে, তাদের সেই অভিশপ্ত জীবনের আদর্শ যখন আমাদের মা বোনের আদর্শ হয়ে পড়ে সে প্রকৃতই দুঃখের। প্রেমের বাজারে যারা আসেননি, কিন্তু প্রেমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান খুলে ঘোমটার আড়ালে যারা ঘরে বসে আছেন, ধনীর আসরে এদের যাতায়াত আছে, নাম খুব, এরাই যখন আমাদের মেয়েদের পথ প্রদর্শক হয়ে পড়েন, মেয়ে সমাজের শিরোমণি হন, সে সমাজ জঙ্গলে পরিণত হতে দেরি লাগেনা। সাময়িক দৃষ্টিতে যারা বিচার করেন তাদের দৃষ্টি ছোট। পশুই কি তবে প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যেহেতু তার অবাধ গতি আছে। সে কি প্রকৃত স্বাধীন। মানুষ তো পশুর স্বাধীনতা চায় না। পশুর দৈহিক স্বাধীনতা আছে সে ঘুরে বেড়ায়, বিচারহীন। মানুষের স্বাধীনতা তো সতন্ত্র, সে যে বিচারময়। ব্যক্তিত্বের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে স্বাধীনতা বাঁচতে পারে না। স্বাধীনতা ব্যক্তিত্বের প্রতি সমষ্টির সামঞ্জস্য বিশেষ। পশুর স্বাধীনতা মানুষের স্বাধীনতা নয়। পশুর যেমন দৈহিক স্বাধীনতা আছে, এবং সেটুকুকে খর্ব্ব করে মানুষের বুদ্ধি, তাই পশুকে খাঁচায় পুরে রাখা হয়, গলায় দড়ি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। মানুষেব অতটা প্রবৃত্তির স্বাধীনতা না থাকলেও তার মানসিক স্বাধীনতা বেশী তাই মানুষ বড়।

দুঃখের অভিনয়ে সুখের বড়াই দুঃখকেও লজ্জিত করে। এই বাঙ্গলার শ্যামল মাটি এ দিয়েছিল প্রতিমার রূপ, করেছিল পূজা, এনেছিল রস, আর আজ! জাতির যদি নিজস্ব বলতে কিছু না থাকে, সে কি দুঃখের নয়! স্বাধীনতার চিৎকার নিয়ে যখন ধর্ম্মের জন্য, কর্ম্মের জন্য, সভ্যতা ও শিক্ষার জন্য, নিজের ধর্ম্ম ও সমাজকে আক্রমণ করি, বিদেশীর পানে চেয়ে

থাকি, সে কি স্বাধীনতার উদাহরণ না পরাধীনতার লক্ষণ। ইতিহাসের কালাপাহাড় আজ ঘরে ঘরে ঢুকেছে। যে জাতিকে হিন্দু জন্মগ্রহণ করতে দেখেছে, সেই জাতি যে আতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই তার পিতামহ-তুল্য সমাজের গুরু হয়ে উঠবে এ হয়তো ভুল। সেই আঁতুড় ঘরের সভ্যতা কতদিন ধোপে টিকে এ দেখবার বাসনা হওয়া অনুচিত নয়। পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা শুনেছি দোষের। এ উচিত নয়। কিন্তু এই পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা যখন পর ধর্ম্মের নীতি হয়ে পড়ে সে কি ভাল? হিন্দু ধর্ম্মান্তর চায় না, একি তার জীবনে সাম্যতা ও সামঞ্জস্যের পরিচয় না বিদ্বেষ ভাব পরিপূর্ণ। ডেমোক্রেসী কি ধর্ম্মে নেই, কর্ম্মে নেই, শুধু পলিটিক্স। মানুষের জীবনের মহাসত্যকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা কি ডেমোক্রেসীর আছে? সে তো অসীম নয়। আজ যদি জগতের আপামর সকল লোকেই বলে 'সত্য কথা কহিও না সে মহাপাপ' আমরা কি মানিতে বাধ্য! আজ যদি ডেমোক্রেসীর মেজোরিটি বলে উঠে বিবাহ প্রথার দরকার নেই, সে কি ডেমোক্রেসীর দুর্ভাগ্য হবে না? ডেমোক্রেসী যদি বলে ওঠে হিন্দুর ধর্ম্ম তার পুতুল খেলা এবং আইন করে তা বন্ধ করে দাও সে কি ডেমোক্রেসী? ডেমোক্রেসীর মুর্খতা ও ঔদ্ধত্য নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। আচার ব্যবহার ধর্ম্ম ও সমাজ এ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যদিও সমষ্টির আকারে পরিণত হয়ে চলে, এতে হাত দেবার কারো কি অধিকার আছে? আইনের কারখানা খুলে যারা ধর্ম্মের সংস্কার চান তারা ডেমোক্রেসীর মূলে আঘাত করেন। পাশ্চাত্যের ডেমোক্রেসী দস্যুবৃত্তির দলবদ্ধ ভাব মাত্র। প্রাচ্য চেয়েছিল ডেমোক্রেসীর মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের ও সমষ্টির সামঞ্জস্য আনতে। আর পাশ্চাত্য চায় ব্যক্তিত্বকে উচ্ছেদ করে শুধু সমষ্টি নিয়ে বেঁচে থাকতে, যা হয় না। ব্যক্তিত্ব ক্ষেত্র স্বরূপ, সমষ্টি তার শস্য মাত্র। ডেমোক্রেসীকে যারা সর্ব্বময় মনে করেন তারা ভুল করেন, তার কর্ম্মস্থল নির্দ্দিষ্ট। দৈহিক ডেমোক্রেসীর সাহায্যে যারা মানসিক ডেমোক্রেসীর

উচ্ছেদ চান সে অমঙ্গলের। পার্টি ডেমোক্রেসী প্রবৃত্তির উপাসক মাত্র।

আজ শুনতে পাই পাকিস্থান, কাল শুনব দেশের সাহেবরা বলছে তাদের একটা বিলাতি স্থান চাই। ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতা তাহাদের কৃষ্টি ও সভ্যতা হতে ভিন্ন। ভারত তখন ভারত থাকবে না, পাকিস্থান বিলাতি স্থান, মাদ্রাজি স্থান, বাঙ্গালী স্থান, ধনী স্থান, দরিদ্র স্থান, হয়ে উঠবে। দেশের মেয়েরা হয়তো এই অজুহাতে বলে বসবে তাদের একটি নারী স্থান চাই। যেহেতু তারা পুরুষের অত্যাচারে সর্ব্বদাই ভীত এবং চায়না পুরুষ তাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে। এবং ক্রমে ক্রমে সধবাস্থান বিধবা স্থান, কুমারী স্থানও গড়ে উঠবে। ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে যাদের খাপ খায় না বিশাল জগতে তাদের কি অন্য কোথাও স্থান নেই। যেখানে খাপ খায় সেখানেই তারা গেলে পারে। সৃষ্টির রহস্যই হইতেছে বিভিন্নতা। এবং এই বিভিন্নতার মাঝ দিয়ে যে একাত্মতা সেই তো সত্য! মানুষকে নিয়ে মানুষের যেমন একটা পরিচয় আছে; সমাজকে নিয়ে সমাজেরও তো একটা পরিচয় আছে। আমাদের দেশ প্রেম আজও বাল্য-জগতে তাই এত কোলাহল ও হট্টগোল। নেতৃত্বের অবতার বোধ রোগে পরিণত হয়েছে।

রামতারণ বাবু শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে চলেছেন, হঠাৎ দেখলেন শিবু তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। 'কি শিবু কি খবর'? বলেই তিনি উঠে বসলেন। তার মুখের পানে চাইতেই শিবু তার পার কাছে গোটা পনের টাকা রেখে বলে উঠল 'কর্ত্তাবাবু বৌ আপনার ভিজিটের বাবদ সামান্য কিছু পাঠিয়ে দিয়েছে, আপনি কিছু নেননা তা আজ, বিশেষ করে খোকা-বাবুর পরীক্ষেটা দেওয়া হবে। আপনি কিছু মনে করবেন না'। শিবু পায়ের ধুলো নিলে। রামতারন বাবু গম্ভীর ও হাস্য মুখে তাকে সম্বোধন করে বললেন 'আচ্ছা সে হবে। তুমি এখন টাকাটা নিয়ে যাও যদি লাগে তোমায় খবর দেব'

'দেবেন তো বাবু' শিবুর চোখে মিনতি ভরা।

'নিশ্চয় দেব, তোমরা কি পর'।

টাকাকটি হাতে করে নিয়ে শিবু 'প্রনাম হই কর্ত্তাবাবু' বলেই বেরিয়ে গেল।

রামতারণ বাবুর চোখে জল। দুঃখের বোঝা বইতে যেয়ে মানুষ যেমন হাসে সুখের তরলতায় মানুষ তেমনি কাঁদতে থাকে। জীবনের পথে চলতে যেয়ে মানুষ হোঁচট খায়, মানুষের পায় কাঁটা ফোটে, কিন্তু সে ভেঙ্গে পড়ে না। সুখের যেমন একটা বেদনা আছে দুঃখেরও তেমনি একটা সান্ত্বনা আছে। সুখের আছে প্রার্থনা, কামনা, বাসনা, আর দুঃখের আছে সাধনা, আরাধনা। ঈশ্বর এক। জগতে একই বিদ্যমান। সুখ দুঃখ এ সব মিথ্যা। সুখের বিকৃতিই হয়তো দুঃখ, নয়তো দুঃখের পরিণতিই হয়তো সুখ। সমস্ত বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে কি সেই ফুটে ওঠে না সে সর্ব্বত্র ও এক। ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভিন্ন রসের মূল সত্বাই তো সে, যে এক এবং বিদ্যমান। এ দুঃখ আমার সৃষ্টি, আমিই এর জন্মদাতা। সুখের প্রলোভনে আমরা যে দুঃখের সৃষ্টি করি, সে দুঃখ না হলেও তাতে তো দুঃখ আছে। দুঃখের আগুন জ্বেলে সুখকে পুড়িয়ে তুললে সে অনেকটা খাঁটি হয়।

১৩

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল গেজেটে প্রকাশ হয়েছে। গেজেটখানি হাতে নিয়ে মায়া স্বামীকে এসে বললে 'ওগো দেখেছ তোমার ভাই তো একটা মস্ত বড় কীর্ত্তি করে ফেলেছে; হয়তো স্কলারশিপ্ পাবে, কি বল? কর্ত্তা হয়তো মাষ্টার পণ্ডিতে অনেক টাকা খরচ করেছেন। নয়তো ঐ

হাবাগোবা ছেলে যে এত ভাল করবে এ ভাবতেই পারি নাই'।

'দেখি' গায়ের সার্টটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলেই বিনয় গেজেটখানি হাতে তুলে নিল, এবং সে ধীরে ধীরে হাস্যউজ্জ্বল মুখে বলে উঠল 'এমন লক্ষিছাড়া যে পাশ করেছে একখানা চিঠিও লিখলে না। খবরটা তো দিতে হয়'।

'তোমার সঙ্গে খবর তো এক টাকার। সম্পর্ক তো বাজে কথা মাত্র' মায়া ভ্রূকুটি টানলে।

'একেবারে বোকা। এতবড় একটা খবর দিলে হয়তো বকসিস পেত' বিনয়ের মুখে হাসি ফুটে বেরোল।

'দুনিয়াটাই শুধু টাকা টাকা টাকা। যত টাকার খেলা। এত টাকা আসবে কি করে'।

'যা বলেছ। মানুষ বেচারী টাকার চাপে নয়তো টাকার ক্ষুধার চাপে মরে গেছে। বেঁচে আছে এক টাকা। টাকার সংস্থান না দেখে কি তোমার বাবা তোমায় বিয়ে দিতেন আমার সঙ্গে। না টাকা থাকলে তুমিই ভাল বাসতে'।

'ঐ তো তোমার দোষ। সব সময়ে তুলনা দেওয়া চাই। টাকা টাকা করে আমি যেন তোমায় খেয়ে ফেলছি'।

'তুমি না হয় সাধু সন্ন্যাসী লোক, টাকা দেখলে ভয়ে আতকে উঠ, কিন্তু তোমার ঐ পেটের ছেলেটা তো তা শুনবে না। টাকা পেলেই মুঠো করবে, নয় গিল্‌তে সুরু করবে। সেটুকু নজরে পড়েছে কি' ?

'যাও বকিও না'।

'সংসারে এতটা অরুচি এর মধ্যে, বানপ্রস্থে যাবার ব্যবস্থা করব নাকি' ?

'তা তো বলবেই। মা বাপের কল্যানে টাকা তো কোনদিন চোখে দেখিনি, যত টাকা দেখছি এই বিয়ের পর, তোমার ঘর করতে এসে।

নিজের স্ত্রীকে এ সব কথা না বলে যদি বাটীর ঝিকে বলতে হয়তো শোভা পেত। তুমি যা এক মাস খেটে মাইনে পাও বাবা তা এক একদিনে রোজগার করেন'।

'এই তো ভুল করলে, বল সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে রোজগার করেন। শ্বশুর মহাশয় গুরু তুল্য তবেই তো মানাবে'।

'বিশ্বাস না হয় খোঁজ নিলেই পার'।

'সদা সত্যবাদী মায়া বলছে তাকে অবিশ্বাস, বল কি' ?

'তাও যদি তোমাদের বাড়িতে একটা ঝি থাকত, তোমার মা তো সবই করেন দেখতে বাকি নেই। তার অত দেমাক কেন ? আর পাটনায় চার পাঁচটা ঝিতে কাজের নাগাল পায় না। বাবা যদি টাকার চিন্তা করতেন তবে এখানে বিয়ে দিতেন না'।

'দরকার হয় বিয়ে ফিরিয়ে দিতে রাজি আছি। যাকে খুসি তুমি বিয়ে করতে পার। টাকার রাজত্বে তুমি হবে টাকরাণী' বিনয় হেসে উঠল।

'সে যদি ব্যবস্থা থাকত তবে তোমার বলতে হতো না'।

'এই জন্যই তো তারা সে ব্যবস্থা করেন নি। অভিমান হল, অমনি চললাম, থাকলো তোমার বিয়ে, ওতে সংসার হয় না, হয় অভিনয়। এক কাজ কর না ফিলমে নেমে পড় কালে কালে একটি ভাল অভিনেত্রী হয়ে পড়বে'।

'আমরা গরীব, আমাদের কোন কালচার্ নেই, পেটের দায়ে ফিলম্‌এ নামতে হবে, বেশ তুমি তো বড় লোক তোমার মা বাবা বড়লোক'।

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে আদ্রতা পেয়ে বিনয় মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল 'কাঁদতে বসলে কেন। খোকাকেও দেখছি তোমার কাছে হার মানতে হবে'। গেজেটের পাতা উলটাতে উলটাতে সে স্ত্রীর এতখানি ভাবান্তর

লক্ষ্য করেনি। বিনয় পুনরায় স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললে 'বিমুকে আজই একখানা চিঠি লিখে অভিনন্দন জানিয়ে দাও'।

'আমি কাউকে চিঠিপত্র লিখতে পারব না। যাদের এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই তুমি বড় ভাই তোমাকে খবরটা দিতে হয়, তাদের যাব আমি চিঠি লিখতে। পরীক্ষার আগে চিঠির পর চিঠি, টাকা পাঠাও। তারপর সব চুপ। এবার টাকাটা পাঠানো হয় নি কিনা' বলেই মায়া থেমে গেল।

'কেন, তুমি ওর ফিয়ের টাকাটা পাঠাও নি? আমি তো বলেছিলাম পাঠিয়ে দিও বাবা বার বার লিখছেন' বিনয় বিস্ময় নেত্রে স্ত্রীর পানে চেয়ে রইল।

'অসুখে কতগুলি টাকা খরচ হয়েছিল খেয়াল আছে'।

'বেশ খেয়াল আছে। হাতি ঘোড়া এমন একটা কিছু হয়নি' বিনয় স্ত্রীকে যেন বেশ একটু কথার খোঁচা মারলে।

'খেয়াল থাকলে বলতে না। সে মাসের হিসাবটা একবার দেখলে পার'।

'সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত যারা বাঙ্গলাদেশের হিসেব রেখে মরছে সেখানে আর তোমার হিসেবটা না এনে ঢোকালে। দশ টাকাকে দুই পয়সা, আর দুই পয়সাকে দশ টাকা করতে তোমার এতটুকুও দেরি লাগে না। একটা আঁচড় ডানে বায়ে দিলেই হল, কিন্তু আমাদের তার জন্য অনেক কাট খড় পোড়াতে হয়'। বিনয় বিরক্তভরে মুখখানি ঘুরিয়ে নিল।

'ফি-এর টাকা না পাঠালে এ বৎসর হয়তো ওর পরীক্ষা দেওয়া হবে না। সাইকেল থেকে পড়ে যেয়ে তিনি কলে বেরোতে পারেন না। জীবনে পুত্রের কাছে অর্থের আবেদন নিবেদন কাকুতি মিনতি তিনি কখন করেন নি, এবার বাধ্য হয়েই করতে হল। টাকাটা শীঘ্র পাঠিয়ে দিও সুখী

হব। অথচ ছেলে তো বেশ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে বেরোল। এতেই বোঝা যায় গুরুজন ব্যক্তিও কতদূর সত্যবাদী—দুটো টাকা যদি বাঁচাতে পারি সে তো তোমারি থাকবে, তোমারি ছেলেমেয়েরি থাকবে আমি তো সঙ্গে নিয়ে যাব না। বারোজনে মিলে সেটা নষ্ট করলে কি ভাল দেখায়'।

অন্যমনস্কভাবে বিনয় বলে উঠলে 'টাকাটা তো তুমি পাঠিয়ে দিয়েছিলে। হয়তো ভুল করছ'।

'কোথায় পাঠিয়েছি তুমিও যেমন'।

'সামান্য কয়টি টাকা না পাঠিয়ে ভাল করোনি'।

স্বামীর এই তিরস্কারকে এড়িয়ে যেতে যেয়ে মায়া উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল। 'তুমি তো আমার সব কাজেই অন্যায় দেখ। তোমার মা বাপ সম্বন্ধে কোন কথা বললেই তুমি যাবে চটে, কেন শুনি। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীই পুড়ে মরেছে মা বাপ যায়নি। এমন কি অপমান করতেও ছাড় না। তারাই কি তোমার একমাত্র সুহৃৎ আর কেউ নয়'?

বিনয় দৃঢ় ও সংযত কণ্ঠে বললে 'টাকা পাঠাতে বললাম না পাঠিয়ে অন্যায় করেছ'?

'তোমার ঐ চাষার গোঁ যা ধরবে কিছুতেই ছাড়বে না। সাধে কি আর বাবা বলেন, লেখাপড়া শিখলে কি হবে বিলেতে তো যায়নি, সোসাইটিও পায়নি'।

'ছাই দিয়ে আগুন ঢাকতে যেয়ো না' স্বামীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে মায়া চোক দুটি নামিয়ে নিলে। বিনয় বলতে লাগল 'তোমার বাপের সোসাইটি। যত বেটা ভুঁইফোঁড়ের সোসাইটি। তার যে একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে তাই হয়তো আমাকে করতে হচ্ছে। ভিক্ষা করতে যারা বিলাতে যায়, তাদের সেই ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে আমি কোন দিনও পারব না। সেই ভিক্ষার ঝুলির পরে এতটুকু লোভ আমার নেই। অপরের দ্রব্যের পরে আমার প্রলোভন খুবই কম। যা আমার নিজের, আমার হাসি কান্নার মাঝ দিয়ে

তাকেই গড়ে তুলতে চেষ্টা করব। অপরের ধর্ম্মের পরে সমাজের পরে সে যত রত্নশীল হক না কেন আমি দস্যুবৃত্তি করতে চাই না। অপরের ধর্ম্মের, অপরের সমাজের, নৈতিক কি দৈহিকরূপে অধমর্ণ হতেও বড় ভয় পাই, ব্যথা লাগে পেরে উঠিনা। মাতাল যখন মদের ঘোরে নিজের পেটের মেয়েকে টেনে ধরে তাকে মাই ডিয়ার বলে হাসতে থাকে, তোমরা তাতে অভ্যস্ত হলেও সে আমার পক্ষে অসহ্য। সে আদর্শ নিয়ে আমি একদিনও বাঁচতে পারব না। বিলাতে যারা গিয়েছে তারা যে শুধু দেশের মুলধন খুইয়ে এসেছে তা নয়, দেনায় ডুবুডুবু হয়ে যখন দেশে ফিরে আসে, তখন বাধ্য হয় ট্যাসো পাড়ায় যেয়ে উঠতে, ভদ্র সমাজের অযোগ্য হয়ে পড়ে বিদেশী হয়তো কিছু টাকা দিয়েছে, এবং তার প্রলোভন দুর্ব্বলের কাছে৷ খুবই বেশী, বুদ্ধিমান সে খপ্পরে পড়তে চাননি ও পারেননি। সে টাকা ইঁদুর ধরবার একটি কল মাত্র। সে সাময়িকভাবে কাজে লাগলেও ভবিষ্যৎকে ছোট করে আনে। বিনয় থামলে কিন্তু পুনরায় বলে উঠলে, 'তোমার বাবা তোমার ভাই কি বলেন তা নিয়ে তুমি মাথা না ঘামিয়ে আমি তোমায় যা বলি সেইমত তোমার কাজ করা উচিত ছিল'।

'আমি পারব না। তোমার সংসার তুমিই চালিয়ে নিলে পার' মায়া তার ক্রোধের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল।

'পারবে না বলতে লজ্জা করল না'।

'লজ্জা কিসের'।

'সে বোধ যদি তোমার থাকত তবে আর দুঃখের কি ছিল'।

'দরকার কি তোমার আমায় নিয়ে এত দুঃখ ভোগ করবার। দুর করে দিলেই পার'।

'অন্যায় করেছ তা স্বীকার করবে এতটুকু সৎসাহস ভদ্রতা ও মর্য্যাদা বোধ তোমার নেই' বিনয় ধমক দিলে।

'আমার মস্ত বড় ভদ্রলোক। বর্ত্তমান জগতে স্ত্রীর সম্মানের মুল্যই

যে জানেনা সে আবার ভদ্রলোক। চাষাভুষো নিয়ে ঘর না করলেই পার'। মায়ার চক্ষু বেয়ে অশ্রুর বন্যা ফুটে বেরোল। বিনয় তার মুখটা একটু ফিরিয়ে নিলে। আপাততঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আর কেউ কোন কথা কহিলে না। কিয়ংক্ষণ পরে মায়া সে নিরবতা ভঙ্গ করে ধীরে ধীরে আদ্রকণ্ঠে বললে' টাকাটা এখন পাঠিয়ে দিলেই হয়'।

'না হয় না।' গম্ভীরভাবে স্বামীর কণ্ঠে উত্তর এল।

বিনয় পুনরায় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে 'বাবা বোধ হয় অনেকদিন পত্রাদি লেখেন নি'।

'না'।

'সে বুঝেছি। কিন্তু তুমি তো লিখে আসছ'।

'কি ছাই লিখব। তার যা জবাব আসবে তা পড়তে ইচ্ছা করে না। তার মধ্যে জ্ঞানের ঔদ্ধত্য মানের ঔদ্ধতের ঠ্যালায় অস্থির হয়ে উঠতে হয়। তোমার বাপের চিঠি সে তো চিঠি নয় যেন চার্জ্জসিট। এক তরফা রায় লিখতে ভদ্রলোক খুবই মজবুত'।

'ভাল আছ, কেমন আছেন এটুকুও লিখতে পারো না'।

'লিখলে কি রক্ষে আছে। হয়তো মেজাজ চড়ক গাছে যেয়ে উঠবে, সে ভিমরুলের চাকে ঘা দেওয়া হবে। উপদেশের ঠ্যালায় অস্থির। চিঠি তো চিঠি থাকে না, হয়ে পড়ে উপদেশামৃত' স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে মায়া যেন আর বলতে পারবে না। সে চুপ করলে। একটু পরে আস্তে আস্তে নম্র কণ্ঠে সে বললে 'আচ্ছা আমার একটা কথা শুনবে। ন্যায় অন্যায়ের ঝগড়া সে পরে করো। টাকা না পাঠালে যদি পরীক্ষাই দেওয়া না হয় তো দিলে কি করে। এখন পাঠিয়ে দিলেই বা ক্ষতি কি, মহাভারত অশুদ্ধ হবে না'।

'হয়তো ধার ধোর করে জোগাড় করেছেন'।

'তা হলে পত্রের জবাবটা না দিয়ে এতদিন বসে থাকতেন'?

'সেই অবধি কোন চিঠিই পাও নি ? বলতেও পারোনি'।

'না'।

'মানুষ হয়ে মানুষের সঙ্গে যে এ ব্যাবহার কি করে কর ভাবতেও পারি না'।

'আমি যে মানুষ এ ভুল না করলেই পার'।

'শত্রুর সঙ্গেও মানুষ এতটা শত্রুতা করে না'।

'আমি তো তোমার একজন মহাশত্রু'।

'লজ্জা করছে না এখনও কথা বলতে' বিনয় চিৎকার করে উঠল। মায়া আঁচলে চোক মুছিতে লাগিল।

বিনয় বলতে লাগল 'সে মাসে তোমার ভাইয়ের বিয়েতে অতগুলো টাকা খরচ করে জিনিসপত্র না দিলেই পারতে। একশবার বলেছি বড়লোক সাজতে যেওনা। যদি বড়লোকত্ব ঘাড়ে এসে পড়ে তাকে ঢাকতে চেষ্টা করো। লোকের সহানুভূতি হারাবে। অর্থ মানুষের সৌভাগ্য যেমন দুর্ভাগ্যও তেমনি'।

'দরিদ্র সাজলেই বুঝি খুব ভাল হয়। লোকের ঘৃণা অবহেলা কুড়িয়ে মরি'।

'কে বলছে তোমায় দরিদ্র সাজতে। যা আছে তাই থাকবে'।

মায়া আঁচলে চোক মুছিতে মুছিতে বলে উঠল 'দিদি কি সাধে বলে তোমার পিতামাতা তোমার একটি দুর্ব্বলতা। মান্ধাতার আমলে ওর চল ছিল'।

'দেখ দোহাই তোমার' বিনয়ের কাটা ঘায়ে যেন নুন ছিটে পড়ল। সে পুনরায় বলতে লাগল 'তোমার দিদি, তোমার দাদা, তোমার বাবা, কি বলেন না বলেন আমি তা শুনতে চাই না। অনুগ্রহ করে তাদের জানিয়ে দিও তারা আমার সংসার সম্বন্ধে যত কম অনধিকার চর্চ্চা করবেন ততই ভাল। কোরান তো স্বীকার করে নিয়েছে 'মানুষ দুর্ব্বল' এবং সেই

দুর্ব্বলতা যদি কর্ত্তব্যের অঙ্গ হয় আমি একটুও লজ্জিত নই'।

'তোমার লজ্জা থাকলে কি আজ আমার এই দশা হত। যা খুসি মনে আসছে বলতে পারতে। মা বাপ তুলে গালি দিতে। মেয়েদের যে একটা প্রাণ আছে এ বোধও হয়তো তোমার নেই। বিলাতে গেলে দেখতে তারা মেয়েদের কিভাবে সম্মান করে, মেয়েদের জন্য কি না করে' মায়া হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

'কথা বাড়িও না' বিনয় নম্রভাবেই বললে। সে পুনরায় কহিল 'এখানে কথা হচ্ছে তোমাকে নিয়ে মেয়েদের টেনে আনবার উদ্দেশ্যটা কি? অর্থাৎ একলা পেরে উঠছ না তাই সাহায্য চাইছ নাকি? ব্যক্তিবিশিষ্টের প্রশ্নের মধ্যে সমষ্টিকে টেনে আনলে সব জায়গায় খাপ খায় না। ...... তোমরাই আজ আমাদের মানুষ মনে করতে চাওনা নইলে সাহস হতো না মুখের উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে'।

'চীৎকার করছে কে, তুমি না আমি' মায়ার ভগ্ন কণ্ঠ বেরিয়ে এল।

'বিলাতের লোক মেয়েদের যে সম্মান করে তার বোধ তোমার মত অতটা টঙ্ক না হলেও আমার কিছু আছে। সে সম্মানের মূল্য চেক কেটে দেওয়া যায়, হৃদয় পর্য্যন্ত যেয়ে পৌঁছায় না। রাত্রে ফোটে কিন্তু ঝরে পড়ে। সে সম্মানের সৃষ্টি তোমার আমার রক্তের মধ্যে নেই, আছে প্রবৃত্তির টাঁকশালে। তার ব্যাবহারিক সংজ্ঞা দৃষ্টিকর্ষক হলেও ভিড় জমিয়ে তুললেও যেন এলোমেলো। যে সমাজ মাকে চেনে না, বোনকে চেনে না যুবতীর রূপ যৌবনের পরে দাঁড়িয়ে নারীর সম্মান আনতে চায়, তারা সম্মানের শিশু মাত্র। শিশু রসগোল্লাকেই বেশী সম্মান করে তোমার কোল ছেড়ে ছুটে যায় এও তো দেখেছ? সে যেন আদি হীন অন্ত হীন কিম্ভূতকিমাকার। দুর্ব্বলতার বোঝা মেয়েদের কলস কাঁখের মত দেখতে ভাল তবে বড় সীমাবদ্ধ'।

'ভদ্রলোক হলে বুঝতে পারতে'।

অট্টহাসি হেসে বিনয় বলে ফেলল 'ভদ্রলোক। আমি যে ভদ্রলোক নই এ কতবার তোমায় বলব। আমায় ভদ্রলোক বলে কেন আমায় অপমান কর।...... ......হাতে খড়ি দিয়ে পাঠশালে বসেই মানুষ যদি শিক্ষিতের বড়াই করে, শিক্ষক হয়ে পড়ে সে বড়ই দুঃখের'।

মায়াকে কোন কথা বলতে না দেখে বিনয় পুনরায় বলতে সুরু করলে 'নারীর সম্মান। নারীর সম্মান বলতে তুমি কি বোঝ? অভিনয় না পরিচয়? দৃশ্য না মূর্ত্তি? প্রেম না প্রতিমা? স্বার্থের সহযোগিতা না সেবা? সঞ্চয় না অপচয়? কৃষ্টি না কীর্ত্তি? চোকের জল না মুখের হাসি। নম্রতা না ভাবে গদগদ। সম্মান! সম্মান কাকে বলে জান? যেখানে আত্মার একটা প্রতিষ্ঠা আছে, প্রিয়ত্ব আছে, যা দ্বন্দ্ব বিরোধের বিবাহ বিচ্ছেদের বাহিরে, যা ভূমিকা নয় যবনিকা। সম্মান সহযোগিতা নয় হয়তো সহমরণ। সহরের উপরটা খুব ছাপ ছোপ, ফিট ফাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও চকচক করছে। কিন্তু সহরের নিচেয় নেমে যদি তার ড্রেনগুলির খোঁজ নাও দেখবে আতঙ্ক আসবে। তোমাদের ঐ সম্মানের দেহিক ভাবটা বেশ সুন্দর কিন্তু অন্তরে দুর্গন্ধ ভরা। বিশ্বাসের যবনিকা টেনে যারা স্বার্থের নৌকায় চড়ে জীবনের পথে চলেন তারাই আজ তোমার সম্মানের আদর্শ। সম্মান আজ তোমার কাছে তোমার কল্যান নয় স্বার্থের আদান প্রদান মাত্র। সম্মান ছিল সমুদ্রগর্ভস্থ মণি আজ হয়ে পড়েছে তার ঢেউ, আর তোমার মত ব্যক্তি তার বালুর চরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্যতায় মুগ্ধ হয়"।

'কি করে যে এম, এ, পাস করেছ তা ভগবান জানেন'।

'কাগজ কলমে পাস করলেও কাগজ কলমের বাইরে হয়তো ফেল করে বসেছিলাম। পাসকরে অপরকে ফাঁকি দিয়েছি বটে কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দিতে আজও পেরে উঠিনি'।

'আমার অদৃষ্ট নইলে তোমার হাতে পড়ব কেন। দেশে যেন আর

ছেলে ছিলনা। দুঃখ কষ্ট সে সহ্য হয়, কিন্তু মূর্খতার বোঝা খুবই কষ্টকর'।

'জগতে অনেক মেয়েছেলে দেখেছি তাদেরো হয়তো যৌবন আছে কিন্তু এ রকম একটি ও নয়'। বিনয়ের চক্ষুদুটি জলভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল সে তবুও বলতে লাগল 'মা ও বাবা আমার ঐ একটি মাত্র। যাদের হয়তো আমিই নিঃস্ব করেছি রিক্ত করেছি। নতুবা সামান্য কয়টি টাকার জন্য তারা তোমার মত পুত্রবধুর কাছে হাত পাততে আসতেন না। কতদিন তারা আর বাঁচবেন! বৃদ্ধ নর নারী শিশুর মত তার অভিমান বেশী। আদর্শের ঝগড়া নিয়ে মানুষ হয়তো বেঁচে থাকে কিছু স্বার্থের ক্ষুদ্রতা নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব। আমি সর্ব্বদাই লক্ষ্য করেছি শশুর বাড়ীর গুরু-জনদের মধ্যেও এই ভাব, উত্তর না দিলেও এটুকু তোমাকেও বলেছি তাদেরো বলেছি যে তাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও আবহাওয়া আমি হজম করতে পারবনা'।

বিনয়ের কথা শেষ হতে না হতেই মায়া ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল 'জগতে পুরুষ মানুষ ও অনেক আছে তাদেরও রূপ যৌবন আছে। দুনিয়ার একচেটে পুরুষ তুমি নও যে ভয় দেখাচ্ছ'।

'আমি কোনদিনও সে ভাবে তোমায় ভালবাসি নাই', বিনয়ের কণ্ঠে ঘৃনা ও বিরক্তির সুর ফুটে বেরোল।

'তুমি যদি ভালই বাসবে তবে এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা কোথায় থাকবে'।

'সত্যি এত বেহায়া তুমি' বিনয় চীৎকার করে উঠল।

'কেন মারবে নাকি। যা খুসি বলতে যেওনা। দূর করে দিলেই পার এতই যদি চক্ষুশূল হয়ে থাকি'।

বিনয় স্তব্দ হয়ে রইল। সে যে মৃত কি জীবিত এ বর্ত্তমানে ঠিক করা কঠিন। একটু পরেই তার কণ্ঠে ফুটে বেরোল 'দূর আমাকেই হতে হবে'। সে তাড়াতাড়ি হাতের কাছে ছোট একটা ব্যাগ ছিল টান দিয়ে

নামিয়ে এনে কতকগুলো জামা কাপড পুরে ফেলল। ড্রয়ার খুলে ড্রয়ার থেকে চেক বই খানা বাহির করে একখানা পকেটে পুরে অপর খানা স্ত্রীর নামের স্ত্রীর দিকে ছুড়ে ফেলে দিল। মায়া একটু হতবম্ভ হয়ে পড়ল। সে যেন একটু ভয় পেলে। সে এগিয়ে এসে স্বামীর হাতটা ধরে ফেললে। বিনয় হাত ছাড়িয়ে নিলে।

'দোহাই তোমার পায়েপড়ি, আমায় একলা ফেলে রেখে যেওনা। লোক হাসিও না। আমায় আর অপমান করোনা'। সে কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর হাতখানি পুনরায় জোর করে জড়িয়ে ধরল। বিনয়ের হাত হতে ব্যাগটা পড়ে গেল। সে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল এবং হাত জোড় করে স্ত্রীকে অনুরোধ করলে 'আমায় একটু একলা থাকতে দেবে'। মায়া স্বামীর অনুরোধে চোক মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে নিদ্রিত শিশুকে জাগিয়ে জোরকরে বুকের উপর তুলে নিয়ে 'খোকন আমার মানিক আমার' বলতে বলতে পুত্রকে চুম্বন করতে লাগল। শিশু মায়ের মুখের দিকেই চেয়ে রইল। খোকাকে বুকে করে মায়া ঘরের এপাস ওপাস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে মেঝেয় বসে পড়ল। তার আজ চিন্তা অনেক। সে জানতে চায় সে কেন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে। পুরুষ মানুষ রাগের মাথায় যদি দুটো কথাই বলে সহে গেলে হত। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে তার লোকসান বই লাভ তো হয় না। অথচ সে কেন করে। সেবার তো স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে ভাইকে চিঠি লিখে গ্রামের বাটী থেকে পাটনায় চলে গিয়েছিল। বাবা ভাই বোন প্রথম প্রথম তার প্রশংসা করলেও শেষে তাকে কত লাঞ্ছনা কত গঞ্জনা ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু মায়ের সেই একটি কথা তার আজও মনে পড়ে 'মুখপুড়ি ভাতারের ঘর যদি না করতে পারিস তবে তোর কোন চুলোও জায়গা হবে। মাতাল নয় বদমায়েশ নয়'। যাদের জন্ত সে চেয়েছিল চুরি করতে তারাই কি তাকে চোর বলেনি। যাদের আদর্শে সে অনুপ্রাণিত তারাই তো তাকে

ফেলে দিয়েছে। শেষে নারীর অভিমান ভেঙ্গে স্বামীকে একখানা পত্র লিখলে 'তুমি কেমন আছ আমায় এসে নিয়ে যেও'। এর কোন উত্তর সে পায়নি। অনুপায়ে বাধ্য হয়ে শ্বশুর মহাশয়কে সে লিখলে 'বাবা আপনি এসে আমায় নিয়ে যাবেন। অনেকদিন এসেছি আর ভাল লাগছেনা'। সামান্য এই দুটি লাইনের মধ্য দিয়ে সে ফিরে পেয়েছিল তার স্বামীর সংসার। পিতার মুখের দিকে চেয়ে পুত্র তাকে দেখেও কোন কথাই বলতে সাহস করেনি। শাশুড়ী লোকটি বড় খিটখিটে। কিন্তু কই অসৎ ব্যবহার তো করেননি কখন। কাজ কর্ম্ম ভাল ভাবে না করতে পারলে গুরুজনে বলেই থাকে। সে তো তার ভালর জন্য। সেইজন্য তাকে সর্ব্বদাই শাশুড়ীর মুখে শুনতে হয়েছে 'বৌমা তুমি বড় অগোছাল'। বুড়ীর সঙ্গে সংসার করে সে কি করে পারবে। মায়ার চিন্তার স্রোত ঘুরে গেল। সে ভাবতে লাগল। স্বামী আমায় ভালবাসে তবে কেন সে কটু কথা বলবে। আমার কি রূপ নেই যৌবন নেই। যা খুসি মুখে আসবে বলবে কেন? ও ভালবাসা না ছাই। পতিত নারীকে যারা ভালবাসে তারাও তাকে কটুকথা বলতে সাহস করেনা। সমিহ করে চলে। আর একি! স্বামীর এ মেজাজ কেন। মায়া উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে আয়নায় একবার দেখে নিয়ে ভাবলে হয়তো এ তার স্বামীর স্বভাব। বাবা যা বলেন সেই হয়তো ঠিক। লোক ভাল তবে কালটারড্ নয়, আদব কায়দা গুলো ভালভাবে জানেনা। বিলাত থেকে ঘুরে এলে সেরে যাবে। যদি মেম সাহেব বিয়ে করে? আগে কি আর দেশে স্ত্রীর সম্মান ছিলনা তবে অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিনী, সহকর্ম্মিনী, সহপ্রেমিক এসব কথার সৃষ্টি হল কি করে। স্বামীর ভালবাসা পাগল নারীই কি সহমৃত্যু বরণ করে নেয়নি। সে ছিল সতীদাহ। যখন সকল স্ত্রীই সতী সাজতে লাগল তখন সেটা উঠে গেল। সেটা তো স্ত্রীদাহ ছিলনা।

স্বামী তাকে ভালবাসে না। শুধু তার দেহ চায়। অথচ দেহের

পেছনেই কি ভালবাসা লুকিয়ে নেই। ছাই ভালবাসা শুধু মারবার কল। লজ্জা ঘৃণার মাথা খেয়ে একি ভালবাসা। অথচ এইটুকু কি তার কাম্য নয়। ঐ কি জগত নয়। সে আর ভালবাসবে না। কিন্তু ভালবাসতে সে যে বাধ্য। প্রসবের বেদনার চেয়ে প্রসবিত হওয়ার বেদনাই তো বেশী। পুরুষের বুকে মাথা গুজে নারী তার সত্যকে গ্রহণ করে পুরুষ তা প্রদান করে। তবে কেন এমন হয়। পুরুষকে প্রকাশ করে বিকশিত করেই তো নারী। নারী কি তবে পুরুষের আনন্দের কৃত্রিম উপায় মাত্র, সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত পুরুষ সেখানেই তার আনন্দ খুজে পায়। নারীর রক্তে আছে পুরুষের আবাহন পুরুষের আছে অভিভাবণ ও অবগাহন।

মায়া শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দরজার আড়াল থেকে চেয়ে দেখলে বিনয় গালে হাত দিয়ে বসে কি ভাবছে। এই সময় ওর কোন বন্ধু বান্ধব আসেনা, কথায় বার্তায় মনটা একটু হালকা হত মায়া ভাবতে ভাবতে ফিরে এল।

মায়ার বুকখানি আজ বড় শূন্যতায় ভরা। অভিমানকে টেনে নিয়েও দেখলে ভরাতে চায় না। সে ভাবে আজ যদি তাকে কেউ ক্ষণিকের জন্য উর্ব্বশী কি রম্ভা করে দিত হয়তো স্বামী ভুলে যেত। সে আকাশপানে চায় কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে আসে। সে নিজের দিকে চাইতে চাইতে ভাবে এর মধ্যেই কি সে বুড়ো হয়ে পড়েছে। হয়তো হয়েছে। এ জগতে স্বামী যাকে ভালবাসে না তাকে কে ভালবাসবে।

লোকের সংসারে কি ঝগড়া হয়না, তবে সে কেন এত মাথা ঘামাবে। ফুল যে ফুল তার মধ্যেও কাঁটা আছে, আর সংসারে তো একটু ঝগড়াঝাঁটি হবেই। সে জানত যৌবনের বশীভূত পুরুষ সর্ব্বদাই নারীকে সম্মান করে চলে, কিন্তু এ কি। সেও কি যৌবনের বশীভূত নয়? স্বামীর প্রতি তার কেন শ্রদ্ধা থাকবেনা। তার মা বাপ তাকে অসময়ে লালন

পালন করেছেন মানুষ করেছেন সে কেন সেখানে ব্যবধান হবে। ধর্ম্মে তো সইবে না। তার ঠাকুমা তো আজও বেঁচে, কই তাহার পিতা তো তাকে ছেঁটে ফেলতে পারেন নি। স্বামীর কর্ত্তব্যে সে বাধা না হয়ে বরং তাকে কর্ত্তব্যের পথে এগিয়ে দেবে। চিন্তায় চিন্তায় জ্বালাতন হয়ে মায়া খোকাকে দরজার আড়াল থেকে স্বামীকে দেখিয়ে কোল থেকে নামিয়ে ছেড়ে দিলে। মায়ার মুখের দিকে চেয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে যেয়ে খোকা পিতার চেয়ারের হাতল ধরে উঠে দাঁড়াল। ক্ষণিকের জন্য বিনয়ের মুখখানি আনন্দে ভরে উঠল। সে পুত্রের হাত ধরে হাটুর পরে তুলে নিয়ে তার মুখ চুম্বন করলে। মায়া হাস্য মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং এক বালতি জল টেনে এনে ঘর দোর ধুয়ে মুছতে বসল।

১৪

পরদিন অফিসে বসে বিনয় পিতাকে একশত টাকার একটা মনিওর্ডার করলে। কুপনে লিখলে 'অনেকদিন কোন সংবাদয়াদি পাই নাই সেজন্য বড় চিন্তিত আছি। পত্র পাঠ আপনাদের কুশলদানে সুখী করিবেন। বিমলের পাসের খবরে খুবই আনন্দিত হয়েছি'। মনিওর্ডারটি যেদিন রিফিউজ হল, নিতে অস্বীকৃত হয়ে ফিরে এল, বিনয়ের বুঝতে বাকী রইল না যে পিতা ও পুত্রের মাঝে আজ ব্যবধান অনেক। এর মূলে কে। নারীর প্রেম না বর্ত্তমান সংসারের আবহাওয়া। প্রেম তো চিরকালই আছে তবে ছিল না এই আবহাওয়া। ছিল না ভ্রান্ত মর্য্যাদা বোধ। চোর, চুরি করেই যে খায়, গ্রামের চোর, অফিসের চোর, সমাজের চোর ব্যাবসায়ের চোর সেও বলে সে ভদ্রলোক। এ যুগে অমর্য্যাদার

কিছুই নেই। যেন তেন প্রকারে কিছু পূজার নৈবেদ্য যোগাড় হলেই হল, অর্থ থাকলেই হল, সে মানুষ তো দূরের কথা আজ মহামানুষ। আগে ছিল না এমন নকল স্বাধীনতার চিৎকার। স্বাধীনতা ছিল সাম্যতার ভিত্তি সে আজ কোথায়। যেখানে অসাম্যতা সেখানে কি স্বাধীনতা দূরে যেয়ে পড়ে না। ধর্ম্মের মধ্যে, কর্ম্মের মধ্যে, সমাজের মধ্যে অসাম্যতা এসে পড়লেই স্বাধীনতা ভয়ে পালিয়ে যায়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র সে ছিল স্বাধীনতার নাশক, কিন্তু ধনী, দরিদ্র, কলওয়ালা আর কুলি এ স্বাধীনতার রক্ষক! ধনীর স্বাধীনতা নিয়ে যেমন দরিদ্র বাঁচে না, তেমনি দরিদ্রের স্বাধীনতা নিয়ে সমাজ চলে না। দৈহিক সাম্যতা অপেক্ষা মানসিক সাম্যতাই বড়। মানুষ যখন মানুষকে মন হতে প্রাণ হতে দূরে নিয়ে ফেলে অথচ দৈহিক আচার ব্যবহারে ভদ্র সাজে তার পরিণাম সুবিধার নয়। মার মুখখানি মনে পড়তে তার চোখে জল এল। চিরকাল সে দেখে এসেছে তার মার কত কষ্ট। তার বৌ নিয়ে ঘর করবার অধিকার তার মার যতটা আছে তার তো তা নেই। সে চেয়ে দেখে, সে যেন খেতে বসেছে মা স্কুলের ভাত রেঁধে তাড়াতাড়ি বেড়ে দিচ্ছেন। কোনদিন শুধু ডাল ভাত, ভাতে ভাত খেয়ে যে চলে গিয়েছে, তার সর্ব্বগ্রাসী শিক্ষা ধীরে ধীরে মায়ের অঙ্গ হতে তার সমস্ত আভরণই খুলে নিয়েছিল। বড়কর্ত্তার ডাকে সে তাড়াতাড়ি টাকাগুলি পুনরায় মায়ের নামে মনিঅর্ডার করে পাঠালে। কুপনে মাকে লিখলে 'অনেকদিন তোমাদের কোন খবর পাই নাই আশা করি সমস্ত মঙ্গল। তোমার হাত খরচের জন্য টাকা কয়টি পাঠালাম, প্রাপ্তি সংবাদ দিও। প্রণাম জেন ইতি'।

অফিসে এসে সেদিন বিনয় দেখলে যে মনিঅর্ডার রসিদটি ফেরত এসেছে। সে লক্ষ্য করলে মায়ের সই। তার বড় আনন্দ হল। মা হয়তো তাকে প্রকৃতই ক্ষমা করেছেন। এই আনন্দের গভীরতায় তার

বহন করতে করতে সে যখন বৈকালে বাসায় ফিরে এল তখন স্ত্রীর মুখে শুনলে যে হাস্যমুখী মায়া বলছে 'শাশুড়ী একশত টাকা মনিওর্ডার করে পাঠিয়েছেন খোকার মুখ দেখানি বাবদ। এতদিন পাঠাতে পারেননি নানান গণ্ডগোলে'। বিনয় দেখলে কুপনটুকু বিমলের হাতে লেখা কিন্তু মার সই আছে। তার বুঝতে বাকী রইল না এ টাকা কিসের। মায়ের এ আঘাত তাকে যেন আরও বিব্রত করে তুলল। পিতার হয়তো ছিল অভিমান, সেখানে লাভ লোকসানের প্রশ্ন কিছুই ছিল না, কিন্তু মাতার এ যে তিরস্কার, মনিওর্ডার ফেরত পাঠাবার ফিটুকু যে তাকে লোকসান দিতে হয়েছে। সে ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মায়া স্বামীর পায়ের জুতো খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলে 'শুলে কেন অসময়ে। শরীর কি খারাপ হয়েছে? জামা কাপড়গুলো খোল'। বিনয় কোন উত্তর দিলে না। গুলীর আঘাতে হত পক্ষী যেমন জ্বালায় ছটফট করে, বিনয়ের অন্তর যাতনা সেইরূপ ধারণ করল। মায়া স্বামীর অন্যমনস্কতায় নিরুপায় হয়ে খোকাকে কোলে করে এনে স্বামীর বুকের পরে ছেড়ে দিলে। সে গলার টাইটি টেনে ধরলে। বিনয় তার চিবুকটি স্পর্শ করতে করতে উঠে বসল।

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে মায়া বলে উঠলে 'কি হয়েছে তোমার'?

'কই কিছুই না' বিনয় হাসতে চাইলে, এবং সেই অসরল হাসির ছায়ায় মায়া পুনরায় বললে 'শরীরটা যেন খারাপ খারাপ লাগছে'।

'একদিন অফিসের তাল সামলে এস তখন বুঝবে'।

'তুমি রান্না ঘরের তাল, বাটীর তাল, ছেলের তাল সামলিও' মায়া হাসতে লাগল।

'সেখানে ভালমন্দ দেখবার লোক খুবই কম। নিজের সংসার নিজের একটা স্বাধীনতা আছে তোমার। আর না হয় গুরুজনদের কাছেই দুটো কথা শুনতে হয়। অফিসে সব বেটাই মুখনাড়া দেয়। তোমার

পানে চাইবার লোক খুবই কম। কথায় বলে নিজের কাজ আর পরের কাজ। আমার আপত্তি নেই তুমি যদি পার তো কাল থেকেই সুরু করে দাও অফিস যেতে'।

'আমার দায় পড়েছে লোকের মুখ ঝামটা শুনতে যেতে। আমার নিজের সংসার ফেলে আমি যাব পরের সংসারের খোঁজ রাখতে তার তাল সামলাতে'।

'তুমি গেলে হয়তো খাটতে হবে না, বসিয়ে রাখবে, আরাধনা করবে নাচ পার্টিতে সাথে করে নিয়ে যাবে। স্বাধীন হয়ে উঠবে পরাধীনতা কাকে বলে তাও ভুলে যাবে'।

'ঝাটা মার তোমার অমন অফিসের মুখে। ঘরের বাইরে পা দিলেই বক্ষে নেই তো অফিস। তোমাদেব জন্ম কি বেরোবার যো আছে। যত বেটা চিলের মত হাঁ করে আছে, ছোঁ মারতে পারলেই বাঁচে। ভাগাড়ে গরু পড়লেই হল, মরা কি বাঁচা দেখবারও তর সয়না। বাহিরে পা দিলেই ভাববে বেটি মরেছে, জলজ্যান্ত প্রানীকেও তোমরা ঠুকরে ঠুকরে মেরে ফেলো'।

বিনয় স্ত্রীর মুখের পানে চাইল এবং বলতে লাগল 'স্বাধীনতার বাজারে তোমরা যখন চাকরির সওদা করে ফিরে এস, যেটুকু বাঙ্গালী তার দাসত্বের বিনিময়ে গ্রহণ করেছিল, পার্কের মজলিসে বসে আনন্দ পাও, বন্ধুর বেশে বন্দুককে যখন গ্রহণ কর, তখন বড় দুঃখ হয়। বসবার ঘরটুকু থেকে শোবার ঘর পর্য্যন্ত এই স্বাধীনতার ভিড জমে উঠে। বন্ধু বান্ধবের বেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ে, আরও ডুবে যাই। চাকুরের মনুষ্যত্বের ডেবিট ক্রেডিট রাখতে যেয়ে দেখেছি সে অসম্ভব। সেই জন্যই তার একটা মেয়েলি হিসাব আছে প্রশস্ত। বাঙ্গালীর অহঙ্কার যে সে শিক্ষিত, মার্জ্জিত ও ভদ্রলোক, এবং তার আদর্শের নমুনা হল চাকরি, এই ভদ্রতার নমুনা নিয়ে কি জাতি বেঁচে থাকতে পারে ? আগাছা ও পরগাছার মত বাঙ্গালীর

ব্যক্তিত্ব তো মুলহীন'।

মায়া স্বামীর কথায় কোন উত্তর দিলে না। বিনয়কে উঠতে দেখে সে পুত্রকে বুকে টেনে নিলে। বিনয় উঠে দাঁড়িয়ে জামা কাপড় খুলতে খুলতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলে উঠল' দেখ মনে করেছি পূজার সময় গ্রামে যাব। খোকাকেও দেখিয়ে আনা হবে'।

'আমি যে পাটনায় লিখে দিয়েছি'।

'এই তো তোমার দোষ: বলা কহা নেই লিখে বসে আছ। চা হল কিনা যেয়ে দেখে এস একবার। এত দেরি করে বেটা'।

'তুমি তো হাত পা ধোবে'।

'হাত পা ধুতে কতক্ষণ লাগে'।

মায়া পুত্রকে কোলে করে ঘরের বাহির হয়ে গেল।

১৫

বিনয় পরদিন আফিসে ছুটির দরখাস্ত করে শুনলে হবে না। লোক খুব কম। সে শেষে অনেক ভেবে চিন্তে পিতাকে একখানা পত্র লিখলে।

কলিকাতা
শনিবার

শ্রীচরণেষু,

অনেকদিন আপনাদের কোন সংবাদ পাই নাই, পত্র পাঠ কুশল দানে সুখী করিবেন। আপনার শরীর ভাল যাইতেছিল না শুনিয়াছিলাম বর্ত্তমানে কেমন আছেন জানাইবেন। বিমলকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন

এবং বলবেন যে তার পরীক্ষার খবরে আমি খুবই আনন্দিত।

আপনার নামে কিছু টাকা পাঠিয়েছিলাম আশা ছিল গ্রহণ করে ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। জীবনে চিরকালই আপনাকে ক্ষমাময় রূপে পেয়েছি, সেটুকু ছিল বড় লোভের, আজও আশাকরি দুঃখের শত জ্বালা যন্ত্রনার মধ্য দিয়েও সেটুকু আপনার হৃদয়ে সব ভাবেই বর্ত্তমান। বিবাহ আপনারাই দিয়াছেন, আমাকে যদি ক্ষমা করতে পারেন তাকেও ক্ষমা করবেন। সে হয়তো আজও ছেলে মানুষ আছে। জগতকে সাদা চোখে দেখতে অভ্যস্ত নয়, রঙ্গিন কাচের মধ্য দিয়ে দেখে এবং ভুল করে। বড় ঘরের মেয়ে বলে তাকে আর ভুল করবেন না। অট্টালিকার শ্বেত প্রকোষ্টে শুয়ে বসে দরিদ্রের স্বপ্ন দেখা চলে তবে বাস্তবের পরিচয় আসে না। সে হয়তো জানেনা, সে তার প্রিয়জনকে কত ক্ষুদ্র করে তুলেছে তাদের অন্তরতম প্রদেশে তার ঐ এলোমেলো স্বভাবের দোষে। আমার অন্যায় হয়েছিল বিমলের ফি এর টাকাটা ওকে পাঠাতে বলে, এবং তার চেয়েও অন্যায় হয়েছে সে সম্বন্ধে একটুও খোঁজ না নেওয়া।

যাহা হোক, চিরকাল যে ভাবে পিতৃ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন সেই ভাবে আজও আমি আশাকরি। ছেলে মেয়ের স্বভাব দোষ ত্রুটি করা, এবং সে ক্ষমার যোগ্য, ক্ষমাহীন নয়? ছেলে মেয়ে বড় হয় তাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে। পিতামাতাও বড় হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদেরো অভিজ্ঞতা বাড়ে। অতএব হিসাব করে দেখলে অভিজ্ঞতার ব্যবধান হয়তো চিরকালই সমান থাকে। আমার বিশ্বাস আমাদের অভিজ্ঞতা পাটীগণিতের হিসাবে কি অনুপাতে বাড়ে কিন্তু আপনাদের অভিজ্ঞতা প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞতা জিওমেট্রির অনুপাতে বাড়ে। মানুষের অভিজ্ঞতা যতই মানুষকে জড়িয়ে ধরে ততই সে রুগ্ন হয় এবং যতই সে ছড়িয়ে পড়ে ততই সে সুস্থ হয়। আমায় ক্ষমা করবেন।

ছুটির দরখাস্ত করেছিলাম মঞ্জুর হয়নি। লোক কম। আপনি ও

মা আমার প্রনাম জানিবেন, প্রণম্যগণকে প্রনাম দিবেন এবং বিমলকে অশীর্ব্বাদ দিবেন। পত্রপাঠ গ্রামস্থ কুশল সংবাদ দানে সুখী করিবেন।

ইতি—

সেবক বিনয়।

কয়েকদিন পরে পত্রের উপর পিতার হস্তাক্ষর দেখে বিনয় আনন্দ ও ভয়ের মধ্য দিয়ে সেটুকু খুলে ফেলে পড়তে সুরু করলে।

বিশালপুর

কল্যাণবরেষু, সোমবার

তোমার পত্র পেয়েছি। আমরা এক প্রকার ভাল আছি। তবে তোমার মাতার শরীরটে বর্ত্তমানে একটু খারাপ যাইতেছে। বিমলের প্রণাম নিও, সে ভাল আছে।

দোষ ও ক্ষমা এর কোন প্রশ্নই আজ না উঠালেই ভাল। তুমি বড় হয়েছ আমাদের বিদায় গ্রহণের দিন এসেছে। ছোট শিশু সে মানুষের জীবনের ক্ষমার সব টুকু অংশ নিয়েই বসে থাকে, ক্ষমাই তার প্রাণ হয়তো, সে ক্ষমার অবতার, কিন্তু যত বড় হতে থাকে ততই তার মধ্যে ক্ষমার অংশ কমে আসে। তুমি যে আজও শিশু নও এটুকু ভুলে যেওনা। তোমার এবং তোমার স্ত্রীর কাছে যদি আমরা কোন অপরাধ করে থাকি সেটুকু ভুলে যেতে চেষ্টা করো। প্রাপ্তেস্তু ষোড়শে বর্ষে পুত্র ও কন্যা মিত্র বদাচরেৎ, একটা কথা চলিত আছে। তোমার মা হয়তো তোমার এবং তোমার স্ত্রী সম্বন্ধে সেটুকু মানতে চাননা। সেজন্য আমি তাকে দোষ দিতে চাইনা, তবে দোষ বর্ত্তমানে হয়ে পড়েছে। ঔদ্ধত্যের যুগে সব কিছুতেই ঔদ্ধত্য ফুটে ওঠে, সে সময়ের। পুত্রবধু হয়তো কন্যারি তুল্যা। ভগবান এক অথচ বহু। তেমনি সংসারে তুমি আমি তোমার স্ত্রী তোমার মা বহু হলেও এক। এই বহুত্বের প্রেরনা যদি একত্বের দিকে অগ্রসর না হয়ে তাকে গ্রাস করে ফেলে, সে সুখের নয়। ব্যক্তিত্বের মূল্য কতটুকু?

সে তো সর্ব্বদাই সমষ্টির পানে তাকিয়ে থাকে, এই তো সংসার। ব্যক্তিত্ব যেদিন মহাব্যক্তিত্বকে নিয়ে তন্ময় হয়, বিশ্ব সমষ্টির আরাধনা করে, সেখানে হয়তো সংসার নাই আছে সন্ন্যাস। তুমি তা আজ নও। কবিত্ব, বিজ্ঞানত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এ ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করলেও সে কি সমষ্টির জন্য পাগল হয় না? এই যে সামঞ্জস্য এই সংসারের রূপ। এবং এই রূপের পেছনে যে দাঁড়িয়ে আছে সেই হয়তো উপনিষদের 'রস বৈ সঃ'। তুমি যদি আজ ব্যক্তিত্বের ভারে সমষ্টিকে ভুলে যাও সেটুকু আমাদের প্রাণে দুঃখ আনে।

একটি কথা তোমায় আমি বেশ সরল ভাবে বলতে চাই, যে আমাদের নিয়ে তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে কোন মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এ আমরা চাইনা। তাই আমি ঠিক করেছি সর্ব্বদাই তোমাদের দূরে থাকতে চেষ্টা করব। ভবিষ্যতে তুমি যদি এই দরিদ্রকে তোমার পিতা বলে পরিচয় দিতে লজ্জিত না হও, তবে তোমার ও আমাদের মধ্যে আর অর্থের কোন আদান প্রদান থাকবে না। এ দৃঢ়তা তোমার মা ও নিয়েছেন আমিও বরণ করে নিয়েছি। আজীবন দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে যে দয়াময় টেনে নিয়ে এসেছেন, তাকেই বলি জীবনের শেষ কটা দিন যেন কোন রকমে কাটিয়ে দেন। কটা দিনই বা। যে জাতির নর নারীর গড়পড়তা পরমায়ু আজ বাইস তেয়িস বৎসর মাত্র, সেখানে আমাদের এ জীবনে প্রতিদিনই তার প্রতীক্ষা করা হয়তো বাঞ্ছনীয়। আমি তোমার মায়ের চেয়ে অনেক বড়, হয়তো আগেই চলে যাব; দেখ যেন তোমার বিধবা মা, আর নাবালক ভাইটি আমার অবর্ত্তমানে কষ্ট না পায়। তোমার কাছে এই আমার শেষ অনুরোধ।

তুমি হয়তো স্বীকার করবে যে মানুষের চরিত্র যখন সহজ পথে যেতে যেয়ে পড়ে যায়, লোকে তাকে ধরে ফেলে, তার একটা বিবেচনা আছে, কিন্তু যখন পথহীন পথে চলতে সুরু করে সেখানে কোন বিবেচনা থাকতে পারে না। ব্যক্তিত্ব মনুষ্যত্বের একটা প্রকাশ মাত্র, কিন্তু এই

ব্যক্তিত্বে যখন মনুষ্যত্বের গন্ধ উবিয়ে আসে সে ঝরে যায়। ফুলের মত ক্ষণিক ফুটে উঠেই লোপ পায়। তার স্মৃতি খুজে পাওয়া যায় না। আমরা নিজেদের এত সহজেই ভুলে যাই এত অল্পেই অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠি যে প্রকৃতই দুঃখের। মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে নরনারী রূপ ব্যক্তিত্বের যে উদ্ভব তা মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তোলে সমষ্টির আকারে। সর্ব্ব সমষ্টির যে সমষ্টি সে তো এক। হৃদয়ের হট্টগোলে হৃদয়কে না খোঁজ করে হৃদয়ের অন্তরালে নির্জ্জনতায় খোঁজ করতে চেষ্টা করো হয়তো সত্যি আসবে। মানুষ ঢেকে রাখে তার লজ্জা, তার দুর্ব্বলতা, এবং সেই ঢাকনি খুলেই যদি বিবাহের প্রশ্ন শেষ হয়ে যায় সে দুঃখের। স্ত্রীর ভূমিকায় যাকে পেয়েছ সে তোমার জীবনের একটি অঙ্ক বিশেষ, পাশ্চাত্যের চোখে পরিচ্ছেদ মাত্র, সেখানেই যদি নাটক শেষ করে ফেল, দর্শকেরা হয়তো চটে যাবে, নাট্যকার খুব খুশী হবেন না।

তোমার শ্বশুর মহাশয়ের একখানি পত্র পেয়েছি। তাহাতে তিনি অনুযোগ করেছেন যে তার কন্যা ও তোমার মধ্যে আমরা এমন একটা ব্যাবধান হয়ে উঠেছি যা বর্ত্তমান সভ্য জগতে অচল। পশ্চাত্ত্যের চক্ষে আমি সভ্যতার পাঠ লাভের উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত এটুকুও তিনি ভাবতে চাননি। সভ্যতা বলতে তিনি পাশ্চাত্যের সভ্যতাই ধরে নিয়েছেন, সে যেন তাদেরি একচেটিয়া। তার অভিযোগ যে তার কন্যার সংসারে আমরা যেন আর অযথা হস্তক্ষেপ না করি। শ্বেত সভ্যতার উদাহরণ স্বরূপ তাহার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনার তিনি কয়েকটির বিশ্লেষণও করেছেন। আমার বিশ্বাস হয় না তোমার এ চিঠি পাওয়ার পর তুমি তোমার শ্বশুরকে আমার সঙ্গে এ ভাবের ওকালতি করবার ভারটা দিয়েছ। এ হয়তো বৌমার কাজ। বিবাহে হয়তো ইন্দ্রিয়ের একটা পরিচয় আছে, পরস্পরের ইন্দ্রিয় পরস্পরের মধ্যে একটা আনন্দ খোঁজে সত্য কথা, কিন্তু সেই কি সব ? সৃষ্টির প্রসবভাগ নারী ও বীজ ভাগ পুরুষ, যৌবন এর ক্ষেত্র

বিশেষ! বীজের মধ্যে প্রসবের একটা প্রেরণা আছে কিন্তু প্রসবের মধ্যে বীজের হয়তো কোন সত্বা নেই। বীজ স্বতন্ত্র। স্পর্শে ভরিভূত। প্রসব বীজের সাধনা করে এবং তার বেদনায় পরিপূর্ণ। বীজকে সৃষ্টি করেই প্রসবের সৃষ্টি! প্রসব বীজকে গ্রহণ করে, স্পর্শ করে, ধারণ করে, বর্দ্ধিত করে ও প্রচার করে। নারীকে যে পুরুষ হতেই বের করে আনা হয়েছে এ বাইবেলও স্বীকার করে নিয়েছে। জীবনের আগে ও পিছে বাল্য ও বার্দ্ধক্যের আলোচনা ছেড়ে যারা যৌবনকেই জড়িয়ে ধরে তারা ভুল করে।

যাহা হক, তোমার মা তোমার শ্বশুরের পত্রের কোন উত্তর দিতে বারণ করেছেন। সত্য চিরকালই অপ্রিয়। এক ভাগ্যবান ভিন্ন তার মধুরত্বের স্বাদ কেউ গ্রহণ করতে পারে না। সত্য অপ্রিয়, তার উল্লেখ করে আর এই বয়েসে জীবনের বোঝা বাড়াতে চাই না। মানুষ এক দিকে চায়, অপর দিকে হয়তো সে চাইতে পারে না, নয়তো তার দুর্ভাগ্য-বশতঃ সুযোগ হয় না। তোমার শ্বশুরের বিশ্বাস তিনি তাঁর মেয়েকে যেভাবে শিক্ষিতা করেছেন তাতে সে তোমাকে সুখী করবেই; তবে তুমি যদি তোমার গ্রাম্য ভাবটা কিছু ছাড়তে পার, বৌমা যা বলেন সেইভাবে চল, এবং আমরা যদি আমাদের গ্রাম্য মোড়োলির ভাবটা একটু কমিয়ে আনি তবেই। ভদ্রতাকে দুর্ব্বলতা বলে ধরে নেওয়া অনেকের স্বভাব। তোমার বিবাহে যদি পাওনা হিসাবে এক গাদা টাকা আদাই করে নিতাম তবেই হয়তো তার আজ খেয়াল হত যে আমার ছেলেরও কিছু মূল্য আছে। তিনি আমায় অনুরোধ করেছেন তোমায় কিছু টাকা সাহায্য করতে, অন্ততঃ ধার দিতে, যাহাতে তুমি বিলেত থেকে ঘুরে আসতে পার, এবং তাহাতে তোমার আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক, উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। শুনতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণেরা নাকি বড় অত্যাচারী ছিল এবং তাদের শিক্ষা ও সভ্যতা সে ছিল ভয়ঙ্কর, কিন্তু এই বিলেত ফেরতার দল, যাদের কিছুই নেই, বিলাতের হোটেল কুড়িয়ে কাঁটা চামচ বগলে করেই যারা ফিরে

আসে, তারা যে তাদের চেয়ে কম অত্যাচারী ও ভয়ঙ্কর এ আমি বিশ্বাস করি না। শিশুও পিতার উপর ক্রুদ্ধ হয়, ব্রাহ্মণত্বের পরে আমাদের যৌবনত্বের যে অভিমান সেও শিশুর মত মুর্খতায় ভরিভূত।

তোমার মা বলে থাকেন অযাচিত অনুগ্রহের পরিণাম বড় ভয়াবহ। তোমার শ্বশুরের এই অযাচিত পত্রানুগ্রহও হয়তো তাই। অযাচিত অনুগ্রহের ভার বইতে যেয়ে বিশেষতঃ সুন্দরী মেয়েরা রাস্তা ঘাটে ঘরে পরে জড়িয়ে পড়ে ও বিপন্ন হয়। অযাচিত সহানুভূতিও ক্ষেত্র বিশেষে বড় সুবিধার নয়। তাই তোমার মা বলেন যে দয়া ও অনুগ্রহ অযাচিতভাবে এক মা, বাপ, পুত্র, কন্যা ও স্বামীর কাছেই গ্রহণ করা ভাল। নতুবা হয়তো অপরাধ হয়। উপদেশ গ্রহণের পাত্রাপাত্রেরো একটা বিচার আছে। যার তার দান গ্রহণ করা হয়তো অন্যায়। তোমার শশুরের অযাচিত অনুগ্রহের পরিমাণ এত বেশী যে আজ আমি বইতে অক্ষম। বিলাতি কাপড় কিনোনা, দেশের পয়সা দেশে রাখ, স্বদেশীর দালালদের মুখে শুনতে ভাল, দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তি এর খপ্পরে ও পড়ে, কিন্তু তারাই যখন নিজেদের ছেলে মেয়েকে বিলেতে পাঠিয়ে দেয় জ্ঞানের জন্য নয়, সামান্য বিলাতি ডিগ্রির মোহে, শিক্ষার ভানে, দেশের অর্থ বাইরে টেনে নেয়, নানান ভাবে কথায়,বার্ত্তায় আচারে ব্যবহারে বিদেশী সাজে তখন কি দুঃখ হয় না।

দুঃখ আমি পেয়েছি। দুঃখকে আমি ভাল ভাবেই চিনি। তার বাল্য বেশ, যৌবন বেশ, বার্দ্ধক্যের বেশ কিছুই অপরিচিত নয়। সেজন্য তার বড় ভয় করিনা। তবে সেই দুঃখ যখন আপনার জনের কাছ হতে আসে, অপ্রত্যাশিত ভাবে, বিনা কারণে, তখন যেন একটু বসে পড়ি। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ নিও। অন্যান্য সব মঙ্গল। কুশল দানে সুখী করিও।

ইতি—আশীর্ব্বাদক

তোমার পিতা

শ্রীরামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬

পিতার পত্র বিনয়েব মনকে বেশ একটু ধাক্কা দিলে। পত্রের সে জবাব দিয়েছে তবে মন বড অস্থির। সংসারেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে মায়া যে পাটনা পর্য্যন্ত যেতে ছাড়ে না এটুকু ছিল তার অসহ্যের। বর্ত্তমানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হৃদ্যতার অংশ খুবই কম। সাধারণ ভাবে কথা বার্ত্তা ছাড়া বিশেষ কেউ কোন কথাই কইত না। এই যে নির্ব্বাক অবস্থা এ মায়াকেই বেশী বিব্রত করে তুলত। বিনয় অধিকাংশ সময় অফিসে কাটিয়ে বাসায় ফিরেই, বায়োস্কোপে নয়তো কোন পরিচিত বন্ধু বান্ধবেব ওখানে যেয়ে ওঠে। এবং সে অনেকটা রাত করেই ফিরে আসে। মায়া কোন প্রতিবাদ না করলেও বিরক্তির শেষ ছিল না। সে যেন ক্রমে ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ভাত বেড়ে খাবার লোক না থাকলে মেয়েরা যেমন চটে যায়, যৌবনের ডালা সাজিয়ে নিয়ে স্বামীর ব্যবহারে মায়া যেন ব্যাথা পায়। খোঁড়া লোকের মত বিনয় আজ পিছিয়ে পড়েছে। মায়ার সান্ত্বনার সম্বল হয়ে দাঁড়াল পেটের ছেলে। স্বামীর পরে তার যে একটা অভিমান ছিল তা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসলেও শশুর শাশুড়ীব পরে প্রবলাকার ধারণ করতে ছাড়েনি। বিনয়কে রাত্রে ফিরতে দেখে একদিন মায়া বলে উঠল 'এত রাত্রি করে এলে ঠাকুরটার যে কষ্টের শেষ থাকেনা। বেচারী বাটী যাবার জন্য ছটপট করে'। বিনয় কোন উত্তব করলেনা। পরদিন থেকে সে লক্ষ্য করলে মায়া ঠাকুরকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে এবং নিজেই তার আহারের জন্য জেগে বসে আছে। গ্রামের কারো সঙ্গে বিনয় দেখা করতে লজ্জা পেত, সে পাস কাটিয়ে যায়। মায়া অনেক সময়

এগিয়ে আসে স্বামীকে এটা ওটা দিয়ে কাছে টানতে চেষ্টা করে কিন্তু বিনয় হ্যাঁ না করেই পিছিয়ে যায়। এই ভাবেই দিন কাটতে লাগল।

সেদিন মায়া বাসায় ছিল না। বিনয় অফিস থেকে এসে জানলে তরুদের ওখানে বেড়াতে গিয়েছে। সে শুনেছিল যে মাধব বাবুর স্ত্রী সম্প্রতি গ্রাম থেকে ফিরে এসেছেন। বিনয় প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও নিজেকে শুধরে নিলে। সে ভাবলে মায়া হয়তো তাকে নূতন ভাবে আক্রমণ করবার মাল মশলা সংগ্রহে ব্যস্ত। এবং এটুকু হয়তো সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে চিন্তা করে দেখলে মায়ার কার্য্যকলাপে আক্রমণাত্মক তো কিছুই বহুদিন লক্ষ্য হয়নি। সে পুনরায় ভাবলে যাক ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হয়ে আসবে। চাকরকে এক কাপ চা আনতে বলে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে সে বাহিরের হাওয়ায় ঘরের বারাণ্ডায় বসে পড়ল। জীবনের পাতা উলটাতে যেয়ে সে দেখল শুধুই ধুলো। রং বেরঙের ধুলোর মধ্যে সে নিজেকে খুজে মরে। ছাপার অক্ষরের মত ছোট ছোট এই যে টানা পথ, জীবনের পরে ফুটে উঠতে চায় সে যেন দুঃখের। এত ক্ষণিক যে ভাববার কথা। অতীতের দুঃখ এবং অশান্তির মধ্যে যেন একটা সামঞ্জস্য ছিল, তার নিষ্ঠুরতা বেশী হলেও কমোলতা ছিল। বর্ত্তমানের এই যে মৃত্যুতার ভঙ্গি এ যেন বিষের মতন। সে যে বিবাহ করেছিল সে কি তার সামাজিক পরিণতি, না ইন্দ্রিয়ের গতি ও আসক্তি? সে কি তার আত্মার বিস্তৃতি না অবাধ গতি? যেখানে স্বামী ও স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, সেখানে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। স্ত্রীর স্বাধীনতা স্বামীর স্বাধীনতার প্রশ্ন ওঠে। যেখানে, যে ধর্ম্মে ও কর্ম্মের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী এক সেখানে তো স্বাধীনতা অধীনতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে শক্তিমান হবে সেই সংসারের কর্ত্তা হবে, এই তো হিন্দুর সংসার। ভালবেসে মানুষ সবই হারিয়ে ফেলে সে কি তার শাস্তি না শান্তি? মানুষ যেখানে ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় নেয়, তাকেই সম্বল করে অন্নদাতা সাজে, সেখানে

যে ছেলে মেয়ে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হবে এত খুবই স্বাভাবিক। আমরা যখন আমাদের ব্যক্তিগত সুখের জন্য, স্বার্থের জন্য, অপরকে এ জগতে টেনে আনি তার দুঃখ কষ্টের জন্য কি আমরাই দায়ী নই? আমাদের কি অধিকার আছে নিজের ক্ষুদ্র সুখের জন্য অপরকে এ জগতে সেই সুখের জন্য টেনে আনতে, দুঃখের বশীভূত করতে। সংসারের যেটুকু খাঁটি অশান্তি সেটুকু সোনায় সোহাগার মত মিশে যায়, গর্ভ যাতনার মত উবিয়ে যায়, কিন্তু যে অশান্তি মানুষের ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত, যে অশান্তি আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করি, পরোক্ষে ও অপরোক্ষে তার উপশম হয় না। নারী যেখানে পুরুষের দুর্ব্বলতার আশ্রয় নিয়ে বড় হতে চায় সেখানে সে আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। জীবনের পথের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বিনয়ের মনের পাতায় ফুটে উঠতে লাগল। কাঁচা মালের মত নারীর সওদা করে যারা প্রেমের কারখানায় ফিরে আসেন, কই সে ভাবে সে তো তার স্ত্রীকে কোন দিন ও ভালবাসেনি। তাকে যারা কাঁচা মালের মত ব্যবহার করে আনন্দ পান সে তো তা চায়নি। স্ত্রীকে সে ভালবাসে এই কি তবে দুঃখ। এই ভালবাসা কি তবে তার দুর্ব্বলতা? নতুবা তার স্ত্রী সেখানে এত শক্তি কি করে সঞ্চয় করলে? যে তাকেও পদদলিত করে চলে যেতে চায়? মার কথা বাবার কথা তার মনে পড়ে, তার চোখ দুটি ছল ছল করে ওঠে। তাদের বাটীর সমস্ত ছবি খানাই তার মানস পটে ভেসে ওঠে। আমার বলতে জগতে কি আর কিছু নেই শুধু ঐ স্ত্রী? না এতো ভুল। স্ত্রী স্বামীর জন্য পুড়ে মরেছে সত্য, সে তো কামনা বনের কুসুম মাত্র। কিন্তু মা! পুত্রের জন্য মাতৃত্বের বেদনা সে কি কম। অসতী স্ত্রী, স্বামীহন্তা স্ত্রীর তো জগতে একটা ব্যবহার আছে, পরিচয় আছে। কিন্তু মা! স্ত্রী যায় আসে কিন্তু মা?

শশুরের পত্রও সে পেয়েছে। তার পিতার সম্বন্ধে অভিযোগপূর্ণ সেই বৃহৎ গবেষণাজনক বহুবিধ তত্ত্বপূর্ণ দরখাস্তখানি পুত্রের এজলাসে

পাঠিয়ে কি তিনি ভুল করেন নি! আমাদের সংসারের সতন্ত্রতা, নিজস্বতাকে ধ্বংস করতে তিনি এত ব্যস্ত কেন। স্ত্রীর জন্য সে চিঠি খানা টেবিলের পরে রেখে দেয়। কিন্তু মায়া সে চিঠি পড়ে যেন আরও বিব্রত হয়ে পড়েছিল। সে বেশ লক্ষ্য করে দেখেছে যে মায়ার আচারে ব্যবহারে মায়া যেন অনুভব করতে পেরেছে সে যেন একটা কিছু অন্যায় করেছে। তাই বোধ হয় মায়া সেদিন বলে ফেলেছিল 'বাবার শরীরটা ভাল না। আবোলতাবোল যা লিখেছেন সেজন্য তুমি কিছু মনে করো না। ওর সব তাতে বাড়াবাড়ি'। বিনয় কিছুই বলেনি শুধু স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে মুখখানি ঘৃনায় ফিরিয়ে নিয়েছিল। কয়দিন পরে শাশুড়ীর এক পত্রে সে বুঝতে পেরেছিল যে মায়া অনুতপ্ত।

মানুষের সুখের আজ সমস্তটুকুই প্রায় অর্থ গ্রাস করে বসেছে। শুধু দখল করে ছেড়ে দেয়নি। অর্থই কি তবে সুখ? বাহ্য দৃষ্টিতে অর্থের পরিচয় খুব বড় আকার ধারণ করলেও সে তো সুখের আসবাব মাত্র, প্রাণহীন। অর্থের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, কলহ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে সে কি ভাল? অর্থের চোখে যারা জগতকে দেখেন, বিচার করেন, অর্থের অভিনয়েই যারা সন্তুষ্ট হন, সেখানে সরলতা নেই, আছে শুধু জটিলতা। যে বৃক্ষ বড় তার বুকের তলে ছোট ছোট বৃক্ষের স্থান আছে। ঘাসেরা বুক উচু করে দাড়ায় তাই তার বুকের তলে কিছুই জন্মগ্রহণ করে না। সেটুকু গরু ছাগলেই মুড়ে খায়। মানুষের ঔদ্ধত্যের পরিণাম ও তথইবচ। কোন ভাগ্যবানের হাতে পড়ে দুর্ব্বা রূপে সে দেবালয়ের ডালি সাজালেও তার ইতিহাস বড় সুবিধার নয়। প্রেম প্রতিমার মত, তার স্বাধীনতা পূজারীর স্বাধীনতা। প্রেমের পূজারীর বেশ খুলে যারা সাধকের বেশ পরেন তারা তো সন্ন্যাসী। দৈহিক স্বাধীনতার চেয়ে মানসিক স্বাধীনতার মূল্যই বেশী। সেই বেশী উপাদেয়। যে দেশ এবং যে জাতির জন্ম ও কর্ম্ম অপরের স্বাধীনতার অন্তরায় তাদের স্বাধীনতা সে কি স্বাধীনতা? প্রকৃতি যাকে

স্বাধীনতা দেননি, যে দেশ যে জাতি এবং যে সমাজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী সে কি স্বাধীন? স্বাধীনতা ও অধীনতা সুখ ও দুঃখের মত জড়িত। এ ওকে ছেড়ে থাকতে পারেনা। স্বাধীনতা হয়তো ক্ষেত্র বিশেষে অধীনতার একটি সংযত ভাব। সে মানুষেব হৃদয়ের একটি বিশিষ্ট কৃষ্টি ভাগ মাত্র। অধীনতা স্বাভাবিক সত্তা কিন্তু পরাধীনতা ভয়াবহ ও অস্বাভাবিক। স্বাধীনতা মানুষ কিন্তু অধীনতা তার বসন ভুষণ ও সভ্যতা। স্বাধীনতা ফুল অধীনতা তার দল। স্বাধীনতা মুখের হাসি অধীনতা চোখের জল।

ধর্ম্ম যেদিন ব্যক্তি বিশিষ্টের প্রশ্ন হয়ে ওঠে, সমাজ যেদিন ব্যক্তি বিশিষ্টকে লক্ষ্য করে চলে সে ধর্ম্ম ও সে সমাজ পড়ে যায়। হিন্দুর ধর্ম্ম তাই ব্যক্তি বিশিষ্টের ধর্ম্ম নয় সমষ্টির জন্মভূমি ব্যষ্টির মিলন মঞ্চ। হিন্দুর সমাজে বাঁধন আছে, যেহেতু সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতার রঙ্গমঞ্চ নয়, কি স্বাধীনতার ক্রীড়া ক্ষেত্রও নয়। এই বাঁধন হিন্দুর রূপ ও অলঙ্কার। এই বন্ধন হিন্দু যদি বস্ত্রালঙ্কারের মত ব্যবহার না করে, মানুষের মত পরিচিত না করে, অবিচার অত্যাচার ও ব্যভিচারে ভরে তোলে সে বড় দুঃখের। হিন্দুব সমাজে বাঁধন আছে যেহেতু সে উলঙ্গ নয়। এবং সেই সমাজের চাবিকাটি মেয়েদের আঁচলের কোণেই লক্ষ্য হয়। শত শত বৎসরের পরিশ্রমের ফল সরূপ এই যে বন্ধন, এর ভিত্তি ঈশ্বরকে নিয়ে, একত্বকে নিয়ে, তোমার আমার হস্তস্পর্শের অনেক বাহিরে। তাই আমাদের কর্ম্মধারার মধ্যে ব্যক্তি বিশিষ্টকে লক্ষ্য হলেও সে যেন সমষ্টির প্রেরণা ও উদ্ভব। প্রেম এই কর্ম্ম সত্বার উৎস মাত্র। স্বাধীনতা বড় গভীর কিন্তু অধীনতা বড় তরল। দুঃখকে যেমন মানুষ সুখ মনে করে অধীনতাও আজ স্বাধীনতার নামে চলেছে। হিন্দু ধর্ম্মান্তর চায় না, প্রতিমা পূজা করে, এ কেন? এ কি হিন্দুর স্বাধীনতা না অধীনতা! এ কি জগতের সামঞ্জস্য এবং মঙ্গল নয়? হিন্দুর ধর্ম্ম ব্যক্তিত্বের ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ নয়, সে শত শত ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন

করে সমষ্টির সমালোচনা ও গবেষণা মাত্র। সে ব্যক্তিগত আলোচনা হলেও সমষ্টির প্রেরণা মাত্র। হিন্দুর ধর্ম্ম অটোক্রেটিক নয় ডেমোক্রেটিক, তাই সেখানে সব কিছু লক্ষ্য হয়? শীব দুর্গা হবি গাছের ফুল বনের পাতা সবই আছে? বৃক্ষ লতা পাহাড় পর্ব্বত সকলের মাঝেই হিন্দু তার সত্যকে খুজে পেয়েছে, তার অনুভূতি এনেছে, এবং সেইটুকুকে, সেই উজ্জল স্মৃতিকে পূজার বেদীতে বসিয়ে আরাধনা করে চলেছে? জ্ঞানকে যখন আমরা পূজা করি মূর্খ দেখবে যে সে মানুষ, কিন্তু বুদ্ধিমান দেখতে পাবেন যে সে জ্ঞানী। দেহ নয়, দেহের মধ্যস্থ জ্ঞান কুণ্ডলী। হিন্দুর ধর্ম্ম তার কীর্ত্তি নয় প্রতিষ্ঠা মাত্র। ধর্ম্ম জগতে সে সকলকেই গ্রহণ করেছে, সকলের মাঝ দিয়েই সে তার ধর্ম্মকে খুজে নিয়েছে। সে শুধু পূজিত হতে চায়নি পূজা করেছে। হিন্দু প্রতিমাকে আবাহন করে কিন্তু বিসজ্জনও দেয়। যারা আবাহনকে জড়িয়ে ধরে বিসজ্জনকে ভুলে যান তারা ভুল করেন। নারী এই ধর্ম্মের রক্ষাকেন্দ্র ও ব্যূহ বিশেষ। এই ব্যূহ ভেদ করা সহজ নয়? মাটিই প্রতিমা গড়ে এবং মাটিতেই প্রতিমা ফিরে আসে, ও মিশে যায়।

হঠাৎ বাইরের দরজাটা খুলে যেতেই বিনয় ফিরে দেখলে মায়া। সঙ্গে নকু। তরুর ছোট ভাই নকু ছুটে এসে বিনয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে 'কেমন আছ বিনয়দা? গ্রামে ত যাওই না?' অপ্রতিভভাবে বিনয় বলে উঠলে 'কবে এসেছিস'?

'পরশু'।

মায়া খোকাকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে। সে পুত্রকে লক্ষ্য করে বিনয়কে দেখিয়ে বললে 'যাও নকুর মত পায়ের ধুলো নাও গে। প্রণাম করে এস'। খোকা যেন লজ্জায় মায়ের পা জড়িয়ে ধরে দাড়িয়ে রইল। মাকে ছাড়তে চাইলে না। 'ছি দুষ্টু ছেলে। লোককে দেখে শিখতে হয়। যাও বলছি।' শিশু বাপের মুখের দিকে চেয়ে লজ্জায় মায়ের পা জড়িয়ে ধরে কাপড়ের মধ্যে মুখ লুকোলে।

'তবে রে দুষ্টু ছেলে' মায়ের কণ্ঠে ভৎসনা ফুটে বেরোল, মায়া ডান হাতখানি দিয়ে খোকাকে দেখিয়ে দেখিয়ে স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলে। খোকা মাকে দেখে ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে মায়ের মুখের পানে চাইতে চাইতে হাত বাড়িয়ে বাপের পা টেনে ধরল।

'হয়েছে' বিনয় হাসতে হাসতে কোলে তুলে নিলে। মায়া নকুকে এক গ্লাস জল ও কিছু খাবার এনে খেতে দিল। সে স্বামীর দিকে চেয়ে নম্রভাবেই বললে 'কিছু খাবে! শুধুতো দেখছি এক কাপ চা দিয়েছে মাত্র। চাকর বেটা হয়েছে একটি উজবুক' ?

'দাও কিছু' বিনয় উত্তর করলে।

'তোদের বাড়ির সব ভাল' ? বিনয়ের কথার উত্তরে নকু খেতে খেতে মাথা নাড়লে 'হ্যাঁ'।

'তোর কোন ক্লাস এবার' ?

'ফোরথ ক্লাস'। নকু খাদ্য বস্তুগুলি কোন রকমে গলাদ্ধকরণ ক'রে আমি আসি বিনয়দা বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

মায়া স্বামীর জন্য একটা আসন পেতে এক গ্লাস জল সাজিয়ে খাবার এনে দিলে।

'আর একটা আসন দাওতো দেখি' বিনয় স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললে।

'না ওকে আর কিছু খেতে দিতে হবে না'। মায়ার কণ্ঠে স্নিগ্ধতা ছিল।

অগত্যা পকেট থেকে রুমালখানি টেনে বের করে বিনয় খোকাকে তার পরে বসিয়ে দিলে। সে নিজে খেতে খেতে তার মুখেও কিছু পুরে দিতে লাগল। মায়া সামনে বসে পড়ল। সে মাথানত করেই ছিল। হঠাৎ মাথাটা একটু উচু করে তুলে সে স্বামীর দিকে চেয়ে বলে উঠল 'দেখ আমি একটা অন্যায় করেছি। আমায় তুমি ক্ষমা করবে বল'। কথাটুকু

যেন স্বাভাবিক নয়! চলন্ত ট্রেনের মত মায়ার মুখ থেকে বেরিয়ে এল ও চলে গেল। বিনয় আর একটু হলেই হয়তো চাপাই পড়তো কিন্তু বেঁচে গিয়েছে। সে গম্ভীর ভাবে স্ত্রীকে বললে 'কি হল আবার'? রসগোল্লা একটি মুখে পুরে দিতে দিতে সে স্ত্রীর পানে চাইলে। মায়া মাথা নিচু করেই বললে 'তরুর মার মুখে সব শুনলাম। আমার বড় অন্যায় হয়েছিল টাকাটা না পাঠিয়ে। পাস বই থেকে তুলে সামান্য কয়টি টাকা পাঠিয়ে দিলেই হত। কাকিমা বলছিলেন যে বিমল তার পড়ার বই বিক্রি করে কিছুটাকা সংগ্রহ করে এবং বাকি টাকা হেড মাষ্টার মহাশয় দিয়ে দেওয়ায় সে পরীক্ষা দিতে পায়। তোমার পিতার অসুখে অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে সহর থেকে ডাক্তারয়াদি আনতে। রাস্তায় গরুর গাড়িকে পাস কাটিয়ে যেতে যেয়ে সাইকেল থেকে পড়ে যান। পায়ে খুব আঘাত লাগে, সে জন্য কলেও বড় বেরোতে পারতেন না। তার পরে এই অর্থ চিন্তা। আমি খুব অন্যায় করেছি বল আমায় ক্ষমা করেছ। বল খোকার মুখের দিকে চেয়ে বল? আমি আজ হয়তো তোমার আর স্ত্রী নই সে অধিকার হারিয়ে ফেলেছি। আমি আজ এই শিশুর মাতা বল তাকে ক্ষমা করেছ'। মায়া হাত বাড়িয়ে খোকাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। তার চোখ দুটি জলে ভরা।

বিনয় এর জন্য আদোই প্রস্তুত ছিলনা। অভিমানী মায়া যে এ ভাবে গলে পড়বে সে ভাবতে পারে নাই। সে ধীরে ধীরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মায়ার কথার উত্তরে বললে 'মানুষের ক্ষমার মূল্য খুবই কম। সে সহজেই পাওয়া যায়। তার জন্য তুমি চিন্তা করোনা। কেননা সেটি অনেকটা সামাজিক ও ভদ্রতার অঙ্গ হয়ে পড়েছে। তুমি যদি নিজেকে ক্ষমা করতে পেরে থাক, যেন সেই হল প্রকৃত ক্ষমা। নিজেকে ক্ষমা করা বড় কঠিন। অপরাধের বহ্নি রাবনের চিতার মত সে সর্ব্বদাই জলতে থাকে। তার উলঙ্গতা ঢাকবার জন্য আমরা অপরের ক্ষমার আবরণ খুজে বেড়াই

মাত্র'। বিনয়ের কথা শেষ হতে না হতেই মায়া বলে উঠল 'সে আমি কোনদিন ও পারবনা'।

'এ ভুল। তুমি পারবে। তবে যতদিন অভিমান, ও অহঙ্কার, অজ্ঞান বড় হয়ে থাকবে ততদিন নয়। ক্ষমার আদর্শ দুর্ব্বলের আদর্শ নয়; সে শক্তির আদর্শ। আমি আজ অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শক্তিহীন তবুও যেন তোমাকে অনেক আগেই ক্ষমা করেছি: ক্ষমা বাস্তবের জন্মভূমি সে কল্পনার মেষশাবক নয়? আমি তোমায় ক্ষমা করেছি বললেই তুমি যে তার অধিকারী হবে এটুকু ভুল'। মায়া স্বামীর কথার কোন উত্তর করলেনা। সে মুখ নিচু করেই ছিল। খোকার মুখখানি ধুইয়ে দিয়ে মুছে দিতে লাগল। বিনয় পুনরায় বলতে লাগল 'সংসারে যদি শান্তি চাও মায়া তবে তার গোড়ায় আঘাত করতে যেওনা সে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বৃক্ষের মূলে আঘাত করে ডালপালা নিয়ে বাস করা যায় না। কেউ সুখী হয় না। মানসিক শান্তি আসে না। যদি প্রকৃতই ঘর বেঁধে বাস করতে চাও ঝড় ঝঞ্জার হাত হতে, তবে তার ভিত্তিকে দৃঢ় রেখ। সে শুধু তুমি নও, আমি নই, সে আমাদের জীবনের ধর্ম্ম সমাজ ও কর্ত্তব্য'।

খোকার মুখে একটি চুম্বন দিয়ে মায়া হাসতে হাসতে বলল 'এ বেচারী যদি কোন দোষ করে, সেজন্য ওকে যদি বল তুমি নিজে নিজেকে ক্ষমা করতে তবেই হয়েছে। হয়তো পেরে উঠবেনা ওর দোষ তো তুমি আমিই ক্ষমা করব—ছেলে মেয়েই যে সব সময়ে দোষ করে এবং মা বাপ যে সর্ব্বদোষ মুক্ত এতো তুমি বলতে পারনা'।

'দোষ সবাই করে, তবে তার লঘুত্ব গুরুত্ব অনুসারে কতকগুলি দোষের ক্ষমা চাইতে হয়না সে স্বভাবের মত প্রকৃতির মধ্যে কাজ করতে থাকে, ক্ষমা এসে পড়ে। আর কতকগুলি দোষ আছে যার অপরাধ একটু গুরু, তার জন্য ক্ষমার ব্যাবস্থা করতে হয়, সাজ সরঞ্জাম জোগাড় করতে হয়। মূর্খতাও সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। জাতির পিতৃত্বের মাতৃত্বের মধ্যে যে

নেই এ আমি বিশ্বাস করিনা। মূর্খ পিতামাতার বোঝা বইতে যেয়েই সমাজ বিপন্ন হয়ে পড়ে। পিতৃত্বের মাতৃত্বের পরিচয় যখন পশুত্বে পরিণত হয় সে কি ভাল? পিতৃত্ব কি মাতৃত্ব যখন অর্থের বিনিময় গ্রহণ করে সে কি মঙ্গলের? অর্থ না থাকলে মেয়েরা মাতৃত্ব গ্রহণে অস্বীকার করে এ তো সুবিধার নয়। জীবনটা যখন শুধু অর্থ নৈতিক চর্চ্চাই হয়ে পড়ে সে জীবনের মূল্য তো খুবই কমে আসে। অর্থ বস্তুটি মানুষের একটি উপাধির মতন ছিল, কিন্তু আজ ব্যাধি বিশেষ হয়ে পড়েছে। মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকে যখন অর্থের তুলাদণ্ডে ওজন করে চলি সে হিতকারক নয়। একটি কথা সব সময়ে মনে রেখ তুমি যা তোমার পেটের ছেলের কাছ হতে চাওনা, আশা করোনা, সে ব্যবহার অপরের সঙ্গে করতে যেওনা। আজ যদি তুমি অপরের পিতা মাতাকে দুঃখ দাও একদিন সে দুঃখ তোমার ঘরে আসবেই'।

'তুমি বাবাকে চিঠি লিখে দাওনা বিমল এখানে থেকেই কলেজে পড়বে'।

'সে সম্বন্ধে মাধব কাকার সঙ্গে কথা হয়েছে কিন্তু বাবার তা মত নয়'।

'শুধু শুধি খরচ বাড়বে। আর হয়তো শেষে দিতে হবে তোমাকেই'।

'উপায় কি' বিনয় হতাশভাবে চেয়ে রইল।

'পূজোর ছুটিতে গ্রামেই চল' মায়ার চক্ষে মিনতি ভরা।

'তুমি তো পাটনায় লিখে বসে আছ'।

'সে আমি লিখে দেব। দেখ বিমল যদি কোথায়ও থাকে, কি ওদের ওখানেই ওঠে সেটা কি ভাল দেখাবে। তরু এলে একশত কথা শুনিয়ে ছাড়বে। দেখেছ তো কি রকম বকাটে মেয়ে। পরের কথা কেন শুনতে যাব। তার চেয়ে তুমি লিখেই দেখনা'।

'সে হবার নয়। তুমি বাবাকে চেনো না। মাধব কাকা ওদের

ওখানে রাখতে চেয়েছিলেন, তাতে বাবা নাকি ঐ কথাই বলেছেন ভাল দেখায় না, বিশেষতঃ বিনু কলকাতায় আছে, বড় দৃষ্টি কটুর হবে, গ্রামে কথা উঠবে'।

'তবে কোথায় থেকে পড়বে'?

'শুনছি কলেজ হোষ্টেলে উঠবে'।

'খরচ তো দিতে হবে তোমাকে'।

'না' কথাটি বিনয় খুব আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলে।

'একটু ছাই লিখতেও পারবে না'।

'তুমি কি করে জানলে যে আমি সে সম্বন্ধে চেষ্টা না করে বসে আছি। বাবা আমাকে অপমান করতে চান না বলেই হোষ্টেলে রাখছেন। মাধব কাকা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার কথার উত্তরে তিনি নাকি বলেছেন; যে সংসারে একটিকে হারিয়েছি, সেখানে অপরটিকে রাখতে পারব না। নিজেকে নিজে আর অপমান করতে পারব না মাধব বলতে বলতে তিনি নাকি কেঁদে ফেলেছিলেন'।

'কোন কলেজে পড়বে'।

'কিছুই ঠিক হয়নি'।

'প্রেসিডেন্সিতে পড়বে নিশ্চয়'।

'খরচ খুবই বেশী, সম্ভব নয়'।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্ত্তা চলছে এমন সময় বাইরে মটোরের শব্দ শোনা গেল। মায়া উঠে পড়ল, এবং আগ্রহভরে বাহিরের ঘরের জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। বিনয় শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে আসতে দেখে উঠে পড়ল এবং এগিয়ে যেয়ে প্রণাম করলে।

'একটা জরুরী কাজে কলকাতায় আসতে হল। তোমার শ্বাশুড়ী শুনলে না, বললে মা কালীর দর্শনটা তো হবে, তাই বাধ্য হয়ে নিয়ে এলাম। তা কেমন আছ তোমরা'?

'ভালই আছি' বিনয় খুব ছোট ক'রে উচ্চারণ করলে। আগন্তুকদ্বয়কে আসতে দেখে সে যে বিশেষ আনন্দিত এ বোধ হল না। তবে তার মনের প্রকৃত ভাবকে সে ঢেকে রাখতে লাগল। দাদামহাশয় নাতিকে তুলে নিয়ে 'বেটা যেন একটু রোগা হয়ে পড়েছে' বলেই নিজের স্ত্রীর পানে চাইলেন।

'তাইতো লাগছে' দিদিমার কণ্ঠে বেরিয়ে এল।

শ্বশুর শ্বাশুড়ীর আগমনের পর বাটীর আবহাওয়া যেন বদলে গেল। দু তিন দিন বাপে মেয়েয় খুব পরামর্শ চলতে লাগল, মাঝে মাঝে তার শ্বাশুড়ীকেও সে যোগ দিতে দেখলে। কিন্তু সে কোন উচ্চবাচ্চা করলে না। বিনয় খুবই অস্বস্থি বোধ করে, তার পক্ষে অনেক বিষয় অসহ্য হয়ে ওঠে, অথচ উপায় নেই, ওরা অতিথি, এ তার বাটী এই বোধই তাকে আরও বিপন্ন করে তোলে দুর্ব্বলতাকে জড়িয়ে ধরে। কয়েকদিন পরে সে দেখলে শ্বশুরের নজরটা তার পরেই পড়ল। অনেক কথাই উঠতে লাগল। স্ত্রীর ব্যবহারে সে মর্ম্মাহত হলো। সে ভাবলে এই মায়াই নাকি কয়েকদিন আগে তার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল! শ্বাশুড়ীকে প্রায় নিরব দর্শকের ভূমিকায় সে পায়। দিনের পর-দিন অনেক কথা কাটাকাটি চলতে লাগল। বিনয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যেয়ে দেখলে অপারগ। সে শেষে নিজেকে ছেড়ে দিলে। সে যেন আজ স্রোতের ফুল হয়ে পড়ল। এ সুযোগ অপর পক্ষ গ্রহণ করলে। ধীরে ধীরে পর পর এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটল যার মাঝ দিয়ে বিনয় চেয়ে দেখলে, পিতা মাতার সঙ্গে তার ব্যবধানটি বেশ সুদৃঢ় ও দীর্ঘতর হল।

১৭

বাবা মা চলে যাওয়ার পর মায়া স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করলে। উহাদের আগমনে সে প্রথমটা খুব সন্তুষ্ট হলেও শেষের দিকটা যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সে দেখলে স্বামী যেন আজকাল প্রাণহীন। সজিবতা কি সবুজতার চিহ্ন তার মধ্যে আর যেন একটুও নেই। বৃদ্ধত্বের কোটায় পা দিয়ে মানুষ যেমন ধীর ও গম্ভীর হয়ে চলে বিনয় যেন ঠিক সেই রকম একটা কিছু হয়ে পড়েছে। স্বামীকে সে যেন হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু কোথায় হারিয়েছে এ বোধ তার নেই। ঝড়ের পরে বৃক্ষ যেমন দাঁড়িয়ে থাকে স্বামী যেন আজ তাই। নারীর অভিমানে ভরা তার মনখানির মধ্যে সে বড় অস্বস্থি বোধ করে। সে দুঃখ পায়। সে যথেষ্ট চেষ্টা করে স্বামীকে যৌবন ঢেলে প্রাণবন্ত করে তুলতে, পারে না, লজ্জিত হয়। সে মনে করে এত বেহায়া তো সে ছিল না। সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। সময়ে সময়ে সে ভাবে 'সে কি আজ বিধবা'? এবং পর মুহূর্ত্তে জল জ্যান্ত স্বামীকে বেঁচে থাকতে দেখে সে শিউরে ওঠে। সে হয় স্বান্তনা-হীন। স্বামীর কাছে কোন কিছুতেই আজ তার সাড়া নেই। তার ভালমন্দের প্রশ্ন কেউ আজ তোলে না। কাঠের পুতুলের মত বিনয় যেন তার কর্ত্তব্য পালন করে যায়, নিরবে ও নিরস হয়ে। আগে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেও সে যেন আনন্দ পেত যেহেতু তার প্রাণ ছিল। আর আজ এ কি? ঝগড়া করে জয় হলে আনন্দের বেদনায় তার বুকখানি ভরে যেত। সেটুকু আজ কোথায়? বীরত্ব সে তো শক্তিমানকে নিয়ে, দুর্ব্বল প্রাণ-হীনকে পরাভব করে বীরত্বের বড়াই তো মুর্খতা। তার দোষ ধরবার লোক নেই, কেউ তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে না, এ তার শাস্তি হলেও

যে মস্ত বড় অশান্তির সৃষ্টি করেছে! সে কি করেছে যে তার স্বামী তাকে এভাবে সাজা দিতে চায়। তার জীবনটাকে নষ্ট করতে চায়। যৌবনের কলহাস্যে মুখরিত জীবনের কত কথাই তার মনে পড়ে, কত স্বপ্নের শিহরনে সে কেঁপে ওঠে। অথচ কোন উপায় সে খুজে পায় না। দিনে তুবার করে কাপড় বদলে, বাস্ক উজাড় করে ভাল ভাল কাপড় জামা পরে সাজলেও, রুজ পমেটম স্নো মাখলেও সে দেখে স্বামীর ক্ষীন কণ্ঠের হাসির মাঝ দিয়ে কোন সাড়াই আসেনা।

সংসারের কোন খবরই বিনয় আজকাল রাখেনা। কাউকে পত্রাদিও সে বড় লিখে না। সংসারের ভাল মন্দের ঝগড়াও সে করতে যায় না। মাসের প্রথম দিকে সংসার খরচের বাবদ কিছু টাকা স্ত্রীর হাতে দিয়েই সে যেন নিষ্কৃতি পায়। অনেক সময় শ্লীপে লিখে টাকাগুলি সে মায়ার টেবিলের পর রেখে দেয় 'তোমার সংসারের মাসিক খরচ বাবদ'। এ কটি কথা, যেন মায়াকে আরও বিব্রত করে তোলে। সে ভাবে স্বামীর কাছ হতে টাকা সে নেবে না। কিন্তু উপায় কি। নিজে উপোস করে থাকলেও, পেটের ছেলেটাত পারবে না। পাটনায় লিখবে, কিন্তু ভয় পায়, ফল হয়তো আরও মন্দের দিকে যেয়ে পড়বে। সংসারের অভাব অভিযোগের দিকে বিনয়ের দৃষ্টি একটুও নেই। মায়া সময় সময় বলতে গেলে বিনয় শুনেই যায় হাঁ কি না কিছুই বলেনা। শুধু একটি কথা সে শুনতে শুনতে একঘেয়ে হয়ে পড়েছে তার কানে 'যা ভাল বোঝ কর'। মায়া যেন তা আর শুনতে চায় না। কেন সংসার কি শুধু তার। সে কেন তার জন্য একলা খেটে মরবে, মাথা ঘামাবে। অভিমানে ভরা বুকখানির দিকে চেয়ে তার চোখতুটি ছলছল করে উঠে। মায়া স্বামীকে কোন কিছু বললে, বাটীর চাকর বাকরের মত সে সেইটুকুই করে আসে। সে সম্বন্ধে সে কোন কিছুই চর্চ্চা করে না। আগে স্বামী কত মুখর হত। সে আজ প্রাণহীন মেসিনের মত এ বড় দৃশ্যকটুর। মাঝে মাঝে

সময় পেলে খোকাকে নিয়ে স্বামীকে একটু হাস্যবান ও মুখর হতে দেখলেও সেখানে তার আবির্ভাবে সেটুকুও লোপ পায়, এবং সে খুবই ক্ষণিক। বিনয়ের সমস্ত কাজই আজ খুব সীমাবদ্ধ।

নিজের রূপ সম্বন্ধে মায়ার ধারণা চিরকালই খুব গভীর। যৌবনের পরে প্রভুত্ব করতেই সে যে জন্মগ্রহণ করেছে এ বোধ তার মধ্যে সুপরিস্ফুট। পুরুষ নারীর বুকে মাথা গুজে সব ভুলতে বাধ্য এই যেন তার সত্য। যৌবনের পরিবেশন করে সে সকলকেই সন্তুষ্ট করতে পারে এই ছিল তার দৃঢ়তা। নারীর জন্যই পুরুষ এসেছে, নারীকে ভালবেসে সে ধন্য হয় কৃতার্থ হয়। নারীই পুরুষের জীবন। যৌবন সে তো নারী। তার থেকে কিয়ৎ অংশ যে পুরুষের মধ্যে আছে সে তো নারীর জন্য। যত বড় পুরুষই হক না কেন নারীর রূপ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে যেতে কেউ পারে না, তার রসের ক্ষুধা খাদ্য ক্ষুধার চেয়েও প্রবল। শাস্ত্রে যে সমস্ত নারীহীন পুরুষের উল্লেখ আছে তার কাছে সে কাহিনী মাত্র। যৌবনের ভাষা নারীর বুকেই গুমরে গুমরে ওঠে পুরুষ তো তার জন্য পাগল হবেই। নারীকে পুরুষ গ্রহণ করতে বাধ্য। পুরুষ যদি নারীকে ভালবাসতে না চায়, ভাল না বাসে, তার জন্য নারী দুঃখিত নয়, দুঃখ হয় শুধু পুরুষের জন্য। উত্থাল তরঙ্গময় সমুদ্রে মানুষ যদি নৌকায় না চড়ে, পাটনীর সাহায্য না নিয়ে সাঁতার দিয়ে পার হতে যায় সে যেমন দুঃখের, এও ঠিক সেইরূপ। জীবনের সমুদ্রে পুরুষ যদি রমণী রূপ তরণী গ্রহণ না করে সে তো ডুবে মরে। নারীর প্রেম সমুদ্রে যে ডুবুরীর মত নেমে না যায় সে তো রত্নহীন। নারীর যৌবনের দরজা খুলে ঘরে এসে ও পুরুষ যে এভাবে চলতে পারে তার ধারণাই ছিল না। একদিন নয় দুইদিন নয় মাসের পর মাস এভাবে কাটানো তো তার পক্ষে অসম্ভব। গত জীবনের সমস্ত কাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়ে কে সেখানে ক্ষনিকের নাট্যশালা গড়ে তুললে। স্বামী যদি আজ তাকে তিরস্কার করে সেই তো তার আনন্দ হবে। স্বামী তার সঙ্গে আজ ঝগড়া করেনা, কথা

কাটাকাটি করে না এ তো দুঃখের। মানুষ যখন মানুষকে ভালবাসে সেই তার দোষ ত্রুটির উপর নজর দেয়। পিতা মাতাই পুত্রকে শাসন করেন। মান অভিমান সে যে সংসারের মনের কোটায় ধোপার কাজটুকু করে। পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে মায়া ভাবে ঐ মুখপোড়াই আমার মুখ পুড়িয়েছে। আমাকে আমার যৌবন হতে বঞ্চিত করেছে। নইলে পুরুষ হয়তো এতটা নিরব হতে পারত না।

মায়া অনেকদিন স্বামীকে বলে দেখেছে 'আজকাল তোমার কি হয়েছে একটা কথাও বলতে চাও না'। তার উত্তরে বিনয় শুধু পাস কাটিয়ে যায়। স্ত্রীর বাধ্যবাধকতায় সে হাসতে থাকে এবং ড্রয়ার হতে একখানি গহনার ক্যাটালগ বের করে স্ত্রীকে এটা সেটা দেখিয়ে, কিছু গড়িয়ে দেবে বলে। মায়া সন্তুষ্ট হলেও লজ্জা পায়। মায়া অনুভব করে অন্তরে অন্তরে যে মেসিনের মত স্বামীর ভালবাসা নিয়ে তৃপ্তি আসেনা।

সংসার কেটে যায়। কিন্তু শুধু তার কর্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা তো খুব সুখের নয়। কান্না আছে বলেই হাসির কদর আছে, হাসি কান্নার মিশ্রনেই তো জীবন। হাসি কি কান্না এর কোনটাকেই বাদ দিলে জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। পরিমিত কান্না ও পরিমিত হাসি, এই তো জগতের রূপ। মানুষ যখন অপরিমিত কাঁদে ও হাসে সে সুখী নয়। কর্ত্তব্য তো নিরস' তার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্বের হাসি কান্নার স্রোত যতক্ষণ না এসে মিশবে ততক্ষণ সে প্রাণহীন। তার এমন সুখের সংসারে কে বাদ সাধল। সে ভাবে পাটনায় চলে যাবে। কিন্তু ভয় পায়। সে হয়তো ফিরে এসে আর স্বামীকে পাবেনা।

মা কালীর দরজায় সে মাথা খোটে জোড়া পাঁঠার লোভ দেখিয়ে ফিরে আসে কিন্তু স্বামী যেন আর ফেরেনা।

মাধব বাবু একদিন কি ব্যাপারে বিনয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মায়া পাসের ঘর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতে পেয়েছিল বিনয় বলছে

"বিয়ে করেছি তার একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে, সে তো আমায় করতে হবে"। মায়া কেঁপে ওঠে। সেই কি তবে স্বামীর সব ব্যাথার মুলে। সে কি করেছে। স্বামীও যেমন গুরুজন তার পিতা মাতাও তো সেইরূপ। তাদের সে তো ফেলতে পারে না। গ্রাম্য স্বামী অশিক্ষিত স্বামী এ প্রবোধ নিতে যেয়েও সে দেখেছে মনের অস্থিরতা কমেনা। মাধব বাবু চলে যেতেই মায়া ঘরে ঢুকে স্বামীকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল কি সই করে দিলে একবার পড়েও দেখলে না। যদি হ্যাণ্ডনোট সই করিয়ে নিয়ে থাকে? বেশ লোক তুমি। এত গণ্ডগোলের মধ্যে আর একটা গণ্ডগোল না বাধিয়ে ছাড়বে না। বিশ্বাস আছে। লোকে সব করতে পারে'।

বিনয় খুবই বিরক্ত হয় এবং বলে উঠলে 'এ সই কি অফিসে বসেও করতে পারতাম না। তোমার লাভ ভিন্ন লোকসান এতে কিছুই নেই। ইনসিওরের টাকাটা মার নামে ছিল তোমার নামে করে দিলাম, মরে গেলেও যেন একটা শান্তি পাই। সেখানে যেন তোমার লাভ লোকসানের হিসাব আমার পিছু না নেয়'।

'অত কি করে জানব' মায়া মুখ বেঁকিয়ে নেয়। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে 'তোমার মা তো মত দিয়েছে'।

'সই করে তো দিয়েছেন দেখতে পেয়েছি'।

'আর কেউ তো করেনি। ভাল করে দেখেছ তো'।

'করলেও। ও টাকার জন্য মায়ের অদৃষ্টে যত দুঃখই থাক তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসবে না।

'আজকাল তোমার সঙ্গে কথা বলাই দায়। সব কথায় তুমি বেকা সুর ধরবে'। মায়ার রুষ্ট কণ্ঠে ফুটে বেরোল।

'ছাড়তে কি পারো না। তুমিও বাঁচ আমিও বাঁচি'।

মায়া অভিমান ভরে যাবার সময় বলতে বলতে যায়' 'যার যত ভাল করবে এ সংসারে সেই তত মন্দ করবে'।

মায়া রাগের মাথায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যাবার পথে খোকাকে জল ঘাটতে দেখে তার গালে ও পিটে দুই তিন চড় দিয়ে বলে উঠল 'জল ঘাটা হচ্ছে মুখপোড়া কোথাকার। জ্বরে পড়, আমি ভুগে মরি। এক-জনের ঠ্যালায় বাড়ীতে পা রাখবার জো নেই, আর তুমিও আমার পোদে লাগতে শিখেছ। তোমরা আমায় শেষ না করে ছাড়বে না'।

খোকা কেঁদে উঠল। মায়ের মুখে চোখে ক্রোধের রেখায় পুনরায় শ্রুত হল 'ফের, চুপ কর বলছি। নতুবা হয়েছে কি'। খোকার কান্না থামলে না। মায়া বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

খোকা কাঁদতে কাঁদতে হামগুড়ি দিতে দিতে বাপের পা ধরে এসে উঠে দাঁড়াল।

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে 'খেয়েছ'।

বাপের কথায় খোকা মাত্র মাথা নাড়লে।

নূতন একটা জামা হাতে করে এনে ঝি কর্ত্তার পানে চাইলে, এবং খোকাকে পরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

১৮

বিমল কলকাতায় এসেছে। সে আজ কলেজে পড়ে। পিতা ও মাতার বিরহ তার মনখানি জুড়ে। গ্রামের কথা যতই তার মনে পড়ে, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মা এখন কি করছেন, বাবা কি করছেন এ সর্ব্বদাই তার মনকে বিচলিত করে। এই যে প্রচ্ছন্ন বেদনা, এ গলে যায় এবং স্রোতে ভেসে ওঠে, গ্রামের কথা, পাড়ার কথা, পাড়ার ছেলে মেয়ের কথা, গয়লা বুড়ী, বোষ্টমি বুড়ী, শ্রীরামের মা, মুগলি গাই, নূতন পুকুরে চ্যান ঘোসেদের দীঘিতে মাছ ধরা, বিম্মির বাগে আম কুড়ানো, খেয়া ঘাটের

দৃশ্য সমস্তই তার স্মৃতির পথে সিনেমার মত ফুটে ওঠে ও সরে যায়। আজকের বৈকালের খেলায় কারা জিতল বোসপাড়া না ঘোসপাড়া এ জানবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়। গ্রামে কি কারো অসুখ করেছে, কারো কি বিয়ে হচ্ছে এ সব চিন্তা তার মাথায় ঢুকে পড়ে বেরোতে চায় না। পটলি কি করছে, চপলার পড়া কে বলে দিচ্ছে, চাটুর্য্যেদের নূতন বৌয়ের চিঠিখানা কে পোষ্ট করে, কে খাম কিনে এনে দেয়, বলটুদের বাড়ীর সব কেমন আছে সে সর্ব্বদাই জানতে চায়। রবিবারের ধর্ম্মবাসরে সন্ধ্যার পর মেয়েদের কে রামায়ণ পড়ে শুনায়, ঠানদিদি কেমন আছে, মেলায় এবার কাদের দলের যাত্রা হবে ইত্যাদি বহুবিধ ব্যাপারে সে তার মনকে মুক্তি দিতে পারেনা।

এই বেদনার বোঝা নিয়েই সে কলেজে যাতায়াত করে। এর চঞ্চলতাও খুব বেশী। ক্লাসের শেষের দিকে এক কোণে সে বসে। আলাপ পরিচয় তার কারো সঙ্গেই হয়নি বিশেষ। পুস্তকাদি এখনও সে সব কিনতে পারেনি। গ্রাম থেকে চেয়েচিন্তে দুচারখানা বই সে যা এনেছিল তাই তার বর্ত্তমান সম্বল।

কলিকাতার সঙ্গে বিমলের কোন পরিচয়ই ছিলনা। তাই তার আবহাওয়া অনেকটা তার কাছে বাঁধ বাঁধ ও নূতন লাগে। এখানে কোন সংস্কারের বড়াই নেই তবে লড়াই আছে। ভাত খেয়ে সে কটা কুলি করলে, পায়খানায় যেয়ে হাত পা ধুলে কিনা, মার মতন তার সঙ্গে এখানে কেহই ঝগড়া করতে আসেনা। দেশের সমস্ত সভ্যতাকে আমরা যখন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে টেনে এনে খাঁচায় পুরতে চাই, আলো বাতাসকে সরিয়ে ফেলে বিজলি বাতি জ্বেলে দি, সেখানে সভ্যতার ভিড় জমে, বাজার বসে, কিন্তু সভ্যতা থাকেনা। এই যে সীমাবহুল পরিচয় এই কলিকাতার সভ্যতা। এর রূপ আছে কিন্তু রস নেই। কাপড়ের গাঁটের মতন কলিকাতার সভ্যতা কেউ পরতে পারেনা। কাপড় মানুষে পরে। গাঁটের

আমদানি রপ্তানি চলে মাত্র। এই যে গাঁটের সভ্যতা এ ব্যবসায়ীর সভ্যতা মানুষের সভ্যতা নয়। দোকানদার যেমন বসে থাকে বিক্রির জন্য, এ সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে মানুষকে বঞ্চিত লাঞ্ছিত করতে। এখানে কেরানীর একটা আধিপত্য আছে, মুড়ি মুড়কির মত সে সুস্বাদু কিন্তু অল্পতেই মুসড়ে পড়ে। অর্থের মূলধন নিয়ে যারা জীবনে নামে তারা হ'লেন পূজিপতি, কিন্তু দেহকে মূলধন করে, যারা বাচতে চায় তারাই তো কেরানী। অর্থাৎ এরা দেহের ব্যাবসা করে বললে হয়তো ভুল হবে, দেহকে ভাঙ্গিয়ে ভাঙ্গিয়ে খায়। কলকাতায় সবই যেন একটু অসরল। বিশেষতঃ যাহারা কলকাতা থেকে গ্রামে আসে, এবং গ্রাম থেকে কলকাতায় আসে, এদের অসরলতা আরও বেশী। সরলতা ও সহজতা এখানে মুর্খতা ও অচল। আঁকা বাঁকা পথের পরে সর্পের মত এরা ঘুরে বেড়ায়, সুযোগ পেলেই ফোঁস করে ও ছোবল মারে। জীহ্বার মধুরত্ব এখানে খুবই বেশী তবে গলাধঃকরণ হয় না। মানুষ এখানে ভদ্র সাজতে চায় এই এখানের সমাজ। পল্লীর দুঃখ দৈন্যে কলহের নগ্নতা আছে। তারা শত্রুর মাথায় বাড়ি দেয় কিন্তু বিষ দেয় না। পল্লীর সর্ব্বত্রই আছে পুরুষের বেষ্টনী সহরে নারী। সহরে সমাজ নেই, শৃঙ্খলতা নেই, আছে খানিকটা এলোমেলো ভাব। মা বোনকে নষ্ট হতে দেখলে পল্লির লোক বেঁকে দাঁড়ায় মারতে ওঠে, এখানে সে অতি সুখাদ্য, এবং এতদূর উপাদেয় যে কোলের ছেলেটার থেকে অশিতি বর্ষের বৃদ্ধের আসরে সে দেবভোগ্য প্রসাদের মত বিতরিত হয়।

বিমল মার মুখে শুনেছে কলিকাতায় দক্ষিণ অঞ্চলের লোক খুব বেশী। এরা বড় ধূর্ত্ত ও সয়তান। লোক লজ্জা ভয় এদের কিছুই নেই। চুরি ডাকাতী জালিয়াতিতে এরা পক্ক, ব্যভিচারের এরা গুরুমহাশয়, ধর্ম্মের এরা টিকিধারী পণ্ডিত, কর্ম্মের এরা জেলখানার আদর্শ, এদের লৌকিকতা খুব বড়, মুখ খুবই মিষ্ট, হৃদয়ে বিষে পরিপূর্ণ।

এখানে কল খুললেই জল, সুইচ টিপলেই বাতি তবুও যেন এ তার

ভাল লাগেনা। পুকুরের জলে স্নান নদীতে অবগাহন, এবং সূর্য্যের আলোয় ধৌত জীবন যেন এর চেয়ে অনেক ভাল। নদীর তীরে দাড়িয়ে যে মুক্ত হস্ত সে তো ঝাঁপিয়ে পড়ে, এবং যার মাথায় একমন সোনার বোঝা সে তো দিন গুনতে থাকে, খেয়ার আশে, পার হতে পারেনা। বিমল ছিল গ্রামের মুক্ত বিহঙ্গ, সহরের সোনার খাঁচায় তার প্রাণ অস্থির করে তোলে। সহরে নির্জ্জনতা নেই আছে কোলাহল। সভ্যতা নেই আছে সাজ সজ্জা ; ও আবর্জ্জনা। এখানের আচার ব্যাবহার সামাজিক নয় ব্যাবহারিক মাত্র। কলেজের প্রফেসারের দল সে যেন প্রাণহীন গ্রামোফনের মেসিন। এরা পল্লীর শিক্ষকের বংশিধ্বনি নয়। সহরে আছে শিক্ষার অজীর্ণতা এবং পল্লীতে আছে অশিক্ষার নগ্ন কোলাহল। সহরে শিক্ষার ব্যাবহার নেই আছে বিচার কিন্তু গ্রামে আছে কদাচার। সহরের উপরটা খুব চকচকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিন্তু ভিতরে ক্লেদ, গ্রামের উপরটা খুবই নোংরা ভিতরে মরচে ধরলেও ভয়ের কোন কারণ নেই। বেশ্যার মত সহরের পরিচয়, বেশ্যার মত সহরের অভিনয়। ঘরের বৌএর চেয়েও যারা বেশ্যাকে প্রিয় মনে করেন তারাই এখানে বাবু এই উপাধি-ভুক্ত। আইনের কেতাব খুলে যারা শিক্ষিত হতে চান, টেথিস্কোপ বুকে লাগিয়ে শিক্ষিত সাজেন, শ্লোকের আবৃত্তি নিয়ে যারা পণ্ডিত হন, এই যে সাহরিক শিক্ষা এ ব্যবসার নামান্তর। প্রকৃত শিক্ষা ব্যবসা কলুষিত নয়। সে ব্যবসার দ্বারা পরিচালিত হয়না, পরিচালিত করে। সহরের প্রেমে নোনতা বেশী, রঙ্গিন কাঁচের গেলাসের মত তার রূপ, এতটা বেশী সিদ্ধ হয়ে পড়ে যে রসবোধ থাকেনা ও তরলবৎ, পল্লীর প্রেম পানসে ও অসিদ্ধ। সহরের প্রেম আনে মস্তিষ্কের ব্যাধি আর পল্লীর প্রেম আনে পেটের রোগ।

পল্লীর বুকের পরে দাঁড়িয়ে থাকে সহর। পল্লীকে নিয়েই সহর। তার নিজস্ব কোন সত্ত্বা নেই। এই সাহরিক সভ্যতাই হলো পাশ্চ্যাত্যের

সভ্যতার একটি বিশিষ্ট অংশ। সহরের নিজস্ব কোন ভিত্তি নাই গতি নাই। সহর মনুষ্য জীবনের সঙ্গে চিরকালই আছে তবে ছিলনা তার মোহ। বর্ত্তমান সহরের সৃষ্টি হয়তো বিদেশী রাজনীতির একটি অধ্যায় বিশেষ। যেদিন সহরের গুরুত্ব বাড়ল গ্রামে এসে ঢুকল রোগ। পল্লীর দৃষ্টিতে সহর একটি খাঁচা বিশেষ, কারাগার। চিড়িয়াখানার যেমন একটা সৌন্দর্য্য আছে, সহরের সৌন্দর্য্যও তদরূপ। চীন দেশের মেয়েদের পায়ের মত এ সর্ব্বদাই মনকে সঙ্কুচিত করে আনে। দেশের সমস্ত সভ্যতাকে, শিক্ষাকে, শক্তিকে এ যেন করতলগত করবার একটি বিকট চেষ্টা! চার ফেলে সমস্ত পুকুরের মাছ যেমন জড় করবার ব্যাবস্থা আছে এ যেন ঠিক তাই। যারা দেশের দিকে না চেয়ে, গ্রামের দিকে না চেয়ে, বিদেশী সভ্যতা ও শাসনের মূল্য আনতে চান তারা ভুল করেন। গুটিকয়েক সহরের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশের পরিচয় অসম্ভব। যার সর্ব্বাঙ্গে ঘা, সে যদি শুধু মুখখানাকে ঘসে মেজে পরিষ্কার করে রাখতে চায় সে যেমন ভুল, এ ও তাই। ভারতের গ্রামে যে আসেনি বাস করেনি সে ভারতকে দেখেনি। সহর আজ ভারতীয় জীবনের বাগানবাড়ীর মতন, এখানে ফুল ফোটে, তার মৌমাছিরও অন্ত নেই তবে গন্ধহীন ও স্পর্শহীন।

সহুরে লোক পল্লীর লোককে বলে থাকেন চাষা। এরা হল পল্লীর কৃষক। চাষ বাস করে খায়। সহরের চাষা ও অফিসের কৃষক ও গ্রামের চাষা ও জমির কৃষকের মধ্যে প্রকৃত কোন ভেদ না থাকলেও মিল তো নেই। পল্লীর কৃষক লাঙ্গল চষে, সহরের কৃষক কলম চষে। গ্রামের চাষা রুগ্ন জীর্ণ ও মলিন, কিন্তু সহরের চাষা ফিনফিনে ফরসা ধুতি পরলেও আচারে ব্যাবহারে কথায় বার্ত্তায় এতদূর বিকৃত যে গন্ধ আসে। অনেক ক্ষেত্রে নাকে কানে কাপড় দিয়ে সরে যেতে হয়। পল্লীর চাষা তার বৌকে বলে 'ভাত বেড়ে দে' অফিসের চাষা তার স্ত্রীকে অনুরোধ করে, 'ঠাকুরকে বল ভাত বেড়ে দিতে'। স্ত্রীর জন্য একজন প্রাণ দেয়, অপরে

স্ত্রীর ইজ্জতকে ভাঙ্গিয়ে ভাঙ্গিয়ে পয়সা করে। গ্রামের কৃষক সে স্বদেশের কৃষক আর এই অফিসের কৃষক সে তো বিদেশের কৃষক। একজনের জমি তার মাতৃভূমি অপরের তার প্রভুভূমি। ক্লান্ত শরীরে অফিসের লাঙ্গল চষে সহরের চাষা যখন ফিরে আসে তখন শুয়ে বসে দেখে শুধু স্বপ্ন, পল্লীর কৃষক ঘুমিয়ে পড়ে। পল্লীর কৃষক রুগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ, যেখানে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরার অন্ত নেই। এ সব দৈহিক ব্যাধি। কিন্তু সহরের আছে মনের ব্যাধি। ব্লাডপ্রেসার, ডাইবেটিস, টিউবারকিউলিস্ এ সব দৈহিক ব্যাধিতেও সহর পরিপূর্ণ। গ্রামে আছে দরিদ্রতা, সহরে আছে বিলাসিতা ও দরিদ্রতা দুই। গ্রামের সঙ্গে নারিকেলের একটা সাদৃশ আছে। তবে গ্রামে এক ক্লাস লোক বাস করে, যাদের সহরের পরিচয় মামলা মকর্দ্দমার জন্য, এরা বড় ভীষণ। দো আঁশলার মতন এদের আচারে ব্যাবহারে ক্রুরতা ফুটে ওঠে।

সহরে অর্থ বস্তুটির প্রাধান্য খুবই বেশী। সে আরব্য উপন্যাসের মত কলগীতি ও কাহিনীতে পরিপূর্ণ। অর্থবান লোক সহরের নেতা, ক্রেতা, ও বিজেতা। গ্রামে আছে অর্থের তৃষ্ণা সহরে আছে ক্ষুধা। এই সহরের বুক থেকে এক শ্রেণীর লোক ফুটে বেরিয়েছে, যাদের আমরা নাম দিয়েছি কুলি। এরা রেলষ্টেশনে পথে ঘাটে, চট কলে কাপড়ের কলে ছড়িয়ে পড়ে। গরু, ঘোড়া যেমন সমাজের ভার বহন করে চলে নির্ব্বিবাদে তেমনি এরা বহন করে চলেছে অর্থের ভার। গরু ঘোড়ার প্রতিও আমরা সহানুভূতিপূর্ণ। তাদের জন্য রক্ষা সমিতি গঠন করেছি, কিন্তু কুলির জন্য কিছুই নেই। এদের না আছে স্বাস্থ্য না আছে শিক্ষা। এরা সভা সমিতি গড়তে গেলে হয়ে পড়ে ক্রিমিনাল। কিন্তু ব্যবসাপতিরা যে কত রকমে নিজেদের স্বার্থের জন্য সভা সমিতি গঠন করে চলেছেন সে সব হল মঙ্গলের চিহ্ন। ব্যাবসায়ির সভা সমিতির ফল যে কিভাবে দেশের ও দশের স্বার্থের প্রতিকূল এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল

ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেরিকা।` এই কুলিকে পরিচালিত করতে একদল শিক্ষিত কুলির সৃষ্টি হয়েছে যারা কেরানী নামে আখ্যাত। শ্বেত সভ্যতার এরাই হল প্রকৃত নমুনা ও বিশিষ্টতা। এ যেন একটি সর্ব্বরোগ নাশক মিকশ্চার। অল ক্লিয়ার সিগনালের মত এ সমাজের বুকে ফুটে উঠেছে। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কমিউনিজম, সোসালিজম, ফ্যাসিসিজমের এরা পণ্ডিত। এদের মুখ সর্ব্বদাই ব্যস্ত তবে হৃদয়ে কাজ একটুও নেই, যদি কিছু থাকে তবে সে পরচর্চ্চা ও অহমিকা। জ্ঞানের বাজারে এরা ঘুসো চিংড়ির খরিদ্দার হয়ে আসে। কার মেয়ে দিনে রাতে রোজ কতবার চ্যান করে, কার বৌ ছাদের কোন কোণে রোজ তার সাড়িখানা মেলে দিয়ে যায়, কবে সেটা কেনা হয়েছে কোন দোকান থেকে, এব তিথি নক্ষত্রেব পর্য্যন্ত তারা খোঁজ রাখে এইটুকুই তাদের শিক্ষার পবিচয় কার বোন বেরিয়ে গেছে, কার মা যাবে যাবে করছে, কে কার প্রেমে পড়েছে, পাড়ায় ডাষ্টবিনে যে ছেলেটি কি মেয়েটি পাওয়া গেছে সেটি পাড়ায় কোন মেয়েটি কি ছেলেটির মতন দেখতে এর চর্চ্চায় এরা সর্ব্বদাই মশগুল। চিড়িয়াখানায় না যেয়ে মানুষ যদি একটু কষ্ট করে পাড়ার চায়ের দোকানে, কি রকের বারান্দায় বসে, তবে তার দ্বিতীয় নমুনা দেখতে পাবে। জমিদার পুত্রের থেকে রাস্তার ঝাড়ুদারের ছেলে এখানে বসে গল্পলাপ করে, তার মধ্যে সমস্তই অশ্লিল। এদেরি দ্বিতীয় সংস্করন হল খেলার মাঠ, সিনেমার বাজার, নয়তো খুব সস্তা রাজনীতির চর্চ্চা। 'মুখেন মারিতং জগত' বাঙ্গালীর জীবনে বেশ পরিস্ফুট। বাঙ্গালীর সঙ্গে কথা বল বুঝতে পারবে না সে মাহাত্মা কি দেবাত্মা কিন্তু ব্যাবহার কর দুঃখ পাবে।

বিমল চেয়ে দেখে স্কুল কলেজকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই হয়েছে কেরানীর সৃষ্টি। এটুকু যেন তার সুতিকাগৃহ। শিক্ষার নামে এই যে দাসত্বের ঝুলি এই হয়েছে আজ বাঙ্গালীর সম্বল। পল্লীর গায়ে হাত দিলে ধুলো কাদা লাগে কিন্তু সহরের গায় হাত দিলে সক দেয়। টেবিলের

ফুলের মত সহরের রূপ। বাগানের ফুলের মত সে সন্ধ্যায় ঝরে পড়ে না সত্য, তবে তার গন্ধ ও মাধুর্য্যতে বিকৃতি আসে। আই, সি, এস, বি, সি, এস, স্বপ্ন বিভোর এই যে প্রাথমিক শিক্ষা, এর মূলেই আমরা হারিয়ে ফেলেছি দীক্ষার মূলমন্ত্র। এই আদর্শ নিয়ে জাতি বাঁচতে পারে না। আই, সি, এস, বি, সি, এস সম্বন্ধে বাঙ্গালী আজ একটু সতর্ক হলেও, তার জীবনে টান পড়লেও অন্যান্যের পক্ষে সে আজও বিরাট মোহ। আই, সি, এস এর ভূমিকায় যারা আজ বাঙ্গালীকে ঔদ্ধত্য দেখাতে চায় তারা জানে না বাঙ্গালীর কাছে সে নূতন নয়, ওর যা কিছু রস ছিল মধু ছিল সে হয়তো বাঙ্গালীই পেয়েছে এবং তার জ্বালায় সে আজ জর্জ্জরিত। নূতন কাক যখন বিষ্ঠায় মুখ দেয় তখন খাবলা খাবলা করে খায়। এই আই, সি, এস, বি, সি, এস প্রশ্ন অন্যান্যের পক্ষে আজ তাই। তারা যখন এইটুকু বাঙ্গালীকে দেখাতে আসে সে লজ্জা পায়। বাঙ্গালী একশত বৎসর ধরে আই, সি, এস বি, সি, এস প্রভৃতিকে নিয়ে সমগ্র ভারতে ব্যবহার করে কাজ তার জীর্ণবস্থায় হয়তো ফেলে দিতে চায় এবং তাই নিয়ে যারা বাঙ্গালীকে ঔদ্ধত্য দেখাতে আসে তাদের জীবনে ধিক্। আই, সি, এস, বি, সি, এস জন্য বাঙ্গালী আজ গর্ব্বিত নয় লজ্জিত। দাসত্বের ভূমিকায় দাসই সন্তুষ্ট হয়। আমাদের শিক্ষার স্থলে এই যে দাসত্ব এ বড় ভয়াবহ।

পশুর শিক্ষা তার প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করে, মানুষের শিক্ষা তার বিবেক বুদ্ধিকে নিয়োজিত করে। মানুষের শিক্ষার মধ্যে একটা সমন্বয় আছে, পশু তা রাখতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য যা শিক্ষার মন্দিররূপে ব্যাবহৃত হত সে আজ নাই।

১৭

মানুষের জীবন ফুলের মতন। ফুটে যায় পাপড়ি মেলে গন্ধ ঢালে ও ঝরে পড়ে। গন্ধের একটা তারতম্য আছে। অনেক ফুল গন্ধহীন অথচ দেখতে খুবই সুন্দর, নয়ন মুগ্ধকারী। গন্ধহীন ফুলের সৌন্দর্যেই মৌমাছি আকৃষ্ট হয়। যে ফুলের গন্ধ আছে, সে গন্ধকে ছড়িয়ে দিয়ে এক কোণে ফুটে ওঠে এবং গন্ধই তার প্রেমের বার্ত্তাবহ, তার প্রিয়কে টেনে ও ডেকে আনে। ফুলই ফুলকে ভালবাসে, প্রসবিত করে, মৌমাছি তার মিলন কেন্দ্র মাত্র। ফুলের রেণু ফুলান্তরে টেনে নেওয়াই তার কাজ। ফুলকে ছেড়ে ফুলকে প্রসবিত করবার কোন ক্ষমতাই মৌমাছির নাই। গন্ধহীন ফুলের রূপের একটা তীব্রতা আছে, কিন্তু গন্ধময় ফুলের রূপের একটা স্নিগ্ধতা আছে। উলঙ্গ নারী মূর্ত্তির পেছনে মানুষ দৃষ্টিহারা হয় আত্ম-হারা হয় না। আত্মাকে গ্রহণ করবার পাত্রই হইতেছে গুণ অর্থাৎ গন্ধ। একই মৌমাছি বিভিন্ন ফুলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেও যেন একটা তারতম্য আছে। সব মৌমাছি সব ফুলেই বসেনা। সব ফুলের গন্ধে সব মৌমাছিই প্রীত হয়না। যার গন্ধ ভাললাগে সে শুধু রূপ নিয়ে শান্তি পায় না। এবং সব ফুলের গন্ধেই যে প্রেম আছে এও সত্য নয়। গন্ধই প্রেম। যৌবনের ফুল ফুটলে জীবনের গন্ধ যতই ছড়িয়ে পড়ে ততই মানুষের মনের চাঞ্চল্য বাড়তে থাকে। এবং অনেকক্ষেত্রে এই চাঞ্চল্যের বোঝা বইতে যেয়ে আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ে ও ধ্বংস হয়। যৌবনের প্রথম দিকটা তাই বড় চঞ্চল। শেষের দিকেও চঞ্চলতা থাকলে গাম্ভীর্য্যের ঘোমটা থাকে বলে ধরা যায় না। পাকা চোরই পাকা সাধু হয়ে পড়ে। যুবকের যৌবন প্রীতি তার স্বাভাবিক অবস্থা, বর্ত্তমান, কিন্তু বার্দ্ধক্যের যৌবন প্রীতি

হয়তো অস্বাভাবিক, ভবিষ্যৎ। মানুষের জীবনে বিবাহ মৌমাছির কাজটুকু করে। সে নর ও নারীর প্রেমের বার্ত্তাবহ ও মিলনভূমি।

বৃক্ষের শাখা প্রশাখা হতে মূল পর্য্যন্ত যাদের প্রেমের পরিস্থিতি তারা একটী ভুল করেন। অর্থাৎ এদের প্রেম পুষ্পহীন। জীবনে প্রেম সর্ব্বদাই লক্ষ্য হয় তবে যৌবন তাকে দীক্ষিত করে, প্রেমের আসরে তার পরিচয় এনে দেয়, এবং এই দীক্ষার মূল মন্ত্রই হল বিবাহ। বিবাহ যৌবনের একটি শিক্ষার মূল। সুপুত্রের মাতা হওয়া অর্থাৎ সুমাতা এর চেয়ে সুখের বস্তু নারীর জীবনে কিছুই নেই। তার চরম ও পরম অধ্যায়। যৌবনের ধান্যক্ষেত্রে যারা বিজ বপন করে ফষল চাননা তাদের কথা সতন্ত্র। পুত্র কন্যার পরিবেশনেই নারীর যৌবনের মর্য্যাদা বাড়ে সাম্যতা আনে তার আক্রমন ভাগকে সংযত করে রক্ষণ ভাগকে দৃঢ় করে তোলে। যৌবন জীবন নয়। যৌবনকে কতকগুলি পর্য্যায়ের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়াই জীবন !

ছাত্রমহলে শুধু যৌবনের আলোচনা চলে বিশ্লেষণ নাই। যৌবন সম্বন্ধে বিমলের মনে একটা ধারনা জন্মেছে তবে তা নিয়ে চর্চ্চা করতে সে লজ্জা পায়! কুৎসিৎ ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি যেমন তার উল্লেক করতে চায়না, ইতস্ততঃ করে এ যেন তাই। বিমল চেয়ে থাকে, দেখতে পায়, এতো তার মনকে সবল করে না আরও দুর্ব্বল করে। সময়ে সময়ে তার মনে যৌবনের প্রাবল্য এলে, সে ভাবে আমার অসুখ তো করেনি? আমি তো রুগ্ন নই? আমার মস্তিষ্কে তো কোন ব্যাধি জন্মায়নি। সে নিজেকে যত সংযত করতে চায় ততই দেখে আবহাওয়া সেখানে বায়ু দান করে, এবং কামনা বাসনার লেলিহান মূর্ত্তি তাকে বড় বিব্রত করে তোলে। নারীর রূপ সে তো সমাজের রূপ, তার মধ্যে তো সমাজের পরিচয়ই জার্জ্জল্যমান। নারীর মুখে সমাজের দৃশ্য, বুকে সমাজের খাদ্য, চরণে সমাজের স্থিতি, হৃদয়ে সমাজের ভাষা। সমাজের বাহিরে যে নারী আছে সে তো রাক্ষসী।

নারীর যৌবন পুরুষের যৌবনকে জগতের সঙ্গে পরিচিত করে এবং পুরুষের যৌবন নারীর যৌবনকে জগতের সঙ্গে দীক্ষিত করে। নারী যৌবনের ক্ষেত্র, পুরুষ তার বীজ, সমাজ তার কৃষক, ধর্ম্ম তার লাঙ্গল, এবং কর্ম্ম এখানে বলদ বিশেষ।

সময়ে সময়ে নারী মুখর জগতের পানে চেয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। চলতে ভয় পায। অথচ সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা বড়ই কষ্টকর। ঢেউয়ের আঘাত তো আছেই ; তাকে যে সংযত করতে পারে তার পায়ের তলায় যখন জগতের বালি গুলি সরে যেতে লাগে সে দাঁড়াতে পারেনা, ভেসে যায়। যৌবনের তীরে দাঁড়িয়ে সে দেখে নারী ওপারের তীরে এসে জলে নেমেছে অথচ সে গামছা হাতে এপারের তীবে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে কালো নীল জলরাশি ঢেউয়ের মালা গলায় দিয়ে নাচতে নাচতে তাকে আমন্ত্রন জানিয়ে চলেছে। সমুদ্রে যেমন রত্ন আছে তেমনি হাঙ্গর কুমির ও আছে। যৌবন তো সমুদ্রের মত বিশাল। যৌবনেব এ তীরে দাড়িয়ে অপর তীরের তো লক্ষ্য হয়না। যৌবনের সমুদ্রেও হাঙ্গর কুমিরের অন্ত নেই। যৌবন সাগরে যে প্রেমের ডুবুরি সাজে সেই হয়তো রত্ন লাভ করে। বিমল ভাবে যৌবন তার, সে তাকে যে ভাবে খুসি ব্যবহাব করতে পারে। সে পুনরায় চেয়ে দেখে যৌবন তার নয়। কে যেন জন্মের পর বহুদিন ধরে তাকে লক্ষ্য করে আজ তাকে দিয়ে গিয়েছে। যৌবনের চেতনা নিয়ে যারা যৌবনকে জড়িয়ে ধরে তারা দুঃখ করে কষ্ট পায় এবং সাধনা আনতে ভুলে যায়।

বিবাহ মানুষ কি করে করে। দুদিন চারদিন দুই মাস চার মাস। দু বৎসর চার বৎসর নারী নিয়ে ঘর করা সম্ভব ; কিন্তু সারা জীবনট সেখানে কাটিয়ে দেওয়া তো যায় না। সে পারবে না। নারী যতই প্রবল হক সে আজ আর তার সারা জীবনের প্রশ্ন নয়। ক্ষণিকের ইতিহাস। সবাই বিয়ে করছে ঘর সংসার করছে তবে কি করে? বিবেকানন্দ

বলেছেন 'জগতের অধিকাংশ লোক পশু' এটুকু কেন সে ভুলে যাবে। যৌবনের খেয়া ঘাটে মানুষ আজ নিজের চেয়ে নিজের মালপত্রর পার করাতেই ব্যস্ত। দিন কেটে যায়। বিবেকানন্দ বলেছেন 'আপাতমধুর জড়বস্তুর চাকচিক্যে যাদের নয়ন ও মন মুগ্ধ, যারা সারা জীবনটাকে ভোজন পান ও সম্ভোগ রূপ দেবতার নিকট বলি দিয়েছে, কাঞ্চন ও ভূমিখণ্ডকেই অধিকারের চূড়ান্ত সীমা বলিয়া নির্ণয় করে এই সব লোক যদি ভারতে যায় তারা কি দেখবে জ্ঞান, আবর্জ্জনা কুসংস্কার দরিদ্রতা প্রবলভাবে তাণ্ডব নৃত্য করছে'। লোকে তাকে পাগল বলে, সে কি তবে পাগল? নারীরূপ স্নিগ্ধ সরোবরে সে সমাজের ঘাটে বসে অবগাহন চায় না সে কি তবে পাগল? বিবেকানন্দ তো বলেছেন 'বিষয় বস্তুকে যে উপেক্ষা করে, কামিনীকে কুজ্ঞান করে লোকে তাদের পাগল বলে আমার গুরুদেব এই ধরনের পাগল ছিলেন'। কিন্তু সে কি বিষয় চায় না। ভালভাবে পাস করবে, বড চাকরি করবে এই কি তার বিষয় নয়? তবে নারী কি আমাদের যৌবন রূপ ব্যাধির ঔষধ মাত্র। ডাক্তার কে? সে কি সমাজ?

বিমল মনে মনে বলে ওঠে নারী আজ বিবাহের আসবাব মাত্র, হয়তো একখানি ইজি চেয়ার। সে তো বিবাহ নয়। ক্লান্ত পুরুষ সেখানেই শান্তি খোঁজে। বিবাহের মধ্যে আছে রূপ, রস ও আত্মা। নারীর মধ্যে রূপের খোঁজ রসের খোঁজ অনেকেই করে তবে আত্মার খোঁজ কেউ করে না। বিবাহ জীবনের জন্মভূমি বধ্যভূমি না মৃত্যুভূমি? বিবাহ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে না মেরে ফেলে? সে চেয়ে দেখে বিবাহের ভূমিকায় তার দাদা তো যবনিকা টেনে চলে গিয়েছে। সে আজ জীবন্মৃত। দাদার পেছনে দাঁড়িয়ে তার মা বাবা, তাদের কত কষ্ট পরিশ্রম একি সব ভুয়ো? সে ভয় পায় শিউরে উঠে। আমি বিয়ে করব না করতে পারি না তার মনের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠতে থাকে। সে তার মাতা ও পিতাকে চেয়ে দেখে। সে দেখে কই পুতুলদার বৌ তো কত ভাল।

বিমল চিন্তায় মগ্ন। গভির রাত্র তার কানে এল ঘড়িতে বারোটা বাজছে। সে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে ঝড় বৃষ্টি সমভাবে চলছে। ঝড় ও বৃষ্টির এই যে জড়াজড়ি একি তবে নারী ও পুরুষ। সমস্ত জগতটাই কি প্রেমের একটা বিকাশ মাত্র। ঝড়ের প্রেম বৃক্ষের ডালপালা ভেঙ্গে ফল পুষ্প ছিঁড়ে পুরুষের মত তাকে উলঙ্গ করে চলে যায়। বৃষ্টির প্রেম পৃথিবীর বুকে প্রেমের স্রোত তোলে। ঝড়ই প্রথমে আসে এবং সেই আঘাতেই নেমে আসে বৃষ্টি। এই যে মিলন একি তবে প্রেম? নারীকে গ্রহণ করতে তার কোন আপত্তি নেই। সে নারীকে হয়তো ভালবাসে। কিন্তু নারীর সঙ্গে তার মান অভিমান, কামনা বাসনা, রোগ, শোক, আত্মীয় স্বজন এতো সুবিধার নয়। নারীর মধ্যে সে তো কোন খাদ্ চায় না। সে নারীকে সর্ব্বমুক্তরূপেই চায়। না পায় সে বিবাহ করিবে না। আজীবন কৌমার্য্যের বোঝা বহন করে সে সবার পেছনে পথ চলতে থাকবে।

২০

দাদাকে দেখতে বিমলের খুবই ইচ্ছা হয়। পথ চলতে সে চেয়ে থাকে কিন্তু দেখতে পায়নি। তার ঠিক সাহসও হয় না। ঠিকানা সে জানে তবে কোথায় কোনখানে সেটুকু সে জানেনা। কলিকাতা একটি বিরাট ব্যাপার এর মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট বাড়িকে খুঁজে নেওয়া সহজ হলেও তার পক্ষে কঠিন। ক্লাসের দুই একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করে সে তার একটি আন্দাজ পেয়েছিল মাত্র। একদিন একটি ছাত্র অপর একটি ছাত্রকে দেখিয়ে বিমলকে বললে 'এতো ওখানে থাকে, আপনার সঙ্গে বোধ হয় পরিচয় হয় নি'।

ছেলেটী বিমলকে জিজ্ঞাসা করলে 'কত নম্বরে যাবেন'।

বিমল একটু কাচুমাচু করে বললে 'নম্বরটা ঠিক স্মরণ নেই। কাল ভাল করে খোঁজ নিয়ে বলব। তারা সেখানে আছেন কিনা এরও তো কোন ঠিক নেই'।

ছেলেটির নাম বিজয়। একদিন কলেজের ফেরত তার সঙ্গে বেরিয়ে তাদের বাটীটি দেখে রাস্তাটা চিনে নিয়ে সে ফিরে এল। এর পর অনেক দিন দাদার বাটীর সামনের রাস্তা দিয়ে সে রুমালে মুখ ঢাকতে ঢাকতে চলে গিয়েছে কিন্তু দাদার দেখা পায় নাই। একদিন দাদার বাটীর পাশের খাবারের দোকানে বসে সে দেখলে দাদা অফিস থেকে ফিরে আসছে। বৌদিকে কি দাদার ছেলেকে দেখবার আশা সে ছাড়তে পারলে না। বিমলের দাদার বাটী বিজয়দের বাটীর লাগোয়া। বিজয়ের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলে ওদের সঙ্গে বেশ পরিচয় আছে। পিতাকে এ সম্বন্ধে সে কিছুই লেখেনি। তবে মায়ের পত্রে সে জানিয়ে দিয়েছে যে একদিন রাস্তায় দাদাকে দূর হতে দেখতে পেয়েছে। সে ভাল আছে। মাতা ভবতারিণী ভেবেছিলেন এক জায়গায় থাকলে দেখা সাক্ষাৎ হওয়াই সম্ভব, তাই তিনি মাঝে মাঝে পুত্রের পত্রে বিনয়ের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা জানতে চাইতেন।

বিজয়ের সঙ্গে বিমলের বেশ একটু ঘনিষ্টতা হয়েছে। উভয়েই প্রায়ই পাশাপাশি ক্লাসে বসে। তাদের মধ্যে অনেক কথাই হয়। বিমল দেখলে বিজয় লোকটা মন্দ নয় তবে বড় ফাজিল। বিজয় দেখলে বিমল ছেলে ভাল, সরল ও সৎ। বিজয়দের বাসায় যেতে আসতে কখন কখন সে দাদাকে দেখতে পায়। পড়াশুনার দিক দিয়ে বিমল যতটুকু পারে বিজয়কে সাহায্য করে। তার রাশিকৃত পুস্তকের লোভও সে ছাড়তে পারে না। সে প্রায়ই তাদের বাটীতে আসে এবং নিজে যে সমস্ত বই কিনতে পারেনি সেই সব বইয়ের সুযোগ সে গ্রহণ করে। বিমল লক্ষ্য করেছে বিজয় বড়লোকের ছেলে হলেও প্রত্যহ হেঁটে কলেজে আসে এবং যায়। বড়লোকের বাড়ি

একটু বাধবাধ লাগলেও ক্রমে ক্রমে গা সওয়া হয়ে গেল। প্রথম দিন তাদের বাটীতে ঢুকে মার্কেল পাথর ও সুন্দর সুন্দর গালিচা পাতা দেখে জুতো হাতে করতেই বিজয়ের মুখে হাসির রোলে নিজের ভুল শুধরে নিলে। সে বিজয়কে দেখলে এবং জুতো পায় দিয়েই হেঁটে চলল।

মটোর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী বিজয়দের আছে। সে সুযোগ তাদের বাটীর চাকর বাকরেও যতটুকু পায়, সে বাটীর ছেলে হয়েও তা পায় না। তারাও এক টাকার জিনিষ আনতে যেয়ে সময়ে গাড়ী চড়ে। কিন্তু হায় বিজয়ের অদৃষ্টে তা হয়ে ওঠে না। এর মূলে নাকি তার পিতা। জল খাবারের পয়সা সে পায় না। বাটী থেকে হয় চাকরে খাবার দিয়ে যায়, নয়তো আদেশ আছে যে সে বাটীতে এসে খাবে। পুস্তকের লিষ্ট করে দিলেই সে পেয়ে যায়। সে দিক দিয়ে তার পিতা খুবই সদয়। বিজয়ের মুখে সে শুনেছে তার পিতা বড় কঠিন। কিন্তু লোকটিকে দেখলে তা মনে হয়না। মাঝে মাঝে তিনি বিজয় ও বিমলকে ডেকে পড়াশুনা সম্বন্ধে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করেন, বায়োস্কোপে নিয়ে যান, বেড়াতে নিয়ে বেরোন। বিজয়ের মা বিজয়ের দরকারে অদরকারে অর্থ সাহায্য করতেন। পিতার সঙ্গে এ সম্বন্দে কথা তুলতে যেয়ে বিজয় শুনেছে 'ও সব বাঁদরামি আমি বেঁচে থাকতে চলবে না। আমি মরে গেলে যা খুশি করো দেখতে আসবোনা। তোমার যা দরকার আমি যখন নিজের থেকেই কিনে দিতে রাজী আছি তোমার কষ্ট করবার কি প্রয়োজন আছে। তোমার কি চাই আমায় জানতে দিতে আপত্তি কি থাকতে পারে'। বিজয় অভিমান ভরে বলে ওঠে 'আপনার জন্য আমার পজিসন রাখা দায় হয়েছে'।

হাস্য মুখে পিতা পুত্রকে সম্বোধন করে বলেন 'দশজন গরিবের ছেলে যে ভাবে মানুষ হয় তোমাকে আমি সেই ভাবে মানুষ করতে চাই, তবে দুঃখের মধ্যে তারা দু মুটো পেট ভরে খেতে পায় না, দুখানা বই কিনতে পারে না, সে সুযোগটা আমি তোমায় সম্পূর্ণই দিয়েছি। 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে

যদি পজিস্ন রাখতে পার আনন্দ হবে, নয়তো ছাঁদের পরে দাঁড়িয়ে পজিসনের চিৎকার করা ব্যায় বাহুল্য মাত্র'। তোমার বয়েসে আমায় ছয় মাইল হেটে এসে স্কুলে পড়তে হত, এবং সেই ভাবে ম্যাট্রিক পাস করি'।

অনুপায়ে বিজয় মাতার কাছে অনুযোগ করে। কিন্তু সে দেখেছে পিতার মুখের সামনে মাতা বেশী কিছু কইতে পারেন না। মাতা তাই তার সংসার খরচের মধ্য দিয়ে যতটা পারেন গোপনে তাকে তার অভাব মিটিয়ে দেন। মাঝে মাঝে পিতার চোখে এটুকু এড়ায়নি তাই তার মাকে শুনতে হয়েছে 'ছেলে যদি মানুষ না হয় আমায় যেন বলতে এসোনা। তোমার ছেলে নিয়ে আমায় ঘর করতে হবেনা। যতই পাপ করে থাকি সে সৌভাগ্য আছে। আমার দিন শেষ হয়েই আসছে। যৌবন এবং অর্থ এ বড় অনিষ্টকারক। যৌবনে অর্থ হাতে পেলে মানুষ নষ্ট হয়'। পিতার এই সব কঠোর উক্তির মধ্য দিয়ে সে দেখেছে মাতার চোখে জল। এর পর তাকে কিছুদিন তার মাতা কিছুই দিতে স্বীকার না করলেও পরে ভুলে যান, এবং সে যা চায় তাই পায়। বর্ষাকালে সে ওয়াটারপ্রুফ চাইলে পায় ছাতা। সে রাগ করে হারিয়ে ফেলে। শেষে দেখলে পিতার হুকুমে বছরে দুটোর বেশী ছাতা পাওয়া তার বন্ধ হয়ে গেল। মায়ের টাকায় সে ওয়াটারপ্রুফ কিনেছে তবে বাটীতে আনতে ভয় পায়। বিমলের ওখানে তাই রেখে আসে।

বিমল বিজয়কে ঠাট্টা করে বলে 'তোমার এ চোরাই মাল আমি রাখতে পারব না ভাই নিয়ে যেও দোহাই'।

বিজয় জলে ভিজে বাটীতে আসে, জ্বরে পড়ে, পিতা ডাক্তার ডাকেন, যথেষ্ট ঔষধপত্রে পয়সা খরচ করেন কিছু নিয়মধারা বদলায় না। মাতার অশ্রুপূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে তার পিতা বলে উঠেন 'তোমার ছেলে আমার শত্রু নয়, যদিও তুমি আজ তাই মনে করতে শিখেছ। যদি বেঁচে থাকে তবে বুঝবে যে তার পিতা তার কতখানি হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল? যা

সত্য তাকে গ্রহণ করতে চাই'।

বিমল বিজয়ের মুখে শুনেছে যে তার বিয়ের চেষ্টা চলছে। তার মা এ বিষয়ে অগ্রণী। কিন্তু পিতার বিশেষ মনোযোগ নেই। পিতা অনেক সময় বিরক্তকণ্ঠে তার মাতার কথার উত্তরে বলে থাকেন' বি, এ, টা পাস করতে দাও। ওই তো ছেলে, বিয়ে দিলে কি বি. এ, পাস করতে পারবে ভেবেছ। বৌ পেলে আর বইয়ের খোঁজও করবে না'।

কিন্তু মাতার এ মনোপুতঃ হয় না। তিনি সম্বন্ধ ঠিক করে মেয়ে দেখতে বললেই আজ না কাল, এখন বড় ব্যস্ত আছি, এই সব বলে পিতা পাস কাটিয়ে যান। মেয়ে দেখা আর হয় না। তার মা বড় ঘরের সম্বন্ধ আনেন, এবং পিতাকে বলেন যে 'ঘটকী বলছিল মেয়েব বিয়েতে এরা খুব খরচ করবে'। বিজয়ের পিতা হাত জোড় করে তার মাতাকে নির্দ্দেশ করে বলেন, 'দোহাই তোমার ঐ টাকার লোভ আর দেখিও না। আমি ছেলের বিয়ের দালালি করতে পারব না'। মাতা অভিমান ভরে চলে যান।

বিমল ভাবে লোকে কেন বিবাহ করে। বিবাহ না করলে তো কোন ক্ষতি নেই। সে বিজয়কে বলে ভাই বিয়ে করিসনে। সারা জীবনটা যদি মেয়েদের পোদের আর পেটের খোরাক দিতেই শেষ হয়ে যায়, সে জীবনের কি কোন মূল্য আছে'? বিজয় কোন উচ্চবাচ্চা করেনা। বিবাহকে বিমল খুব ভয় করে। ক্লাসের ছেলেদের মুখে সে সর্ব্বদাই শোনে মেয়েদের কথা। এ যেন তার পক্ষে এক বিরক্তিকর। বিমলের ধারণা মেয়েরা মায়া জানে, তাই দিয়ে তারা মানুষকে বিয়ে করতে বাধ্য করে, ও পশু করে তোলে। ভালবাসার আঁধারে ভালবাসা নেই। সে এই বিশাল জগতকে ছেড়ে ভালবাসার জন্য একটা মেয়ের কাছে হাত পাতবে এর চেয়ে মূর্খ্যতা আর কি হতে পারে। সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে 'ঠাকুর আমায় যেন বিয়ে করতে না হয়। রমণীরূপ কামকলঙ্কের হাত হতে আমায় তুমি রক্ষা কর'।

মানুষ কেন বিবাহ করে এ যেন তার কাছে একটি সমস্যা। মা আছেন বাবা আছেন, সে বড় হয়ে চাকরি বাকরী করবে, পিতা মাতার দুঃখ মোচন করবে, দেশের ও দশের উপকার করবে এই তো তার শান্তি। সে চায়না স্ত্রী পুত্রের মাঝে কয়েদীর জীবন যাপন করতে। সে চায় না জীবনের অসংলগ্নতা অশ্লীলতা আর বাড়াতে।

অথচ সে দেখে তারই আসে পাসে যে সব আবহাওয়া সবই নারীর রূপে রসে মুখরিত। তাদের ভাবা নারীর ভাষা, তাদের আশা নারীর আশা, নারীর ক্ষুধা ভরা তাদের কামনা বাসনা। নারী যেন পুরুষের সঙ্গে যুক্ত, দেহে দেহে, মনে, প্রাণে, আত্মায় আত্মায়। নারীহীন পুরুষ পুরুষহীন নারী এ যেন অসত্য। জন্ম গ্রহণের দিন হতেই মানুষের শিক্ষায় দীক্ষায় ধর্ম্মে কর্ম্মে মানুষ যেন বিবাহের জন্যই প্রস্তুত হয়ে চলে, বিবাহকে গড়ে তোলে। বিবাহ যেন প্রতিমার রূপ, সে প্রতিমা পূজার মত আসে ও চলে যেতে চায়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। সে আর নূতন করে আসবে কি। তবে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। আলো ব্যাতিরেকে যেমন প্রদীপ জ্বলেনা, নারী ব্যতিত পুরুষ যেন শান্তি পায়না। প্রদীপের আলোয় যেমন শিখা আছে পুত্র কন্যাও তেমনি। প্রদীপ নারী, তার আলোটি পুরুষ, এবং এদের মিলনে যে শিখাগুলি ফুটে ওঠে সেই যেন পুত্র কন্যা ইত্যাদি।

রাত্রে সে স্বপ্ন দেখে নারী তার পাসে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখখানি হাসি ভরা অথচ যেন হিংস্র। তার চোখে মুখে যেন রক্তের ক্ষুধা। তার বুক হতে আঁচল খসে যায়, মুখপোড়া হনুমানের মতন সে দৃশ্যে সে কেঁপে ওঠে। উলঙ্গিনী নারী মূর্ত্তির পানে চেয়ে সে ভয়ে মা মা বলে ডেকে ওঠে ও ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে উঠে পড়ে এবং হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসে। ড্রয়ার খুলে এক এক করে মায়ের সমস্ত পত্রগুলো পাঠ করতে থাকে। তার প্রতি ছত্রেই সে খুঁজে পায় 'ভাল ভাবে পড়াশুনা কর

দেখেছ তো তোমার পিতার কত কষ্ট। তোমরা বড় হয়ে তাকে সাহায্য করবে, নতুবা তিনি একলা আর কতদিন পেরে উঠবেন। অসৎ সঙ্গে মিশোনা। অসৎ কর্ম্ম করোনা। সর্ব্বদা সদাচারী হও। মনে রেখ ক্লাসের সব ছেলেই ভাল নয়। অনেক বদ ছেলে আছে তাদের সঙ্গে মিশোনা। অনেক বড় লোকের ছেলে হয়তো তোমাদের সঙ্গে পড়ে তাদের দূরে রাখতে চেষ্টা করবে। নতুবা কষ্ট পাবে। দরিদ্রের ঘরে ঘোড়া রোগের উদ্ভব হবে। মা করুণাময়ীর ছবি খানি রোজ একবার করে দেখবে। কোন সুবিধা অসুবিধা হলে, তোমার দোষ গুন অকপটে তোমার পিতাকে লিখতে ভুলোনা। জগতে ঐ একটি মানুষ তোমার সুখ দুঃখের সাথী। আর সবই ভুয়ো। তোমার মধ্যে যদি গুন থাকে যাকে তুমি বড় মনে কর তাকে সর্ব্বদাই সাবধানে রাখবে। বাক্সে টাকা রাখবার মত লুকিয়ে রাখবে, নতুবা চুরি হতে পারে, ডাকাতি হতে পারে। মানুষের গুণকে হরণ করবার জন্য, লুণ্ঠন করবার জন্য, দলে দলে লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাঁটকাটাদের মত, চোর দস্যুর মত এরা সর্ব্বত্রই চলমান। সমস্ত দিন রাত্রের মধ্যে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা একলা থাকতে চেষ্টা করবে, নির্জ্জনে থাকবে, দেখবে বড় হয়েও একলা থাকতে কষ্ট হবেনা। নিয়মিত ভাবে সন্ধ্যা আহ্নিক করতে ভুলোনা।

সমাজে মানুষের মধ্যেই হিংস্রাদি পশু বাস করে। এই পশুকে [illegible]ই বনের পশু বেঁচে আছে। মানুষের রক্তে হিংস্রতা আছে, তাই [প]শুতে মানুষ খায়, মানুষে পশু খায়। জীবনের বিনিময়েই তো জীবন। মানুষের রক্তে ও পশুর রক্তে বিশেষ কোন বিভিন্নতা না থাকলেও এক তো [illegible]? পশুর রক্তে আছে উন্মাদনা মানুষের রক্তে আছে চেতনা। এদের [সর্ব্ব]দাই দূরে দূরে রাখবে। এরা দৃশ্য বহুল। অনেকে এদের বহুদিন দেখতে ঘর পোষা পশুর মত মনে করেন, এ ভুল তুমি করোনা। [illegible]ন মানুষের পোষ মানে না। দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষার মত

সখ যেন তোমার না হয়। অনেকের রক্তে পশুর দুর্গন্ধ আছে। পশু শুধু খাঁচায় পোষ মানে। এদের স্পর্শ হৃদয় থেকে দুর করে দিও। মহামারীর বিভীষিকার মত এদের সংস্পর্শ হতে পিছিয়ে পড়তে চেষ্টা করবে। আমরা আজ দেহের ব্যাধির পিছনে অনেক টাকা পয়সা খরচ করি কিন্তু মনের ব্যাধির পিছনে কিছুই খরচ করতে চাইনা। স্কুল কলেজের দৈহিক শিক্ষা মানসিক শিক্ষাকে রুগ্ন ও জীর্ণ করে তুলেছে। এই পশু তুল্য ব্যক্তিকে চিনবে কি করে? এদের কার্য্য কলাপ দেখে। পশু মানুষ হলেও পশুর মত থাকতে বাধ্য হয়, পশুর মত খায়, চিন্তা করে, ও ঘুরে বেড়ায়। এরা সর্ব্বদাই অসৎ সঙ্গ করে, অশ্লীল ভাবে কথা বার্ত্তা বলে, ও তর্ক করে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এরা শুধু প্রশ্ন তোলে, নানান কথা বলে, কিন্তু মীমাংসা চায় না। এদের কথা শুনতে ভাল কিন্তু ফল বিষ। দেহ যেমন ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য এদের কথাও তেমনি কর্ণ উপভোগ্য। এরা অত্যন্ত তর্কবাগিস লোক, লোকের অপকার করতে ইতস্ততঃ করেনা। সংসার যাত্রা পশুর মত নির্ব্বাহ করে। এরা ধার্ম্মিক নয় তবে ধর্ম্মের সাজ সরঞ্জাম রাখে। অহঙ্কার বেশী। এদের ছদ্মবেশ অনেক। মানুষের ক্ষতি করতে এরা ছদ্মবেশে পটু। এদের সাধু সাজতেও বেশীক্ষন লাগেনা; চোর হতেও দেরি হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে এরা সাজ সজ্জায় ওস্তাদ। ইতরামি করাকে এরা ঠাট্টা ও ইয়ারকি মনে করে। অকথা কুকথা এদের সুস্বাদু। মিথ্যা কথা বলে।

তোমার দোষ হক, গুন হক, মিথ্যা কথা বলতে যেওনা। আমাদের জানতে দিও তুমি কোথায় ও কি ভাবে আছ এবং কি চাও। দেহের রোগের মত মানসিক ব্যাধিতে সতর্ক থাকবে। মনদুষ্ট লোকের সংস্পর্শে থেকোনা। সে বড় সংক্রামক। পাস করা ফেল করা সমস্তই ভগবানের হাত, তবে তুমি তোমার ছাত্রের কর্ত্তব্যে যেন অবহেলা করোনা! তুমি ছাত্র, জগতের যা শিক্ষণীয় তাই গ্রহণ করতে চেষ্টা করবে।

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে তোমার পিতা তোমায় যে সব বই পড়তে বলেছেন তা তো পাঠ করেছ? বাটিতে এলে হয়তো উনি সে সম্বন্ধে তোমায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন। সমস্ত কর্ম্মের মূলেই আছে শক্তি। ব্রহ্মচর্য্যই সেই শক্তির উৎস। তুমি যদি ব্রহ্মচারী হও দেখবে তোমার মেধা বাড়বে, সাহস বাড়বে, ও তোমার কর্ম্মের ক্ষেত্র ক্রমেই বেড়ে যাবে। শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তের অধিকারীই হল ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীই বিবাহের প্রশস্ত। বাটি ঘর তৈয়ারি করতে হলে যেমন টাকা জমিয়ে রাখতে হয়, তেমনি সংসার বাঁধতে গেলে ব্রহ্মচারীই হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শক্তিকে সঞ্চয় করতে হয়। সেই তো আনন্দ। ব্রহ্মচারীই সুখী হয় তার শান্তি আসে। ব্রহ্মচর্য্যের একটা বিশিষ্ট পরিচয়ই হল চরিত্রতা। যার চরিত্র আছে তার হয়তো সব আছে। চরিত্রবানতা ও ইন্দ্রিয় প্রিয়তা এক নয়। চরিত্রের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়ের যে উন্মিলন ও সম্মিলন সেই তো সংসার। বড় হয়ে যখন বিয়ে থা করবে দেখবে চরিত্রের মূল্য কত। তার আনন্দ তোমার এবং তোমার স্ত্রীর কাছে কত বেশী। ব্রহ্মচর্য্য চরিত্রকে দৃঢ় করে মনুষত্বকে গাঢ় করে। ব্রহ্মচর্য্যই ইন্দ্রিয়কে সতেজ সবল ও সচ্ছ করে। তোমাকেই ভাল বেসেছি এর প্রেরনা স্ত্রী পুরুষের জীবনে বড় মধুর। নারী সম্বন্ধে তোমার মনে একটু ভ্রান্ত ধারনা জন্মেছে সেটাকে এড়াতে চেষ্টা করো। তোমার বৌদির চোখে সকলকে দেখতে যেওনা। তোমার দাদার পরিচয়েই সমস্ত নারীর পরিচয় শেষ করে দিওনা। চিরকাল আমাকে দেখে এসেছ, এখন বড় হচ্ছ ক্রমেই দেখবে আমার বাইরেও তোমার মন নারীর খোঁজ করতে চাইবে। এর জন্য দুঃখিত হওনা। ভালভাবে যদি চিন্তা করে দেখ দেখবে সেখানেও তোমার মা আছে। তোমার মায়ের মাতৃত্ব আছে। এই মাতৃত্বের বেদনাই আমাদের সাধনা, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব। আমাকে ভুল করোনা, ভুলে যেওনা। আমাকে যেমন সম্মান কর ভালবাস, তাকেও সেই ভাবে সম্মান করো ভালবেস। প্রেম বলতে

পাপ করোনা। প্রেম বলতে ব্যাধিগ্রস্ত প্রলাপ বকোনা।

ব্রহ্মচর্য্যই আমাদের মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করে। চরিত্রতার প্রকাশ আনে এবং প্রেম তার প্রচার করে। তুমি ব্রহ্মচারী হও এই আমার আশীর্ব্বাদ। পিতামাতার একটা বিশিষ্ট পরিচয়ই সন্তান, সেটুকু যদি বড় ও সংযত হয় আমরাও বড় ও সংযত হব। সুপুত্রের মাতা হওয়া পেক্ষা নারীর জীবনে অলঙ্কার আর কিছুই নাই। অসংযত পুত্র কন্যার কর্ম্মফল পিতামাতাকেও ভোগ করতে হয়। সে তাদের পতিত করে লাঞ্ছিত করে সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত করে এ স্মরণ রেখ। জন্মগ্রহণ করবার পর যেদিন তুমি ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিজ্ঞা নিয়েছ সেই দিনই তুমি ব্রাহ্মণ হয়েছ এবং তোমাকে উপনয়ন দেওয়া হয়েছে।

আমি কলেজে পড়িনাই আজকালকার মেয়েদের মত শিক্ষিতা নই, বংশ পরম্পর সমাজের মধ্য দিয়ে মা ঠাকুরমার মুখে যেটুকু পেয়েছি, রামায়ণ মহাভারত থেকে যেটুকু সংগ্রহ করেছি তুমি সন্তান তাই তোমাকে না জানিয়ে পারিনা। জীবন কতটুকু এ মনে না করে জীবন কত বড় এই ভাবে দেখতে চেষ্টা কর; হয়তো শান্তি পাবে।

জীবনের পথে সর্ব্বদাই সাবধান হও। মানুষকে ছোট করে, ছোট দেখে, যারা আনন্দ পায় তারা নিজেরাই ছোট। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্বকে ভুলে যেয়ে ক্ষুদ্রত্বকে সম্বল করে, সঞ্চয় করে, দুঃখ পেওনা। খাদ্যের মধ্যে যেমন বিচার আছে ভালবাসার মধ্যেও তেমনি বিচার আছে। খাদ্য যেমন দেহের পক্ষে প্রয়োজন ভালবাসা তেমনি মনের পক্ষে দরকার।

মানুষ যখন পশুর মত ব্যাবহার করে, পশুর পরিচয় দেয়, তাকে পশু বলতে না যাওয়া হয়তো দুর্ব্বলতা। এবং সে হয়তো মিথ্যাকথা বলা হয়। অনেকের দেহ পশুর মত; অনেকের মন পশুর মত। যার কাছে পশুর মত ব্যবহার পাও তাকে পশুর মত স্বীকার করে নেওয়াই সভ্যতা। আদর্শচ্যুত হলে মানুষ মরেনা তবে সত্যচ্যুত হলে মানুষ বাঁচেনা।

সত্য সামঞ্জস্য। সূর্য্য ওঠে ডুবে যায়, চন্দ্র আসে চলে যায়, আকাশ বাতাস সবই যেন একটা সামঞ্জস্যের রূপ। রূপ রসকে সৃষ্টি করে। রূপের মিলনেই রসের প্রকাশ হয়। নারী নরকে ধারণ করে, নর নারীকে গ্রহণ করে। এর যে সত্বা সেই হল প্রেম। ব্রহ্মচর্য্য, রূপ রস ও প্রেমের মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্য আনে যা তোমাকে সত্যের পথে এগিয়ে দেবে, প্রেমকে উর্ব্বর করবে, এবং প্রাণকে প্রিয়ত্বের স্পর্শে ভরে তুলবে'।

২১

বাল্যের জ্যোৎস্নালোকে মানুষের মনে যে ফুল ফোটে যৌবনের প্রভাতে সে তার গন্ধ ঢালে, ছড়িয়ে পড়ে, ও ঝরে যেতে চায়। যৌবনের জন্ম হয়তো ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে আলোর জন্য পাগল হয়, এবং আলো পেলেই গ্রহণ করে, বিছিয়ে পড়ে ও লুটিয়ে যায়। প্রকাশকে বহন করেই যৌবনের যে বিকাশ সে সুন্দর ও মধুর। প্রেম যৌবনের আত্মা বিশেষ, তাকে ধৌত করে, সচ্ছ করে এবং ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে তাকে আহ্বান করে, গ্রহণ করে, বহন করে ও প্রদান করে। যৌবন চিরকালই আছে, তবে যৌবনে দেহ মনের পরে যৌবনের প্রভাব খুব বেশী। যৌবনের কৃচ্ছতা ও তুচ্ছতা প্রশংসার নয়। পুরুষ যৌবনের রূপ এবং নারী তার রস। এই রূপ ও রসের যে মিলন স্পর্শের আনন্দে ভরা তারই পরিচয়ে হল জীবন ও মরণ। সূর্য্য ডুবে গেলেও যেমন সন্ধ্যার অন্ধকারে মানুষ ডুবে যায়না, শেষ হয়না, তেমনি জীবন ডুবে গেলেও মরণের আঁধারে মানুষ হারিয়ে যায় কিন্তু বেঁচে থাকে। সংসারের পট পরিবর্ত্তন হয় দৃশ্য বদলায় কিন্তু অভিনয় চলে। যৌবন দেহকে অবলম্বন

করলেও মনকে কেন্দ্র করে। নাট্যশালায় বসে দর্শকেরা যেমন দেখতে পায় রাজায় রাজায় যুদ্ধ, রাণীতে রাণীতে কলহ, মানুষ মরলেও বেঁচে থাকে, রাজত্ব চলে গেলেও রাজত্ব যায়না তেমনি এ সংসার। যে রাজা সাজে সেই পুনরায় অভিনয়ের শেষে সাধারণ দর্শকের বেশে বেরিয়ে আসে, এ সংসারও তাই। ধনীর, মানীর, জ্ঞানীর, ও ধনের, মানের ও জ্ঞানের অভিমান ভেঙ্গে গেলে তারাও সাধারণের ভূমিকায় এসে পড়ে। মন দেহের কেন্দ্র সরূপ। মরণ জীবনের পরে একটা আবরণ এনে দিলেও, চোখের আড়াল করলেও মনের আড়াল করতে পাবেনা। মানুষ যেমন বিদেশে যায় মরণও হয়তো সেইরূপ। মানুষকে যেমন কারাগারে আটকে রাখা হয় মরণ ঠিক তাই। যৌবনের সঙ্গে অনেকের মন সুন্দর ও সুস্থ হয় কিন্তু অনেকে অসুস্থ ও রুগ্ন হয়ে পড়েন। দেহকে অবলম্বন করে যৌবনের যে ব্যবহার এর ছায়া পুরুষ কায়া নারী।

গান যেমন ছন্দে ঘেরা, তার সুর তান লয় আছে, এবং সুরকে কেন্দ্র করে থাকে কোন যন্ত্র তেমনি যৌবন। যৌবনকে কেন্দ্র করে দেহ যন্ত্রে আমরা যে জীবনের গান গাই, তার ভাষা নারী সুর পুরুষ। ভালবাসা গানের মতন ফুটে ওঠে। নারী রূপ বীণা যন্ত্রে আমরা যে ভালবাসার আঘাত করি তাতে গানের সৃষ্টি হয়, এবং এই গানের সঙ্গে অন্যান্যের, সুর তাল লয়ের সমন্নয় যত ভাল হবে ততই সে হয়ে ওঠে আনন্দকর। যৌবন দেহকে কেন্দ্র করে যন্ত্র রূপে ব্যবহাব করে। যৌবন সমুদ্রের স্রোত ভাগ নারী কিন্তু তার ঢেউ গুলো পুরুষের মত ভেসে বেড়ায়। যৌবন এক। তাকে ভাগ করা যায়না। যৌবনকে ভাগ করে যারা নারী ও পুরুষের মধ্যে বিতরণ করতে চান তারা ভুল করেন। একই ষ্টেজে যেমন রাজা রাণী ও প্রজার দর্শন মেলে ও অভিনয় চলে তেমনি যৌবন। সূর্য্য যেমন অখণ্ড, অথচ ঘরে ঘরে প্রদীপের শীখায় তার যে খণ্ডতা লক্ষ্য হয় সে কি এক নয়? হাত পা নাক মুখ কানের সমষ্টি যে মানুষ সে তো এক।

একই যৌবন ভাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবিম্বরূপ আমরা যে আনন্দের অন্বেষণ করি তার স্পর্শ নারী ও পুরুষের নামে আখ্যাত হলেও সে এক। তার সত্য এক। প্রকাশের বেদনা ভরা নারীর যে আনন্দ, এবং প্রকাশিত করবার যে আনন্দ তার মূলে একই সত্য নিহিত আছে। যৌবনে পুরুষ যেমন নারীময় জগতের পানে চেয়ে থমকে দাঁড়ায় ও চমকে ওঠে; নারীও তেমনি পুরুষময় বিশ্বের পানে চেয়ে গুমরে ওঠে। পুরুষের যৌবনের একটা তৃষ্ণা আছে কিন্তু নারীর আছে ক্ষুধা। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার একটা সমসত্বা থাকলেও দৃশ্যতঃ সে তো এক নয়। ক্ষুধার যেমন একটা তৃষ্ণা আছে, কিন্তু তৃষ্ণায় ক্ষুধা থাকলেও সে সর্ব্বদা লক্ষ্য হয়না। যৌবন পুরুষের দন্তভাগ কিন্তু নারীর জিহ্বাভাগ। দাঁত উঠবার সময় মানুষ যেমন অনুভব করে নারীর যৌবনের বৃন্তভাগ ও সেইরূপ। যুবকের যৌবনের চঞ্চলতা বেশী কিন্তু বৃদ্ধের মোহও সন্নিবেশ আছে। চঞ্চলতা পুরুষের যেমন দুর্ব্বলতা অচঞ্চলতা ও ঠিক তেমনি নারীর দুর্ব্বলতা। দৃষ্টি জগতে নারী চঞ্চল না হলেও স্পর্শ জগতে সে বড় চঞ্চল। অথচ ভোগ্য জগতে সে পুনরায় স্থীর ও সংযত হতে চায়। যেখানে চাপ বেশী সেখানে চঞ্চলতা কম। যে মাছ বড় সে গভীর জলেই বাস করে কিন্তু চুনো পুটিই ছটফট করে মরে। নারীর প্রেমের একটা গভিরতা আছে তাই সে অনেকটা অচঞ্চল কিন্তু পুরুষের আছে তরলতা। তরলতার একটা সচ্ছতা আছে। সে গতিময়। কিন্তু গভিরতার আছে উদারতা। যৌবনে পুরুষ যেমন এগিয়ে আসে ও পিছিয়ে যায়, নারী দাঁড়িয়ে পড়ে ও বসে যায়। নারী যৌবনকে তার মূলধন রূপে সমর্পন করে ও ব্যবহার করে। এ তার স্বভাব। কিন্তু পুরুষ সাজে দাতা ও গ্রহীতা। যৌবনকে কেন্দ্র করে গৃহস্ততা গড়ে ওঠে। যৌবনের ধর্ম্মশালায় তাই গৃহস্ত পান্থশালার অভিনয়ে মুগ্ধহয়। যৌবনের আনন্দ পুরুষের সীমাবদ্ধ কিন্তু নারীর তা নয়। নর নারীর মিলনে যদি প্রকৃত সমন্বয় থাকে তবে নারীই আনন্দময়ী। পুরুষের স্পর্শ ভরে নারী তার বক্ষে যে

আনন্দ পায় পুরুষের প্রেমানন্দের শেষ পরিনতি হয়তো দেহ আরতির সেইটুকুই মাত্র লাভ করে। আনন্দ নারীর দেহ ও মনে ছড়িয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে, জাগ্রত করে ও প্রসবিত করে, কিন্তু সে শুধু পুরুষকে স্পর্শ করে, তার হৃদয় বিশেষকে আন্দোলিত করে। যৌন আনন্দের অধিকারী নারী, পুরুষ তার অংশীদার মাত্র। রূপ অপেক্ষা রসের প্রীতিভাগ বেশী। জীবনের পথে পুরুষ চায় শান্তি কিন্তু নারী শান্তি চাইলেও জানে অশান্তিকে সে এড়াতে পারবেনা। যৌবনে নারী থাকলেও মনের শুন্যতা যায়না অথচ না থাকলেও পুর্ণতা আসেনা। এরই মূলে জন্ম নিয়েছে সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য।

যৌবন মাঝে মাঝে বিমলকে বড় জ্বালাতন করে। সে তার চিন্তা এড়িয়ে গেলেও দূর করতে পারেনা। সে প্রায়ই দমকা হাওয়ার মত, চোর ডাকাতের মত, মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে, ও ঐশ্বর্য্য হরণ করে নিয়ে যায়। বাতাসকে যেমন আটকে রাখা যায়না, ঢেউকে যেমন হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেই সে সরে যায় না, তেমনি নারী ও পুরুষের চিন্তা পরস্পরের মন থেকে পরস্পরকে ছাড়তে পারেনা। এ ওকে চায়। এই চাওয়ার মধ্যে কাকুতি আছে মিনতি আছে ও বিনতি ও আছে। এর মাঝে জাতীয় উন্নতি ও অবনতি আছে। জন্মকে অপবিত্র করে, কলুসিত করে, দুর্ব্বলতায় ডুবিয়ে দিয়ে মানুষ বড় হয়না। যৌবনের আবাহন ভরা জীবনের যে সম্মিলন তার আয়োজন যত সুন্দর হবে সে তত মধুর হয়ে উঠবে। প্রেম পবিত্র, তাকে ক্ষুদ্রত্বের বোঝা দিয়ে যতই জড়িয়ে ধরি সে ততই নূতন বৌ এর মত লজ্জায় গুটিয়ে পড়ে কামনার প্রস্রবনে ভরা।

আসে পাশের দৃশ্যাবলির মধ্য দিয়ে শক্তি সঞ্চয় তো দূরের কথা বিমল আরও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। নারী ও পুরুষের রূপে রসে আজ এত বিকৃততা এসেছে যে ভাববার কথা। যে বিষাক্ত অবেষ্টনির মধ্য দিয়ে আজ আমরা জীবন কাটিয়ে চলেছি সে ভয়ঙ্কর। সত্য ও পবিত্রতা আজ

মূল্যহীন। নারীর অভিজ্ঞতা মুখর জগতের পানে চেয়ে, সত্য মিথ্যা জড়িত মানুষের জীবনের নারীর কথা বিমলের মনে সময়ে সময়ে আন্দোলন আনে। যৌবনের প্রশ্ন আজ ইন্দ্রিয়ের প্রশ্নে পরিনত হয়ে হৃদয়কে মুছে ফেলে দিয়েছে। বিমল সজল চক্ষে আকাশের পানে চেয়ে বলে ওঠে ঠাকুর! 'অর্থ ও মেয়েদের নিয়ে এ জগতে জীবন কাটাবার মত লোকের অভাব তোমার কোনদিন ও হবেনা, তবে একটা প্রাণ সে যতই ক্ষুদ্র হক না কেন ঠাকুর তাকে আর সেখানে জড়িওনা, টেনে নিওনা'।

ছেলেদের মধ্যে প্রেমের কত লুকোচুরির গল্প সে শুনে। বনের আড়ালে, পুকুরের ধারে, নদীর পাড়ে, ঘরের কোণে, নেমন্তন্ন বাড়িতে, মটোর গাড়ীর অন্দরে, ছাঁদের পরে, জানলার ধারে তার যেন ইয়ত্বা নাই। সে ভাবে জীবনের আনন্দ সে তো নারী নয়। যদিও নারীকে অবলম্বন করেই সে গড়ে ওঠে ও ছড়িয়ে পড়ে। বাটী; চুন, স্থরকি ও ইটের সমষ্টি, হলেও, তাই দিয়ে গড়লেও; সেইটুকুই তো বাটী নয়। সংসার নারীকে আশ্রয় করলেও, সংসারটা নারী নয়। তার পিতামাতাকে স্থখী করে যদি স্থখের কিছু অবশিষ্ট থাকে সেই তো তার স্ত্রীর প্রাপ্য। বিবাহের নামে সে বড় লজ্জা পায়। নব বধুর যৌবনের মত সে লুকিয়ে যেতে চায়। রূপকথার মত ছেলেদের মুখে সে নারীর গল্প শুনে, সময়ে সময়ে তার জন্য তার একটা আগ্রহ আসে কিন্তু লজ্জিত হয়, ভয় পায়। সে ভাবে এই বিষ পান মনকে না করালেই যেন ভাল ছিল। নারী যেন মেঘের মত তার সামনে সর্ব্বদাই ভেসে বাড়ায় আর পুরুষ যেন তাকে বাতাসের মত পরিচালিত করে। পুরুষের মধ্যে পরিচয় বেশী কিন্তু নারীর আছে অভিনয়। অভিনয় একটি সীমাবদ্ধ ভাব কিন্তু পরিচয় ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। শষ্য ক্ষেত্রকে কৃষককে যেমন পাহারা দিতে হয়, নতুবা গরু ছাগলের উৎপাত আছে; বিমল জীবনকে নিয়ে সেই ভাবে আলগে চলে। সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে সে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারীতার চিৎকার

করতে পারেনা। সমাজের দড়ি দিয়ে ঘেরা মানুষের জীবনের পশু প্রবৃত্তিকে সে সততই সংযত করতে চায়। সে দড়ি তার যজ্ঞ উপবীতের মত পবিত্র। নারীর ভালবাসা যে চায়না অথচ তার বোঝা বইতে যেয়ে সে অপারগ হয়ে ওঠে। সহপাঠিরা তাকে কৃপন বলে। সে নাকি যৌবনের একটি বিশিষ্ট কৃপন। কৃপন নিজেকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত করে। তার বিদ্যা বুদ্ধির মধ্যে আছে ক্ষুদ্রত্বের রুগ্নতা ও জীর্ণতা, কিন্তু সে তো কৃপন নয়। যৌবনের ব্যাথা ভরা তার যে হৃদয় সে তো ক্ষুদ্রত্বের মোহে অভিভূত নয়; বৃহতের সন্ধান চায়। সে চায় তার যৌবনকে শুদ্ধ পবিত্র ও চরিত্রবান করে তুলতে। শুড়ির দোকানে বসে মদ খেয়ে ধনীকত্ব বজায় রাখতে সে লজ্জিত হয়। নারীর যৌবন মোহে তাকে সে ডুবিয়ে দিতে পারে না। এই কি তার দোষ? নারীকে যারা মাতালের চক্ষে দেখেন, মত্ততার নেশায় ভালবাসেন, তাদের কথা সতন্ত্র। ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র স্বার্থকে জড়িয়ে যৌবনের যে ব্যবহার সে তো জীবনের প্রবঞ্চনা মাত্র। কৃপণের মত সে তো প্রবঞ্চক নয়? যৌবনের মধ্যে তার আজ ফুটে উঠেছে মহত্বতা। সেখানে সে কোন এলোমেলো ভাবকে ঢুকতে দিতে চায় না। সৃষ্টি সে তো সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে নিজের সত্যকে খুজে নেয়। তার যে ভগ্নী গর্ভাবস্থায় মারা গিয়াছে কত দুঃখের মধ্য দিয়ে সে তা ভুলতে পারে না। ভালবাসার নামে মানুষ যে কত কষ্ট পায় তা দেখতে গেলে মানুষ হয়তো ভালবাসতে পারে না। গ্রামে থাকতে সে নারীর সম্বন্ধে কত কথা শুনেছে ও কোলাহল দেখেছে কিন্তু এত হট্টগোল ছিল না। হাটুরের মতন নারীর প্রেমের সওদা করে উঠতে সে পারে না। শিকারের মতন নারীর প্রেমকে লক্ষ্য করে সে চলতে চায় না। যৌবনকে সে তিরস্কার করে। তার অসংযতায় সে দুঃখ পায়। ছোট শিশুর মত সে যেন বুদ্ধিহীন। শিশু যেমন সর্ব্বদাই খাই খাই করে, খাবার দেখলেই খেতে চায়, অথচ খেতে পারে না। দুঃখের মধ্যে যৌবন কি আজ সেই ভাব ধারণ করে নাই? সে যৌবনের শিশু

হলেও শিশু তো নয়। যৌবন সকলের মধ্যে আছে। অথচ গরু কত ভদ্র এবং ঘোড়া কত অভদ্র; ছাগল কত অসংযত। এ তারতম্য তবে কেন? এ কি স্বভাবের দোষ। যেমন বংশে যে জন্মগ্রহণ করে সেই বংশের স্বভাব সে ছাড়তে পারে না। সে তো যৌবনের স্বভাব নয় বংশের স্বভাব। সূর্য্যের রশ্মি এক হলেও, বিভিন্ন বস্তুর মধ্য দিয়ে সে বিভিন্ন আকার ধারণ করে, এবং রং বেরঙ্গে পরিণত হয়, একি তবে তাই?

বিমল চিন্তা ছেড়ে পড়তে বসে। পড়াশুনা করে চ্যান করে খেয়ে কলেজে যায়। ফিরে এসে একটু আধটু দেহচর্চ্চা করেই সে মানসিক চর্চ্চা এড়াতে পারে না। সে চেয়ে দেখে দুর্ভিক্ষের দেশে যেমন ক্ষুধার আর্ত্তনাদ আছে, তেমনি যৌবনের প্রেমের আর্ত্তনাদ সর্ব্বদাই লক্ষ্য হয়। নারী পুরুষকে ভালবাসেনা, পুরুষ নারীকে ভালবাসেনা, অথচ উভয়ে উভয়ের ইন্দ্রিয়ের বেদনায় ভরিভূত। দুর্ভিক্ষে যেমন মানুষ যা তা খেতে সুরু করে, বিচার রাখতে পারেনা, থাকেনা, তেমনি আজ আমাদের জীবনের প্রেমের প্রশ্ন। আজ বংশ কুল শীল সবই অবান্তর, কোন রকমে একটা পুরুষ ও একটা মেয়ে হলেই হল। অভাব আজ স্বভাবে পরিনত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের রোদনে ভরা আমাদের যে ভালবাসা, অতি বৃষ্টির মধ্যে অনাবৃষ্টির মতন তা মানুষকে কাঁদিয়ে তোলে। প্রেম যথেষ্টই আছে অথচ হৃদয়হীন। খাদ্য আছে অথচ অর্থহীন, সে যেমন দুর্ভিক্ষে পরিনত হয় ভালবাসাও আজ তাই হয়ে দাড়িয়েছে। মূর্খের ভূমিকায় পাণ্ডিত্যের গৌরব অবর্ণনীয়। স্থুল দৃষ্টিতে নারীই পুরুষের সবটুকু ভালবাসা, কিন্তু সুক্ষ দৃষ্টিতে তার বংশ কুলকে সে ফেলতে পারেনা। মুর্খের সঙ্গে স্বর্গবাসের চেয়ে পণ্ডিতের সঙ্গে নরক বাসও শ্রেয়।

তার মনকে ফাঁকা পেলেই যৌবন তাকে ছেঁকে ধরে। রূপে রসে ভরা নারীর যে প্রণয় তার ভার বইতে যেয়ে সে হোচট খেয়ে পড়লেও পুনরায় উঠে দাঁড়ায়। যৌবনের স্বার্থভরা নারীর প্রশ্ন তাকে বড় লজ্জিত

করে। নারীর যৌবন দৃশ্য তার চক্ষে ভাল লাগলেও অথচ ভুল ভাঙ্গতেও দেরী হয়না। বিমল ভাবে নারী আমাকে চায়না সে আমাকে দেখলে এড়িয়ে চলে সে কেন তার পেছনে ছুটবে। এ যেন তার আত্মমর্যাদায় বাঁধে। স্থুল চক্ষে নারীর যৌবনের কোন চঞ্চলতা না থাকলেও সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে সে চির চঞ্চল। সুস্থ দেহের ভিতর যেমন রোগ লুকিয়ে থাকে তেমনি নারীর যৌবন চঞ্চলতা। নারী সুন্দর হলে পুরুষ ও সুন্দর। নারী যেমন পুরুষের রূপে ধরা পড়ে, পুরষ ও তেমনি নারীর রূপে ধরা দেয়। এ কি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আত্মঅন্বেষন না আত্মসম্মেলন না আত্মসমর্থন? নদীর যেমন দুটো তীর আছে, তেমনি যৌবনের দুই তীরে পুরুষ নারী প্রভাতের খেলা সাঙ্গ করে মধ্যাহ্নের সূর্য্যরশ্মি তপ্ত হয়ে অবগাহনে নামে, এবং জীবনের রক্তে ধৌত হয়ে সৃষ্টির মধু পান করে। দরিদ্রের চেয়ে ধনীর অর্থাকাঙ্খা বেশী। স্থুল দৃষ্টিতে অর্থের দিক দিয়ে দরিদ্র বড় চঞ্চল, কিন্তু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় দরিদ্র অপেক্ষা ধনীই চঞ্চল এবং তার অর্থাকাঙ্খা অনেক বেশী। দরিদ্র অল্পতে সন্তুষ্ট হয় কিন্তু ধনী হয়না। তেমনি পুরুষ ও নারী। পুরুষ দরিদ্র নারী ধনী।

নারীকে সে ভালবেসে ফেলে, কিন্তু তার মান অভিমান, কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্বেষ, রোগ, শোক ও দুঃখকে সে কিছুতেই যে ভালবাসতে পারেনা। অথচ এদের হাত হতে তার নারীকে সে রক্ষা করতেও অপারগ। নারী যেন আজ নারী নেই কাম ক্রোধ মান অভিমানের একটি ডিপো বিশেষ, বোঝা স্বরূপ। নারী যদি যৌবনকে সংস্কার না করে সংযত না করে সে কি নারী? অর্থের আকাঙ্খার মত কামাঙ্খাকা বেড়েই চলে। যার লক্ষ টাকা আছে সে দশ লক্ষ চাইছে, দশ লক্ষ পেলে ক্রোড় টাকার জন্য চেষ্টা করে, কিছুতে সন্তুষ্ট হয়না, হতে পারেনা, তেমনি কাম। মানুষ মনে করে বিবাহের দ্বারা সংসারের মধ্য দিয়ে কাম সংযত ও নিয়ন্ত্রিত হবে, কিন্তু তা হয় না, বৃদ্ধের কামাকাঙ্খা যুবকের চেয়ে তাই বেশী। যুবকের

কাম উন্মুক্ত ও উলঙ্গ, বৃদ্ধের কাম অভিনয় বহুল। হৃদয়কে পরিষ্কার করে মানুষ যে আনন্দ পায় দুর্নীতি ও কলঙ্কে ডুবিয়ে দিয়ে তা হয় না। কাম জীবনের প্রেরণা আনে এবং এর মূলে আছে ভ্রান্ত আত্ম তৃপ্তি। ইন্দ্রিয়ের আসক্তি ভরা জগতের পানে চেয়ে আমরা গুমরে উঠি ও দুঃখ পাই। যৌবন এই কাম সমুদ্রের রত্ন বিশেষ। মানুষ যদি সেখানে ডুবুরীর মতন না নেমে যেয়ে শুধু ভাসতে থাকে, বিলাসের নৌকায় চড়ে হাওয়া খেতে চায়, সে কষ্ট পাবেই। যে সমুদ্রের তলে গিয়ে পৌঁছেছে, সেখানে শত ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। উথাল তরঙ্গময় সমুদ্র সেখানে অতি শান্ত ও সংযত। অর্থের বিনিময়ে মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে, জীবন ধারণ করে। কিন্তু অর্থ তো খাদ্য নয়। অর্থ খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। কিন্তু অর্থের একটা মানসিক ক্ষুধা আসে, সে খাদ্যের দেহ ক্ষুধার চেয়েও ভয়ঙ্কর। যৌবনের বিনিময়ে আমরা জীবন ধারণ করি, মরনকে দেখতে পাই। যৌবনের একটা মানসিক ক্ষুধা আছে সেটুকুকে সংস্কার করতে পারে দীক্ষা, কিন্তু যৌবনের দেহের ক্ষুধাকে শিক্ষায় ধৌত করে তোলা যায়। স্থূল দৃষ্টিতে যৌবন যেমন দেহের বৃদ্ধি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সে মনের পুষ্টি।

জীবনের পথে আনন্দের রথে যৌবনের সাথে যেতে বিমল যেন একটু বেশ মুস্কিলে পড়ে। নারীর প্রনয় গুঞ্জনে ভরা শব্দ বহুল হৃদয়ের পানে চেয়ে সে ভাবতে বসে।

২২

বিজয় বিমলের ঘরে ঢুকে দেখলে সে অন্ধকারে বসে বসে বই পড়ছে। 'কিরে চোখে চশমা লাগাতে চাস নাকি' ? বলেই বিজয় হেসে উঠল এবং সেই হাসির সুর না মিলাতে মিলাতে সে পুনরায় বলে উঠল এই গরমে তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে যে জানালা দরজা বন্ধ করে বসে আছিস। তাড়াতাড়ি দেওয়ালের সুইসটা টিপে দিয়ে সে বিমলকে জিজ্ঞাসা করলে কেন লাইটটা কি খারাপ হয়ে গিয়েছিল ? বিজয় জানালা খুলে দিয়ে বিছানায় বসে পড়ল। জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তার নজর পড়তেই সে দেখলে পাসের বাটীর জানালায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে চলেছে। সে আনন্দের আতিশয্যের জোরে বলে উঠল 'তোর হয়েছে কি বলতো ? দিব্যি পটের বিবি স্বর্য্যের আলোকের মত রূপের আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অথচ তুই তাকে ঘরে ঢুকতে দিতে চাসনে। আঁধারে ডুবে মরবি। কেন শুনি ? তোদের কি ঝগড়া হয়েছে ? না প্রেমের দর কসাকসি চলেছে। প্রেমের প্রথম দিকটায় অভিমান বড় বেশী শেষে গা সহা হয়ে যায়। কি বলিস ভাই' ?

বিমল কোন উত্তর করলে না। সে আনমনে পুস্তক পাঠে নিমগ্ন হয়ে রইল। বিজয় তাকে নাড়া দিয়ে বলে উঠল 'ঈশ্বরের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখেছি[illegible] এর কাছে কি শিল্পীর কেরামতি চলে। সে বেটা যতই আঁকুক তার চেয়েও সু[illegible] জগতে থাকবেই। ভগবানের পরে টেক্কা দেওয়া যায় না। একটি জীবন্ত আদ[illegible] ?

বিমল গম্ভীরভাবে বললে [illegible]খতে হয় তুমিই দেখ। ঐ হাত, পা, চোখ, কান, মুখের মধ্যে নূতনত্ব তো [illegible] নেই'।

'পুরাতনই তো নূতন। —দেখবার সব কিছুই আছে ওখানে।' —নূতনত্ব গড়ে তুলতে হয় বিজয়ের মুখে ফুটে বেরোল।

'যা বিরক্ত করিসনে ছাড়' বিমল বিজয়কে ঠ্যালা দিয়ে সরিয়ে দিলে এবং ধীরে ধীরে বলে ফেললে'। 'বড় বেহায়া। যত কাজ ওর ঐ জানালার পরে। কেন ওর কি আর কোন চুলোও জায়গা নেই'?

'নতুবা ঘর সংসার করবি কি করে ওকে নিয়ে. কাজগুলি তো তোকে শিখাতে হবে? বিয়ের পরে কাজগুলো যে তোকেই করতে হবে। কর্ম্মের দীক্ষা আনছে তোর প্রাণে'।

'আমার দায় পড়েছে। যার কাজ সেই করবে। চুল বাঁধা ফাদা আমার দ্বারা হবে না'।

'চুল বাঁধা তো ভাল কথা হয়তো কাপড় পরিয়ে দিতে হবে'।

'নে তোর ইয়ারকি রাখ্'।

'ইয়ারকি এর একটুও নয় সবটুকু সত্যি। চ্যান করতে গেলে গায় সাবান মাখিয়ে দিতে বলবে, গায়ের ময়লা গুলো ভাল করে ডলে ডলে তুলতে হবে। পারবি তো'!

'কিন্তু মনের ময়লা তো উঠবে না' বিমল হেসে ফেলল।

'মনটা বড় বুড়ো হয়ে গিয়েছে। ও বেচারীকে কেন আর কষ্ট দিবি? দেহের চিতায় তাকে পুড়িয়ে তুলে সেখানে একটা স্মৃতিমন্দির গড়ে তোল'?

'তোর যত আজগুবে কথা'।

'কি বলিস তুই? এ যে ডেমোক্রেসীর [illegible] মেজোরিটি আমার আছে সেটা তো জানিস। তোকে রাজদ্রোহে শাস্তি দিতে হল দেখছি' বিজয় বিমলকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে চাইল এবং ছেড়ে দিল।

'ঐ ভুয়ো ডেমোক্রেসীতে হট্টগোল চলে কিছু শান্তি আসে না। যেখানে যত চীৎকার [illegible]নে তত ফাঁক আর গণ্ডগোল। ডেমোক্রেসী দেহটা

মত সে তার সামনে ভেসে বেড়ায়। সময়ে সময়ে বন্ধুবান্ধবের ভিড় জমে ও হট্টগোল শোনা যায়।

বিজয় বিমলের চিন্তান্বিত মুখের পানে চেয়ে বললে 'ভাই ইকনমিক্‌স্ তো ছাই কিছুই মাথায় ঢোকেনা'।

'তোরাই তো ইকনমিকসের চর্চ্চা করবি'? বিমলের হাস্যোজ্জ্বল মুখে পুনরায় ফুটে বেরোল 'তুই চারবার ভাল করে পড়্ দেখবি ক্রমে ক্রমে সহজ হয়ে আসবে বোধগম্য হবে'।

'পাড়ার ছুড়িদের ঠ্যালায় কি পড়বার যো আছে। জ্বালিয়ে মারে'

'তুই যাস কেন'।

'না যেয়ে কি উপায় আছে। টেলিফোনের পরে টেলিফোন'।

'তবে পড়া ছেড়ে দে'।

'বাবা যে শুনতে চায়না'।

'বুঝিয়ে বল। শুধুশুধি টাকা নষ্ট হবে। ফেল করলে লজ্জায় পড়বি'।

'বস্ত্রহীনের আবার লজ্জা, অস্ত্রহীনের আবার বীরত্ব' বিজয় হাসতে হাসতে পুনরায় বলে উঠল 'নবেলের কল্পনা কি সব সময়ে ভাল লাগে তাই বাস্তবে নেমে পড়ি। প্রেমের বাস্তবতায় ছুড়িরা আজ বুড়িদের হারিয়ে দিয়েছে। ওর ঢঙ্গ দেখনা'।

'দেখতে হয় তুমিই দেখ ভাই। ও তোমার শোভা পায়'।

'তোকে দেখছি একেবারে বুড়ো করে ফেলেছে কিন্তু চুল তো একটিও পাকেনি, এখন উপায়'?

'নে চুপকর বই খানা দে' বিমল বিজয়ের হাত হতে বই খানা কেড়ে নিলে।

বিজয় বাহিরেই চেয়ে ছিল সে পুনরায় বিমলকে লক্ষ্য করে বললে 'আরে ওর দেখছি রোগ ধরেছে। বাঁশী বাজাতে পারিস তো? এত যন্ত্র

থাকতে সাধে কি আর কৃষ্ণচন্দ্র বাঁশীর লোভ সামলাতে পারেন নি'। নিজের হাতখানি বাঁশীর মত করে বিমল বিছানার পরে উঠে দাড়াল।

'রোগ হয়েছে ডাক্তার ডাকলেই পারে' বিমল খুব সংযত ভাবে কথাগুলি বলেই বলে উঠল 'সত্যি মেয়েটা যেন একটু পাগলাটে পাগলাটে'।

বিজয় অট্টহাস্তে বলে উঠল 'ও পাগলামি সকলেরি আছে। ওতো পাগল নয় মহাপাগল। প্রেমের জন্য সাধনা করছে। আগে মেয়েরা লিঙ্গ পূজা করতো এখন দেহ পূজা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে'।

বিমলকে নিরব থাকতে দেখে বিজয় বলে উঠল 'ডাক্তারি তো করতে চাস কিন্তু পেরে উঠবি তো, ধরে ঠ্যাঙ্গান না দেয়'।

'মারলেই হল' বিমল গম্ভীরভাবে বিজয়ের মুখের পানে চাইল।

'মারবে না তো কি তোকে পূজা করবে। বিয়ে করলে নয় একটা কথা ছিল। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি, নিরামিষাশী ডাক্তারি চলবে না। ফল মূল ভোজী কবিরাজিতেও স্মবিধে হবে না। চাই এলোপ্যাথিক অর্থাৎ আমিষের ব্যবস্থা। ডাক্তারি করতে চাস কিন্তু ইনজেকসন করতে পারবি তো, হয়তো ঋষি সেজে বসতে হবে, হিউম্যান ইনজেকসন অর্থাৎ মনুষ্যত্বকে গুলে ওকে খাইয়ে দিতে হবে; পেরে উঠবি তো? আমাকে কমপাউণ্ডার করে নে। ——শাস্ত্রের দুচারটে বুলি আউড়ে দেখবি যে ওখানে অচল। দধীচির মত আত্মত্যাগই ওখানে প্রশস্ত। রামচন্দ্রের স্পর্শ ডাক্তারিতে পাষাণ অহল্যা প্রেম অহল্যায় পরিণত হয়ে বসল জানিস তো?

বিজয়ের কথা বিমলের কাছে ভালভাবে পরিষ্কার না হতেই সে বলে ফেললে 'তোর বাজে কথা ছাড়্। রোগের আবার ঔষধ নেই বেশ আমি হোষ্টেলের ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করব'।

'তবেই হয়েছে। নিজেও ডুববি আমাকেও ডুবাতে চাস। একেবারে বনবাসের ব্যবস্থা না করে তুই ছাড়বি না। দেশে

ব্যক্তিত্বের ডেমোক্রেসীর মধ্য দিয়ে মানুষ চেয়েছিল তার সন্ধান। সে আজ কোথায়? অন্ধকারের দৃষ্টির সমতা নিয়ে জ্ঞানময় আলোর সমতা বেঁচে থাকতে পারে না'।

'কি পড়ছিলি' বিমলের সামনে থেকে বইখানা টেনে নিয়ে বিজয় তাকে ঘাঁটতে লাগল।

'বিশেষ কিছুই নাই'।

ঘরেব জানালা খুললে বিমল মেয়েটিকে রোজই প্রায় দেখে। নারী তার আকর্ষণের বস্তু হলেও কোন ব্যক্তি বিশিষ্টকে জড়িয়ে চলতে সে আজও শেখেনি। ধরলেই সে পড়ে যায় আর উঠতে পারে না। মেয়েটি জানালার আসে পাসে প্রায়ই ঘুরে বেড়ায়। তাব অভিনয়ে ভরা মনখানিকে নিয়ে বিমল বড় মুস্কিলে পড়ে। মাঝে মাঝে হঠাৎ সে দেখে মেয়েটি যে কোথায় উধাও হয়ে যায় দুই চার দিন তার পাত্তাই থাকে না! পুনরায় সে এসে হাজির হয়। ওর মনে যে কি আছে তা প্রকাশ হলেও প্রকাশ যেন হতে চায় না। প্রকাশের মধ্যে অপ্রকাশের যে অভিব্যক্তি সেই কি জীবন? সে অনেক সময় জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় এদিক ওদিক চেয়ে চলে যায়। সে ভাবে মেয়েটির কি কোন কাজকর্ম্ম নেই। ওরা কি বড়লোক। তার মার কত কষ্ট। ধান ভানা থেকে সংসারের সমস্ত কাজই তো তাকে নিজ হাতে করতে হয়। মেয়েটি কি লেখাপড়া করে? সেলাই করবে নিশ্চয়। মাঝে মাঝে তার অসংলগ্নতায় বিমল শিউরে উঠে ও বড় ভয় পায়। সে জানালা বন্ধ করে দিয়েও চেয়ে থাকে এবং সে নগ্ন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়? কিন্তু পর মুহুর্ত্তেই সে নিজের মনে ধিক্কার দানে। সে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করে তোলে। সে ভাবে মেয়েটি কি করে জানবে যে তার মতন একটি হতভাগা জানালার আড়ালে তার বেশ পরিবর্ত্তনকে লক্ষ্য করে। এ তো ভদ্রতা নয়? সে নিজেকে তিরস্কার করে। মেয়েটির কার্য্যকলাপ সবই প্রায় বাক্যহীন। নির্ব্বাক চলচিত্রের

নয় মানুষের প্রাণ। ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা বোধ। আজ ব্যক্তিত্বকে উচ্ছেদ করে ডেমোক্রেসী বেঁচে থাকতে চায় শুধু সমষ্টি নিয়ে এ যে কত বড ভুল একি ভাববার কথা নয়? ডেমোক্রেসী কি ব্যক্তিত্বের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেনি। ডেমোক্রেসী কি ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, ডেমোক্রেসী কি ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাতা নয়? ব্যষ্টিত্ব তো তার প্রতিষ্ঠান মাত্র। মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে যে একটি সম্বন্ধ আছে তার খোঁজ করেছে ডেমোক্রেসী। কিন্তু হায় আজ সে দেহ নিয়েই ব্যস্ত। দেহ ডেমোক্রেসী জীবনের একটি ভয়াবহ অবস্থা। ডেমোক্রেসীর রাজতক্তে যারা বসেন তারা অধিকাংশই প্রবঞ্চক ভণ্ড ও সাজগোজের গোঁসাই। দুটো মুখের গ্রাস ফেলে দিয়ে, গরুর জাবনা দিয়ে, ডেমোক্রেসী যদি তোর সব কিছুই কেড়ে নেয় তুই কি তা চাস্? তোর মন বলতে, প্রাণ বলতে, আপনার বলতে, যদি কিছু না থাকে সে কি দুঃখের নয়? ডেমোক্রেসী যদি সংযত না হয়ে বিদ্বান না হয়ে স্বাধীন না হয়ে ভেড়ার পালের মত চলে সেকি ভাল? পশুর গোচারণ ভূমিই যদি মানুষের জীবনের লক্ষ্য হয় সে তো দুঃখের। জগতের শত সহস্র তারতম্যের মধ্য দিয়েও যে একাত্মতা সেই তো ডেমোক্রেসীর সূত্র। ব্যক্তিত্ব যদি বেঁচে না থাকে সে কি বেঁচে থাকবে? ডেমোক্রেসী চেয়েছিল ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে সমষ্টির একটি পরিণয়, এবং সেই পরিচয় ব্যক্তিত্বের ঔদ্বত্য, অবিচার, অত্যাচার, দূর করে দেবে। সে কোথায়। হিন্দুর সংসারের দিকে চেয়ে দেখ্ সে কি ডেমোক্রেসী নয়? পিতা মাতা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র পরিবার আত্মীয়স্বজন নিয়ে এই যে ডেমোক্রেসীর ব্যবহার এবং তার পরিচয় ও পরিণতি সে তোর ঐ ডেমোক্রেসীর মধ্যে তো কোথাও খুজে পাওয়া যায় না। ডেমোক্রেসী মানুষের কান্না হাসি সুখ দুঃখের মিশ্রণে জড়িত একটি স্পর্শবোধ। ডেমোক্রেসী আজ আমার জীবনের আনন্দের ইতিহাস নয় রক্তের পরিহাস মাত্র। সে আজ মানুষকে তার দেহ দিয়েই সন্তুষ্ট হতে চায় প্রাণ দিতে যায় না। ধর্ম্মের ডেমোক্রেসী কর্ম্মের ডেমোক্রেসী এবং

ভাল লোকের সংখ্যা এত বেশী হয়েছে যে আমাদের দুরবস্থা ক্রমেই বাড়ছে। সবাই ভাললোক সাজতে চায়। যদো মেধো চোর ডাকাত সব। হায়রে দুর্ভাগা দেশ! চোরের মনে দুঃখ হবে সেই অজুহাতে ঘরের দরজা খুলে ঘুমোতে আজ আমরা অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। দেশটা এতদূর শান্তিপ্রিয় হয়ে পড়েছে যে গোলমাল দেখলেই আতকে ওঠে। কান মলে দিলেও, জুতো মারলেও, গোলমালের ভয়ে চুপ করে থাকে। ভাল লোক সাজে। ডাকাতের বৌ খেতে পাবে না এই ভয়ে ডাকাতকে জেলে দিতেও আমরা দুঃখে মুসড়ে পড়ি। ভাল লোক সাজি। হতভাগ্য এই দেশ। দুর্ব্বলতাকে, শক্তিহীনতাকে, ভদ্রতার ছদ্মবেশে চালিয়ে দিতে লজ্জাও করে না। ক্লৈব্যতাকে বুকের মধ্যে ঢেকে রেখে দৈহিক আস্ফালন আমাদের জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে'।

'তোর মত বীর পুরুষ তো সবাই নয়'।

'বীর পুরুষ তোমরা, আমি আদৌ নই। বীরত্ব বলতে যা সত্য এবং নিত্য তাই আমি গ্রহণ করেছি। লোকে ভাল বলল কি মন্দ বলল, এর জন্য আমি একটুও চিন্তিত নই। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে আমি যেন দ্বিধা না করি'?

'কারো অসুক বিসুক করলে ডাক্তার ডেকে দেওয়া, কি ঔষধ বিষুধ দেওয়া কি খুব খারাপ কাজ'?

'তোর ঔষধে ওর কিছুই হবে না। ওর এখন বিয়ের দরকার। স্বামীত্বের ঔষধের প্রয়োজন আছে। পত্নীত্বের ব্যাধি বড় জবর ব্যাধি'।

'তোমার কানে কানে এসে ও যেন বলে গেছে'।

'চেয়েই দেখনা যৌবনের ভারে কি ভাবে নুয়ে পড়েছে। যেন ধর ধর ভাব। অথচ ধরবার লোকের তো সাড়াই নেই। বিয়ে করিস তো বল। দেখতে নেহাৎ মন্দ কি? খানিকটে রং তো আছে। বহুরূপী সাজতেও পারবে। ———বর্ণপ্রীতি আমাদের মধ্যে আজও এত বেশী যে

ভাববার কথা। ঘরের লক্ষীকে ফেলে ট্যাসোনির পিছনে ছুটে মরি। এই বর্ণপ্রীতির ফলেই এসেছিল দাসত্ব। সাধে কি আর মাইকেল বলে গেছেন যৌবনে কুক্কুরীও সুন্দরী। কিন্তু মানুষের যৌবন কি তা গ্রহণ করে? তোর সামনে একটা সাহেব এসে দাঁড়ালে তুই তাকে যে পরিমাণ সম্মান করবি অন্য কাউকে কি তা পারবি। মেম সাহেবের কথা তো ছেড়ে দে সেখানে তো লুটিয়ে পড়তে চাস। এই বর্ণপ্রীতি আমাদের সর্ব্বনাশের মূলে। হায়রে অদৃষ্ট বলে এখানেও অনেকে অদৃষ্টের দোহাই দেন। কি করবি বল্' ?

বিবাহের নামে বিমল লজ্জিত হয়ে পড়ে। বিজয় তার মুখখানি ধরে উচু করে দিয়ে বলে উঠল 'একবার চেয়েই দেখ। শুভদৃষ্টিটা হক্'।

'ছাড ভাই। দেখতে দেখতে ঘেন্না ধরে গেছে'। বিমল নিজেকে ঝাঁকা মেরে ছাড়িয়ে নিল।

'ঐ তো তোর দোষ অত অভিমান ভাল না'।

'ও চাইবে না, আমি কেন চেয়ে চেয়ে মরতে যাব'।

'মেয়েরা যে চায় না এ তোকে কে বললে'।

'আমি বলছি'।

'এ তোর ভুল। পুরুষ তাকে দেখলে না চেয়ে পারে না! এই বোধ ওদের [illegible] এত বেশী [illegible] চাইতে পারে না। অথচ চাইবার জন্য ছটপট করে। অপরকে দেখলে তুই যা সন্তুষ্ট না হস, অপরে তোকে দেখলে তোর সে সন্তোষ আসে। যে পুরুষ ওদের দিকে চায় না তাদের পানে ওরা না চেয়ে পারে না। হাঁ করে চেয়ে থাকে। যেখানে সচ্ছতা আছে সেখানে দৃষ্টি আছে। যেখানে সচ্ছতা নেই সেখানে দৃষ্টিও নেই। নারী মাত্রেই জানে, পুরুষ তাকে না দেখে পারে না, সে তার জন্য অস্থির হয়, তার দেহ আঙ্গিনায় যে সৌন্দর্য্য যৌবনে ফুটে ওঠে তাতে সে মুগ্ধ হয়, এবং এই অহঙ্কারের মূলেই আছে ওদের যৌন চেতনা। ছাগ শিশুর মত আমরা

যখন আমাদের প্রবৃত্তির হাড়িকাটে বলি দিয়ে যাই নারী খুবই প্রীত হয়। সমুদ্রের তীরে বসে যে বালুকনা গুনতে থাকে সে কি করে জানবে যে তার গর্ভে কি রত্ন আছে। সমুদ্রের ঢেউ যেমন. গুনতে পারা যায় না, আকাশের তারার যেমন গণনা হয় না, তেমনি জগতের পরিচয়েব কোন শেষ নাই। যে সব পুরুষ মেয়েদের দিকে চায় না তাদের সঙ্গে মেয়েদের আজ দেখা সাক্ষাৎ খুবই কম, তুই তার একটি উজ্জ্বল আদর্শ। তোকে ও না দেখে পারে না। নারীর চক্ষে যার স্বভাব একটু নূতন লাগে এক ঘেয়ে নয়, তাকে তারা ভালভাবেই লক্ষ্য করে'।

'করে করুক গে। আমি এসেছি পড়াশুনা করতে ওব সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিসের' ?

বিজয়ের অট্টহাস্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোল 'তুই এখনও মাতৃগর্ভে, ভূমিষ্ঠ হস নি ? এ জগতে ওর সঙ্গেই তোর যে সম্পর্ক সেই আপনার। সেই বৃহৎ সম্পর্কের ডালি পুর্ণ করতেই আমরা জগতে এসেছি, লেখাপড়া করি। ওর যোগ্য হতেই যোগ্যতা বাড়াতে চাস। সারা জীবনের সামর্থ নিয়ে ওখানেই তোকে আদি অন্তের ব্যবস্থা করতে হবে। তুই পুরুষ ও নাবী তোদের মধ্যে যদি কিছু সম্বন্ধ না থাকে কোথায় আছে বলবি আমায় ? ঝরণা থেকে যেমন নদী নালা বেরিয়ে আসে, নেমে যায়, হয় সমুদ্রের সৃষ্টি, তেমনি পুরুষের প্রেমের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নারী, পুরুষেব আনন্দের জন্য, তাকে কি তুই ফেলতে পারিস ? নিজের সত্যকে নিজে কি করে অস্বীকাব করবি ? নাবীব প্রেম তাই সমুদ্রের মত, তার বিস্তৃতি বহু স্ফীতি খুব বড, আর আমবা সেখানে ডুব দিতে যেয়ে ডুবে যাই, ভেসে যাই, স্নান করে উঠতে খুব কম লোকই পারে' ?

'দোহাই তোমার আমায় পড়তে দাও। ও নিয়ে গবেষণা করবার অনেক সময় পাব' বিমল হাত জোড় করে বিজয়ের পানে চাইল।

'পড়াশুনা তো আছেই। এতো কিছু নূতন নয়। যে দিন থেকে

দাঁড়াতে শিখেছি সেই দিন থেকেই আমার পড়বার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। সেজন্য পড়লে বড় দুঃখিত হই না। বই নিয়ে পড়তে পড়তে বৌ নিয়ে পড়বার অভ্যাস কি ভাল নয়? ডবল প্রমোশনের লোভ বড়। বি, এ, পাস করতে না পারি বিয়েটা যে পাস করতে পারব এবং রেজাল্ট তোর চেয়েও ভাল হবে এতে আমার সন্দেহ নাই। বিবাহ একটা শিক্ষার কেন্দ্র এটা তো বিশ্বাস করিস। বিবাহ ব্যতীত শিক্ষা পূর্ণ হয় না, জীবন পূর্ণ হয় না এ তো জানিস। শিক্ষার পাঁচিল তুলেই যদি তাকে শেষ করে দিস্ ঘর বাড়ি কি কোনদিন হবে'?

'নে জ্বালাসনে' বিমলের কণ্ঠে বিরক্ততা ফুটে বেরোল।

দুইজনে বসে কথাবার্ত্তা চলছে এর মধ্যে দরজায় খটখটানি শব্দ হতেই বিমল বলে উঠল 'ভিতরে আসুন'।

'আসতে পারি তো' বলেই একটি ছেলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। বিজয় তাকে দেখে আনন্দের আতিশর্য্যে বলে উঠল 'কেমন আছেন সীতেশ বাবু। বসুন বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বৌদি কি বসতে বারন করে দিয়েছেন? বৌদি কেমন আছেন? হাজরেটা তো ঠিক রাখছেন? কামাই টামাই হয়নি? —হলেও তো আপনার লোকসান মাইনে কাটা যাবে, ভিজিট পাবেন না। দেখবেন বিদ্যাচর্চ্চা করতে করতে আদ্যচর্চ্চার ত্রুটি না হয়'।

সীতেশ খাটের এক কোনে বিছানার পরে বসে প্রশান্ত দৃষ্টিতে বিজয়কে জিজ্ঞাসা করলে 'আপনি কবে বিয়ে করেছেন বিজয়বাবু। বেশি দেরি করবেন না। লোকের ক্ষতি হতে পারে'।

'আপনার দিক দিয়ে তো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই তবে ঘাবড়াচ্ছেন কেন'? বিজয় পুনরায় বলিতে লাগিল। 'অবিবাহিতের প্রেম বিবাহিতের প্রেমকে আজ হার মানিয়ে ছেড়েছে। ঐ গতানুগতিক ব্যবস্থা কি ভাল লাগে। আপনারা খাবেন কুয়োর জল; তিন শ হাত মাটির তল থেকে তা

টেনে তুলতে হবে, আর আমাদের কল খুললেই জল, সে সাততলার পরে বসে শুয়ে জল। সব মর্ডান। উড়ো গাড়ির যুগে কি গরুর গাড়ী ভাল লাগে, নেহাৎ রসপ্রবীণ না হলে' ?

'আপনি তা হলে উড়তে সুরু করে দিয়েছেন নাকি? প্রেমের উড়ো জাহাজখানা একবার আমাদের দেখিয়ে দিলেন না' ?

'অভ্যাস চলছে। উড়লে কি আর আপনার এখানে থাকব, একেবারে স্বর্গে যেয়ে হাজির হব। ভগবানকে একটা সেলাম ঠুকে বলব এস প্রেম করি? এসব হচ্ছে নূতন নূতন থিয়োরী। —আপনি যদি প্রেমের ইঞ্জিনিয়ার হতেন দেখিয়ে নিতে কোন আপত্তি ছিলনা, নতুবা যদি কল কবজা বিগড়ে দেন'।

সীতেশ হাসতে হাসতে বললে 'নূতন যে কিছু জগতে আছে খুঁজে তো পাইনে। সবই পুরাতনের অভিনয়। একখানা শাড়ী পড়লেই যদি মেয়ে হওয়া যেত তবে তো ভাবনাই থাকতনা। কে আর এই পুরাতনের হিসাব করে ঘুরে মরত। আপনার স্ত্রী যদি কালোর জায়গায় লাল শাড়ী পরেন তিনি কি নূতন হয়ে যাবেন' ?

'সবই নূতন। রামাকে ছেড়ে শ্যামাকে ধরলেই দেখি নূতন। তার হাত নূতন, পা নূতন, সব নূতন। মুখ খানিকে একটু বেকিয়ে নিয়ে বিজয়, পুনরায় বলে উঠল 'তবে ধোপে টেকেনা এই যা দুঃখ। সে দোষটা তো আমার নয় ধোপা বেটার। ভগবান বেটাকে পেলে একবার আছড়ে আছড়ে দেখতাম কত ময়লা তার মধ্যে জমেছে তার ধোপাগিরি ঘুচিয়ে দিতাম'।

'হেঁয়ালীর সখ আপনার খুব বেশী দেখছি। জীবনকে নিয়ে এতটা ভুল করবেন না। পুরাতনের মধ্যে নূতনের যে মোহ সেই দুর্ব্বল দৃষ্টির খপ্পরে পড়বেন না। ভালবাসা পাত্র মাত্রেই এক। তবে রুচি অনুসারে একটু এদিক ওদিক হলেও স্বাদ ঠিক থাকে? আপনি বিয়ে করুন'।

'আপনি কি করে জানলেন আমার বিয়ে হয়নি' ?

'যেহেতু আপনার স্ত্রী নেই'।

'স্ত্রী কি মহাশয় শুধু ঢাক ঢোল বাজিয়েই আসে, না রাতের আঁধারে সুযোগ পেলেই এসে হাজির হয়? বিয়েটা বলতে চান স্ত্রীর শুধু একচেটে, না বান্ধবীরো কিছু কিছু অধিকার আছে। এই মনোপলি জীনিষটা আমার বড় অপছন্দ'।

'আপনার নিজের স্ত্রীর পরেও মনোপলি ছেড়ে দিতে চান? —আপনার তা হলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে জল খাবার অভ্যেস আছে'।

'কি করব বলুন আপনাদের মত তো মহাপুরুষ নই? সেজন্য একটু অন্য ব্যবস্থা রাখতে হয়। তবে ঠিক বিবাহিত নই এই অৰ্দ্ধ বিবাহিত। দৈহিক ভাগটা কিছু কিছু আছে তরে মানসিকের খোঁজ এখনও করে উঠতে পারি নাই। দৈহিক মনোপলি ছাড়তে আপত্তি নেই, তবে মানসিকটা পারবনা। মনে প্রানে সে যেন আমার থাকে, দেহ যার হক'গে না কেন'।

'আপনি দেখছি কাকের মতন বৃষ্টি হলে শুধু পাখাটা নেড়েই তাকে শেষ করে দিতে চান। বড় চালাক আপনি। মন থাকলে তো দেহ থাকতে বাধ্য'।

'কোন মেয়ে যদি তার মুখখানা বাড়িয়ে দেয় সে কি ফিরিযে দেবেন? এতটা মুর্খ আমি নই। এগিয়ে যাবনা, তবে কেউ যদি এগিয়ে আসে চুপ করে বসে থাকব বলতে চান?

'এ রকম ঘটনা ঘটেছে কি' ?

'অনবরত ঘটছে মশায়। আপনি কি বলতে চান সব মেয়ে গুলোই পরম পূজ্যপাদ সাবিত্রী দেবী হয়ে পড়েছেন? আপনার অভিজ্ঞতা তো এক বৌদিকে নিয়ে, সেও হয়তো ছেলে মেয়ে হবে, একেবারে ঠাকুমার যুগে যেয়ে পড়েছেন'।

'আপনাদের যুগটা তবে কি' ?

'এই যা। আপনাকে যদি এখন হাতে খড়ি দিতে হয় তবেই হয়েছে। এ হল প্রেমের যুগ, লাইন পাতা রয়েছে প্রেমের গাড়ি সরাসরি চলেছে, যার হাতে টিকিট আছে সেই উঠতে পাবে নতুবা হাঁটতে হবে। আমাদের প্রেম রেলগাড়ীর মত। জীবনের পথ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। আর আমাদের প্রেম যে চলতেই থাকে, চলায়মান জন্তু বিশেষ'।

সীতেশ তার হাসি সম্বরণ করতে না পেরে হাউ হাউ করে হেসে উঠল।

'হাসছেন যে ? বিশ্বাস হয়না। জিজ্ঞাসা করুন আপনার এই বন্ধুকে, আমার প্রেমকে যে একবার চোখে দেখেছে সে ভুলতেই পারবেন না'।

বিমল নিজের মনে পড়ছিল হঠাৎ বিজয়ের কথায় তার মুখের পানে চাইল।

'পিপীলিকার পক্ষ ওঠে মরিবার তরে একটা কথা আছে শুনেছেন বোধহয়। আপনার প্রেম তো সেই রকম পক্ষধারী হয়ে পড়েনি' ? সীতেশ জানতে চাইল।

'বলেন কি। এ হল একেবারে সহজ সরল ভাবে বাঁচবার ব্যবস্থা'। বিমলের দিকে চেয়ে বিজয় পুনরায় বলে উঠল 'আচ্ছা সীতেশ বাবু সামনে পার্ব্বতী তার রূপের ডালা সাজিয়ে নিয়ে এসে শিবের ধ্যান ভাঙ্গতে চায়, অথচ শিবঠাকুর রেগেই অস্থির। দরজা জানলা বন্দ করে বসে আছেন ? ভয়টা কিসের বলবেন আমায়। ছুড়ি তো বাঘ ও নয় ভাল্লুক ও নয়। আপনার স্ত্রীকে এই লোকটার সম্বন্ধে কি কিছু জিজ্ঞাসা করছেন তার মতটা কি ?

'ভালই বলবে' !

'এতটা ভুল হয়তো তিনি করবেন না। পুরুষের প্রেমে পুরুষের

দরকার না থাক্ নারীর তো কিছু প্রয়োজন আছে। মেয়েদের দিক দিয়ে ও যে একেবারে দেউলিয়া হয়ে উঠেছে। অথচ শিব ঠাকুরকে তো জানেন, তার মত প্রেম দুনিয়ায় আর একটি আছে? মরা মেয়ে মানুষ ঘাড়ে করে নিয়ে ত্রিভুবন চক্কর মেরে এলেন। শেষে তার ব্যবস্থা দেখলে না হেসে কেউ কি পারে? তার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল তীর্থক্ষেত্র। এ হেন যে পবিত্রভূমি নারী তাকে কি কোন ধার্ম্মিক ফেলতে পারে? প্রেমের নারী গঙ্গায় যারা নামতে ভয় পায় মুক্ত পাপ হতে চায়না তারা কি বলুন তো'?

বাইরের দিকে চাইতে চাইতে সীতেশ বলে উঠল "মেয়েটি শুনছি হারাধনের প্রেমে পড়েছে'।

'বলেন কি। বেচারীর সামনে বলবেন না দুঃখ পাবে'। বিজয় পুনরায় বলে উঠল 'কোন হারাধন'?

'ঐ যে কোনের ঘরটিতে থাকে ফোরথইয়ারে পড়ে। টিপিক্যাল বাঙ্গালীর ছেলের মত চেহারা। সাক্ষাৎ কার্ত্তিক ঠাকুর। যুদ্ধের সেনাপতিত্ব করতে না পারুন প্রেমের সেনাপতিত্ব করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত'।

বিজয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল 'খাওয়া পরা আর শোওয়ার বাইরে ওদের দিয়ে এ জগতে আর কিছুই হবে না'।

'তুই কি করে জানলি' বিমল সীতেশকে জিজ্ঞাসা করলে।

'না তোমার মত সকলেই যেন চোখে দেখতেও পায় না' বিজয় উত্তর দিলে। 'এসব কি জানতে বাকি থাকে'। সীতেশ বিমলকে বললে।

'তোর যত বাজে কথা। শুধুশুধি একটা লোকের নামে কুৎসা রটিয়ে লাভ কি'। বিমল কথাগুলি বলে মুখটা নিচু করে নিলে।

বিজয় বলে উঠল 'আরে কুৎসা কোথায়? এ তো মস্ত বড় প্রশংসার ব্যাপার। এতগুলো ছেলের মধ্য দিয়ে ও যে টেক্কা মেরে বসেছে

এ কি সহজ কথা' ?—মেয়েটি দেখছি তাহলে একটি প্রেমের অবতার'।
বিজয় সীতেশের দিকে চাইল এবং বলতেই লাগল' একেবারে পাকা সোণা।
দয়ার আড়ৎ খুলে বসেছেন। কোথায় লাগে বলিরাজা। তাকেও ঐ
সুন্দরীর পদতলে বসে দানের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে'।

'ওর মা বাবা আছে' বিমল জিজ্ঞাসা করল।

'কেন শুনি' বিজয়ের কণ্ঠে ফুটে বেরোল।

'এই জিজ্ঞাসা করছি' বিমল কথাটি বলেই মুখটা নামিয়ে নিলে।

'নেই তো কি। তবে দুঃখের মধ্যে তোর মতন ভাই নেই' বিজয়
হেসে ফেললে।

'তারা কিছু দেখেন না' বিমল জানতে চাইল।

'দেখবে কি। এ কি নূতন কিছু ? সমাজে এ সব এখন চল হয়ে
গিয়েছে অচল থাকলে তো। লোকে যেমন সকাল হলে গরু ছাগলকে
ছেড়ে দেয় চরে খাবার জন্য, আজকাল অনেক পিতামাতাও যৌবনে ছেলে
মেয়ে সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?—জীবনের যৌবন গঙ্গায়
সাঁতার কাটতে গেলে ও একটু আধটু নোনা জল পেটে না পড়ে পারে।
মানুষ তো'।

সীতেশ উভয়ের বাক্যালাপ লক্ষ্য করে চলছিল। সে একটু গম্ভীর-
ভাবে বলে উঠলে 'দেহকে আটকে রাখলেই কি মনকে আটকে রাখা যায় ?
সে হয় না। মন বেরিয়ে পড়ে তার শিকারের সন্ধানে। এই ফুটন্ত যৌবনে
মনকে দেহের মধ্যে রাখা বড় কঠিন, সে বেরিয়ে পড়ে, দিল্লী লাহোর ঘুরে
বেড়ায় তার নিজের খোঁজে। মনকে বাঁধতে গেলে যে ব্যবস্থা করতে হয়
সে আজ আমাদের নেই। আমরা আজ আগুন জ্বেলে বাতাস দিয়ে তা
নিবিয়ে দিতে চাই ? সমাজের বেষ্টনী, হৃদয়ের বেষ্টনী পারিপার্শ্বিক
আবহাওয়া সবই এতদূর বিকৃত যে ভাববার কথা'।

'ঠিক বলেছেন সীতেশ বাবু'। বিজয় উৎসাহের কণ্ঠে চীৎকার

করে উঠল।

সীতেশ বলতে লাগল ‘পচা দড়ি দিয়ে মনকে বাঁধতে গেলে সে তো ছিঁড়ে যাবেই। কতকালের সেই পচা দড়ি তার মধ্যে কতটুকু জোর থাকতে পারে। শুধু দড়ির দোহাই এ কাজ হয়? যে ছেলে বাপকে কোনদিন দেখেনি তাকে বাপের ভয় দেখালে সে কি শুনবে? দেহকে হয়তো সমাজ দিয়ে কিছুদিন বেঁধে রাখা চলে কিন্তু দেহের প্রবৃত্তি গরু ছাগলের মত সব সময়েই ছিঁড়ে বেরোতে চায়। শ্যামল মাঠের দিকে চেয়ে সে যে খাদ্যের অনুসন্ধান পায় তা কি খইল খড়ের মধ্যে মেলে? প্রেম ও তেমনি? মনকে বাঁধতে গেলে সমাজের মনগুলিকেও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হয়। সে কি আছে? ফরসা কাপড় জামায় যদি ভদ্রতা আসত তবে শিক্ষা দীক্ষার কোনই প্রয়োজন থাকত না। ধোপার স্কন্ধে বসে ভদ্রতার বোঝা নিয়ে গাধার মতন চললে চলবে না। পশুর গলায় দড়ি দিলেই সে সংযত হয়ে পড়ে না। মানুষকে ভদ্র করেছে সংযত করেছে সে মানুষ। সে আজ কোথায়? আমরা আমাদের দোষ ত্রুটি ঢাকতে যেয়ে একবারও ভেবে দেখিনা যে সে ঢাকা থাকে না। ভদ্রতার অজুহাতে আমরা যে কত অভদ্র এ তো সর্ব্বদাই লক্ষ্য হয়। রূপের বাজারে আজ ভদ্রলোক যত যায়, তত আর কেউ যায় না। মেয়েদের বাজার করে আমরা যখন ফিরে আসি একবারো চেয়ে দেখিনা যে জীবনের একটা প্রশ্ন আছে সে হাট করেই শেষ হয় না। ঘরের প্রেম, বনের প্রেম, এর মধ্যে বিভিন্নতা আছে। ঘরের প্রেম হৃদয় চায় বনের প্রেম দেহকেই জড়িয়ে ধরে। নারীর রূপ যৌবনের জীবিকা নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না’।

‘তুই এ অঙ্কটা কসেছিস’ বিমল সীতেশকে জিজ্ঞাসা করল।

‘তুমি বলছ আমাকে’। সীতেশ বিমলের মুখের পানে চাইল।

‘কসলেও মিলছে না যে’।

'অঙ্কটা হয়তো ভুল আছে। ইউনিভ্যারসিটির ভুলের তো আর অন্ত নেই'।

'কিন্তু প্রেম তো একটা চাই। ঘর হক বন হক' বিজয় সীতেশকে লক্ষ্য করে বললে।

'ঘরের প্রেমে স্বাধীনতা বেশী। তবে সে সমষ্টির স্বাধীনতা। সংযতভাব। কিন্তু বনের প্রেম সেচ্ছাচারিতায় পরিপূর্ণ। অসংযত'।

'প্রেমের মধ্যে আর স্বাধীনতা ঢুকাবেন না। ঢুকালেই বিপদ। ভগবানের রাজত্বে কেউ স্বাধীন নয়। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত আছেই। নারী পুরুষের অধীন পুরুষ নারীর অধীন। এবং এই অধীনতার যে স্পন্দন সেই তো সৃষ্টি? আমাদের যে দশা হয়েছে তাতে ঘোড়া আছে তো চাবুক নেই, চাবুক আছে তো ঘোড়া নেই। ঘোড়া চাবুক জুটলো তো গাড়ি পাওয়া দায়'।

বিজয়ের কথা শেষ না হতে হতেই সীতেশ বলে উঠল 'স্বাধীনতার মোহ ভাল না। বেশ্যার একটা স্বাধীনতা আছে সে কি সেচ্ছাচারিতা নয়? উচ্ছৃঙ্খলতা নয়? সে কি প্রকৃত স্বাধীনতা? প্রকৃত স্বাধীনতা মানুষের হৃদয়ে। তার পরিচয় আসে কর্ম্মে, রূপ প্রকাশ পায় ধর্ম্মে। স্বাধীনতা প্রবৃত্তির আনন্দ ও আর্ত্তনাদ নয়। আত্মার আনন্দ। ব্যক্তিত্বের মধ্যে ব্যষ্টির যে পরিব্যাপ্তি সেই তো স্বাধীনতার সোপান। ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর দেশের স্বাধীনতা নির্ভর করে। দেশকে পুলিশ এবং সি আই ডি দিয়ে ঘিরে রেখে কোন দেশ যে স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে আমার মনে হয় না। যে দেশ যত স্বাধীন সে দেশ তত উন্নত, অপরাধের সংখ্যা সেখানে কম। পরস্পর পরস্পরকে দুঃখ কষ্টে সাহার্য্য করে। সীতেশ বলেই চলল 'লোকে বলে ব্যবসা কর, কিন্তু এই ব্যবসা যে আজ জগতের স্বাধীনতার কতখানি অন্তরায় হয়ে উঠেছে এ কি ভাববার নয়। ব্যবসায়ীকে নিয়ে আজ যতখানি শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে অন্য কিছুতে হয়তো

তা নেই। ব্যবসায়ীর একটা স্বাধীনতা আছে সে বেশ্যার প্রেমের মত অভিনয় মাত্র। বাঙ্গালী যদি ভেড়ার পালের মত ব্যবসা করতে নামে হয়তো পরিণামে দুঃখ পাবে। যে কাজই কর সংযত হয়ে করা উচিত। এই স্বাধীনতার লক্ষণ। ভেড়ার পালের মত চাকরীর পেছনে ছুটে আজ আমাদের এই দশা। বাঙ্গালী যদি বিচার বুদ্ধি ও সংযত না হয়ে ব্যক্তিত্বের মূলধন না নিয়ে শুধু অর্থের মূলধন নিয়ে ব্যবসায়ে নামে হয়তো ডুবে যাবে। প্রেম স্বাধীনতার একটি বিশিষ্ট রূপ, জীবনের প্রদীপের মত পরাধীনতার অন্ধকারে যে জ্বলতে থাকে, লক্ষ লক্ষ সত্বার মধ্য দিয়ে একের মহত্বে ভরিভূত। আনন্দ এক। সে নারী ও পুরুষের নামে কথিত হলেও এক। তেমনি স্বাধীনতা এক'।

'কিন্তু মেয়েরা শুনবে কেন'। বিজয় জানতে চাইল।

'শুনবে না জানি'। সীতেশ কহিতে লাগিল 'কিন্তু সত্য সত্যই থাকবে। শত সহস্র লোকের প্ররোচনায়ো সে মিথ্যা হবেনা। জগতশুদ্ধ লোক যদি আমায় নারী বলে বেড়ায় আমি হয়তো পুরুষ থাকব। দশচক্রে ভগবান ভূত হতে পারেন কিন্তু সত্যের বিলোপ নেই। স্বাধীনতার মোহে আমরা যখন স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়ি, তার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতা। যে দেশ যতটা স্বাধীন সে আজ ততটা স্বেচ্ছাচারী এ কি চেয়ে দেখেছেন? অর্থনৈতিক কি রাজনৈতিক সাম্রাজ্য বাদের কবলে পড়ে স্বাধীনতা হয়তো রূপকথার মত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শোভা পায় কিন্তু সত্যহীন। স্বাধীনতা মানুষের হৃদয়ের একটা প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিত্বের উন্মেষণ, সে জাতিগত দস্যুবৃত্তি নয়, সে নারীর ছলনা মুখর প্রহেলিকা নয়। যৌবন আনন্দকে যারা বিশ্লেষণ করেছেন তারা দেখবেন যে সে নর নারীর নামে পরিবেশন চললেও এক, এবং এক থাকবে। রাজার স্বাধীনতা প্রজার স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে রাজা যদি রাজা হয় প্রজা যদি মানুষ হয় একই সত্যের সন্ধ্যান আমরা পাই'।

বিজয়কে উঠতে দেখে বিমল বলে উঠল 'উঠলি যে' ?

'না ভাই কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমোতে হবে' ?

'কেন কাল রাত্রে কি কোন স্বপ্নময়ীর আবির্ভাব হয়েছিল, না দেবীর পূজায় ব্যস্ত ছিলেন' সীতেশ জিজ্ঞাসা করলে।

'এক চিৎকার কোম্পানীর ঠেলায় কাল একটুও ঘুমোতে পারিনি ভাই, সারারাত্রি ধরে মানভঞ্জন চলেছে, কীর্ত্তনের মধ্যে ঘুমোবে কার বাবার সাধ্য। পাড়াশুদ্ধ লোককে কাল ধার্ম্মিক হতে হয়েছে'। বিজয় বিছানা থেকে লাফদিয়ে নেমে পড়ল।

'তুই তো ঘুমোলে পাহাড় হয়ে পড়িস' বিমল বললে।

'কালকে ভাই বরফ হতে হয়েছিল, একে গরম, তাতে ছারপোকা, তৃতীয় চিৎকার কোম্পানীর আর্ত্তনাদ, তেরস্পর্শ করে তুলেছিল। বিজয় ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বিজয়কে চলে যেতে দেখে সীতেশ ও উঠে পড়ল। বিমল তার মুখের পানে চেয়ে বললে 'আমি ভেবেছিলাম তুই শশুরবাড়ী গিয়েছিস্'।

'সামনের সপ্তাহে জামাইষষ্টি পর পর দু সপ্তাহ ভাল দেখায় না, তাই ছেড়ে দিলাম'।

'বৌ তো রাগ করবেনা। তোর যে বৌ বাবা'।

'করলে আর করছি বল্। পাসটা তো করতে হবে। ফেল করলে সে যদি সুখী হয় আমার রোজই যেতে কোন আপত্তি থাকতে পারেনা'।

'তোর বৌএর কি ছেলে মেয়ে হবে' ?

'তুই যেমন ঐ পাগলের কথায় কান দিস্। আমি তোকে বলে রাখছি দেখিস্ ও একটি ঠিক কিছু কাণ্ড কারখানা করে বসবে'।

'সে কি আমার জানতে বাকি আছে তুই ভেবেছিস। তবে ওর বাবা লোকটি খুব ভাল। মা আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেলে। কত

বাজে পয়সা খরচ করে জানিস। সেদিন ওর কি একটা পরিচিত মেয়েকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা আংটি কিনে দিলে'।

'পয়সা আছে তার সদ্ব্যবহার করছে' সীতেশ কথাগুলি বলেই হাসতে সুরু করে দিলে এবং পুনরায় বলে ফেললে 'পয়সার যে প্রকৃত সৎ-ব্যবহার করতে পারে সেই তো ধনী'।

বিমল খানিকটা চুপ করেই ছিল সে হঠাৎ সীতেশের মুখের পানে চেয়ে বলে উঠল 'তোর বৌকে তুই খুব ভালবাসিস না' ?

'সেটা কি অন্যায় তুই বলতে চাস' সীতেশ বলতে লাগলো 'ভালবাসা নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে থাকে। মরণ তাকে সরিয়ে নিলেও ঢেকে ফেললেও লুকিয়ে রাখলেও সমাপ্তি আনতে পারে না। মানুষ দুঃখ পায় কষ্ট পায় অথচ ভাল না বেসে পারে না। যারা ভালবাসেনা তারা কি খুব সুখে আছে ? ভালবাসাকে ফুটিয়ে তুলেই সৃষ্টি। মানুষ যেমন গাছতলায় বাস করতে পারে না, যা হক একটা আড্ডা চাই। সামর্থ্য মত যার যেমন অভিরুচি কুড়ে ঘর থেকে অট্টালিকায় মানুষ বাস করছে! যার কিছু নেই, সে গুহায় যেয়ে ঢোকে। বিবাহ সেইরূপ। ধনী হক দরিদ্র হক কেউ উলঙ্গ থাকে না, যা হয় একটা কিছু পরে। সে ছেঁড়া, ময়লা, নেংটি হলেও তো পরে। তেমনি ভালবাসা। তুই যদি বলিস্ আমি অট্টালিকা না হলে মাথা গুজব না, বাস করব না, ঘর বাঁধব না, গরদ না হলে পরব না, সে কি তোর মুর্খতা হবে না। দেহের পক্ষে যেমন একটা ঘর চাই আবরণ চাই কিছু খাবার চাই মনের পক্ষেও তা প্রয়োজ্য। মনকে অমন করে দেহ থেকে ছেঁটে ফেলে দিতে যাসনে। বিবাহের মধ্য দিয়ে আমরা একটা ঘর খুঁজে নি, সমাজের একটা আবরণ পাই এবং পরস্পরের সাহায্যের মধ্য দিয়ে কিছু খাদ্যও সঞ্চয় করে তুলি'।

'বিবাহ না করে কি কেউ থাকে না' ?

'উলঙ্গ হয়ে কি কেউ বেড়ায় না ? গাছতলায় কি কেউ পড়ে থাকে

না? তাদের মধ্যে আছে পাগল নয় মহাপাগল। তুই আমি তো তা নই। প্রত্যেক জিনিষের একটা ভালমন্দ আছে এবং তার বিচার ক্ষেত্র বিশেষে সময়কে লক্ষ্য করেই করা উচিত। রূপ রসকে কেন্দ্র করে ভালবাসার যে সমন্বয় সে আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। প্রথম প্রথম সাঁতার কাটতে গেলে যেমন একটা বস্তু বিশেষের প্রয়োজন হয় এবং পরে তার দরকার হয় না, তেমনি দেহকে অবলম্বন করে মানুষ ভালবাসতে শেখে এবং ক্রমে ক্রমে সেই ভালবাসা হৃদয়কে নিয়ে দেহকে ছেড়ে দেয়। ভালবাসা আত্মার একটা বিস্তৃতি, তাকে ধর্ম্ম সংযত ও শুদ্ধ করে, কর্ম্ম তাকে আনন্দ দেয়। যৌবনের স্ত্রীর ভূমিকায় যাকে আমি পেয়েছি তাকে ভালবাসতে আমি বাধ্য। সে অঙ্কুরের মত হৃদয় মনে ফুটে ওঠে। প্রকাশের বেদনা ভরা নারী হৃদয়ের যে আনন্দ সেখানে ধরা দিতে যেয়ে পিছিয়ে যাসনে। হৃদয়ের ইতিহাসে ভালবাসা অমর এবং সেই অমৃতের বাণী বহন করে আমরা সকলেই এসেছি ও চলে যাই। ভালবাসার নামে আমরা প্রতিদিনই মরনকে জড়িয়ে ধরি অথচ বেঁচে থাকি তখন মৃত্যু নেই'।

'সীতু বাবু আপনার মনিওর্ডার এসেছে চাকর দরজা খুলে এসে দাঁড়াল। সীতেশ বেরিয়ে গেল। বিমল বাবু রান্না হয়ে গিয়েছে চ্যান করতে যান' বলেই হোষ্টেলের চাকর বেরিয়ে গেল।

'আরে তুই যে আজ ঘর ঝাঁট দিতে ভুলে গেছিস' চাকরকে লক্ষ্য করে বিমল চিৎকার করে উঠল।

তাড়াতাড়ি মাথায় একটু তেল ঢেলে গামছা খানা কাঁধের পরে ঝুলিয়ে নিয়ে বিমল ভাবতে ভাবতে চলল। ঐ তো মেয়ে চ্যাঙ্গা, চোখে চশমা, মুখখানি ঘোড়া প্যাটার্ণ, তাও আবার ছাই কামারের বাড়ি থেকে [illegible] পিটিয়ে আনা হয়েছে, হাত দুখানি ঝিঙ্গি গোছের, পা দুটো কলা গাছের মতন, তবে রংটা একটু ফরসা। হয়তো একটি রোগের হাড়ি।

মাথা ধরা পেট কামড়ান এ তো মেয়েদের আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। না লম্বা না চওড়া বেঁটে, জীর্ণ, শীর্ণ এক একটি অদ্ভুত। এরা আবার বিয়ে করবে সংসার করবে কত কি করবে। সে বাথরুম খালি পেয়ে ঢুকে পড়ল এবং বালতি বালতি করে মাথায় জল ঢালতে লাগল।

২৩

সীতেশ বিমলের সঙ্গেই পড়ে। পাসের ঘরেই থাকে। তিন তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করে সে যখন পাস করলে তখন সঙ্গে সঙ্গেই তার পিতামাতা তার বিয়েটা দিয়ে ফেললেন। কলকাতা সহর পাছে ছেলে যদি বিগড়ে যায় এ ভয় ও ছিল। বিমলের বিদ্যা বুদ্ধির খবর পেতে সীতেশ তাকে একটু সমীহ করে চলত। অনেক ছেলে আছে যারা পড়ে খুব কিন্তু পাস করতে পারেনা সীতেশ সেই ধরণের ছেলে।

সীতেশরা ধানীপানী গৃহস্থ। খুলনা জেলার এক কোনে তাদের বাটী। এটা সেটা কেনা বেচা লগ্নি কারবার ক্ষেত খামার এই তাদের সম্বল। তার বড় ভাই বিয়ে থা করে গ্রামেই থাকে। ভগ্নীরা সব ছোট ছোট। স্ত্রী সম্বন্ধে সে বিমলকে প্রায়ই অনেক কথা বলে। তার চিঠি পত্র পড়তে দেয়। যৌবনের শিশুত্বে পরিপূর্ণ এদের হৃদয়ের অনেক কথাই বিমলের মনে হাসির ফোয়ারা তোলে। অনেক সময় সে সীতেশকে বিরক্ত হয়ে বলে নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে আমায় টানিসনে খারাপ হতে পারে। এ অভ্যাস তোর ছাড়্। সকলেই তো সমান নয়। কিন্তু সীতেশ হাসে। ও সপ্তাহে তার স্ত্রী তাকে লিখেছিল ‘শনিবার আসছ তো। দোহাই তোমার। রাগ করব কিন্তু’। স্ত্রীর এ অনুরোধ সীতেশের

খুব ভাললাগে। কিন্তু পড়াশুনার চাপে সময়ে সময়ে বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে ভাবে না অন্যায় করছি। স্ত্রী যদি তাকে যেতে না লেখে সে হয়তো ভাবতে পারে যে স্ত্রীর অভাবটা অন্যত্র মিটে যাচ্ছে, আর লিখলে সে কেন ও ভাবে নেবে।

কুড়ির মধ্যে ফুলের একটা প্রেরণা থাকে, কিন্তু সে যখন ফুটে যায় তখন যদি মৌমাছির কোন স্পর্শ না আসে সে প্রেরণা বেদনা হয়ে পড়ে। মানুষের জীবন ও তাই। প্রেমের ফুল তাদের মধ্যে ফুটে গিয়েছে অথচ সে যেন বেদনায় ভরা। পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য থেকে মুক্তি চায়না কিন্তু দূরে থাকতে বাধ্য হয়। ভালবাসাকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে সে চায় না, কিন্তু নিজেকে বেঁধে রাখতেও পারেনা। স্ত্রীকে ভালবেসে সে আনন্দ পায়, কিন্তু লেখাপড়া তো করতে হবে, এই যে বোধ তাকে সংযত করে তোলে। নারীর বুকে সন্তানের একটা ক্ষুধা আছে সেটুকু তার প্রতিবিম্ব, তেমনি পুরুষের একটা ক্ষুধা আছে সে হল তার ছায়া। সন্তান পায় রসাস্বাদ, আর পুরুষের আসে রূপস্বাদ। প্রেম ভালবাসার আত্মা। প্রেম প্রদীপের মত শিখায় ছড়িয়ে যেতে চায়। এর মূলে রস কিন্তু উপরে রূপ। রস আত্মার উপস্থিতি। রসের প্রাবল্যে মানুষের মনে যে চাঞ্চল্য আসে তা নর ও নারী রূপ ভাণ্ডের মধ্য দিয়ে উপছে উঠে পরস্পরকে ধরতে চায়, ভালবাসতে চায় ও আনন্দ পায়। স্ত্রীর চিন্তা সীতেশকে সময়ে সময়ে আচ্ছন্ন করে তোলে। হারমোনিয়ামের সুর যেমন একই থাকে কিন্তু বিভিন্ন লোকের গলার মধ্য দিয়ে সে যেন একটু ভিন্ন আকার ধারণ করে তেমনি প্রেম। তার স্ত্রীকে কেন্দ্রস্ত করে তার মন অনেক সময় অন্য মেয়েদের দিকে এগিয়ে গেলেও পিছিয়ে আসে। সে প্রেমের বাজার করতে শেখেনি, বাল্যের তন্দ্রা টুটে গেলে কৌশরে জেগে উঠেছিল যৌবনের খোঁজে। খোঁজ সে পেয়েছে, পরিচয় তার আছে, তবে ব্যবধান সে কাটিয়ে উঠতে পারেনা।

স্ত্রীর অন্তকার পত্রখানি সে পড়তে লাগল 'তোমার কি হয়েছে বলতো? চিঠি লিখলে জবাব দেবেনা, আসতে বললে আসবে না, এ রকম দেখলে মাই বা কি মনে করবেন বাবাই বা কি ভাববেন? পড়াশুনা কি আর কেউ করেনা। বষ্টির সময় না এলে কিন্তু রাগ করব'।

প্রেমের বীজ মানুষের মনে, কিন্তু যৌবনের স্পর্শে সে ফুটে ওঠে এবং ছড়িয়ে পড়ে। দেহকে জড়িয়ে ধরে আমরা ভালবাসার যে একটি আবৃত্তি করি, সে যদি মনকে সংযত ও সুস্থ না করে সে বড় দুঃখের। মানুষ যখন ভালবাসার নামে দেহ ও মনের পরে অত্যাচার করে, তখন দেউলিয়া বনে যায়। ক্ষমতার অতিরিক্ত মানুষ যদি খরচ করে সে যেমন দেউলিয়া হয়ে পড়ে নারীর প্রেম ও তাই। প্রেমের একটু মধুরত্ব আছে এবং তার স্বাদ নোনতাও হয়। দেহ প্রবল লোকের প্রেমে নোনতার স্বাদ বেশী। নারীর রূপ গঙ্গায় ডুব দিতে যেয়ে যারা ডুবে যায় আর উঠতে পারেনা, তারা মরা দেহের মত শুধু সংসার সাগরে ভাসতে থাকে! নারী রূপ কামনার ডালি নিয়ে মানুষ যৌবনকে ভরে তুলতে চায়, কিছু তার শূন্যতা যায়না। বীণায় যেমন সুর আছে গান নেই, তেমনি নারী রূপ দেহবীণায় মানুষ তার ভালবাসার সুর খুজে পায় এবং গান গেয়ে চলে। মানুষের মনেই সুর, দেহ সেই সুরের ভাষা, এবং দেহ ও মনের যে সংযোগ অর্থাৎ যৌবন সে গানের মত ফুটে ওঠে, ও মিশে যায়।

২৪

সন্ধ্যার সময় হোষ্টেলের সুপরিটেনডেণ্টকে ঘরে আসতে দেখে বিমল উঠে দাড়াল। তিনি বিমলকে বললেন 'যে পাসের বাড়ী থেকে তোমাদের

নামে বড় অভিযোগ আসছে তোমরা সাবধানে থাকবে। তোমরা সবাই ভদ্র ঘরের ছেলে, সেখানে অপরকে, যে তোমাদের চেয়ে কোন অংশেই বড় নয়, তাকে আঘাত করবার সুযোগ দেবে কেন। আর যারা ভদ্র ভাবে না থাকতে পারে তারা হোষ্টেল ছেড়ে দিলেই পারে'। কথাগুলি বিমলের বুকে যেন শক্তিশেলের মত যেয়ে পড়ল। সে তার বেদনায় কেঁদেই ফেলল। সে ভাবতে লাগল মা শুনলে বাবা শুনলে দাদা শুনলে কি বলবেন। সে কি করেছে, মেয়েটিকে শুধু মাঝে মাঝে চেয়ে দেখেছে। চোখের পরে এসে দাঁড়ালে সে কি করবে। চোখের উপর দুটো ঘুসি মেরে সে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। চাকরের ডাকে ঘুম ভাঙ্গতে সে দেখলে তার জ্বর হয়েছে। 'জ্বর হয়েছে খাবনা' বলে সে চাকরকে বিদায় দিলে।

সকালে সীতেশ বিমলের ঘরে ঢুকে শুনলে তার জ্বর হয়েছে। সে টেমপ্যারেটার টা নিলে। বিমল সীতেশকে গত সন্ধ্যার ব্যাপারটা বলতে সে হেসে উঠল এবং বললে 'এ কি নূতন কিছু। তুই একটি খ্যাপা। ও সকলকেই শুনতে হয়েছে। এত ছেলের মধ্যে একটা দুটো ছেলে সব সময়েই খারাপ থাকে, যার জন্য সকলেই ও শুনতে হয় মাঝে মাঝে'। বিমল একটু শান্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল।

কিছুক্ষন পরে হোষ্টেলের ডাক্তারকে নিয়ে সীতেশ ফিরে এল। সে হোষ্টেলের চাকরকে ডেকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপসনটা দিয়ে ঔষধ আনতে বললে। ঘর থেকে তার পড়বার বইখানা এনে সে বিমলের পাসে বসেই পড়তে লাগল। কলেজে যাবার আগে সে বিমলকে দুধসাবু খাইয়ে মাথা ধুইয়ে দিয়ে গেল।

সীতেশ কলেজের ফেরত এসে দেখলে জ্বরটা একটু ছেড়েছে। তবে মাথার যন্ত্রনা তখনও খুব বেশী আছে। সে বিমলকে বলে একটা কাজে বেরিয়ে গেল।

সীতেশের মুখে বিমলের অসুক সংবাদে বিজয় তাকে দেখতে এল। বিমল ধীরে ধীরে বিজয়কে সব কথাই খুলে বললে। বিজয় হেসেই অস্থির। বিমল তার পরে গেল চটে। সে পাস ফিরে শুলো।

'এমন কি ঘটনা ঘটেছে তুই জ্বর বাঁধিয়ে ফেললি? বলতো আমায়'?

'ও আমার নামে কেন নালিস করবে শুনি'?

'তুই ওকে ভাল করে দেখিসনে। ভগবান তোর পরে হয়তো চটে আছেন ও বেচারী তো সামান্য মাত্র। এত বড় একটা জিনিষ তিনি খেটে খুটে তৈয়ার করেছেন অথচ তুই বলবি ও কিছুই না, ভুয়ো। নারীর যৌবন গঙ্গায় ভগবানকে হাবু ডুবু খেতে হয়েছে আর তুই তাকে পাত্তাই দিতে চাসনে। রূপ চর্চ্চা করতে ক্ষতি কি'?

'রূপ না ছাই'!

'ওখানেই কত লোক মাথা খুটে মরছে তার কি ঠিক আছে'।

'যার খুসি হয় মরুক গে'।

'তোর ভাল লাগেনা বলেই কি ওকে কারো ভাল লাগবেনা। ——এক কাজ কর ওকে বিয়ে করে ফেল্ সব চুপ হয়ে যাবে। সুপরিটেনডেণ্ট বেটাকে বলব' বিজয় বিমলের মুখের পানে চাইল।

'ঐ মেয়েকে আমি করব বিয়ে। যে আমায় অপমান করেছে'?

'নারীর অপমান সেই তো সম্মান। তোর পক্ষে সংসার করা দায় হল দেখছি'?

'মেয়েটা কি বদ বলতো, শুধুশুধি লোকের নামে অনুযোগ অভিযোগ'।

'ও মেয়েদের স্বভাব। ঘর তো করলিনে ওদের নিয়ে চিনবি কি করে। নিজে চুরি করে অপরকে চোর সাজাতে ওরা খুব ওস্তাদ। ও ব্যবহারের বস্তু ভালবাসার নয়। ওর ব্যবহারিক সত্বা ছেড়ে যারা ভালবাসা

ভালবাসা করে মরে তারা মারা পড়ে। যে বুদ্ধিমান সে মটোর গাড়ি চড়ে, চালায়, আর যে বোকা সে চাপা পড়ে।

'যা বলেছিস'।

'ওরা এক চোখে তোর সঙ্গে প্রেম করবে, অপর চোখে সাধু সাজবে। এক পা খুলে তোর দিকে এগিয়ে দেবে অপর পা টেনে নিয়ে লুকিয়ে রাখবে। একই পেটে তোকেও টানবে ছেলেকেও ধারণ করবে। ও এক অদ্ভুত. চীজ। অথচ না হলেও নয়। ঘোমটা দিতেও যেমন খুলতেও তেমনি'।

'সাধে কি জগতের বড় বড় লোক ওদের দেখলে পাস কাটিয়ে গিয়েছেন। দুর্জ্জন সঙ্গের মত দূরে দূরে রেখেছেন। সমস্ত অনর্থের মূলেই তো ওরা। বুদ্ধ বল খ্রীষ্ট বল চৈতন্য দেব বল সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে নারী রূপ দুর্জ্জয় শত্রুর হাত হতে যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে সেই তো বীর'।

'অনেকে তো আবার ধামাও ধরেছেন। ভাষায় গদগদ, হয়ে পড়েছেন'।

'তাদের কথা ছাড়। যত বেটা পাঠশালার ছাত্র। স্লো পয়জনের মত ওরা মানুষকে নষ্ট করে। সাধে কি কবি গান গেয়েছেন 'ওরা তোমার কাজের ভানে, নাশ করেগো ধনে প্রাণে'। শঙ্করাচার্য্য তো ওকে পাপ বলেছেন এবং দুঃখ করেছেন যে মানুষ মরবার দিনেও রমণী সঙ্গ রূপ পাপকে ছাড়তে পারে না। ও একটি রোগ বিশেষ। এত বড় কথা বলতে আর কেউ পারেন নি। জার্ম্মাণ দার্শনিক নিটসে স্বীকার করে নিয়েছেন যে তিনি 'খুনীর চেয়েও নারীকে বেশী ভয় করেন'। এ সব কেন? এই কি নারীর সত্য নয়। অথচ লোকে সংসার সংসার করে। যত সব আত্ম প্রবঞ্চনা। সংসারের হাটে হাট করতে যেয়ে কোন বেটা হারিয়ে যায় না বলতো? ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ শাস্ত্রে অতি গর্হিত কর্ম্ম অথচ

অনেক মহাপুরুষকে কি তাই করতে হয়নি। বৃহতের উপাসনার জন্য ক্ষুদ্রত্বের অভিমান ত্যাগ কি সর্ব্বদাই বাঞ্ছনীয় নয় ?

'এ সব কি আর ওদের খেয়াল আছে। পিপীলিকার মত পাখা উঠলেই মনে করে কি গন্য। যৌবনের গর্ব্ব ভরা নারী হৃদয়ের যে কি রহস্য সে বুঝবার ক্ষমতা তোর আমার নেই'।

'সে তোর আমার জন্য। তোর আমার ব্যবহারে। মানুষের মত ব্যবহার যদি পায় চুপ করে থাকে'।

'উপায় তো নেই। ঐ নিয়েই তো তোকে ঘর বাঁধতে হবে। সেটা তো চাই। ফাটল ধরা ছাদ দিয়ে বর্ষাকালে যদি জল পড়ে কষ্ট করতে হবে। জীবন সমুদ্রে যদি কোন সম্বল না থাকে তৃণ খণ্ডকেই সঞ্চয় করে বলতে হবে বেঁচে আছি। ওর প্রেরণা যে আমাদের মজ্জায় মজ্জায় রক্তের মধ্যে লুকিয়ে আছে'।

'সুপারিন্টেনডেণ্ট লোকটা যেন কি রকম'।

'ওর কথা ছাড়। একটা ইডিয়েট। কলেজে পড়ায় দেখিসনে। মনে করে যারা পড়তে এসেছে তাদের মধ্যে কেউ মানুষ নেই মানুষ হবে না। এক নম্বরের চালিয়াত। ও শুনেছি একটা কাপ্তেন গোছের লোক'।

সীতেশ ঘরে ঢুকেই ডালিম, বেদানা, কমলা নেবু সব টেবিলের পরে সাজিয়ে রাখতে লাগল। বিমল বিরক্ত হয়ে বলে উঠল 'এ সব আবার কিনতে গেলি কেন। শুধুশুধি কতকগুলো পয়সা নষ্ট হল'।

'বেঁচে থাকলে পয়সা যথেষ্টই মিলবে'। সে পুনরায় বিজয়কে লক্ষ্য করে বললে 'কখন এলি' ?

'এই তো ঘণ্টা খানেক হবে'।

'তুই একটু বস আমি আসছি'।

'আমি তো বসব। কিন্তু সুপারিন্টেনডেণ্ট বেটা কি করেছে ভেবে

দেখেছিস, একেবারে সতী হত্যা। নির্দোষীর ফাঁসি'।

সীতেশ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল, বিজয় বলতে লাগল 'বেটা নিজে হয়তো কত লোকের ঝাড়ে জীবনে বাঁশ কেটে ছ ঘর বাঁধতে পেয়ে, কত গরীব বেচারীর গোয়ালে গরু বেঁধেছে, কত মাঠে গরু চরিয়েছে, লাঙ্গুলহীন আঙ্গুল দিয়েই হয়তো লঙ্কা পুড়িয়ে ছেড়েছে এখন সাধু হয়ে পড়েছে'।

সীতেশ ফিরে এসে বিমলকে এক দাগ ঔষধ খেতে দিয়ে পাশে বসে পড়ল। মেয়েটিকে জানালার ধারে আসতে দেখে সীতেশ বিমলকে বলে উঠল 'তুই আর ওর দিকে চাসনে, জ্বর হয়তো বেড়ে যাবে'। বিমল চোখ নামিয়ে নিল।

'সেজেছে দেখনা। ছুড়ির নেই কিছু শুধু দেমাক আছে। আজকাল মেয়েদের দেখলেই মনে পড়ে ভীমের কথা। দুঃশাসনের রক্ত পান। কোত্থেকে কার রক্ত পান করে এসে হাজির হল বলতো। ঠোঁট দুটি কি লালই না করেছে যেন রক্তে ভরে গেছে'। বিজয় বললে।

'তোদের যে ঐ দেখতে ভাল লাগে কি করবে বল্'। সীতেশ উত্তর দিল্।

'ভাল লাগে বলিস কি তুই। আমি তো কারো বস্ত্র হরণ করি নাই যে আমার রক্ত পান করবে। বরং সে দোষ তোর আছে যেহেতু তুমি বিবাহিত'। বিজয় সীতেশকে লক্ষ্য করলে।

'নারীর বস্ত্র হরণ সকলেই করে। শ্রীকৃষ্ণকেও নারী রূপ দেহ বস্ত্রের হরণ করতে হয়েছে। সংসার বেঁচে আছে ঐ নিয়ে। তুই আমি ত সামান্য'। সীতেশ উত্তর দিল। বিমলের কণ্ঠে বেরিয়ে এল 'যে বস্ত্র হরণ করবে তারই রক্ত পান ওরাও করবে। রক্ত পানের ক্ষুধা ওদের মধ্যে এত বেশি যে শরীর ভেঙ্গে, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে, মনুষ্যত্ব ভেঙ্গে, তা বেরিয়ে আসে। ওদের ঐ ঠোটের রক্ত তোকে যদি সাবধান না করে দেয় সে তোর মূর্খতা।

সেজেগুজে যেন মা দুর্গা চলেছেন অসুর দলনে। অসুর যে আজ ঘরে ঘরে জন্ম নিয়েছে। এই যুগই হলো অসুর অবতারের যুগ'।

'ঘুমিয়ে পড়' সীতেশ বিমলকে বললে।

শঙ্করাচার্য্য কি সাধে বলেছেন 'নারী স্তন ভর নাভি নিবেশম মিথ্যা মায়া মোহবেশম। দুটো মাংসপিণ্ডের ঢিবি নিয়ে, যা মিথ্যা মায়া মোহের সমষ্টি মাত্র ওরা কিনা মনে করে'।

'তুই চুপ করবি, না দিন কতক ভুগতে চাস' সীতেশের কণ্ঠের মধ্যে শাষনের একটা সুর ছিল। বিমল চুপ করলে।

'ঐ স্তন ভর নাভি নিবেশম নিয়ে মানুষ যে মজে আছে। বিজয় বলতে লাগল 'কালীদাস কি বলেছেন দেখেছিস তো। ঈশ্বর আছেন কি না আছেন তিনি জানেন না, মোক্ষ মুক্তি কিছুই তিনি বুঝেন না, তবে সুন্দরী রমণীর নাভি নিম্ন দেশস্থ (নীবি বিমোচন) বস্ত্র মোচনই তার মোক্ষ। বস্ত্র হরণের চেষ্টা সকলেই করেছে, কেবল ভুগেছে দুঃশাষন। এ সব কাজ গোপনে করতে হয় তা না সভার মধ্যে ধরে টানাটানি'।

বিমল বিজয়ের কথার উত্তরে বলে উঠল 'তুই ভুল করছিস। কালীদাসের কথাকে অতটা স্থূল ভাবে নিসনে। যে প্রতি গ্রন্থেই ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন, আরাধনা করেছেন, ভালবেসেছেন তার উক্তির তাৎপর্য্য ও নয়। একটু সূক্ষ্ম ভাবে নিলে দেখবি প্রকৃতই মানুষ যখন তার জন্মকে ভুলতে পারে তখনই সে মুক্তি পায়। যতদিন মানুষ মনে প্রাণে যৌন সম্বন্ধহীন না হয় যৌন আবরণ না তুলে ফেলতে পারে ততদিন ঈশ্বর ও মুক্তি সবই তার কাছে ভুয়ো। ধর্ম্মের চর্চ্চা করতে যেয়ে সব সময়েই অন্তদৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করবি, তার স্থূল ভাব ছেড়ে দিবি, সূক্ষ্ম ভাব গ্রহণ করবি। নতুবা কুঅর্থ আসবে। ম্যাক্সমুলারের মত লোকও আমাদের ধর্ম্মের কত কুঅর্থ করেছেন স্থূলভাবে নিয়ে সেও কি লক্ষ্য হয় না'।

'মুক্তি কি আছে' সীতেশ বিমলকে জিজ্ঞাসা করল।

'আছে। তবে দেহের মুলোচ্ছেদ করতে হবে। দেহের অভিমান ভাঙ্গতে হবে। দৈহিক কামনা বাসনা মুক্তির অন্তরায়। নাভি নিম্ন দেশস্থ বস্ত্র মোচনই সন্ন্যাসের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ এবং মুক্তির লক্ষণ। যৌন আবরণকে তুলে দেওয়া সহজ কথা নয়, বিশেষতঃ সে যদি সুন্দরী রমণীর হয়' ?

'সে কি সম্ভব' সীতেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে।

বিমল বলতে লাগল 'কুপমুণ্ডকের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের পক্ষে সম্ভব। দেহের পক্ষে সমুদ্র পার হওয়া প্রকৃতই বৃহৎ ব্যাপার কিন্তু সাধনার দ্বারা তা কি সম্ভব হয় না। স্থুল সত্যকে নিয়ে মুক্ত জগতে বাস অসম্ভব'।

বিয়ে করেছিস এক বছরো এখন হয়নি। এখনি মুক্তি মুক্তি ব্যাপার কি? বৌ এর সঙ্গে পেরে উঠছিস্ না? না ঝগড়া হয়েছে' ? বিজয় সীতেশকে জিজ্ঞাসা করলে।

'ঝগড়া হব হব করছে'।

বিজয় হাসি সম্বরন না করতে পেরে বলে উঠল 'কেন ব্যাপার কি' ?

'দেখ আমার নামে ও যেমন বলেছে আমিও যদি ওর নামে যেয়ে ওর মা বাবার কাছে বলি' বিমল ঔৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

'তবেই হয়েছে মার খেতে বাকি আছে। সেটুকু তুই চাস। তোর কথা শুনবে কে' বিজয় হাসতে সুরু করে দিলে।

'কেন শুনবে না। আমি কি মিথ্যা বলছি'।

বিজয় মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলতে লাগল 'ওখানে মিথ্যা এত বেশী যে সত্যের দর খুবই কম। এক তরফা বিচার ওখানে প্রশস্ত। সমাজের রায় তাই। তোর মত দু চার জনের জন্য তো আলাদা কিছু হতে পারে না। ও যদি দু ফোঁটা চোখের জল নিয়ে এসে তোর নালিশের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় বিচারক ওকেই ডিগ্রী দিয়ে ফেলবেন, দিতে সে বাধ্য।

নারী এবং অর্থ এ বিচারের- অন্তরায় এতো জানিস। আমরা বিচারের জন্য যাই কিন্তু অভিনয় দেখে ফিরে আসি। বর্ণ বিচার অর্থ বিচার সম্প্রদায় বিচারের মধ্য দিয়ে সত্যের বিচার লোপ পেয়েছে। কেমিষ্ট্রির ফরমুলার মত বিচারের ফরমুলা মুখস্ত করেই আমরা খালাস পাই তার ব্যবহার আনতে ভুলে যাই। দেশে দেশে রাজনৈতিক দালালদের মুখে বিচারের অনেক প্রবন্ধ পড়ি বটে, শাসনের অনেক কথাই শোনা যায়, কিন্তু সব ভুয়ো। নর ও নারীর মত বিচার ও শাসন বিভাগের একটা সতন্ত্রতা আছে ও মিলন আছে। এই সতন্ত্রতা রক্ষা করে চলতে না পারলেই মুস্কিল। দয়ালু বিচারক এবং নিদ্দয় বিচারক উভয়েই বিপদ। এর উপর বিচারক যদি মূর্খ, অর্থলোভী, ও চরিত্রহীন হয় তবে কথাই নেই। বিচার ও শাসন বিভাগের মধ্যে যে অকর্ম্মতা, নিবুদ্ধিতা, অলসতা ও দুর্নিতী ঢুকেছে তাতে তোর মত গোবেচারীর অভিযোগপত্র দাখিল হয়তো হবেনা। গণিকালয়ের মত বিচারালয়ের হট্টগোল কি দুঃখের নয়। বিচার সভ্যতার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত বিচারের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সত্যকে খুজে পাই সভ্যতার পথে এগিয়ে যাই। বিচারের মর্য্যাদা যত বাড়ে, বিচার প্রার্থির সংখ্যা তত বাড়ে ও রাজস্ব বাড়ে। এ দেশের লোক মৃত্যুকে যে পরিমান ভয় না করে থানা পুলিশকে তার চেয়ে বেশী ভয় করে। কেন? কোন ভদ্রলোক তার ত্রিসীমানা মাড়াতে চায় না, এ কি দুঃখের নয়? আমাদের বিচারের ভূমিকা খুবই বড় কিন্তু যবনিকা শোচনীয়। যুদ্ধের অজুহাতে লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মারা গেল এর জন্য দায়ি কেহই নয়। শুধু ভগবান এবং দুর্ভিক্ষ। বিচারের ইতিহাসে এই যে পরিহাস এ কি ভাল? দরিদ্র, নিরীহ, নির্দ্দোষীর, হত্যাকারীর সন্ধান করতে আমরা চাই না অথচ শুধু এক দিক থেকে যুদ্ধ অপরাধীকে শাস্তি দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি, কেন! মহাভারতের দুঃশাষণ আজ বঙ্গ ভারতে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বসভায়

নারীর বস্ত্র হরণ করেও লজ্জিত হয়নি, তাই মনে হয় বিচার আজ ব্যভিচারে অত্যাচারে পরিণত হয়েছে। শাসক সম্প্রদায় যতদিন না জানবে যে তাদের অকাজ কুকাজেরও একটা বিচার আছে ততদিন শাসন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। বিচারের নপুংসতা যায় না।

বর্ণপ্রীতি আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। পুং বর্ণপ্রীতি একটু কমলেও স্ত্রী বর্ণপ্রীতি বেড়েছে। ওর ঐ রূপের ডালি নিয়ে ভরা যৌবনে যদি তোর বিচারের বিরুদ্ধে যেয়ে দাঁড়ায় জিততে হয়তো পারবি না। এ যে কাজীর বিচার। তার চেয়ে করজোড় করে তোর মত ভক্তের উচিত আকাশের পানে চেয়ে বলা 'হে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান হে বিশ্ব বিচারপতি তোমার মধ্যেই আজ আমি আমার বিচারের প্রতিহিংসা চাই। হে বিশ্ব বিচারপতি আমার অপরাধ তুমি মার্জ্জনা কর'।

বিজয়ের কথা শেষ হতেই সীতেশ বিমলের দিকে চেয়ে বলে উঠল 'হোষ্টেলের মধ্যে তুই হয়তো একা যে মেয়েটির নামে নালিশ করতে চায়, কিন্তু তোর মতন বহু আছে যাদের নামে মেয়েটির অনেক কিছুই বলবার আছে ধরনা ঐ আরাধনের কথা। পুরুষের মধ্যে যে আক্রমণ ভাগ বেশী এ তো ফেলবার নয় বিশেষতঃ হিন্দুর ঘরের মেয়ে। মেম সাহেব হলে সে সতন্ত্র কথা। অধিকাংশ স্থলেই দেখবি নারী ঘটিত ব্যাপারে পুরুষই দোষী। নারী যেখানে দোষী সেখানেও দেখবি তার পিছনে পুরুষের হস্ত আছে'।

'সরলতা ওদের মধ্যে একটুও নেই তাই সত্যের এত অভাব' বিমল বললে।

'তবে প্রেমে পড়লে খুব সরল হয়ে যায়। একেবারে মিছরীর সরবৎ' বিজয় হাসতে লাগল।

"সতীর সংখ্যা যত কমে আসছে তার বেশভূষা তত বাড়ছে এ মেয়েদের মিটিংকা কাপড়া হয়ে পড়েছে, সীতেশ গম্ভীর ভাবে বলে চলল,

'মেয়েরা আজ সতী সাজতে চায় সতী নয়। সতীত্ব আজ তাদের জীবনের বোঝা পরাধীনতা। সতীত্ব ছিল নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত স্বীয় আত্মার মর্য্যাদা বোধ সে আজ নেই। সতীত্বতা ছিল দৈহিক পবিত্রতার একটি অঙ্গ, সে আমরা ভুলে গেছি। মেয়েরা আজ চায় নিজেদের বিলিয়ে দিতে, তোর দৃষ্টি পথের সমস্ত আবরণ তুলে নিজেরে খুলে নিতে, অথচ স্বামীর কাছে এসে তোর নামে হয়তো কেঁদে অস্থির হবে নালিশ করবে। স্বামী যদি দুর্ব্বল হয় সে এর খপ্পরে পড়ে। স্বামী যদি শক্তিমান হয় সে স্ত্রীকেই বুঝিয়ে সুজিয়ে সাবধান হতে বলে। দুর্ব্বলের চক্ষে বেশ্যাই সুন্দরী স্ত্রী সুন্দরী হলেও কুরূপা। সতীত্বের ঢঙ্গ এ মেয়েদের মধ্যে খুব বেড়েছে। নারীর চিন্তা ধীর ভাবে গ্রহণ করতে খুব কম লোকেই পারে। পুরুষকে যতক্ষণ না ক্রুদ্ধ করে তুলতে পেরেছে, নারী বেশ জানে যে সে সফলকাম হবেনা, তাই সর্ব্বদাই সে তার অভাব অভিযোগ এমন বিনিয়ে বিনিয়ে বলে যে দুর্ব্বল পুরুষের পক্ষে সে মোহ এড়িয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর। মানুষ না রাগলে তার বিচার শক্তি নষ্ট হয় না। এবং বিচার শক্তি থাকতে কেউ নারীর অন্যায় সহ্য করে না। ঘরে ঘরে সতীর ভূমিকায় যে কত অসতী রয়েছে তার কি ইয়ত্ত্বা আছে'।

'তুই দেখছি তোর স্ত্রীকেও বিশ্বাস করিসনে'।

বিজয়ের কথা শেষ না হতেই সীতেশ বলে উঠল 'কলেজে তো কত ছেলে আছে এর মধ্যে কতজন চরিত্রবান আছে জিজ্ঞাসা করলেই পারিস। হয়তো সে তোর দুর্লভ হয়ে উঠবে। এই অনুপাতে মেয়েও তো খারাপ হয়ে চলেছে। তাদের দূষিত করতে তো ভগবান নেমে আসছেন না তুমি আমি ঘুরে বেড়াই। স্ত্রী কি আছে একটা ধারণা থাকলেও কি ছিল সে বলতে পারিনা'।

'তুমি বলতে চাও যে বিবাহিত হলেই সাতখুন মাপ। আর তুই তো বিয়ে করেছিস এক পনেরো বৎসরের মেয়েকে'?

'কখনই না। বিয়ে করলেই যে মানুষ সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয়ে পড়ে এ ভুল। বিবাহের ঘোমটার ভিতর দিয়ে মেয়ে পুরুষের খেমটা নাচ একটুও কমেনি। তবে তাদের সমাজ একটি সুযোগ দেয় ভালভাবে থাকতে; অনেকেই তা পারে না। বাজারের বেশ্যার তুলনায় আজ হয়তো আমাদের ঘরের চরিত্রহীনতা অনেক বেশী'।

'যখন যে হাওয়া বইবে তাকে রোধ করা সম্ভব নয়; শীতকালে তুমি যদি বসন্তের হাওয়া চাও পাবে'?

'হয়তো পেতে পারি মনের যদি সেই সংযত ভাব থাকে। হাওয়াকে সংযত করে ইচ্ছামত টেমপারেচার করে তোলা কি যায় না'?

সুপারিণ্টেনডেণ্ট ও ডাক্তারকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিজয় ও সীতেশ উঠে দাঁড়াল 'কেমন আছে' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেই, রোগীব হাতটি তুলে নাড়ি দেখতে লাগলেন।

'ভাল না স্যার' সীতেশ উত্তর দিলে।

'অসুখটা থাক্। দরকার হয় কাল বদলে দেব' তাহারা বেরিয়ে গেলেন।

'রাত হল তুই বাড়ী যা' বিমল বিজয়কে বললে।

'পড়াশুনা কেমন করছেন' বিজয় সীতেশকে জিজ্ঞাসা করল।

'বিশেষ সুবিধার নয়'।

'পরীক্ষা তো দেবেন'?

'দিলে লিখবার একটা অভ্যাস হবে মনে করেই দেব ভাবছি'।

'আচ্ছা আমি চললাম' বিজয় উভয়ের পানে চেয়ে বেরিয়ে গেল।

২৫

বিমল অন্ন পথ্য করেছে। সেদিন বিজয়কে ছেড়ে দিয়ে সে ফেরবার পথে ট্রামে পা দিতেই দেখলে ট্রামের ভিতর দাদা দাঁড়িয়ে আছে। সে মুখের পানে চেয়ে পায়ের ধুলো নিলে।

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে 'কেমন আছিস্' ?

'ভাল আছি দাদা'।

'মা বাবা কেমন আছেন'।

'ভালই আছেন। এ সপ্তাহে কোন চিঠিপত্র পাইনি'।

'কোথায় আছিস্' ?

সে তার হোষ্টেলের ঠিকানা বলে দিলে।

পরদিন বিনয় বিমলের হোষ্টেলে এসে উঠল। বিমল বসে বসে পড়ছিল, সে দাদাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা ছেড়ে দিল। দুই ভ্রাতায় কিছুক্ষণ ধরে অনেক কথাবার্ত্তা হল। যাবার সময় বিনয় বিমলের হাতে কয়েকখানা নোট গুজে দিতেই সে হাত জোড় করে উঠল এবং বলে ফেলল 'না দাদা তুমি মাপ কর। আমি ও নিতে পারব না। বাবা বকবেন। অগত্যা বিনয় তাড়াতাড়ির মাথায় সে গুলি পুনরায় পকেটস্থ করে বেরিয়ে পড়ল'।

মাকে বিমল এটুকু লিখলে। তার উত্তরে সে পেলে 'টাকা না নিয়ে ভালই করেছ। ও সব ঢাকা থাকত না, পরে ওর কানে গেলে দুঃখ পেতেন। আমাদের যখন কোন রকমে দুঃখে কষ্টে কেটে যাচ্ছে তখন পরের কাছে হাত না পাতাই ভাল। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। বড় ভাই আবার যদি আসে ভালভাবে কথাবাত্তা বলো'।

গ্রাম থেকে ফিরে এসে হোষ্টেলে পা দিতেই বিমল হোষ্টেলের ঠাকুরের মুখে শুনলে 'দাদা এসেছিল। সে একটু কাগজে দাদার হস্তাক্ষর পেলে 'মা কেমন আছেন ফিরে এসে অফিসে টেলিফোন করে জানাতে ভুলোনা। শুনেছি খুবই অসুস্থ'।

বিমল কোনদিন টেলিফোন করে নাই। সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান খুবই অল্প। কলেজে সে বিজয়কে জিজ্ঞাসা করল 'ভাই একটা টেলিফোন করতে হবে'।

'ব্যাপার কি হে কাকে করবি'?

'কোত্থেকে করি বলনা ভাই'।

'কলেজ থেকে কর। না হয় তো বাইরের রেষ্টুরেণ্ট থেকে করিয়ে দেবখন'।

'করতে দেবে'।

'পয়সা দিলে কেন দেবেনা'।

'নম্বর তো জানিনা টেলিফোনের ডিকসোনারী তো ওদের কাছে পাওয়া যাবে'।

হাসিমুখে বিজয় বললে ডিকসোনারী না ডাইরেকটরী। সমস্ত দুনিয়াটাই তোর এখন ডিকসোনারী হয়ে পড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওর মধ্যেও যে নারী শব্দটা জুড়ে আছে, তার চেয়ে বল অভিধান। ভালবাসার একটা অভিধান আমায় কিনতে হবে, কোথায় পাই বলতো'।

'বিয়ে করে ফেল'।

'ঐটে মাপ কর ভাই'।

'নম্বর দেখতে কি পয়সা নেবে'।

'নিতে পারে'।

'তার চেয়ে কলেজে চলনা। বাইরে দেবে কি না কিছুই তো ঠিক নেই'।

'আরে পয়সা দিলে সব দেবে'।

'পয়সা পেলে তোর বৌকেও দিয়ে দিবি লোককে' বিমল হেসে ফেলল।

'আরে রাম রাম আমি কেন, দেবার লোকের কি অভাব আছে তুই ভেবেছিস'।

'সঙ্গে সঙ্গে এক কাজ কর একটা নম্বর দেবোখন তাকেও একটা করে দে যে বৈকালে আসছিস'।

'না ভাই কে কি ভাববে'।

'যা ভাববে তা তুইও জানিস সেও জানে। লুকিয়ে কি লাভ'।

'প্রতিনিধি থাকতে স্বয়ং এর কোন মূল্য নেই। সেইজন্য ভগবানকে কি দেখতে পাস'।

সব জায়গায় প্রতিনিধিত্ব খাটে ওখানে প্রতিনিধিত্ব খাটাতে যেও না বিপদে পড়বে। ঘরের বৌ হাওয়া হয়ে যাবে'।

ঘণ্টা বাজতে বিমল বিজয়কে বললে চলনা ভাই কাজটা সেরে আসি।

'এ ক্লাসটা সেরে নে। ও বেটা তো যখন যাব তখন দেবে। বিজয় পুনরায় বলে উঠল আমার মনে হয় তোকে কেউ ভালবাসে'।

বিমল একটু ভেবে নিয়ে বললে 'আমার কি আছে ভাই যে লোকে ভালবাসবে। অর্থহীন সৌন্দর্য্যহীন'।

'আচ্ছা চল শুনছি এ ক্লাস হবে না'।

'কেন'?

উভয়ে বাহির হইয়া গেল।

২৬

পরদিন বিমল বিজয়ের ঘরে পা দিতেই দেখলে একটি মেয়ে কথা কাটাকাটি করছে। বিমলের কানে এল মেয়েটি বলছে 'আপনার তো শুনছি বিয়ে'।

'ও সব আমায় বলবেন না। আমার মাথায় এখন ও সব ঢুকবে না, এটা হল পড়বার সময়'।

'কিন্তু পড়াবারও তো সময় বটে'? মেয়েটি হেসে উঠল। এবং পুনবায় বললে সেদিন আপনার বৌকে দেখে এলাম'।

'কেমন দেখতে বলুন তো আপনার মত হবে'।

লজ্জায় মুখখানি বাঙ্গা করে মেয়েটি উত্তর দিল 'খুবই সুন্দরী তবে ডানা দুটো যা কেটে দিয়েছে'।

'এই দেখুন আমার মাথা খারাপ করবেন না' বলেই বিজয় চেয়ার ছেড়ে উঠে মেয়েটির হাত ধরতে যেয়ে বিমলকে দেখে একটু থতমত খেয়ে বসে পড়ল। মেয়েটিও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিমল মেয়েটির দিকে একটু চেয়ে, তার কোলের ছেলেটিকে দেখে লোভ সম্বরণ করতে না পেরে বিজয়কে জিজ্ঞাসা করল 'মেয়েটি কে? খুব তো ভাব হয়েছে'।

'তোর মত তো হবিষ্যি করিনা। মাছ মাংসের একটু খোঁজ রাখতে হয় বৈ কি'?

'লোকটি কে'?

'দোহাই ভাই পরের ধনে চোখ দিও না। পর দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ কিন্তু তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আত্মবৎ হয়ে পড়েছে। ওর জন্য অনেক কাটখড় পড়াতে হচ্ছে'।

'তোর আবোল তাবোল কে শুনতে চাইছে। কে বলনা ছাই'।

ভারি গম্ভীর চালে বিজয় বলতে স্থরু করলে 'মেয়েটি হল বিনয় বাবুর শালি! ওদের পাটনায় বাড়ি। মেয়েটি খুব স্মাট ও মিশুক। একেবারে জলবৎ তরলং। কোন এক মিশনারী স্কুলে ম্যাট্রিক পাস করে ফাষ্ট ইয়ারে ভর্ত্তি হয় কিন্তু কি কারণে, সে ওরাই জানে, বই পড়া ছেড়ে একেবারে বৌ হয়ে পড়তে কলকাতায় এসেছেন বিয়ের সন্ধানে। ও এখন কল্পনাকে ছেড়ে বাস্তব নিয়ে পড়তে চায়'।

'তোর সঙ্গে আলাপ হল কি করে'।

'আলাপ করে নিতে হয়। তার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। নারী রত্ন সাধনার ধন। আর বুঝেছিস তো বাড়িতে গাড়ি থাকলে আলাপ অনেকের সঙ্গেই হয়'?

'নামটা কি'?

তোর আস্পর্দ্ধা তো কম নয়। একেবারে মজিয়ে ছেড়েছে দেখছি। মেয়েদের নাম জিজ্ঞাসা করতে একটু ইতস্ততঃ করলিনে। তুই নাকি ভদ্র চরিত্রবান'।

বিমল মাথাটা নিচু করে বিজয়ের টেবিল থেকে একখানা বই হাতে তুলে নিলে।

বিজয় বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল 'নীলিমা। নয় দীর্ঘই লয় রশ্বই ময় আকার। কেমন নামটি বলতো। রোজ সকালে বিকালে জপ করতে ভুলিসনে'।

'ছেলেটি কে'। বিমলের মুখ থেকে কথাগুটি বেড়িয়ে পড়ল'।

'তোর কি হয়েছে বলতো। বিয়ে না হতেই ছেলের খোঁজ'।

'না ভাই এই জিজ্ঞাসা করছিলাম? মাপ কর আমায়'। বিনয় ক্ষমা চাইলে।

'আরে ও বিনয়বাবুর ছেলে। ছেলেটিকে দেখতে ঠিক ওর মায়ের

মতন হয়েছে'।

নীলিমা এক কাপ চা হাতে করে এনে বিজয়ের টেবিলের পরে রেখে বিমলকে লক্ষ্য করে বললে 'ও আপনি এখনও আছেন চা খাবেন কি' ?

'কেন আমায় যেতে বলছেন' বিমল উঠে পড়ল। সে নীলিমার কোলের শিশুটির প্রতি নজর পড়তেই হাত বাড়িয়ে বলে উঠল 'খোকাকে একটু কোলে নিতে পারি' ?

নীলিমা একটু সরে যেয়ে বিরক্ত ভাবে বলে উঠল 'বেশ লোকতো আপনি। চা খাবেন কি না বলুন' ?

'আজ্ঞে না' বিমলের কথা শেষ না হতেই বিজয় বলে উঠল 'ও চা খায়না'।

আশ্চর্য্য হয়ে নীলিমা বললে 'আপনি চা খাননা। লোকে যে আপনাকে ভদ্র বলেই স্বীকার করবে না'।

'ভদ্রতা যার আছে সে ভদ্রতার এতটুকু কাঙ্গাল নয়' দৃঢ় ও সংযত ভাবে বিমল কথাগুলি বলে, ঘৃণায় নীলিমার দিক হতে চোখ দুটি ফিরিয়ে নিলে।

এতটা রুক্ষ মেজাজে কথা বলতে কোন অপরিচিত যুবককে সে আজও দেখেনি। 'লোকটা কি পাগল' নীলিমা আপন মনে ভাবতে ভাবতে বিমলের দিকে চেয়ে বলে উঠল 'কই খোকাকে কোলে নেবেন না। আপনি বুঝি খুব ছেলে মেয়ে ভালবাসেন। আপনার ছেলে মেয়ে কয়টি' ?

বিজয় হাসি থামাতে না পেরে বলে উঠল 'উনি হলেন বিশ্ব প্রেমিক। ওর ছেলে মেয়ে জগত জোড়া। ওর বৌ ঘরে ঘরে'।

নীলিমা হাসলে এবং বললে 'বিয়ে হয়েচে তো' ? না তাও হয়নি' ?

'এই হব হব করছে। তবে এরা তো সাধারণ মানুষ নন্ এই জন্য একটু দেরি হচ্ছে। এরা আমাদের সমাজের বীজ রক্ষা করছেন।

অসাধারণ ক্ষেত্র না হলে মানাবে না'।

বিমল হাত বাড়িয়ে খোকাকে কোলে নিতে গেল সে আসতে চাইলেনা। টানাটানি করতে যেয়ে যে নীলিমাকে একটু ছুঁয়ে ফেললে। নীলিমা সে স্পর্শে বিমলকে যেন ভাল ভাবে দেখে নিয়ে নিজেকে একটু ছেড়ে দিতেই, খোকা পড়বার ভয়ে বিমলকে জড়িয়ে ধরলে। বিমল খোকাকে বুকের মধ্যে একটু জড়িয়ে ধরেই মুখটি দেখে ফিরিয়ে দিলে।

নীলিমা চলে যেতে বিজয় বিমলকে বললে এ তোর কি হয়েছে বলতো? পরের ছেলে নিয়ে কাড়াকাড়ি না করে বিয়ে করে. ফেল। নিজের ছেলে নিয়ে যত খুশি আনন্দ করিস্।

২৭

সন্ধ্যার পর নীলিমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিজয় বলে উঠল 'কাপড়খানায় আপনাকে বেশ সুন্দর মানিয়েছে।

ফিক করে হেসে নীলিমা বললে 'লিষ্ট করে রাখুন এই রকম কাপড় একখানা আপনার বৌকে কিনে দেবেন'।

'বিয়ে যে করবনা মনে করছি'।

'বিয়ে করবেন তবে বলছেন করবেননা। একলা থাকতে আপনি পারবেন না'।

'চেষ্টা করতে ক্ষতি কি'?

'আপনার মা বাপ শুনবেন কেন'।

'আলবৎ শুনবে'।

'সন্ন্যাসী হবেন তাহলে? অতটা বাড়াবাড়ি করবেন'।

বলতে পারিনা। হয়েও পড়তে পারি। মনটা উলঙ্গ না হক দেহটাকে তো উলঙ্গ করতে পারব। রিহার্সাল দেব দেখবেন কি' ?

'দোহাই আপনার মাপ করবেন' পরমুহূর্ত্তেই নীলিমা বলে উঠল 'কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে যে মিশছেন'।

'একটা ভদ্রতা তো আছে, তাও ছাড়তে বলেন'।

'সন্ন্যাসীর আবার ভদ্রতা কি'।

'সন্ন্যাসীই তো একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক'।

'আপনি যখন সন্ন্যাসীই হবেন, তখন আর আপনার ধর্ম্মে আঘাত করবনা' নীলিমা কথাগুলি খুব তুচ্ছতাচ্ছিল্যের মধ্যে বললে। সে মুখখানা বেঁকিয়ে ধরলে 'দেখবেন যেন পাপ না হয়'।

'ঘাবড়ান কেন। এ যুগই হল নষ্ট হবার যুগ। ধর্ম্ম নষ্ট করে আজ আমরা দুঃখিত হইনা আনন্দ পাই। কত ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছে দেখেছেন কি অপরকে ধর্ম্মচ্যুত করতে? ঈশ্বর আজ কারো বা পৈত্রিক সম্পত্তি, কারো বা জমিদারি, কারো বা দেবত্তর কারো বা একচেটে ব্যবসা। এ আপনি বিশ্বাস করেন? এর মধ্যে ভগবান থাকতে পারেন? ভগবানের সঙ্গে অনেকে তো মৌরুসী পাট্টার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। স্বর্গের লোভ দেখিয়ে ধর্ম্মচ্যুত কি ধর্ম্মান্তর করা যদি পৌত্তলিকতা না হয় তবে যে কে পৌত্তলিক এ আমি খুঁজেই পাই না। ধর্ম্মের মধ্যে আজ হিংসার প্রবৃত্তি কত বেড়েছেন জানেন' ?

'সন্ন্যাসী হবেন কোন দুঃখে' ? নীলিমা জানতে চাইলে ?

'যেহেতু কেউ আমার প্রেমের মূল্য দিতে চায়না। যার দিকে হাত বাড়িয়ে দেব সেই বলবে ওটি হবেনা। কি করব বলুন। এ তো ধরে বেঁধে সন্ন্যাসী করা'।

'আপনার বৌ খুব সুন্দরী হবেন শুনছি'।

'যেহেতু আমরা বড়লোক'।

'আপনার বৌকে তো খাটতে হবেনা। শুধু ঘর সাজিয়ে বসে থাকলে হবে'।

'এটুকু তো ঘরে ছবি টাঙ্গিয়েই আদায় করে নেওয়া যায়। বৌএর কোন দরকার নেই। দেখবেন আমার ছবির তহবিল'। বিজয় ড্রয়ারের চাবি খুলে তার ছবির আলবাম বাহির করে নীলিমার সামনে রাখতেই সে বলে উঠল 'কি বিশ্রি ছবি আপনি রাখেন'?

'আরও দেখবেন' সে একখানা ছবি তার চোখের উপর তুলে ধরল।

আনন্দের গাম্ভীর্য্যের ভিতর দিয়ে নীলিমা বলে উঠল 'এই কি আপনার ছবি, যত ছাঁই পাস' সে লজ্জায় কাঁপতে লাগল।

আলবামটি ড্রয়ারে পুরে বিজয় নীলিমার দিকে চাইতেই নীলিমা জিজ্ঞাসা করলে 'কই আপনার বন্ধুকে তো আর দেখিনা'।

'ভোলেননি এখন দেখছি'।

লজ্জায় নীলিমার মুখখানি রাঙ্গা হয়ে উঠল। সে বিজয়কে বললে ভদ্রলোক তো আমার পরে চটে যাননি'?

'মেয়েদের পরে ও চিরকালই চটে আছে। ব্রহ্মরূপ আচার্য্যের অস্ত্রগাতে ও আপনাদের সঙ্গে লড়াই করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত'।

'কেন ব্যাপাব কি' নীলিমা হেসে ফেললে।

'ব্যাপার আর কিছু নয়, অতি সহজ। মেয়েদের ও ভালবাসে না, বিশ্বাস করেনা। ও গরীব চাষি তারা ওর পাকা ধানে মই দিয়েছে। তাই কল্পনার তাঁত বুনতেই ও ভালবাসে। এড়ে গরু পোষবার সখ একটুও নেই'।

'বাজে কথা বলেন কেন। বলুন বিয়ে করতে চাননা বান্ধবী চান। নীলিমা খিল খিল করে হাসতে হাসতে পুনরায় বলে উঠল 'এঁড়ে গরু পুষতে চাননা, কিন্তু নিজেরা যে এক একটি হয়ে পড়ছেন সেটুকু কি

খেয়াল আছে' ?

'বান্ধবী ! সে গঙ্গাজল তুলসী হাতে নিয়ে বলতে পারি একটিও নাই। বরং যে দেশে বাস করে সে দেশে ও যেতে চায়না। আর এঁড়ে গরু সেটা ওকে ঠিক মানাবে না। আমাকে বলতে পারেন। ও একটি ধর্মের ষাঁড়। আমাদের নৈতিকতার জেলখানার বলদের মত খাটতে হয়তো ও পারবে না, তবে বিয়ে হয়তো করবে'।

'ভদ্রলোক খুব গরীব নয়' ?

'দিব্যি চেহারা, স্বাস্থ্য ভাল, লেখাপড়া শিখেছে, খাটতে পারে, তাকে আপনি গরীব বলছেন। এ তো বড় অন্যায়। সেই তো গরীব যার রোজগারের ক্ষমতা নেই রোজগার করতে পারে না। তাতে কলেজে পড়ছে খরচ আছে। তবে লোকটি বড় বেরসিক। প্রেমের দিক দিয়ে ও প্রকৃতই গরীব। যে শ্রীপদ রজ লাভের জন্য মানুষ কিনা করছে, ও সামনে পেলে ভয়ে পালিয়ে যায়'।

'মাথায় ছিট তো নেই'।

'প্রফেসারের দল তো খুবই প্রশংসা করেন'।

'ছাড়ুন আপনার প্রফেসারের কথা। কলেজে যখন পড়তাম তখন অনেক দেখেছি। সকলের চোখ যেয়ে পড়তো রমার উপর। যেন সেই একমাত্র মেয়ে কলেজে পড়ে। মেয়েটিও দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। বিয়ে না হলে আপনার জন্য চেষ্টা করে দেখতাম্। যেই তার বিয়ে হয়ে গেল সব বেটার কত দুঃখ। সমাজকে আক্রমণ করে কত আবোল তাবোল বলতে সুরু করল'।

'আপনার চেয়েও সুন্দর' ?

'আমি আর কি সুন্দর' নীলিমার মুখখানি লজ্জার আভায় ভরে উঠল সে মাথা নত করলে।

'বলেন কি। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, প্রেমে ভগবতী, লজ্জায়

দম্পতি. দয়ায় রতি ঠাকরুণ'।

নীলিমা দাড়িয়ে ছিল পাসের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

'মাপ করবেন বসতে বলা হয়নি? বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে। গলায় মালা থাকলে আজ আপনার গলায় পরিয়ে দিয়ে আমাকে ফাঁসি দিতে ঝুলে পড়তাম'।

চোখের কোনে ভ্রুকুটি টেনে নীলিমা বললে 'মেয়েদের তো আপনারা বসতে দিতে চাননা, কেবল শুইয়ে রাখতেই ভালবাসেন'।

'বসলে যে অকর্ম্মণ্য হয়ে যাবেন। খেটে খাবার ক্ষমতা থাকবে না'।

মেয়েরা তো বসেই থাকে আর আপনারা শুধু খেটে খেটে মরেন। নীলিমা পুনরায় বললে কাজকর্ম্ম তো ঢের কথা আমরা কোথাও গেলে আপনারা ভয়ে মরেন যে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব বুঝি গেল'।

'যায় কিনা ঠিক করে বলুন দেখি'?

'কার কবে গিয়েছে বলে সকলেরি যাবে'।

'কার যায়নি বলুন। মানুষ যে দুর্ব্বল'।

'দুর্ব্বল তো চুপ করে থাকলেই পারেন। আমাদের হাতে সব ছেড়ে দিন্। তা না শুধু গোলমাল করবেন' নীলিমা বলতে বলতে পুনরায় বলে উঠল 'যার যায় তার যায়, যার যাবে না তার কিছুতেই যাবে না'।

'এই নিন' বিজয় শরীরটাকে নীলিমার দেহের পরে একটু এলিয়ে দিলে।

'কি করছেন বলুন তো'। সে গম্ভীর হয়ে পর মুহূর্ত্তেই বললে 'ছি বড় অশ্লিল হয়ে পড়ছেন। এই আপনি বিয়ে করবেন না। কত বাজে কথাই বলেন আপনারা'।

'এটি কি আপনার বিয়ে হল? লোক ডাকব শাঁক বাজাতে'

বিজয় হাসতে লাগল।

'এইটুকুই মন্ত্র পাঠ করে করলেই বিয়ে' নীলিমা যেন একটু অস্বস্তির মধ্যে কথাগুলো বললে।

'তবে মাপ করবেন' বিজয় নীলিমার দিকে হাত দুটি বাড়িয়ে দিল।

'দেখবেন শেষে পা জড়িয়ে ধরবেন না'। হাসিমুখে সে পুনরায় বলে ফেলল 'কি হলেন বলুন তো ছি। আপনি বড় পথ হারিয়ে ফেলেন'।

'পায়ে হাত দিতে গেলে মূল থেকেই সুরু করা কি প্রশস্ত নয়'।

নীলিমা নিজের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বললে 'আপনার বিয়ে হলে আমরা সব বাঁচি'।

'বলেন তো মন্ত্র পাঠ করে ফেলি। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্ত্রী রূপেন সংস্থিতা নমঃস্তস্যৈ নমঃস্তস্যৈ নমঃস্তস্যৈ নমো নমঃ'।

'ঢের হয়েছে রাখুন। অত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপারকে অত সহজে শেষ করা যায় না'।

'বৃহৎ মনে করলেই বৃহৎ'।

'যে বৃহৎ সে মনে না করলেও বৃহৎ থাকবে'।

'আপনার গলার হারটি বড় চমৎকার'।

টানবেন না, ছিড়ে যাবে, পাগল হলেন নাকি'? বিজয় অগত্যা ছেড়ে দিলে। নীলিমা আরও খানিকটা সরে যেয়ে বললে' আপনার বন্ধুকে একদিন আনবেন না আমাদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ রহিল'।

'ও কোথায়ো যেতে চায়না'।

'নেমন্তন্ন করলেও ফিরিয়ে দেবেন'।

'প্রেম ফিরিয়ে দেয় তো নেমন্তন্ন। বিশেষতঃ সুন্দরী মেয়েদের পরে ও ভীষণ চটা'।

'নীলিমা বিরক্তভাবে বললে' যেমন আপনি, রাখুন রাখুন বড় বড়

কথা। সুন্দরী মেয়েদের দেখবার লোক অনেক আছে। তার জন্য আপনাদের কাউকে মাথা ঘামাতে হবেনা। আপনার বন্ধুকে বলবেন ওর মত ছেলের তারা তোয়াক্কাই করে না। দু পাঁচটা ছেলে উঠতে বসতে তাদের পেছন পেছন সর্ব্বদাই ঘুরছে'।

'আরে চটছেন কেন ও যে একটি রত্ন বিশেষ' ?

'যারা রত্নাকরকে সৃষ্টি করতে পারে তাদেব রত্নের অভাব নেই নীলিমা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে 'ভদ্রলোক কি আপনাদেব সঙ্গে পড়েন'।

'কেন বলুন তো'।

'যেহেতু আপনি তো পড়েন না, কলেজ যান আসেন। সেটি আপনার একটি আড্ডাখানা'।

'ধা বলেন আপনি। স্ত্রী বাক্যম সদা সত্যম'।

উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বিজয় নীলিমাকে সম্বোধন করে বললে 'আপনার হাতে ভাল মেয়ে আছে, আমার বন্ধুবরের ইচ্ছে যে বিয়ে করে'।

'সবাই তো আপনার মত বৌ বৌ করে পাগল হয় নি, ভদ্রলোক সেদিন যে ভাবে চটে গিয়েছিলেন আমার পরে তাতে মনে হয় মেয়েরা ওর ত্রিসীমানায়ও আসতে পারেনি উত্তরটা নীলিমা খুব তাড়াতাড়ি দিলে।

কাচুমাচু করতে করতে বিজয় পুনরায় বললে 'আপনার বিয়ে নিশ্চয় খুব বড় ঘরেই হবে' ?

'বড় ঘর বলতে আপনি কি বোঝেন ? বড় বাড়ি, বড় গাড়ী, বড় হাড়ির ব্যবস্থা। বড় বাড়ির হট্টগোল সইতে পারব না, বড় হাঁড়ি নামাবার ক্ষমতা নেই, আর বড় গাড়ি সে পছন্দ হয় না খরচা খুবই বেশী। স্বামী বড় হক এ আমিও চাই, তবে তার আসবাবপত্তর, সাজগোজ, ভূমিকা বড় হক এ হয়তো চাই না। তার যেন অফুরন্ত স্বাস্থ্য থাকে, অপরিমিত সামর্থ থাকে, শিক্ষিত হয়, রোজগার করবার ক্ষমতা থাকে, আর মনটা যেন

একটু পরিষ্কার হয়'।

'বিয়ের পরে আপনি নিশ্চয়ই খুব সুখী হবেন'? বিজয় জিজ্ঞাসু-নেত্রে নীলিমার মুখের পানে চাইল। নীলিমা মৃচকি হাসি হেসে মুখ-খানিকে তুলে বললে 'সুখ অনেকটা মানুষের চেষ্টা ও যত্নের ফল। সুখকে আয় বললেই সে আসবে না, যাও বললেই সে যাবে না। সুখ ও দুঃখের প্রশ্ন বড় গোলমেলে। যারা সুখের প্রতীক্ষায় বসে থাকে তারা হয়তো সুখী হয় না, কিন্তু যারা সুযোগ পেলেই সুখকে গ্রহণ করে তারা সুখী হয়। সুখকে যে পায়ে দলে যায় সে কোনদিন সুখী হয় না। বিবাহ সুখের রঙ্গমঞ্চ নয় তবে সেখানে সুখ আছে। আপনার বন্ধুর মত তাকে মরুভূমি করে তুলতে পারি না'।

'পড়াশুনা করলে আপনি প্রফেসার হতেন ঠিক'।

'প্রফেসার না হই তার বৌ তো হতে পারতাম। ছাই কলেজে ভর্ত্তি হলাম কিন্তু পড়বার কি যো আছে। লোকে অত পাছে লাগলে কি পড়াশুনা হয়। দেশশুদ্ধ লোকের সঙ্গে তো লড়াই করা চলে না'।

বিজয় হাসলে এবং বলতে লাগল, আপনারা পড়াশুনা করবেন শিক্ষিত হবেন, তবেই তো দেশ জেগে উঠবে। স্বাধীনতার মূলমন্ত্রই তো আপনারা। ফুটবল খেলার মাঠে, সিনেমায়, পার্কে, ক্লাবে, রেসকোর্সে কলেজের গেটে, অফিসের টেবিলে, মিটিংয়ের বেঞ্চিতে মেয়েরা সব জেগে উঠে, ছুটাছুটি করছে, ফলে এক নাটকীয় অভিনয়ের সৃষ্টি হয়েছে বটে তবে মানুষের জীবনটাতো ঠিক নাট্যশালা নয়, কি হট্টশালাও নয়'।

'আপনার বন্ধুর ছোঁয়াচ লেগেছে দেখছি। ও কি মেয়েরা করছে না, তাদের দিয়ে করানো হচ্ছে। আপনাদের প্রলোভনে তারা বাধ্য হয় করতে। হাত বাড়ালেই যদি মেয়েদের পাওয়া যায়, উঠতে বসতে, খেতে শুতে, পথে ঘাটে, সমস্ত জায়গায় তাতে লম্পটের একটা আনন্দ আছে জানেন তো? আমাদের তথাকথিত স্বাধীনতার পেছনে হয়তো লাম্পট্যই

প্রবল। ঘরের শান্তি আর বাইরের শান্তি তো এক নয়। ঘরের শান্তি মানুষের মনের শান্তি, বাইরের শান্তি দেহের তৃপ্তি। ঘরকে শুন্য করে যারা বাহিরের শুধু শান্তি খোঁজে প্রেমের বাসরকে ভেঙ্গে আসর করে তোলে তাদের কথা সতন্ত্র। একদল হতচ্ছাড়া মেয়ে আছে, যারা নিজেদের টেনে পুরুষের কাছ থেকে বের করে নিতে চায় অথচ তাদের পোঁ ধরা। এরা পুরুষের মো সাহেবী করতে ভালবাসে। কিন্তু পুরুষকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায় না। এদের স্বাধীনতার মাত্রা যখন বাড়ে তখন রাস্তা ঘাটে, এদের পুরুষকে দিয়ে গড়াগড়ি জড়াজড়ি ও লুটোপুটি করতে দেখা যায়। এ এদের স্বভাব। দৈহিক অভাবটা খুব বেশী এদের মধ্যে ফুটে ওঠে। এরা দৈহিক স্বাধীনতাই চায়। পুরুষ নিয়ে এরা ঘর করেনা বটে তবে প্রেম বিলোতে ছাড়েনা। যৌবনের ধর্ম্মশালায় এরা পান্থশালার সৃষ্টি করে। এরা প্রেমের গোচরণ ভূমি। সমাজের যত বেটা লম্পট, ছাগল, গরু এখানেই যেয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভিড করে দাঁড়ায়। পুরুষ যা বলবে এরা তাই বলবে এবং তাই করবে। পুরুষ বললেই এরা স্বাধীন এবং অধীন হয়ে পড়ে। নিজেদের সৃষ্টি করবার ক্ষমতা এদের একটু নেই'।

'সৃষ্টি তো আপনারাই করেন'। বিজয় হাসলে।

'এ আপনার ভুল। সৃষ্টি আপনারাই করেন, আমরা রক্ষা করি, তাকে ধারণ করি, প্রকাশ করি ও বহন করি।

'আপনি কোন দলে? অগ্রগতি না অধোগতির দলে'।

'আমার কোন দল নেই। দলাদলির ধার আমি ধারিনা। দল বাঁধলেই জানবেন দস্যুবৃত্তি করতে চায়। পুরুষকে আমি ভালবাসি, সে আমার ভালবাসার প্রকাশ স্বরূপ। ভালবাসার মধ্যে যেটুকু অপ্রকাশ্য সেখানেই আমি পুরুষকে চাই। ফুলের যেমন অধীনতা স্বাধীনতার কোন প্রশ্ন ওঠে না বনের ফুল, বাগানের ফুল, সে ফুটে ওঠে, গন্ধ ঢালে, ঝরে যায়, আমিও ঠিক তাই। ফুলের গন্ধকে কি কেউ বাঁধতে পারে। শেষ মুহূর্ত্ত

পর্য্যন্ত সে আপনাকে বিতরণ করে। স্বামীকে ভালবেসে যদি স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলি দুঃখের কিছুই নাই। স্বামী যদি মানুষ হয়, হৃদয়ে বড় হয়, তার অধীনতা স্বীকার করতেও লজ্জিত নই। নারীর গণ্ডি ছাড়িয়ে যেয়ে সীতা দেবীকেই কত ভুগতে হয়েছিল আমরা তো সামান্য। আর আমার বিশ্বাস নিস্বার্থ ভাবে নারীর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আপনারা পারেন না, তাই চিৎকার করেন'।

'আপনি তা হলে দেখছি স্বাধীন হতে চাননা। দিব্যি চাকরি বাকরি করবেন, যাকে খুসি বিয়ে করবেন? পুরুষের দল মোসাহেবের মত ঘুরে বেড়াবে'।

'পুরুষের মোসাহেবীর প্রলোভন নারী জীবনে খুবই বেশী। রূপের বাজারে যে স্বাধীনতার প্রচলন হয়ে পড়েছে তা নিয়ে সংসার চলেনা। সংসার করতে গেলে অনেক কিছুই লাগে। আমি যদি সব ছেড়ে দিয়ে প্রেমের গোচরণের মাঠে এসে স্বাধীনতার চিৎকার করতে সুরু করে দি, হয়তো শুনতে ভাল, দেখতে ভাল, কিন্তু ভেবে দেখবেন প্রখর রৌদ্রে কি দুর্দ্দিনের ঝড়ে কি বর্ষার সময় কোথায় যেয়ে দাঁড়াব। নিজেরা কষ্ট করলেও ছেলে মেয়ে গুলো তো পেরে উঠবেনা। সমাজের লাথি ঝাঁটা খাবে। নিজের স্বার্থের বিনিময়ে তাদের কেন কষ্ট দেব, বদনাম রটাব। প্রেমের গোয়াল ঘরের যে একটা প্রয়োজন আছে এটা তো স্বীকার করেন'?

'একটা কাজ করুন বিয়ের পরে স্বামীকে দিয়ে ছেলে মেয়ের নামে একটা ইনজাঙ্কসন্ জারি করে বসে থাকুন, কোন বালাই থাকবেনা। হুকুম জারি করে দিন নেই মাঙ্গতা কিছুতেই ঢুকতে দেবেন না। নইলে কি রক্ষে আছে, ছেলে মেয়েয় ঘর ভরে যাবে, পা ফেলবার জায়গাটুকুও থাকবেনা। ট্যা ভো লেগেই থাকবে'।

'সে আপনারা পারেন। অতটা আমাদের দ্বারা হয়ে উঠবে না। বিবাহের একটা পরিচয় আছে, সেটা নষ্ট করতে ভয় পাই। বিবাহ

আত্মহত্যা নয়, কি নরহত্যাও নয়। ভ্রূণ হত্যার মত তাকে নিজের স্বার্থের সেবায় নিয়োজিত করতেও পারবনা। স্বভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আমি চাইনা। সহজ ও সরল ভাবে যে আসে সে আসুক তবে সে যেন নিয়মিত ও পরিমিত হয়'।

'দুঃখ পাবেন'।

'দুঃখই যেখানে আনন্দ সেখানে কি করবেন বলুন। বিবাহ বস্তুটি আপনাদের কাছে অনেকটা ভাষা-ভাষা ব্যাপার কিন্তু আমাদের আজীবনের সংস্কার'।

'লেখাপড়া শিখলে আপনি এ সব কথা বলতেন না'।

'আমাদের সমাজের সতন্ত্রতা আমরা যে বিদেশীর আক্রমন থেকে রক্ষা করতে পারি নাই এর চেয়ে দুঃখের কিছুই নাই। আমরা সব সময়ে মনে করি আমরা অতি বুদ্ধিমান, আর অতীতে যারা বাস করে গেছেন তারা সব মুর্খ, তাদের অভিজ্ঞতার কোন মূল্য নেই, তারা যে আদর্শ সমাজের মধ্যে দিয়ে গেছেন সে সব ভুয়ো, এই যে ডেঁপোমী ও সবজান্তা ভাব এ বড় সর্ব্বনাশের। শত শত বৎসরের অত্যাচারকে বুকে জড়িয়ে ধরে মানুষ যেমন তা ভুলতে পারেনা, অত্যাচারীর সঙ্গে যেমন সহযোগ চলেনা তেমনি আমাদের এই ধৃষ্টতা ও কুসংস্কার। ব্যাঘ্র কি কোনদিন গোবৎসের মত দুগ্ধ দান করে? অত্যাচারী কি কোনদিন অত্যাচারকে ভুলতে পারে? উন্নতির অজুহাতে আমরা যে আমাদের প্রাচীনতম সমাজকে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে অত্যাচার করে চলেছি এ দুঃখের। ছেলে ছোকরাও আজ মনে করে তার বিদ্যাবুদ্ধি তার জীবিত পিতৃ পিতামহের অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে? এই যে মুর্খতা এই আজ আমাদের সর্ব্বদুঃখের মূলে। আলেয়ার মত আজ আমরা উন্নতির সন্ধ্যান করি। স্বাধীনতার যত চর্চ্চা করি সব আমরা যৌবনে। এ কি উচ্ছৃঙ্খলতা নয়? যদি কিছু স্বাধীনতা আমাদের থেকে থাকে সে তো যৌবনেই আছে, অথচ

সেখানে স্বেচ্ছাচারীতার নামে স্বাধীনতার চিৎকার কি খুব ভাল ?—চাকরি করতে যেয়ে আপনারাই সুবিধে করে উঠতে পারেন নাই সেখানে আমরা কি করব বলুন, শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে বসব। বিদেশী ও বিধর্ম্মিকে খুইয়ে বসব জীবনের চাবিকাটী। সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে কোন পথ আজও আমরা বেছে নিতে পারিনি, সবই জোড়া তালার ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। শিক্ষার মূলে আছে কেরানীত্ব তার কি কোন স্বাধীনতা আছে। ঘরে বসেই মেয়েরা যৌবনের অত্যাচারকে এড়িয়ে চলতে পারেনা, বাহিরে এসে তারা যে কি ভাবে ব্যতিব্যাস্ত হয়ে ওঠে একবার ভেবে দেখেছেন। এ কেন ? এ কি আপনাদেব স্বভাবেব দোষ নয়' ?

'স্বভাব টা কি শুধু আমাদেব না আপনাদের ও একটু আছে'।

'আপনারা যত সহজে ধরা দেন আমরা তা পারিনা। আপনারা জল দেখলে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন, আমরা কলস কাঁকে ধীরে ধীরে সাবধানে সিড়ি বেয়ে নেমে যাই। আপনাদের স্বভাবে ফুটে ওঠে একটা অভাব আমাদের স্বভাবের মধ্যে আছে যৌবনের একটা প্রভাব মাত্র। যৌবনকে পূজা করতে শিখুন তাকে আর সাজা দেবেন না, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করুণ, দেহ নিয়েই পড়ে থাকবেন না'।

'কিন্তু লাভ লোকসানের হিসাব কসে দেখবেন, লাভ আপনাদের বেশী'।

নীলিমা হেসে ফেললে এবং বলতে লাগল 'আমরা মনে করি ঘরের কাজের চেয়ে বাইরের কাজ বড়, তার স্বাধীনতা বেশী, বিদেশী শিক্ষার এই যে প্রভাব, এ বিদেশীকেই লাভবান করে তুলেছে। এ ভুল আর করতে চাইনা। স্বামীর দুটো মুখের কথার চেয়ে আফিসের মুখ ঝামটা হয়তো ভালো লাগেনা ? জাতি কি এই কেরানীর স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। আমরা মেয়ে পুরুষে যদি চাকরির জন্য ভিড় করে দাঁড়াই, মজুরি কমে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে নারীর প্রেমের সওদার ফাউ সংগ্রহের একটা

রেওয়াজ হয়ে উঠবে। সে হয়তো ভয়ানক হবে। আমরা মানুষ, মানুষের ক্ষুধা আমার মধ্যে খুবই বেশী, তবুও নিজেকে আর প্রলুব্ধ করতে চাইনা। যৌবনকে আমি হয়তো খুব সম্মান করতে পারি নাই, তার উপযুক্ত ব্যবহার তাকে দিতে পারি নাই, কিন্তু আর তাকে অসম্মান করবনা। সে আমার প্রেমের আজ অতিথি, যে আমায় জগতের সঙ্গে পরিচিত করেছে, আনন্দের অধিকারী করেছে, যে আমার সংসার ধর্ম্ম কর্ম্মের মূলে তাকে আর অপমান করবনা। আপনার বন্ধুর কাছ হতে আর কিছু না পারি এটুকু শিখে নিয়েছি। প্রাচ্য চায় রোগের মূলে আঘাত করতে তাকে উচ্ছেদ করতে, প্রতিচ্য চায় রোগের জন্য হাঁসপাতাল খুলতে, ঔষধের সৃষ্টি করতে, তার বিচ্ছেদ আনতে। এই উভয় চিন্তাধারার মধ্যে কি মিলন সম্ভব'।

'আমার বন্ধু কি বলেন জানেন' বিজয় কহিতে লাগিল 'স্বাধীনতা হল দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য। সেই স্বাধীন যে কোন ভাবেই কাহারো অধীন নয়। যাব মন শুদ্ধ, আত্মা পবিত্র, যাব কর্ম্মের মধ্যে আছে প্রতিভার উন্মেস ও মুক্ততা সেই স্বাধীন। স্বাধীনতা অপরকে পদদলিত লাঞ্ছিত কি বঞ্চিত করা নয়। মানুষই মানুষের স্বাধীনতার প্রথম অন্তরায়। মেয়েরা আজ স্বাধীনতার নামে চায় পুরুষের দাস মনোভাব এ স্বাধীনতার লক্ষণ নয়। নারীর প্রেমের দাসত্ব করতে সে বড় ভয় পায়। আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যদি ব্যষ্টিগত স্বাধীনতার অন্তরায় হয় সেও দুঃখের। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছেড়ে শুধু সমষ্টিগত স্বাধীনতা নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারেনা। অথচ শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ে মানুষ সুখী হয় না। ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে সমষ্টির আকারে আমাদের যে স্বাধীনতা গড়ে ওঠে, যেমন আমাদের ঘর সংসার, তেমনি দেশ, জাতি ও জগত। পরষ্পর পরষ্পরের পরে নির্ভর করে। ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত স্বাধীনতার সামঞ্জস্যই হল প্রকৃত স্বাধীনতা।

ডেমোক্রেসী শুনেছি স্বাধীনতা, কিন্তু সে হয়তো মেজোরিটির স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতার মেজোরিটি মাইনোরিটি বলে কিছুই নেই। নারী পুরুষকে ভালবাসে, এবং পুরুষ নারীকে ভালবাসে এর একটি স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেই স্বাধীনতা যদি অপরের অন্তরায় হয়, দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে ও ছড়িয়ে পড়ে, তখন স্বাধীনতার রূপ নষ্ট হয়ে রস শুকিয়ে ও গন্ধ ঝরে যায়।

'স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেমন নিশ্বাস ফেলতে শেখে তেমনি সে তার স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে। স্বাধীনতা কাহারো একচেটিয়া নয়।'

আমার বন্ধু বলে, বিজয় নীলিমার পানে চেয়ে বলতে লাগল 'পশুর স্বাধীনতা আর মানুষের স্বাধীনতা এক নয়? পশুর স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা, কিন্তু মানুষের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে দেখা দেয় সংযম ও সামঞ্জস্য; ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে সমষ্টির বোধ ও উন্নতি। সমষ্টির জন্য ব্যক্তিত্বকে ত্যাগ। তবে ব্যক্তিত্বের জন্য সমষ্টির ত্যাগ নয়। নারী ও পুরুষের স্বাধীনতা হয়তো নারী ও পুরুষের সামঞ্জস্য। স্বাধীনতা যখন পরস্পরের বিনিময়ে পরস্পরকে গ্রহণ করে সে চেতন নতুবা অচেতন। জগত নির্ভরশীল। অণু পরমাণু থেকে সকল বস্তুই কোন না কোন কিছুর উপর নির্ভর করতে বাধ্য। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, ব্যাবহার করে, এই তো সৃষ্টি। চোরকে স্বাধীনতা দিলে চুরি বাড়ে, লম্পটকে স্বাধীনতা দিলে লাম্পট্য বাড়ে। শিশুর স্বাধীনতা মানুষের স্বাধীনতা এক নয়? একটা স্বাধীনতা আছে যার দাবি সকলেই করতে পারে, সে অতিসাধারণ। সেই হল ডেমোক্রেসীর স্বাধীনতা; শুধু সেইটুকু নিয়ে মানুষ সুখী হয়না। নারীর দেহ নিয়েই যদি পুরুষ সন্তুষ্ট হত তবে ঘর সংসার বাঁধতে পারতনা। যে স্বাধীনতায় সকলের অধিকার আছে, অর্থাৎ ডেমোক্রেসীর স্বাধীনতা সে পশুর স্বাধীনতার চেয়ে একটু উপরের

স্তরে। ডেমোক্রেসী বলে মানুষ সমান, কিন্তু সব সমান নয়, বিদ্যাবুদ্ধি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে হৃদয়ে মানুষ ছোট বড় থাকবেই। পথের ভিখারী আর রাজ ঐশ্বর্য্যের যে সংগ্রহিতা সে এক নয়? লম্পট ও ব্রহ্মচারী এক নয়। সামান্য কূপমণ্ডুক ও যখন ভাবতে শেখে সে বিশ্ব প্রেমিকের চেয়ে কোন অংশে হেয় নয় তখন আমরা হয়ে পড়ি দুঃখী, এর যেমন একটা ভাল আছে তেমনি যথেষ্ট মন্দ ও আছে। অসংযত কামনা বাসনার ফলে শুধু আমরা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করতে বাধ্য হইনা, জগতকেও অসুখী করে তুলি। খাঁটি স্বাধীনতা তাই বিরল। সমাজে যে স্বাধীনতার প্রচলন আছে তাই তাতে খাদ দিতে আমরা বাধ্য হই। স্বাধীনতাকে যারা হৃদয়ে না টেনে নিয়ে অলঙ্কারের মত ব্যবহার করতে চান কি মেডেল করে তোলেন তারা স্বাধীনতার অন্তরায়। স্বাধীনতা যখন নরমুণ্ডমালা গলে উলঙ্গ হয়ে এসে হাজির হয় খড়্গহাতে, জাতির জীবনে তার পরিনাম শুভ হয়না। স্বাধীনতার মোড়লেরা আজ শিশুর মতন কোঁদলে অভ্যস্ত'।

'স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ যার মধ্যে যত বেশী ততই সে স্বাধীন।'

'কিন্তু স্বাধীনতা আজ স্বার্থান্ধ। ধনী দরিদ্রের স্বাধীনতা দেখতে চায়না, দরিদ্র ধনীর স্বাধীনতা দেখতে পায়না। এর ফলে দাড়িয়েছে কলহ। দরিদ্র চায় ধনীকে উচ্ছেদ করতে এবং ধনী চায় দরিদ্রকে উচ্ছেদ করতে। ডেমোক্রেসী তাই আজ ধনী ও দরিদ্রের কুরুক্ষেত্র হয়ে পড়েছে। উভয়েই ভ্রান্ত। দরিদ্রের রাজধানী আজ কম্যুনিষ্ট, তেমনি ধনীর রাজধানী কাপিটালিজম উভয়েই ভ্রান্ত। স্যোসলিজম এর মধ্যে সামঞ্জস্য চায়। এ জগতের মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্য দিয়ে ফুটে বেরিয়েছে, তাদের একটা প্রতিষ্ঠান, নারীর মত লজ্জানত, তবে কার ঔরসে সে গর্ভধারণ করবে এ নির্ণয় আজও করে উঠতে পারেনি। কখন ধনী কখন দরিদ্রকে বুকে টেনে নিয়ে, সে যে অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে তাতে সে যদি সংযত না হয়,

হয়তো পরিণাম ভাল হবেনা। স্যোসালিজমের উচিত ছিল ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে ব্যাষ্টির দিকে হস্ত প্রসারণ। তার উচিত ছিল ধনী দরিদ্রকে মায়ের মত দুটি স্তন খুলে দিয়ে প্রবৃত্তির বশীভূত না হয়ে ঈশ্বরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

সূচাগ্র ভূমির স্বার্থত্যাগ করতে যে জগত পারেনি, অথচ সে যুগে কত বড় বড় লোক ও মহৎ আত্মা বর্ত্তমান ছিলেন সেখানে স্বাধীনতা হয়তো স্বার্থত্যাগ নয় স্বার্থের সন্ধান ও আক্রমণ। মরুভূমির দেশে দুখানা জঙ্গলের বিনিময়ে মানুষ যখন মহাযুদ্ধের সূচনা করে, সেকি স্বাধীনতা না পরাধীনতা। স্বাধীনতা হল মানুষের প্রেমের সচ্ছতা, মনের নির্ম্মল ও উজ্বল ভাব সে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার নামে যে পরাধীনতার বোঝা আমরা বয়ে চলেছি বিজয়ের কথা শেষ না হতে হতেই পিতার কণ্ঠস্বরে সে উঠে পড়ল এবং নীলিমার দিকে চেয়ে বলে উঠল 'বসবেন আমি আসছি।'

'না আমি যাই'।

বিজয় পিতার ঘরে পা দিতেই দেখলে তিনি ইজিচেয়ারে বসে বসে তামাক টানতে টানতে খবরের কাগজ পড়ছেন সে বলে উঠল 'আমায় ডেকেছেন'।

'তোমার মা তোমার জন্য একটি পাত্রী ঠিক করেছেন সেটি দেখে আসবে' পিতার কথার কোন উত্তর না দিয়ে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

২৮

সংসারের রং বেরঙ্গের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন যেন মেঘের মতন। মেঘের বুকে যেমন বরষা লুকিয়ে থাকে, রঙ্গের আঁচল ঢাকা,

নেমে আসে, ভেসে যায়, তেমনি প্রেম। আকাশের মতন শুন্যতায় ভরা মানুষের যে জীবন সে প্রেম ব্যতিত পূর্ণ হতে পায়না। জগতকে জড়িয়েই মেঘের উৎপত্তি। মানুষকে জড়িয়ে তেমনি প্রেম। পশুর প্রেম পশুর প্রবৃত্তি, মানুষের প্রেম মানুষের বিত্তাবুদ্ধি। বর্ষার একটি সুনির্দ্দিষ্ট সময় থাকলেও সে অসময়ে এসে বড় উৎপাত করে। বর্ষার সঙ্গে আসে ঝড, তেমনি প্রেমের সঙ্গে নেমে আসে কামনার ঝড। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ চমকায় তেমনি মানুষের প্রেমকে জড়িয়ে মানুষের আশার সঞ্চার হয়। এক ঝলক রক্তের মত মানুষের হৃদয় হতে যে প্রেম বেরিয়ে আসে তার সাধিন্য এত বেশী যে বিচ্ছিন্ন হতে চায়না।

সমাজ বলতে আমাদের ধারণা খুবই ক্ষুদ্র। অনেকে সমাজ বলতে স্মৃতির বোঝা অর্থাৎ অতীত বলে ধরে নেন, অনেকে তার জীবনের প্রীতির সংস্কার অর্থাৎ বর্ত্তমান করে তোলেন, আর অনেকে তাকে খেয়ালের মজলিশ রূপে ভবিষ্যৎ বলে গ্রহণ করেন। সমাজ যে আমাদের জীবনের একটি সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা, হৃদয়ের ইতিহাস, জীবনের ক্ষেত্র বিশেষ এ আমরা ভুলে যাই।

সমাজ বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যতের পরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার কৃষক আমরা সবাই। সেখানে আমরা ভালবাসাকে রোপন করি ও কর্ত্তন করি। সমাজে আজ চাষীর চেয়ে দালাল বেশী। সমাজের পরিপূর্ণতা নীলিমার মধ্যে ছিলনা তবে তার কোন অঙ্গহানি ও সে করতে চাইতনা। সে চাইত সহজ ও সরল পথে চলতে, পথের মোড় ঘুরলেই সে ভয় পেত। এই জন্যই সরলকে অনেক ক্ষেত্রে ধাক্কা খেতেও হয়। যারা খুব উচ্চ অন্তঃকরণের লোক, তারা সরলতার খুবই সম্মান করেন। যারা ক্ষুদ্রগণ্ডির লোক তারা তাকে বিকৃত মস্তিষ্কের প্রভাব বলে ধরে নেন।

সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন কেটে যায়। দুঃখের যেমন একটি দৃঢ়তা আছে সুখের আছে গ্লানি। একটা গতানুগতিক সুখ দুঃখের

প্রশ্ন ওঠে যার বাইরে যেতে মানুষ পারেনা। গড্ডালিকা প্রবাহের মত সেখানে সবাই যেয়ে পড়ে। তবে অনেকে সংযত হন এবং অনেকে অসংযতাকে এড়াতে পারেন না। সুখের আছে আরাধনা কিন্তু দুঃখের আছে সাধনা। সুখের স্থলে এসে পড়ে ভক্তি কিন্তু দুঃখের মাঝ দিয়ে আমরা পাই মুক্তি।

ক্ষনিকের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে নীলিমা বিমলকে ভুলতে পারেনা। সে ভাবে বিমল তাকে ভালবাসে। কিন্তু পর মুহুর্ত্তেই সে ভাবে ভালবাসা তো এতটা নিরব থাকতে পারেনা। পুরুষের ভালবাসার উৎসাহ তার কাছে নূতন নয়, অথচ এ যেন কেমন কেমন। বিমলের যেন একটা নূতনত্ব আছে তার প্রভাব বড় বেশী। এই ধরণের লোককে সে যে ভালবাসতে পারে আগে ভাবতেও ভয় পেত। অথচ একি ? হৃদয়ের পরে তার কি কোন অধিকার নেই ? জীবনে প্রেমের অনেক উৎপাত সে সহ্য করেছে, কিন্তু তার প্রতাপ সে যেন এই প্রথম অনুভব করতে শিখেছিল। তার প্রভাব আজ সে আর এড়াতে পারেনা। দীর্ঘ শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি খানির দিকে চেয়ে মনে মনে সে শিউরে ওঠে। সে কত ভাল, কত সরল, এর মোহে সে যেন ডুবে যায়। প্রেম নারীর দেহে তরঙ্গ তোলে, মনে ঝড় আনে, হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে। পুরুষের পাসে দাড়িয়ে সংসার করতে সে কত আনন্দ পায়। সংসারকে সে ভুলতে পারেনা। তার পংথিতে পংথিতে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সে যেন জড়িত। তার ছেলে তার মেয়ে তার স্বামী এ ভাবতে যেয়ে তার চোখে জল আসে। এ জগত যেন তার। এখানে তার সবই আপনার। অফুরন্ত প্রেমের সে যেন আজ সতঃশীলা। অর্থ সৌন্দর্য্যে সে চিরকাল মুগ্ধ হয়ে এসেছে, কিন্তু দরিদ্রেরো যে একটা রূপ আছে সে এই প্রথম দেখলে। ধনীর আছে শুধু ধনের গৌরব, কিন্তু দরিদ্রের যে গৌরবের অন্ত নেই। কত সহজ জীবন এই দরিদ্রের। সে চা খায়না, পান খায়না, সিগারেট খায়না এর যে শক্তি সে কি কম।

যে শক্তিমান সে নিজেই বেঁচে থাকে, নেয় কম, দেয় বেশী। কিন্তু দুর্ব্বল গ্রহণ করে বেশী। দরিদ্র যে পরিমাণে সরলতার বশীভূত হয়ে চলে ধনী তা পারেনা। মানষ দৃষ্টিতে সে যেন কার পানে চেয়ে থাকে। বিরহ যখন গভীর হয় তার চোখে জল আসে। যৌবনকে নিয়ে সে কতই না লুকো-চুরির খেলা খেলেছে, আজ আর নড়তে পারেনা। নারীর মধ্যে পুরুষ তার অপ্রকাশের আনন্দ খোঁজে কিন্তু পুরুষের মধ্যে নারী খোঁজে তার প্রকাশের আনন্দ। স্নিগ্ধ মুখখানি, পরিষ্কার ব্যবহার তার বুকের মাঝে গুমরে গুমরে ওটে, তাকে কাঁপিয়ে তোলে নাচিয়ে তোলে কাঁদিয়ে যায়। ভাল সে বেসেছে কিন্তু ব্যাথা সে কোনদিনও পায়নি, আজ যেন তার মনখানিকে সে আর বইতে পারেনা।

নারীর প্রেম ফুলের মত ফুটে যায়, কিন্তু পুরুষের প্রেম সেখানে বাতাসের মত আন্দোলন জানায়। নারীর প্রেমে আছে পক্কতার স্বাদ কিন্তু পুরুষের প্রেমে আছে কাঁচার গন্ধ। নারী পুরুষকে প্রলুব্ধ করে, এই তার ভালবাসা; কিন্তু পুরুষ নারীকে দেখলে চঞ্চল হয়ে পড়ে। পুরুষের প্রেম নারীব প্রেমের ভাষায় সুর ভাজে। ভাষা ও সুরের সমন্বয়ে আমরা প্রেমের যে গান গাই সেখানে ফুটে ওঠে সৃষ্টি। পুরুষ আজ শুধু তার কামনা নয়, কামনা ধৌত একটি বিশুদ্ধতা। স্বামী সে তো শুধু তার দৈহিক অভাব অভিযোগেব প্রতিমূর্ত্তি নয়। পুরুষের মাঝে পুরুষের খোঁজ তো সে করেনি; নারীর খোঁজ করেছে। পুরুষ যে তার নারীত্বের আনন্দ। পুরুষের বিনিময়ে তার মাঝে নারীত্বের যে জাগরণ আসে সেই তো সৃষ্টি। পুরুষ তাকে দেখলে এগিয়ে আসে, কাকুতি মিনতি জানায়, তাকে পেলে সন্তুষ্ট হয় কিন্তু ভাল তো বাসেনা। প্রবৃত্তির বশে সে শুধু দেহের পেছনে ছুটে বেরিয়েছে সুখের জন্য, কিন্তু সুখ তো দেহে প্রতিফলিত হয়; দেহে নাই। দর্পনে মানুষ যেমন প্রতিফলিত হয়, জলের সচ্ছতায় যেমন প্রতিবিম্ব আসে দেহের সুখও তেমনি। প্রেমের ব্যায়ামা-

গারে ঢুকে সে চেয়েছে প্রেমের পূর্ণতা, কিন্তু পায়নি। বিপরিত জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান। প্রেমের রসাস্বাদ সে করেছে তবে গলাদ্ধকরণ করতে পারে নাই। সে যদি পেটে যেয়ে হজম না হয় তবেই তো রোগে পড়তে হবে ও ভুগতে হবে এ ভয় তার ছিল। জিহ্বার একটা স্বাদ আছে তাই নিয়েই তো মানুষ বেঁচে থাকতে পারেনা, সেই জন্যই আমরা গলাদ্ধকরণ করি।

নীলিমা তার গত জীবনের পানে চাইতে যেয়ে চোখের জল ফেলে। সে দেখে এভাবে আর চলতে পারবেনা। নিজকে ছোট করে, সহজলভ্য করে, বিকিয়ে দিয়ে, সে যাকে অপমান করেছে, সে যে তার কত আপনার এ ভাবতে যেয়ে সে যেন বসে পড়ে। তার পবিত্রতাকে, উজ্জলতাকে দুর্ব্বলতার মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে সে তো সুখী হয়নি। তার হৃদয়ের ভিতর যে প্রেমের দেবতা আছে তাকে সে তো কোনদিন পূজা দিতে চাযনি, শুধু বালকের মত তাকে নিয়ে খেলা করছে, কামনা বাসনার আস্তাকুড়ে টেনে নিয়ে আনন্দ পেয়েছে। নারী যদি পুরুষের যোগ্য হয় পুরুষ তাকে ভালবাসতে বাধ্য। ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যদিয়ে যতদিন আমরা জাতিগত সমাজগত স্বার্থের খোঁজ না করব ততদিন আমাদের শিক্ষার দীক্ষার মলিনতা থাকতে বাধ্য। নারী যদি পুরুষকে তার ব্যক্তিত্বের সেবায় নিয়োজিত না করে, ব্যক্তিত্বের স্পর্শ ভরে ছেড়ে দেয় সে বড় হয়। প্রেম তার কামনা বাসনার অট্টালিকা, জীবনের মন্দির, যৌবনের কুঠির, তাকে যদি সে শুদ্ধ ও সংস্কৃত করে তুলতে না পারে সে তো দুঃখের। বিশুদ্ধ খাদ্য যেমন দেহের জন্য দরকার বিশুদ্ধ প্রেম তেমনি মনের পক্ষে প্রয়োজন আছে।

২৯

নীলিমা চুপকরে বসে বসে ভাবছে বিজয় পেছন দিক দিয়ে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল "কি করছেন" ?

নীলিমার সামনে টেবিলের পরে একখানা ফটো ছিল সেটা সে টেনে তুলে নিতেই বিজয় হেসে বলে উঠল "কি দেখছেন? প্রেম পুরুষের ছবি" ?

"আমার নয় আপনার। দেখুনতো মেয়েটি কি রকম" নীলিমা ফটোখানি বিজয়ের হাতে তুলে দিলে।

বিজয় ফটোখানি দেখতে দেখতে হটাৎ তার মুখখানা চুম্বন করে বসল।

"পছন্দ হয়েছে তাহলে" নীলিমা হাসতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বলে উঠল "দেখবেন আর কিছু করবেন না বেচারীকে"।

বিজয় নীলিমার দিকে চাইল এবং বললে "ফটোগ্রাফার লোকটি বড় বেরসিক। রূপের একটি রাহু সৃষ্টি করে ছেড়ে দিয়েছে। পায়ের ধুলো নেব এ ব্যবস্থাও রাখে নাই"।

নীলিমা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং হাসতেই লাগল তার আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে বিজয় হাত দিয়ে তুলে দিতে গেলে সে সরে দাঁড়াল এবং সেটা একটানে তুলে নিয়ে বিজয়কে জিজ্ঞাসা করলে "পছন্দ হয়েছে কি না বলুন"।

'ঘরে টানিয়ে রাখতে পারি তবে বিয়ে করতে পারবনা'।

"কেন শুনি, বেশ তো চেহারা"।

"এক কাজ করুণ আপনিই ওকে বিয়ে করে ফেলুন"।

"উপায় থাকলে নিশ্চয় করতাম"।

'আপনি ওকে বিয়ে করুণ আমি আপনাকে বিয়ে করব, ফলে একই দাঁড়াবে"।

নীলিমা যেন একটু গম্ভীর হয়ে পড়ল এবং বলে উঠল আপনি বড় বাজে কথা বলেন। আপনার মাকে কি বলব বলুন ছাই'।

'বলবেন পছন্দ হয়েছে তবে বিয়ে করতে পারবনা'।

'বিয়ে করবেন না ভাল কথা। কিন্তু ভদ্রভাবে থাকতে শিখুন। সংযত হন'।

'অসংযত আমি একটুও নই। তবে আপনাদের কাছে পেলে একটু আধটু হয়ে পড়ি, সেটা আপনারা চান এবং আমার ও কিছু দরকার আছে'।

'একদিন যেয়ে মেয়েটিকে দেখে আসুন না। আপনার মা তো তাই বললেন'।

'অনুগ্রহ করে আপনি যান না। নাক কত বড়, কান কত ছোট, চোখ দুটি কেমন, চুল কত লম্বা, হাত পা কত চওড়া সব কিছুর একটা মাপ নিয়ে আসবেন, দুজনে চিন্তা করে দেখব বিয়ে করা যায় কিনা'।

নীলিমা ভ্রুকুটি টেনে বলল 'অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাপ চিঠি লিখে চেয়ে পাঠান। কত ঢঙ্গ করতেই শিখেছেন আপনারা বিয়ের নামে। এক পয়সা যার মূল্য নেই সেও লাখ টাকা হাঁকে'।

'এত বড় সংসার যেখানে গড়ে তুলতে হবে সেখানে মাপ-জোখ ঠিক না হলে যে প্লানই নষ্ট হয়ে যাবে'।

'কথার একটি অবতার আপনি। বিয়ে করবেন না ভদ্রভাবে থাকবেন না ছি'।

'বিয়ে করলেই বুঝি সব ভদ্রলোক হয়ে পড়ে'।

'সুযোগ তো পায়'।

'কিন্তু বিয়েটা করব কাকে'।

'যাকে খুসি পছন্দ হয়'।

'পছন্দ তো কাউকেই হয় না'।

'তবে অপছন্দকেই বিয়ে করুন। বাজারে যদি পছন্দমত কাপড় না পান, যা পান তাই নিতে হবে'।

'আমি ব্রহ্মচারী মানুষ আমায় বিয়ে করতে বলছেন'।

'এত মিথ্যা কথা বলতে পারেন আপনি'।

'আচ্ছা মেয়েটি চাকরি বাকরি করছে তো। ছ্যাকড়া গাড়ির মত দেহটাকে টেনে নিয়ে অফিসের টেবিলে যেয়ে বসতে পারবনা। ঘর-সংসারের কাজ করতে রাজি আছি'।

'চাকরি কি মেয়েরা সাধ করে করে! আপনাদের ঠ্যালায় তারা বাধ্য হয় চাকরি করতে। আপনারা যদি বিয়ে না করেন, শুধু প্রেম করতে চান তারা করবে কি? এত স্বার্থ প্রবীন হয়ে পড়েছেন আপনারা যে আমাদের মতন নবীনকে হার মানতে হয়'।

মজুরি দিলেও প্রেম করবেন না। এ তো বড় অন্যায়। প্রেমের বাজারে আপনারা যখন সেজেগুজে এসে দাড়ান তখন মনে হয় সব অপ্সরী কিন্তু উনোনে চড়ালেই সব ফাঁক। প্রেমের একটা পার্ট টাইমের কাজ আছে করবেন, রোজ একঘণ্টা করে'।

'মাপ করবেন'।

কত ভদ্রঘরের মা লক্ষীরা অলটাইমের কাজের মধ্যে প্রেমের পার্ট টাইম করছেন, আপনি ঘাবড়ান কেন। মজুরি অলটাইমের পাবেন'।

'আপনাদের পার্ট টাইম তো চব্বিশ ঘণ্টায় ও শেষ হয়না, কি করব বলুন'। নীলিমা হাসতে লাগল।

বিজয় বললে 'প্রেম সে বিলোবার জিনিষ, অথচ আপনারা তার মজুরি না নিয়ে কথাই বলবেন না, ধার দেওয়া তো দূরের কথা; একেবারে ক্যাস। আপনাদের দেহ যমুনায় একটু সাঁতার কাটতে চাইলেই বলে উঠবেন ফেল করি মাখ তেল। যস্মিন দেশে যদাচার।

'অর্থ বস্তুটি যত বড় আপনারা মনে করেছেন প্রকৃত সে তা নয়। প্রেম অর্থের বিনিময় নয়। অর্থের নামে যে প্রেমচর্চ্চা আপনারা করতে চান সে অধঃচর্চ্চা'।

'স্বামী চর্চ্চা কি আজ অর্থচর্চ্চা নয় বলতে চান। স্বামী না হলে চলে কিন্তু অর্থ চাই। টাকা থাকলে স্বামীর অভাব নেই। আবার রূপ থাকলেও স্বামীর অভাব নেই। তবে বড় যে কোনটা ভেবেই পাইনা'।

নীলিমা হাসলে 'জীবনকে স্বপ্নের মত সাজিয়ে তুলে কোন ফলই হয়না। অর্থের প্রয়োজন আছে তবে অর্থই জীবন নয়। অর্থের বিনিময়ে জীবন ধারণ চলে তবে জীবন পাওয়া যায় না। বিবাহের দায়িত্ব আপনাদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশী। আপনাদের তো কোন ঠিক নেই কখন সন্ন্যাসী হয়ে পড়বেন, পালিয়ে যাবেন। কত সতী লক্ষীকে এই কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে; কর্ত্তব্য বস্তুটি আপনরা বড় ভুল করেন'।

'ঐ শ্রীপদ লাভে কি কিছু স্মরণ থাকতে পাবে? মানুষ ভুলে যেতে বাধ্য হয়?—পুরানো স্বামী যদি পালিয়ে যায় নূতন স্বামী আসবে অভাব কি'!

'এই নূতনের মোহ অজ্ঞানের মোহ। জগতে নূতন কিছুই নেই। কাপড়ের যেমনবড় জোর পাড়টা বদলায় লম্বা চওড়ায় সেই দশহাত চুয়াল্লিশ ইঞ্চিই থাকে আপনার ঐ নূতনের মোহও তাই। মেয়ে পুরুষের নামটা শুধু বদলায় আর সবই হয়তো ঠিক থাকে। লক্ষ লক্ষ পুরুষের মধ্যে যে আনন্দ লুকিয়ে আছে আপনার মধ্যেও সেই বিরাজমান'।

'সুন্দরীর মূল্য কমিয়ে দেবেন না'।

'অন্ধের কাছে কি জগত অসুন্দর বলতে চান'। না এ জগতে তার আনন্দ নেই'।

'আপনি খেদী পেচী সব সমান বলতে চান। তাদেরো মানুষকে বিয়ে করতে হবে ? ফটোখানায় হাত দিতে দিতে বিজয় পুনরায় বললে জামা কাপড়গুলো খুলছেনা কেন বলুন তো মেয়েটি বড় লাজুক'।

'আপনারা কি সবাই সুপুরুষ। না আপনাদের মধ্যে খেদা পেচা কেউ আছেন। বিয়ের বাজারে অচল হলেও প্রেমের বাজারে তো সবই চলে যায় কেন বলবেন আমায়' ?

'আপনি ভুল করছেন। খেদীও চায় তার বরটি লক্ষণ ঠাকুর হক। ফলে লঙ্কাকাণ্ড'।

'অসংযত কামনা বাসনাকে দমন না করতে পারলে দুঃখ আসবেই। নীলিমা বলতে লাগল প্রাচ্যের আদর্শ ছিল সংযত কামনার সৃষ্টি, আত্মার বিশিষ্টতা, পাচ্যাত্যের আদর্শ অসংযত কামনার সৃষ্টি, তাব লেলিহান মূর্ত্তি নিয়ে জড়িয়ে পড়া। প্রাচ্য চায় যেখানেই আছ সেভাবে থাক, একটা সন্তোষ খুজে নিও, সমাজের পক্ষে এর প্রয়োজন আছে, এবং অসন্তোষের মাত্রার যেন একটা পরিমাণ থাকে। পাশ্চাত্যের আদর্শ হল সর্ব্বদাই অসন্তোষ বহন করে চলবে সে হল দৈহিক বিশিষ্টতা। ভিখারীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে কে কবে রাজরাণী হয়েছে বলে সব ভিখারীর মেয়েই যদি তাই মনে করে ও হতে চায় এর চেয়ে মূর্খতা কি আছে বলুন। মানুষের চিন্তাধারা কার্য্যধারার মধ্যে সংযত ভাব থাকাই চাই। কামনা বাসনা যদি ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক উন্মেস না হয়, সে দুঃখের। ডেমোক্রেসীর নামে আমরা যে অসংযত কামনার সৃষ্টি করেছি এর ফল ভয়ানক হবে। আজ সবাই রাজা উজির হতে চায় প্রজা থাকতে কেউ চায়না। মেষ এবং মেষ পালককে এক করলে চলবেনা।

আমাদের বিয়ে হচ্ছেনা সে আপনাদের জন্য নীলিমার কণ্ঠস্বর গাঢ়

হয়ে পড়ল, প্রথমতঃ আপনারা বিয়ে করতে চান্ না, দ্বিতীয়তঃ টাকা চা-
তৃতীয়তঃ মেয়ে পচ্ছন্দ হয় না। বিয়ে করবেন না ভাল কথা। ভদ্রভাবে
থাকতে শিখুন। সেটুকু কি আমরা আপনার কাছে আশা করতে
পারি না। টাকা চান, বেশ যার আছে সে দিক্, কিন্তু যার নেই
তাকেও গ... ড়ি দিয়ে ঝুলতে হবে, একি ভালকথা। মেয়ে পচ্ছন্দ
হয় না অতি উত্তম, কিন্তু মনে রাখবেন চোখ কান নাক মুখের বাহিরেও
একটি সৌন্দয্য আছে যেটুকু কেউ ফেলতে পারে না। দৈহিক সৌন্দর্য্য
যৌবনের পরে মোদকের মত কিছুদিন কার্য্যকরী হলেও মানসিক সৌন্দর্য্য
না থাকলে ঘর থাকে না। এবং আপনারা অনুগ্রহ করে নিজের
চেহারা খানি একবার আধবার চেয়ে দেখবেন। খ্রীষ্টানরা পরস্পর
পরস্পরকে জেনে শুনে দুই মাস ছয় মাস দুই বৎসর ঘাঁটাঘাঁটির পর বিয়ে
করে কিন্তু বিচ্ছেদ কি বন্দ আছে? বরং বাড়ছে নাকি? পশুর সঙ্গে
মানুষের সঙ্গে তফাৎ কি? পশুর ঘর নেই সমাজ নেই, মানুষের ঘর
আছে সমাজ আছে। অথচ আমাদের দেশে কেউ কাউকে দেখেনা, জানে
না, অথচ বিয়ের পর সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে আজীবন কাটিয়ে কি দেয়না?
সমাজের পরে একটা বিশ্বাস রাখতে চেষ্টা করবেন, সেটা জাতীয়তার অঙ্গ।
একটা মেয়েকে চোখে দেখে আপনি কি বুঝবেন বলুন।
তার আত্মীয় স্বজন পিতা মাতা কুলশীল এতো অবান্তর নয়। যা নিয়ে
সে জন্মগ্রহন করেছে, হৃদয়কে গড়ে তুলেছে সে মার্কা ভুললে চলবে না।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শুদ্র বৈশ্য এ একটি মার্কা বিশেষ। বিবাহ দেহে আসন
পেতে বসলেও তার পূজার ধন দেহে নেই। যৌবনের জঙ্গম ভূমিতে
যঙ্গমের প্রলোভন বেশী হলেও, সেই তো তার সত্য নয়'?

'একথা খুবই সত্য যে আমরা বিবাহের আদর্শ ভুলে গিয়েছি।
কিন্তু দোষটা সম্পূর্ণ আমাদেরি একচেটে নয় আপনাদেরও আছে।
...খানিও দাসত্বের মোহে ভরিভূত ... পনারা চান আই. সি.

এস, বি, সি, এস। অর্থাৎ পাকা ধানে মই দিতে চান? বাড়া ভাত খেতে বসতে চান? কিন্তু সকলের পক্ষে কি তাই সম্ভব। অর্থের দৃষ্টিতে আমরা পাত্রের অনুসন্ধান করি ফলে দাঁড়িয়েছে বিবাহ হয় না। মানুষকে চিনে নেবার একটা ক্ষমতা চাই সে আমাদের নেই। দিন কতক বিবাহের খুব দালালি চলেছিল, সে ঘটকেরা আজ লুপ্ত। এখন বিজ্ঞাপনের যুগ এসে পড়েছে। আমরা দৃষ্টি শক্তির পরে এত বেশী জোর দি যে বুদ্ধির খর্ব্বতা আসে। আজ আমাদের বিচার বুদ্ধির পরিমাণ এত স্থূল যে দুঃখ আসতে বাধা। আজ বিবাহ করে আমরা সুখের এত বশীভূত হয়ে পড়ি যে পুত্রকন্যাকে দুঃখরূপে এড়িয়ে যেতে চাই। গর্ভধারণের কষ্ট টুকু সহ্য করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। বিয়ের পরেও সেটাকে সরিয়ে দিতে চাই কিনা বলুন' বিজয় হাসলে।

মাতাকে ঘরে আসতে দেখে বিজয় মায়ের মুখের দিকে চাইল। সৌদামিনী দেবী পুত্রের হাতে একখণ্ড কাগজ দিয়ে বললেন সকলকে ষষ্টির নিমন্ত্রন করে আসতে ভুলিসনে যেন। ওকে বলেছি গাড়ী থাকবে ক্ষণে। কাগজটুকু পকেটের মধ্যে পুরে বিজয় বেরিয়ে গেল।

সৌদামিনী দেবী নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ফটোটা দেখিয়েছিলি?

'হ্যাঁ' নীলিমা ক্ষুদ্রভাবে জবাব দিলে।

'কি বললে'?

'কিছুই না'।

'এদের যে কি হয়েছে কি বলব। যেমন বাপ তেমন ছেলে। আমার মুখ দেখানো দায় হয়ে পড়ল। ছেলে মেয়ে থাকলেই লোকে বিয়ের সম্বন্ধ করে অথচ এরা মেয়েই দেখবেনা' তিনি ক্রোধে অভিমানে ভরা মুখখানিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

নীলিমা বাসায় পা দিতেই শুনলে দিদি ডাকছে। সে রান্নাঘরের

। মায়া তাকে দেখেই চিৎকার

এতক্ষণ কোন চুলোয় ছিলে। ঘরে যে তোর আর মন বসেনা দেখছি চব্বিশ ঘণ্টাই ওদের ওখানে কি হয়। কখন বলেছি নোটখানা ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আয়, সেই গিয়েছিস্ আর এই ফিরলি, নীলিমা চুপ করে রইল। সে তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে কাজ করতে বসল।

'নে হয়েছে ছাড়' মায়া নীলিমার হাত হতে সেটা কেড়ে নিয়ে তাকে বললে পারিস তো খোকাকে একটু দেখগে। ধন্যি মেয়ে বাবা বিয়ে হলে বাঁচি'।

বিনয়কে চ্যাং ... আসতে দেখে মায়া নীলিমাকে একখানা ঠাঁই করে দিতে বললে। নীলিমা একটা আসন পেতে এক গেলাস জল পুরে জাগাটা হাতে মুছে নিলো। বিনয় খেতে বসে পড়ল।

খোকাকে কোলে করে এনে নীলিমা বিনয়ের পাসে বসে পড়ল।

'ওকে এখানে আনতে তোকে কে বললে। এই খেয়ে উঠল'।

নীলিমা মায়ার মুখের পানে চেয়ে উঠে দাড়াল ও চলে গেল।

মায়া বিনয়কে জিজ্ঞাসা করলে দেখ ওর বিয়ের কি করছ?

'বিয়ে বললে তো বিয়ে হয়না'।

'কতদিন হতে চলল এর মধ্যে তুমি একটা সম্বন্ধ ঠিক করতে পারলেনা। বিয়ে কি কারো আটকে আছে'।

'সামনের সপ্তাহে এক ভদ্রলোক বলেছেন দেখতে আসবেন দেখি কি হয়'।

'ওকে সামলান তো আমার পক্ষে দায় হয়ে পড়েছে'।

বিনয় ভাত খেয়ে উঠে হাত মুখ ধুয়ে বাহিরে বেরিয়ে গেল।

নীলিমা মায়াকে সামনে পেয়ে বলে উঠল 'দিদি শুনেছ বিজয় বাবুর বিয়ে'।

'তোর বিয়ে কবে হচ্ছে বলতো আমায়'।

মায়ার কথায় নীলিমা খোকাকে কোলে করে ঘাঁড় বেঁকিয়ে বলে

উঠল আমাকে তাড়াতে পারলে তোমরা যেন বাঁচ। আমি যেন তোমাদের দুই চক্ষের শূল হয়ে পড়েছি'।

'বিয়ে হলে বুঝি তুই পর হয়ে যাবি। পাগলি কোথাকার' মায়া হাসলে।

সীতানাথ বাবু সেদিন তার ছোট ছেলের জন্য নীলিমাকে দেখে যেয়ে পত্রে জানালেন যে মেয়ে তার পচ্ছন্দ হয়েছে। তবে পাওনা দেনা সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করতে করতে সেটা গবেষণায় উঠে ভেঙ্গে গেল। নীলিমা বড় দুঃখ পেলে। মেয়ে পচ্ছন্দ হলেও সামান্য দুটি টাকার জন্যও যে লোকে পিছিয়ে যাবে এ সে ভাবতে পারেনি। সে মনে মনে ভাবে বয়ে করবে না। বিয়ে হক না হক বিয়ের কনে সেজে সে আর দাঁড়াবেনা।

একদিন দুপোরের পরে সে শুনলে যে আজ বৈকালে তাকে দেখতে আসবে। পাত্র নিজে বন্ধু বান্ধব থাকবে। পাত্রের নিজের চোখে তার সৌন্দয্য যে এড়াতে পারবেনা এ ধারনা নিয়েই নীলিমা সেজে গুজে এসে দাঁড়ালে।

পাত্রের এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করে উঠলেন 'আপনি গান বাজনা জানেন'। বিনয় তার উত্তরে বললে ঘরের গান গাইতে একটু আধটু জানে'।

'অর্থাৎ বন্ধু বান্ধবের মন তুষ্টি করতে পারবেন তো' ?

'অতদূর বোধ হয় পেরে উঠবেনা বিনয় হসে উঠল'।

বন্ধুদের মধ্য থেকে আর একজন বলে উঠলেন ওকে জবাব দিতে দিন্‌না।

'আপনি ব্যায়াময়াদি করে থাকেন' ?

এর উত্তরে নীলিমা যে কি বলবে না ভেবে পেয়ে বলে ফেললে 'আজ্ঞে না'।

'হিন্দুর ঘরের মেয়ের সংসারের কাজ কর্ম্মের মধ্য দিয়ে নিয়মিত যে ব্যায়াম করতে হয় সে বোধ হয় ডন বৈঠকের চেয়ে কম নয়। বিনয় হাসলে'।

'আজ্ঞে ঠাকুর চাকর তো থাকবেই। সে দিক দিয়ে ওর অসু-বিধা কিছুই হবে না। তবে স্বাস্থ্যটির উপরে তো একটু লক্ষ্য থাকা উচিত' ?

'আপনি পড়া ছাড়লেন কেন পাত্র নিজে জিজ্ঞাসা করলে'।

'হিন্দুর ঘরের ব্য'পার বুঝতে পেরেছেন তো? বিশেষতঃ মধ্য বিত্ত ঘরে অর্থ নৈতিক সমস্যা ক্রমেই এত বাড়ছে যে ছেলে মেয়েকে একই ভাবে একই রকম শিক্ষা দিতে অনেকে খরচের জন্য পেরে ওঠেন না। নতুবা কে চায় না তার ছেলেটি মেয়েটি যথেষ্ট শিক্ষিত হক বিনয় উত্তর দিল'।

'স্কুল কলেজে আপনি কি কোন প্রাইজ কি মেডেল পেয়েছেন'।

বিরক্ত হয়ে নীলিমা শুধু বললে আজ্ঞে না।

'দেখুন আমরা একটু মর্ডার্ণ মেয়ে চাই'। বন্ধু হাসলে।

এর উত্তরে বিনয় বললে 'আপনারা চান ভাল কথা। কিন্তু মেয়েদের মর্ডার্ণ অধিকার গুলো দেননা এই যা দুঃখের। আমরা যখন সেটি দিতে পারিনা তখন সেটি আশা করা খুব উচিত হবে কি' ?

'আপনি নাচতে পারেন' ?

এর উত্তরে নীলিনা 'না' বলেই ক্ষান্ত হলো।

আমি যদি বলি আমার ভগিনী হাওয়াই জাহাজ চালাতে পারে এটিতো খুবই মর্ডার্ণ আপনারা বিয়ে করবেন কি বিনয় জানতে চাইলে।

পত্রে মতামত জানাতে স্বীকৃত হয়ে পাত্রের দল বিদায় গ্রহণ করলেন। স্বামী বস্তুটির পরে নীলিমার মন বড় বিগড়ে যায় সে ক্রুদ্ধ হয়। পুরুষের রূপের মধ্যে সে শুধু খুজে পায় ইন্দ্রিয় লিপ্সা। তার ভ্রান্তি এত

বেশী যে শান্তি নেই। ক্লান্তি ভরা।

মায়া ভাবলে বাঁচা গেল। আশি টাকা মাইনের কেরানীর জীবনের পরে কত সখ। জীবনের বোঝা বইতেই আমরা পেরে উঠছি না, অথচ তার সখের বোঝা বইতে যাওয়া যে এক বৃহৎ ব্যাপার।

৩০

'মা তোকে ষষ্টিপূজোর নেমতন্ন করেছে' বিজয় ঘরে ঢুকেই বিমলকে সম্বোধন করে বললে।

'মাকে বলো আমার শরীর খারাপ, অপরাধ মার্জ্জনা করতে'।

'দিব্যি সুস্থমানুষ বসে আছিস অথচ বলতে হবে শরীর খারাপ কেন শুনি'?

-'চোখের সুস্থতা নিয়ে বসে থাকলেই তো চলবে না'।

'মন যার নিরেট প্রাণ যার নিরস, শুষ্ক পাতার চেয়েও প্রেম যার কঠিন তার যে মনের অসুস্থতা থাকতে পারে মনে হয়না'।

'আমি তর্ক করতে পারবনা ভাই মাপ কর'। বিমল মুখটা ফিরিয়ে নিলে।

'তুই আমাব পরে এতটা চটলি কেন'?

'আমার চটাচটির তুমি কি ধার ধার। সামনে পরীক্ষা। তোমার মত ধীমান শ্রীমান কি বুদ্ধিমান তো নই যে না পড়লেও পাস করে যাব'।

বিজয় হাসলে এবং উত্তর দিলে, পড়তেই এসেছো, কোনদিন আর উঠতে হবেনা'।

বিমল চুপ করে রইলে। বিজয় পুনরায় বলে উঠল 'এখন ব্রাহ্মন কোথাই পাই বলতো। বাবা নিজে হাতে তোর নামটা বসিয়ে

দিয়েছেন। এতই যদি হয় বই নিয়ে চল বাটীতে বসে পড়বি'।

দুই বন্ধুতে কথার ট্যানাহ্যাচড়া অনেকক্ষন ধরেই হতে লাগল। বিমল অগত্যা অনুপায়ে নিমন্ত্রন্ন গ্রহণ করলে এবং বলতে লাগল 'ভাই তোমরা বড়লোক, তোমাদের অনেক কিছু শোভা পায়। আমরা গরীব এই আমাদের সত্য। একে অস্বীকার করতে ভয় পাই। জীবনের দেনা আব বাড়াতে চাইনা। আমি গবীব এতে আমি দুঃখিত নই, তবে দুঃখ হয় যখন এই সত্যকে ভুলে যেয়ে আচারে ব্যবহারে ধনী সাজতে যাই। অর্থ আমাদের নেই ভাল কথা, কিন্তু তাব মধ্য দিয়ে সামর্থকে চরিত্রকে মনুষত্বকে যেন নষ্ট করে না ফেলি। অর্থের দেনা হয়তো শোধ করতে পারব, কিন্তু চরিত্রের দেনা মনুষত্বের দেনা শোধ করতে পারবনা। ঋণ গ্রস্ত হতে ভাই আমি বড ভয় পাই'।

'দেনা কি লোকে সাধ করে করে।'

'দেনা করতে লোকে বাধ্য হয়। কিন্তু এমন অনেক লোকও আছে যারা সাধের দেনায় ডুবে যায়। অভাবের দেনার একটা সান্ত্বনা আছে কিন্তু সখের দেনা বিলাসের দেনা বড ভয়ঙ্কর। জীবন ধারণের সহজ সবল ব্যবস্থাকে আমবা এতদূব বিকৃত করে এনেছি যে ভাববাব কথা। স্বভাবের দেনা শোধ করা যায় কিন্তু অভাবের দেনা শোধ হতে চায়না'।

'কাল কখন আসছিস। নীলিমাকে দেখতে পাবি, সে তো তোর কথা প্রায়ই বলে'।

বিমল উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল ভদ্রভাবে কথা না বলতে পারিস বলিস নে'।

'আচ্ছা ঠিক করে বলতো নীলিমাকে দেখতে কি খারাপ'?

'আমি ভদ্রঘরের মেয়েদের নিয়ে চর্চ্চা করতে পারবনা'।

'তারা যদি তোর চর্চ্চা চায় তখন কি করবি'?

'কোন মেয়েই তা চায়না'

'না চায়না। কটা মেয়ের সঙ্গে তুই মিসেছিস্। তোর কানে কানে তারা যেন এসে বলে গিয়েছে'।

'নে চুপ কর' বিমল বিরক্তি জানালে'।

'ওদের দেখতেই ভাল, মুখ খুব মিষ্ট, হাসি যেন প্রার্থনায় ভরা; কিন্তু হৃদয়ে তোর চেয়ে খুব যেন বড় নয়। আমরা ওদের যা চর্চ্চা না করি তার চেয়ে ওরা আমাদের চর্চ্চা অনেক বেশী করে। কত আকড়ুম বাগড়ুম তোকে দিয়ে করিয়ে নেয় খেয়াল আছে'।

'তোর একটু লজ্জা কি ভয় নেই, এ বড় দুঃখের'।

'ভয়টা কিসের? মরবার আগে ভূত হতে আমি চাইনা'।

'ছিঃ' বিমল মাথা নত করলে।

'একি জগতে নূতন তুই বলতে চাস। চিরকাল আছে'।

'আছে মানুষের পরিচয়ে আছে, ভদ্রভাবে আছে'।

'পশুগুলো বুঝি সব মরে গিয়েছে'!

'পশুর সভ্যতা বলতে কিছুই নেই আছে শুধু হট্টগোল আর চিৎকার'।

'তোকে যদি কেউ ভালবাসে তাকে তুই ভালবাসবিনে। জগতে এসেছিস আনন্দের জন্য, আনন্দ পাওয়াই দায়, পেলেও গ্রহণ করবিনে? জীবন সে তো আনন্দের বাণী বহন করে আসে। আনন্দই জীবন। এই যে জীবন এ কদিনের জন্য। দেখতে দেখতে কি ফুরিয়ে আসে না। যৌবন যদি নিত্য ও অনন্ত হত তোর মত বসে বসে তার ধ্যান করতে আপত্তি ছিলনা। কিন্তু সে তো তা নয়। ট্রেণের টাইমের মত সে আসে ও চলে যায়'।

'গাড়ী সময়মত ষ্টেশনেই এসে দাঁড়ায়। যারা সাধারণ তারা টিকিট কাটেন এবং অসাধারণ পাস পান। এই ষ্টেশন হল বিবাহের একটি সামাজিক কেন্দ্র। বিয়ে করে ফেল্। বিবাহ ভালবাসার ক্ষেত্র

কেউ কিছু বলবেনা'। বিমল বলতে বলতে হাসলে।

'জীবনে কাউকে ভালবাসলি নে তো বুঝবি কি করে'।

'ভালবাসার একটা ব্যবস্থা আছে পদ্ধতি আছে সে তো খেলনা নয়! তার একটা রীতি আছে নীতি আছে'।

'তুই যদি কাউকে ভালবাসিস তাকে পাওয়া না পাওয়ার পরে তোর অনেক কিছুই নির্ভর করে, হয়তো আত্মহত্যা করে বসতে পারিস'।

'প্রবৃত্তিকে অতটা বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। যে আত্মহত্যা করবে সে করবেই, যে করবেনা সে করবেনা। মৃত্যু কত আপনার জনকে কেড়ে নিয়ে যায়, ভালবাসাকে ভেঙ্গে চুরে নিঃশেষ করে দিয়ে যায় তবুও তো মানুষ বেঁচে থাকে আত্মহত্যা করে না'।

'মেয়েদের সম্বন্ধে তোর ধারনা খুবই কম'।

'কুলি যেমন মনে করে যে ইঞ্জিনিয়ার বেটা একেবারে ভুয়ো, মেসিন সম্বন্ধে কিছুই জানেনা; যেহেতু সে তো তার পেছনে রোজ খেটে মরছে, তার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সে পরিচিত; কিন্তু সে যে কতটা ভ্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারকেই লক্ষ করলে বোঝা যায়। সে মেসিনের সৃষ্টি করেছে এবং হয়তো তার উন্নতির জন্য এখনও পরিশ্রম করছে। তার মূল্য কুলির মূল্যের চেয়েও বেশি'।

'তুই তাহলে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা। সার্টিফিকেট আছে তো। সইটা কে করেছে মেয়েতে না পুরুষে? ভগবান সে তো খানিকটা মেয়ে খানিকটা পুরুষ। শুধু পুরুষ কি শুধু নারী হলে তার কি নিস্তার আছে'।

বিমলকে চুপ করে থাকতে দেখে বিজয় জিজ্ঞাসা করলে জগতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার খবর রাখিস্।

'পুলিসের বড় কর্ত্তার মতন খবর না রাখলেও মানুষে মতন রাখবার চেষ্টা করি। চোর ডাকতের মত ধন দৌলতের খবর রাখিনা বটে তবে মানুষের মত তার একটা পরিমাণ রাখতে চেষ্টা করি'।

'ভালবাসার দোকান খুলে লোকে যখন তোকে ডাক দিতে থাকে পকেটে মজুরি থাকলে চুপকরে বসে থাকা চলেনা'।

'ভালবাসা আজ তোর জীবনের সত্যমিথ্যা জড়িত জীবনের আর্ত্ত-নাদ বিশেষ। দুঃখের মধ্যে সে আজ তোর ইঁদুরের গর্ত্তে যেয়ে ঢুকেছে। ইঁদুর যেমন সমাজের ক্ষতি করে তোর ভালবাসা ও আজ তাই। সমস্ত কলকাতা খুজে একটু খাঁটি ঘি কি কোন একটা খাঁটি জিনিষ আমায় এনে দে তো, ভালবাসা তো দূরের কথা। অথচ দোকানের কি অন্ত আছে। সমাজের বাসা ছেড়ে তোর ভালবাসা আজ লাম্পট্যের খোলা মাঠে এসে পড়েছে, মেঘ করেছে, জল আসতে পারে খেয়াল থাকে যেন। প্রেমের হাতুড়ি নিয়ে যৌবনের মূলধনে আমরা যে ভালবাসার সন্ধান করি, সংসার গড়ে তুলি, সে যদি পরিমিত ও নিয়মিত না হয় তবে হৃদয়ের তহবিল নিঃশেষ হতে দেরি লাগেনা। দুঃখ আসে'।

'তুই জীবনে সুখী হতে পারবিনে। সুখের যে প্রধান উপাদান নারী সে সম্বন্ধে তোর যখন এত ভ্রান্ত ধারনা। বিয়ে কর স্ত্রী তোর সুখের অনুপানের কাজটা করবে'।

'আমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে আমার কাছে নূতন নয়। তবে দুঃখের মাঝ দিয়ে দুঃখময়ের যেন একটা খোঁজ পাই পরিচয় আসে'।

'এ সব কেতাবিপানা দুই দিনের জন্য দোহাই তোর তুলে রেখে দে! এ কেতাবি উক্তি কেতাবেই শোভা পায়। বাস্তব জগতের কোন সংস্রব নেই'।

বিমল চিন্তান্বিত ভাবে বিজয়কে বলতে লাগল 'চোর ডাকাত যেমন অন্যায় করে, সমাজের ক্ষতি করে তুই ও সেইরূপ। চোর ডাকাত মানুষের ধন দৌলত চুরি করে, বৈষয়িক সম্পদ হতে বঞ্চিত করে। আর তোদের মতন চোর ডাকাত মানুষের মান ইজ্জত ভালবাসা প্রেম চুরি করে, সমাজকে তার নৈতিক ও মানসিক সম্পদ হতে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত করে,

সমস্ত জাতি এর ফল ভোগ করে। জীবনের এক্সপেরিমেণ্টাল ষ্টেজ আর নেই প্রাকটিক্যাল ষ্টেজে আমরা এসে পড়েছি, এখন আর ছেলে খেলা ভাল দেখায় না। তোদের ব্যবহার কর্ম্মকে পঙ্গু কোরে তোলে ধর্ম্মকে তার অলঙ্কারচ্যুত করে। মানুষ যেমন সংসার করতে নেমে, পথ চলতে, চোর ছ্যাচড়, ডাকাতকে ভয় করে এড়িয়ে চলে ও সাবধান হয়, অর্থ সম্পদ রত্নবাজিকে লুকিয়ে রাখে, বাক্সে পোরে, নয়তো ব্যাঙ্কে জমা দেয় তেমনি মানুষের ব্যক্তিগত ব্যষ্টিগত নৈতিক ও সামাজিক জীবন। আমাদের নৈতিক সম্পদ হতে বঞ্চিত করতে, সেখানে চুরি করতে, ডাকাতি করতে, ছ্যাচড়ামি করতে আজ লোকের অভাব নেই। বুদ্ধিমান ব্যাক্তি এদের সম্বন্ধে সতর্ক হন, অবুদ্ধিমান এদের খপ্পরে পড়ে। পথে চলতে যেমন গাঁটকাটার, পকেটকাটার, ভয় আছে, তেমনি সমাজের অনেক অনেক স্থানে এদের উৎপাত এত বেড়েছে যে ভাববার কথা। হিন্দু, মেয়েদের সম্বন্ধে সেইজন্যই একটু সতন্ত্রতা অবলম্বন করেছিল। কামিনী যে কাঞ্চন এতো ফেলবার নয়। বস্ত্র যখন আমাদের অঙ্গের বন্ধন হয়ে পড়ে তখন আমরা হয় সন্ন্যাসী না হয় পশু। সামাজিক আচার ব্যবহার গুলো যখন বন্ধন ও পরাধীনতা হয়ে পড়ে তখন আমরা স্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খলতার ভার বইতে যেয়ে সমাজ ও দেশকে বিপন্ন করে তুলি। জীবনকে যারা শুধু কামনার দোলায় চড়িয়ে রাখেন হাঁটতে দিতে চায়না তাদের কথা সতন্ত্র। প্রেম এক অথচ সে বহু, কিন্তু প্রেমিক মাত্র একজন। এই বহুর প্রেরণা যদি সৃষ্টির জন্য না হয় সে দুঃখের। অনেকে বলেন লোকটি মাতাল ও লম্পট হলেও খুব ভাল। এ গোড়া কেটে জল ঢালার ব্যবস্থা। দুর্ব্বল মস্তিষ্কের যুক্তি নিয়ে বেঁচে থাকা চলেনা। এলোমেলো ভাবকে নিয়ে মানুষ শুধু দুঃখ পায়, সে দৃষ্টি মধুর। তোদের মত লোককে যারা জীবন থেকে ছেঁটে ফেলে রেলগাড়ির মত সাইডিং এ না রেখে যায় তারা বিপদে পড়ে’।

'মানুষ যদি খেতে না পায় সে চুরি করবে? বাঁচবার একটি অধিকার যে তার আছে? ধনীর অত্যাচারের মত নৈতিকতার অত্যাচার কি ভাল'?

'খেতে পাও না পাও চুরি করলে সাজা পেতে হয় এতো দেখেছ? ধনী দরিদ্রকে অত্যাচার করে তার ব্যক্তিত্বের ভারে, ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে, কিন্তু ধনী দরিদ্রকে রক্ষাও করে যদি তার দৃষ্টি বৃহৎ হয়, তার মধ্যে দেশ ও জাতি থাকে, ব্যষ্টির বিশিষ্টতা থাকে। নৈতিকতা সুক্ষ বস্তু, স্থূল বস্তুর মত, ধনের মত, তার ব্যবহার ঠিক হয় না'।

'মানুষ উপোষ করে থাকবে মরে যাবে তবুও তাকে বাচতে দেবেনা'।

'বাঁচবার একটি অধিকার আছে স্বীকার করি, কিন্তু তুমি বাঁচলেই তো সব বাঁচবেনা। সমাজকে তো বাঁচাতে হবে। তাকে মেরে বাচতে যাওয়া কি উচিত? মূর্খ পাসের জ্ঞাতি শত্রুর ঘরে আগুন দিয়ে সুখী হয়, কিন্তু সেই আগুনের ফণা কি তার ঘরে আসতে দেরি করে? ভগবান যদি আমাদের বাঁচবার অধিকারকে কায়েমি করতে চাইতেন, তবে হয়তো আত্মহত্যার সুযোগটুকু মানুষকে দিতেন না। মানুষকে দিয়ে মানুষকে হত্যা করতে চাইতেন না। যে দেশ কি যে জাতি কামানের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কি আত্মহত্যা করেনা'।

'তুই বলতে চাস কেউ তোকে ভাল বাসলে, তাকে ভালবাসার তোর কোন অধিকার নেই'।

'অধিকার নেই এ কেন বলব। বিয়ে করে ফেল্। তার সামাজিক ব্যবহার কি ভাল নয়? ভালবাসা সামাজিক রূপ, তার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে। সমাজের যে তোর পরে একটি দাবী ও মালিকত্ব আছে সেটি ভুললে চলবে না'?

'নুতন ভাবে কিছু চিন্তা করতে চাসনে। সেই পুরোনা কথা'।

'পরণের কাপড়টি বদলে নিতেই মানুষ নতন হয়ে ওঠেনা। পুরানো

মন পুরানো প্রাণ নিয়ে নূতনত্ব আসেনা। ধুতির জায়গায় প্যাণ্ট কোট পরলে মানুষ নূতন হয় না। এ জগত ও তাই। এক মুষ্টি অন্নের জন্য জগত ঘুরে এলেই নূতন হওয়া যায় না'।

'সমাজ তো তোর মালিক হয়ে পড়েছে, অতটা লাই দিতে আমি পারবনা! বড় হয়েছি ভাল মন্দের বোধ আছে, আমার মালিকত্ব অপরের স্কন্দে চাপিয়ে বসে থাকতে পারবনা'।

'মালিকের পরেও তো মালিক থাকে। হিসাবের পরে হিসাব করবার লোক আছে এ তো জানিস। তার হিসাবে ভুল হয় না। তোর প্রাপ্য অপ্রাপ্য তার কাছে ধরা পড়ে।—লম্বা চওড়ায় বাড়লেই কি বয়সের রেখাটি একটু উচুঁতে উঠলেই আমরা প্রকৃত মালিক হয়ে পড়িনা। আমিই যে আমার মালিক এ বোধ হয় ঔধ্যত্ব। চোব সব বয়সেই সব সময়েই চোর। সমাজ যা মানুষের দৃষ্টি, মানুষের স্থষ্টি সে লক্ষ্য হলেও লক্ষ্য হয় না, সমাজ বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থান না থাকলেও সে বেঁচে থাকে এবং সে ঈশ্বরের স্থষ্টির মতন. সেখানে দস্যুবৃত্তি করা ভাল নয়। মানুষের প্রবৃত্তি ও মানুষের রূপ ছেড়ে তুই যখন পশুর প্রবৃত্তি ও রূপের দিকে ঝুকে পড়েছিস্ এ বড় দুঃখের।

'মানুষ তো পশু হতেই জন্ম নিয়েছে সে তার জন্ম দাতাকে ভুলবে কি করে? অতটা অকৃতজ্ঞ হওয়া কি ভাল'?

'জানিনা মানুষ পশু হতে এসেছে কিনা। এবং আমরা পশুর বংশধর কিনা। তবে মানুষের কর্ম্মধারার মধ্যে পশুর একটি সংস্রব আছে, যেটুকু মানুষের কর্ত্তব্য এড়িয়ে চলা। মানুষ পশুতে জন্মগ্রহণ করলেও পশু আর মানুষ কি এক'?

'পশু বড় হলেই তো মানুষ হয়'?

'পশু যদি মানুষ হয় মানুষেও তো পশু হতে পারে। মানুষের জন্মের সঙ্গে পশুর একটি সাদৃশ্য থাকলেও মানুষ পশু কিনা এ ভাববার

কথা। পাঁচ বৎসরের শিশু পঞ্চাস বৎসরের বৃদ্ধ এক নয়' ?

'এ জগতে পশু না হলে উপায় নেই। বিজয় বলতে লাগল, অর্থের জন্য ভোগের জন্য তোকে পশু হতে হবেই। পশুর মত তোকে পরিশ্রম করতে হবে। পশুর মত ভোগের প্রবৃত্তি থাকে তো এ সংসারে বেঁচে থাকতে পারবি। জীবনের বাণী বহন করে যারা তোর পাসে এসে দাঁড়ায় পরিচয় হলে দেখবি তারা তোর পশুত্বে যত সন্তুষ্ট হয় মনুষত্বে হয় না। মনুষ্যত্বকে বুকে পেয়েও কত নারী যে পশুত্বের খোঁজে বেরিয়ে গেছে একি সত্য নয়। নারীর প্রেমে পশুর প্রেরণা আছে, এজন্য কত মহৎ লোককে যে চোখের জল ফেলতে হয়েছে তার কি ইয়ত্বা আছে। আমরা পশুতে জন্মগ্রহণ করে সেখানেই ফিরে চলেছি' !

'তোর এই ধারণা নিয়ে সকলকেই জড়াতে যাসনে। জীবনকে নিয়ে ভুল করে বসবি। বেশ্যার পরিচয়ে যাকে পেয়েছিস তাকে সন্তুষ্ট করতে পশুর হয়তো দরকার আছে, কিন্তু প্রকৃত নারী, যৌবনকে যে ঘৃনিত কলুষিত করে তোলেনি, যে ভদ্র ভাবেই নারীর পরিচয় আনতে চায়, অর্থাৎ বিবাহের নারী যে তোর মনুষত্বের দাবি নিয়ে এসে দাড়ায়, সে তোকে পশুর মত দেখলে হয়তো দুঃখ পাবে। পশু বড় চালাক কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান। বুদ্ধির কাছে চালাকির পরাজয় অবশ্যম্বাবী। এই বুদ্ধির গৌরবেই মানুষ পশুকে বেঁধে রাখে খাঁচায় পোষে। বাঙ্গালীর ছেলে আজ বড় চালাক কিন্তু ঠিক বুদ্ধিমান নয়। সেই জন্যই আজ আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। চালাকি প্রবৃত্তির মূলে জন্ম গ্রহণ করে কিন্তু বুদ্ধি ব্যক্তিত্বের অনুষ্ঠান, জীবত্বের প্রতিষ্ঠান'।

'পশুকে খাঁচায় পুষলেই সে তার হিংস্রতা ছেড়ে দেয়না তার মধ্যে তা লুকিয়ে থাকে, ছাড়া পেলেই ফুটে বেরোয়, তেমনি বিবাহের মধ্য দিয়ে আমরা যে সংসার রূপ খাঁচায় বাস করতে শিখেছি সেখানে যৌবনের হিংস্রতা নষ্ট হয়ে যায় না'।

'গরু ঘাস খায় জাবর কাটে সে হিংস্র কম। বাঘ মাংস খায় সে হিংস্র বেশী। খাদ্যের একটি প্রভাব আছে যা মন এড়াতে পারেনা। তোর মানসিক খাদ্যের মধ্যে আজ মাংসের ভাব এত বেশী এসে পড়েছে যে ভাববার কথা। তৃনভোজী গরু দুধ দেয়, এবং তার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সকল সমাজের উৎকৃষ্ট পুষ্টি কর খাদ্য, এ যেমন সত্য তেমনি বিবাহ। আমরা জেনেছি যে এমন কতক গুলি পোকা মাকড় আছে যারা রোগের জীবানু বাহক, কিন্তু এই শ্রেণীর মানুষেরা অভাব নেই। তারা মানুষেরো মনের, দেহের, রোগের জীবানুকে বহন করে, ছড়ায়ে দেয়, এবং সমাজকে সংক্রামক করে তোলে। এই দুষ্ট লোকের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে তোর মনের স্বাভাবিক সত্ত্বা নষ্ট হয়ে গিয়েছে এ প্রকৃতই দুঃখের'।

'এইসব রূপ কথা তোর মুখেই সাজে। পুঁথিগত বিদ্যা আজ সর্ব্বত্র অচল তাই চাই কর্ম্মগত বিদ্যা'।

'তোর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তুই বুঝিস সব তবে দুঃখের বিষয় যে আজ বুঝতে চাসনে। ব্যক্তিগত স্বার্থের বাহিরেও একটা স্বার্থ আছে সেটা ভুলে যাসনে। ব্যাষ্টির স্বার্থ খাঁটি সোনা, সেখানে ব্যক্তিত্বের খাদ পড়লেই যে গড়ে উঠে। বুঝতে হয়তো তোর একটু দেরি লাগবে। তুই জানিস কি করেছিস্ ও করছিস্ অথচ ঘোমটা খুলতে পারিসনে। অনেক পুরুষ আজ নারীর ভুমিকা নিয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু যবনিকা তো আসবেনা সেটি ভুলে যায়। এটুকু সর্ব্বদাই মনে রাখিস সমাজ ও সভ্যতা এ সকলের জন্য, এর একটি ব্যবহার আছে, প্রয়োজ আছে। তোকে যখন ভুমিষ্ট হবার আগে মাতৃগর্ভে বাস কর হয়, তেমনি বড় হবার আগে কৌশরে ও যৌবনে সমাজের গর্ভে ব করতে হয়। সমাজ মানুষের খেয়ালের সমষ্টি নয়। সমাজ বি ধারার একটি সমন্বয়। সে মানুষের হৃদয়ের ক্ষেত্র। হাত পা কানের মতন যে তোর জীবনের একটি অঙ্গ। মানুষের উন্নতির

ব্যবস্থা, স্বভাবের ক্রমোন্নতি। তোর প্রেয়সী যদি তোর স্ত্রী হত, কি মা হত, বোন হত কি তোর মেয়ে হত, আর আমি যদি তার সঙ্গে তোর মতন প্রেম ছড়িয়ে বেড়াতাম, তখনই তুই বুঝতে পারতিস্ সমাজের প্রয়োজন আছে কি না? সাময়িক ক্ষুদ্র ইতর স্বার্থের জন্য বৃহত্তর স্বার্থের বলি দেওয়া কি ভাল? মানুষের পরিচয় না থাকে মানুষের আচার ব্যবহার গুলোও ভুলে যাবি? নারী পরুষের কাম্য হতে পারে কিন্তু ভাল করে চেয়ে দেখলে হয়তো দেখতে পাবি পুরুষ নারীর প্রনম্য।

বিমল কথা বলতে বলতে বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং সে বলেই চলল 'তোর ঘরেও মা আছে, বোন আছে, কেউ যদি এই ভাবে তাদের মানইজ্জত পবিত্রতাকে নষ্ট করে, চুরি করে, সেটি কি তোর ভাল লাগবে? অপরের স্ত্রীকে নষ্ট করবার আগে চিন্তা করা উচিত তোর স্ত্রীকে নষ্ট করবার লোকের হয়তো এ জগতে অভাব হবে না। নদীর এক কুল ভাঙ্গলে অপর কুলে চড়া পড়বেই। এ স্বাভাবিক নিয়ম। আর্থিক চোর ডাকাতের চেয়ে নৈতিক চোর ডাকাতের সংখ্যা আজ অনেক বেশী! এদের বিচারকের বেশে, শাষনকর্ত্তার বেশে, রাজার বেশে, কি দেখতে পাইনা? অর্থ যেমন জাগতিক ঐশ্চর্য্যের সৃষ্টি করে যৌবন তেমনি মানসিক ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি করে। অর্থের যেমন অপব্যবহার আছে যৌবন ও তাই। নিজের ভাল মন্দের বোধ পাগলেরো আছে, হায় তোর সে টুকুও নেই। নারীর প্রয়োজন তোর নেই আছে সমাজের। তুই মর্‌লি কি বাঁচলি তাহাতে সমাজের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সমাজ বেঁচে থাকতে চায়। তোর মধ্যে সমাজের এই স্পৃহা যত বাড়বে, নারীর ব্যবহার ততই শুভ ও মঙ্গল হয়ে উঠবে। সমাজ ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ব্যষ্টির বিশেষ রূপ। এই রূপকে ঘিরে আসে রস অর্থাৎ প্রেরণা, এবং সেই প্রেরণাই হল প্রেম ভালবাসা। সমাজ আমাদের খেয়ালের বাস্তুভিটেও নয়, বন্ধুত্বের বৈটকখানাও নয়, মদমস্তিষ্কের উর্ব্বরতাও নয়, কি আনন্দের

বাগানবাড়িও নয়। জাতির জীবনে সমাজ তার প্রাণ। আমরা তাহার প্রাণী, সভ্যতা, তার অলঙ্কার। সকলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের সমাজ একটি বিরাট সামঞ্জস্য। সংসারে যদি সমতা ও সামঞ্জস্য না থাকে জানিনা সে সংসারের কোন মূল্য আছে কিনা। কতকগুলো অল্পমস্তিষ্কের লোক, যারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, এবং জন জাগরণের নামে ব্যক্তিত্বের মোসাহেবি চায়, তাদের কথা কানে নিতে যাসনে। সূর্য্য যখন উদয় হয় তার একটা রূপ আছে, এবং যখন অস্ত যায় তারও একটা রূপ আছে। রূপটা হয়তো একই, কিন্তু সূর্য্য যখন উদয় হয় ফুটে ওঠে আলো; সূর্য্য যখন অস্ত যায় আসে আঁধার। প্রাচ্য প্রতিচ্যের ঝগড়া সেই রূপ।

প্রতিচ্য খুবই চালাক। যে পশু প্রবৃত্তির মূলে সে জগতে ছড়ায়ে পড়েছে তাতে তার ধ্বংস আসতে বাধ্য। প্রতিচ্য যেমন তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে তেমনি ছেড়েও দেয়, কিন্তু প্রাচ্য যেমন সহজে কিছু গ্রহণ করতে চায় না তেমনি ছাড়তেও চায়না। প্রাচ্যের মতের গঠনই এমনি ধারা। সূর্য্যলোকের সঙ্গে যাদের পরিচয় বেশী তাদের প্রকাশ বেশী, কিন্তু চন্দ্র লোকের সঙ্গে যাদের পরিচয় বেশী তাদের অভিনয় বেশী। প্রেম যখন অভিনয় বহুল তার মোহ বেশী, কিন্তু যেখানে পরিচয় বহুল তার শক্তি বেশী। প্রেমের একটা গল্প আছে বিজয় এ আমরা মনে প্রাণে অনুভব করি। প্রেম হৃদয়ের ধন, তাকে দেহের অরন্যে টেনে এনে বাঘ ভাল্লুকের হাতে ছেড়ে দিয়ে মঙ্গল হয় না। মেয়েদের ফুলের থেকে দেখতে ভাল, গন্ধ আছে কিন্তু প্রকৃত স্বাদ নেই। নারী আমাদের কর্ম্ম শক্তি নয় যদিও কর্ম্ম ক্ষেত্রকে স্পর্শ করে। হয়তো তার অংশ মাত্র। যারা শুধু নারী নিয়েই বেঁচে থাকতে চান, তাকেই কার্য্যক্ষেত্র বলে গ্রহণ করেন, সেটুকু হারাবার ভয়ে ব্যতিব্যাস্ত হয়ে পড়েন, তার অবর্ত্তমানে মৃতপ্রায়, তারা অন্ধের মত জীবনের স্বপ্ন দেখেন। অন্ধেরো তার দৃষ্টি শক্তির বাহিরে একটি জগত আছে। মূকের তার শ্রবণ শক্তির বাহিরে একটা জগত

আছে। যারা দেখা ও শোনাকেই জগত বলে মনে করেন, ইন্দ্রিয়বাদী, তারা কি ভুল করেন না ? প্রেম ভালবাসা নিয়ে আগে আমরা ঘর বাঁধতাম, বাস্তু ভিটের প্রদীপ দিতাম, আর আজ তার বেসাতির আগুনেই প্রেমের বাজার করে এসেই আমরা ক্ষান্ত হই'।

বিজয় যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, বিমল তাকে লক্ষ্য না করেই পুনরায় বলে চলল 'নারীর জীবনে পুরুষের প্রশ্ন অত্যন্ত গভীর। তাই নারী পুরুষের চেয়ে ধীর ও স্থীর। এবং তার অনুভূতিও সুক্ষ। নারী সহজে সন্তুষ্ট হতে চায় না, অথচ পুরুষ সহজেই ফিরে আসে। পুরুষের যৌন আনন্দ স্থুল অর্থাৎ খুবই মোটা কিন্তু নারীর সুক্ষ। নারীর গজগমন গতি পুরুষের অশ্ববেগ। ধনী যেমন দরিদ্রকে তার অর্থের প্রলোভন দিয়ে বেঁধে রাখে, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত করে, মুর্খ নারীও তেমনি সর্ব্বদাই পুরুষকে তার যৌন প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে। শশকের মত নারী পুরুষকে তার হৃদয় কূপের জলে তার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিয়ে যায়, পুরুষ ব্যাঘ্রবৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ও মারা যায়। সে যদি তোর সৌন্দর্য্য হয় আনন্দ হয় জীবন হয় কি বলব বল্'।

বিজয় হেসে ফেললে এবং একটু মড়োলির চালে বললে 'বিয়ে করতে তুই পারবিনে। এ সব কথা যদি তোর বোয়েব কানে যায় সে তোকে পাগল বলে ঠাওরাবে। যার জন্য জগত পাগল সেখানে এক গুয়েমি করতে যাসনে। কথার ফোয়ারা খুলে জীবনের যা সত্য তাকে ভাসিয়ে নিতে পারবিনে। হিমালয় পাহাড়ের মত সে সর্ব্বদাই তোকে ঘিরে বসে থাকবে। ভালবাসা ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা, এই জন্যই আমরা পরস্পরকে গ্রহণ করি। পাগলামির একটি ক্ষেত্র আছে'।

বিমল বললে 'মানুষ সম্বন্ধে আমার ধারণা আজ ও এতটা ছোট হয়ে পড়েনি যে পাগলের অপবাদ শুনতে হবে, যদিও জানি মানুষের মধ্যে আজ মানুষের সংখ্যা খুবই কম। বিশেষতঃ ভিড়ের মধ্যে'।

'মানুষ এসেছে প্রেম বিলোতে, প্রেমের কার্পন্য করতে নয়। কলসীর কানায় সে প্রেম বন্ধ হয়নি। প্রেম, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে। বড় বড় মুনি ঋসিকেও এই প্রেমের বন্যায় ভেসে যেতে হয়েছে, তুই তো সামান্য। রাজার সাক্ষর নিয়ে যেমন কোর্টের পেয়াদা দখল দিতে আসে এবং দখল দেয়, তেমনি মহাপ্রেমিক সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সাক্ষর নিয়ে যৌবন তোর পরে নারীকে তার অধিকার দেয়, এড়িয়ে গেলেই হল। এ দখল বন্ধ করতে তুই আপিল করতে পারিস কিন্তু একদিন তোকে দখল দিলেই হবে'।

'মানুষ প্রেমের জন্য এসেছে সত্যকথা বিমল কহিতে লাগিল কিন্তু প্রেমকে যারা ইন্দ্রিয়ে জড়িয়ে তুলেই ক্ষান্ত হন তারা ভুল করেন। প্রেমকে যারা স্বার্থের মানদণ্ডে চড়িয়ে বানরের ভূমিকা গ্রহণ করেন তারাও ভুল করেন। প্রেমের নাটকীয় ভূমিকায় যারা মানবীয় ভূমিকার উচ্ছেদ চান তাদের কথা সতন্ত্র। নাট্টশালা এবং হট্টশালার মূলে আছে অর্থ। সেখানে অর্থের বিনিময় হয়। প্রেম সত্যকে নিয়ে। প্রেমের বাজার খুলে, নাট্টশালা গড়ে তুলে, পয়সা রোজগার করা চলে, ধনী হওয়া যায়, কিন্তু প্রেমিক হওয়া যায়না। হিন্দু বিবাহকে তাই ভবিতব্য মনে করে। সেখানে প্রেমের প্রেরণা আছে তবে প্রেম নেই। প্রেম দেহাতীত বস্তু ও সুক্ষ পরিচয়। প্রেমকে দেহের সঙ্গে জড়িয়ে আমরা ভালবাসার সৃষ্টি করি। ভালবাসা স্থুল কিন্তু প্রেম সুক্ষ।

অর্থের যেমন একটা আভিজাত্য আছে নারীর যৌন আভিজাত্য ও সেইরূপ। এর মোহ বড় বেশী। লোকে ডুবে যায়, ভেসে ওঠে, হাবুডুবু খায়, কিন্তু মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেনা। অনেকেই দরিদ্রতাকে প্রশংসা করেন, কিন্তু দরিদ্রকে দেখলে আঁতকে ওঠেন; এই যে প্রবঞ্চনা এ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। নারীর জন্য পুরুষের যে ভালবাসা সে হয়তো সুন্দর। কিন্তু পুরুষের জন্য নারীর যে ভালবাসা সে সুখের। দরিদ্রতা বলতে মানুষের

যে বেঁচে থাকবার অধিকারটুকুকেও অস্বীকার এ আমি করতে চাইনা। দরিদ্র সবাই। আর্থিক নৈতিক ও মানসিক দরিদ্রে জগত ছেয়ে গেছে। অর্থের দরিদ্রতাপেক্ষা নৈতিক মানসিক দবিদ্রতা বড় ভয়ানক। দরিদ্রের সঙ্গে ধনীর কলহ সে আর্থিক এবং নৈতিক। আমাদের ভালবাসায় যে দরিদ্রতা ফুটে ফুটেছে সে প্রকৃতই ভয়াবহ। দরিদ্র আজ আমরা সব দিক দিয়ে'।

'বিবাহ ধনী হবার একটি বিশিষ্ট ব্যবস্থা। বিজয় বিমলের দিকে চেয়ে বলতে লাগল। মানুষ বিবাহ করে দৈহিক নৈতিক দরিদ্রতাকে এড়াতে চায়। তোর আপত্তি যে কেন বুঝতে পারিনা। প্রেমে বিচ্ছেদ আছে জানতাম কিন্তু তুই তাকে উচ্ছেদ করতে চাস এ বড় দুঃখের। বিজয় একটু থামলে কিন্তু পুনরায় বলতে লাগল। 'মেয়েগুলো কি তবে মিথ্যা? একেবারে ভুয়ো। প্রেম না করিস বিয়ে করতে ক্ষতি কি? আলোনা তোর ভাল না লাগে নুন মাখিয়ে খা। সুখ নিজেও ভোগ করবিনে অপরকেও করতে দিতে চাসনে। তোর মত কৃপনের যে কি গতি হবে ভেবেও পাইনা। অন্ধকারেই আলোর পরিচয় আসে। নারী আছে বলেই পুরুষের আজ এত আদর। নারী হয়তো প্রেমের মেরুদণ্ড। তোর ভালবাসাকে জড়িয়ে ধরে ছড়িয়ে পড়তে চায় অথচ তোর সাড়াই নেই'।

বিমল উত্তর করলে 'মেয়েদের যে কোন মূল্য নেই এ আমি বলতে চাইনা। মূল্যবানকে মূল্যহীন না করে মূল্যহীনকে মূল্যবান না করে তোলাই কি ভাল নয়! তবে তুই যদি নারীর মূল্য শুধু ইন্দ্রিয়ে জড়িয়ে তুলেই শেষ করতে চাস্ আমার একটু আপত্তি আছে। যেহেতু ইন্দ্রিয় নারী নয় তার একটা সংজ্ঞা মাত্র। প্রেমের মূল্য যদি হ্যাণ্ডনোটের সামিল হয়ে পড়ে সে কি খুব ভাল কথা। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে এমন একটা সামঞ্জস্য রেখে চলেছেন যে ভাববার:

কথা। চোখ কান নাক মুখ সবই বিভিন্ন অথচ এদের একাত্মতাকে কি কেউ ফেলতে পারে। একে অপরের ব্যাথা অনুভব করে, অপরের আনন্দ গ্রহণ করে। শ্রীরামের পঞ্চবটি সেতো পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি। সেখানে সীতা হরণ সম্ভব হলেও তার উদ্ধার আছে।

শরীরের যেমন একটা খাদ্য আছে বিমল বলেই চলল মনের তেমনি একটা খাদ্য আছে। ভালবাসা ও প্রেম এ মনের খাদ্য। মানুষ যেমন এঁটো ছোয়া খেতে চায়না, খেতে পারেনা, মনও তেমনি। চর্ব্বিত চর্ব্বনে কোন লাভ নেই রুগ্নতাই প্রকাশ পায়। অথচ ক্ষুধার্ত্তকে কি রাস্তার ডাষ্টবিন থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে দেখা যায়নি। ক্ষুধা যখন মৃত্যুর রূপান্তর গ্রহণ করে তখনই তা লক্ষ্য হয়। ছোয়া প্রেম, এঁটো প্রেম, দুষিত রোগের জীবানুতে পরিপূর্ণ। মানুষেও রোগের জীবানুবাহক বিশেষতঃ মনের। পাশ্চাত্যের চক্ষে যারা প্রাচ্যকে গ্রহণ করতে চায় তারা ভুল করেন যে প্রতিচ্য প্রাচ্য নয়। চন্দ্র সূর্য্য হতে পারেনা, যদিও তার বুকের পরে দাড়িয়ে থাকে। সতেজ সবল শুদ্ধ ও পবিত্র খাদ্যই লোকে যেমন পছন্দ করে তেমনি বিবাহ ও প্রেম। বিবাহ প্রেমের একটা উপাধি মাত্র। বিবাহ বস্তুটি ছেলেখেলা নয়, তার কলহ দগ্ধ মান অভিমানেরো একটা সীমা আছে। বাসি ঘাঁটা জিনিষ কেউ সহজে গ্রহণ করতে চায়না, তার দর অনেক কম। সেকেণ্ড হাণ্ড পুরানো মালই গরীবে ক্রয় করে। আমাদের মানসিক রুগ্নতা ও দরিদ্রতা এত বেড়েছে যে দূষিত প্রেমের আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারিনা। মানুষের হস্ত স্পর্শের বাহিরে যে খাদ্য তাহাই সকলেই পছন্দ করে। তেমনি প্রেম। নারীর হাবভাবে কথায় বার্ত্তায় সাজ পোষাকে পরিচয়ে ও অভিনয়ে সে শুধু প্রেমের জন্য পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নারীর যৌবন ভূমিতে আমরা যে ভালবাসা গড়ে তুলতে চাই সে যদি পবিত্র না হয় তবে সে ভেঙ্গে পড়ে। নারী যদি যৌবন মন্দিরের ভোগ রূপে ব্যবহৃত হয়, পুরুষ যদি পূজারী হয়, তবে তাকে

পবিত্র ও শুদ্ধ দেখতে পায়; এবং নিবেদনের পরে, পূজার পর, সেই প্রসাদ পুত্র কন্যা রূপে সমাজের মধ্যে বিতরিত হয়। নারী ও পুরুষ যদি নিজের পবিত্রতা রক্ষা করতে না পারে, শুদ্ধতাকে হারিয়ে ফেলে, নিজের দুর্ব্বলতার জন্য, কি পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার জন্য, তাদের নিয়ে সংসারে শান্তি আসে না। আজ তাই এত কলহ দেখা দিয়েছে। পাখীকে সোনার খাঁচায় রেখে ভাল খাবার দিলেই সে যেমন তুষ্ট হয়না সুযোগ পেলেই উড়ে যায়, তেমনি মানুষের আত্মা ও প্রেম। বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়ে আত্মার যে একটা পরিচয়, সে রূপ ও রসের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে প্রেমের জন্য তার একটা বিশিষ্টতা আছে। দৃষ্টির কারাগারে সৃষ্টির বড়াই হয়তো খুব সুখের নয়'।

বিজয় বললে সমাজের আওতায় বড় হয়ে তুই সমাজকে ভুলে যেতে চাস এ বড় দুঃখের। মানুষ দেশের জন্য জাতির জন্য সমাজের জন্য প্রাণ দেয় তুই একটু প্রেম দিতে পারবিনে। টাকা নিয়ে মানুষ যেমন সন্তুষ্ট হয় না, কি ব্যাঙ্কের খাতার দিকে চেয়ে শুধু সুধ নিয়ে বসে থাকতে পারেনা এক মুর্খ ভিন্ন, অর্থের একটা ব্যবহার আছে তেমনি প্রেম। কেউ যদি তোকে ভালবাসে, তোর প্রেমের জন্য এগিয়ে আসে, তুই তাকে সুখী করতে চাইবিনা? অতিবৃষ্টির মতন অনাবৃষ্টি ও খারাপ। নোনা ও বন্যার জলে যেমন ফসলের ক্ষতি হয় তেমনি মানুষের প্রেম। প্রেমে আনন্দ আছে তবে ভালবাসলে সে হয় সুখী'।

'সুখ বলতে যে সামঞ্জস্য সে আজ কোথায়? বিমল বলে উঠল পরস্পরের দেহ ও মনে যখন একটা আন্দোলনের সামঞ্জস্য আসে তখনই তারা প্রীত হয়। সে কি আছে। বিবাহ ও প্রেম আজ আমাদের জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই একটা অসামঞ্জস্য। ভালবাসা ও প্রেম আজ কলহের নামান্তর। ব্যাঙ্কে মানুষ টাকা রাখে কিন্তু ব্যাঙ্ক কি ফেল মারেনা, তেমনি বিবাহ ও প্রেম। বিবাহ আজ আমাদের জীবনে বিলাস ও মুর্খতা।

ধনীর মতন বিবাহের মধ্যে আজ আমরা বিলাসের অন্বেষণ করি। নারীকে আজ অর্থের তুলাদণ্ডে বসিয়ে পত্নিত্বের সংস্কার করতে ভালবাসি। মেয়েরা যেমন আজ স্বামীকে জীবনের ট্যাকশাল মনে করে ট্যাকে গুজে রাখতে চায়; কি চাবির তোড়ার মত আঁচলের খুটোয় বেঁধে রাখলে খুশি হয়, সুখের ফোয়ারা বলে গ্রহণ করে, আমরাও তেমনি অনেক সময় তাদের জামা কাপড়ের মত ব্যবহার করে, প্রাণহীন করে, বিলাস ব্যসনে ডুবিয়ে সৌখিনতার ধ্বজায় অর্থের বিনিময়ে আনন্দ পাই। একি আনন্দ। বিবাহ সুখের জন্য ভালকথা কিন্তু তার দুঃখটুকু কি কেউ নিঙ্গড়ে ফেলতে পারে? পুরুষের পরিচয়ে নারীকে মাসের পর মাস যে দায়িত্বের ভার বহন করতে হয় তার যেমন সুখও আছে দুঃখও কি নেই? প্রেম পুরুষের জীবনে স্বপ্নের মত নারী তার জাগ্রত অবস্থা, পুরুষ কেটে ছেটে বেরিয়ে আসে কিন্তু নারীর তন্দ্রা ভাঙ্গতে চায়না। প্রেমের একটা পরিচয় আছে এবং সেই পরিচয়ের একটা পরিণয় আছে সংস্কার আছে পরিধান আছে। বিবাহ তার একটা বিশিষ্ট রূপ। ঘরের কাজের মূল্য আজ কম তাই আমরা বাহিরের কাজ করতে চাই। এমন দিন আসবে যেদিন গৃহ কর্ম্মের মধ্যেই মানুষ তার শান্তি খুঁজে পাবে, মর্য্যাদা দেখতে পাবে, বাহিরের কাজের রস সেদিন শুকিয়ে যাবে। ঘর বড় হলেই মানুষ বড় হয়। ঘরের কাজকে ছোটকরে নিরস করে বিদেশী সভ্যতা শুধু নিজের স্বার্থের সন্ধান করেছে, এ আমাদের দুর্ভাগ্য। ঘরের কোনে রাঁধুনির ভূমিকার চেয়ে গৃহলক্ষীর কর্ত্তব্যের চেয়ে বাজারের কেরাণীগিরি, মাষ্টারনির কাজ বড় নয়। বিবাহের ক্ষেত্র আজ এত অপবিত্র যে বিবাহ করতে ভয় হয়। নারীর যৌবন ভূমিকে আঁকড়ে ধরে যে চাষার অভিনয় চলেছে সে গ্রামের চাষাকে আজ স্বর্গে তুলে দিয়েছে। তুই বিবাহ করতে চাস কিন্তু তার মর্য্যাদাকে ভুলে গেছিস'।

'শাস্ত্রচিত বিবাহই হল আট রকম অথচ তুই যদি এক প্রকারের

বিয়ে নিয়ে টানাটানি করিস সে কি ভাল? বিজয় জিজ্ঞাসা করলে।

'একটা ভাল লোক পাওয়া দায় হয়ে পড়েছে অথচ ভাল সাধুর খোঁজে মানুষ ছুটাছুটি করছে একি হাসবার নয়। নারীরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে আজ আগাছা এত বেশী যে ফসলের গুরুত্ব প্রতিদিনই লোপ পাচ্ছে। ময়রার দোকানে ঢুকে চুরি করে খাওয়ার থেকে, এবং ধরা পড়লে পয়সা দিতে চাওয়ার চেয়ে, ভদ্রভাবে প্রবেশ করে আগেই পয়সা দিয়ে খাওয়া কি ভাল নয়? বিশ্ব ময়রার দোকানে ঢুকে নারীরূপ সন্দেশের খোঁজ সেই ভাবেই করা কি ভাল হয় না। বিভিন্ন স্তরের লোকের জন্য বিভিন্ন প্রকারের প্রচলন থাকলেও বিবাহের সত্য এক প্রকাশ এক। বিবাহকে ক্রয় করা যায় না হৃদয়ে বপন করা চলে। আমাদের মূর্খতা যে আমরা আজ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের পিতৃ-পিতামহদের সব আহম্মক বলে মনে করি, তাদের আচার ব্যবহার সংস্কারের কোন মূল্যই দিতে চাইনা, যেহেতু তারা রেলগাড়ি চালাতে পারেন নি, আকাশে উড়তে শেখেন নি, হাওয়ায় কথা বলতে জানতেন না, এবং আমরা মনে করি তারা সব পূর্ণমাত্রায় অশিক্ষিত মূর্খ ও বোকা ছিলেন, এ যে কতখানি দুর্ভাগ্যের হয়ে পড়েছে তা কি ঘরে ঘরে লক্ষ্য হয়না। এর পরিণাম হয়েছে যে আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়ে এইভাবে অনুপ্রানিত হয়ে আজ আর তার বৃদ্ধ পিতা পিতামহকে জীবিতাবস্থায় মানতে চায়না, অবজ্ঞা করে। একি ভাল? দৈহিক রোগ আজ এত বেশী যে মানসিক রোগের পাত্তা পাওয়াই দায়'।

বিজয় একটু মুরুব্বিয়ানার চালে বললে 'পূর্ব্বপুরুষেরা যে বেশী বুদ্ধিমান ছিলেন আর আমরা যে সব মুর্খ এও তো ঠিক নয়'?

'শতশত বৎসরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যা বেড়িয়ে আসে, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সাধনার ফলে, সেখানে জ্ঞানের সম্ভাবনাই বেশী। ব্যক্তিগত প্রেম ব্যষ্টিগত প্রেম ও বিশ্ব প্রেম সেই অভিজ্ঞতার মূলে রয়েছে। তারা

প্রকৃতিকে নিজের সুখের জন্য নিয়োগ করেন নি, তবে প্রকৃতিকে সুখী করতে কঠোর পরিশ্রম করে গিয়েছেন। প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করতে চান নি তার সম্পদ বৃদ্ধি করতেন। প্রেমের বেদী ব্যক্তি, প্রতিমা সমষ্টি, এবং মন্দির বিশ্ব। আমরা আজ আমিত্বের ভারে এতটা ডুবে চলেছি যে সেখানে জ্ঞানের প্রাচুর্য্য থাকতে পারে না। পয়সার থলে নিয়ে মোহরের সঙ্গে মূল্যের লড়াই ভাল দেখায়না। সংখ্যার লড়াই চলেনা'।

বিজয় হাসলে এবং বলতে লাগল 'আচ্ছা প্রেমের একটা মহড়া দিতেও কি দোষ। প্রেম নয় না হয় করলাম। ফাইনালের আগে তোকে টেষ্ট দিতে হয়। বাড়ি করতে যাস তার নকসা চাই প্লান চাই। আমি দিন কতক একে ওকে নিয়ে একটু নয় প্রেমের নকসা আঁকলাম। থিয়েটায় করতে গেলে একটা রিহার্সাল তো আছে। পার্টটাতো তোকে একটু ভেজে নিতে হবে। বিয়ে যখন করতেই হবে একটু রিহার্সাল দিতে ক্ষতি কি? স্বামীর পার্টটা মুখস্ত হয়ে আসে। স্ত্রী-এসে দেখবে আমি একেবারে অনভিজ্ঞ নই। সে সুখীই হবে?—আব এ সব হল ব্লাক মার্কেটের সওদা। সংসার করতে নেমে আজকাল একটু আধটু এই প্রেমের কালো-বাজারের খোঁজ না রাখলে কি রক্ষে আছে। সকলেই করছে। নইলে উপোস করে মরতে হবে। আসল বাজারের চেয়ে নকল বাজারের যে আজ ভিড় বেশী'?

বিমল হাসলে এবং বললে 'তোর স্ত্রী যদি এই ভাবের একটা রিহার্সাল দিয়ে কি সওদা সমেত এসে হাজির হয় তুই কি খুব সুখী হতে পারবি'।

'আরে রাম রাম তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে বিজয় চিৎকার করে বলে উঠল 'তবে মেয়েছেলে বলেছে কেন? মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষ, পুরুষ মানুষ পুরুষ মানুষ। জুতো আর জামা কি এক হয়? একই মানুষে পরলে কি হবে। পুরুষের একদিনের ঠ্যালা সামলাতে ওদের এক

বছর কেটে যায়। বিয়ে হলেও তুই ভেবেছিস কোন পুরুষ অতদিন চুপ করে বসে থাকতে পারে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে। এ কখন হয়। এক পত্নি এ সব বাজে কথা। যে দেশে মেয়েদের সংখ্যা বেশি সে দেশে এ থাকতে পারেনা। অন্যায় অভদ্রতার শেষ সীমায় আমরা আজ ভদ্র-লোক সাজতে চাই। ভাল থাকবার বালাই কি এক, বহু। ছোট ছেলেকে যেমন মা খাবার দিয়ে বসিয়ে রাখে বলে কেঁদোনা, মেয়েদের প্রেমের ব্যবস্থা তাই করতে হয়'।

'পুরুষের প্রেমের পূর্ণতা আনতে মেয়েদের সময় লাগে বছর কেটে যায় সত্য কথা, কিন্তু কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে নিলেই কি এই দেখতে পাওয়া যায়না, যে নারী চর্চ্চাই জীবনের সর্ব্বচর্চ্চা নয়, নারীর প্রেমের বাহিরেও পুরুষের একটা জগত আছে, অনেক কিছু আছে, যা আরও সুন্দর আরও মধুর, যেখানে মুহূর্ত্তের মধ্যেই কিছু দেখা যায় না তার জন্য পরিশ্রম করতে হয় সাধনা করতে হয়। নারীর প্রেমের বজরায় চড়ে তুই যদি নিজেকে ভুলে যাস সে কি ভাল'?

বিজয় হাসতে হাসতে উত্তর করলে 'সে জগতের খোঁজ তোরা করবি আমাদের দ্বারা হবেনা। নারী পুরুষ নয় কি পুরুষ নারী নয়, যদিও এদের মধ্যে মিলন আছে এরা একই কাজ করে, সুখ দুঃখের নিবেদন আবেদনের দরখাস্ত এরা একই এজলাসে পাঠিয়ে দেয়। প্রেমের কেরানীগিরী করতে পারবনা। কুকুরের মত অতটা বিশ্বস্ত ভৃত্য আমি নই'।

'এ যুগ যে সাম্যতার' বিমল মুখ নিচু করেই ছিল বললে।

'তুই এ সব বিশ্বাস করিস' বিজয় উত্তর করলে। সাম্যতা। বিজয় মুখখানি বিকৃত করে বলতে লাগল 'মরলেও মানুষ এক হয়না। কেউ স্বর্গে যায় কেউ বা নরকে যায়। জগতে কেউবা সুখী কেউবা দুঃখী। কারো স্ত্রী যেন উর্ব্বশী আর কারো একটি ডেঁপসী। এক।

বললেই সব এক্ হয়ে গেল। গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মটোর গাড়ি, গাড়ি হিসাবে এক হলেও সে কি এক? বেশ্যা আর ঘরের বৌ এক? এক যেটুকু সেটুকু ভগবান, আর সবই বিভিন্ন। রূপ ও রসের একটা একাত্মতা আছে কিন্তু তার বিভিন্নতাই কি সৃষ্টি নয়? এক জনকে না মারলে আর একজন বাঁচতে পারেনা। এই তো জগত। পশু যেমন মানুষের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তাকে খাবার জন্যে, মানুষ ও তেমনি। জীবনের বিনিময়ে জীবন ধারণ করে সাম্যতার বড়াই করা না লড়াই করা। যারা জীবনকে যুদ্ধক্ষেত্র বলে গ্রহণ করে নিয়েছে তারাই আজ না কি শান্তির অগ্রদূত হতে চায়। এই যে সাম্যতার চিৎকার সে কি মিথ্যা হয়না। যুদ্ধ কেন বাঁধে? আমি বড় সব বুঝি, আমি বাঁচতে চাই, তুমি কে এই কি তার মূলে নেই। কম্যুনিস্টের কোন নীতি আছে এক হিংসা নীতি ছাড়া? সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ ক্যাপিটালিষ্টের সঙ্গে সর্ব্বময় কম্যুনিষ্টের ঝগড়া একি নূতন। কম্যুনিষ্টের দেহ সার, সোস্যালিষ্টের কাপড় পেষোক সার. আর ক্যাপিটালিষ্টের ভোগ বিলাস সার। কেউ কি কম তুই ভেবেছিস'।

বিমল গম্ভীর ভাবে উত্তর করলে। 'সাম্যভাব শুনতে পাই এ যুগের নাকি একটি বিশিষ্টতা। এর স্রোত রোধ করবার শক্তি তোর আমার নেই, ভাসিয়ে নেবে জানি, কিন্তু এ মিথ্যা। মূর্খের কলহ জড়িত এ একটি দগ্ধভাব। মানুষ যে এক এ যেমন সত্য, মানুষ যে এক নয় এ তেমনি সত্য। নর নারী নয় এ যেমন সত্য, নর নারী এ তেমনি সত্য। কম্যুনিজমের সাম্যবাদ সম্বন্ধে লোকের এক অদ্ভুত ধারণা জন্মেছে এবং সমস্ত দেশ ছেয়ে গেছে। মূর্খের তো একটা জগত আছে। দরিদ্র দেশের পক্ষে তার মোহ আশ্চর্য্যের নয়। সাধারণ লোকের ধারণা, রাশিয়ার কম্যুনিজম রাশিয়ায় স্বর্গরাজ্য স্থাপনা করেছে, সেখানে সবাই সুখী, দুঃখ সেখানে মারের ভয়ে পালিয়ে গেছে, এ মুর্খতা আমার নাই। আমি

ভারতীয় রুশ নই; মানুষের জীবনের একসপেরিমেণ্টাল ষ্টেজ কেটে গেছে' সে আর নেই। লোকের জীবন নিয়ে ছেলে খেলা করতেও ভয় পাই। সমুদ্রে যে ভেসেছে তার পক্ষে তৃণ গাছটির ও একটা মূল্য আছে। কমুনিজম তাই। ধনতন্ত্রের উৎপীড়ন অত্যাচারকে অবলম্বন করে গণতন্ত্রের যে বিভিষিকা ফুটে উঠেছে এ ধনীর প্রতি দরিদ্রের একটি প্রতিহিংসা। আপাত মধুর বর্ত্তমান বহুল কম্যুনিজমের দ্বারা ভবিষ্যতের ভিত্তি শিথিল হয়ে আসে। রাশিয়া একদিন বুঝতে পারবে যে তার নিজের ইতিহাস কম্যুনিজম সম্বন্ধে কি বলছে। রাজনৈতিক জারকে এড়াতে যেয়ে সে যে অর্থনৈতিক জারের সৃষ্টি করেছে সে সুবিধার হবেনা। অর্থের, দায়িত্বের এবং ক্ষমতার অত্যাচার এ তো নূতন হয়। কুড়ি টাকা মাহিনার একটা কনেষ্টবল সে ধনী না হলেও কি অত্যাচার করতে ছাড়ে? যেহেতু এ ধনতন্ত্রের একটি অঙ্গ। চিন্তা করলে দেখবি গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের একটি অবস্থা বিশেষ। যে প্রকৃত স্বাধীন যে অপরকে অধীনে রাখাতো দুরের কথা দেখতে পারেনা। দেহ নিয়ে যাদের কারবার, যারা হৃদয়কে মুছে ফেলতে চায়, খাওয়া শোওয়া আর উৎপাদনের বাহিরে যাদের কোন জগত নাই, যাদের বিদ্যাবুদ্ধি প্রবৃত্তির বশিভূত, তার খোরাক জোগায়, তাদের পক্ষে এ খুব মনোমুগ্ধকর হলেও সত্যহীন। সত্যের প্রকাশ আছে কিন্তু মিথ্যা জন্ম গ্রহণ করে। অন্ধের জগতের মত এই যে সাম্যতা এ বড় ভয়ঙ্কর। আমাদের নূতনের মোহ আছে এবং তার জন্য পস্তাতেও হয়। চিরপুরাতন ভগবানকেও আমরা নিত্য নূতন করে গড়ে তুলতে চাই। ধনতন্ত্রের চরমসীমায় যেমন সাম্যতন্ত্র এসে দাঁড়িয়েছে, তেমনি সাম্যতন্ত্রের চরম সীমায় ধনতন্ত্র আসতে বাধ্য। এ ওর প্রতিহিংসা। এই হিংসার বশিভূত হয়ে মানুষ বড় হতে পারেনা, সত্যহীন হয়। ধনতন্ত্র নরহত্যা করে, সাম্যতন্ত্র আত্মহত্যা করে এবং সমাজতন্ত্র ভ্রূণ হত্যা করে'।

বিমলের কথা শেষ হতে না হতেই বিজয় বলে উঠল 'ভূতের মুখে রাম নাম। তুই তা হলে একজন পূজিপতি হয়ে পড়েছিস। কিন্তু তোর পূজি কোথায়। দেহখানা নয় তো'।

'দেহ যদিও ধনতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ তবুও আমি ধনতান্ত্রিক নই। ধনতন্ত্র দেহ তন্ত্রের প্রবৃত্তি, সাম্যতন্ত্র তার হিংসাবৃত্তি, এবং সমাজতন্ত্র তার স্থিতি, কিন্তু প্রেমতন্ত্র তার নীতি ও ভ্রান্তি'। বিমল বললে।

'তোর মূলধন কোথায়, চোখের জল, মুখের হাসি না বুকের বল' বিজয় জিজ্ঞাসা করলে।

'মূলধন আমার কিছুই নেই ভাই। দেহ হয়তো আমার একমাত্র মূলধন। তবে আমি ধনতান্ত্রিক নই, বিমল বলতে লাগল এতটা ভুল আমায় করিসনে। মূর্খ পূজিপতির ফলেই কম্যুনিজম আসতে বাধ্য। বিলাসিতা ও দরিদ্রতা এ দুইই খারাপ। বিলাসিতা যেখানে আছে সেখানে দরিদ্রতা আসতে বাধ্য। বিলাসি ধনতান্ত্রিক এবং দরিদ্র সাম্যতান্ত্রিক আজ জগতের বুকে দৈত্য দানবের মত কলহে নিযুক্ত। এ ওর উচ্ছেদ চায়। এই পাশ্চাত্য সভ্যতা'।

ধনতন্ত্র সাম্যতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে জগত হয়তো বেঁচে থাকে। সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের এবং গণতন্ত্রের একটি সাম্য ভাব। ধনতন্ত্র বহুল সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র বহুল সমাজতন্ত্রেরও একটা ব্যবহার আছে। ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্র এ থাকবে। এ ওকে ফেলতে পারেনা। এই হয়তো ডেমোক্রেসী। দৈহিক ডেমোক্রেসী নিয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ডেমোক্রেসীকে কি পদদলিত করা ভাল। ধনতান্ত্রিক চায় রাজনৈতিক ডেমোক্রেসী, এবং সমাজতান্ত্রিক চায় অর্থতান্ত্রিক ডেমোক্রেসী, এর মধ্যে দিয়ে পরস্পরের হৃদয়ের বোধ আসেনা। ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্র এ সত্ব রজঃ তমের মতন জীবনের মধ্যে মিশেই আছে। এর সামঞ্জস্য চাই। মুর্খ ক্যাপিটালিজম, ডেঁপো স্যোসালিজম এবং গোয়ার

কম্যুনিজমের নিজস্ব এমন কোন সত্বা নাই যে মানুষকে সুখী করে। এরা পরস্পর পরস্পরের পরে নির্ভর করতে বাধ্য। ক্ষেত্র বিশেষে এদের প্রভাব খুব বেশী এবং ফলদায়ক। মানুষ এক নয়, হতে পারেনা, যদিও তাদের মধ্যে একাত্বতা আছে। ক্যাপিটালিজম কমুনিজমের জন্মদাতা, এবং কমুনিজম সোসালিজমের অন্নদাতা। কমুনিজম কাপিটালিজমের মত ভয়ঙ্কর। বেশ্যার প্রেমের মত সে মানুষকে দুর্ব্বল করে তোলে। আমাদের প্রবৃত্তিকে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কম্যুনিজমের যারা মহাপুরুষ তাদের আলোচনা করলে, চরিত্র বিশ্লেষণ করলে, আদর্শের কিছুই খুঁজে পাইনা। সর্ব্বগ্রাসী ধনতন্ত্রের মত সর্ব্বনাশা সাম্যতন্ত্রকে বড় ভয় করি। ক্যাপিটালিজমের আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে কম্যুনিজমের জলে ডুবে মরা সুবিধার হবেনা। ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে কিছুই না নেওয়া ভাল। এই কম্যুনিজমের মধ্য নিয়ে এমন একদিন আসতে পারে যেদিন আমাদের ঘর বলতে, সংসার বলতে, ধর্ম্ম বলতে, স্ত্রী, পুত্র বলতে কিছুই থাকবেনা। নারী হয়তো সাধারণের সম্পত্তি হয়ে পড়বে, তার যৌবন ভূমিতে যার যা খুশি বপন করে চলবে। ব্যক্তিত্বের যে একটা মহত্ব, একটা প্রতিষ্ঠা, সে থাকবেনা। এক চন্দ্র ও শত সহস্র তারার মিলনের মধ্য দিয়ে যে সত্য বেরিয়ে আসে সেই তো মানুষের সত্য। যাদের সভ্যতা স্বীকার করে নেয় মানুষের পূর্ব্বপুরুষ পশু ছিল, তাদের সবই সাজে। সাধারণের হট্টগোল ভাল নয়। রাজনীতি আজ অর্থনীতি, এবং এর সবচেয়ে বড় দুর্ব্বলতা যে সে সবজান্তা ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ও সর্ব্বশক্তিমান হয়ে পড়তে চায়। ধর্ম্মনীতি রাজনীতি চর্চ্চা করে জগতের যে অপকারটা না করেছে, রাজনীতি ধর্ম্ম চর্চ্চা করে তার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা গড়ে তুলেছে। আগে মানুষ ধর্ম্মের জন্য লড়াই করত আর আজ অর্থের জন্য কাটাকাটি করে মরে'।

'তুই তবে কি' বিজয় বিমলকে জিজ্ঞাসা করলে।

'ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক কি সাম্যতান্ত্রিক আমি কছুই নই। একচেটে সুখের দাবি করতে এদের কেহই পারে না। প্রেমের মনোপলি এদের কাহারোই নেই। আমি মানুষ এই আমার পরিচয়। আমি হিন্দু এই আমার ব্যবহার। আমি পুরুষ এই আমার অভিনয়। ধনী আমায় যে ভাবে বঞ্চিত করেছে দরিদ্রও আমায় সে ভাবে লাঞ্ছিত করেছে। আমার চক্ষে উভয়েই সমান। ধনতন্ত্রের শেষ সীমায় এসেছে গণতন্ত্র অর্থাৎ কম্যুনিজম। কম্যুনিষ্ট মাতা ও এবং ধনতান্ত্রিক পিতার ঔরসে জন্ম নিয়েছে সোসালিষ্ট। সে অর্থনৈতিকের জারজ সন্তান।

হিন্দুর ধর্ম্মে স্যোসালিজমের প্রভাব খুব বেশী। তবে এ ব্যক্তিত্বের মূলধনে ভরিভুত। এ শুধু হিন্দুর রাজনৈতিক সমস্যা নয়, অর্থনৈতিক আধ্যাত্মিক সমস্যারো সমাধান করতে চেয়েছে। হিন্দুর স্যোসালিজম পাশ্চাত্যের স্যোসালিজমের মধ্যে পার্থক্য আছে। হিন্দুর সমাজ তার মনকে প্রাণকে সংস্কারকে নিয়ে গড়ে উঠেছে দেহ সর্ব্বস্ব নয়। তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর সৃষ্টি করে হিন্দু ঈশ্বরের নামে ব্যক্তিত্বের অধিকার মেনে নিয়েছে। এই হিন্দুর ডেমোক্রেসী। ধর্ম্মের মধ্যেও এ ভাব বর্ত্তমান। ধনতান্ত্রিক ধর্ম্ম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম্ম কি সাম্যতান্ত্রিক ধর্ম্ম কি লক্ষ্য হয় না। মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে কম্যুনিজম, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে ধনতন্ত্র এবং হিন্দুর মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রভাব খুবই বেশী। দরিদ্র কম্যুনিজমের ভক্ত কিন্তু সে নিজে যে কতখানি ধনতান্ত্রিক তা কি লক্ষ্য হয় না। দরিদ্র কেরাণীর স্ত্রী পুত্র পরিবার বাটীর ঝি চাকরের পরে যে ব্যবহার করে ঘোর ধনতান্ত্রিক দেশেও বিরল। সাম্যতান্ত্রিক যখন নিজের ভাইকে হত্যা করে, স্ত্রীকে বঞ্চিত করে, পুত্র কন্যাকে লাঞ্ছিত করে, সে কি সাম্যতন্ত্রের অপলাপ নয়। ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্র এ একই পিতা মাতার তিন বোন। এদের মধ্যে বিভিন্নতা কিছুই নেই। শুধু বর্ণের পার্থক্য, সাময়িক উত্তেজনা প্রসৃত এ ক্ষনিকের পরিচয়। এ স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। আমরা আজ হৃদয়ের সংস্কার

চাই না, চাই দেহকে জোড়া তালি দিয়ে ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রের নামে চালিয়ে দিতে। এ পাশ্চাত্য রাজনীতির এক একটী অধ্যায় মাত্র। এ ডেমোক্রেসীর বিকৃত রূপ'।

'সাম্যতা ও একাত্বতা কাকে বলে সে জগত ভুলে গিয়েছে। ম্যালেরিয়া বহুল বাঙ্গলা দেশে সাম্যতন্ত্র কুইনাইনের মত উপকারী হলও পেটের পিলে যে যেতে চায় না'। বিজয় উত্তর দিলে।

'সত্যই তাই। রোগ হল হৃদয়ে বাহিরে প্রলেপ দিলে কি হবে? ব্যাথা মানুষের বুকে, পেটে মলম দিলে কি কিছু উপকার হবে? হৃদয় যতদিন পরিষ্কার না হবে, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্র, কিছুতেই হবে না। সাম্যতা হল মনের ভাব, হৃদয়ের বোধ, জীবনের পরিচয়, দৈহিক অনুষ্ঠান মাত্র নয়। সে মানুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থা। ভ্রাতৃপ্রেম, মাতৃপ্রেম পত্নীপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, যতদিন আমাদের হৃদয়ে ফিরে না আসবে ততদিন মানুষ সুখী হবে না। পত্নীপ্রেম আজ শুধু যৌবনের আসক্তি ও মোহ। মিলনের চেয়ে বিচ্ছেদে পরিপূর্ণ। আমরা স্বদেশ প্রেমের অজুহাতে আজ অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্ব প্রেমকে হত্যা করি। কেন? এবং ডেমোক্রেসী তার একটি বিশিষ্ট ব্যবস্থা। রাজনৈতিক ফ্যাসিসিজমের পরাজয়ে অর্থনৈতিক ফ্যাসিসিজমের যে প্রাদুর্ভাব হয়েছে এর ফল জগতের পক্ষে বিষময় হবে। অর্থনৈতিক ফ্যাসিসিজমের মুর্খতা ও ঔধত্ব্য রাজনৈতিক ফ্যাসিসিজমের চেয়ে একটুও কম নয়। ডেমোক্রেসী অনেক ক্ষেত্রে জাতিগত দস্যুবৃত্তির একটি আবরণ মাত্র। এরা হয়তো কোনদিন স্র্য্যের পরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাকে বিতাড়িত করতে চাইবে। শুদ্রনীতির পরাকাষ্টা স্বরূপ যে অপরিমেয় রাজপ্রেম জগতে ফুটে উঠেছে তাহাতে মনে হয় জগত আজ বৈশ্যনীতির শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। শুদ্র যুগের প্রবর্ত্তন আসছে এবং ঐ তার স্থচনা'।

বিজয় চুপ করেই ছিল বিমলের কথা শেষ হতে একটু অন্যমনস্ক-

ভাবে বললে সমতা ছিল প্রাণে আত্মায়, আজ সাম্যতা প্রাণহীন আত্মাহীন সর্ব্বহারা। দৈহিক সমতার মূল্য খুবই কম। নারীর প্রেম পুরুষকে সংস্কৃত করে কিন্তু পুরুষের প্রেম নারীকে উর্ব্বর করে ফুটিয়ে তোলে। নারীরূপ প্রেমের মোহানায় পৌছে পুরুষরূপ প্রেমিকের উচিত বিবাহ করা যা সমতার একটি বিশিষ্ট রূপ, তোর দ্বারা তো তা হবে না তখন চিৎকার করে কি লাভ'।

বিমল একটু হাসলে এবং বলতে লাগল 'পৃথিবীর সামঞ্জস্য হল মানুষ। রূপ সামঞ্জস্যের একটি বিশিষ্টতা। মানুষ জন্ম নিয়েছিল সামঞ্জস্যের প্রতিমা ও মূর্ত্তি সরূপে। সে মানুষ আজ কোথায়। মানুষের হৃদয় হীনতা দেখলে কি দুঃখ হয় না। ধর্ম্ম মানুষের হৃদয়ের বাণী বহন করত, কর্ম্ম তাহা গ্রহণ করত, মানুষ যেদিন হৃদয়কে নির্ম্মুল করে, ধর্ম্মের নামে শিখল ভণ্ডামি, কর্ম্মের নামে শিখল প্রতারণা ও দস্যুবৃত্তি, সমাজের নামে শিখল স্বার্থসিদ্ধি ও আত্মবাদ, ডেমোক্রেসী হয়ে পড়ল দল পাকানো সেদিন সমতা ও সামঞ্জস্য লজ্জায় পালিয়ে গেল। সাম্যতা তো মানুষে মানুষে, মানুষে পশুতে, পশুতে মানুষে, লতা পাতায়, কীট পতঙ্গে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। একই সূত্রে বিভিন্ন ফুলের সংগ্রহ হলেও মালা এক। এই হল সৃষ্টির রহস্য। সাম্যতার অবতার হলেন গৌতম বুদ্ধ। অহিংসানীতিই হল সাম্যতার মূলধন। অহিংসা ভাবই মানুষকে সাম্যভাব দান করে। সকলেই এক এ যেমন সত্য এ তেমনি মিথ্যা। এই যে সত্য মিথ্যার দ্বন্দ এর মধ্যে দাঁড়িয়েছিল সামঞ্জস্য রূপে মানুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সমাজ। সে আজ নষ্ট হতে বসেছে। বর্ত্তমান জগত ক্রমাগতই যে সমস্ত মনুষ্যকৃত জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ছে এর মীমাংসা এক দিক দিয়ে অসম্ভব। এর কোন সহজ রাস্তা নাই। একই ঔষধে সমস্ত রোগের নিরাময় আসেনা। ভালবাসা সাম্যতার একটি উপকরণ। ভালবাসাই মানুষকে মানুষ করে তোলে। ভালবাসার মধ্য দিয়েই মানুষ পশুকে ছাড়িয়ে যায়

ও বড় হয়'।

'কিন্তু ভালবাসার যে একটি অত্যাচার আছে তা কি ফেলতে পারবি। তবে সে অত্যাচার যদি সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মানুষ দুঃখ পায় মুসড়ে পড়ে। নারীর প্রেমে পুরুষের অংশ এত বেশী যে সে বসে পড়ে, বইতে ক্লান্ত হয়, কিন্তু পুরুষের প্রেমে নারীর অংশ এত কম যে পুরুষ চঞ্চল'। বিজয় বললে।

'মানুষের মনের পরে যে কর্ম্মের একটী প্রভাব আছে বিমল কহিতে লাগিল এ তো ফেলবার নয়। ভালবাসা কর্ম্মের জন্মভূমি। ধর্ম্মের ঔরসে প্রকৃতির গর্ভে তার জন্ম। কর্ম্ম এক হলেও এক নয়। মুচির ভূমিকা এবং কৃষকের ভূমিকা এক হলেও এক নয়। মাংস বিক্রেতা ও ফলমূল বিক্রেতার হৃদয় এক হতে পারে না। ভাত বিক্রেতা এবং দাতা এক নয়। কর্ম্ম এক, তবে ক্ষেত্র বিশেষে সে ভিন্ন হতে বাধ্য। গাড়ি এক কিন্তু কামরার বিভিন্নতা আছে, ষ্টেশনের লঘুত্ব গুরুত্ব আছে। আমাদের মনের গঠন, চিন্তার ধারা, কর্ম্মের মধ্য দিয়ে বিভিন্নতা লাভ করতে বাধ্য। কেরাণীর হৃদয়ের বিশিষ্টতা এবং ব্যবসায়ীর এক হতে পারে না। সমস্ত কর্ম্মের একটি মূল্য আছে, সম্মান আছে, কিন্তু সমস্ত কর্ম্মই এক নয়। চৌর্য্যবৃত্তি এবং সৎভাবে উপার্জ্জন এক হতে পারে না। দৈহিক চোরের চেয়ে মানসিক চৌর্য্যবৃত্তি অনেক বেড়েছে। চুরি করা খুবই বুদ্ধিমানের কাজ, তবে ধরা পড়লেই সে বোকা হয়ে পড়ে। বিদেশী সভ্যতার এই যে প্রভাব এ ভাল নয়। বিদেশী সভ্যতার মোহ, শিক্ষার মোহ, আমরা যতদিন না কাটিয়ে উঠতে পারছি ততদিন উদ্ধার নাই। বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতা ঘরে টেনে না এনে বিদেশীকে প্রয়োগ করাই উচিত। পূজারীর ভূমিকা এবং মেথরের ভূমিকা এক নয়। যদিও উভয়েই সমাজ সেবার অঙ্গ। মানুষের হৃদয় ও অঙ্গুলি এক নয়, যদিও পরস্পর পরস্পরকে অনুভব করে, সুখ দুঃখের সাথী। মানুষ আজ

যে কত হৃদয়হীন এ ভাববার কথা। মানুষ আজ মানুষকে শুধু ধ্বংস করে শান্তি পায় না, তার সেই ধ্বংস স্তূপের পরে গড়ে তোলে বীরত্বের মন্দির, জয়ের পরাকাষ্ঠা। আমাদের দেশে যুবতী মেয়েরাই ঘোমটা দিত, পুরুষের লালসা লোলুপ দৃষ্টিকে এড়াতে যেয়ে, দুর্বৃত্তের নজর হতে নিজেকে দূরে রাখতে, আর আজ আমাদের সর্ব্ব কর্ম্মক্ষেত্রেই ঘোমটা দিতে আমরা অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মানী এ থাকবে, এ নষ্ট করবার ক্ষমতা কাহারো নেই, তবে থাকবে না দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার, ধনীর প্রতি দরিদ্রের হিংসা, অজ্ঞানীর প্রতি জ্ঞানীর অবজ্ঞা এবং জ্ঞানীর প্রতি অজ্ঞানীর অভিমান। এই সব নষ্ট করাই হল সাম্যভাব। সমাজে সব কিছুই থাকবে সেই সৃষ্টি; তবে সেই সব কিছুর মধ্য দিয়ে মনুষত্বের, হৃদয়ত্বের, যে একটা বিস্তৃতি ও স্থীতি, আত্মার যে একটা প্রকাশ, মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালবাসা ও বিশ্বাস এ কেন নষ্ট হবে'।

'নষ্ট তো হয়েছে আর হবে কি বিজয় বলতে লাগল তোর ও জগত আর ফিরবে না। দুঃখের জগতে সুখের বড়াই করাই সার। আগে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রহীনের হাতে আমরা অস্ত্র তুলে দিতাম সেই ছিল বীরত্ব ও যুদ্ধনীতি আর আজ অস্ত্রহীনকে হত্যা করতেই ব্যাস্ত। যারা জগতের দুঃখের কারণ, প্রেমের হন্তারক, তারাই আজ জগতকে সুখী করতে চায়, হৃদয়ের এই যে বিরুদ্ধ ভাব এ কি সহজে নষ্ট হবে। বিবাহের প্রেম যেখানে স্থায়ী হয় না সেখানে প্রেমের চিৎকার বিলাপ মাত্র শান্তি শুধু কল্পনা। অর্থজগতের দস্যুবৃত্তির চেয়ে প্রেমজগতের দস্যুবৃত্তি যে কত বেড়েছে তার কি ইয়ত্বা আছে'।

বিজয়ের কথা শেষ না হতেই বিমল বলে উঠল তুই তার একটি বিশিষ্ট নমুনা। তুই বিবাহের একটি আসামী। প্রেমের আদালতে বসে—

বিজয় একটু হাসলে এবং বলতে লাগল দাগী আসামী আজ নূতন

আসামীর বিচার করতে চায়। পুরানো চোর নূতন চোরকে তিরস্কার করে, সাধু সাজে। বৃদ্ধ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বেশ্যা যুবতী বেশ্যার অপলাপ করে। সত্যের ইতিহাসে এ যে আরব্য উপন্যাস হয়ে দাঁড়াবে। ঘরের বৌ আর বাজারের বৌ উভয়েই যদি আজ ডেমোক্রেসীর ভোটের জন্য বেরোয় তুই কি ভেবেছিস ঘরের বৌ ভোট পাবে? এই তো তোদের ডেমোক্রেসী। যত বেটা চোর, জোচ্চোর, লম্পট তারাই আজ দেশের ডেমোক্রেসীর প্রতিনিধি। এরা কি দেশের প্রকৃত কোন উপকার করতে পারবে'।

বিজয় থামলে বিমল বলতে লাগল 'মানসিক রোগের জাহাজে চড়ে দেহ রোগের সমুদ্রে আমরা যখন সমতার চিৎকার করি হয়তো ভুল করি। আজ আমাদের মধ্যে শিক্ষার অভাব খুবই বেশী। শিক্ষার স্বাধীনতা দিয়ে ঘেরা মানুষের হৃদয়ে আজ দেখা দিয়েছে সমতার প্রলাপ। শিক্ষা আজ দীক্ষাহীন। ধনী যদি প্রকৃত শিক্ষিত হয় সে দরিদ্রকে তার মূলধনরূপে গ্রহণ করে। তার বিরাট কারখানার দিকে চেয়ে সে দেখতে পায় শত শত দরিদ্র তার অঙ্গুলীরূপে ফুটে উঠেছে। সর্ব্বত্রই তার হস্তের স্পর্শ কিন্তু দরিদ্র সেই স্পর্শের অঙ্গুলী। সামান্য অঙ্গুলীর এক কোনে আঘাত লাগলে সে যেমন অনুভব করে দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট তাকে সেইভাবে ব্যথিত করে তোলে। কারখানা যেন তার নয় এ তার জাতিয়তার অঙ্গ এবং শত শত দরিদ্র তার সত্বা। সে তার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠান হলেও সমষ্টির উৎপাদন ক্ষেত্র। এই যে হৃদয়ের বোধ এই হল সাম্যতা। সামান্য একটি মেসিন ভেঙ্গে গেলে ধনতান্ত্রিক যতটা দুঃখিত হয়ে পড়ে একটি কুলি মজুর মারা গেলে সে তা হয় না। এই যে ধনতন্ত্র এই আজ জগতে বিখ্যাত হয়ে পড়েছে এবং সর্ব্বনাশের। মানুষের হৃদয়ের শষ্যাক্ষেত্রকে নষ্ট করে আজ ধনতান্ত্রিক তার ধনের মরুভূমি গড়ে তুলতে চায়। এ দুঃখের। দরিদ্র যদি শিক্ষিত হয় সে ধনীকে তার মূলধনরূপে জড়িয়ে ধরে হিংসা ভুলে যায়। রোগে পড়লে যেমন শুধু প্রলেপে কিছু হয় না, তার জন্য ঔষধ চাই,

ইনজেকসন চাই, আজ আমাদের মনুষ্যত্বের ব্যাধি সেইরূপ আকার ধারণ করেছে। ধনতান্ত্রিক সাম্যতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সকলেই দেহতান্ত্রিক, এরা দেহকে আঁকড়ে ধরে স্থূলভাবে রোগের নিরাময় চায়, দৈহিকভাবে বিচার আনে, এর মধ্য দিয়ে প্রকৃত শান্তি আসতে পারে না। বরং দুঃখ ও অশান্তি আরও বেড়ে যাবে। দৈহিক কমিউনিজমকে এড়াতে যেয়ে হয়তো আমরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কমিউনিজমকে দমন করতে পাবব না'।

'পশু ও মানুষের মধ্যে শুধু হৃদয়ের একটা তারতম্য আছে বিমল বলেই চলল নতুবা আহার মৈথুন ও নিদ্রা মানুষের মতন পশুরো আছে। তবে পশুর মানুষের হৃদয় নেই। এই হৃদয়হীনতাই আজ জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখের কারণ। পশু প্রবৃত্তির বশীভূত, এবং বড় ধূর্ত্ত ও চালাক। তার কর্ম্ম সব দেহমূলক, সে প্রবৃত্তির অনুগত ভৃত্য। মানুষ এ নিয়ে বাঁচতে পারে না। মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির মূলে আছে বিবেকের উন্মেষ ও সত্যের সন্ধান ও হৃদয়ের অনুশীলন। মানুষ বুদ্ধিমান, সে ধূর্ত্ত কিম্বা চালাক নয়। বুদ্ধির তরল অংশই হল ধূর্ত্ততা এবং গাঢ় অংশ বিদ্যা। রাস্তা ঘাটে আমরা আজ খুবই ধূর্ত্ত ও চালাক কিন্তু এ প্রবৃত্তিমূলক। এ পশু ভাব। মানুষ প্রবৃত্তির বাধ্য হলেও তার অনুগত ভৃত্য ও নয়, কি প্রবৃত্তির সুখের দপ্তরে ইন্দ্রিয়ের বিনিময়ে ভোগের কেরাণীগিরি ও করতে বসেনি, কি তার ভোগের কারখানার কুলি মজুর ও নয়। আমরা আজ পিতাপুত্রে মাতা কন্যায় ভ্রাতা ভগ্নিতে স্বামী স্ত্রীতে সদ্ভাব রাখতে পারি না, হারিয়ে ফেলি, সেখানে জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে, কর্ম্মে কর্ম্মে সাম্যতা কি করে আসবে'?

বিজয় হাসলে এবং বললে এই জন্যই তোকে বলছিলাম সাম্যতা ফাম্যতা সব বাজে কথা। ও শুধু কথার ফের। রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি। অসাম্যতার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সাম্যতার চিৎকার বিলাপ মাত্র। মানুষ

পশু হতে এসেছে সে সেখানেই ফিরে চলেছে। পূর্ব্বপুরুষকে কি কেউ ভুলতে পারে? পশু না হলে এ সংসারে আর উপায় নেই। নারীকে সম্বল করে কলুর বলদের মত তার পেছনে না ঘুরলে কি উপায় আছে। নারী রূপ যৌবন গঙ্গায় তুই যদি মুর্খের মত ঝাঁপিয়ে না পড়িস্ অধিকাংশ নারীই তোকে দেখলে সন্তুষ্ট হবে না'।

বিমল উত্তরে বলতে লাগল। 'মানুষের কতকগুলি কর্ম্মের পশুর একটা সমন্বয় থাকলেও মানুষ পশু নয়। পশু বেঁচে থাকে দেহ ধারণের জন্য। মানুষ বেঁচে থাকে দেহ ধারণ ও মস্তিষ্ক ধারণের জন্য। এবং এর বিনিময়ের বিভিন্নতাও আছে। পশুর মৈথুনে ফুটে ওঠে প্রবৃত্তি ও আসক্তি। মানুষের সঙ্গ রসে ফুটে ওঠে ভক্তি ও আত্মার বিস্তৃতি। বিবাহ পশুর দৈহিক প্রীতি মানুষের নীতি। প্রকৃতি পশুর জীবনে গোপালকের মত কাজ করেন, রাখাল সাজেন, কিন্তু মানুষ প্রবৃত্তিকে শিক্ষা রূপে গ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণ গোপালক ছিলেন, যীশুখ্রীষ্ট মেষপালক ছিলেন, এ কি বলে দেয় না যে মানুষ যখন পশুভূমির দিকে এগিয়ে চলে তখনই ভগবান মানুষের উদ্ধারের জন্য জগতে নেমে আসেন। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ভুল যে সে গরু, ঘোড়া, ছাগলের একই মূল্য নির্ধারণ করে। দুর্জ্জন ও সর্জ্জনকে একই জায়গায় বসতে বলে। ঈশ্বর ও সয়তান দুজনে যদি আজ ভোটের জন্য জগতে নেমে আসেন, আমার বিশ্বাস ঈশ্বর হেরে যাবেন, সয়তানের জয় অবশ্যাম্ভাবী। এই কি গণতন্ত্র। পশুর মধ্যে আছে—প্রবৃত্তির বেদনা, মানুষের মধ্যে আছে প্রবৃত্তির প্রেরণা। মনুষ্যত্ব পশুত্বকে নিয়ে গড়ে উঠলেও পশুত্বের মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই।

বিজয় বিমলকে বললে সন্ধ্যা হয়েছে আলোটা জ্বেলে দে। বিমল উঠে সুইচটা টিপে দিয়ে বসলে।

'কাল তো আসছিস্ বিজয় জিজ্ঞাসা করলে।

'চেষ্টা করব ভাই'।

'তোর কি দুনিয়ার কিছুই ভাল লাগে না এক পড়াশুনা ছাড়া। মনুষ্যত্বকে অত ছোট মনে করিস্‌নে যে হাওয়ায় উড়ে যাবে। আঘাত পেলেই নিবে যাবে। তাকে আলো বাতাসের মধ্যে ছেড়ে দে সে তার সরূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে'।

'কিন্তু ছেড়ে দেব কোথায়'।

'মানুষের মধ্যে'।

'মানুষকে দেখলে আজ আমার দুঃখ হয়'।

'যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর'।

'চোরকে চোর বলবে না তো কি বলবে।'

'মানুষ তোকে সুখী করবার জন্য এত চেষ্টা করে মরছে আর তাকে দেখলে তোর দুখ হয়।'

বিজয় কথাটি বলেই পুনরায় বললে, দুঃখ কষ্টের বাইরে মনকে যতক্ষণ না আনতে পারবি ততদিন সুখী হতে পারবি নে। নারীরূপ অগ্নিতে তোর যৌবনকে যতক্ষণ না পুড়িয়ে তুলতে পারছিস্‌ ততদিন কি সে খাঁটি হবে?

'যৌবন সে তো ফুলকো লুচির মত পাতে না পড়তেই গুটিয়ে আসে। নারীর রূপের ভাণ্ডারে যারা ভাণ্ডারী সাজেন, পরিবেশন করেন, এবং ভোজন করেন, এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ঈশ্বর তার বিরাট রূপের ভাণ্ডার খুলে বসে আছেন পশু যেখানে ভোজন করে মানুষ পরিবেশন করে। রূপ ও রসের মিলনেই তো সৃষ্টি।'

'তোর থিয়োরীই তোকে খেল। প্রাকটিক্যাল বলে যে একটি বস্তু আছে সে হয়তো তোর স্মরণ নেই।'

'— মূর্খ অভিজ্ঞতার জন্য আগুনে হাত বাড়িয়ে দেয় বিমল উত্তর করলে এবং পুড়ে মরে। কিন্তু বুদ্ধিমান আগুন দেখলেই তার সরূপ টের পান। অভিজ্ঞতা যখন দৈহিক অর্থাৎ প্রাকটিক্যাল এবং অভিজ্ঞতা

যেখানে মানসিক অর্থাৎ থিয়োরেটিক্যাল এর মূলেই একটা তারতম্য আছে। মানসিক অভিজ্ঞতার মূল্য দৈহিক অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশী। পশুর দেহিক অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু মানসিক নাই। প্রাকটিক্যাল প্রাকটিক্যাল বলে চিৎকার করছ তার মজুরি যে কুলির মতন কমে আসে ঠিক আছে। আমাদের উচিত দৈহিক ও মানসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এমন একটা অভিজ্ঞতার সৃষ্টি কবা যার প্রকৃত মূল্য আছে। মানুষ ভালবাসে কেন? সুখের জন্য আনন্দের জন্য। সে আনন্দ ও সুখ যখন ব্যক্তিগত ও প্রবৃত্তিগত তখন সে পশু, কিন্তু যখন ব্যক্তিগত, নীতিগত, ও আত্মস্ত হয় তখন সে মানুষ। আমাদের আনন্দের ভূমিকা পশু হলেও যবনিকা মানুষ হতে বাধ্য। যৌবন ভালবাসার একটি মরসুম, কিন্তু সে ভালবাসা নয়।'

'যৌবন আমাদের জীবনকে কেন্দ্রস্থ করে। ভোগের মধ্য দিয়ে সে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে। ভোগের মধ্যে দিয়েই ত্যাগের গঠন চলে। তুই যদি সংসারকে ভোগ না করলি ত্যাগ করবি কি করে'। বিজয় জানতে চাইল।

বিমল উত্তরে বলতে লাগল। 'ভোগ যদি ত্যাগকে গ্রাস করে ফেলে নিজের প্রাধান্য চায় সে কি ভাল? ভোগের পাশাপাশি ত্যাগকে রেখে চলতে আমরা পারি না, ভোগের মধ্য দিয়ে ত্যাগের গঠন করতে চাই না। —অর্থের আকঙ্খা যেমন বেড়ে যায় তেমনি কামাকাঙ্খা ও ভোগাকাঙ্খা। মানুষ মনে করে বিবাহের দ্বারা সংযত হবে সে হয় না। বরং ভোগের তাড়না আজ আরও বেড়ে যায়। সে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। কেননা আমাদের ভোগের মূলেই গলদ। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পাত্র হতে পাত্রান্তরে আমরা তার অনুসন্ধান করি। অর্থের যেমন একটা বিলাসিতা আছে অপব্যবহার আছে ভোগও তদ্রূপ। দরিদ্র মনে করে লক্ষ টাকা পেলে সে সন্তুষ্ট হবে কিন্তু সে হতে পারে না। বরং ক্ষুধা

আরও বেড়ে যায়। মনের পরে আজ আমাদের কোন সংযম নেই। আমরা মনে করি উভয়ে উভয়ের প্রেমে সংযত ও শান্ত হব সে হয় না। বিবাহের পরেও যে কত নরনারী চরিত্র হারায় এর সংখ্যা কি কম। দরিদ্র যেমন ধনের জন্য ভোগের জন্য চুরি করে ডাকাতি করে ধনীও সেইরূপ। তবে ধনীর অনেক ক্ষেত্রেই একটা ঘোমটা থাকে। ধনীর অর্থ স্পৃহা দরিদ্রের চেয়েও ভীষণ। সাময়িক উত্তেজনাকে ভিত্তি করে আমরা আমাদের ভালবাসার কবর খুড়ে মরি, মন্দির গড়তে পারি না, সে রাবণের স্বর্গের সিড়ির মতন অসমাপ্ত থাকে'।

বিজয় হাসতে হাসতে বললে 'ভাল যদি না বাসবে তবে মেয়েগুলো যাবে কোথায়। তুমি তো সমাজের একজন মস্তবড় হিতাকাঙ্খী কিন্তু তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে তার সঙ্গে কি প্রেম চলে'?

'জন্ম মৃত্যু বিবাহ এক। বিবাহই জন্ম এবং বিবাহই মৃত্যু। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যদি বিবাহের একটা অধিকার থাকত তবে মানুষ বিবাহ না করে মারা যেতে পারত না। কি জগতে নংপুসকের সৃষ্টি হতো না। বিবাহ যে করে সে করুক, কিন্তু যে করতে পারে না, পঙ্গু, তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাওয়া কি ভাল। বিবাহ কামনার বশীভূত কিন্তু কামনা যে সেখানে নিঃশেষ হয়ে আসে।'

'বিয়ে করবে না কিন্তু ফুর্ত্তি কি ছাড়তে পারবে। সে যে রাহুর মতন তোমার মনের পেছনে ঘুরে বেড়াবে। জোৎস্নার আলোয় সন্ধ্যা যখন তার আঁচল খুলে নেমে আসবে তখন ও সব উক্তি তলিয়ে যাবে। —সত্যি ভাই একই মেয়েকে প্রভাতে দেখলে আর সন্ধ্যার সময় দেখলে সন্ধ্যা যেন তোকে বেশী কাতর করে তোলে। বিজয় একটু থেমে পুনরায় বললে বাজারে দুধ যখন সস্তা তখন গরু পোষবার হাঙ্গাম নিতে চাসনে কি বলিস?

তোর ঐ অর্থনৈতিক চর্চ্চা কি ছাড়বি? বিবাহ শুধু অর্থনৈতিক

চর্চ্চা নয় নৈতিক চর্চ্চাও তো বটে। টাকা আছে আর কিছু নেই সেখানে কি বিবাহ খুব সুখে থাকে' ?

'বিবাহের সুখ তো দেহে, দেহ থাকতে সুখ যাবে কোথায়' বিজয় হাসতে লাগল।'

'নারীময় জগতের পানে চেয়ে আমরা তন্ময় হয়ে পড়ি বটে তবে সেই তো সব সত্য নয়। নারীর জটরে জন্মগ্রহণ করে সেখানেই ফিরে যাবার যে ব্যবস্থা সে হয়তো পুনরায় মূষিক হওয়ার চেষ্টা।'

'বাজে কথা ছাড বিজয় বলতে লাগল। আমরা যদি বিয়ে না করি মেয়েরা দাঁড়াবে কোথায়। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরান, হতে এমন একটা আদর্শ আমাকে খুঁজে দে যেখানে নারী অবিবাহিত রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র সকলেই বিবাহ করেছেন। অথচ তুই প্রেমের সহযোগ করতে চাসনে। তোর এ মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। দরিদ্র যদি তার কপর্দক নিয়ে এসে তোকে প্রণামী দিতে চায় তুই কি চটে যাবি ? সে কি ভাল কথা। বিবাহের মধ্যে দিয়ে আমরা পরষ্পর পরষ্পরের একটা সন্ধান পাই। সমাজ গড়ে উঠেছিল বিবাহকে নিয়ে। বিবাহ যদি ভেঙ্গে যায় সমাজ ভেঙ্গে পড়বে। ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়ে যাবে। ধর্ম্ম নষ্ট হবে, কর্ম্ম নষ্ট হবে, জাতি নষ্ট হবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে এসেছিল বর্ণসঙ্কর, সে ছিল ধর্ম্মের লড়াই, কি প্রেমের লড়াই, পেটের লড়াই এর ঠ্যালায় যে বর্ণসঙ্কর দেখা দিয়েছে তাতে যদি বিয়ে না করিস তোর জাতি ও সমাজ হয়তো থাকবে না। প্রেমাতঙ্ক তোর আজ জলাতঙ্কের মতন হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে মুষ্টিভিক্ষার পদ্ধতি ছিল প্রেমেও তা লক্ষ্য হত, তাই কত মুনি ঋষিকে ও প্রেমের মুষ্টিভিক্ষা দিতে হয়েছে নারীর জন্য সমাজের জন্য।'

'তুই তা হলে মুষ্টি ভিক্ষার একজন অগ্রদূত হয়ে পড়েছিস' বিমল হাসতে লাগল।

'বিয়ে যদি না করিস মেয়েরা বিপথে কুপথে যেতে বাধ্য হবে। তাদের তো একটা ইচ্ছা আছে, তোর মত তো সবাই নিরাকার হয়ে পড়েনি, সেই জন্য আমাকে আজ ঐ ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। বিজয় একটু থেমে পুনরায় বলতে লাগল তোদের ঘাড়ে আজ বিদেশী ভূত চেপেছে, তাই সকলের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়, আগে জজ হই, ব্যারিষ্টার হই, মিলের মালিক হই, কি লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমুক তবে তো বিয়ে করব। একি বুড়োর বিয়ের ব্যবস্থা নয়? নারী সে অর্থের একটি মাস্তুল হয়ে পড়েছে। সে কি তোর একমাত্র অর্থনৈতিক চর্চ্চা? তার ভালবাসা সে কি শুধু অর্থের বিনিময়? সমাজ কি শুধু সেখানে দালালী করে। ধনীই কি তবে বিবাহেব একমাত্র অধিকারী। তবে ফল মূল ভোজী ঋসি তনয়েরা কেন বিবাহ করতেন। এ পাশ্চ্যাত্যের দৃষ্টি দূর করে দে। দরিদ্রেরো বিবাহে একটা অধিকার আছে। বাঁচতে হলে ধনীকেও যেমন কিছু খেতে হয় দরিদ্রকেও তেমনি কিছু খেতে হয়। হাওয়া খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। যদিও খাদ্যস্তরের একটা তারতম্য আছে। বিবাহ ও তেমনি। বিবাহ আমাদেব জীবনের ভাল ভাবে বাঁচবার একটি উপায় কেন্দ্র। ধনী ও দরিদ্র। সে চরিত্রের দরিদ্রতা এড়াতে পারে না। ধনী, চরিত্রহীন স্বামী ও যেমন খুব সুখের হয় না, তেমনি দরিদ্র অর্থহীন স্বামী। ধনের দরিদ্রতা পেক্ষা চরিত্রের দরিদ্রতা আরও ভীষন। দরিদ্র ধনী হয়েছে, কিন্তু চরিত্রহীন চরিত্রবান হয়নি হয়তো?

বিমল চুপ করেই ছিল, সে উঠতেই বিজয় তার হাত ধরে বসিয়ে দিলে এবং পুনরায় বলতে লাগল 'মেয়েরা তাদের যৌবনের ডালা সাজিয়ে নিয়ে সমাজের বুকে বসে থাকবে, ভালবাসতে চাইলে বলবে না, অথচ সহানুভূতির অন্ত নেই। এই যে সহানুভূতি এর ভারে জীবন আজ জর্জ্জরিত। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত তবে চাকরি বাকরি সব সুবিধা তোকে না দিয়ে বিবাহিতকে দিতাম। তোকে সোজা বনের পথ দেখিয়ে

তার ব্যবস্থা করে দিতাম। কিন্তু সেখানে ও লোকে প্রেম করতে ছাড়েনি'।

'বিবাহ কি সকলেই করে ও করবে' বিমল জিজ্ঞাসা করলে ?

'অবশ্যই করবে এক নপুংসক ছাড়া'।

'দৈহিক নপুংসকের চেয়ে নৈতিক ও মানসিক নপুংসকের সংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে তার কি খোঁজ করে দেখেছিস। তারা কি করবে। বিবাহ তো শুধু দেহ নিয়ে বেঁচে থাকে না। নপুংসকের মধ্যে কি বিবাহের প্রবৃত্তি নাই ?'

'বিয়ে কর্ দেখবি তোর ও রোগ সেরে যাবে'।

'নারী নিযে আগে মানুষ বড হত আজ বসে যায়। ভালবাসা আমাদের অভাব নয় আমাদের স্বভাব, আমাদের দৈহিক নৈতিক ও মানসিক হৃদয়ের সামঞ্জস্য। পুরুষ ও নারীর দেহে যেমন একটা দৃশ্য আছে, অংশ আছে, তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মিলনেরো একটা অংশ আছে দৃশ্য আছে। খণ্ডের প্রতি খণ্ডের যে অখণ্ড ভাব সেই তো ভালবাসা। যৌবনকে জীবন বলে জড়িয়ে ধরে কামনা বাসনার তীর্থক্ষেত্র করে তুলতে পারি না। ভালবাসা যেদিন রক্তের প্রদীপ না জ্বেলে হাড় মাংস গুলোকে নিয়ে টানাটানি করতে থাকে সে বড় দুঃখের। কসাইএর মনোবৃত্তি পূর্ণ যে ভালবাসা সে কি ভালবাসা' ?

বিজয় বললে 'বাঙ্গলা দেশের যুবকেরা যদি বলে বিবাহ করবনা সে ঝঞ্ঝাট ; যুবতীরা দাঁড়াবে কোথায় ? তারা কি হাওয়ায় উড়ে বেড়াবে। বাহ্যি প্রস্রাব খাওয়া দাওয়া সবই তো ঝঞ্ঝাট কিন্তু এড়াতে পারা যায় কি ? দেহের যে একটা ব্যবহার আছে তা ফেলবে কি করে ? এ ঢঙ্গ তোমার কিসের জন্য, বাঁচবার জন্য না মরবার জন্য। যদি দেশে কেউ না রইল তুমি একলা স্বর্গে যেয়ে কি করবে ? স্বর্গের ভিত্তিই তো আমরা। আমরাই যদি না থাকলাম তোমরা স্বর্গে যেয়েও থাকবে কোথায় ? পাপী যত বাড়বে পুণ্যবানেরো ততই লাভ। তোমরা ভদ্র শিক্ষিত ব্রহ্মচারী, তোমরা

যদি বিয়ে না কর সে ভারটা যে এই অভদ্র ও অশিক্ষিতের পরে এসে পড়ে, সে খেয়াল আছে। এক আধজন শঙ্করাচার্য্যের জন্য আমরা প্রস্তুত আছি কিন্তু ঘরে ঘরে তার প্রাদুর্ভাব হলেই তো মুস্কিল'।

উভয়ে অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোন কথা কহিলনা। বিমল সে নিরবতা ভঙ্গ করে শেষে বলতে লাগল 'বিবাহের যারা প্রচ্ছদপট আঁকেন এবং বিবাহের যারা যবনিকা টেনে যান এদের যোগাযোগের সূত্রটি ছিল হৃদয়, সেখানে আজ এত মলিনতা ঢুকেছে যে ভাববার কথা। মানুষ আজ কেন বিবাহ করতে চায়না এ এলোমেলো ভাবে না নিয়ে গম্ভীর ভাবে চিন্তা করা উচিত। বিবাহের মূলে আজ এসে পড়েছে দুঃখ দৈন্য অশান্তি অনেক কিছু। নারী পুরুষকে বিশ্বাস করেনা। পুরুষের মধ্যে নারীয়ানা এবং নারীর মধ্যে পুরুষয়ানা এ বিবাহের অন্তরায়। জগতে পুরুষ কি মেয়ে হবার অনেক ব্যবস্থা আছে কিন্তু একটি ব্যবস্থা আজও কেউ করে উঠতে পারে নাই। আগে মানুষ বিবাহ করত যেহেতু সে ছিল তারপরে তার বংশের একটা আদেশ, সমাজের একটা দাবি, আজ আমাদের সখ ও বিলাস মাত্র। প্রবৃত্তির সুখের বশীভূত হয়ে আমরা যে বিবাহ করি তার মধ্যে আছে বিবাহ বিচ্ছেদ। অর্থের মানদণ্ডে যেদিন স্বামী স্ত্রীর মূল্য নির্ণয় করি সেদিন সুখকে পদানত করে যাই। দরিদ্র যেদিন ধনীর পুত্রকে কন্যা দিতে যেয়ে সর্ব্বস্বান্তঃ হয়ে পড়ে এবং পণ প্রথার আক্রমণ করতে থাকে তখন আমার হাসি পায়। কিন্তু গরীব যেদিন তারই মত গরীবের ঘরে মেয়ে দিতে যেয়ে সব খুইয়ে বসে তখন আমি পণ-প্রথার বিরুদ্ধবাদী হয়ে পড়ি এবং তার নিন্দা করি। ভাল করে ভেবে দেখলে দেখতে পাবি যে পণ-প্রথার সৃষ্টি মেয়ের বাপেরাই করেছে অথচ তা আজ তিরস্কার করছে ছেলের বাপকে। এ ধনীর সৃষ্টি, তাড়না করছে দরিদ্রকে। কানা খোঁড়া চরিত্রহীন মেয়ের বাপেরা পয়সার জোরে মেয়েকে সুপাত্রস্থ করতে যেয়ে

এনেছিলেন পণ, এবং তার পরিণাম যে কত ভয়াবহ হয়ে পড়েছে এ তো দেখতে বাকি নেই। মেয়ের বাপদের পরে মেয়ের বাপদের যদি একটু সহানুভূতি থাকত তবে এ এতদূর এগোতে পারতনা'।

'পণের পরে তুই এত চটলি কেন তোর তো কোন লোকসান নেই ষোল আনাই লাভ'।

'বিবাহ যেমন পণের অঙ্গ হয়ে আজ দুঃখ হয়ে পড়েছে এবং তার ফল আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে শিখেছি, তেমনি বিবাহ যদি ধনের অঙ্গ হয়ে পড়ে, যা পণের রূপান্তর, লক্ষটাকার সামিল হয়, তার ফলও হয়তো সুবিধার হবেনা। লাভ লোকসানের বাইরেও একটা জগত আছে। বৈশ্যের দৃষ্টিই দৃষ্টি নয়। দেবতাকে সমস্ত সাজিয়ে দিয়ে মানুষ যেমন সন্তুষ্ট হয়না দক্ষিণা দিতে চায় তেমনি ছিল পণ, কিন্তু সে আজ কোথায় ভাবতে ভয় হয়'।

'শশুরের ঘাড় ভেঙ্গে যদি কিছু পাওয়া যায় সে মন্দ কি। বিবাহের মানদণ্ডে নারীকে একদিকে চড়িয়ে অন্যদিকে পণকে রেখে দাও দেখবি পণের পাত্তাই মিলবেনা। বিবাহের যে দায়িত্ব তোকে নিতে হয় তার তুলনায় পণ তো অতি সামান্য। দু-পাঁচ হাজার কেন দশ-বিশ হাজার তোকে দিতে আমি রাজি আছি, তুই যদি দয়াকরে আমার আজীবনের ভারটা গ্রহণ করিস; দুমুটো অন্ন বস্ত্রের অভাবটা দূর করে দিস্। স্ত্রীর আদর যত্ন চাইনা, তোকে ছেলেমেয়ের বিয়েও দিতে হবে না, রাত ও জাগতে হবেনা'।

'আমার বিশ্বাস বিমল বলতে লাগল বিবাহ বেচারী মারা গিয়াছে। আমরা তার বৃষকাট ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়াই। শীবের মতন মৃত সতীর দেহ স্কন্দে করে প্রবৃত্তির তীর্থের খোঁজ করে মরছি। বিদেশীর প্রভাব আজ আমাদের মনের পরে এত বেশী যে স্বদেশীর স্বপ্ন দেখা চলে। এই প্রভাব আমাদের মনের পরে সব চেয়ে বড় স্বাধীনতার অন্তরায়।

আমাদের ধর্ম্মের পরে কর্ম্মের পরে বিদেশীর আসন আমরা তুলে ফেলতে পারিনা। আমরা আজও মনে প্রাণে বিদেশী সাজতে চাই। বিবাহের নামে আমরা আমাদের দেহ নিয়ে টানাটানি করি। বিবাহের আক্রমণ ভাগ এত বেড়েছে যে রক্ষা ভাগ লোপ পেতে বসেছে'।

'চক্ষুকর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বকের একটা আনন্দ আছে নারী তার একটি বিশিষ্টতা। তুই তাকে কি করে ভুলবি। বিবাহ প্রেমের ক্ষেত্র, সেখানে আমার চাষবাস করে খাই, কিন্তু তোর মত পঙ্গপাল যদি সেখানে এসে পড়ে তবেই হয়েছে'।

'অর্থ যেমন মানুষের সম্পদ, বিবাহ ও তেমনি দেহ মন প্রাণের সম্পদ। অর্থের বিনিময়ে আমরা যেমন সুখী হই বিবাহের বিনিময়ে আমরা তেমনি পরষ্পর পরষ্পরকে দেহ ও মনে জড়িয়ে ধরে আনন্দ পাই'। বিমল বললে।

'আমরা যে বেঁচে আছি এই যে পরিচয়, সে তো নারী। নারীহীন পুরুষ কি মৃত নয়? অর্থই আজ তোর সামর্থ। অর্থের বিনিময়ে আজ প্রেম চলে'।

'পাশ্চাত্যের চক্ষে অর্থ খুবই বড় কিন্তু প্রাচ্যের দৃষ্টিতে সে একটি জড়বস্তু। অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীরূপের পরিবেশন চলে কিন্তু সে তো বিবাহের প্রেম নয়, হৃদয়ের প্রেম নয় বাজারের প্রেম। বিবাহের ভূমিকা আজও বড় কিন্তু যবনিকা শোচনীয়। জগতের মূর্খতা দৈন্যতা ও অপদার্থতা সবই হয়তো নারীকে ঘিরে। দরিদ্রের আছে পেটের ক্ষুধা ধনীর আছে ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা। শান্তি তো কারো নেই। গ্রামের দৈন্য কলহের মূলে আছে দরিদ্রতা কিন্তু সহরে আছে বিলাসিতা দৈন্যতা দুইই। নারী আজ আমাদের বিলাস কেন্দ্র। নারীর মান, অভিমান, হিংসা, দ্বেষ, হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, অনেকের ভাল লাগে আমার বিরক্ত বোধ হয়। পাশ্চাত্যের দৃষ্টি নিয়ে ঘর করা চলে না বাজার করা চলে; বিবাহ করা

যায় না শীকার করা যায়।'

'ভাল হক মন্দ হক বিয়ে তো একটা করতে হবে। বাজা খাঁটি জিনিষ পাওয়া যায় না বলে উপোস করলে তো বাঁচতে পারবি ন প্রেমের ভেজাল নিয়েই সংসার পাততে হবে।'

বিমল বিজয়ের পানে চাইলে এবং বলতে লাগল, প্রভাতের এক রূপ আছে, সন্ধ্যার একটা রূপ আছে। সে এক নয়। যদিও এ বস্তুকে কেন্দ্র করে তা বেরিয়ে আসে। সূর্য্য উদয় হয় পূর্ব্বে অস্ত যায় পশ্চিমে। সূর্য্যের উদয়ে এসে পড়ে আলো এবং অস্তে ছড়িয়ে যা কালো। চাঁদ সেখানে আলো জ্বালে, কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ আর অমাবস্যার চাঁদ তো এক নয়। চাঁদের মতন নারী রূপের একটা স্নিগ্ধতা আছে একটা তিক্ততা ও আছে। সূর্য্যের আলোয় তুই যত আলো জ্বালিস যে তোর ব্যর্থ প্রয়াস হবে, কিন্তু চন্দ্রের আলোকে তোর আলো আরও উজ্জ্বল হবে। তেমনি নারীর প্রেম। নারীর প্রেমের অন্ধকারে আমরা অনেকেই ডুবে যাই। মেঘ, সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়কেই ঢেকে ফেলে তেমনি মানুষের দেহ। সে রাহুগ্রস্ত হয় তেমনি অজ্ঞান। উদ্দেশ্যের পরে কর্ম্মের ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে! উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় মানুষ সুখী হয়। উদ্দেশ্য যদি অসৎ হয় মানুষ অসুখী হয়। আমরা আজ পরস্পরকে সম্মান করি না অপমান করি; আক্রমণ করি, যুদ্ধ করি, শান্তি চাই না'।

'সম্মান যেখানে নেই সেখানে কাহাকে করবি বল্। স্ত্রীর সম্মান কমে আসে যখন স্ত্রী তার উপযুক্ত নয়, স্বামীর সম্মান কমে, যখন সে সম্মানের যোগ্য হয় না। পিতামাতার সম্মান কমে আসছে সে পিতামাতার দোষে!'

বিমল উত্তর করলে স্বামী স্ত্রী পিতামাতার মূলে তো সেই এক প্রবৃত্তি, যার আজ আমরা কোন সম্মান করতে চাই না। দুঃখের সঙ্গে আমরা লড়াই করতে অভ্যস্থ, কিন্তু সুখের কাছে গলে পড়ি হার মানি।

হ আমাদের দুর্ব্বলতা। আবার অনেক লোক আছে দুঃখ দেখলে পতকে ওঠে কিন্তু সুখের লড়াই করতে অভ্যস্থ। দুঃখী সুখের মধ্যে নাকে ভুলে যায় এবং সুখী দুঃখের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ভাষ ও নারী যদি বুদ্ধিমান হত তবে নিজেদের অধঃপতিত দেখে দুঃখ । পিতামাতা পুত্রকন্যার পতিতবস্থায় দুঃখ পান, অবজ্ঞা করতে েরন না, পদদলিত করতে চান না। নারী কি পুরুষ হতে ভিন্ন। কের পতনে অপরে পতিত হয়। দর্পনে যেমন স্বীয় মূত্তি লক্ষ্য হয়, এমন কি স্ব স্ব কার্য্যকলাপ ও লক্ষ্য হয়, তেমনি স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে আমরা পরস্পরকে লক্ষ্য করি, গ্রহণ করি, এমন কি কার্য্যকলাপ ও ফুটে ওঠে। নর ও নারী উভয়েই উভয়ের মিলনের মধ্য দিয়ে দেহের যেমন একটা পরিপূরণ চায়, মনের ও প্রাণের একটা প্রকাশ চায়। যৌবনে পুরুষ চঞ্চল, নারী স্থীর ও গম্ভীর। পুরুষের চাঞ্চল্য নারীকে আনন্দ দেয় এবং তার গাম্ভীর্য্যকে গাঢ় করে তোলে। ব্যাধ যেমন বধ্যভূমিতে ধীর ও স্থীর হয়ে জাল পেতে বসে থাকে নারী এবং তার যৌবনের ভূমিকা আজ তথৈবচ। পুরুষ শিকারী সাজে, বন্দুক হাতে যেন ঘুরে বেড়ায়। প্রেমকে আজ আমরা হত্যা করতেই ব্যস্ত। সমাজে ভদ্র নর নারীর সংখ্যা যে কত কমে এসেছে এ ভাববার কথা। ভদ্রতার মধ্য দিয়ে যে ক্ষুদ্রতা বেরিয়ে এসেছে সে দেখবার কথা। আমরা আজ ছোট ছেলে মেয়ের মতন ঝগড়া করতে অভ্যস্থ। নর নারীর কোলাহলে আজ জগত ছেয়ে গিয়েছে। সমস্ত কলহের মূলেই আজ রয়েছে বাল্যতা, গভীরতা কিছুই নেই। দাদাকে বড় সন্দেস দিয়েছ বলে বোন যেমন অভিমান করে, নর নারীর অধিকাংশ ঝগড়াই সেইরূপ। পুরুষ চুরি করে চরিত্রহীন অতএব নারীও সেইরূপ হবে বলে আবদার জানায় একি বাল্যতা নয়' ?

'তোকে কি আমি বলছি ঢাক ঢোল বাজিয়ে বৌ নিয়ে বিয়ে

করে আয়।'

'তবে কি বলছিস' বিমল হাসতে লাগল।

'বলছি গরু না পুষেও তো দুধ খাওয়া যায়। গয়লার তো অ নেই। বিজয় থামলো এবং পুনরায় গানের সুরে বলে উঠলে 'ন' মহত্ব কত নারী নাহি জানে, পুরুষের সহযোগে উপজিবে প্রাণে'।

বিমল একটু হাসলে এবং চুপ করে রইল। বিজয় লাগল 'আজকাল ওরা হল সুখ পাখীর মতন। যৌবনের পাখায় ভর তোর জীবনের সুখ বৃক্ষের পরে এসে ঘুরে বেড়াতে চায়। যে দুঃখী তো সুখ চায় আর যে সুখী সে আনন্দ খোঁজে। জগতে তুই যখন ব হয়েছিস, অর্থ রোজগার করতে শিখেছিস, সুখের অধিকারী হয়েছিস তখন তোর সেই সুখের ভাগীদার হয়ে এসে দাঁড়ায় নারী। কিন্তু দু দেখলেই পালায়। এ সব আমি বুঝি; তবুও না হলে চলে না। দুঃখের কেউ নয়, অথচ সুখের পরে আধিপত্য করে ওস্তাদ। মেয়ের বাপেরা অত্যাধিক সুখলোভী হয়েই তো তাদের বিয়ের বয়েস বাড়িয়ে তুলেছে। সুখ দুঃখকে জড়িয়ে নিয়ে যে সংসার সেই তো সংসার'।

বিমল একটু চিন্তিত ভাবেই বললে 'বিবাহ যে কেন মানুষে করতে চায় না এ চিন্তার বিষয়। আমরা যখন বেশী সুখের সন্ধান করে বেড়াই তখন দুঃখ হাসতে থাকে। সুখ পুরুষ, দুঃখ নারী, এদের সংমিশ্রনেই সংসার গড়ে ওঠে। তুই যদি কাউকে বাদ দিতে চাস সে তো ভুল করবি। মানুষ সভ্য কি অসভ্য এর অনেকটা কষ্টি পাথর হল বিবাহ। পুরুষ নারী এবং নারী ও পুরুষ। উভয়ে উভয়কে গ্রহণ করে, ব্যবহার করে, আজ শান্তি পায় না, শুন্যতায় ভরে ওঠে, একি শুধু ইন্দ্রিয় লিপ্সা নয়। পুরুষ যেখানে থাকবে নারী সেখানে আসতে বাধ্য। আমরা আজ উভয়ে উভয়ের দেহিক সাজ সরঞ্জাম মাত্র। আমরা যেদিন

ধয়ে উভয়ের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত না করি সে কি বিবাহ? আজ দের বিবাহিত জীবনের কলঙ্ক যে কত বেড়েছে এ ভাববার কথা'।

প বিজয় একটু খোলা ভাবেই বললে 'যে মানুষ যদি বিবাহ না করে নারুদ্ধ ভাব যাবে কি করে'?

ভা 'শিক্ষায় দীক্ষায় আচারে ব্যবহারে ধর্ম্মে ও সেবায়। মানুষের চার রকমের ভাব আছে, এবং এই সৃষ্টির একটি বিশিষ্টতা। জগতের সেবা করতে চায়, কেউ বা জগতকে নিয়ে ব্যবসা করতে অন্য কেউ জগতের পরে প্রভুত্ব চায়, এবং কেউবা জগতে জ্ঞান ন করতে চায়। যে দিক দিয়েই চেয়ে দেখি প্রত্যেকের জীবনে সন্ধ্যান মিলবে। এই জন্যই শুদ্রের, বৈশ্যের, ক্ষত্রিয়ের, এবং ণের সৃষ্টি হয়েছিল। এই ছিল সমাজের কল্পনা। বর্ণ বিভাগের দিয়ে আমরা চেয়েছিলাম একটু সমন্বয়; এগিয়ে যেতে, আজ যেন কিছু ছিয়ে পড়েছি। বিবাহ ছিল সংযম সেবা ও সত্য। সে ছিল যমের জন্মভূমি, সেবার তীর্থভূমি, এবং সত্যের মন্দির। সে আজ কাথায়? প্রেমের একটু অত্যাচার আছে যা আমরা ফেলতে পারি না, কিছু সে তার সীমা ছাড়িয়ে গেলেই আমরা বসে পড়ি দুঃখ নাই'।

বিজয় হাসলে এবং উত্তরে বলে ফেললে 'শিক্ষা সে তো তোর ফুটো হাঁড়ি, আব দীক্ষার মূলে সে তো কানা কড়ি, এই নিয়ে আর কতদিন ফাঁকি দিতে চাস্। আচার ব্যবহার সে তো সামাজিক নয় জ সব অসামাজিক। আর ধর্ম্ম সে যে বাঙ্গালীর কিছু আছে বলে ন হয় না। হিন্দু ধর্ম্মের বৃহৎ ও বিশিষ্ট অংশ বাঙ্গালীর মধ্যে আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙ্গালী যেন ঠিক হিন্দু নয়। বাঙ্গালীর ধর্ম্ম যেন বাঙ্গালী। অন্যান্য ধর্ম্মের প্রভাব ও বাঙ্গালী এড়াতে পারে নাই, তাই তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বাঙ্গালীর মধ্যে ফুটে ওঠে। বাঙ্গালী যেমন হিন্দু তেমনি খৃষ্টান, তেমনি মুসলমান। এখন খৃষ্টানি প্রেম, মুসলমানি প্রেম ও

হিন্দুস্থানি প্রেম ; তিন প্রেমের নমুনা বজায় রাখতে যেয়ে আমরা যে কত বিপন্ন হয়ে পড়েছি তা কি ভাববার নয়? বিবাহ বেচারীও এই তিনের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে, সেবা লোপ পেয়েছে'।

বিমল হাসি মুখে বললে 'মাথায় হ্যাট, পরনে ধুতি, আর পায় কাবলে চটি পরলেও বাঙ্গালীর অন্তরটি যে আজ ও হিন্দু আছে। তুই কি বলতে চাস বাঙ্গালীর উদারতা তার দুর্ব্বলতা, তার ভদ্রতা তার বর্ব্বরতা অশিক্ষতা'।

বিজয় হাসতে হাসতে বললে 'ঘরের বৌ যদি বেশী উদার হয়ে পড়ে তবেই তো হয়েছে। ক্রমে ক্রমে তোর সত্বাই লোপ পাবে। এ উদারতা যুগ নয়। মানুষের জীবনকে যারা যুদ্ধক্ষেত্র করে তুলেছে, হিংসায় পরিপূর্ণ, এবং এই যাদের সভ্যতার বিশিষ্টতা, সেখানে শান্তির প্রশ্ন উদারতার প্রশ্ন কি মূর্খতা নয়'?

'প্রেমের জন্য আগে মানুষ সাধনা করত আর আজ কামনা বাসনার সৃষ্টিই হয়ে উঠেছে প্রেমের মহত্তা। প্রেম আজ আমাদের সৌখিনতার একটি বিশিষ্ট অংশ। তার বিলাসীর সংখ্যা করা কঠিন। কাজ করবার ভয়ে স্ত্রী আজ আরাম কেদারা, কি চেয়ার টেবিল আলমারির ভূমিকা নিয়ে যত সন্তুষ্ট হয়, যেহেতু সেগুলি কর্ম্মহীন ও নিশ্চল অন্য কিছুতে তা হয় না। অসংযত চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে মানুষ বড় হতে পারে না। বিমলের কথা শেষ না হতেই বাহিরে কোলাহল শ্রুত হল। বিজয় ও বিমল বাহিরে এসে শুনলে তাদের কলেজ ফুটবল খেলায় জিতেছে এ তাহার আনন্দ ধ্বনি।

'নে একটু এগিয়ে দে'। বিজয় বিমলকে সম্বোধন করে বললে।

'কোথায় যাবি'।

'আরও দুই একটি নিমন্ত্রণ বাকি আছে সেটা তো সারতে হবে'।

উভয় বন্ধুতে গাড়িতে চড়ে বেরিয়ে গেল!

৩১

সকালে উঠে বিজয় শুনলে মা ডাকছেন। সে তাড়াতাড়ি হাত মুখটা ধুয়ে নীচেয় নেমে গেল। আজ ষষ্ঠি পূজা, বছরের এই একটা দিন সকলেই বাগান বাড়িতে আসে ; এবারো সকলেই এসেছেন। সকালের দিকে পূজোর হাঙ্গামা, সে সাঙ্গ হলেই খাওয়া দাওয়ার পাঠ সুরু হয়, এবং এর পর সকলেই স্ব স্ব স্থানে ফিরে যান। মেয়েদের গাড়ি করে পৌছে দেওয়া হয়। ঝড়ের সাথে যেমন এক পশলা বৃষ্টি নেমে আসে, এবং পরে ফুটে ওঠে ফুট ফুটে আলো, তেমনি করে ক্রমে ক্রমে হট্টগোল থেমে যেতে শান্তি যেন ফিরে এল। বিজয়ের মা সৌদামিনী দেবী যাবার আগে পুত্রকে ডেকে বলে গেলেন, গাড়ি একখানা রইল তোদের নিয়ে যাবার জন্য, নীলি এখনও গা ধুয়ে ফিরে এলোনা সেও থাকলে, বৈকালে চা আসটা করে দেবে, তোর মামার ছেলে দুটো ঘুমুচ্ছে জাগাসনে যেন। বুড়ো ঝিকে বলিস্ কাপড় জামা গুলো শুকালে তুলে নিতে। আমাদের দক্ষিণেশ্বরে যদি দেরী হয় সোজা কলকাতায় ফিরে যাব, নইলে যাবার সময় তোদের সঙ্গে করে নেব। বিমলকে সঙ্গে করে নিয়ে যাস। বিজয়ের মা নিচেয় নেমে ঝিকে ডেকে কিছু উপদেশ দিয়ে সাঙ্গ পাঙ্গ সমেত গাড়িতে উঠে পড়লেন।

মা চলে যাওয়ার পর বিজয় যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে চারিধারে লক্ষ্য করতে করতে বসে পড়ল। দূরে বিমলকে দেখতে পেয়ে সে তার মাছ ধরবার প্রক্রিয়াকে লক্ষ্য করে ভাবতে লাগল, ঐ তো মানুষ ওকি মৎস্যের সঙ্গে ওকালতিতে পেরে

উঠবে। মাছ ওকে ধরতে হবে না, শুধু রোদে পোড়াই সার হবে।
নীলিমাকে সে পুকুর হতে চ্যান করে ফিরতে দেখে তার পানে চে রইল। সে উপরে উঠে আসতেই বিজয় বলে উঠল 'চ্যান করলে আপনারা একটু বেশি সুন্দর হয়ে পড়েন'।

'আপনাদের পুকুরটি বেশ' নীলিমা গামছাখানাকে মুঠো ধরে বুকের মধ্যে চেপে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

'মালীকে বললেন না কেন তুই বালতি জল তুলে দিত'।

বিজয়ের কথার উত্তরে নীলিমা কোন কথাই বললে না।

ঘরে সে চ্যান করতে পারত জল যথেষ্টই ছিল, তবু যেন পুকুরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কার দৃষ্টির সন্ধানে। সে ইচ্ছা করলে সকলের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারত কিন্তু যায়নি। নারীর জীবনে পুরুষ যদি সাড়া না দেয় নারীকে বড় ভাবিয়ে তোলে। পুরুষের প্রেম ঝড়ের মতন যদি নারীর বুকে নেমে না আসে নারী তো তার প্রেমের বরষাকে খুলে দিতে লজ্জা পায়। রূপ তার কিছু আছে তবে সেখানে যে মানুষ জেগে উঠতে চায় না এই ছিল তার দুঃখের। এই দুঃখের অধিনায়ক হল বিরহ, তার রূপ দুটি। রূপ ও রসের বিরহে যৌবনে যে চাঞ্চল্য ফুটে ওঠে সে সীমাহীন। পুকুরে চ্যান করবার সময় বিমল তাকে চেয়ে দেখেছিল কিন্তু কথা বলেনি। সে নিজেই শেষে বিমলকে জিজ্ঞাসা করেছিল কিছু পেয়েছেন; উত্তর এসেছিল না। বিজয়কে সে ভালবাসেনা, ভালবাসতে পারে না, অথচ যার জন্য সে বিজয়ের পেছনে ঘুরে বেড়ায় সে তো তাকে ভ্রূক্ষেপ করতেও চায় না। বিজয়কে সে তার অনেক কাছে আসতে দিয়েছে, কিন্তু তখন তো সে বিমলকে চিনত না জানত না। আজও সে কতটুকু বা তার জানে। তার চোখ দুটোর পরে বড় রাগ হয়। ঐ মুখপোড়াই যত নষ্টের গোড়া। বিজয়ের মতন তার জীবনের আসে পাশে কত এসেছে কত গিয়েছে, কিন্তু সে তো ভালবাসে নাই। দোকান-

দার যেমন খদ্দেরকে ভালবাসে না, ভালবাসে খদ্দেরের বিনিময়ে যে অর্থ তাহাকে, তেমনি সে তার যৌবনকে ভালবেসেছে। ভালবাসা সে তো বাসা বাঁধবার আশা, বিজয়কে নিয়ে তা অসম্ভব। দুষ্ট গরুর চেয়ে শুন্য গোয়াল ভাল। আজীবন তাকে কুমারী থাকতে হয় সে থাকবে, তার কামনাকে বাসনাকে সে সংযত করবে, তবু দুষ্টের গলায় শিষ্টের আসন া দিতে পারবে না। দুর্ব্বলকে শক্তিমানের ভূমিকায় টেনে নেবে না। হ সে করেছে কিন্তু স্বামী সে পায় নি। নীলিমা আপন হাতে চোখ নছলে তার চিন্তা আজ অনেক। বিজয় ঝড়ের পাখী সে ঝড়ের ই আসে ও চলে যায়। বিজয় বসন্তের দূত গ্রীষ্মকালে তার পাত্তা পাওয়া যায় না। যৌবন তাকে সুন্দর করেছে সে তো সুন্দরের জন্য। যার চরিত্রের দৃঢ়তা আছে সেই তো বাসা বাঁধতে পারে। উড়ো পাখীর মত বনের ডাল জড়িয়ে শান্তি আসে না। পাহাড়ের মত হৃদয় নিয়ে বিমল যে দূরে বসে আছে, এই তো ওকে যে চাই, ঐ পাহাড়ের বুকেই তো ফুটে ওঠে নারীরূপি প্রস্রবনের ধারা। যৌবনের কদম্ব বৃক্ষে যারা চড়েন নি, বাঁশী বাজান নি, সে যৌবনের মর্য্যাদা কি বুঝবে। শ্রীকৃষ্ণকে গোপীর বস্ত্র হরণ করতে হয়েছিল, এগিয়ে আসতে হয়েছিল, ও কেন আসবে না। বিমলকে প্রলুব্ধ করে সে আনন্দ পায়, কিন্তু সে তো ধরা দেয় না। শিশু যেমন মায়ের আঁচল ধরে টানাটানি করে দুগ্ধ পানের জন্য, এই ধরণের পুরুষ তো বড় দুর্ব্বল। প্রেমের অনেক আপদ বিপদ সে সহ্য করেছে কিন্তু এতটা কষ্ট দিতে কেউ পারেনি। বিজয়ের ব্যবহারে সে খুঁজে পায় ক্রুর নগ্নতা, ভদ্রতা হীন বিষন্নতা, বিমলের প্রেম লাবণ্যে তাই সে মুগ্ধ হয়। রক্তের আধিক্যে যেমন ব্লাডপ্রেসার দেখা দেয় প্রেমের আধিক্যে প্রেম প্রেসারও তো ভাল নয়?

বিজয় নীলিমাকে ঘর হতে বার হতে দেখেই বলে উঠলে 'সত্যি আজ আপনাকে এত সুন্দর লাগছে কেন বলতে পারেন। এ নির্জ্জন পুরি,

তুমি সুন্দরী, হৃদয়ের অভিসারে, কোথা যাও বলে যাও ও চরণ ধরি'।

'সে আপনিই জানেন। রূপ তো আপনার মনগড়া জিনিষ' নীলিমা রেলিংএর পর দিয়ে হাতের ভিজে জামা কাপড গুলি ছড়িয়ে দিয়ে চুলগুলি গামছায় মুছতে লাগল।

'আপনি রূপসী নন্ বলতেচান'।

'রূপ যে কি এবং কতটুকু এ ভাববার কথা'।

'তবে সে হাতি ঘোড়া কিছুই নয়'।

'এ হয়তো ভুল। পশুও অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর। প্রবৃত্তির ব্যাপে মানুষ যখন মাথা তুলতে পারেনা সে পশুকেই সুন্দর বলে ধরে নিতে বাধ্য'।

'আমার পরম প্রিয় বন্ধুবর কি বলেন জানেন' বিজয় বলতে লাগল 'যে রূপ হল একটি বিশিষ্ট সত্ত্বা। অর্থাৎ রূপ আছে যার প্রেম আছে তার তুমি রূপময়ী দেবতা আমার। বিজয় নীলিমার দিকে হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়ে বসে রইল'।

'তাই বলুন যে রূপ প্রেমের একটা পরিচয়'।

'নিশ্চয়' তবে সে কয়েকটি বস্তুর সংমিশ্রনে গড়ে ওঠে, অর্থাৎ বঙ্কবরের মতে সে হল সমষ্টি। রূপের মতন গুণ ও একটা সমষ্টি। তবে গুণের মধ্যে আছে জ্ঞানের ভাগ বেশি, আর রূপের মধ্যে জীবনের ভাগ বেশি, অর্থাৎ কর্ম্মের ভাগ বেশি। রূপের মধ্যে বংশ পবিত্রতা, অঙ্গসৌষ্ঠব, বর্ণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা-ও অনুভূতি সবই থাকা চাই। নইলে মানাবে কেন। হাত পা নাক কান মুখ এর একটা গেলেই তো হয়েছে। সব কটাকেই থাকতে হবে তবে তো মানুষ। আর আপনার মধ্যে সবই বর্ত্তমান অতএব আপনি একটি বিশিষ্ট সুন্দরী। তবে আপনার দোষ রূপের বাজারে যেতে চাননা। আপনার অমন সুন্দর চোখ কান মুখ নাক এ যেন রূপের মসলার কাজ করছে। কামনা বাসনা গুলো হল রূপের প্রদীপ, প্রেম হল পূজা। তবে বুঝেছেন কিনা আমি তো রূপ নিয়ে বেশি বিশ্লেষণ করিনা ব্রহ্মচারী

মানুষ, আমার নীতিই হল স্ত্রী রত্নেন শক্ত হস্তেন, তাই তার বিশেষজ্ঞ নই। তবে আপনি যদি একটু অধিকার দেন, দয়া করেন, আপনার এই বিরাট রূপের বিজ্ঞানাগারে গবেষণা করবার চেষ্টা করতে পারি। পা থেকে সুরু করে একেবারে মাথায় নিয়ে ছেড়ে দেব, আর না হয়তো মাথা থেকে সুরু করে পায়ে এনে ছেড়ে দেব'।

নীলিমা একটু হাসলে এবং বললে 'আপনার বন্ধু বুঝি খুবই রূপের চর্চ্চা করেন, দেখে তো তা মনে হয় না'।

'ও সব হল বর্ণচোরা আম। রূপ হল ওর কাছে আজ পুড়বার আনন্দ, প্রদীপের শিখা, প্রেমের পতঙ্গবৃত্তি, কিন্তু ছাই অন্ধকারের যে একটা রূপ আছে আনন্দ আছে তা ও খুঁজেই পায় না। ফুল অন্ধকারেই ফোটে, জ্যোৎস্না অন্ধকারকেই ভালবাসে—আর ঐ চপলা ছুঁড়িই ওর মাথাটা খেলে, চব্বিশ ঘণ্টা ওর জানালার সামনে এসে বুক খুলে দাঁড়িয়ে আছে, কাপড় ছাড়া থেকে সব কিছুই সেখানেই চলেছে একেবারে নড়ন চড়ন নাস্তি। ও কি করবে বলুন, বেটাছেলে বয়স হয়েছে, নারীর প্রয়োজন কোথায় কি জন্য তাতো জানে'।

নীলিমা হাসলে এবং বললে 'আপনি যে কি বলেন'।

'আপনার বুঝি বিশ্বাস হয় না। বেশ আমার সঙ্গে চলুন একদিন ওর হোষ্টেলে। আপনি গাড়িতে বসে থাকবেন আপনাকে সব দেখিয়ে দেব'।

'কিন্তু বিমল বাবুকে দেখলে তো তা মনে হয় না। খুবই ভদ্র'?

'দেখুন এক ক্লাস লোক আছে, যারা ভদ্র সাজে। স্বভাব ভদ্র নয়। সমাজে কত রকমের জীব বাস করছে তার ইয়ত্তা আছে। যে ফুটবল খেলা ভালবাসে সে তারই গল্প করে, তার কাছে সিনেমার গল্প বিরক্তিকর। যে সিনেমা ভালবাসে সে সিনেমার গল্প শুনতে চায় খেলার গল্প ভাল লাগেনা। তেমনি এক ক্লাস লোক আছে যারা লোকের নিন্দা অখ্যাতি শুনতে খুবই

ভালবাসে তাদের কাছে প্রশংসা ও সুখ্যাতির গল্প ভাল লাগেনা। সেই হল তাদের কর্ণ মধুর এবং রসনা মধুর। আপনি হলেন প্রশংসা প্রিয় পরের নিন্দা কুখ্যাতি তাই আপনার ভাল লাগেনা'।

'সত্যি বলছেন বিমল বাবুর চরিত্র খারাপ'।

'একবার কেন একশবার বলব। চপলা ছুড়ি ওকে এমন করে মজিয়েছে যে ওর কি দৃষ্টি আছে যে আপনাকে দেখবে'।

'বিয়ে করেন না কেন'।

'বললে বলে সে বিয়ে করতে চায় না স্বাধীন প্রেম ছেড়ে প্রেমের দাসত্ব করতে সে পারে না'।

'বনের পশুগুলোর চেয়ে হয়তো আমরা বিশেষ স্বাধীন নই কিন্তু মানুষের প্রেম এবং তাদের প্রেম কি এক বলতে চান। আমাদের প্রেম সচেতন পশুর প্রেম অচেতন। মানুষের প্রেমে জাগরণ আছে পশুর আছে শিহরণ মাত্র। পশু বিশ্লেষণ করতে চায় না তাই শুধু প্রেম নিয়ে আলোচনা করে'।

'প্রেমের মধ্যে আর অস্পৃশ্যতা এনে ঢোকাবেন না। প্রেম এক। মানুষ ও পশু একইভাবে প্রেম করছে। পার্থক্য নেই'।

'মানুষের একটা সমাজ আছে, সভ্যতা আছে, বিচার আছে, পশুর তা নেই'। নীলিমা পুনরায় বলে উঠলে 'ওভাবে রূপ নিয়ে চর্চ্চা করলে শেষে বৌ নিয়ে ঘর করতে পারবেন না ঘরে আগুন জেলে দেবেন'।

'কত বলেছি। বললেই বলে হাট করতে তো পারব'। বিজয় নীলিমার মুখের দিকে চাইল।

নীলিমা খুবই চিন্তান্বিত মুখে গামছাটা শুকাতে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিজয় ধীরভাবে বললে 'একটা গান গাইবেন'।

'আমায় মাপ করবেন'।

বিজয় উঠে দাঁড়ালে এবং বললে 'মাপ তো আপনাকে চিরকাল করে আসছি মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, দেহ দিয়ে, কিন্তু গায় যে লাগে না। কিসের মাপ নেব বলুন বডিজ সেমিজ জ্যাকেট না সায়া'।

'কিছুই আপনাকে নিতে হবে না আপনি এখন একটু চুপ করুন'।

বিজয় বসে বসে গুন গুন করে গাইতে লাগল' প্রেমের পূজারী আমরা সবাই, পূজা করি কারে খুজিয়া না পাই। হে প্রতিমা মম, সুন্দরী তম এসে মিলে গান গাই, প্রেমের ডঙ্কা বাজাই'।

'আর গান গাইবেন না শেষে দেশের গাধাগুলো সব দল বেঁধে এসে হাজির হবে। যে গর্দ্দভ রাগিনী আপনার' নীলিমা হাসলে।

বিজয় উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল আপনি ভেবেছেন আমি বুঝি গান গাইতে পারি না। তবে শুনুন। সে পুনরায় সুর ধরলে 'হে রূপসী' রূপের বাঁশী, বাজাও আমার প্রাণে আসি, তোমায় আমি ভালবাসি ফিরে চাও আমার পানে'।

'আচ্ছা আপনার গানগুলো ছাপান না কেন বলুন তো। মানুষের একটা হাসবার তো অধিকার আছে'।

'কে ছাপাবে বলুন। মূর্খ যখন পণ্ডিতকে বিচার করতে বসে সে যেমন ভুল করে, তেমনি মূর্খ প্রকাশকগুলো সাহিত্যের কি মর্ম্ম জানবে বলুন তো' ?

নীলিমা এদিক ওদিক চেয়ে বাটী ফাঁকা ফাঁকা লাগতে বিজয়কে জিজ্ঞাসা করলে সবাই কি চলে গিয়াছেন' ?

'কখন। তবে আপনার জন্য গাড়ি রয়েছে'।

'বেশ লোক তো সব' নীলিমা বসে পড়লে। বিজয় নীলিমার পাসে সোফায় এসে বসে বললে চলুন একটু পিয়ানো বাজাবেন।

'আচ্ছা বাজাচ্ছি আপনি সরুন তো দেখি' নীলিমা নিজেই সরে বসলে। পাশাপাশি বসে থাকতে নীলিমার বাধ বাধ লাগতে লাগল।

বিজয়কে সরে আসতে দেখে তার ব্যবহারে সে দুঃখের মধ্যে হাসির অশ্রুপাতে রেগে চটে লাল হয়ে বলে উঠল আপনি মেয়েদের কি মনে করেন বলুন তো। এ কি আপনার চপলা পেয়েছেন। আপনার সখের নহবৎখানা, আপনার প্রেমের ডুগিতবলা যে পিঠ চাবড়াচ্ছেন'।

'ডুগিতবলা তো পিঠে নেই'।

'চুপ করবেন না কি। যা খুসি আপনি মনে করতে পারেন কিন্তু এটা আপনার রূপের বাগানবাড়ী নয়'?

'দেখুন দশটা মেয়েকেও যা মনে করি আপনাকেও তাই মনে করি' বিজয় একটু অপ্রতিভভাবে বললে।

'ছাই মনে করেন' নীলিমা উঠে পড়ল।

'পিয়ানোটা বাজাবেন না তা হলে'।

'আমি পারবনা'।

'এই তো আপনার দোষ। ভেবেছিলাম একটু শিখে নেব। যাক আমার এক বান্ধবীকে বলব'।

'তার কাছে শিখলেই পারেন'।

'সেও শেখাতে চায়না, নইলে যে গোমর ফাঁক হয়ে যাবে'।

'আপনার বান্ধবী কত জন আছেন'।

'একে রামে রক্ষে নেই লক্ষণ দোসর' বিজয় একটু হাসলে।

'ঘৃনায় বিবন্নতায় নীলিমার মন খানি ভরে উঠল। বিমল সে ব্যাভিচারী, বিজয় সেও সুবিধার নয় চরিত্রহীন। সে কোথায় যাবে কাকে ভালবাসবে। তার হৃদয় ভরে ক্রন্দনের ধ্বনি ফুটে, উঠলো অথচ সে নির্ব্বাক নিশ্চল। পুরুষ আজ স্বামীর উপযুক্ত কেউ নয় তাই মেয়েদের বিয়ে হতে দেরি হয়, বিয়ে হয়না। পুরুষকে প্রলুব্ধ করে নারীর আনন্দ আছে কিন্তু সে তো নিজেকে হত্যা করতে পারেনা। প্রেমে পুরুষের আসে মুক্তি কিন্তু নারীর অঙ্গে যে বাঁধন ছড়িয়ে পড়ে। জীবনটা যত সহজ সে মনে করেছে

সে ততটা নয় তার পেছনে অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করতে হয়'।

বিজয় একটু হতবম্বের মতন বসেছিল; সে গান ধরলে প্রাণের পাখী পোষ মানেনা ছুটে পালায়, বন হতে সে বেরিয়ে যেয়ে সহর পানে নিয়ত ধায়। প্রেমের যাত্রাপথে, প্রেমকে আমার দেয়না যেতে, বাধা দিলে দুটি হাতে গভীর লজ্জায়'।

'এ ছাই পাস গান না গাইলে পারেন না। বাটীতে ডেকে এনে লোককে অপমান করা'।

'বলেন কি অপমান না সম্মান! প্রতিমা যেমন পূজ্য, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয় আপনারাও হলেন প্রেমের পূজ্য; প্রেমের বেদীতে তাকে আরাধনা করতে চাইলে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে, কি অপমান করা হয়'।

'পাগলেরো একটা ভাষা আছে। পাগল হলেই সে বোবা হয়না। মূকের ভাষায়ও যে সংযত ভাব লক্ষ্য হয় পাগলেরো তা নেই। যাদের জিহ্বা অসংযত, যারা বাচাল, লোককে রূঢ় কথা বলে, তারাই ভবিষ্যতে মূক হয়ে জন্মগ্রহণ করে'।

'কি বলছেন আমি পাগল। গোল আমি একটুও নেই। আমার বাঁশীটা যা গোল। কিন্তু আপনাদের সব গোলমেলে। এই সংসারের গোলক ধাঁধায় নারীরূপ স্ত্রী রত্নটি নিয়ে যখন জীবনের বাণী খুজে বেড়াই তখন সবই দেখি পাগোল'।

উভয়ে কিছুক্ষন চুপ করে রইল। নীলিমা সে নিরবতা ভেঙ্গে বিজয়কে জিজ্ঞাসা করলে 'আচ্ছা বিজয়বাবু চপলাকে দেখতে কেমন'?

'খুবই ভাল'।

'নীলিমা লজ্জায় বলে উঠল আমার চেয়েও সুন্দর'?

'আপনি তার কড়ে আঙ্গুলের যোগ্য নন'?

'আচ্ছা আমায় দেখাতে পারেন আপনি'?

'আপনি বসুন নইলে আর একটি কথাও বলবনা। নীলিমা ধীরে ধীরে এসে বিমলের কাছে বসে পড়ল। বিমল বললে একদিন চলুন গাড়ী করে, বেড়াতে বেরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসব'।

'আপনার সঙ্গে তার আলাপ আছে'?

'ও কি কারো সঙ্গে আলাপ করতে দেয়, তবে দুই একখানা চিটি পড়েছি'।

'সে চিটিও লেখে এতদূর'!

'আপনি কি ভেবেছেন শুধু গা ছুঁয়েই ফিরে আসে, না আরও কিছু করবার আছে'।

'কি লেখে?

'তুমি আসোনি মন বড় খারাপ। আজ আসবে আমি দরজা খুলে দেব। তোমায় ভালবাসি'।

নীলিমা আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলে না। সে চুপ করে বসে রইল। বিজয় তার হাত খানি মুটো করে ধরে বলে উঠলো 'ঐ দেখুন আপনার গায় কি পোকা'।

চোখদুটি নিচু করে চেয়ে, নিলীমা কেঁপে উঠে বললে 'ফেলে দিন না ছাই'।

'আপনার কাপড়ের ভিতব চলে গিয়েছে'।

বিজয়ের ব্যবহারে সে হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাড়ায়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে 'আপনারা এত নীচ এত ছোট'।

বিজয় দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে 'চটছেন কেন আপনারা হলেন প্রেমিকা, সুন্দরী, তা একটু নমুনা চাইলেই যত দোষ'।

'যে দেশের প্রেম নমুনার পরে নির্ভর করে সে দেশে গেলেই পারেন'। নীলিমা গম্ভীর ভাবে বললে।

'নমুনা সবাইকেই দেওয়া হয়। শুধু তো খদ্দেরকেই নমুনা দেওয়া

'চোব ছ্যাচড়কে তাও দেয় না'।

'জ্ঞানদার গলার স্বর কানে যেতে নীলিমা নিচেয় নেমে গেল, এবং জ্ঞানদার মাকে লক্ষ্য করে বললে আমার চুলটা বেঁধে দেবে'।

'বসো। তুমি যাওনি দিদিমণি'।

'নীলিমা চুল বাধতে বসে জ্ঞানদার মাকে লক্ষ্য করে বললে, তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ'।

'অনেকদিন হল। বাবু মা তো শিবঠাকুর। বাবুর মা বাবা ছিলেন শিবদুর্গা।

'বর্ত্তমানের পরে এত চটালে কেন'।

'এ সব বিড়াল তপস্বিনী। এদের বাড়ি নিয়ে পাঁচ বাড়িতে কাজ করা হল, কিছুতো দেখতে বাকি নেই। মেয়েগুলো, বউগুলো, যেন বয়েসকালে চড়কি বাজীর মত ঘুরে বেড়ায়। আগুন নিয়ে খেলা করতে যেওনা দিদিমণি। মুখ পুড়লে আর রক্ষে নেই। কবে কোন যুগে হনুমানের মুখ পুড়েছিল আজও কি তার রক্ষে আছে। সেন অমর। পোড়া মুখ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। বিকারের ঘোরে মানুষ যেমন কুপথ্য করে যৌবনে আমরা সেই ভুল করে মরি'।

'তোমার দাদাবাবুকে মাঝ মাঝে কিছু উপদেশ দিলে পার। ওর ঘাড়ে ভূত চেপেছে'।

'সে কি আমার অজানিত। এখন তো বয়েস হয়েছে। দুইবার তিনবার করে সব ফেল করে পাস করছে। আগে যে কত না কীর্ত্তি করে বসে আছেন তার ঠিক নাই। ওর জন্তে তো দুইবৎসর আগে একটা ঝিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। সে বিছানা না পাতলে পছন্দ হতোনা, জল না দিলে বাবু খেতেন না, অসুখ করলে বসে থাকতে হবে। শেষে মা তাকে পাঁচশত টাকা হাতে গুজে দিয়ে বিদায় করলেন। তুমি যে দিদিমণি কেন পেছনে ঘুরে মর ভেবেই পাই না। এ কি ভাল দেখায়। বড়লোকের

বাড়িতে কি কোন কিছুর অভাব আছে। রোগ বল, শোক বল, পাপ বল, সব ভরা। এর ত্রিসীমানায় আসাও পাপ'।

'ঝিতে এক গ্লাস জল আর বিছানা পেতে দিলেই যত দোষ। তোমাদের মন এত ছোট যে সেখানে বড় কিছু ঢুকতে পারে না'।

'তুমি যে কি বল দিদিমণি। মাঠাকরুণ নিজে চোখে দেখে বিদায় করেছে। সেবার খোকাবাবুর খুব অসুখ করেছিল, সে মাগি ওর ঘরের মেজেয় শুয়ে থাকতে থাকতে যত গণ্ডগোল বাধিয়ে বসলে।

'এ তোমাদেরো অন্যায়'।

'অন্যায় তো বলছি। অন্য কাউকে যে বাবুর পছন্দ হয়না, অসুক শরীর যদি কিছু বাড়াবাড়ি হয় তাইতো তাকেই শুতে বলা হত'।

'তোমার বিয়ে হয়েছিল জ্ঞানদার মা?

'ব্যাথা পেলে মানুষ যেমন কাতর হয়ে পড়ে জ্ঞানদার মা সেই ভাবে নুইয়ে পড়লে। সে ধীরে ধীরে বললে' বিয়েতো হয়েছিল কিন্তু ভাতার নিয়ে কি ঘর করতে দিলে। আজকের দিনে ভাতার নিয়ে ঘর করা চারটিখানি কথা নয় যে নেহাৎ সতীলক্ষ্মী সেই পারে। আমাদের মত কুলকলঙ্কিনীর দুর্দ্দশা তো দেখছ। মরলে এক ফোঁটা জল দেবারো লোক কেউ নেই'।

'তাই বলে স্বামী ছেড়ে দিলে'।

'ছেড়ে কি দেয় টেনে বার করে আনে। ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছিল অত তো বুঝতাম না। গ্রামেই সরকার বাটীতে ধান ভানতে যেতাম। বাটীর কর্ত্তা লুকিয়ে লুকিয়ে সময়ে অসময়ে আমায় একটাকা দুইটাকা করে দিতেন। দুঃখের সংসারে সে ছিল যেন প্রদীপের আলো। কিন্তু সেই আলোই একদিন কাল হয়ে বসল। মাঝে মাঝে গা হাত পা টিপে দিতে বলতেন, তার জন্য ও কিছু দিতেন। এ সংসারে ষোলআনা না নিয়ে কেউ একটি পয়সাও দিতে চায় না। একদিন সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি

পড়ছিল. ফিরতে দেরি হল, ঘি মালিস করতে করতে বাবুর ভাব দেখে মনটা যেন কেমন করে উঠল, লজ্জা করতে লাগল। পথ চলতে অন্ধকারে মানুষ সাপ দেখলে যেমন আঁতকে উঠে সেই রকম বোধ হল। বুড়ো কর্ত্তা আমায় ধরে ফেললেন, কত বললাম কিছুতেই শুনলেনা, সে দিন সেই সন্ধ্যার সময় চণ্ডি মণ্ডপের পাসে স্বামীর বলতে যা কিছু ছিল সবই খুইয়ে বসলাম। বাটীতে এসে খুব খানিকটা কাঁদলাম। রাত্রে ভাত খেতে পারলাম না। ভয় ও হল বড়। লজ্জায় ডুবে গেলাম। অদৃষ্টকে শুধু ধিককার দেওয়াই সার হল। কয়েকদিন আর বাটীর বার হইনি. কিন্তু পেট শুনবে কেন. উনিও বলতে লাগলেন। আবার ধান ভানতে বেরোতে হল। কয়েক দিন না যেতে যেতেই একদিন সন্ধ্যার সময় আমবাগানের মাঝ দিয়ে ঘরে ফিরছি দেখি সরকার মহাশয়। সে ছাড়লে না। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে এ যেন গা সওয়া হয়ে গেল। ভয় লজ্জা ছুটে পালালো। ভাবলাম মানুষে যখন টের পায় না ক্ষতি কি। মুখ তো বদলান যায়। স্বামী তো আছেই, এই ভাবের অনেক প্রতারনা মনে উদয় হতে লাগল। সব চেয়ে ভয় করত দিদিমণি পাছে যদি কেউ টের পায়। শুধু সরকার মহাশয় কেন জগতের সকলকেই গোপন বুকে টেনে নিতে ইচ্ছা হত। ঘরে যত টাকা আসতে থাকে মূর্খ্য যেমন ততই বেশি সুখী হয়, মনে করে এ তার শত্রুতা নয় মিত্রতা, সৎভাবে কি অসৎভাবে এ লক্ষ্য করতে চায় না, আমার প্রেম সেই রকম হয়ে পড়ল। কিন্তু অর্থ যেমন অনর্থ আনে প্রেম ও তেমনি কাল হল। নিজেকে সুন্দরী বলে খুব গর্ব্ব হত। আজ সেই পোড়ামুখ দেখলে চোখে জল আসে। চেক কেটে যৌবনের সমস্ত সম্পদই আজ যেন কে আমার হৃদয়ের ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেছে। চিংড়ি মাছ বিক্রি করতে বসে মেছোনি যেমন ভিড় দেখে মনে করে তারই মাছ বাজারের সেরা মাছ; সে যেমন ভুল করে, সেই ভাবে জীবনকে নিয়ে ভুল করে চললাম। বাহ্যতঃ স্বামীর পরে খুবই

দৃষ্টি রাখতাম। রাত্রে শোবার ঘরে বুক ঢেলে দিয়ে ভালবাসতে চাইতাম কিন্তু পারতাম না। শেষে প্রেম যেন রোগে দাঁড়াল। ম্যালেরিয়া রোগের মতন সে মনের পরে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। কত ছাই পাঁস প্রবোধ এনে মনকে ভুলাতে অভ্যস্থ হয়ে পড়লাম তার আর ইয়ত্বা নেই। প্রবৃত্তি জলের মত, গড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকলে তাকে রোধ করা যায় না। যদি বেগ না থাকে ধুলায় টেনে নেয়, কিন্তু সে ছিল বয়েসকাল টানবে কার বাবার সাধ্য, তাই ভেসেই চললাম। গ্রামে একবার খুব ম্যালেরিয়া হতে ওর শরীরটা গেল ভেঙ্গে, আমার ভাল লাগতনা। শীতের মধ্যে মানুষ যেমন জড়সড় হয়ে থাকে, প্রেম যেন তেমনি করে উঠলো। ভালবাসা শরীরকে যত্ন করে আপ্যায়ণ করে কিন্তু যেন অযত্নে ভরে উঠল। গ্রাম সম্পর্কে ওর এক ভাই পাসেই থাকত ; লোকটি মন্দ না, সম্প্রতি প্রথমপক্ষের বৌ মারা যাওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষের আলোচনা চলছিল তাকেই কাছে টেনে নিলাম। সে বেচারী সাড়া পেতেই মত্ত মাতঙ্গের বেগে ছুটে এসেছিল. কপাল এমন যে সে আরও ক্রমে ক্রমে বিগড়ে যেতে লাগলো। তাড়ি ধরল, নেশা ভাং করতে শিখল। বললে বলত পাপকে ভুলতে চাই। ভেবে দেখলাম ভাঙ্গা হাটে হাট করতে যাওয়াই অন্যায় হয়েছে, ছাই পাঁস কুড়িয়ে বেশি দাম দিয়ে কি পেট ভরে। একদিন নেশার ঘোরে ওর সামনেই যা তা বলে দিলে। মাতালের কি কোন বোধ বিবেচনা আছে। না তার পেটে কিছু থাকে। সেইদিন থেকে ওর মনে যেন একটু খোটকা লাগল। একদিন বললেন স্বপ্নেও নাকি তিনি আমাকে ওর সঙ্গে দেখেছেন। ভগবান ও বাঁদ সাধলে। আমি ছাড়লে সে কি তখন ছাড়ে ; তায় মাতাল বোধ তো কম। কত ভয় করত ফের যদি স্বপ্ন দেখেন। ঈশ্বরকে মানত করলাম, কিন্তু পাপের মানত তিনি হয়তো নেননি। গ্রামে ব্যাপারটা রটতেই দেখলাম আমাদের বাটীর আসে পাসে ভিড় জমে গেল। গ্রামের অনেক ভদ্র সন্তানকেই ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। যারা জানতাম শিবতুল্য লোক তারাও ছড়ি

ঘুরাতে ঘুরাতে এসে আমার খবর নিয়ে যেতেন। নিন্দার চেয়ে দেখলাম প্রশংসাই বেশি। শেষে একদিন বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম বেশ ভালই লাগলো। গরমের মধ্যে যেন ঠান্ডা হাওয়া দেহটাকে জুড়িয়ে দিতে লাগলো, কিন্তু শেষে বর্ষার স্যাঁতসেঁতে ভাব ফুটে উঠতে দেরি হলো না। চেয়ে দেখলাম শান্তির চেয়ে অশান্তির ভাগই বেশি। অথচ উপায় নেই। যৌবনকে সম্বল করে যে বেরিয়েছি সে কি বার্দ্ধক্যের কথা ভাবতে পারে? বনের পশু সে তো পোষ মানে না। এ তো প্রেম নয় এ যে সাপ নিয়ে খেলা করা। সাপুড়ের মত দিন কাটতে লাগল। যৌবনের যূপকাষ্ঠে অনেককেই বলি দিয়েও তৃপ্তি এলো না। দেহটাকে যেন কামড়ে ঢুকড়ে জীবনটাকে দুদিনেই শেষ করে দিল। আমার ঘোর শত্রুও যেন এ পথে আর না যায়। দারিদ্রের দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, কিন্তু বিষ নেই। সে না খেতে পেয়ে মরে কিন্তু পেট ফুলে মরে না। আজ আমার সারা অঙ্গে ব্যথা। বিশবৎসর ধরে সারা দেহের পর দিয়ে যে প্রেমের ঝড় বয়ে গেছে, সে যেন ডাল পালা ভেঙ্গে সব ছন্নছাড়া করে দিয়ে গেছে। রূপের মোসাহেবদের দলে গুনের চর্চ্চা করতে পাইনি। যৌবনের মোসাহেবি নারীর জীবনে বড় মধুর কিন্তু নারীকে কাঁদিয়ে ছাড়ে'।

'তুমি লেখাপড়া শিখলে এ রকম করতে না'।

'কি যে বল দিদিমণি। কত ভাল শিক্ষিত লোকের কত কীর্ত্তিই দেখলাম। বাবুরা সব লেখাপড়া শিখে বিলেত থেকে বড় বড় পাস করে এসে কি না করছে। গ্রামের সরকার মহাশয় ত দুটো পাস ছিল। সোমত্ত সোমত্ত ছেলেমেয়ে কি ঠিক থাকতে পারে। সাগরের কাছে গেলেই নদীর মুখে নোনতা লাগবে। দূরে থাক, সেই হিমালয়ের পাহাড়ে যেয়ে ওঠ, দেখবে জলের স্বাদ নোনতা নয়। আমি বুড়ো হয়ে মরতে বসেছি তাও কি নিস্তার আছে।'

'লেখাপড়া শিখলে আর কিছু না হয় দশটা মিনির্ষীর সংস্পর্শে

তো আসা যায়। সৎসঙ্গ তো হয়'। নীলিমা থামলে কিন্তু ভাবতে লাগলে, সমাজে আজ অর্থের প্রাধান্য বেশি তাই সর্ব্বত্রই গোলমাল। ব্রাহ্মণ যুগে জ্ঞানের প্রাধান্য ছিল, ক্ষত্রিয় যুগে শক্তির প্রাধান্য ছিল এবং বৈশ্যযুগে আজ অর্থের প্রধান্যই স্বাভাবিক. না জানি শূদ্রযুগ আরও কত ভয়াবহ। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে বিভাগ করে আমরা চেয়েছিলাম শৃঙ্খলা বাড়াতে। মানুষের যেমন একটা ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা আছে, তেমনই বংশগত বিশিষ্টতা অর্থাৎ সমষ্টিগত বিশিষ্টতাও খুব প্রধান। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ সাধারণতঃ জন্ম নেয় না, এবং এই অজুহাতে সমস্ত দৈত্য সন্তানকেই যারা প্রহ্লাদ করে ভুলতে চান তারা ভুল করেন। বিমল বাবু তো সেদিন বলছিলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, শূদ্র বৈশ্য এ ছিল হিন্দুর সভ্যতার অট্টালিকার থাম বিশেষ কিন্তু এই পিলার ভেঙ্গে দিয়ে তাকে যারা ভূমিসাৎ করতে চান তারা শুধু হিন্দুত্বের শত্রু নয় মনুষত্বের শত্রু, যেহেতু হিন্দু মনুষত্বের আজও একটি বিশিষ্ট সত্বা। ব্রাহ্মণ বৈশ্যকে দেখে তার অর্থের প্রলোভনে বৈশ্য না হয়ে যেন ব্রাহ্মণত্বের, মহত্বের, খোঁজ করে, হিন্দুর আদর্শ হল তাই। সকলের মধ্যেই একটা শ্রেষ্ঠতা মহত্বতা আছে। কবে কোন হরিজন মহাপুরুষ হয়েছিলেন বলে সবাই যে মহাপুরুষ এতো ভুল। রামচন্দ্র যেমন চণ্ডালের বন্ধুত্ব এড়াতে পারেন নি, অথচ সেই চণ্ডালকে বর্ণত্বের আদর্শের মর্য্যদা রাখতে, শৃঙ্খলা রাখতে, বধ করেছেন এর মধ্যে কি ভাববার কিছুই নেই। জাতির কাছে ব্যক্তি বিশিষ্ট কি? ক্ষুদ্র প্রতি বিম্ব মাত্র। বিবাহ আজ আমাদের ঐহিক সুখ তাই সেখানে অর্থ সম্পদের প্রাধান্য বেশি। বিবাহ যদি পারমার্থিক সুখ হত, সে যদি শুধু বর্ত্তমান না হয়ে, ভবিষ্যৎ হয় অর্থের প্রাধান্য কমে আসে।

জ্ঞানদা চুল বাঁধা শেষ করে বললে 'নাও ওঠ হয়েছে'। নীলিমা আয়নায় মুখখানি দেখে তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার সঙ্গে তোমার স্বামীর আর দেখা হয়নি'।

'একবার এসেছিল যাবার জন্য বলতে। পোড়ামুখ সেদিন তো তার মর্ম্ম বুঝি নাই। এই কলকাতাই কাল হয়েছিল। সেই ভয়ে বয়েসটা যেন তাড়াতাড়ি আরও পালিয়ে গেল। সামান্য কয়টা বছরের জন্য এ ভুল না করলেই ভাল ছিল। আজ আমার ঘর নেই, স্বামী নেই, পুত্র নেই আপনার বলতে কেউ নেই, জ্ঞানদার মা কেঁদে ফেললে'।

'তোমার মেয়ের কি হয়েছিল'।

'মুখ পোড়া তার বিয়ে দিযে ছিল তবে খোঁজ খবর কে রাখবে বল। আগে গ্রামের লোক এলে আমার ওখানেই উঠত, এখন কে আসবে বল'? সে বয়েস কি আছে'।

'তুমি আর যাওনি'।

'কোথায় যাব দিদিমণি। ঘব থাকলে কি আমায় আজ খাটতে হত, নাতি পুতি নিয়ে আমার দুঃখের কি আর ছিল। কথায় বলে সংসার না তো চিতোরের কেল্লা। আজ কেল্লার মধ্যে বসে থাকতাম। জ্ঞানদা থামলে এবং চোখ দুটি মুছতে মুছতে বললে 'মানুষ মানুষের শত্রু। বয়েসকালে আমরা কামনা বাসনাব দাস হয়ে পড়ি, স্বাধীনতার নামে আগুনে ঝাঁপ দি, তুমি যাও দিদিমণি উপরে যেয়ে একটু শুয়ে নাও গে বেলা হয়ে এল।

'নীলিমা পাসের ঘরে ঢুকে দরজটা বন্ধ কবে দিয়ে শুয়ে পড়ল। পথে চলতে বোঝাব ভারে মানুষ যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তেমনি সে আজ যৌবনের ভারে ক্লান্ত। চলবার ক্ষমতা আর তার নেই। এ ভার তার বইবে কে। বিজয় অসম্ভব। বিমল সে তো চরিত্রহীন। ওবা বোঝা আরও বাড়িয়ে দেবে। ষ্টেশনে নেমে কুলি না পেলে মালপর্ত্তর নিয়ে গৃহস্ত যেমন বিপন্ন হয়ে পড়ে নীলিমা আজ সেইরূপ বোধ করতে লাগল। যৌবনের ষ্টেশনে নেমে কুলির ভূমিকায় সে তো স্বামীকে চায় না। সবাই তাকে লুট করতে চায় কেউ তাকে ভালবাসে না।

ভগবানের চেয়ে সয়তান আজ দেখতে সুন্দর। তার বেশভূষা ভাল। সে আজ ভদ্রলোক তা'র ভদ্রতা বেশি। ভগবান এবং সয়তান যদি দুজনে আজ জগত পরিদর্শনে বেরোন লোকে সয়তানকে টেনে নেবে ভগবানকে তাড়িয়ে দেবে। সয়তানের স্তুতা বেশি মিষ্টতা বেশি। মানুষকে প্রলুব্ধ করতে সে ওস্তাদ। ঈশ্বর সত্য তাই অপ্রিয়। সয়তান যতই ভদ্র সাজুক তার হৃদয়ের পরিবর্তন নেই। এই হৃদয়ের বোধ যাহাদের নেই তারাই সয়তানের বশীভূত হয়। বস্তুকে সামনে পেলে মানুষ অর্থকে অবহেলা করতে শেখে। নারীর প্রেম বন্যার মত চঞ্চলাকে ভাসিয়ে দেয়। যার চরিত্রের দৃঢ়তা আছে সে তো অবগাহনে নেমে দাঁড়িয়ে থাকে। নারী পুরুষের প্রেমকে শুদ্ধ দৌত ও জাগ্রত করে। পুরুষহীনা নারী যেমন হৃদয়ে অসমাপ্ত থাকে, তেমনি নারীহীন পুরুষের হৃদয়ে অনেক আগাছা জন্মায়, প্রেম পুরুষের বাণী কিন্তু নারীর ভাষা। বিবাহ যৌবন সমুদ্রের তরণী বিশেষ। প্রেম পুরুষের পূজা কিন্তু নারী তার আবাহন। মিলনের মধ্য দিয়ে শুধু আমরা দৈহিক পূর্ণতাই লাভ করি না মানসিক পূর্ণতাও আসে। নারী পুরুষকে ধারণ করে কিন্তু পুরুষ শুধু নারীকে গ্রহণ করে। প্রেমের প্রকাশ রূপ, তার পরিচয় রস, কিন্তু তার সত্বা ও স্থিতি হল হৃদয়। জীবন সে তো আমাদের পরস্পরের সেবার ফলে শুশ্রুসার ফলে ফুটে ওঠে। পুরুষ নারীকে সেবা করে কিন্তু নারী সেই সত্বাকে শুশ্রুসা করে গড়ে তোলে। লতা যেমন যাকে সামনে পায় জড়িয়ে ধরে, কাটা গাছকেও সে ছেড়ে দেয় না এই কি নারীরস্বভাব। নতুবা বিজয়ের সঙ্গে সে জড়াতে যাবে কেন'।

বিজয় জানালা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'কি করছেন'?

'আমায় বিরক্ত করবেন না একটু একলা থাকতে দিন'। নীলিমা শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিলে।

'এখনও একলা থাকবার সখ আছে নাকি? দোকলার জন্য যে আপনার আত্মিয়স্বজন ছোটাছুটি লাগিয়ে দিয়েছেন। কত ঢঙই না

আপনারা জানেন। এই সংসারকে নরক করতেও আপনারা এর জন্য প্রাণ দিতেও আপনারা'।

'কেন বকবক করছেন'।

'আপনার গায় হাত দিলে অসন্তুষ্ট হন দরজাটা খুলুন পায় হাত দিলে তো আপত্তি নেই? নতুবা বলুন মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করছি যে আপনি প্রেমে পড়ুন তখন বুঝবেন তার জ্বালা কত'?

'আপনার প্রেম সে তো দিনে দশবার উঠছে আর পড়ছে, একটা উঠাপড়ার মেসিন'।

'একবার পড়লেই যদি সন্তুষ্ট হন তাই পড়া যাবে। এই উঠাপড়ার সংসারে আপনার প্রেম এতটা নিদ কার হয়ে পড়লে সাকারদের কি হবে ভেবেছেন কি'?

দূরে বিমলকে আসতে দেখে বিজয় গান ধরলো, নারীর জীবন রস নিয়ে, যারা চায় জগতের সৌন্দর্য্য বাড়াতে, কামনা ছড়াতে, পুলক জড়াতে আমি তো তাদের কেহ নই। ওগো তুমি ভগবান বিশ্ব জগতের প্রাণ তোমার আনন্দ যেন প্রাণে আমি বই।

বিমল বিজয়ের দিকে চেয়ে হেসে হাসতে বললে কি ব্যাপার?

'আর ভাই বল কেন, গৃহিনী দরজা দিয়ে বসেছেন এখন ঘরে ঢোকাই দায়।—কিছু পেয়েছিস'।

'একটা সের খানেক হবে'।

বিমলকে দেখতে পেয়ে নীলিমা উঠে দরজা খুলে দিলে। বিমল নীলিমার দিকে চেয়ে বললে 'এক গ্লাস জল খাওয়াবেন'?

'ঝি রয়েছে চেয়ে খেলেই পারতেন'। নীলিমা উত্তর দিলে।

বিমল হাসলে এবং চেয়ে দেখলে নীলিমার মুখখানি ভার, সে এগিয়ে যেয়ে নীলিমার কপালে হাত দিয়ে বললে অসুখ করেছে।

নীলিমা হাত খানি ছুড়ে ফেলে দিয়ে রাগের মাথায় বলে উঠল 'আপনারা কি পেয়েছেন আমায় বলুন তো' ? সে পুনরার তীব্র দৃষ্টিতে বিমলকে লক্ষ্য করে বললে একি আপনার চপলা' ?

বিমল হতবম্বের মতন নীলিমার মুখের দিকে চেয়ে বললে চপলা কে' ?

'কেন আপনার হোষ্টেলের সামনে থাকে সব ভুলে গেলেন। সে পুনরায় দুঃখ জানিয়ে বললে আপনার আর দোষ কি এ আপনাদের স্বভাব' ।

বিজয় বড বিপদে পড়লে সে বিমলকে বলে উঠল 'আরে ঐ যে মেয়েটি তোর জানালার সামনে রোজ বুকের জানালা খুলে এসে দাঁড়ায়, ওকে একটু বলছিলাম কিনা' ।

'তা তার সঙ্গে আমার কি। আর তুই নাম জানলি কি করে' ।

'কেন চিটিতে কি লোকের নাম থাকে না। ওকে যখন চিটি গুলো পড়তে দিয়েছিলেন তখন কি ভেবেছিলেন নামটা ঢাকা থাকবে'। নীলিমা গর্জ্জন করে উঠল' ।

'চিটি। এ সব কি আমি তো বুঝতে পাচ্ছিনা বিজয়। তাই বুঝি তুই ওর ছোট ভাইটার সঙ্গে অত ভাব করে ফেলেছিস' ।

নীলিমা পুনরায় বলে উঠলে 'দুজনে হাঃ করে কি দেখচেন আমার বলুন তো। মেয়েছেলে কি কোনদিন দেখেননি ? চপলা তো শুনেছি খুবই সুন্দর' ।

'তুই তোর মাছ ধরগে বিজয় বিমলকে অনুরোধ করলে এ ঢঙ্গ আর তোর দেখতে হবে না। দর বাড়াতে চায়, কিন্তু আমদানি যে ভাবে বাড়ছে তাতে বাজার গরম না হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। এমন একদিন আসবে। তুই দেখেনিস্ যে ওদের ভয়ে লোকে মর্ত্ত ছেড়ে স্বর্গে পালিয়ে যাবে' ।

'এ চিরকালই আছে।—তা তুই চপলা ফপলা কি বলছিস, আমায়

চিটি লেখে তোকে পড়তে দিয়েছি'।

'আরে ঐ যে তোর হোষ্টেলের মেয়েটী'।

'তা তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি। অমন মেয়ে তো রাস্তাঘাটে কত দেখছি, নাম জানিনা ধাম জানিনা আলাপ নেই পরিচয় নেই, তুই আমাকে জড়ালি কি ভেবে'।

'তুই মাছ ধর গে যেয়ে তো'।

'এই পরস্মৈপদি প্রেমের ভূমিকা ছেড়ে একটু আত্মনেপদীর চেষ্টা কর নইলে তুই তো বিপদে ফেলবি দেখছি। নীলিমার মুখের দিকে চেয়ে বিমল পুনবায় বললে 'ও কি বলেছে আপনাকে'।

'সে আপনার কথা আপনিই তো ভাল জানেন। দোষের মধ্যে উনি সেটা প্রকাশ করে দিয়েছেন'।

বিমল বিবক্তভাবে বললে, চপলা যে মেয়েছেলেব নাম এ আমিও জানি, তবে ঐ নাম ধারী কোন ব্যক্তি বিশিষ্টেব সঙ্গে আমার পবিচয় নেই'।

'সে তো আপনারা সবাই বলে থাকেন। যা খুসি করবেন আর আমাদের বেলায় বদনাম দিয়ে বলবেন অসতী কলঙ্কিনী কতকি'।

'তুই চলতো তোকে জল খাইয়ে দিচ্ছি তোব মাথাও গরম হয়ে উঠেছে দেখছি' ?

'মাথা আমার একটুও গবম হয়নি বিজয়। তবে কে সে সুন্দরী আমার মতন হতভাগ্যকে ভালবাসে আমি শুধু জানতে চাই। এ যে আমার আনন্দের দিন দুঃখের এতটুকুও নেই। চপলা বলে আমি কাউকেই চিনি না, তবে তোমার জানিত যদি কেউ ঐ নামের আমায় ভালবাসে, যার চিঠি তুমি পড়েছ, হয়তো রাত্রিবাস করতেও আমায় তুমি দেখেছ, কে সে বলবে আমায়। ধনীর এ ব্যবহাব নূতন নয় পুরাতন। দেবতারাও ঐ অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে কত মানুষকে স্বর্গের সীমানা থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন ফিরিয়ে দিয়েছেন। মেয়েটিকে বল বিমল এ জগতে

এসেছে উৎসর্গ হতে, সে প্রেমের বলি প্রদত্ত, সুখ সে চায় না, দুঃখেই তার জীবন ভরে ওঠে, আর নারীর সুখ সে কতটুকু ভাই, যে সুখের শুধু ব্যবহার আছে হয়তো প্রকাশ নেই'।

'তুই আয়তো বিজয় বিমলের হাতটা ধরে টেনে নিয়ে গেল'।

'নীলিমা ও ঘরে যেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে'।

৩২

'হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে নীলিমা দেখলে গাড়ি নেই সে উঠে পড়ল। বাগানে মালীকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে বাবুরা কোথায়'?

'খোকাবাবু তো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। বিমল বাবু মাছ ধরছেন'।

নীলিমা ধীরে ধীরে চোখ মুখটা মুছে নিয়ে বিমলের পেছনে এসে দাঁড়ালে। বিমল নীলিমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে 'আপনি যান নি'।

'আপনারা নিয়ে গেলে তো'।

'ও যে গাড়ি নিয়ে চলে গেল আমি বললাম বাসে না হয়। ট্রেণে যাব'।

'আমিও তাই যাব'।

'আপনার কষ্ট হবে'।

'উপায় কি বলুন। না আপনিও ফেলে পালাতে চান'।

নীলিমা একটু পরে পুনরায় বলে উঠলে 'যাবেন না'।

'একটু বসুন বেলাটা পড়ুক'।

'না আপনি চলুন'।

'এই তো আপনার দোষ। একে অসুক শরীর. বিজয় তো বললে বেশ মাথা ধরে জ্বর এসেছে, আবার রৌদ্র লাগিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন'।

'না চলুন আমার অসুক করেনি যত বাজে কথা'।

'আপনার ভয় করছে কি? এ জঙ্গলে তো বাঘ ভাল্লুক থাকে না, তবে প্রেমের বাঘ ভাল্লুক দুই একটি থাকতে পারে। নতুবা কল্পিত চপলার প্রেমিককে নিয়ে ঘাবড়াবেন কেন'।

'আপনি বড দুষ্টু' নীলিমার মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে নীলিমা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে 'বিজয় বাবু বড মিথ্যা কথা বলেন না'?

'শুধু ওকে কেন দোষ দিচ্ছেন জগতে কটা সত্যবাদী লোক আছে সেটাই তো জানবার বিষয়'।

'তা না আমার মাথা ধরে অসুখ করেছে এ সব বলবার অর্থ কি'।

'অসুখ আপনার করেনি'?

'না'।

বিমল ছিপ ধরে টান দিতেই বুঝলে মাছ ধরেছে। সে তাকে নিয়ে খেলাতে খেলাতে পাড়ের কাছে আনতেই নীলিমা আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল। 'আমি ধরব'।

'চেষ্টা করে দেখুন'।

তাড়াতাড়ি নামতে যেয়ে নীলমা পড়ে গেল, এবং গড়িয়ে যেয়ে জলে পড়ল। বিমল চটপট মাছটাকে ধরে উপরে টেনে ফেলে দিয়ে বলে উঠলে 'উঠে পড়ুন'। তার ধারণা ছিল গ্রামের মেয়েদের মত সে সাঁতার জানে, কিন্তু নীলিমার ভাব দেখে তার চিৎকারে সে ভয় পেয়ে বলে উঠলে 'আপনি বুঝি সাঁতার জানেন না। মুস্কিলে ফেললেন। গায়ের জামাটা তাড়াতাড়ি খুলে, গামছা মাজায় ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সে নেমে পড়লে এবং নীলিমাকে টেনে তুলে আনলে।

নীলিমা একটু ভাল হতে, সে বললে ভিজে কাপড়ে থাকবেন না, অসুখ করবে, ঘরে যেয়ে জামা কাপড় ছেড়ে শুকোতে দিন শুকিয়ে যাবে'।

'মাথা ঘুরছে বড়'।

'চলুন'। 'আমায় ধরুন বিমল নীলিমাকে জড়িয়ে ধরে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে বাটীতে এনে ছেড়ে দিয়ে মালীকে ডেকে দিলে'।

ঘটনাটি বিমলকে বড় ভাবিয়ে তুললে। বিজয়ের কানে গেলে সে তো সব কিছুই রটাতে পারে। সে ছিপ তুলে উঠে পড়লে। উপরে এসে হাত মুখ ধুয়ে পাসের ঘরে বসলে। ব্রহ্মচর্য্যের পরে তার একটা শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু আজ যেন বুঝতে পেরেছে নারীর স্পর্শে তারও জাগরণ আছে। সে একটু চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙ্গলে চেয়ে দেখলে সন্ধ্যা তার এলোচুল খুলে জ্যোৎস্নার কাপড় পরে নেমে এসেছে। আকাশের দিকে চেয়ে তার মনে কত কথাই হতে লাগল। চাঁদ যেন আজ তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মানুষ যতদিন ঘুমিয়ে থাকে সে বেশ থাকে, কিন্তু জাগলেই দেখে তাকে সব দিক দিয়ে আক্রমণ করা হয়। আলো সে জ্বালতে পারলে না, অন্ধকারে বসেই রইল।

পাসের ঘরে আলো জ্বলতেই সে দেখলে নীলিমা উঠেছে। নীলিমা ঘরের বাহির হয়ে মালীর নাম ধরে দুইচারবার ডেকে জামা কাপড় গুলো জড় করে তুলে ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলগুলো খুলে দিয়ে মাথা আঁচড়াতে লাগল। দুষ্টু ছেলে যেমন ছাড়া পেলে ছুটে পালায় তার বুকের আঁচল তেমনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে। সে একবার টেনে তুলে নিয়ে আর চেষ্টা করলে না। বিমল নীলিমার দিকে চেয়ে ছিল, চিন্তার গভীরতায় এ দৃশ্যে সে যেন মুগ্ধ দর্শকের মত হয়ে পড়ল। সে যেন আজ অনুভব করলে নারীর কিছু সৌন্দর্য্য আছে। তার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মাকে সে দেখেছে কই তার মধ্যে সে তো এত কথা শুনতে পায়নি। নারীর দেহ আনন্দের খোঁজ সে আগেও পেয়েছে কিন্তু আজ যেন সে ফোয়ারা

খুলে বেরিয়ে আসতে চায়। কেন? এতটা ব্যাকুল ও মোহিত করতে তাকে তো কেউ পারেনি। নীলিমা চুলগুলি মাথায় জড়িয়ে পরনের কাপড় খানা ছেড়ে অপর কাপড়টী অঙ্গে জড়িয়ে নিলে। এ দৃশ্য যেন সহসা বজ্রপাতের মতন বিমলের চিন্তায় ছড়িয়ে পড়লে। সে কেঁপে উঠল। নীলিমাকে সে শুধু চেয়ে দেখেছিল আশা সে কিছুই করেনি। তার চোখে নীলিমা আজ যেন খুবই সুন্দর। কামনার শিখরে উঠে সে দেখলে সবাই সমান। কোথায় মাতা, কোথায় বোন, সমস্ত সংজ্ঞাই যে আজ লুপ্ত। নীলিমার বক্ষ বন্ধনীর দিকে চেয়ে সে ভাবলে ওটা আবার কি! ঘোড়ার লাগামের মত ওটাকে বুকে চড়িয়ে নারী কি আরও সুন্দর হতে চায়, না প্রতারণা করতে চায়? নারীর এই দুগ্ধ ভাণ্ডের সৌন্দর্য্যের পেছনে সে দেখতে পেলে ব্যাধের চাতুর্য্য আছে, হৃদয়ের মাধুর্য্য আছে, শিকারীর প্রখরতা ও সন্তানের বেদনা আছে। নারীর এই প্রেমের উপত্যকায় উঠে তাই কি মানুষ কামনা বাসনার গগনে চাঁদ ধরতে চায়, ক্লান্ত হয়ে নামতে যেয়ে খাদে পড়ে ও ধীরে ধীরে ঝরে যায়। নারীর দেহ আঙ্গিনায় এই যে সৌন্দর্য্য ফোটে এর তো শেষ আছে। যৌবন সৌন্দর্য্যের পতাকাধারী নারীর বক্ষ যুগে বিজেতার একটা পরিচয় আছে; দৃষ্টি যুদ্ধে সে আজ পরাভূত, বিনা সত্ত্বে আত্মসমর্পণ করতে চায়। এ কেন? নগ্ন সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্টা সরূপ এ যেন শিল্পীর জীবনের মহাসম্পদ। ধ্যান মগ্ন ঋসির মতন সে আজ আকাশের পানে চেয়ে নেই নিম্নমুখী, হয়তো পথের ধুলো গুনছে। পুরুষের কোন পদচিহ্ন সেখানে সে খুঁজে না পেলেও তার স্পর্শ যে এড়াতে পেরেছে এ মনে হলোনা। সেই অনাবৃত বক্ষের দিকে চেয়ে তার কত কথাই মনে হতে লাগল। প্রকাশের বেদনা ভরা নারী হৃদয়ের এই যে সৌন্দর্য্য এ সসীম অসীম নয়। নীলিমা দেরাজ থেকে পাউডার বের করে দেহে ছড়িয়ে দিতে লাগলো, এ যেন হিমালয়ের হিমের মতন ফুটে উঠল যৌবনের উত্তেজনার বাহিরে রূপের একটী উত্তেজনা আছে যা রূপসীকে বিব্রত করে তোলে।

রূপের প্রলোভন বেশি তাই রূপসী পড়ে যায়। তার আক্রমণ বেশি তাই সে হার মানে। রূপের অহঙ্কার বেশি তাই তার পতনও বেশি। মানুষ ঢেকে রাখে তার লজ্জা, আর তার রত্ন, জানিনা এ কি? ত্যাগের পূর্ব্বাতন অবস্থা কি ভোগ নয়? ভোগ কে নিয়েই কি ত্যাগ গড়ে ওঠেনি? ভোগের রূপান্তর কি ত্যাগ নয়? বিবাহ সে কি নারীর পরে পুরুষের কর্ত্তব্য পালন, না স্বার্থের আবেদন। ভোগ মানুষকে কর্ম্মে শিক্ষিত করে ত্যাগ তাকে দীক্ষিত করে। ভোগ মানুষের সন্ধান ত্যাগ তার প্রাণ। ভোগের একটি নিষ্ঠা আছে ত্যাগের আছে প্রতিষ্ঠা। কুমারীর বাঁধন তার টুটে গেছে তাই তার সমস্ত দেহে আমন্ত্রণ ভরা। বিমলের সামনে আজ যেন রূপের বাতায়ন খুলে গেছে সে বিস্ময়ে তন্ময়। জগত যেন আজ আর তার কাছে কমলালেবু নয়, নারীর বক্ষাকারে ঘুরছে এবং সেই ঘূর্ণীয়মান জগতে তার যে স্থিতি কোথায় সে খুজেও পায় না। নারী অঙ্গের এই যে মাধূর্য্য এ যেন তার ব্রহ্মচর্য্যকে ভাসিয়ে নিতে চায়। নিজের বক্ষের পানে চেয়ে সে ভাবে একি? একই বস্তুর মধ্যে এত প্রভেদ। নারীর দেহে শুধু রসের প্রাচুর্য্য আছে তাই কি সে স্পর্শ কুড়িয়ে পায়। রূপকে রসই সৃষ্টি করে। রসের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে রূপ। রূপ ও রসের মিলনেই সৃষ্টি। রূপ রসের অভিব্যক্তি। পুরুষ রূপ নারী রস।

বিমলের নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসতে লাগল সে হঠাৎ হেঁচে উঠল। নীলিমা বুকের বোতামটি দিতে দিতে আঁচলটিকে টেনে নিয়ে সে শব্দে চমকে উঠে ঘরে এসে আলো জ্বেলে হেসে জিজ্ঞাসা করলে 'আমি ভেবেছিলাম চোর, কি চুরি করছিলেন বলুন তো'?

বিমলকে মাথানত করতে দেখে সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে 'এভাবে একলা বসে আছেন আমায় বলতে আছে'।

নীলিমা যাবার সময় মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিলে এবং অসমাপ্ত বেশভূষার গঠন করে চলল। হাওয়ায় দরজাটি খুলে যেতেই, সে চেয়ে

দেখলে বিমল তার দিকে চেয়ে আছে। নীলিমা আনন্দের আতিশয্যে এগিয়ে এসে বাতাসের দুষ্টামি দেখেছেন বলে পুনরায় দরজাটি বন্ধ করে বসে।

নারীর যেমন একটা প্রলোভন আছে বিমল ভাবতে লাগল অর্থেরো তেমনি একটা প্রলোভন আছে। অর্থের প্রলোভনে মানুষ যেমন নষ্ট হয়, দরিদ্র হয়ে পড়ে, নারীর প্রলোভন ও তাই। একে দমন করাই উচিত। নারীর মত অর্থের একটা মাদকতা আছে, এ ওকে নিয়ে বেঁচে আছে, এবং এর এই বিষ সত্ত্বাকে জীবন থেকে এড়িয়ে চলা খুবই কঠিন। সে আজ প্রকৃতই চোর। কিন্তু আমাদের এই দৈহিক বিচারালয়ে কি আধ্যাত্মিক মানসিক অপরাধের বিচার হবে? অথচ এর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সমাজের একটা দেহ আছে, মন আছে, প্রাণ আছে, শুধু তার দেহ নিয়ে টানাটানি কি ভাল। আগুনের যেমন একটা সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা আছে, জলের যেমন একটি সর্ব্বব্যাপী তৃষ্ণা আছে, তেমনি নারীর প্রেম সর্ব্বরূপি, সকলকেই বশ করে। কেউ যদি ছিটকে বেয়ে বাইরে পড়ে, নারী তার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ধরে রাখতে না পারে, তখন সে তাকে টক আঙ্গুরের মত পাগল বলে ছেড়ে দেয়। ধোপার কাপড়ের বোঝা নিয়ে যেমন গর্দ্দভ পথ চলে; সংসারের অপরিস্কৃত কামনা বাসনাকে নিয়ে সে তো গাধার মত চলতে পারবেনা। প্রেমের কয়েদখানায় অসামীর ভূমিকা নিয়ে সে থাকতে পারবে না। নারী হয়তো জানে না যে তার প্রেমের একটা অশুদ্ধতা আছে, তার উলঙ্গতা এত বেশি যে ঢেকে রাখা যায় না। যুদ্ধ করতে গেলে যেমন ঢাল তরোয়াল মাল মশলা চাই, তেমনি পুরুষের প্রেমকে গুদামজাত করতে নারীর সাজ সরঞ্জামের অভাব নেই। সমস্তই নিখুত। নারী যৌবনে পুরুষের চরিত্রের বিরুদ্ধে কি যুদ্ধ ঘোষনা করে? তার হাব ভাবে সাজ পোষাকে কথায় বার্ত্তায় সে পুরুষকে শুধু কি তার স্বার্থের জন্য নিয়োজিত করতে চায়। নারীর দেহের মজুরি নিয়েই, শুধু কি শান্তি মেলে। নারীর প্রেমের দরিদ্র

ভাণ্ডারে প্রেমের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্তি করা চলে, পেট ভরে না। ধনতন্ত্রের মত প্রেমতন্ত্র আজ ভয়াবহ। নারীর প্রেমের চৌবাচায় যারা জীবনকে জিইয়ে রাখতে যেয়ে বাসা বাঁধেন, অবগাহনে নেমে পিছলে পড়েন, ডুবে যান, তাদের প্রেমের আদর্শ নিয়ে সে তো বাচতে পারে না। সে চোর চুরি করেছে। সিধকাটীর বদলে আমরা যেমন আফিসে বসে কলম কাটী নিয়ে চুরি করি, এ্কি তাই! সে তার চোখ ছটিকে কি সেইভাবে ছেড়ে দেয়নি।

নীলিমা এসে বিমলের পাসে বসে বললে মাথাটা বড় ধরেছে। বিমল তার কপালে হাত তুলে দিয়ে বললে যান একটু শুয়ে থাকুন গে? একটু পরে বিমল পুনরায় বললে আপনি যে চটলেন না।

'লোকের সামনে আপনি গায় হাত দিলে চটব না'।

'আমি কলকাতায় টেলিফোন করেছিলাম তারা গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন। একটু বসতে হবে'?

বাইরে গাড়ির শব্দ হতেই উভয়ে উঠে দাঁড়ালে। বিমল মন্ত্র মুগ্ধের মত নীলিমার পেছন পেছন চললো। নীলিমা গাড়িতে উঠতে সে ছোট একটি নমস্কার করে বললে 'আমি আসি, কিছু মনে করবেন না, দুঃখীর সঙ্গে কিছু দুঃখ পেলেন এজন্য আমি প্রকৃতই লজ্জিত'।

'আপনি আসুন নীলিমা মটোরের একপাসে সরে বসল'।

'আমি বাসে যাব মটোরে তো আসি নাই'।

নীলিমা গাড়ি হতে নেমে বিমলকে কাছে ডেকে বললে 'বেশ লোক তো আপনি, ড্রাইবারের হাতে সন্ধার সময় আমায় ছেড়ে দিতে চান। বড়-লোক নিজেই মানুষ হয়না তার সাঙ্গপাঙ্গ গুলো কি কোনদিন মানুষ হয়। এতটা দুঃখই যদি দিতে পারলেন আর একটুতে যত আপত্তি।'

'মালী যাবে না'?

'জিজ্ঞাসা করুন মালীকে। এই রাত্রে ও সব ছেড়ে যাক, চুরি হক'।

'কিন্তু আর এক চপলা গড়ে উঠতে কতক্ষণ। বিজয়কে আপনি

বোধহয় এখনও চিনতে পারেননি'।

'চপলা হলে তাকে ট্যাক্সি করে নিতে পারতেন'? নীলিমা হাসলে এবং পুনরায় বললে আপনার বন্ধুটি একটী সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় যে তার কথা বিশ্বাস করতে হবে। আমি আপনাকে বুঝি চিনিনা যে পরের কথা বিশ্বাস করব। উঠুন'।

গাড়ীর দরজা খুলে নীলিমা বিমলকে তুলে দিয়ে সে নিজে উঠে বসল। গাড়ী ছুটতে লাগল। বিমল বললে 'ট্যাক্সি আমি নিজেই কোনদিন চড়িনাই তো চপলাকে কি করে চড়াব। হেঁটে স্কুলে গিয়েছি, হেঁটে কলেজে যাই, তবে সহরে এসে মাঝে সাজে সময়ের খাতিরে ট্রামে বাসে চড়েছি নতুবা পদব্রজেই সব সেরে নি'।

এভাবে পথ চলতে বিমল অভ্যস্ত নয়। কত কথাই তার মনে হতে লাগল। ভালবাসা সাধনার একটি অঙ্গ। ঈশ্বরকে ভালবাসার আগে এ জগতকে ভালবাসতে যাওয়া কি অন্যায়; নারীর ভালবাসায় যে মুগ্ধ হয়নি সে কি ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে? জগতের মূলেই তো ঈশ্বরের ভালবাসা। জগত সে তো নারীর একটি বিশিষ্ট সত্বা। পুরুষ চায় নারীকে নিয়ে ছেড়ে দিতে নারী চায় পুরুষকে ধরে রাখতে। পুরুষ পূজারী কিন্তু নারী তার চণ্ডীমণ্ডপ। ইন্দ্রিয়গুলি সেখানে ভোগের নৈবেদ্য সাজিয়ে আনে এবং সেই প্রেরণা তার প্রাণ প্রতিষ্টা করে। বিজয়ের কথা মনে হতে সে ভাবতে লাগলে বিজয় নারীর প্রেমের নহবত খানায় বাজুয়ের ভূমিকা নিয়ে এসেছে, ওদের জীবনে নারীর প্রশ্ন সে শুধু মাংসের প্রশ্ন, এবং এই চামড়ার তহবিলে তারা জীবন ধারন করে,শক্তি সঞ্চয় করে। নারীর প্রেমের মনুষত্বের বিদ্যামন্দিরে যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন আছে সে ও ভুলে যেতে চায়। চিন্তা যাদের লতার মতন, সাময়িক, ক্ষেত্রবিশেষ, তারা সর্ব্বদাই জড়িয়ে পড়ে। দুঃখের সুমুদ্রে সুখের তরণী বেয়ে মানুষ দুঃখকে এড়াতে পারে না বটে, তাই বলে কি শিশুর মতন নারীর রূপ উপত্যকায় উঠে চাঁদের লোভ

করা ভাল ?

নীলিমা ভাবছে বিমল তাকে ভালবাসেনা কেন ? ও তো পাগল নয় ? পাগলেরো তো একটা নারীর স্পৃহা আছে। সে সুন্দরী শিক্ষিত তার যৌবন আছে পুরুষ কেন তাকে ভালবাসবেনা। তবে কি চপলা এ সত্য। বিজয় বাবুর মিথ্যা কথা বলবার কি কারন থাকতে পারে। কিন্তু নারীর স্পর্শ যার জীবনে আছে সে তো নারীকে পেলে এতটা নিরব হতে পারে না। সন্ন্যাসী তার তো দুঃখ অনেক। পুরুষের প্রেম সে তো নারীর প্রেমকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফেনিয়ে উর্ব্বর করে তোলে। ভালবাসা কি অন্যায় ? তবে মানুষ কেন ভালবাসবেনা। নারী পুরুষের সহধ্যায়ী, যৌবনের পাঠশালায় সে পুরুষের সঙ্গে যে প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করে। নারী সুন্দর কিন্তু পুরুষ ও তো সুন্দর। এই সুন্দরের মিলনে মহাসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন। নারীর সৌন্দর্য্যে ভক্তি আছে, নম্রতা আছে, পুরুষের সৌন্দর্য্যে শক্তি আছে, উচ্চতা আছে। উষ্ণতাই প্রিয়ত্ব বোধ। নারী পুরুষের মিলনের যে আনন্দ সেই তো মুক্তি। নারীর প্রেম পদ্মের মত প্রেমের সরোবরে ফুটে ওঠে, পুরুষের প্রেম যে সেখানে হিল্লোল তোলে, পূজারী পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে. কিন্তু পদ্মের মূলে যে কদ্দমতা সে অনেকে ভুলতে পারে না।

নীলিমা বিমলের দিকে চেয়ে বললে 'কি ভাবছেন। আমার পরে খুব রাগ হয়েছে না'।

বিমল চিন্তায় তন্ময়তার মধ্য দিয়ে বলে উঠলে অভিনয় দেখে অভিনেতা কি অভিনেত্রীকে মারতে যাওয়া কি উচিত ? এ সংসারের অনেক দৃশ্যাবলি ও আজ অভিনয়ের সামিল'।

গাড়ি বাটীর কাছে এসে দাঁড়াতে নীলিমা জুতো খুঁজতে যেয়ে ইচ্ছা করেই বিমলের পায়ের ধুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে বিমলের হাতটি ধরে বললে আমাদের বাটীতে আসুন না একবার'।

"কি করছেন ছাই। রাত হয়েছে'।

'আসছেন তো একদিন'?

বিমল উত্তর না দিতেই গাড়ি ছেড়ে দিলে ও একটু সরে যেয়ে দাঁড়ালে। বিমলের পায়ের ধুলো পথের ধুলোর মত নীলিমার অঙ্গে না ছড়িয়ে মনে ছড়িয়ে পড়ল।

৩৩

প্রত্যেক বছর পূজায় সময় পরমেশ বাবু গ্রামে আসেন। সারা বৎসর তার অংশ তালা চাবি বন্দ থাকে এই পূজোর কটাদিন যা একটু খোলা পায়। পূজোর সময় অনেকে পশ্চিমে যান, কিন্তু তার এই পূর্ব্বের মোহ আজও কাটেনি। পিতৃ পিতামহের ভিটে এই যেন তার সকল তীর্থের তীর্থ। ঐ ঘরে তার মা থাকতেন, ওখানে তার বাবা বসতেন, ঐ উনুনে তার ঠাকুরমাকে তিনি ফেনে ফেনে ভাত রেধে দিতে দেখেছেন এই যে স্মৃতি এ মানুষ ভুলবে কি করে। ঐ পুকুরে তার মা বসে বাসন মাজতেন, ঐ মাঠ, ঐ বাগান, এর সমস্তই যেন তার কত আপনার। তার স্ত্রীর পশ্চিমমুখী মন স্বামীর মনকে বাধা দিলেও রুখতে পারতনা। কতবার সৌদামিনি স্বামীকে বলেছেন ওগো এবার পূজোর ছুটিতে চল কাশীতে ছাই বাড়িটা কিনলে, চল একবার দেখবে। মহাতীর্থে বাস ও হবে। স্ত্রীর কথার উত্তরে পরমেশ বাবু হাতদুটি জোড় করে বলতেন, আমায় মাপ কর, যে তীর্থ আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত, যেখানে আমার মা, আমার বাবা, ঠাকুরমাকে আমি পেয়েছি, সেই যে বাস্তুভিটে, সে আমায় ছেড়ে দিতে চায় না, বছরের একটা দিন সেখানে না গেলে মনে শান্তি

থাকেনা। কাশী তীর্থক্ষেত্র ভাল কথা, কিন্তু বাস্তব তীর্থক্ষেত্রকে, জীবনের তীর্থক্ষেত্রকে ফেলে, কোথায় গেলে, মরনের তীর্থে শান্তি পাব না। তুমি তোমার ছেলে মেয়ে নিয়ে গেলেই পার। তবুও স্ত্রীর ব্যবহারে সময় সময় তার মন গুমরে উঠ্‌ত তিনি মনকে প্রবোধ দিতেন, পরের মেয়ে, চাকুরের মেয়ে, গ্রামের মহত্ত্ব বাস্তভিটের প্রেম কি করে বুঝবে। সহরের বাগান বাড়িতে বসে গ্রামের বাস্তভিটের সন্ধ্যান ও যে নিতে চায় না তার দুঃখের কি অন্ত আছে।

সহর কত দূরে গ্রাম কত কাছে। সহর আমাদের ট্রামে বাসে চড়িয়ে পঙ্গু করে তোলে, গ্রাম মায়ের মত হাটতে শিখোয়। গ্রাম দুঃখ দেয় কষ্ট দেয় কিন্তু মানুষ করে তোলে, সহর আদুরে খোকার মত সর্ব্বনাশ করে। সহরে অর্থ আছে সে ফটকার খেলা, গ্রামে অর্থ আছে সে পরিশ্রম লব্দ। সহরে যারা বড়লোক তাদের অর্থ আছে, গ্রামে যারা বড়লোক তাদের হৃদয় আছে। পল্লীতে পেয়েছি মানুষের গন্ধ, কিন্তু সহরে আছে মানুসের স্বপ্ন। সহরে আছে তৃষ্ণা পল্লীর আছে ক্ষুধা। সহরের রূপ আমরা গড়ে তুলি কিন্তু পল্লীর রূপ বিধাতার দান।

গ্রামে এসে তিনি তার ভ্রাতৃ সম্পর্কে এক বাটীতে, খাওয়া দাওয়া করেন। তার পিতার সঙ্গে এ পরিবারের হৃদ্যতা খুবই বেশি ছিল। এবার ফেরবার সময় টেপী ও টেপীর মাকে নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরলেন। এরা তার সম্পর্কে ভাতৃবধূ ও ভাতৃকন্যা। টেপীর ঠাকুরদা অধ্যাপক শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন, তার পিতা গ্রামেই থাকতেন, কিন্তু তার ছেলেরা সব চাকরি বাকরি করে।

টেপী কলকাতায় এসে প্রথম প্রথম খুবই আনন্দ পেলে। রূপকথার মত কলকাতা তার প্রাণে হিল্লোল জাগালে। বিজয়ের সঙ্গে তার ভাব হতে একটুও দেরি হয়নি। বিজয়দাকে তার খুবই ভাল লেগেছে। তার মিষ্টি মিষ্টি কথা, সদয় ব্যাবহার যেন রূপকথার রাজ-

পুতুরের মত পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে তার মনের অন্দরে নেমে এসেছিল। সে সময়ে অসময়ে মায়ের সেবা ছেড়েও বিজয়ের সঙ্গে বসে বসে কথা বলত। বিজয় তাকে অনেক বই পড়তে দিত। বিজয়ের কথায় বার্তায় সে মুগ্ধ হয়ে পড়ত, ভাবত না জানি এ কত বুদ্ধিমান কত বিদ্বান। মায়ের অসুকটা বাড়তে সে ইদানিং একটু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। বিজয়ের সঙ্গে বেরোতে পারতোনা, বায়োস্কোপে যাওয়া হত না। এমন সময় একদিন একখানা বইএর মধ্যে টেপী বিজয়ের হাতে লেখা একখানা পত্র পেলে। সে প্রেম পত্র। কাকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তার উল্লেখ ছিলনা। চিঠিখানি সে মাকে দেখালে। তিনি মেয়েকে সাবধান করে বড়লোকের ব্যাপারে না থাকতেই উপদেশ দিলেন। চলতি পথে অরণ্যের মাঝে বাঘের নাম শুনলে সঙ্গীহিন পথিক যেমন ঘাবড়ে যায় পিছিয়ে পড়ে, টেপীও সেইভাবে পিছিয়ে পড়লে। চিঠিখানি সে যেমন পেয়েছিল সেইভাবেই ফিরিয়ে দিলে। মায়ের কথা ফেলে সে বিজয়ের সঙ্গে আর বেশি মিশতে ভয় পেত। লোকটি বড় বদ এইসব ছাইপাস চিঠিপত্র লেখে এই ধারনাই তার মনে দৃঢ় হল। টেপীকে চিটির সম্বন্ধে কোন উল্লেক না করতে দেখে বিজয় মুস্কিলে পড়লে। তার প্লান যেন পণ্ড হয়ে গেল। রবিবারে বিজয় বায়োস্কোপের টিকিট কিনে আনলে, টেপী বেঁকে বসলে এবং মাকে বললে সে বিজয়ের সঙ্গে বায়োস্কোপে যাবে না। 'মনটা একটু ভাল হয় বেড়িয়ে আয় না, চব্বিশ ঘণ্টা রোগী নিয়ে থাকা কি ভাল' মাতা কন্যাকে অনুরোধ করে বললেন। টেপী বায়োস্কোপের ঘটনাটি মাকে বিবৃত করে বললে। গোলমালের ভয়ে সে শুধু বিজয়কে সেদিন কিছু বলেনি। নইলে সে দেখে নিত গায় হাত দেওয়া কেমন। সে অভিশাপ দিয়ে বললে তুমি দেখো মা ও হাত খসে পড়বে।

'পোড়া রোগও সারছেনা। আর কটাদিন দেখি, নয়তো গ্রামে ফিরে চল' মাতা পাস ফিরে শুলেন।

গ্রামের নামে টেপী ভয় পেল। সেখানে ভাল ডাক্তার নেই মাকে কে দেখবে। সেই শেষে মাকে মেরে ফেলবে। এই ভয়ে তো এতদিন সে কিছু বলেনি, কিন্তু আর যে পারে না। তার মনে বিজয়ের নাম গন্ধও নাই অথচ তার দেহে সে ক্রমে ক্রমে সমস্ত অধিকার পেতে বসতে চায় এ সে কি করে সহ্য করবে। টেপী বায়োস্কোপে যাবেনা শুনে বিজয় রাগে লাল হয়ে উঠল। সে এসে টেপীকে শুনিয়ে বললে টিকিট কিনতে বুঝি পয়সা লাগে না। তোমাব মুখ দেখে যেন এমনি দিয়ে দেয় ?

'মুখ দেকা ফেকা যাতা বলো না'। টেপী আঁচল থেকে একটি টাকা খুলে বিজয়ের দিকে ছুড়ে দিয়ে বললে 'এই নাও তোমার টিকিটের দাম'।

'ভারি বড়লোক হয়ে পড়েছেন। খেতে পায়না রবাব দেখ। পয়সা থাকলে কেউ মরতে পরের বাটীতে এসে ওঠেনা'।

'তোমার বাড়ি হলে আজই চলে যেতাম। তোমরা বড় আমরা গরিব আছি বেশ আছি কারো তো কোন ক্ষতি করিনা। কাকাবাবু বলেন তো সেইদিনই চলে যাব'।

'কোন চুলোয় যাবে' বলেই বিজয় চলে গেল।

এর পর টেপীর সঙ্গে বিজয়ের এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল যা টেপীর মা বিজয়ের মাকে না বলে পারলেন না। মাতাকে আগে না বলে পিতাকে বলতে যাওয়ার ফল হয় তো ভাল হবে না তাই তিনি সে পথ দিলে গেলেন না। মাতা সমস্ত শুনে পুত্রকে সামনেই ডেকে পাঠালেন। বিজয় এসে দাড়াতেই টেপীর মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন 'বাবা বিজয় আমরা তোমার কি করেছি যে তুমি আমাদের এই ভাবে কষ্ট দিতে চাও। টেপী তোমার ছোট বোনের মতন। আমরা গরীব তাই ওর বিয়ে দিতে একটু দেরি হচ্ছে বলে তুমি ওকে যা তা বলবে'। তিনি আর বলতে পারলেন না বুক ধড়পড় করে উঠতেই থামলেন। তার চোখ ফুটে বেরোলো জল।

গৃহিনী পুত্রের ব্যবহারে খুব সুখী না হলেও রাগটা যেয়ে পড়েছিল

স্বামীর উপর। পরমেশবাবু ঘরে বসে ছিলেন গৃহিনীকে আসতে দেখে বলে উঠলেন 'কই তোমার শীতের ফর্দ্দটা দেখি কত লাগবে'। গৃহিনী স্বামীর টেবিল থেকে ফর্দ্দটা নিয়ে হাতে দিতে কর্ত্তা একবার চোখ বুলিয়ে একটি চেক কেটে দিয়ে গৃহিনীকে পুনরায় বললেন 'দেখি চেকটা দাও তো'। 'কেন ভুল হয়েছে' স্ত্রী স্বামীকে চেক ফিরিয়ে দিলে।

আর একখানা চেক কেটে তিনি স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন 'কুড়ি টাকা বেশি করে দিলাম টেপীকে একটা কিছু কিনে দিও। ওদের অন্ন আমরা চিরকালই গ্রহন করেছি কিন্তু ওরা এই প্রথম আমার এখানে এসেছে। ওদের একটু যত্ন কর। অন্নঋণ, পিতৃঋণ, মাতৃঋণেরি নিচে মানুষের জীবনের তৃতীয় ঋণ'।

চেকখানা আচলে বেঁধে স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে 'বলি ছেলের বিয়ে দেবে না কি'?

'থাক না আর কটাদিন'।

'তোমার ঐ এক কথা। গৃহিনী দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে চলে গেলেন'।

টেপী ও টেপীর মা এটুকু বেশ লক্ষ্য করেছে যে বিজয়ের মা বিজয়কে সেদিন ভৎসনা করলেও এদানিং তিনি যেন একটু অন্যভাব ধারণ করেছেন। কথায় কথায় একদিন তার সেই মনের প্রচ্ছন্নভাব বেরিয়ে পড়ল। তিনি টেপীর মাকে লক্ষ্য করে বললেন 'দেখ দিদি আমার ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে হয়নি, তোমার ভাই কিছুতেই তার বিয়ে দেবেনা, আমি বলতে বলতে হয়রান হয়ে গেলাম, তোমার মেয়েটিও কচিখুকী নয়, তার বিয়ে থার জন্য তোমাদের একটুও চেষ্টা নেই, আকাশের পানে চেয়ে বসে আছ, কবে কোন রাজপুত্তুর পক্ষিরাজ ঘোড়ায় করে নেমে আসবেন, এই ভরষায়, তাতে তোমার মেয়ের ঐ রূপ, যেন রূপের ঢিবি, আমি কাহাতক আমার ছেলেকে আগলে চলব বল। থাকত একটি বৌ সে নয় চোখে চোখে রাখত।

আর একহাতে তো তালি বাজে না। মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাওনা। সর্ব্বগুনান্বিত পাত্ররূপকথার মতন শুনতে ভাল দেখা যায় না'।

'রোগে ভুগতে কি কেউ চায় বৌ, ক্ষীন কণ্ঠে বেরিয়ে এল 'সেরে উঠবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি কিন্তু ফল কোথায়'?

'তোমার মেয়ে তো সাধারণ মেয়ে নয় ছেলে ছোকরার মন ভুলাতে কতক্ষণ'?

'ছেলের মা কি আমরা হয় নি বোন। ঐ তো আর একটি ছেলেও তোমাদের বাটীতে আসে দেখেছ তো'?

'তুমি বলতে চাও আমার ছেলে ঐ একটি হাবাতের ছেলের চেয়েও অভদ্র' সৌদামিনি তীব্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন।

'অভদ্র কেন বলব। তবে ওরাও খুব ভদ্র ঘরের ছেলে। আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম কোনে ওদের গ্রাম। ওরা খুবই বনিয়াদি ঘরের ছেলে, তবে ভাগ বাটোয়ারায়, মামলা মকোদ্দমায়, সব গেছে। ওদের ঐ বাড়ুর্য্যে বংশের নাম শুনেনি ও তল্লাটে এমন লোক খুব কম আছে। পুকুর, রাস্তাঘাট, হাঁসপাতালে অনেক টাকা দান। ওর ঠাকুরদার বিয়েতে সোনার কলস দিয়ে অধ্যাপক বিদায় করেছিল সেটা আমাদের সংসারে অনেক দিন ছিল'।

'বনেদি বংশের ছেলে যেন আমরা চোখে দেখিনি, না কারো সঙ্গে আত্মীয়তা নেই' বলতে বলতে সৌদামিনি দেবী উঠে পড়লেন।

টেপীর মা পরদিন পরমেশবাবুকে ডেকে গ্রামে ফিরবার প্রস্তাব করলেন। তিনি তো শুনেই চটে অস্থির। এখানে না এলে পারতে, কেন এলে, এই সব বলতে লাগলেন। শেষে অভিমানে তিনি বলে উঠলেন তোমরা কি মনে কর যে আত্মীয় স্বজনকে দুটো খেতে দেবারো আমার ক্ষমতা নাই। টেপীর মা মিনতি ভরা কণ্ঠে বললেন 'এ অসুক সারবেনা। আমায় নিয়ে যাবে। গ্রামে যাই, সেখানে মরলেও একটা শান্তি পাব।

ছেলে মেয়ে গুলো আছে দেশের দশজন আছে'।

'তোমার কি এখানে খুব অসুবিধা হচ্ছে' পরমেশবাবু জিজ্ঞাস করলেন।

'অসুবিধা আর কি। তবে এতো সারবার রোগ নয় তাই পদে পদে বিপদ'।

'আর একটি মাস থেকে দেখ' বলেই পরমেশবাবু চলে গেলেন। তার মনে খটকা লাগতে তিনি সেদিন থেকে রোজই সকালে বৈকালে রোগীর খোঁজ নিজেই নিতে লাগলেন।

একদিন স্ত্রীকে সামনে পেয়ে পরমেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন টেপীকে একটি কি কিনে দিতে বলেছিলাম দিয়েছ তো?

স্ত্রী পাস কাটিয়ে যাবার সময় বলে গেল দিলে তো হল, তুমি পাগল হলে নাকি?

৩৪

টেপীর সঙ্গে নীলিমার খুব ভাব। নীলিমা জানে ও শুনেছে বিজয় টেপীকে ভালবাসে। এটুকু যেন তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বিজয় ছিল তার কিন্তু আজ সে টেপীর এ তার দুঃখের। ঈর্ষায় তার মন ভরে ওঠে। নীলিমা ভাবে শুধু রূপই কি সব? সে একটা পাস করেছে কিন্তু টেপী লেখা পড়া শেখেনি। সে নিজেকে সাজিয়ে গুজিয়ে মেজেঘসে চেয়ে দেখে, চার আনার সাবানে তার খানিকটা পাউডার মুখে দিয়ে যদি সুন্দরী হওয়া যেত তবে জগতে কেউ কুরূপা থাকতে পারত না। স্বাভাবিক রূপ এবং অস্বাভাবিক রূপের একটি যে বেশ তারতম্য আছে। ঈশ্বর যা

সৃষ্টি করেন আর মানুষ যা সৃষ্টি করে এর মধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্টিই তো প্রধান।

টেপী বসে বসে মার জন্য জল গরম করছিল। নীলিমা এসে সামনে বসে পড়ল। কথায় বার্ত্তায় সে টেপীকে বলে উঠলে 'তোর নাম তো বিজয়বাবুর মুখে লেগেই আছে। কি চোখে যে তোকে দেখেছে'।

'ঝাঁটা মার' টেপী বিরক্ত হয়ে বললে'।

'শুন্যতায় কি মন ভরে ভাই? যদি কেউ পূর্ণ করে দিতে চায়, ঢুকতে চায়, তাকে দুয়ার খুলে দিবি না'?

'নিজে তো দিলেই পারিস্'।

'তাতে যদি তার মন না ভরে'

'যেমন করে পারিস ভরিয়ে দিবি'?

'দেখতে ভাল, বড়লোকের ছেলে, তোর পছন্দ হয় না, তবে তুই কি চাস, হাতি না ঘোড়া'।

টেপীকে কোন কথা বলতে না দেখে নীলিমা পুনরায় বলে উঠল 'কি চাস বলনা ভাই। হাতির চেয়ে ঘোড়া ভাল কি বলিস বড় প্রভুভক্ত'।

'তোর ভাললাগেতো ঘোড়ার গলায় মালা দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেই পারিস'।

'ঘোড়া যে ঝগড়া করতে পারে না। কুকুর গুলো কিন্তু খুব ঝগড়া করতে পারে আর প্রভুভক্ত'।

'তোর সঙ্গে কুঁদতে তো পারবে'।

'ও হাঙ্গাম পোয়াতে পারবনা ভাই'।

'না পারলে ছাড়ছে কে, বছরে একটা করে ছেলে মেয়ে না হলে তোর চলবে কেন' টেপী হাসলে।

'সে তোর হবে'। নীলিমা হাসলে।

গরম জলটা একটি পাত্রে ঢেলে নিয়ে টেপী ঘরে ঢুকে মাকে ডাকলে। নীলিমা উঠে পড়লে এবং বলে গেল চললাম ভাই বিকেলের দিকে আসতে

চেষ্টা করব'।

সন্ধ্যার সময় নীলিমাকে দেখতে পেয়ে টেপী জিজ্ঞাসা করলে 'কোথায় গিয়েছিলি ওর সঙ্গে মরতে'।

'এই তো কাছেই'।

'এত দেরি হল'।

'একটু কথাবার্ত্তা বলছিলাম'।

'কথাটাই বা কোথায় বলছিলি আর বার্ত্তাটাই বা কোথায় চলছিলি। এই মাত্র চুলটা বেঁধে দিলাম তার দশা দেখনা কি হচ্ছিল ওর সঙ্গে'।

'কিছুই না'।

'জড়াজড়ি করছিলি না কি। খোঁপা খুললো কি করে'।

'এমনি খুলে গেছে'।

'ন্যাকা মেয়ে। সংসারটা ডুবাবি দেখছি তুই। ভেবেছিস কেউ কিছু বুঝতে পারে না। মনটাকে ঢেকে রাখা যায় কিন্তু দেহটাকে কি দিয়ে ঢাকবি। ভগবানের সঙ্গেও জুয়োচ্চুরির কারবার করতে চাস। আমাদের দেহখানাকে ভগবান এমন করে পাঠিয়েছেন যে ঢেকে রাখা যায় না, মানুষ টের পেয়ে যায়'।

বিজয়কে আসতে দেখে টেপী সরে দাঁড়ালে।

'এখন তো আপনার বিশ্বাস হয়েছে কিনা বলুন'।

নীলিমা কিছুই বললে না। 'চলুন উপরে' বিজয় নীলিমার হাতটা ধরলে।

'হাত ছাড়ুন' নীলিমা হাতটি ছুড়ে ফেলে দিলে।

বিজয় চারি পাশে তাকিয়ে নিয়ে বলে উঠল 'আমায় কি আপনাকে তাহলে গাড়ির মত চালিয়ে নিতে হবে'।

টেপীকে বেরিয়ে আসতে দেখে বিজয় দ্বিতীয় ব্যাক্য ব্যয় না করে

উপরে উঠে গেল।

টেপী নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুই কি ওর সঙ্গে প্রেমের সেরেস্তা খুলে বসেছিস, যে গায় হাত দিতে পর্য্যন্ত সাহস করে।

'নিজে তো দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছিলে কিছু তো বলতে পারলে না'।

'গায় হাত দেবে তোর বলব আমি'।

'বললে কি কিছু লোকসান ছিল'।

'জমিদার বাবুরা যেমন কাছারি বাড়িতে বসে নায়েব গোমস্তার পরে হুকুম চালায় তোর পরেও ও দেখছি সেই রকম হুকুম চালাতে শিখেছে'।

'প্রেমের কাছারি বাড়িতে জমিদারি করবার সখ আমার একটুও নেই'।

টেপী বলতে লাগল 'একেই তো সংসার দুঃখের, তাতে মানুষ যদি সেখানে দুঃখেরি সৃষ্টি করে মরে সুখ যে ভয়ে পালিয়ে যাবে, ওকে ও ভাবে তোর বুকে ছুরি মারতে না দিয়ে নিজের হাতেই বসিয়ে দিলে পারিস'।

'লোকের সঙ্গে দুটো কথা বলতেও দোষ'।

'যত খুসি বলগে আমি আর বলব না। যে গরীব তার পরনেও একখানা কাপড় থাকে। যে তোকে সেটুকু হতেও বঞ্চিত করতে চায় সরিয়ে নিয়ে আনন্দ পায় সে কি মানুষ'।

'নিজের বেলায় বুঝি দোষ নেই'।

'তুই বলিস কি' টেপী বলে উঠলে 'আমি ওর ছায়া মাড়াতে ভয় পাই'।

টেপী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে কোথায় যাওয়া হয়ে ছিল?

'বিমলবাবুদের হোষ্টেলে'।

'কি জন্য'।

'লোকটির স্বভাব চরিত্র ভাল নয়। হোষ্টেলের পেছনেই একটি

বাড়ি, সেখানে একটি মেয়ে থাকে তার সঙ্গে ও মজে আছে'।

'খবরটা দিলে কে'।

'বিজয় বাবু'।

'সে বুঝেছি, কিন্তু তুই দেখলি কি'?

'একটি মেয়েকে দেখলাম তো বসে আছে কিন্তু বিমলবাবুকে তো দেখতে পেলাম না'।

'ওকে তুই বিশ্বাস করিস। ও এই চামড়াটুকুর জন্য সব করতে পারে। নারীর পেছনে পুরুষের যে এত দুরভিসন্ধি থাকতে পারে আগে কোনদিন ভাবতে পারিনি'।

'আরে বিজয়বাবু ঐ মেয়েটির একখানা চিঠি আমায় পড়তে দিয়েছিলেন। ছাই পাস কত কি লেখা'।

'মেয়েটির হাতের লেখা তুই চিনিস্'।

'মেয়েমানুষের হাতের লেখা তো ধরা যায়'।

'ছাই যায়; কাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে এসেছে। সে যদি ওর মত হত তবে তুই আমি অনেক আগেই টের পেতাম। বদমায়েসি সে করবে তো তোকে আমাকে নিয়ে ওকে নিয়েতো নয়। মেয়ের কাছে কি পুরুষের চরিত্রহীনতা ঢাকা থাকে। নিজের বিবেককে ছেড়ে পরের কাছে হাত পাততে লজ্জা করে না'।

'তুই বলতে চাস সব মিথ্যা কথা'।

'একশ বার'।

নীলিমা চিন্তিত মুখে একটু পরে জিজ্ঞাসা করল তুই বিমলবাবুকে খুব ভালবাসিস না ভাই'?

'তোর হল কি। কে কাকে ভালবাসে এতে তোর দরকার কি'।

'বিজয়বাবু তো তোর জন্য পাগল, বিমলবাবুকেও তুই ছাড়বি না। আমরা যাই কোথায়'।

'ধন্যি মেয়ে তুই। বিয়ে হলোনা ভালবাসার খোঁজ করে মরছেন। গাঁও নেই তো গাঁয়ের মোড়ল। ভুঁই নেই তো ধান ফলাবেন'।

'একজনের ধাক্কা সামলাতেই লোকের প্রাণ যায় যায়, বছর পেরোয় না, তুই ৫ দুটো লোকের তাল কি করে সামলাবি'?

'তোকে ডেকে আনব'। মাকে ঔষধ দিতে হবে দেখে টেপী ঘরের মধ্যে চলে গেল। টেপী বেরিয়ে আসতেই নীলিমা জিজ্ঞাসা করলে এতখানি বয়েস হল তোর কাউ কেই ভাল লাগেনি। একটু আঁচড় ও গায় লাগেনি। এতটুকু মোচড় কি কামড় কেউ দেয়নি?

'লাগলে বুঝি তোর মত গলায় কলসী বেঁধে যেয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে। যেটি জীবন সেইটাই মরন এটা খেয়াল আছে'।

'শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বংশিধাবী আর বলরাম হলধারী, একজন রুক্মিনিকে ভালবাসতেন অপরজন রোহিনীকে ভালবাসতেন। বিজয়বাবুর বাঁশীব সুর তোর যদি ভালই না লাগে বিমলবাবুর লাঙ্গলের ঠ্যালা কি সামলাতে পারবি। লাঙ্গল ঘাড়ে করে এসে যখন বিয়ের বাজারে দাড়িয়ে চাস করতে চাইবে ধান কি গম অর্থাৎ ছেলে কি মেয়ে সে পরের কথা তুই ভয় না পাস'।

'তোর বক্তৃমা রাখ। ওঠ তো তুই। ঐ লাঙ্গলেয় ভয় করতে গেলে বিয়ে করা চলে না। অর্থাৎ তুই বলতে চাস আমার স্বামী চাষাভুষো হবে, তোর স্বামী সুশিক্ষিত হবে। তাই হোক। ভগবান করুন তোর মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়'।

'বিয়ে তো আছেই প্রেম করতে তোর একটুও ভাল লাগেনা। যৌবনের সকালে একটু জল খাবার খেয়ে না নিলে অত বেলা পর্য্যন্ত কি-উপোস করে বিয়ের আশায় বসে থাকা চলে'।

'মরতে তোর এতই ভাল লাগে'।

'কি করব ভাই সেই যে আনন্দ'।

'তোর মাথা'।

'প্রেমে তোর পেট ভরে আছে আমি সবে সুরু করেছি একটু খেতে দে'।

'যত পার খাও কে বারণ করছে, শেষে পেট যখন ফুটবলের আকার ধারণ করবে আর দুদিক থেকে লাথি ঝাটা খাবে তখন বুঝতে পারবে'।

'তোর প্রেসাদ খেলেও তোর এত আপত্তি। নারীর প্রেমের জন্য পুরুষ যদি পাগল হয়ে ছুটে আসে তাকে একটু স্বষ্টির চরণামৃত পান করতেও দিবিনে। একি ভাল কথা'?

'লোকে যদি তোর ঘরে আগুন দেবার জন্য ছুটে আসে ঘরে ঢুকতে দিবি। এতটা নির্ব্বিকার আমি নই'?

'আরে আগুন দেবে কেন তোকে আরতি করবে'।

'ছাই করবে। তুই এতো বাড়িতে যা রাত্র হয়েছে।—কেবল বকবক করতে শিখেছিস্'। নীলিমা উঠে পড়লে যাবার পথে বলে গেল চললাম ভাই।

৩৫

টেপীর মার অসুক খুব বেড়ে গেল। তার বড় ছেলেকে সে সম্বন্দে তার করা হল। টেপীর মা মৃত্যুর একটু আগে বড চঞ্চল হয়ে পড়লেন, এবং বলতে লাগলেন, খোকাকে তাব করা হল এখনও এলোনা, কোলের শিশুটির কথা তার মনে হতে চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল তিনি বলে উঠলেন, ওটীকেও একবার দেখতে পেলাম না। পরমেশ বাবু পাসেই বসে ছিলেন। পরমেশ বাবুর হাত দুটি ধরে তিনি বুকের কাছে টেনে

নিয়ে বললেন 'ঠাকুরপো তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি আর দেবনা, তবে আমার মেয়েটীকে যত শীঘ্র পার বাটীতে পাঠিয়ে দিও, তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলে চলে গেলেন'।

পরমেশ বাবু মুখটী নিচু করে বললেন আমার স্ত্রী আমার ছেলে আমার মেয়ে বলেই যে তাদের আমার মত বিশ্বাস করতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। আমার শব্দটি ভুলে গেলেই পারতে, টেপীর বিয়েতে যা খরচ হয়, সে আমিই করব কিন্তু পরমহুর্ত্তেই তিনি চেয়ে দেখলেন টেপীর মা আর ইহজগতে নেই। তিনি শুনতে পেয়েছেন কিনা কেউ বলতে পারে না। টেপী হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বুকের পরে ছড়িয়ে পড়লে। পরমেশ বাবু ধীরে ধীরে উঠে লোক ডাকতে গেলেন।

টেপীর চিৎকারে যে যেখানে ছিল ছুটে এসে পড়ল। টেপী কাঁদছে আর বলছে 'আমার মা মরেনি। মা, মা, মা তুমি কোথায় গেলে। আমায় একলা ফেলে তুমি কোথায় গেলে'।

সকলে মিলে টেপীকে কোন রকমে ধরে ধরে উপরে তুলে এনে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিলে। সে শুধু নিরবে কেঁদেই চলল। ক্রমে ক্রমে যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিজয় বাসাতে এসে শুনে শুধু একটু হাসলে। সে উপরে এসে উঠে দাঁড়াতেই নূতন ঝিটী বিজয়কে সম্বোধন করে বললে 'দাদাবাবু মেয়েটী রইল একটু দেখ আমি নিচেয় গেলাম'।

টেপীর কান্না বিজয়কে বিরক্ত করে তুললে। সে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে 'কাঁদলেই মা যেন ফিরে আসবে। ঐ কেঁদে কেঁদেই তো মা টাকে শেষ করলে। যাও আমার নামে লাগাও গে এবার'।

বিজয়ের কথা কানে যেতে টেপী অন্ধকারে কাঁদতে কাঁদতে বললে 'ওগো আমার মা মরেনি এরা মেরে ফেলেছে। ওগো আমার মাকে বাঁচিয়ে দাও তোমার পায় পড়ি। সে উঠে বিজয়ের পা ধরতে যেয়ে

পড়ে গেল'।

বিজয় জ্যোৎস্নাব আলোয় চেয়ে দেখলে এই তার টেপী, তার কত প্রার্থনাব ধন, তার প্রেমের জাগ্রত মন্দির। সেও কাঁদে। তারও ব্যথা আছে। এ মন্দিরে সে ঢুকতে পায়নি, অস্পৃর্শের মতন তাকে সেখান হতে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কুষ্ঠব্যাধির মতন তাকে দেখে সে সরে গিয়েছে। ফুল চন্দন দুর্ব্বা কতই না সে যোগাড় করেছিল, চেয়েছিল তার জীবনের কামনা বাসনাকে নিবেদন করতে কিন্তু ধাক্কা মেরেও দুয়ার খোলা পায়নি। মন্দিরের চূড়ায় সে নিশান উড়িয়েছিল তবে বাতাস ছিলনা'।

'বিজয় টেপীকে ধীর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে 'ছি কেঁদোনা'।

'ওগো তুমি যা বলবে আমি শুনব আমার মাকে বাঁচিয়ে দাও টেপী পুনরায় চিৎকার করে উঠল'।

'তোমার মা বেঁচে উঠবে তুমি কেঁদোনা' বিজয় উত্তর দিলে। টেপীর কান্নায় বিজয়ের মন বিরক্তিতে ভরে উঠল সে মনে মনে ভাবতে লাগল বুড়ি এমন করে মল্লে কেন।

'তুমি ঠিক বলছ বাঁচবে' টেপী পাগলের মত বিজয়ের পানে মুখ তুলে চাইলে। সে পুনরায় বিজয়ের পা দুটি জড়িয়ে ধরে বললে 'ওগো আমায় মেরে ফেল আমার মাকে বাঁচিয়ে দাও। রনু ঝনু বিনু এরা সব কি বলবে। দাদা বৌদি কি বলবে? কলকাতায় নিয়ে এসে আমি মাকে মেরে ফেলেছি। বাবা স্বর্গ থেকে কি ভাববেন'।

টেপী পুনরায় বলে উঠল মা আমায় এনেছিল সেবা করতে, এমন সেবা করেছি যে মা আমার দুটো দিনও বাঁচলো না।

'তোমার মা ঠিক বাঁচবে তুমি কেঁদোনা' বিজয় টেপীকে জড়িয়ে ধরে তার অশ্রুসিক্ত বদনে চুম্বন করলে। টেপী কেঁদেই চলল। বিজয় পুনরায় বলে উঠল 'দুষ্টামি করলে কিন্তু তোমার মা বাঁচবেনা। তুমি চুপ করবে না কি'?

চোখের জল বাধা মানতে চায় না, সে চুপ করলেও সেই ভাষাহীন ক্রন্দনের ধ্বনি ফুটে বেরিয়ে এল। বিজয় ধীরে ধীরে বললে তোমার বিয়ে হবে, তোমার ছেলে মেয়ে হবে, তুমি মা হবে, তোমার মা বেঁচে উঠবে।

'টেপী পাগলের মত আবার বললে ঠিক বলছ বাঁচবে'।

'তুমি বিয়ে করলে না বলেই তো তোমার মা রাগ করে চলে গেল'।

বিজয় টেপীকে বুকের পরে টেনে নিয়ে তার মাথায় হাত দিতে লাগল। তার লম্বা লম্বা চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সন্নিবেশ করে তাকে যেন ধীরে ধীরে চেতনা জানালে। টেপী নিজেকে ছিনিয়ে নিতে চাইলে পারলেনা। সে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলে ওগো আমায় মেরোনা, আমায় মেরে ফেলোনা। তোমার পায় পড়ি মার অকল্যাণ হবে। ওগো লাগছে ছেড়ে দাও সে মুচ্ছিত হয়ে পড়লে।

রাত্রে শশ্মান থেকে ফিরে এসে পরমেশ বাবু শুনলেন টেপীর খুব অসুক করেছে, জ্বরটা আরও বাড়লে। বিকারের ঘোরে টেপী আবোল তাবোল অনেক কিছু বকে চলেছে। সে চোখ মেলে তার পাসে বৌদিকে বসে থাকতে দেখে যেন একটু শান্ত হলো, খাটের পাসেই ছোট ভাইটিকে দেখতে পেয়ে সে হাত ধরে টেনে নিয়ে তার হস্ত খানি চুম্বন করে বলে উঠল 'খোকন আমি মাকে মেরে ফেলেছি। মা আমার পরে রাগ করে চলে গেছে। তুমি দুষ্টামি করোনা মা কিন্তু রাগ করবে।' টেপী পুনরায় বৌদির দিকে চেয়ে বললে 'বৌদি, মা বাবার কাছে চলে গেছেন না। তার খুব কষ্ট হচ্ছে'।

টেপীর জ্বরটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। সে পুনরায় অনর্গল কি যে বলে চললে কেউ কিছু টের পায় না। পরমেশ বাবুকে দেখতে পেয়ে সে একবার চোখ মেলে বলে উঠলে 'বিজয় বাবুকে একবার ডেকে দিন না

তিনি আমার মাকে বাঁচিয়ে দেবেন'। টেপীর মুখে পুত্রের নাম শুনতেই গৃহিণী রুষ্ঠ হয়ে পড়লেন। পিতা পুত্রকে ডেকে পাঠালেন। বিজয় এসে দাঁড়াতেই টেপী পাগলের মত উঠবার চেষ্টা করে উঠতে না পেরে বলতে লাগল 'কই আমার মা কই। কাল যে বললে মাকে বাঁচিয়ে দেবে। বিয়ে করবে সব মিথ্যা'। চোখ দুটি তার আগুনের গোলার মত।

বিজয় মাথা নত করলে। সে কি বলবে ভেবেই পেলেনা। গৃহিণী আগে থেকেই চটে ছিলেন, এ ক্ষেত্রে তার আর চুপ করে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল তাই তিনি বিকৃত কণ্ঠে ক্রোধভরে বললেন 'মুখ-পুড়ির কথা শোননা। আমার ছেলে মরতে ওকে যাবে বিয়ে করতে। ওর মা মল ঐ কবে করে। অসুক না ভিমরতি ধরেছে। এ বাটীতে সব মরতে এসেছিল। তিনি পুত্রের দিকে চেয়ে পুনরায় বলে উঠলেন তুই মুখপোড়া এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কিসের জন্য' ?

পরমেশ বাবু স্ত্রীকে ভৎসনা করে বললেন 'মানুষের মরার পরে খাড়ার ঘা দিতে যেওনা। যে জীবন মরনের সীমান্তে এসে পৌছেচে তার সঙ্গেও ঝগড়া করে আনন্দ পাও'।

'আমি তো শুধু ঝগড়াই করি গৃহিণী কহিতে লাগিলেন, ছুড়ির সব সয়তানি। ছেলেটাকে হাত করতে চায়। তোমার মত ভাল মানুষ পেয়েছে বলেই এত বাড়াবাড়ি করতে সাহস করে. তিনি রাগের ভরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। স্ত্রীর প্রশংসায় স্বামীর বুক খানি যেন একটু ভরে উঠল'।

সকালের দিকে টেপীর একটু জ্ঞান হয়েছিল। ভ্রাতা মাতার শেষ কৃত্য সেরে এসে ঘরে ঢুকে ভগিনীর পাসে বসলেন। দাদাকে এ অবস্থায় দেখে টেপীর চোখ বেয়ে জল ছুটে বেরোল সে কপাল থেকে ভাইএর হাত ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলে' আমায় ছুয়োনা আমার ছেলেমেয়ে হবে। সে চলে গেল'।

পরমেশ বাবুকে চোখের জল ফেলতে দেখে সবাই চোখ নত করলে।

'কত জন্মের শত্রু ছিলে তাই শেষে মরতে এসেছিল' গৃহিণী ও মাথা নত করলেন।

মাতা ও ভগ্নীকে একই শশ্মানে সৎকার করে ভ্রাতা, স্ত্রী ও ভ্রাতাকে নিয়ে গ্রামে ফিরে গেল।

৩৬

নীলিমা জ্ঞানদার মার মুখে শুনলে 'দিদিমনি ঐ ছোড়াই তো ডাক্তারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মা টাকে মেরে শেষে মেয়েটাকে মারলে। আমি ঠিক বলছি ঔষধের মধ্যে ও নিশ্চয় কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল, নইলে বেশ ভাল মানুষ সেরে উঠেছিল হটাৎ ও যেদিন অসুধটা নিয়ে এল রোগ বেড়ে গেল'।

টেপীর স্মৃতি এ বাটীতে নীলিমাকে আর আসতে দিতনা। টেপীর কথা উঠতেই সে বলে ফেলত মেয়েটি খুব ভদ্র ছিল। দৈবাৎ কচিৎ সে আসলেও সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যেত। সে দিন নীলিমা বাইরের ঘরে দাড়িয়ে দিদির ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে খোকাকে সম্বোধন করে বললে 'ছি আবার কাঁদে, দুষ্টামি করোনা খোকা, মার খাবে। এই মাত্র দুধ খেয়ে উঠলে আবার মাই খাবেন'।

বিজয় বাইরের দরজাটা খোলা পেয়েই পেছন দিক দিয়ে এসে বললে 'খোকা তোমার মা বড় দুষ্ট, মাই খেতে দেয়না'।

নীলিমা পেছন ফিরে চেয়ে বললে 'আপনি এখানে কেন যান বলছি'।

'আশ্চর্য্য হলেন নাকি'।

'আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে জানেন'।

'না জানলেও আর তো অজানিত বলবার যো নেই। কিন্তু বিয়েটা কার সঙ্গে করলেন চোখের সঙ্গে, না কানের সঙ্গে, না মুক্ত হাওয়ার সঙ্গে'।

'যেখানে হবার সেখানে হয়েছে আপনি যান তো'।

'বিয়ের পরে এখানেই থাকবেন তো ভুলবেন না যেন। নীলিমাকে কোন উত্তর না দিতে দেখে বিজয় পুনরায় বলে উঠল প্রেমের জন্য আমি আসিনি, আমি এসেছি দাবি নিয়ে তুমি আমায় ভালবাস'।

'আপনি যাবেন না কি? আপনার ঐ সখের ভালবাসা যা সন্ধার সময় ফুটে ওঠে আর রাত না পোহাতেই ঝরে যায় আমার পোষাবেনা। আপনি যান বলছি'।

মায়ার কণ্ঠস্বরে বিজয় আর বিলম্ব না করে বেরিয়ে গেল।
মায়া ঘরে এসে নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করলে 'ও ছোড়া এসেছিল কিসের জন্য'?

'আমি কি জানি জিজ্ঞাসা করলেই পারতে'।

'কি বলছিল শুনিনা। তোকে না বারণ করে দিয়েছি'।

'কি বলবে ছাই। যা দশজনে বলে বেড়ায় সেই কথাই বলছিল। ওরা মনে করে যে মেয়েগুলো যেন ময়রার দোকান, পয়সা ফেললেই কথা নেই—সেই চিরপুরাতন কথা ভালবাসা আর ভালবাসি'।

'তুই লাই না দিলে অতটা সাহস করে' মায়া কথাটি বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

'বিরক্ত করোনা দিদি তুমি যাও'।

৩৭

মানুষ মরে যায় কিন্তু তার স্মৃতি রেখে যায়, সে রাবনের চিতার মত অহর্নিশি জ্বলতে থাকে, পুড়তে থাকে, তাই কি মৃত্যু অমর। মানুষ ঘুম থেকে উঠে যেমন টের পায় বেলা শেষ হয়েছে, পরমেশ বাবু সেই ভাবে জেগে উঠলেন। যৌবনের প্রথম ও শেষের দিকটা বড চঞ্চল। কতকগুলি লোক আছে যারা গরুর মত যৌবন প্রভাতেই জোয়াল ঘাড়ে না থাকলে এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করে; আর কতকগুলি লোক আছে যারা সেই সময়ের মুক্তাবস্থায় শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে সংসারে নামে, এর মধ্যে দ্বিতীয়টাকেই তিনি পছন্দ করতেন, কিন্তু পুত্র সম্বন্ধে হয়তো ভুল করেছেন। পরমেশ বাবুর চোখে জীবনের পথ সে তো গ্রামেব মত সোজা চলে গিয়াছে, আকাবাকা পথের পবে, মাঝে মাঝে আছে জঙ্গল, তার দুপাসে খাদ, বর্ষার সময় সে জলে ভরে ওঠে, ব্যাঙ ডাকতে সুরু করে দেয়, তেমনি যেন যৌবন। কোরান স্বীকার করে নিয়েছে মানুষ দুর্ব্বল কিন্তু মানুষ প্রকৃতই দুর্ব্বল নয়, নারী তাকে দুর্ব্বল কবে তোলে। নারী যেখানে শক্তির মত কাজ করেছে সে ব্রহ্মচর্য্য আজ কোথায়? পথের সীমানা যে ঠিক রাখতে পারেনা, সে খাদে পড়ে ও দুঃখ পায়। যৌবনের শষ্যক্ষেত্রে আমরা যদি সমাজের বেড়া না দিয়ে চলি তার কি রক্ষে আছে। পশুকে ভগবানের নাম নিলে, ধর্ম্মের দোহাই দিলে, কোন ফল হয়না। বেড়া তাই অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সম্পদ। ভগবানের অজুহাতে শষ্যক্ষেত্রকে ফেলে রাখলেও পশুতো শুনবেনা। ঈশ্বর হলেন অন্তর্যামী, মানুষ তার সেই অন্তরের ক্ষেত্র, কিন্তু পশু বাস্তবের বশীভূত। রাত্রের অন্ধকারে মানুষ যেমন চুরি করতে বেরোয়, সমাজের অন্ধকারে আমরা তেমনি চুরি

করতে বেরোই, আমাদের যা সামাজিক সম্পদ আছে গৌরব আছে। মানুষের সমাজে বেশ্যার একটা স্থান আছে, কিন্তু সে যদি আমাদের নারীত্বের আদর্শ হয়ে পড়ে, নগরের নটীকে মাথায় তুলে আমরা যদি নাচতে সুরু করে দি, ঘরের বৌ ঘরের মেয়ে যে সেখানে যেয়ে দাঁড়াবে, তার প্রলোভনে পড়ে ঘর ছাড়বে এ তো খুব সম্ভব। আগে মানুষের পয়সা হলে গরু ছাগলের মত একটা মেয়েমানুষ পোষবার সখ হত, গরু ছাগলের চেয়ে সে হয়তো ছোট না হতে পারে, কিন্তু হিন্দুর নারীর আদর্শ তো ঘরে, হৃদয়ে, বাইরে নাই।

চাকরকে পাস দিয়ে যেতে দেখে তিনি স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। সৌদামিনি দেবী ঘরে ঢুকে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন অসুখ করেছে কি তোমার?

'একটু বস কথা আছে'। পরমেশবাবু ধীর ও গম্ভীর ভাবে বললেন, দেখ তোমায় একটি কথা বলব মনে করেছি, সংসার তোমার, আমি ছিলাম নিমিত্তমাত্র, তোমার সংসারে পাছে অনধিকার চর্চ্চা হয়ে পড়ে তাই মনে করে বুড়ো বয়েসে তার কোন খোঁজই রাখতে চাইতামনা। সংসারের মূল উপাদান অর্থ তা তোমার আছে, তাই আমাকে না হলেও চলবে এই মনে করে একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম।—তোমার হাতে কোন পাত্রী আছে।

স্বামীর কথার কোন ভাব না পেয়ে সৌদামিনি দেবী বলে উঠলেন রোজ রোজ তোমার জন্য পাত্রী কোথায় পাব। অজিত বাবুর মেয়েটীর শুনেছি আজও বিয়ে হয়নি।

'একবার চেষ্টা করে দেখ'।

'তুমি নিজে তো একবার দেখবে'।

'কোন দরকার নেই তুমি দেখেছ সেই যথেষ্ট'।

'লোকে কি ভাববে। আর আমি তো মেয়ের বিয়ে দিতে যাচছি না'।

'তোমার ছেলে আজ আমার মেয়ের চেয়েও গলগ্রহ হয়ে উঠেছে'।

'কি বলবে ভাল করে বলনা ছাই' স্ত্রী মিনতি জানালে।

'তোমার ছেলে বন্ধু বান্ধব নিয়ে কাল মাছ ধরবার নামে একটি মেয়েকে সাথে করে বাগানে গিয়েছিল, দশ টাকা ছুইয়েও যখন মালীর মুখ বন্ধ হয়নি, তাকে ধরে মেরেছে, জানতো সে আমার বাবার আমলের চাকর'। 'ছেলে মেয়ের গায় আমি হাত দিতে চাইনা এ তুমি জান, কিন্তু সহ্যের অতীত হলে কি করব বল। যাদের নিয়ে, যাদের কর্ম্মকুশলতায়, বিশ্বস্ততায়, আমি গড়ে তুলেছি আমার সৌভাগ্য তাদের গায় ও হাত দেয়। ও আমার ঔরস জাত সন্তান হতে পারে, কিন্তু তারা আমার কর্ম্মপ্রসূত সন্তান, ব্যবসায়ের সন্তান। ফার্ম্মের তো ছেলে মেয়ে হয় না, তার কর্ম্মচারীই তার পুত্র কন্যা'।

'মুখ পোড়া আমার কাছে যেয়ে কি বলেছিল জান, যে সামান্য একটা মালীর জন্য আমায় ধরে মারা হল। চাকর বাকরে আর আমায় সম্মান করবে'।

'সম্মান আদাই করে নিতে হয় আচারে ব্যবহারে কার্য্য কলাপে। ভিখারীর সম্মান নিয়ে, সম্মানের ভিক্ষাবৃত্তি কি ভাল'?

'আমি ভাবলাম কি না কি করেছে। তুমি যখন মারছ তখন দোষ নিশ্চয়ই একটা করেছে, কিন্তু মুখ পোড়া যে গোল্লায় গেছে এ তো জানতাম না। এবার টাকা চাইতে আসুক'।

পরমেশ বাবু একে একে স্ত্রীকে সমস্ত কথা খুলে বললেন। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাই বাটীর লোকের সাহস ছিলনা তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে জাগিয়ে দেয়, কিন্তু জেগে উঠতেই যার যা ছিল সব শুনতে পেয়েছি! তুমি যেন আর রাগের মাথায় মারধোর করে দৈহিক ব্যবস্থা নিতে যেওনা। বড় হয়েছে বুদ্ধি যোগই প্রশস্ত।

'বলছিল আমি যদি বাবাকে মারতাম মান থাকত কোথায়। আমি কি বলেছি জান মেরেই দেখলে পারতে চাকর বাকর রয়েছে কিসের জন্য, তোকে শেষ করে ফেলত না'।

'ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। এখন যাতে ফেরে তার চেষ্টা কর। কথা শোনে ওরই ভাল, না শোনে ওর ব্যবস্থা ও দেখে নেবে। আমার দ্বারা অসতের প্রশ্রয় দেওয়া চলবেনা। সে দুর্ব্বলতা আমার নাই'।

'ওব বন্ধু বান্ধব বলতে সেই তো বিমল ছোড়াটা, তারও আবার মাছ ধবার রোগ আছে, সেই ওর মাথাটা খেলে। কত তোমাকে বলেছি হাভাতেব ছেলেকে ঘরে ঠাঁই দিও না ঘরে অলক্ষি ঢুকবে'।

'সে নয় গো সে নয়। এ সব বন্ধু বান্ধব আমি বেঁচে থাকতে এ বাড়ি ঢুকতে সাহস করে না। তাদের টিকি দেখাই দায়। বিমল তো এই দুঃখেই ওর সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে। সাবা জীবনে এক জনকেও বন্ধু বলে পাইনি এ তুমি জান, আব ওর বন্ধুর নামেব জন্য তালিকা রাখতে হয়। হতভাগা'।

'ছেড়েছে কোথায় ঐ তো সেদিনও এসেছিল'।

'আমি ডেকে পাঠিয়ে ছিলাম। দেখ সারা জীবনটা দুঃখ কষ্ট পেয়ে এ জীবনে আর দুঃখ সইতে পারবনা। সে সামর্থ আর নেই। তাহলে ওর কাছে প্রকৃতই মার খেতে হবে। ঠাকুরদা বেঁচে থাকতে টেপীদেব বাটী থেকে ঠাকুমা ধান ভেনে নিয়ে এলে তবে খাওয়া হত, এও চোখে দেখেছি। ওরা আমাদের সময়ে অসময়ে কত যে উপকার করেছে তা বাবা বেশ জানতেন। পরমেশ বাবু একটু থেমেই পুনরায় বলে উঠলেন, এতে যদি ছেলে ছাডতে হয় সেও ভাল, সর্ব্বস্ব দশের ছেলের জন্য দিয়ে যাব। পুত্রের ঘাড়ে চড়ে স্বর্গে যাবার লোভ আমার আর একটুও নেই। ওর হাত অপবিত্র ও হাতে জল দিলে তেষ্টা যাবে না'।

'তোমাকে কত বলেছি ওর বিয়ে দাও বিয়ে দাও, বিয়ে দিলে ও

কিছুতেই এতটা খারাপ হতে পারতনা'।

'এ তোমার ভুল। হয়তো দিন কতক খুবই ভাল থাকত, কিন্তু গোল্লায় ও যেত। ওর যখন সেই প্রবৃত্তি আছে সে বাঁধা মানত না। পরের মেয়েকে সুখের জন্য ডেকে এনে দুঃখ দিলে হয়তো ধর্ম্ম সইত না'।

'আমি জানি আমার ছেলে মরে গেছে এখন তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর'। সৌদামিনি কেঁদে ফেললেন।

পরমেশ বাবু বলে উঠলেন 'আমার এত কষ্টের বিষয় সম্পত্তি আমি চাই না ও নষ্ট করে দেয়। ও যে আমার বুকের পরে বসে যা খুসি করবে এ মরলেও আমি সইতে পারব না। ওর হাতে পড়লে ওর বন্ধু বান্ধবের প্রবোচনায় সবই দুদিনে উড়ে যাবে। আমার অবর্ত্তমানে হয়তো তোমাকেও রাস্তায় যেয়ে দাড়াতে হবে। সমস্ত সম্পত্তি আমি টাষ্ট করে ফেলেছি। তোমাকে তোমার মেয়েকে আর ছেলেকে ট্রাষ্টি করে গেলাম। তোমার মত ব্যতিত ওরা কেহ ট্রাষ্টি নিয়োগ করতে পারবে না, ওদের পরিবর্ত্তে, এবং নিজেরাও থাকতে পারবে না। বিক্রয়ের কোন অধিকার তোমাদের রইল না, তবে কোটের মত নিয়ে ন্যার্য্য দামে ক্রয় করতে পারবে। সম্পত্তির আয় হতে তুমি পাঁচশত টাকা, তোমার মেয়ে পঞ্চাশ টাকা, ও ছেলে একশ টাকা করে পাবে, বিয়ে কবলে ওর বৌ আর একশ টাকা করে বেশি পাবে। নগদ টাকা যা থাকল সবই তোমায় দিয়ে গেলাম, কিন্তু অনুরোধ করি আমার অবর্ত্তমানে তার যেন অসৎব্যবহার হয় না। নারীর বন্ধু বান্ধব অনেকটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়, আর তোমার বয়েস হয়েছে, এতদিন এক সঙ্গে ঘর করে এটুকু বিশ্বাস তোমায় আমি হয়তো করতে পারি। বাগানের মালিকে আমি কিছু আর দেব না, ওর মেয়ে দুটির বিয়ের সময় হাজার টাকা করে দিও। তবে এটুকুও বলে যাই ও ওর বুদ্ধিপোযোগী তোমাদের হিতাকাঙ্খী। ওরা অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়। বাবার নামে যে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিটি আছে তার সুবিধা

অসুবিধার পরে একটু নজর দিও। স্কুলের বাটীর জন্য যদি টাকা চায় ভাল বোঝ কিছু দিও। আর তোমার এই অযোগ্য স্বামীকে, বিয়ের দশ বৎসর ধরে যা শশুর বাড়ির জনে জনের মুখে শুনেছি, মৃত্যুব পর যে শাস্তি তুমি উপযুক্ত মনে কর তাই দিও।

পরমেশ বাবু আর কথা কইতে পারলেন না, সৌদামিনি দেবীও উঠে যেয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

৩৮

অনেকদিন হল বিমল পরীক্ষা দিয়ে গ্রামে এসেছে। সে যে পাস করবে এ সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হলেও তাব মূল্য যে কতটা হবে এটুকু নির্ণয় করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। সীতেশ হয়তো পাস করবে বিজয় হয়তো পারবে না। নীলিমার কথা মনে হতেই সে দুঃখ পেত। নীলিমা যে তার বোনের মতন। তার যদি কিছু খারাপ হয় সে যে তাদের বংশেব পরে এসে দাঁড়াবে। সে বৃন্তহারা ফুলের মতন মুসড়ে পড়ে। অনেক ভেবেচিন্তে সে দাদাকে একখানি পত্র লিখলে। এ যেন তার বিবেকের ডাক, সে কিছুতেই রুদ্ধ করতে পারল না।

বিশালপুর।

রবিবার।

প্রণামেষু;

দাদা আমি বিমল, তোমার ছোট ভাই। অনেক কাল তোমাকে কোন পত্র লিখি নাই কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ আজ আর বিবেকের স্রোত রুদ্ধ করতে পারছি না, তাই এই চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি; হয়তো অন্যায়

করছি, হয়তো এ আমার অনধিকার চর্চ্চা, আমার দুর্ভাগ্য, তবুও তুমি বড় ভাই তোমায় অনুরোধ করি আমায় ক্ষমা কর।

নীলিমা বলে তোমাদের বাটিতে যে মেয়েটি এসে আছে, তাকে একটু সাবধানে রেখ। চিড়িয়াখানার বাগের মতন খাঁচায় পুরে রাখতে বলছিনা, তবে একটু চোখে চোখে রেখ। ও যেন একটু খারাপ হয়ে পড়েছে। যত শীঘ্র পার ওর বিয়ে দিয়ে দাও। ওকে একলা কোথায়ো যেতে দিও না। ঈশ্বর মঙ্গলময় তিনি সুখেরি সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু দুঃখের আমরাই সৃষ্টি কর্ত্তা।

বিবাহ মানুষের জীবনের ধর্ম্ম, দেহিক নিষ্টা, জৈবিক সত্বা, ও হৃদয়ের প্রতিষ্টা, তাকে দেহের দেব মন্দিরে না নিয়ে যেয়ে প্রবৃত্তির শশ্মানে প্রেমের মশাল জ্বেলে টেনে নিলে সে কি ভুল হবে না? বিবাহ আইনের চিড়িয়াখানা নয় যে সমাজ চেয়ে থাকবে। প্রেম প্রতারণা নয় সাধনা। সে দৃষ্টি নয় সৃষ্টি। সে কামনা বাসনা প্রসূত হলেও কুসুম মাত্র। দেবতার আগমনের জন্য মানুষকে যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সংযত শুদ্ধ থাকতে হয়, আরাধনা করতে হয়, বিবাহ কি তা আশা করে না?

মানুষ দেবতা হয়েছে বিবাহের মধ্য দিয়ে, তাই দেবতারা সকলেই বিবাহিত।

প্রনাম জেন ও প্রনাম দিও।

ইতি

প্রণতঃ

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্রের উত্তরে সে দাদার কাছ হতে যা পেল তা পড়তে পড়তে সে কেঁদে ফেলল।

ডিয়ার বিমল বাবু;

আপনার অভদ্রোচিত, অযাচিত ও অমানুষিক পত্র পাঠে আমরা

মর্ম্মাহত হয়েছি। মায়া যে কেন আপনাদের ছায়া মাড়াতে চায় না তা এতদিনে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। আপনারা আজ ভদ্র সমাজের অনুপযুক্ত। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় রাখতে আমাদের আত্ম সম্মানে বাধে। আজ নীলিমা কাল হয়তো মায়া পরশু হয়তো আমায় নিয়ে টানাটানি হতে থাকবে ও আক্রমন চলবে। এ সব আলোচনা যাতে একেবারে বন্দ হয় তার ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

নীলিমা সম্বন্ধে তুমি যে সাবধান বাণী পাঠিয়েছ সে ইতরতায় প্রশ্রয় দিতে আমি চাই না। সব চেয়ে বড় আশ্চার্য্যের কথা তাকে তুমি কোথায় পেলে? তোমার এই উপকথা পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি করলেই খুব সুখী হতাম। অনুগ্রহ করে আজ হতে আমাদের এতখানি শুভাকাঙ্খী আর হতে যেও না। ইতি শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিতাকে সামনে দেখতে পেয়ে বিমল মাথা উচু করে চাইলে। রাম তারন বাবু গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন 'এ চিঠি তুমি লিখেছিলে'?

বিমল পিতাকে এতটা ক্রুদ্ধ হতে জীবনে কখন দেখেনি, সে মাথা নত করে বললে হ্যাঁ।

'তোমাকে এ চিঠি লিখতে কে বলেছিল তোমার মা' তিনি জানতে চাইলেন।

'আজ্ঞে না'।

'তুমি যে এত দূর অধঃপাতে গিয়েছ এ আমি জানতাম না। সে আমার ছেলে তোমার ভাই। আমার সঙ্গেই সে যখন সম্পর্ক তুলে দিয়েছে তুমি সেখানে কি নিয়ে যেয়ে দাঁড়াও'?

'আমার অপরাধ হয়েছে'।

'এ অপরাধ তোমার মা ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু তুমি আমায় আজ যা অপমান করেছ'—

ভবতারিনী গোলমাল শুনে তাড়াতাড়ি এসে পড়তেই জিজ্ঞাসা

করলেন কি হয়েছে ?

চিঠি দুখানা স্ত্রীর দিকে ছুড়ে দিয়ে স্বামী বলে উঠলেন এই দেখ তোমার গুণধর পুত্রের কীর্ত্তি।

মাতা পত্র দুখানি পাঠ করে রাগ সামলাতে না পেরে পুত্রের গণ্ডে চপেটাঘাত করে বলে উঠলেন 'এ ভাবে আমায় না মেরে ফেলে তোরা আমায় বলি দিলেই পারিস। আমিও বাচি তোরাও বাঁচিস. তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। রাম তারণ বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিমল রাত্রে শুয়ে শুয়ে মাকে সব কথা বললে। ভবতারিনী পুত্রকে বড় কোনদিন অবিশ্বাস করেননি আজও করতে পারলেন না, তবে সে যে ঐ সব সংসর্গের মধ্যে যেয়ে পড়েছে এর চিন্তায় অধীব হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

৩৯

দিন যেন আর কাটতে চায় না। বিমল চেয়ে দেখে পিতার কত কষ্ট। বয়েস যতই বাড়ছে আয় যেন ততই আঁড়ি করে কমতে সুরু করে দিয়েছে, অথচ খরচ বাড়ছে। সে তার আর পড়বার খরচের বোঝা পিতার উপর চাপাতে ভয় পায়। সে জলপানি পেয়েছে, না পেলেই যেন ভাল ছিল তাকে আর পড়তে হতো না। অনেক ভেবে চিন্তে টিউশানি রূপ ক্ষুদ্র তরনীকে সম্বল করে সে শিক্ষারূপ বিরাট সমুদ্রের তীরে এসে দাড়াল। দরিদ্র প্রতিদিনই আত্মহত্যা করছে, গলায় দড়ি দিলেই কি সে বেশি অপরাধী হয়ে পড়ে ? সামান্য দড়িকে এতটা সম্মান করতে সে তো কখনও দেখেনি তবে যজ্ঞ উপবীতের আজ মূল্য নেই কেন ? হাইকোর্টের

আরদালী গুলো যখন যজ্ঞ উপবীতের মতন তাদের লাল ধড়াটী বুকে চড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমাদের দেশের অতি শিক্ষিত, অতি মাজ্জিত, অতি বুদ্ধিমান শ্রেণীর বিলাত ফেরতেরা তাদের ধরে মারে না কেন। হাইকোর্টের আইন লাইব্রেরীতে তো এ ধরনের জীবের অভাব নেই। বিজয় একদিন বলেছিল কোথায় লাগে তোর ঘরের বৌ; বেশ্যার মতন মাজ্জিত ও মিষ্টি কথা বলতে এ জগতে কেউ পারে না? সেই কি তবে আমাদের আদর্শ। যে আদর্শের বিনিময়ে রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সঙ্গে বন্ধুতা করেছিলেন এবং শম্বুক চণ্ডালকে তার অবর্ণচিত আচরণের জন্য হত্যাও করেছিলেন। এর মধ্যে ভাববার কিছুই নাই? রামচন্দ্রকে আমরা পূজা করি, কিন্তু বিলাত ফেরতার দলকে আমরা ভয় করি, যেহেতু সে বিদেশীর কর্ম্মপুত্তলিকা মাত্র। স্বাধীনতা হয়তো আসবে, কিন্তু তা রক্ষা করবে কে? জনতার স্বাধীনতা নিয়ে জাতি দাড়িয়ে থাকে এগোতে পারে না। জনতার একটি ক্ষেত্র আছে সে খুবই সীমাবদ্ধ, তাকে অসীম করে তুলতে দিলেই বিপদ বাড়ে। জনতাকে আর্থিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছু চর্চ্চা অর্থাৎ মানসিক নৈতিক কি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা দিলেই জাতি পিছিয়ে পড়ে। জনতার আহারের দাবি আছে, তাকে উপোস করে রাখবার ক্ষমতা কারো নেই, কিন্তু তার হাতে জাতির প্রতিষ্ঠা হয় না, সম্পদ বাড়ে না। জনতা দেহকে কেন্দ্রস্ত করে, সে জাতির দেহ, কিন্তু ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। আমি যেমন জনতার মধ্যে আমি তেমনি জনতার বাহিরে। আইন ও শৃঙ্খলার অজুহাতে আমরা যেমন অনেক কিছুই করি, তেমনি জনতার অজুহাতে আজ হয়তো জনতাকে পদদলিত করে চলেছি। জনতা চায় সুখ, দুটো খেতে পরতে ফুর্ত্তি করতে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের জাগরণ আসে দুঃখের মধ্য দিয়ে। ঈশ্বর এক; এই একের মধ্য দিয়ে আমরা খুঁজেনি আমাদের ধর্ম্ম। কর্ম্ম ধর্ম্মের অবয়ব মাত্র। জনতার রঙ্গমঞ্চে যারা

বীরত্বের অভিনয়ে নামেন, তারা ভুলে যান, যে জনতা আজ যার পিছনে কাল তার সামনে এসে দাঁড়াবে। জনতা খুবই স্থুল সুক্ষ নয়। জনতা আজ যাকে মাথায় করে নিয়ে চলেছে কাল তাকে পায়ে দলে যায়। এ জনতার স্বভাব। পশু যেমন পোষ মানতে চায় না তেমনি জনতা। আমাদের জীবনে জনতার মোহ এত বেশি যে প্রকৃতই দুঃখের। জনতার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে কত মহৎকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে তার শেষ নাই। জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলে যারা লাভবান হতে চান তারা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেরাও বধ্য হন। জনতার দেশে বিজেতার ভূমিকায় দেশপ্রেমের ব্যবসায়ে অনেকে লাভবান হলেও সেই আত্মঘাতী ব্যবসা ভাল নয়। শিক্ষা যেমন জনতার প্রশ্ন তেমনি ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন। জনতার ধর্ম্ম নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে, ব্যক্তিত্ব বেঁচে থাকতে পারে না। জনতার প্রকোপে পড়ে কত রাজ্য কত দেশ উড়ে গিয়েছে এ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। জনতা শক্তিমান তবে তার শক্তিকে যদি অহিংসার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা না হয় সে অনেক ক্ষেত্রেই রক্ত ক্ষয় এড়াতে পারে না। কোন প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে অহিংসা তার মূল মন্ত্র, অহিংসা হৃদয়ের মল মূত্রকে বার করে দিয়ে হৃদয়কে পরিষ্কার করে।

কলকাতায় এসে বিমল আবার ভর্ত্তি হয়ে গেল। টিউশানি একটি যোগাড় করলে কিন্তু তিন মাস খেটেও যখন একটা পয়সা পেল না তখন দিলে ছেড়ে। হোষ্টেলের ছেলেরা দল বদ্ধ ভাবে যেয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে তার সে টাকা আদাই করে আনে। খবরের কাগজ দেখে রোজই সে দরখাস্ত লিখে, নিজে পায়ে হেঁটে যেয়ে ফেলে আসে কিন্তু উত্তর আসে না।

সেদিন সকালে উঠেই সে একখানা চিঠি পেলে, সেটুকু তাকে এক ভদ্রলোকের সহিত দেখা করবার অনুমতি দিয়েছে। মানুষ মানুষের সঙ্গে দেখা করবে তারও কত বাঁধা বিপত্তি। চিঠিখানা সে যত্ন করে তুলে

রেখে দিলে। রাত্রে ভাল করে ঘুমাতে পারেনি। পরদিন প্রাতে সে অজানিতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লে। নম্বরটী দেখে বাটীতে ঢুকে পড়তেই দরোয়ান ভদ্রলোক খৈনি মলতে মলতে জিজ্ঞাসা করলে 'কিয়া হ্যায় বাবু'।

বিমল থত মত খেয়ে বললে তোমার বাবুর সঙ্গে দেখা করব, এ চিঠি দেখ।

'হামারা বাবু। কোন বোলায়া হ্যায়। ও আমি বুঝেছি এক তালা পর চড় যাও।'

'আরে ওটী যে দোতালা হল'।

'আরে যাওনা বাবু। সে খৈনিটী মুখে পুরে দিয়ে বললে আচ্ছা তোম বৈট হ্যাম বন্দোবস্ত করতা হ্যায়'।

সে ঘুরে এসে বললে 'বাবু তোমাকে বৈটনে হোগা সাহেব টিমে আছে'। বিমল বসে পড়ল।

একটু পরেই উপর থেকে ডাক আসতে বিমল উঠে গেল। দরজাটী খুলে সে ভিতরে ঢুকতেই যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। নিজের ইনটারভিউ কার্ডটি সে ভদ্রলোককে এগিয়ে দিলে। আগন্তুকের আপাদ মস্তক লক্ষ্য করে চাটুর্জ্জে মহাশয় মনে মনে ভাবলেন এ চুরি টুরি করবে নাতো, জামা কাপড়ের দশা দেখ, জুতো জোড়া তালি অভাবে পিলে বের করে দিয়ে বসেছে, তিনি অনুপায়ে দরখাস্তের ফাইলটী খুলে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনি পড়াতে পারবেন তো'?

'আজ্ঞে চেষ্টা করব'।

'চেষ্টা ফেষ্টা চলবে না পড়াতে হবে। আগে কোথায়ো আর পড়িয়েছেন'।

'খুবই অল্প'।

'সারটিফিকেট আছে'।

'চাইতে লজ্জা পেয়েছি'।

'ওগো তুমি বলেছিলে যে আজকে একটু বাজারে বেরোবে' কথাটি শ্রুত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিমল চেয়ে দেখলে সে নীলিমা। সে হতবম্বের মতন কি করবে কি বলবে ভেবে না পেয়ে 'আমায় মাপ করবেন' বলেই হাত দুটি জোড করে তড়িৎবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, এবং লাফ দিতে দিতে সিড়ি গুলো পার হয়ে এসে রাস্তায় দাড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে চললে। দরোয়ান তাকে এই ভাবে বেরিয়ে যেতে দেখে চোর চোর বলে পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে যেয়ে ধরে ফেললে, এবং হাত ধরে টানতে টানতে রাস্তার পর দিয়ে নিয়ে আসতে লাগল। লোক জমে গেল। সবাই শুনলে যে, সে চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিল তাই তাকে ধরা হয়েছে। টিটকারি ও তিরস্কারেব মধ্য দিয়ে তার পিটে গালে উত্তম মধ্যম পড়তে সুরু কবে দিলে। এক কোট প্যাণ্ট ধারী বিমলকে একটা জুতোর টোক্কর দিয়ে বলে উঠলে 'ইসি আসতে বাঙ্গালী জাতি ভুখা মরতা হ্যায়'। একজন বদ্ধিষ্ট ব্যক্তি তার মধ্য থেকে বলে উঠলেন 'চোর তো, কিন্তু চুরিটা কি করেছে'? বিমলের জামা কাপড়ের মধ্য থেকে বারো আনার পয়সার বেশি বেরিয়ে এলোনা। পাড়ার ছোট বড় সমস্ত চুরিকে অবলম্বন করে চারিদিক দিয়ে তার পরে আক্রমণ চলতে লাগল। গণ্ডগোল বাটীর ভেতর আসতেই সত্যবান চাটুর্জ্জে উপর থেকে দেখে নিচেয় নেমে এলেন। নীলিমাও সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। জনতার মধ্য হতে একজন বলে উঠলে 'একে কি করবেন পুলিসে দেবেন তো। চেহারা দেখলে ভদ্র ভদ্র বলে মনে হয়, কিন্তু বেটা একনম্বরের চোর'। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আগন্তুকের পরে একেবারে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার অমন স্ত্রীকে দেখে যে পালায় সে চোর ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না। নীলিমা পেছন হতে স্বামীর হাত দুটি ধরে বললে 'ওগো ওকে ছেড়ে দাও ও তোমার কিছুই চুরি করেনি'।

'তুমি যেমন, এতগুলো লোক সব মিথ্যা কথা বলছে'।

'আমি বলছি করেনি। ভদ্রলোকের ছেলেকে কেন বৃথা জেলে দেবে'।

'তুমি একটু উপরে যাও তো' স্ত্রীর হাত হতে মুক্ত হয়ে স্বামী সরে দাড়ালে। পুলিসে দেওয়া সাব্যস্ত করে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপরে যেয়ে পুলিসকে টেলিফোন করে দিয়ে নেমে এলেন। নীলিমা প্রাণহীন প্রতিমার মত দাড়িয়েছিল। এমন সময় বিনয়কে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখে সত্যবান এগিয়ে যেয়ে পায়ের ধুলো নিযে জিজ্ঞাসা করলে 'দাদা কি মনে করে'? নীলিমাও এসে পায়ের ধুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'দিদি কেমন আছে'?

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে ভিড় কিসের।

সত্যবান উত্তরে বলে উঠলে 'একটা ছোকড়াকে ছোট ভাই এর জন্য ইনটারভিউ দিয়েছিলাম হঠাৎ ইনটারভিউ দিতে দিতে কি খেয়াল হল চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিল এরা সব ধরে ফেলেছে'।

'এভাবের চুরি আজকাল বাড়ছে' বিনয় এগিয়ে যেয়ে বিমলকে দেখে একটু থত মত খেয়ে ঘৃণায় মুখ খানি ফিরিয়ে নিয়ে চলে এল।

নীলিমাকে আড়ালে ডেকে সে দুচারিটি কথা বলেই বেরিয়ে পড়ল। ফেরবাব পথে সে শুনলে বিমল বলছে 'দাদা আমি চুরি করিনি এরা আমাকে জোব কবে ধরে এনেছে' পাড়ার এক পালোয়ান ছেলে বিমলের গালে এক বিরোয়াশি ওজনের চড় তুলে বললে 'দাদা, বেটার সম্পাক পাতান হচ্ছে'।

অপর একজন ভদ্রলোক বললেন 'কি আপনাদের চুবি গিয়েছে সেটা একবাব দেখুন।'

সত্যবান নীলিমাকে দেখতে বললে। নীলিমা পারব না বলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দাড়িয়ে রইল।

'কর্ত্তার চেয়ে গিন্নী বড়' ভিড়ের মধ্য হতে শ্রুত হল।

'আরে দেখতে মন্দ কি। যাতায়াত হয়তো আছে সে কর্ত্তা কি করে জানবে'।

নীলিমা রাগে অভিমানে স্বামীর হাতটী ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যেয়ে বললে 'শুধুশুধূ একটি ভদ্রলোকের ছেলেকে কষ্ট দিয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে। লোককে বাড়িতে ডেকে এই সব কাণ্ড'।

'তুমি চুপ করতো' স্বামী উত্তর করলে।

পুলিস এসে বিমলের নাম ঠিকানা, কোথায় থাকে কি করে সমস্ত লিপিবদ্ধ করে দরখাস্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কিছু না পেয়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লক্ষ্য করে বললে এই হোষ্টেলটায় একটী টেলিফোন করে দেখুননা কি ব্যাপার। সব ঠিক ঠিক বলেছে কি না। টেলিফোনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের দলে গৃহ প্রাঙ্গন ভর্ত্তি হয়ে যেতে লাগল। চার পাঁচজন ছাত্র ট্যাক্সি করে প্রথমেই এসে পড়েছিল। পুলিস সে যেন ছাত্রজীবনের একটী আনন্দ, তার নাম শুনলে ছাত্রেরা সবাই এক। এই একতাই ছাত্র জীবনের মহা সম্পদ। বিমলের অবস্থা দেখে একটি ছাত্র এগিয়ে যেয়ে বলে উঠলে, মহাশয়দের মারামারি করতে হয় আমাদের সঙ্গে আসুন। ও নিরীহ গোবেচারীর পরে বীরত্বের বড়াই ভাল না। ভাব দেখে অনেকেই সরে সরে দাঁড়াল।

কথাগুলো চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কানে যেতে তিনি বলে উঠলেন 'আপনারা ওকে চুরি করতে সাহার্য্য করছেন আপনাদেরও পুলিস এ্যারেষ্ট করতে পারে জানেন।'

ছেলেরা বলে উঠল 'রাখুন রাখুন মহাশয় পুলিসের ওকালতি'।

একটি ছেলে বললে কি চুরি করেছে আপনার।

'আপনারা চোরকে জিজ্ঞাসা করুন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর দিলেন'।

'চুরি করলে আপনার জিজ্ঞাসা করব চোরকে। বেশ ভদ্রলোক'।

জনতার মধ্য হতে একজন বলে উঠলে 'সে ওর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন' ?

পুলিসের 'এসিষ্ট্যাণ্ট সাব-ইনেসপেকটার অর্থাৎ আমাদের জমাদার বাবু একটু মেজাজ চালে বলে উঠলেন 'তোমরা এ আসামীকে চেন'।

'ভদ্রভাবে কথা বলবেন মহাশয়' ছাত্রদের মুখে ফুটে উঠল।

'কেন পুলিস সাহেবের ইয়ারকি হচ্ছে নাকি'। জনতার মধ্য হতে একজন বললে।

'আপনি ওকে আসামী বলবেন না' অপর এক ছাত্র অনুরোধ করলে।

'কোন আফ্রিকার জঙ্গল থেকে ধরে আনা হয়েছে রূপেও যেমন গুনেও তেমন' জনতার মধ্য হতে শোনা গেল।

অগত্যা জমাদার সাহেব মেজাজটা একটু শান্ত করে, গলার কর্কশ ভাবটা এড়িয়ে বললেন 'একে চেনেন'।

'অবশ্যই' ছাত্রেরা উত্তর দিলে। 'এর বাবা ডাক্তারি করেন নাম ঠিকানা এই'।

উত্তর এল আজ্ঞে।

পুলিসের জমাদার সাহেব তখন আসামীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনার আয় কত' ?

'বাবা গত মাসে কুড়ি টাকার মতন পাঠিয়ে দিয়েছেন'।

'তাতে আপনার চলে কি করে' ? জমাদার বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'মহাশয় আপনার চলে কি করে' একটি ছেলে বলে উঠলে 'মাইনে তো পান তিরিশ টাকা, সঙ্গে একটি মাগ নিশ্চয় আছে সাঙ্গপাঙ্গ আছে কি না সে ভগবান জানেন'।

একজন ছাত্র বলে উঠলে 'ভাই মেজাজ দেখনা। পুলিসের চাকরি করলে কি ভদ্রভাবটাও রাখতে নাই। যে যত অভদ্র সে তত নাকি

কর্ম্মদক্ষ। কলেজে তো শুনি কোর্ট হ'তে যতক্ষণ মানুষকে দোষী সাব্যস্থ না করা হবে সে এ জগতে কারো চেয়ে কম নির্দ্দোষী নয়। অথচ আসামী চোর এ সব কি'?

জনতার মধ্য হ'তে একজন ব্যাঙ্গোক্তি করে বললে 'পুলিস না ফুলিস'।

জমাদার বাবুর টনক নড়ে উঠল তিনি বললেন 'রামদিন দেখতো কোন হ্যায়'।

'আর কোন হ্যায় তোম হ্যায়' ছাত্রের দল হেসে উঠলে।

জমাদার বাবু ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন 'আপনারা এর জামিন হবেন'।

সকলেই বলে উঠলে 'হব'।

'আপনাদের কলকাতায় বাড়ি আছে ট্রেড লাইসেন্স আ'ছে?

'যুক্ত কণ্ঠে উত্তর এল আজ্ঞে না'।

'তবে কাউকে ডেকে আনুন জমাদার বাবু বললেন'।

'কিন্তু কি চুরি করেছে সেটা কি জানতে পারি'।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অগত্যা বলে উঠলেন 'আমার ঘড়িটি আজ দুদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছি না'।

কথাটি নীলিমার কানে যেতেই সে বেরিয়ে এসে বললে বেশ লোক নিজে হারিয়ে ফেলে পরকে দোষী করতে চাও'। 'তুমি চুপ করো না ছাই' স্বামীর উক্তিতে সকলে অট্টহাস্যে হেসে উঠল। ছেলেদের মধ্যে একজন বলে উঠলে রমেন তো এ পাড়ায় থাকে, তার বাবা তো নূতন বাড়ি করেছেন শুনেছি, বিমলদা তো তার মেয়েকে সেবার কতদিন পড়িয়েছিল একটি পয়সা নেয়নি, ভদ্রলোক এ উপকারটুকু করবেন না।

'চলতো দেখি' ট্যাক্সি নিয়ে চার পাঁচজন ছেলে বেরিয়ে গেল। রমেন বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে কাগজ পড়ছিল তাকে দেখেই ট্যাক্সি হতে নেমে

একটি ছেলে তার পিট চাবড়িয়ে বললে 'তোর বাবা কোথায় বলতো'।

রমেন হাসি মুখে বললে 'ভেতরে'

'চলনা একবার'।

'ব্যাপার কি সকাল বেলায়'।

রমেনের পিতা মন্মথ বাবু ঘটনাটি শোনবা মাত্রেই সাটটি গায় দিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। তাকে দেখে জমাদার সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন 'আপনি এখানে স্যার'।

'জামিন হতে হবে।'

বিমলের দিকে চেয়ে জমাদার সাহেব জিজ্ঞাসা করলে 'একে চেনেন আপনি'

'ভাল ভাবেই চিনি'।

'ইনি এই ভদ্রলোকের জীনিষ চুরি করেছেন'।

'এ সব ব্যাপার কি' তিনি ছেলেদের দিকে চাইলেন।

'ব্যাপার কিছুই নয় অতি সরল। আপনি জামিন হতে চান হন্ না হয় আমরা অন্য ব্যবস্থা করছি'।

'না বাবু এ সব চোরাই ব্যাপারে আমি নাই। এ জগতে মানুষ চিনে নেওয়া দেখছি বড্ড কঠিন। মন্মথ বাবু বিমলের দিকে চেয়ে বললেন 'আরে ছোড়া তুমি টিউশানি করবে আমায় বললে না কেন'?

'আপনাকে বললে ট্রাম ভাড়াটাও তো বাড়ি থেকে এনে খরচ করে মাসের শেষে শুন্য হাতে ফিরতে হবে'।

একজন ছাত্র এগিয়ে এসে অপর ছাত্রকে বললে ভাই আমার খুড়তুতো ভাই এর দোকান আছে পচিশ টাকা ট্রেড লাইসেন্স দেয় পুলিসকে জিজ্ঞাসা কর হবে কি না।

জমাদার সাহের উত্তর দিলেন 'বেশ নিয়ে আসুন। জামিনদার এলোনা, তবে ছেলেটি বাটি থেকে ফিরবার মুখে দুশ টাকা পকেটে করে

ফিরলে এবং ছাত্রেরা সবাই মিলে আর একশ টাকা যোগাড় করে জামিন দিলে।

'এই টাকায় একে জামিন দেবেন'। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন।

'সামান্য কেস তো।' মন্মথ বাবু বললেন।

বিমল জামিনে খালাস পেল।

৪০

দুপরে নীলিমা শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। মায়াকে ঘরের মধ্যে দেখে সে বিছানা থেকে উঠে পায়ের ধুলো নিলে।

'কেমন আছিস, মায়া হাস্য কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে।

'ভালই আছি'।

'তোদের বাড়িতে নাকি আজ চুরি হয়ে গেছে'।

'ও দাদাবাবু বলেছেন বুঝি' নীলিমা হাসলে।

'তাইতো শুনলাম'। মায়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুনরায় বলে উঠলে 'কত লোকের সর্ব্বনাশ করে মুখপোড়া শেষে কিনা এখানে চুরি করতে এল, পুলিসে দিয়েছিস্ তো শুনলাম'।

'হ্যা,

'শেষে এই ভাবে মুখ পুড়িয়ে ছাড়লে। আর মুখ দেখাব কি করে। তরুর বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা সব ফাঁক হয়ে গেছে। এতো পাপের কথা নয় পুণ্যের কথা বাসি হলেই ফলে। এ সব আমি জানতাম। একি আর নূতন।— তোদের কাছে নূতন'।

'কি বলছ দিদি' ?

'সত্যি কথাই বলছি। অমন ভাই এর মুখ দেখতে আছে'।

'কে কার ভাই,।

'ওরে তোর দাদা বাবুর। ও ছোড়া যে তোর দাদা বাবুর ভাই। আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে'।

বিমল বাবু বিনয় দার ভাই তুমি ঠিক বলছ দিদি নীলিমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'তুই কি আজ জানলি ও মুখপুড়ি'।

'সত্যি বলছ দিদি, তাই বুঝি দাদাবাবু এসেই চলে গেলেন, বসতে বললাম বসলেন না'।

'শেষে পুলিসে ওকে নিয়ে টানাটানি করুক'।

নীলিমা তাড়াতাড়ি পাসের ঘরে ঢুকে সত্যবানকে জাগিয়ে বলে উঠল' ওগো শুনছ ও চোর না জামাই বাবুর ভাই'।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে সকাল বেলা থেকে দেখছি এই এক ভাব'।

'দিদি এসেছে দিদিকে জিজ্ঞাসা কর' নীলিমা স্বামীকে কথাকটি বলেই বেরিয়ে গেল।

মায়া ঘরে ঢুকতেই সত্যবান নেমে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'কি খবর দিদি'।

'খবর তো তোমাদের কাছে। আমি কত দিন ধরে তোমার দাদাকে বলে আসছি, ছোকড়া সুবিধার নয়, ও সব করতে পারে, কিন্তু কে জানে ভাই এ ভাবে মুখ পোড়াবে। পুলিস কি বলে সাজা হবে তো'।

'কি চুরি করেছে বোঝা তো গেলনা তবে টাকা দিয়ে কেসটা ভাল করে লিখিয়ে দিয়েছি, দেখি কি হয়'।

'বেশ করেছ এখন জেল খেটে মরুক। শুনছি ওর মার গায়ের

গহনা গুলো পর্য্যন্ত চুরি করে এনে বাবুর ফুর্ত্তি চলেছে, পাছে আমরা কিছু অংশ পাই'।

নীলিমা ঘরের মধ্যে ঢুকে বলে উঠল 'যাতা বলোনা দিদি ধর্ম্মে সইবে না'

'আমাদের কথার মধ্যে তোকে কে কথা বলতে বললে'।

'তাই তো' বলেই নীলিমা চলে গেল। মায়া ভ্রূভঙ্গি করে বললে 'ওর এখন চাঁদের সঙ্গে জোনাকির তুলনা। মেয়ের আমার দরদ যেন বেয়ে পড়ছে'।

'সকাল থেকে ঐ এক রকম ভাব দিদি'।

'পাগলি একটা'। মায়া হাসলে।

'জীবনের একটা নীতি তো আছে, চুরি করেছে সাজা দেব তা না এ সব কি। তোমরা তার আপনার জন তোমরাই যদি তাকে বিশ্বাস করতে না পার আমরা কি করে বিশ্বাস করব বল। দাদা একটি কথাও না বলে চলে গেল'।

'ছেলে মানুষ একটা কিছু হক তখন দেখবে সব চুপ করবে। শুন্য কোল কি ভাল লাগে ভাই'।

মায়া সেদিনের মত বিদায় নিলে, যাবার সময় নীলিমাকে বলে গেল চললাম রে সময় পাস্ তো একদিন যাস্।

সত্যবান ভাবতে লাগল নীলিমার দরদ খুবই স্বাভাবিক, যেহেতু সে বিনয়দার ভাই। বিনয়দা না বসেই চলে গেল, কিছু তো মনে করেননি, হাজার হক ভাই তো। লোকটি হয়তো চুরি করেনি, কিন্তু এতগুলো লোক মিথ্যাকথা বলবে। নীলিমার কথা তার মনে পড়ল যে জগত শুদ্ধ লোক এসে যদি বলে তোমার নূতন দুটো হাত গজিয়েছে তা তুমি বিশ্বাস করবে। সত্যই তো জগতের তো কতক গুলি বাঁধা ধরা নিয়ম আছে, যা উল্টাতে পারে না বদলায় না। সে পুনরায় বিছানায় শুয়ে পড়ল।

৪১

রাত্রে নীলিমাকে নিয়ে সত্যবান বড় বিপদে পড়লো, সে যতই তাকে শোবার অনুরোধ জানায় ততই সে সরে যায়। নীলিমা স্বামীকে বলতে লাগল 'আমরা কেন শুধু শুধি দিদির হয়ে পরের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব। দিদির তারা শত্রু হতে পারে কিন্তু আমাদের তো কোন অপকার করেনি। দিদির শত্রুতার বোঝা বহে অমরা কেন মরতে যাব। লোকে কি বলবে হাজার হক এক পেটের ভাই তো। ভদ্রলোক আমায় দেখে তোমার এখানে চাকরি করতে পারবেন না বলে চলে যাচ্ছিলেন তোমার চাকর বেটা অমনি তার পেছনে পেছনে চোর চোর করে ছুটল। দেখতে না দেখতে রাজ্যের লোক জড় হয়ে গেল'।

'কিন্তু দিদি তো বলে গেল অনেক গুনই আছে'।

'তুমি দিদির কথাই বিশ্বাস কর আমি তো কেউ না'।

'লোকটা বেশ ছিল তোমাকে দেখেই যেন বিগড়ে গেল। বিয়ে থা করেছে'?

'আমায় যখন বিশ্বাস করোনা, দিদির কাছে জানতে পাঠাও'।

'কে বললে বিশ্বাস হয়না। বল কি বলবে তুমি'।

'এতক্ষনে বাবুর জ্ঞান হল'।

'জ্ঞানের আধার হলে তোমরা, জ্ঞান না দিলে কোথায় পাব'। স্বামী স্ত্রীর অধর স্পর্শ করলে।

'যাও আর জ্বালিও না'।

'এখন শোবে চল'।

'আমার গায়ে হাত দিওনা' নীলিমা স্বামীকে ধাক্কা মারলে।

'সত্যবান স্ত্রীর ভাব দেখে বলে উঠলে তোমায় কিন্তু কোর্টে যেয়ে সাক্ষি দিতে হবে। পুলিশ যা বলবে সেই মত বলবে'।

'তোমার মুখ তাতে খুব উজ্জ্বল হবে, বৌকে টেনে নিয়ে কাটগড়ায় দাড় করাবে। নীলিমা পুনরায় বলে উঠলে দিতেই যদি হয় যা সত্যি তাই বলব। তোমরা জোর করে ভদ্র লোককে চোর বানাতে চাও'।

'তবেই হয়েছে! এই স্বামী বেচারীকে ভুগাবে দেখছি। তোমার সাক্ষি কি হাকিম ফেলতে পারবে ভেবেছ। মিথ্যা মামলার দায়ে একেবারে ছয় মাস। স্বামী স্ত্রীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে নাও হয়েছে এখন শুয়ে পড়। নীলিমা চুপ করেই বসে রইল। সত্যবান মন্ত্রপাঠ করতে লাগল নারী সত্য জগত মিথ্যা নারী সত্য জগত মিথ্যা, বেটা শঙ্করকে একবার পেলে হত।

নীলিমা স্বামীর ভাব দেখে বলে উঠল আমার ঘুম পায়নি তোমার পেয়ে থাকে তো শুয়ে পড়।

'শুয়েই যদি ঘুমিয়ে পড়বে তো ঝগড়া করবে কে'?

'মানুষের গায়ে জ্বালা ধরলেই ঝগড়া করে'।

'আমায় জল ঢালতে দাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে'। স্বামী বলে উঠল। স্ত্রীর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে সে পুনরায় বলে উঠল, 'ওঠ তো এখন জামা কাপড় গুলো খোল, জেল খানার কয়েদির মতন বেচারীদের কেন কষ্ট দিচ্ছ। প্রাণটা যে হাঁপিয়ে উঠল। আমি কিন্তু ঠিক বলছি রাগ না থামলে এক বালতি জল ঢেলে দেব গায়'।

'তা তুমি পার। কিন্তু আমার মন ভাল নেই আমায় আর জ্বালিও না'।

'যাতে মন ভাল হয় তার ব্যবস্থা করছি এখন শোও তো'?

নীলিমা উঠে খাটের এক কোনে যেয়ে বসলে।

'স্বামী জিজ্ঞাসা করলে আবার কি হল'?

'তুমি শোওনা।

'তুমি শুলে তবে তো আমি শোব। নইলে সারারাত্রই হয়তো এই ভাবে কাটিবে'।

'আমি শোবনা'।

'তবে সারা রাত্র ধরে সেই পর পুরুষের ধ্যান কর'।

'বেশ করব বলেই নীলিমা থেমে গেল। নীলিমার মনে পড়ল বিজয়। সে হলে হয়তো স্বামীর সঙ্গে সে আজ এভাবে লড়তে পারত না। বিমল সদ্য মুক্ত ফুলের মতন নিম্মল। বিজয় তার শক্তি কেড়ে নিয়ে ছিল, বিমল তাকে শক্তি জুগিয়েছিল।

'তাই কর। সেটা বুঝি খুব ধর্ম্মে সইবে' সত্যবান অগত্যা বিছানার পরে শুয়ে স্ত্রীর কোলের পর পা দুখানি তুলে দিলে।

স্বামী স্ত্রী বহুক্ষণ ধরে আর কোন কথাই কহিলেনা। নীলিমা শেষে বলে উঠল 'দিদির মন যে এত ছোট এত নীচ এ আমি জানতাম না। লোকের সঙ্গে সেধে শত্রুতা, মিছে মিছি তাকে জেলে দেবার ব্যবস্থা। নীলিমা কেঁদে ফেললে, সত্যবান উঠে আঁচলে স্ত্রীর চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, 'পুলিস তো বলছে কেস সুবিধার নয়, তুমি কাঁদছ কেন, হয়তো ছেড়েই দেবে। আর সাক্ষি তো দেব আমরা। আমরা যা বলব তাই হাকিম বিশ্বাস করবে। তুমি বলতে বল বলব চুরি করেনি। আর কি যে ছাই চুরি করেছে সেও তো বোঝা গেলনা। তবে এতগুলো লোক কি মিথ্যা কথা বলতে পারে'?

'তুমি পুলিসকে বড় বিশ্বাস কর? চর্ব্বিশ ঘণ্টাই ছোট লোকের সঙ্গে মিশতে মিশতে মানুষের মনের কোন ভদ্রভাব থাকতে পারে? ছোট লোকের সঙ্গে থাকতে থাকতে মানুষ সে ছোট হতে বাধ্য। তার বংশের মধ্যে ও এ ছোট ভাব যেয়ে পড়ে। যত ছোটলোক চোর জোচ্চোর বদমায়েস নিয়েই তো পুলিসের কারবার। সংসারের যত দুষিত আবর্জনা

ওরা ঘেঁটে বেড়ায়, এবং সংক্রামক রোগের মত তা ছড়িয়ে পড়ে। চোর ধরবার ক্ষমতা নেই, যারা চোর নয়, চুরি করেনি, তাদের নিয়েই ওদের যত বীরত্ব। চোরের খোঁজে বেরিয়ে গ্রামশুদ্ধ লোককে বেঁধে আনতেই এরা অভ্যস্থ। নীলিমা একটু থামলে এবং পুনরায় বলে উঠলে, কর্ম্মদক্ষতার বদলে সাম্প্রদায়িকতাই যে দেশের মূল উপাদান, স্থায়ীলাভ করে, সে দেশের পুলিসকে কি তুমি চেনো না। কান গিয়েছে বলেই যারা কানকে লক্ষ্য না করে চিলের পেছন ছোটে তারা তো মুর্খ। মেজ কাকার শশুরকে তো দেখেছ, ঐ যে রায় বাহাদুর পুলিসের চাকরি করতেন, সারা জীবনটা লোকের মনের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে এসে রিটায়ার্ড করেও পুলিসের মনোবৃত্তিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে সংসারে হুকুম জারি করতে ছাড়ে না। আজীবন ধরে যে লোককে শুধু কাঁদিয়েছে, ফাঁসি দিয়েছে, সে যখন ভদ্র সাজে, ধর্ম্ম আলোচনা করে, তখন বড় ভয় হয়। মানুষ শান্তি চায় কিন্তু শান্তির জন্য সে কতটুকু দাবি অর্জ্জন করেছে ভেবে দেখেনা। আইনের শশ্মানে থানার মশাল জ্বলে, চলতি পথে চোখে পড়লে গা ছমছম করে। শান্তি ও শৃঙ্খলার বস্তাভরে বিচারের নৃত্যশালায় আইন ব্যাবসায়ী রূপ নর্ত্তকীর পরিবেষ্টনে আমরা যখন মানুষকে টেনে আনি এবং হুকুমের কারাগারে পাঠিয়ে দি সে কি তা কি তুমি জানো না। ক্ষমতার অপব্যবহার করতে ওদের মত এ জগতে আর কেহই নাই। ক্ষমতার উপযোগী অর্থ পায় না বলেই লোকের পরে কি এত জুলুম করে? পাঁচ টাকা মাইনে দিয়ে জমিদার যখন নায়েবকে মহলে ছেড়ে দেয় সে কি বলে দেয় যে উপোস করে থেক, না যা পার লুটে নিও এবং সেই হল তোমার বুদ্ধি মর্ত্তার পরিচয়।—আমাদের দেশে আজ আইনের মড়ক এসেছে তাই জেলে আর জায়গা নেই। বিদেশীর জেলে যাবার জন্য আমরা প্রত্যেকেই জন্ম গ্রহণ করেছি, কিন্তু ওর মত লোকের জাতির জেলে ভারতীয় জেলে হয়তো স্থান নাই'।

'কিন্তু না থাকলেও তো নিরিবিলি সংসার করতে পারতে না, দায়

হয়ে পড়ত'।

'জানি না সত্য কি না। নীলিমা বলতে লাগল, তবে যে দেশের শাসন যন্ত্র রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত নয়, সেদেশের শাসন যন্ত্র দেশের সেবা করে না, সেবার দাবী নিয়ে এসে বুকের পরে দাঁড়িয়ে থাকে। এক ক্লাস ডাক্তার আছে যারা রোগের সৃষ্টি করে, এদের হাতে রোগীকে ছেড়ে দিলেই হয়েছে। শাসন যন্ত্রের মূলে ছিল দুর্ব্বল, সে জন্ম গ্রহণ করেছিল দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে কিন্তু আজ ধনীর রক্ষা কবচ'।

'এখন শোও তো' স্বামী স্ত্রীকে ধরে শুয়াতে পারলে না।

নীলিমা বলে উঠলে, বলছি আমার ঘুম পাচ্ছে না'।

'তুমি তো শোবে আমি ঘুমের অসুধ খাইয়ে দিচ্ছি। স্বামী স্ত্রীকে কাতুকুতু দিতে লাগলে এবং স্ত্রী চোখের জলের মধ্যে হেসে ফেললে।

সত্যবান পুনরায় স্ত্রীকে মধুর কণ্ঠে অনুরোধ করলে। 'সারাদিনটা মুখ ভার করে আছ, এখন একটু শুয়ে পড়। ঘুমোলে মনটা হালকা হবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মানুষ কত রোগ শোক ভুলে যায় এ তো সামান্য। জামাটা খোল, বুকে হাতটা একটু মালিস করে দিই নতুবা যে ব্যাথা যাবে না'।

'আমি মলে তো তোমার ভাল নূতন বৌ আসবে'।

'প্রেমটা যে পুরানো থেকে যাবে। ফলে দাঁড়াবে সেই আবার কেঁচে গণ্ডুস'।

'তোমায় বেশি ভালবাসবে'।

'আর তুমি বুঝি কম ভালবাসছ। প্রেমের আড়ৎ খুলে বসেছ, বৈরাগী বেটার পাত্তা নেই, যাও বা একটী জুটলো সেও যেয়ে পড়ল পুলিসের হাতে'।

'বেশ যাও' স্ত্রী স্বামীকে সজোরে ধাক্কা দিলে।

'পড়েছিলাম আর কি। মহাদেবের উচিৎ ছিল কালী সেজে বসা, তা না কি বিশ্রি দেখতে বলতো পুরুষের বুকের পরে নারী'।

নীলিমা হাসলে এবং বললে 'নারীর বুকের পরে পুরুষ তো চিরকাল আছে সে হল সৃষ্টি, কিন্তু পুরুষের বুকের পরে নারী যখন দাঁড়িয়ে থাকে সে হল ধ্বংস। সৃষ্টি থাকলেই ধ্বংস থাকবেই'।

'সৃষ্টি অনেক হয়েছে এখন কিচক বধের মত মানটাকে ধ্বংস করে শুয়ে পড়তো। রাত্র কি কম হল' স্বামী স্ত্রীকে শুইয়ে দিলে।

৪২

সকালে উঠে নীলিমা চাকরকে গাড়ি ডাকতে বললে। স্বামীকে সে খুঁজে পেলেনা, গাড়ি আসতে সে চাকরকে নিয়ে উঠে পড়ল এবং তরুদের বাড়িতে এসে হাজির হল। তরু খুবই মনোযোগ দিয়ে সবটা শুনে বললে, সমস্ত কলকাতা ছেড়ে তোর বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছে এ তোর বিশ্বাস হয়।

'হয়না বলেই তো বলছি' নীলিমা হাসলে।

'এখন একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলি। ওকে বলব ক্ষনে একবার থানায় যেতে'।

'তাহলে তো খুব ভাল হয়'। নীলিমা আবার বলতে লাগল 'তুমি আর যাওনা, দিদি বলছিল স্বামীর বেশি মাইনে হয়েছে হাকিমের বৌ তাই দেমাকে যাওনা'।

'স্বামীর আয় ব্যয়ের কোন খবর রাখিনা, একটা আন্দাজ আছে মাত্র। সংসারটা চলে গেলেই হল। আটকালেই দুঃখ লাগে। তোর

দিদির সঙ্গে কথা বলতে যাওয়া ও ঝকমারি'।

'এখন যে কথা বলবার লোক পেয়েছ'।

'দুর মুখপুড়ি তুই ও ঠাট্টা করিস'।

'করবেনা বিয়ের সময় কি জ্বালিয়েছ মনে আছে। ভাঙ্গা খাটে শুইয়েছিলে তার এক পা ভাঙ্গা, পড় তো পড় একেবারে দুপুর রাত্রে মচ মচ করে ভেঙ্গে পড়লে। তুমি কি কম সয়তান। ভাঙ্গা পায়ায় দড়ি বেঁধে বাইরের থেকে টান দিলে সে থাকে'।

'বেশ হয়েছিল' স্মৃতির উদ্দেশ্যে তরু হাসলে।

'আমিও শোধ তুলব'।

'এ জন্মে আর নয়। তরু বলতে লাগল সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে মেয়ের আমার একটু তর সয় না। স্বামী নিয়ে নাচছিলেন। পুরানো তক্তপোষে অত কখন সইতে পারে'।

'আমায় তো দোষ দেবে লোকে জোর করলে কি করব'।

'ধরে মারবি'।

'নিজে কত মেরেছ'।

'তাই বলে বিয়ের রাত্রে বেহায়াপনা'।

'আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঐ তো আমাকে জাগালে'।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কচি খুকি' তরু খোকাকে কোল থেকে নীলিমার কোলে দিয়ে বললে ধর তো একটু। নীলিমা খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে তরু বললে 'তোর বরটা কি বোকা বলতো বলে কিনা ভূমিকম্প হচ্ছে আ মর তোকে নয় ছেড়ে দেয়'।

'কি লজ্জায় ফেলেছিলে সেদিন। আমি ভেবেছিলাম সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এত রাত্রে, সারাদিন খেটে খুটে'।

'আমাদের কি ঘুম পায়নি ভেবেছিস, তবে যেই খাটের শব্দ শুনতে

পেয়েছি সেই দড়ি ধরে টান দিতেই মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়তেই দেখি ইঁদুর চাপা কলে ধরা পড়েছে'।

'তোমরা বড় অসভ্য'।

চাকর এসে বললে গাড়োয়ান গোলমাল করছে, নীলিমা খোকাকে তরুর কোলে দিয়ে বললে আজ আসি তরুদি। বিমলদার বাবাকে খবর দিতে যেন ভুলোনা। আমি লিখলে কি মনে করবেন।

'দেখি ওকে সব বুঝিয়ে বলবক্ষনে। সময় পেলে একদিন আসিস্'

নীলিমা চলে গেল।

৪৩

নীলিমা বাটীতে পা দিয়েই শুনলে টেলিফোন বাজছে। সে তাড়াতাড়ি যেয়ে ফোনটি তুলে নিয়ে এবং কথার উত্তর বললে 'উনি বাড়িতে নেই, আপনি কে' ?

নীলিমা পুনরায় জবাব দিলে 'কেস আমরা করব না আপনারা তুলে নিন্। আমাদের বিপদে ফেলে সে আমরা দেখব আপনি লোক পাঠিয়ে দিন আপনার মজুরি দিয়ে দেব'।

থানার লোক আসতে নীলিমা পঁচিশটে টাকা দিয়ে বিদায় করে দিলে।

সত্যবান ঘরে ঢুকেই শুনতে পেলে 'ওগো শুনছ তোমার মনিব্যাগ থেকে পঁচিশটে টাকা নিয়ে থানার লোককে দিয়েছি'।

'আমরা কেস করব না বলেছ তো'।

'হ্যা'।

'যাক বাঁচা গেল। এখন ঘুমিয়ে শান্তি খেয়ে শান্তি ভালবেসে শান্তি'।

'কিনা অশান্তিতেই ছিলে' নীলিমা হাসলে।

'অশান্তি, মান অভিমানের সংসারে অশান্তির কি ইয়ত্বা আছে মুখ ঘুরিয়ে বসলেই হল। ছোট ছেলের মত ভাত খাব না'।

'আমি উপোস করে বসেছিলাম তোমার জন্য'।

'শোব না, বিরক্ত করো, না এ সব তো ছিল'। স্বামীব কথায় নীলিমা হাসলে

জামা কাপড় গুলো ছেড়ে সত্যবান স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললে 'এখন তোমার বন্ধু ছাড়া পেল কি খাওয়াবে বল'?

নীলিমা হাসলে এবং বললে 'কি খাবে বল'?

'এ দিকে এস কানে কানে তো বলব'।

'আমার শুনে দরকার নেই'। সত্যবান স্ত্রীর হাস্যপূর্ণ মুখখানির দিকে চেয়ে বসে পুনরায় বললে 'তুমি যা বলেছিলে, থানা না তো শশ্মান'। সেখানে আইনের চিতা সর্ব্বদাই জ্বলছে। চোর ডাকাতের দেশে পুলিসের একটি দরকার আছে বটে, কিন্তু সে বড় ক্ষণিক। যে দেশের মানুষ চাকরি করতে বসে অলিক স্বপ্নের মোহে দেশ ও জাতি কে ভুলে যায় মনুষত্বের প্রদীপহীন তারা প্রকৃতই ভয়ঙ্কর'।

নীলিমা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে 'এক কাপ চা ভাল করে আনব, আর দুখানা ফুলকো লুচি'?

'কাছে না এলেই কিছুই বলব না' সত্যবান স্ত্রীকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুনরায় বলে উঠলে 'ক্ষিধে পেয়েছে, আমি কেঁদে উঠলাম কিন্তু'।

নীলিমা অগত্যা স্বামীর পাসে এসে দাঁড়ালে। সত্যবান স্ত্রীকে ধরে সোফার পরে বসিয়ে দিয়ে 'চুম্বন করে বললে রাগ করলে কি তোমায়

মানায়'।

নীলিমা চটকরে স্বামীকে প্রতিচুম্বন করে উঠে দাঁড়াতেই সত্যবান তার আঁচলটি টেনে ধরলে।

নীলিমা আঁচলটি ধরে টানাটানি করতে যেয়ে বলে উঠলে 'কি করছ ছাড়না ছাই নেংটা করবে নাকি' ?

'লুচি একখানা খেলে কি পেট ভরে'।

'সকাল বেলা কি লাগালে ছাই রাগ ধরে না' নীলিমা মিনতি জানালে।

সামনের জানালাটীর দিকে লক্ষ্য হতেই নীলিমা জানালাটী বন্ধ করতে যেয়ে আঁচলটি ছেড়ে দিলে।

সত্যবান হাসতে হাসতে কাপড়খানা গোল পাকিয়ে চুম্বন করে বলতে লাগল 'নগরের নটি গ্রাম অভিমুখে যৌবন মদে মর্ত্তা। চলে মোর প্রেম সত্ত্বা। আমি চেয়ে আছি শ্রীমুখের পানে চির পুরাতন ভর্ত্তা'।

'তুমি দেবে কি না' নীলিমা অভিমান জানালে। স্বামীর উত্তর না পেয়ে সে পুনরায় বলে উঠলে 'একি অনাছিষ্টি তোমার। ভাল মুখে বললে তো শুনবে না।—আমার যেন কাপড় আর নেই, নীলিমা বাক্সের তালার দিকে চেয়ে ভাবলে চাবিটি তো আঁচলে বাঁধা ছিল অগত্যা নিরুপায়ে তালা ভাঙ্গতে বসলে। সত্যবান কাপড়খানা ছুড়ে দিতেই নীলিমা তাড়াতাড়ি অঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে বললে বলি বয়েস বাড়ছে না কমছে' ?

'বাড়ছেও যেমনি কমছেও তেমনি হিসাবে ঠিক আছে'।

'তোমার মাথা আছে। কবে থেকে এই দুঃশাসন গিরি শিখেছ' ?

'যেদিন থেকে দ্রোপদীর আবির্ভাব হয়েছে। ঘরে যার পাঁচ পাঁচটি স্বামী তার কি কাপড় পরা সাজে। দুঃশাসন বেচারীর কি দোষ'।

'রামায়ণ মহাভারত নিয়ে যা তা বলো না'। নীলিমার কণ্ঠে বিরক্তি ছিল।

'কার পাঁচটি স্বামী নেই বলতো, পঞ্চরিপুই যে পঞ্চ স্বামীর কাজ করছে'।

'তুমি আর একটি বিয়ে কর এবং তাকে দিয়ে পাঁচ ভূতের জন্য প্রেমের একটি হাঁসপাতাল খুলে দাও নতুবা তোমার মাথার রোগ সারবে না। আমি তো রূপ যৌবনের দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে বসি নাই, যে হাত বাড়ালেই সময় নাই ক্ষণ নেই ছুটতে হবে'।

'এইটুকু সোজা কাজ তোমার দ্বারা হবে না? এর জন্য একটা সতিন জড়াবে, শেষকালে একটা খুনোখুনি হক। আমায় জেলে পোরবার ব্যবস্থা'। সত্যবান একটু থেমে পুনরায় বলে উঠলে 'এবার বিয়ে করলে একটি শিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করব যে চাকরি বাকরি করে খাওয়াতে পারবে।'

নীলিমা অভিমানে মুখ খানি ঘুরিয়ে নিয়ে বললে 'তাই করলেই তো পার। কেউ কি বাধা দিয়েছে'।

'ঘটকালিটি তোমায় দিলে কি কোন আপত্তি আছে'।

'পাছে সুন্দর মেয়ে না এনে দি'।

'আরে সুন্দর তো আছেই একটু অসুন্দরের চেষ্টা করা কি ভাল নয়।—না হয়তো এক কাজ কর তুমি একটি চাকরি বাকরির চেষ্টা দেখ'।

'আমার দায় পড়েছে। চাকরি কেউ সাধ করে করতে যায় না। কেউ বা দেমাক দেখাতে করে, কেউ বা অভাবে পড়ে। অনেক মেয়ে আছে পুরুষের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে, এর একটি লোভ আছে, চাকরি করলে সে সুযোগটা পায় বলেই চাকরি করতে ছোটে। শেষে হাত মুখ পুড়িয়ে এসে হাজির হয়। জগতটি যত সভ্য হোক অসভ্যের মাত্রাটি যেন তার চেয়েও বেশি। নীলিমা শুনলে 'মা' চাকরের কণ্ঠস্বরে সে বেরিয়ে গেল।

৪৪

হোষ্টেলের ঘরে ঢুকে সেদিন থেকে বিমল লজ্জায় আব ভালভাবে বেরোতে পারলে না। ছেলেরা এসে তাকে যতই সান্ত্বনা দেয় কিন্তু সে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। রোজ সকলেব চ্যান করে খাওয়া হলে সে যেয়ে চ্যান করে খেয়ে আসে। কলেজে সে কয়দিন যায়নি। শিক্ষার প্রলোভনে পড়ে সে কলকাতায় এসেছিল এই কি তার প্রায়শ্চির্ত্ত। রুগ্ন জীর্ণ পিতামাতার বক্ষে হতে সে যে অর্থ রূপি রুধির নিয়ে বেঁচে আছে এ তো প্রকৃতই চুরি। সে আর পড়বে না, পড়তে পারে না, গ্রামে ফিরে যাবে এবং প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে। সে শুনেছে যে অনেক ছেলে কানাঘোসা করছে যে সে চোর, চুরি না করলে কোন ভদ্রলোক কাউকে পুলিসে দেয় না। শিশুর মতন সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। চিন্তার যন্ত্রনায় সে পাগল হয়ে ওঠে। জানালার মধ্য দিয়ে বাহিরের গেটে নীলিমাকে নামতে দেখে সে কেঁপে উঠল, সে দরজা বন্দ করে দিলে, কিন্তু ভাবতে লাগলো নীলিমা কি তাকে নূতন কোন বিপদে ফেলবার জন্য এসেছে। সে মনের যন্ত্রনায় ছটপট করতে লাগল। বাইরের কড়া নাড়তেই চাকরের কণ্ঠ ধ্বনিতে সে দরজা খুলে দিয়েই দেখলে নীলিমার সঙ্গে একটি বালক। নীলিমা ঘরের মধ্যে ঢুকে বালককে লক্ষ্য করে বললে দাদাকে প্রণাম কর, বালক মাথা নুইয়ে পায়ের ধুলো নিলে।

বিমল মুখ নত করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে কথা কইতে পারলে না। নীলিমা ধীর ভাবে বললে 'এই ছেলেটাকে আপনাকে পড়াতে হবে। কিছুতেই পড়তে চায় না। বড় দুষ্টু। এর ভারটা আপনাকে নিতে

হবে'। বিমলের চক্ষে জল ফুটে বেরোতে দেখে নীলিমা আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে যেয়ে বিমলকে ধরে খাটের পরে বসে পড়ল। ছোট শিশু যেমন মার বুকে মুখ গুজে অভিমানে কাঁদতে থাকে বিমল সেই ভাবে হাউ হাউ করে ফাঁপিয়ে ফাঁপিয়ে কেঁদে উঠল। প্রথম কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল 'আমায় পুলিসে দেবেন না আমি কিছুই চুরি করি নাই'।

'আপনি যে চোর নন সে আমি জানি। বলে আর লজ্জা দিচ্ছেন কেন'?

বিমলের চোখের জল তবু কথা শুনতে চাইলে না। নীলিমা পুনরায় বলে উঠল 'আপনি এত লুকিয়ে রাখতে পারেন ছি। শুনেছিলাম আপনি খুবই সরল অথচ এ কি। আপনি যে বিনয়দার ভাই এ বলতে নেই। বললে কি আর সেদিন অত কথা উঠতে পারত'।

'আমি কারো ভাই নই'। বিমল চুপ করলে।

'বেশ ভাই নন। চুপ করুন এখন। লোকে কি ভাববে বলুন তো আমার বুকে মুখ গুজে কাঁদছেন'?

বিমল মাথা তুলে নীলিমাকে বললে 'আমায় মাপ করবেন আমি কাউকে পড়াতে পারব না। আপনার সব কথা শুনতে রাজি আছি ওটি পারব না'।

'বেশ আপনাকে পড়াতে হবে না। আমায় একটু ভালবাসতে পারবেন তো না তাও পারবেন না, নীলিমা মৃদুভাবে হাসলে'।

বিমল ধীর সংযত কণ্ঠে বললে 'আমরা দুঃখী আমাদের সংস্পর্শে আসবেন না। সংক্রামক রোগের মত দূরে ফেলে রেখে চলে যান নইলে দুঃখ পাবেন'।

'মাষ্টারিটা আমার সঙ্গে না করে ওর সঙ্গে করলে খুবই সুখী হব। আমার একটি কথা রাখুন'।

নীলিমা পুনরায় বলে উঠলে 'ওকে আপনার কাছে রোজ পাঠিয়ে

দেব। আপনি কেমন আছেন শুধু জেনে যাবে। ওর সকালে বেড়ানটাও হবে। চাকর সঙ্গে থাকবে। আর সময় পান তো সঙ্গে বসে পড়বে। তবে মাইনে আমি কিছুই দিতে পারব না, আপনিই বা আত্মীয়ের কাছ হতে কি করে নেবেন'।

'আপনার ছেলেকে আমি পড়াতে পারব না'।

নীলিমা হাস্য সম্বরন করতে না পেরে বললে আমার এক বছর বিয়ে হলো না পাচ বছরের ছেলে কোথায় পাব ? শুনলে কি ভাববে বলুন তো'।

বিমল মুখ উচু করে বললে 'আমি ভুল করেছি আমায় মাপ করবেন' ?

'বেশ আপনি আগে ক্ষমা করুন। কি অপবাদটাই আমায় দিলেন বলুন তো। বিয়ের আগে ছেলে। এর কাছে আপনার চুরি কোথায় লাগে। এখন আমায় নিয়ে ঘর করলে বাচি'।

বিমল কোন কথা কইলে না। নীলিমা পুনরায় বলে উঠল 'আপনার বাবা আমার বিয়ের সময় এই কাপড় খানা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সুন্দর কাপড় খানা। নিশ্চয় আপনি কিনেছিলেন'।

কাপড খানা যে বিমল নিজেই খরিদ করেছিল এ স্মরণ হতেই মাথা নত করলে এবং বললে 'আমায় মাপ করুন আমি পড়াতে পারব না'।

'আপনাকে ওকে পড়াতে হবে না, আমি রোজ পাঠিয়ে দেব আপনি রোজ ফেরত দেবেন। সেটা তো পারবেন' ?

'বাবা শুনলে দুঃখ পাবেন'।

'বেশ আপনার বাবার কাছে আমায় নিয়ে চলুন। কবে যাব বলুন। দিদির জন্য আমায় কেন কষ্ট দেবেন'।

বিমল কিছুক্ষন পরে অদ্ধস্ফুট হাস্যে মুখ খানিকে ভরে তুলে বললে 'আপনাকে দেখতে খুব ভাল হয়েছে। একটু মোটা হয়েছেন মানিয়েছে বেশ'।

'তাই বুঝি সেদিন পালিয়ে আসছিলেন, ব্রহ্মচারী মানুষ। এখন আপনি কবে বিয়ে করছেন বলুন তো' ?

বিবাহের নামে বিমলের চোখের সামনে ফুটে উঠল রুগ্ন জীর্ণ শীর্ণ সেই দেহ। চোখে চশমা, বুকে বাণ্ডেজ, মুখে খড়িমাটি, ওষ্ঠে রক্তের নেশা, পরনে নিলাম্বরী, পায় শ্লীপার, না লম্বা না চওড়া একটি অদ্ভুত কিমাকার। তাদের না আছে গঠন, না আছে স্বাস্থ্য, না আছে রূপ, না অর্জ্জন করতে পেরেছে শিক্ষা, শুধু অহমিকা অত্যান্ত প্রগলভা। সেই রবীন্দ্রনাথের বুক ভরা মধু নিয়েও আজও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার অপব্যবহার, বিলাসিতা, যে ভাবে বাড়ছে হয়তো বেশি দিন টিকবে না। সংসারে আমবা বিবাহের নামে দীক্ষা গ্রহণ করি, পরস্পরকে রক্ষা করতে চাই, সে কোথায় ? মন্মথ বাবুর মেয়েটির কথা মনে পড়লে সে ভাবলে মেয়েটির মনটি যেন সিঙ্গি মাছের মতন পিচ্ছল, সবই পিছলে পড়ে, এদের নিয়ে কি সংসার হয়, সংসারের তামাসা কিছুদিন চলে যৌবনকে মূলধন করে, আর কিছু হয়না।

'কি ভাবছেন বলুন তো। তাহলে বিয়ে করছেন' ? নীলিমার কথায় বিমল হাসলে এবং সেই হাসির মধ্য হতে ফুটে বেরোল 'বিয়ে হয়তো করতে পারবনা'।

'এ আপনার ভুল, মেয়েদের এত ছোট আপনি কেন মনে করেন ? নীলিমা হাসলে এবং বলতে লাগল মানুষ গরু পোষে, ছাগল পোষে, তাদের কাচ্চা বাচ্চা হয় তাদেরো দুটো খেতে দেয় এ অধিকার টুকু ও কি কোন নারী আপনার কাছে আশা করতে পারেনা. বিবাহের ভূমিকায়, জীবনের পথে মানুষকে অত অবজ্ঞা করবেন না। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃনেরো একটা মূল্য আছে'.?

বিমল চুপ করেই ছিল, সে আর কিছু বলতে পারলেনা। নীলিমা উঠে দাঁড়িয়ে বিমলকে লক্ষ্য করে বলল 'আর বিরক্ত করব না। কাল

থেকে ওকে পাঠিয়ে দেব, কিন্তু দোহাই আপনার ওর সঙ্গে দিদির ঝগড়া করবেন না। যা করতে হয় আমার সঙ্গে করবেন। ওকে কিছু বলবেন না ছেলে মানুষ, তাতে সম্প্রতি মা মারা গিয়াছে? নীলিমা চলে গেল।

নীলিমার তথা গুলি নিয়ে বিমল মনে মনে আলোচনা সুরু করে দিলে। নীলিমা হয়তো ঠিক বলেছে। মেয়েদের অত ছোট মনে করা উচিত হয়তো নয়? প্রনয়ের ইতিহাসে নারী যেমন পুরুষকে বিপথে নিয়ে গিয়েছে সুপথেও তো নিয়েছে। খাদ্য যেমন শরীরের পক্ষে প্রয়োজন তেমনি প্রেম মনের খাদ্য। নারীহীন পুরুষ কি পুরুষহীন নারী একি সভ্যতার অন্তরায়? বিবাহের মধ্য দিয়ে আমরা এক হই, একের উপাসনা করি, যা নর ও নারীর সংজ্ঞা নিয়ে ফুটে বেরোয়, এ যে অচ্ছেদ্য অবিভক্ত। অপরে বিবাহেব নামে পরস্পরের সতন্ত্রতা বজায় রাখতে চায়, প্রেমের নামে সওদা করে। পুরুষ ও নারী এক এবং বিবাহই হল তার মূলমন্ত্র সংসাব তার ক্ষেত্র। বিবাহিত পুরুষ উচ্ছৃঙ্খলে গিয়েছে আবার বিবাহ করেছে সেই অজুহাতে মেয়েদের কি উচ্ছৃঙ্খলতা সাজে? বিচ্ছেদের মূলে আছে বিদ্বেষ, অজ্ঞান সে কি ভাল? নিজ স্বার্থের অনুপাতে ধর্ম্মকে কি সভ্যতাকে ওজন করে জাতি বাচতে পারে না? বিবাহ মানুষ করে সুখের জন্য, দুঃখ যদি সেখানে আসে আসুক, সে কি সুখের সন্মান বৃদ্ধি করে দেয় না। নব ও নারী তো অমর। হৃদয়ের মধ্যে যে অমৃততার গন্ধ আছে তাহাকেই বাচিয়ে রাখতে তারা ভালবাসে, ফুটে ওঠে। নারীর তিক্ততা আছে, কিন্তু তিক্ততাই কি মিষ্টতার সম্মান বৃদ্ধি করে নাই। নারীর নগ্ন উপত্যকায় উঠে যারা নামতে চায় না, তারা ভুলে যায় দৃষ্টির সমতা নিয়ে জীবনের সমতা আসে না? দিনান্তের শেষে যারা শুধু স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়েই স্বামীর কর্ত্তব্য শেষ করতে চান, ভালবাসি বলেন, প্রাণে কোন সাড়া দেয় না, সে তো বিচ্ছেদ আনে। হোমিওপ্যাথির ডোজের মতন প্রেমের ডোজে যারা অভ্যস্ত তারা ভ্রান্ত। নারীর সতীত্বের মূলে

ছিল ভালবাসা, আমাদের মনুষত্বের গৌরব, সে ছিল তার সমাধি, আজ হয়ে পড়েছে স্বামীত্বের বিরোধ আর পত্নীত্বের অবরোধ, তার পরিধি ওজন করতে পেরেছিল মানুষের জ্ঞান। সে ছিল যৌন মন্দিরের একনিষ্ঠতা, মহাপুরুষের প্রতিজ্ঞা।

নীলিমা আজ কত সুন্দর। অর্থকে যারা অপরিমিত ভাবে খরচ করে তারা যেমন দরিদ্র হয়ে পড়ে তেমনি যৌবনকে যারা অপরিমিত ভাবে শুধু নিজের সুখের জন্য ব্যয় করে তারাও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। অর্থ যেমন শুধু ক্ষুধা নিবৃত্তি করে না তেমনি যৌবন শুধু দেহিক তৃপ্তি আনে না। তার বহুবিধ ব্যবহার আছে। যৌবনের নারী তীর্থে মানুষ প্রেমের অবগাহনে নেমে যখন উঠে আসে, সতীত্বকে সম্বল করে সে হয়তো ফিরে আসে তাহারি আশায়। সতীত্ব প্রেমিকের ধন তার বুকের ওজন লম্পটের কি কোন অধিকার সেখানে আছে? যদি থাকে সে নারীর মহর্ত্ততা। অভিনয় দেখে অভিনেতাকে মারতে যাওয়া ভুল। তেমনিতর আজ সংসারের দৃশ্যাবলি। বিবাহের অভিনয় আজ এত বেশি যে ভাববার। ষ্টেজের পরে মানুষ যেমন স্বামী স্ত্রী সেজে থাকে, বাস্তব জীবনে হয়তো তারা কেহই নয়, বিবাহ যদি এমনি ধারা হয়ে পড়ে সে তো দুঃখের। ধনীর ধনের যেমন একটি শান্তি আছে, দরিদ্রের দরিদ্রতারো একটি শান্তি আছে। ক্ষেত্র বিশেষে তার শ্রেষ্ঠতা নির্ভর করে। আজ যারা নর ও নারীর পরিচয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাল তারা স্বামী স্ত্রী সাজছে, পরশু দেখি তারা তা ভেঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছে, একি বিবাহ না প্রতারণা। পুরুষের দেহ চঞ্চল নারীর মন চঞ্চল। পুরুষের দেহ সহজেই ধরা দেয় মন ধরা দিতে চায় না নারীর ঠিক উলটো। নারীর মন দেহের আবরনে থাকে বলেই নারীকে সময়ে সময়ে ভদ্র বলে মনে হয়।

৪৫

নীলিমা বাটীতে ফিরে এসে ঘরে ঢুকে স্বামীকে তখনও বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে বলে উঠল কি হয়েছে তোমার উঠবে না কি? আটটা যে বাজে?

'ঘড়ির কাটাটি একটু ঘুরিয়ে দাও না ছাই. বিরক্ত কর কেন'? স্বামী স্ত্রীকে সম্বোধন করলে।

'কত আর ঘুমোবে শুনি'।

'দিনের কি দরকার ছিল জগতটা রাত হয়ে থাকলে পারত না? তোমার বন্ধু কি বললে, প্রেম করতে রাজি হয়েছে তো? সে কিন্তু চুরি করতে হবে সহজে আমি ছেড়ে দেব না। বিয়ে করলাম আমি মজা লুটবে সে'?

'তোমার মাথা'। স্বামীর উঠবার কোন ভাব দেখতে না পেয়ে নীলিমা গায়ের লেপটি টান দিয়ে তুলে নিয়েই বলে উঠলে 'শোওয়ার ভাব দেখনা ছাই, সকাল বেলায় যত আধিক্কেপানা' সে লেপটা পুনরায় স্বামীর গায়ের পরে ফেলে দিলে।

সত্যবান হাসতে হাসতে বললে 'বেচারী ঘুমিয়েছিল জাগালে কেন, এখন কোলে উঠতে চাইবে'।

'চাইলেই হল'। নীলিমা জানালাগুলো সব খুলে দিতে লাগলে'।

'নইলে কাঁদতে সুরু করে দেবে। সকাল বেলায় দেবতার দর্শন হল কোথায় পয়সা দেবে তা না চটেই অস্থির। কোথায় যাই'?

'ছাই দেবে'।

'তাই দাওনা হাত আসুক'।

'ওঠনা ছাই বিছানা পত্র গুলো যে একটু রৌদ্রে দিতে হবে'।

'সারারাত্র ধরে প্রেমের রৌদ্রে কি শুকাতে পায়নি।' নীলিমাকে কোন কথা বলতে না দেখে সত্যবান পুনরায় বলে উঠলে 'অন্ধকারে ঠাকুরের তো ভাল দশন হয় না, শুধু অনুভব হয়, তাই দিনের বেলায় একটু চেষ্টা করছি'।

নীলিমা দৃঢ় ও সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে উঠবে না কি'।

'বড় শীত। একটু কাছে এস, শরীরটা গরম করেনি তবে তো উঠব'।

'যত পার শুয়ে থাক আমি আর কিছু বলব না' নীলিমা টেবিলের কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে সকাল বেলার কাগজটা খুলে চোখ বুলাতে লাগল।

সত্যবান বিছানা ছেড়ে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললে 'রাত্রে ঘুমোতে দিলে তো লোকে সকালে উঠবে'।

'ঘুমালেই পার কেউ কি বারণ করে'।

'ঘুমোবার কি যো থাকে, কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করলে, তোমার আজ কি হল ? বোবা হলে নাকি ? বেশ আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, শেষে যেন বিরক্ত করোনা, এই সব দাওয়াই গুলো না ছাড়লেই পার। ওতে মুনি ঋসির পাত্তা থাকেনা আমি তো সামান্য মানুষ'।

'তুমি চুপ করবে না কি' স্ত্রী স্বামীর দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চেয়ে রইল। নীলিমা স্বামীর ভাব দেখে হেসে ফেললে এবং বললে কাণ্ড দেখনা ছাই, এখনও কাপড় পড়তে শেখোনি'। সে ঘর থেকে চলে গেল। সত্যবান আপন মনে গান জুড়ে দিলে' শ্যাম সন্ধানে যমুনার জলে কেলি কেলি রবধ্বনি, চলে আমার ভুবন মোহিনী। হৃদয়রাণী'।

চায়ের কাপটি হাতে করে এনে টেবিলের পরে রেখে নীলিমা

বললে ‘এখন খেয়ে আমায় উদ্ধার কর’।

‘কাঁকে করব্ সীতাকে না অহল্যাকে। অহল্যা পতিতা হলেও তাকে উদ্ধার করতে রাজি আছি কিন্তু সীতার হ্যাঙ্গাম পোয়াতে পারব না। যে রাম অহল্যাকে উদ্ধার করেছে তার কি সীতার উদ্ধার করা ঐ ভাবে সাজে’।

নীলিমা বিছানা পত্র ঠিক করতে লাগল। সত্যবান চা টুকুকে নিশ্বেষ করে, খেউরি হবার সাজ সরঞ্জাম নামিয়ে নিয়ে কামাতে কামাতে গান গেয়ে উঠল ‘আমার বয়েস হয়েছে সে আজও রয়েছে যুবতী, কামনার বশে খুঁজিয়া বেড়ায় তার সারা অঙ্গের সাথী। প্রয়োজনহীন কত আয়োজনে, ছুটে যেতে চায় জীবনের বনে, প্রণয়ের ফুল হৃদয়ের টানে পড়েছে ঝরে। আগুনের খেলা নিয়ে, সংসার আছে মোর পানে চেয়ে। আমি চলিতে পারি না সে গিয়াছে চলে প্রণয়ের পরপারে’।

৪৬

পরদিন প্রাতে সুকমোলকে আসতে দেখে বিমল তাকে বসতে বললে। তার হাতে কিছুই ছিল না। সে তাকে কাল হতে বই নিয়ে আসতে বললে এবং সে কোন ক্লাসে পড়ে কি বই পড়ে সমস্ত জিজ্ঞাসা করে ছেড়ে দিলে। সুকমোল যেয়ে পুনরায় একটু পরেই ফিরে এসে বিমলকে জিজ্ঞাসা করলে ‘মাষ্টার মহাশয় আপনি কেমন আছেন বৌদি জিজ্ঞাসা করেছে’?

‘ভাল আছি বলো’ বিমল হেসে উঠল।

সুকমোল রোজই এসে পড়ে যায়। মাস কেটে গিয়েছে হঠাৎ

একদিন সে বৌদিকে সঙ্গে করে এনে হাজির হল। বিমল একটু ঘাবড়ে যেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নীলিমাকে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলে ওর পড়াশুনার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে। আমি তো যতটা পারি চেষ্টা করছি। আপনি কষ্ট করে এলেন কেন ?

'আপনি তুমি বলবেন না কি' নীলিমা বিমলের মুখের দিকে চেয়ে পুনরায় বলে উঠল 'ওর পড়াশুনা হচ্ছে কি না সে আপনি বুঝবেন। আমরা তার মধ্যে কেহ নই। আমাদের জড়াবেন না। তবে আমি আজ একটু ঝগড়া করতে এসেছি। ব্যাপারটি হল এই যে আপনি তো মাহিনা নেবেন না, দক্ষিণা দিতেও ভয় করে। উনি নিজে এসে আপনার হোষ্টেলের পাওনাটি গত মাসের সব চুকিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি কত বললাম বিমলদা রাগ করবে, শুনলে না, তাই বলে স্বামীর সঙ্গে তো ঝগড়া করতে পারি না। অত্যন্ত সে উপদেশ আপনি দেবেন না। সেইজন্য মার্জ্জনা চাইতে এসেছি, বলুন ক্ষমা করেছেন'।

দুঃখের মধ্য দিয়ে এটুকু তার যে কত আনন্দের বিমল তা ঢাকতে পারলে না, সে চোখ দুটি মুছে বললে 'ক্ষমা কি এত সহজ, আগে অপরাধের বিচার হক তবে তো ক্ষমার সমস্যা উঠবে'।

'বিচার নীলিমা হাসলে এবং বলতে লাগল সে কি আছে। তাহলে কি আপনাকে আজ এত দুঃখ পেতে হত। বিচার ছিল সভ্যতার অঙ্গ, সমাজের সেবা, সম্মান, জীবনের প্রাণ, ব্যক্তিত্বের পূজা মন্দির, আজ সে বোঝা। বিচারের দোকান খুলে, কি আইনের কারখানা গড়ে, গনতন্ত্রের অজুহাতে বিচার ব্যবসায়ীর একটি আনন্দ আছে স্বীকার করি, কিন্তু সত্যের বিচার ন্যায়ের বিচার সেখান হতে দূরে যেয়ে পড়ে। আইনের নাগপাশে বদ্ধ জীবনের পানে চেয়ে অনেকে অলঙ্কারের চক্ষে বিচারের আনন্দ পান সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ভুল। অবস্থানুযায়ী আমরা আজ বিচারের সওদা করে ফিরে আসি। বিচার আজ প্রতিহিংসা নিদারুণ

প্রতিহিংসা। জগতে জাতি আজ জাতির পরে বিচারের প্রতিহিংসা খুঁজছে। এই যে নূতন অবতারনা এর যে একটি প্রতিক্রিয়া আছে তা রোধ করবার ক্ষমতা কাহারো নেই। শত্রু যদি শত্রুকে সম্মান না করে, পরাজিত পরাভূতকে ক্ষমা করতে না পারে, করমদ্দন করতে না শেখে, তার চেয়ে মানুষের দুর্ভাগ্য কি আছে। জনতার বিচার মঞ্চে আপনার মতন নিজ্জনতার লাঞ্ছনা অবশ্যম্ভাবী। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট একটি কথা আছে জানেন তো? দুশত বৎসরের শ্বেত সভ্যতার মধ্য দিয়ে আমরা যে বংশ পরম্পরায় শ্বেত দুর্ব্বলতা গড়ে তুলেছি, সে শুধু আমাকে নয় আপনাকে নয় দেশের অনেক মহাপুরুষকেও দুর্ব্বল করে তুলেছে, এরাই শুনতে পাই আজ জাতির বিচার কর্ত্তা। অহিংসার নামে হিংসার প্রশ্রয় জগত কোনদিন দেয়নি। বিচার ছিল জীবনের অহিংসা, হৃদয়ের আবেদন, আজ সে হিংসার রূপ রসে ভরিভূত জনতার ক্রন্দন। এ জগতে কে আসামী কে বিচারক এ এক বড় সমস্যা। দাগী আসামী পুরানো চোর যখন নূতন চোরের বিচারক সাজে তখন হাসি পায়। বিচার যদি অবিচার অত্যাচার স্বৈরাচারে পরিণত হয় তার চেয়ে দুঃখের কি আছে বলুন'।

নীলিমা চুপ করলে কিন্তু সে পুনরায় বিমলকে জিজ্ঞাসা করলে 'পুলিস আর তো আপনার সঙ্গে কোন হাঙ্গামা করে নাই'?

'না' বলেই বিমল মাথা নত করলে।

'বাগে ছুলে আঠারো ঘা। ওর যেমন কথা, বলেন পেটের দায়ে চাকরি করছে। অথচ তারাই নাকি বিচারের অঙ্গ'।

বিমল মুখ তুলে ধীরে ধীরে গম্ভীর ভাবে বললে 'পেটের অজুহাতে আমায় কি আপনার মারবার কোন অধিকার জন্মে; আমায় কষ্ট দেবার কি হত্যা করবার কি কোন দাবি থাকতে পারে; না আছে না কোন দিন ছিল? চোর ডাকাত তবে কি অপরাধ করেছে বলতে পারেন? তারাও তো পেটের

জন্য সব করে। দেশের লোক সংখ্যার অনুপাতে কটা লোক চাকরি করে অথচ তাদের সেই চাকরির মূলধন আমরাই জুগিয়ে দিই, তাই আজ এত দুরবস্থা। আমরা সেই হতভাগ্যদের শিক্ষিত সভ্য ও কাম্য করে তুলেছি। আপনি আমায় মেরে ফেলতে পারেন কিন্তু আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে। জাতির সতীত্ব বজায় রাখতে যেমন মেয়েরা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, আজ আমাদের হয়তো সেইদিন এসেছে? দেশ ও জাতিকে মেরে পেটের দোহাই দিয়ে যারা বাঁচতে চায় তারাই দেশের প্রকৃত শত্রু। কর্ম্মই মানুষের পরিচয়। মুর্খের মত আবোল তাবোল দুর্ব্বলের কানে শোনায় ভাল, কিন্তু তাতে অপকার বই উপকার হয় না। আজ ভারত জগতের একটি চিড়িয়াখানা, বিদেশ থেকে বহুলোক পয়সা খরচ করে এখানে তাই দেখতে আসে। ধর্ম্মের কর্ম্মের মনুষ্যত্বের চিড়িয়াখানা। এই চিড়িয়াখানায় বাঙ্গালীরূপ পশু পক্ষীর কিচির মিচির—

'আপনি দেখ্‌ছি আমারি মতন। পথ চলতে পা পিছলে গিয়েছে, যাকে সামনে পেয়েছি ধরে ফেলেছি কিন্তু পড়ে যায়নি নীলিমা পুনরায় বলতে লাগল 'আগে সামাজিক একটি বিচার ছিল সে আজ নেই। তা থাকলে দিদিকে হয়তো তার অসামাজিক কাজের জন্য শাস্তি পেতে হত। ন্যায় ও অন্যায় এ চিরকালই আছে ও থাকবে। মানুষ ভদ্র ও সভ্য হলে অত্যাচারের মাত্রা কমে আসে ন্যায়ের মাত্রা প্রবল হয়, কিন্তু মানুষ যখন ভদ্র সাজে তখন অন্যায় বাড়ে, ন্যায় অস্থি কঙ্কাল সার নিমিত্ত মাত্র হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞান যেদিন জ্ঞানের অধিকারী হয়, সেদিন মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারে না শুধু নিয়ে খেলা করতে চায়। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক সাম্রাজ্য বাদীরা ভুলে যায় যে জগতে ডেমোক্রেসীর নামে যে খিচুড়ির সরবরাহ হচ্ছে ক্ষুধায় তা ভালই লাগে কিন্তু সে আজ মনুষ্যত্বের অন্তরায় হয়ে উঠেছে। বাক্য ব্যবসায়ীর এতে প্রসার বাড়ে তবে সত্যের বিলোপ ঘটে। ডেমো-

ক্রেসী সসীম তাকে যে অসীম করে তুলতে চাই এ ভুল। মানুষ যতই অর্থ পেতে থাকে ততই অর্থাকাঙ্কা বাড়তে থাকে, তেমনি জনতার হাতে যতই ক্ষমতা যেয়ে পড়ে তার চাহিদা ততই বাড়ে, সে সমস্ত গ্রাস করতে চায়। জনতাই তো একমাত্র সত্য নয়। জনতার আছে প্রলাপ তাই ব্যক্তিত্বের বিলাপ সেখানে প্রায়ই শোনা যায়। এক ধরনের পাগল আছে যারা প্রকৃতই পাগল, আর এক ধরনের পাগল আছে যাদের আমরা ধরতে পারিনা, কার্য্য কলাপ গণ্ডির বাইরে, প্রেরনা যাদের জনতা ভেদ করে চলে গিয়েছে? ধর্ম্মান্তর সে কি ধর্ম্মনৈতিক সম্রাজবাদের অঙ্গ নয়'?

'কিন্তু কি করবেন। স্রোতের গতি রোধ করতে যে শক্তির প্রয়োজন সে কোথায়? প্রেমের জন্য মানুষ আগে সাধনা করত আজ শিকার করতে বেরোয় এবং এই শিকারীর তাৎপর্য্য যার যত বেশি সে তত বুদ্ধিমান। গোলাপ যে দেশেই ফোটে একই ভাবে ফোটে কিন্তু নাম বিভিন্ন। এই নামের মোহ অনেকের মধ্যে এত বেশি যে বলবার নয়'?

'আচ্ছা বিমল দা মোহ তুমি কাকে বল'?

'মাতাপিতা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সংসারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এ আমার মধ্যে তোমার মধ্যে আছে, অথচ আমরা তাকে জানি না চিনি না, এর জন্য অপরের কাছে হাত পাততেই অভ্যস্ত এই তো মোহ। ভালবাসায় মোহের একটা খাদ আছে কিন্তু ভালবাসা মোহ নয়? তুমিই একাধারে কন্যা, স্ত্রী, মাতা, বান্ধবী কি নও? অথচ আমরা তা ভুলে যাই।—প্রেমকে যারা গ্রহণ করে, ধারণ করে, প্রসব করে ও প্রকাশ করে এবং প্রেমের যারা জন্মদাতা এদের মধ্যে মোহ আছে, কিন্তু সে যদি রূপকথার জগতে যেয়ে উঠে, তবেই মুস্কিলে পড়তে হয়। এমন লোক অনেক আছে যারা আর্টের নামে রূপ কথার সৃষ্টি করেই আনন্দ পায়। অশ্লিলতাকে জড়িয়ে ধরে। মোহ তা নয়'?

নীলিমা বিমলের মুখের দিকে চেয়ে ছিল, সে তার কথা শেষ হতেই

বললে 'বিমলদা আপনার মাকে কিন্তু আমি চিঠি লিখেছিলাম এই তার জবাব এসেছে'।

'মা আমায় লিখেছেন'।

'কই তিনি তো আপনার মত আমার পরে চটে যান্‌নি। বিনয়দার কথা দিদির কথা সকলের কথা জানতে চেয়েছেন' ?

হোষ্টেলের চাকর এসে ডাকলে বাবু বিমল বললে ভিতরে আয়। সে ভিতরে এসে ঘর ঝাড় দিতে সুরু করে দিলে।

নীলিমা জামা কাপড় গুলো গুছিয়ে নিয়ে বললে আজকে উঠি। বিমল বিদায় অভিবাদন জানালে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছুদুর পর্য্যন্ত যেয়ে এগিয়ে দিয়ে এলো।

৪৭

সম্প্রতি কয়েকদিন সুকমোল আসেনি, বিমলের মনটা তাই একটু হালকা হয়ে পড়েছে। অনেক কথাই তার মনে হতে লাগল, অসুক হয়েছে কি না, এ জানতে যেতেও সে ভয় পেলে। অগত্যা শেষে নীলিমাকে একখানি পত্র লিখে তার উত্তর পেলে :—

কলিকাতা

প্রিয় বিমলদা,

তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি ওকে বলে রেখেছি যদি কোন সুবিধা করতে পারেন্‌ তোমায় জানাবেন। সুকমোল কলকাতায় নাই। তাড়াতাড়ির মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে ভুলে গিয়েছে। শশুর মহাশয় এসেছিলেন তিনি তাকে কিছুদিনের জন্য বাইরে নিয়ে গিয়েছেন।

এখন সেখানেই থাকবে।

শীঘ্রই আমি বাপের বাড়ি চলেছি, সেই জন্যই বিশেষ করে খুকমোলকে বাহিরে পাঠিয়ে দিলাম। আমায় এখন কিছুদিনের মত সেখানেই থাকতে হবে। যদি বেঁচে থাকি হয়তো তোমাকে আর জনের পড়াবার ভার নিতে হবে, তার সঙ্গে ঝগড়া করলে মা হয়ে সইতে পারব না। ওকে ছেড়ে যেতে মনটা চাইছে না, কিন্তু কি করি এ অবস্থায় সকলেই বলছে এখানে থাকা উচিত নয়। ওর কষ্ট হবে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না বলে মনে কিছু করো না। বেঁচে থাকলে দেখা হবেই।

জীবনের পথে বাঁধা আছে কিন্তু যে বুদ্ধিমান সে সেখানে শক্তি সঞ্চয় করে এবং যে বোকা সে ভেঙ্গে পড়ে দুর্ব্বল হয়। প্রেম মানুষের পরিচয়, সেখানে অভিনয় ভালনা। নিজেকে হারিয়ে ফেলোনা। তুমি লিখেছ চাকরি করা পাপ, নয়তো পাপের প্রায়শ্চিত্ত, হয়তো সত্য কথা, কিন্তু ভেবে দেখ যে ধরনের ব্যবসায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি সে হয়তো মহাপাপ। ব্যবসা যদি মানুষের পরিচয় না হয়ে শিকার করা হয় সে দুঃখের। ব্যবসা যদি নরহত্যা করে সে কি ভাল? অর্থের হাড়িকাটে আজ ব্যবসার নামে আমরা যে নরবলি দি সে কি ভাববার নয়। ব্যবসায়ের কাপালিক শ্রেনীকে আমি খুবই ঘৃণা করি। যে দিকে চাই সেই দিকেই দেখি দুর্ভিক্ষের ছায়া, এবং এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে হৃদয়ের দুর্ভিক্ষ, মানুষের দুর্ভিক্ষ, প্রেমের দুর্ভিক্ষ। দুটো পয়সার জন্য আমরা খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ভেজাল দিয়ে আনন্দ পাই, মানুষকে মেরে ফেলবার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে, এ বিষের পরিমান নেই, অথচ তুমি যদি আমার খাবারের মধ্যে কিছু মিশিয়ে দাও হয়তো ফাঁসি যাবে। এ কি ব্যবসা। বাঙ্গালী যেদিন ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরি নিয়ে ব্যবসায়ের প্রচুর অর্থকে উপেক্ষা করে তার সম্মানকে পদ দলিত করে সন্তুষ্ট ছিল,

জাগতিক দৃষ্টিতে সে বাঙ্গালীর মুর্খতা হলেও জ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রাণের দৃষ্টিতে প্রকৃতই মহৎ। এই যে অল্প সন্তুষ্টতা এই যে ত্যাগ তা বাঙ্গালীকে ছোট করেনি বড় করেছে। দু মুটো পেটের সম্বল না রেখেও যে দশের জন্য সর্ব্বস্ব ছেড়ে দেয় সে ছোট নয় খুবই বড়।

কৃষি প্রধান দেশে হয়তো চাষা আছে, কিন্তু তাকে শিল্প বাণিজ্যের অজুহাতে কুলি প্রধান করে হাঙ্গামা আরও বাড়বে শান্তি আসবে না। চাষার চেয়ে কুলি আরও দুঃখী। চাষা ভোগে ম্যারেরিয়ায় কুলি ভোগে টিউবারকুলিসে। দাস যখন প্রভু হয় সে আরও ভীষণ হয়, তাই বিদেশী অফিস গুলোর চেয়ে স্বদেশী অফিসের অন্যায়, অসংযম, চরিত্রহীনতা, আদর্শ-হীনতা খুবই বেশি। অর্থকে সর্ব্বশক্তিমান করে আমরা যে ভুল করেছি, সেই ভুলের মধ্য দিয়ে চুরি, ডাকাতি, ঘুস, রোগ, শোক, ব্যবসা বাণির্জ্য, চাকরি বাকরি সব ফুটে বেরিয়েছে। শিক্ষা আজ অর্থনীতি। অর্থই যে দেশে প্রধান সে দেশের মানুষ যে মানুষকে অর্থের জন্য হত্যা করতে চাইবে এ তো নুতন নয়। অর্থ মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে আনছে। তার সর্ব্বগ্রাসী রূপ সর্ব্বত্রই ফুটে উঠেছে। আজ আমাদের দুঃখের মূলে বর্ত্তমানের অর্থনীতি। এক ক্লাস লোক থাকে যারা প্রকৃতই অর্থ পাগল তারা বৈশ্য, কিন্তু সমস্ত দেশটাই যখন পাগল হয়ে ওঠে সে ভয়ানক হয়। ডেমোক্রেসীকে আমি ভালবাসি কিন্তু প্রনাম করতে পারি না। আজকের দেশ প্রেম অত্যান্ত লাভজনক কিন্তু অতিতের দেশপ্রেম ছিল লোকসানের নিন্দনীয় তাই তাকেই ভালবাসি। আজকের নেতা হতে সবাই চাইবে কিন্তু এমন দিন ছিল যে দিন দেশপ্রেমের লাঞ্ছনা গঞ্জনা খুবই বেশী ছিল এবং তারাই বড়।

ব্যবসা করতে চাও ভাল কথা কিন্তু জঙ্গলের ব্যবসা করতে যেওনা। ব্যবসার নামে গো জাগরণ ভাল না। দেশের সবাই যদি ব্যবসাদার হয়ে পড়ে খরিদ্দার কেউ থাকবে না। সস্তা রাজনীতির মোহে আমরা যে

বুলি আওড়াতে শিখি তার পরিনাম শুভ নয়। বাঙ্গালী চাকরি করে পড়েছে এ স্বীকার করে নিয়েই বলতে চাই সে যেন ব্যবসায়ে নেমে মনুষত্বের দেউলিয়া না হয়ে যায়। ব্যবসা সম্বন্ধে খুব ধীর ভাবে চিন্তা করবে। আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী যদি ব্যবসায়ে নেমে সতর্ক হয়, পরিশ্রমি হয়, তার জমিদারি মনোবৃত্তিপুর্ণ আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারে, তবে তার মধ্যে ব্যবসায়ের যে সব বস্তু অন্তরায় আছে তাহা ঢাকা পড়বে, এবং সে প্রকৃতই আদর্শবান ব্যবসায়ী হয়ে উঠবে। দুই একটি বাঙ্গালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের আদর্শ ভারতীয় আদর্শের অনেক উচুতে। ভারতের সমস্ত ব্যবসার মূলে খোঁজ করে দেখ হয়তো বাঙ্গালী আছে কিন্তু তার দুর্ভাগ্যবশতঃ সে তার লাভাংশ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে না, টিকে থাকে না। সে ব্যবসা বিদেশীর মরচে ধরা শাসক প্রবৃত্তি নয় কি স্বদেশীর সর্ব্বনিয়ন্ত্রারূপে উৎপীড়ন ও নয়। চাকরি সে তো ভিক্ষার ঝুলি, সংসারে এ খুব প্রশস্ত নয়, এ বানপ্রস্থের ব্যবস্থা, কিন্তু এই ভিক্ষায় বাঙ্গালী এত অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে যে তাই তার আজ ভাল লাগে। নিজের স্ত্রীকে মেয়েকে উপঢৌকন দিয়ে সে তার উন্নতি খোঁজে। চাকরির মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আজ ফুটে উঠেছে দুর্ভিক্ষ. কিছু ব্যবসার মধ্যে দিয়ে যেন অরাজকতা ফুটে না বেরোয়। বাঙ্গালী যেন নিজের আদর্শ নিয়েই ব্যবসায়ে নামে, যা সৎ তাই গ্রহণ করে। ব্যবসা অতি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। ব্যবসার নামে আমরা কল কারখানা খুলে মানুষকে যদি বাঁচিয়ে না রেখে মেরে ফেলবার চেষ্টা করি, জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করতে সুরু করে দি, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি আছে। এই হিংসার মুলেই লুকিয়ে আছে জগতের প্রতিহিংসা।

তোমার মন পবিত্র আত্মা পবিত্র তাই তোমার বিচার শক্তিকে সম্মান না করে পারি না। গর্ভ ধারণের যে আনন্দ আছে সেই আনন্দের মতন তোমার হৃদয়ের আনন্দ যেন ব্যবসার মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোয় দেশের

ও দশের কল্যাণে। সমাজের মূলে আছে সেবা। ব্যবসা সেই সেবার অঙ্গ। ধর্ম্মের সেবা কর্ম্মের সেবা ভোগের সেবা ত্যাগের সেবা এই যে বর্ণ বিভাগ এর মূলে সেই সেবা যা সমাজ। পাসের বাড়িতে ছেলে কাঁদছে, হয়তো ক্ষুধা পেয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় এ সেই আমারি অনাগতের ক্রন্দনধ্বনি ফুটে উঠতে চায় বিশ্বের কল্যাণে মুক্ত সেবায়। যেখানেই যাও যে কাজ কর তার একটি আদর্শ রেখ।

মায়ের চেহারা দেখলে মনে হয় রুগ্না, অথচ ছেলের ক্রন্দনকে এড়াতে যেয়ে বক্ষ খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুগ্ধের যার নিজের প্রয়োজন আছে সে দুগ্ধ কোথায় পাবে? এই যে ক্ষুধা এ কি দুর্ভিক্ষের রূপ? দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মাঝ দিয়ে মনে হয়, যে দেশে তিন মাসের বেশি খোরাক জন্মায় না, সে দেশে কেউ কোনদিন না খেয়ে মারা পড়েনি, দুর্ভিক্ষের কথা শুনতে পাইনি, অথচ এই শষ্য শ্যামলা ভারতবর্ষ, কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশ তার নাকি শর্ষ্যের দুর্ভিক্ষ এসেছে, একি সেই দুর্ব্বল বৈশ্যনীতির এক অধ্যায়, এবং রাজনীতির এক পর্য্যায়, যেখানে আমরা হারিয়েছি আমাদের সভ্যতা, সংস্কার, শিক্ষা, দীক্ষা, পবিত্রতা। দুর্ভিক্ষের আনন্দ মঠ শক্তির আনন্দ মঠ। যেখানে ফুটে বেরিয়েছে বন্দে মাতরম্, যা বিদেশীর চোখে চাকুরে বাবুরা বলে উঠেন 'বাঁদরের মাথা গরম' সেখানে তুমি যদি তোমার ব্যবসায়ের বন্দে সুন্দরম্‌কে খুজে পাও সে তো খুব আনন্দের কথা এবং সেই বন্দনার চক্ষে বলতে চাই বন্দে জয়ম সত্যম সুন্দরম।

এক জন যদি লক্ষ টাকা নিয়ে বসে থাকে দশজনের হাত শুন্য করে সে যেমন সুখের হয় না, তেমনি এক মহাত্মার জায়গায় যদি শতশত ক্ষুদ্র মহাত্মার আবির্ভাব হত, হয়তো আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে ভাল হত। নারীর যৌবনে শিকারের মোহ খুবই বেশি, কিন্তু চিন্তা করে দেখেছি নারীত্বের অন্তরায়। পয়সার দৃষ্টিতে আজ আমরা ব্যবসা করতে ছুটি মনুষ্যত্বের

দৃষ্টিতে নয়। ব্যবসা করে অর্থবান হব এই সকলের ইচ্ছা, বড় হব আদর্শবান হব এ কেউ চায় না। ষ্টেশনে নেমে কুলির ব্যবহার করলে অনেকে বলবেন বাবু, দুর্ব্বলতা, শক্তিহীনতা, কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি লোকের হাতে দু চারটে পয়সা তুলে দেওয়ার এ একটি সৎ সরল ব্যবস্থা। মানুষ স্বাবলম্বি হক এ আমি চাই, তবে হৃদয়ের স্বাবলম্বিতা কই ?

তুমি ব্যবসা সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিখেছ এ তার প্রতিধ্বনি। আশাকরি তুমি প্রকৃতই একদিন সত্যিকারের ব্যবসা, ন্যায়ের ব্যবসা, যাহাতে মানুষের উপকার হবে, যাহা সমাজকে সেবা করবে, যার বিনিময়ে গড়ে উঠবে প্রেম প্রীতি স্নেহ ভালবাসা সেইরূপ ব্যবসাদার হয়ে উঠবে।

বৈশ্যযুগে ব্যবসায়ের প্রাধান্য বেশি। আমরা প্রত্যেকেই এক একটি ভালবাসার ব্যবসাদার। সংসার আজ তার একটি বিশিষ্টতা। ভালবাসার ব্যবসায়ে অনেকে লাভবান হয়ে পড়েন এবং দেউলিয়াও হন। যৌবনের প্রথমে ভালবাসা হয়ে পড়েছিল স্রোতের ফুল আজ আমার কেন্দ্রস্ত শক্তি। ভালবাসা আজ অনেক ক্ষেত্রে দেহিক ব্যাপার অর্থাৎ ব্যবহার এবং হৃদয়ের প্রতারণা। তোমায় আমি ভালবাসি, এ অধিকার আমার চিরকালই আছে, ভাই এর মতন বন্ধুর মতন, কোন সমাজ ও ধর্ম্মের এখানে বাঁধা দেবার কিছু নাই, যতদিন আমি আমার বিবাহের প্রতিশ্রুতি-কে, আমার প্রযোজন শক্তিকে, স্বামীর অধিকারকে ক্ষুন্ন না করি।

তুমি লিখেছ বিবাহে মানুষ সুখী হয় না, দুঃখ পায়, জানিনা এ কেন ? জগত যেখানে সুখী সেখানে তুমি একলা দুঃখী হলে চলবে কেন ? তবে সুখ বলতে যে শুধু দৈহিক অনুষ্ঠান এ আমিও বিশ্বাস করি না। দৈহিক কামনা বাসনা নিয়েই যারা বিবাহ করে অন্য কিছু খুঁজে পায় না তারা যে একটু দুঃখী এ সত্য কথা। প্রেমের মূলে আছে বিশ্বাস। ছোট ছেলে মেয়ে খাবার নিয়ে যে ভাবে ঝগড়া করে সে ভাবে প্রেমের ঝগড়া চলে না। নারীর প্রেম সরোবরে জীবনের অবগাহনে নেমে পুরুষ যে

দুঃখী হয় এ ভাবতে পারি না। নারীরূপ হৃদয়ের আস্তাকুড়ে শুধু দেহিক ক্ষুদ্র সত্বার মধ্যে যাহারা সুখ খোঁজে তারা হয়তো ভুল করে। একটা বেজেছে, তিনটায় ট্রেণ, অনেক কিছু গুছিয়ে নিতে হবে উঠলাম। আমার প্রনাম গ্রহণ কর।

ইতি
প্রণতঃ
নীলিমা

পুনশ্চ। গোটা কয়েক বিদেশী এসে যেদিন বাঙ্গালা জয় করেছিল সে বাঙ্গালীর ভিরুতা হলেও তার শান্তিপ্রিয়তার কি অহিংসতার কি একটা প্রশ্ন ওঠে না। বাঙ্গালী বড় হক এ আমরা সকলেই চাই, কিন্তু দুভার্গ্যের বিষয় তার জন্য আত্মত্যাগ স্বার্থত্যাগ করতে পারি না।

৪৮

সীতেশকে তার অফিসে না পেয়ে বিমল তার বাসার ঠিকানাটা নিয়ে ফিরে এল। পরদিন সকালে উঠে সে সেই বাসার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। শীতল পাল লেনের একটি দোতালা বাড়ির সামনে এসে সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে দরজার কড়া নাড়লে। একজন মহিলা দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কাকে চান?

মুখটি একটু নত করে বিমল বললে সীতেশ বাসায় আছে?

'ঐ পাসের দরজায় দেখুন'। বলেই মহিলাটি দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বিমল একটু সরে যেয়ে পুনরায় কড়া নাড়লে। উমা তার বুকের

কাপড়টী একটু সামনে নিয়ে উঠে পড়ল এলং দরজা খুলে দিতেই নূতন লোককে দেখেই দুই পা পিছিয়ে যেয়ে দরজার আড়াল থেকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি 'কাকে চান' ?

'সীতেশ বাসায় আছে বলতে পারেন' ?

'না উনি বেরিয়ে গিয়েছেন'।

'আসতে দেরি হবে'।

'এখনি আসবেন আপনি বসবেন কি' ? উমা দরজাটি খুলে দিয়ে মাথার কাপড়টী ভাল করে টেনে দিলে।

'আপত্তি কি থাকতে পারে বলুন' বিমল ঢুকে পড়তেই, উমা একটু ইতঃস্ততঃ করে আগন্তুককে একখানা আসন এনে বারাণ্ডায় বসতে দিলে। দুখানি মাত্র ঘর। একখানায় নিজেরা স্বামী স্ত্রীতে থাকে, অপরখানি শাশুড়ীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সেটি আবার লক্ষ্মী পূজার ঘর। ঘরের ভিতরে টেবিলের পরে ঘড়ি লক্ষ্য করে উমা চলে যাবার মুখে বলে গেল আপনি বসুন উনি এখনি আসবেন।

উমা সরে যেয়ে রান্নাঘরে ঢুকতেই দীপালী বলে উঠলে 'কে উমাদি ? তা লোকটাকে সামনে বসালে কেন'।

ভাতের হাড়ির ঢাকনাটি তুলে রেখে উমা বললে ওর কোন বন্ধু বান্ধব হবে'।

'তোমার তো নয়। কিন্তু শিকড় গেড়ে যে বসলে। দরজার থেকেই বিদায় করতে পারলে না'।

'নে এক কাপ চা করে দে'।

চায়ের কাপটি ধুতে ধুতে দীপালী জিজ্ঞাসা করলে 'কে বল্লোনা ছাই' উমার কণ্ঠে বিরক্তভাবে বেরিয়ে গেল 'তোর বর'

'আমার বর। বলোকি। তার দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত থাকবে ? ও একটি মাথায় দুখানা হাতে কিছুই হবে না'।

'ওরি ঠ্যালা আগে সামলে নে—নে তুই উঠতো'। দীপালির ভাব দেখে উমা নিজেই চা করতে বসে পড়ল।

'ও হল গৌরীদানের বর, এ বয়েসে কি খাপ খায় ? নাদুস নুদুস চেহারাটি মন্দ নয়, সংসারের হাড়িকাটে মানাবে ভাল'।

'না তোকে একটি বাঁশ ঝাড় তুলে এনে দিতে হবে' চায়ের কাপটি হাতে করে উমা বেরিয়ে গেল।

'—বাঁশ ঝাড় কেন একটি ষাঁড়েরো ব্যবস্থা করতে পারবে না' ?

—মানুষ গুলো সত্যিই আজ ষাড়ের মতন ঘুরে বেড়ায়। দায়িত্ব জ্ঞানহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসে।'

উমা বিমলের সামনে চায়ের কাপটি দিতেই সে বলে উঠল 'আজ্ঞে আমি তো চা খাইনা'।

'চা খান না। লজ্জা করছেন না তো' ?

'একেবারে নিলজ্জও তো হতে পারি না'।

উমা একটু ফিক করে হেসে চায়ের কাপটি তুলে এনে দীপালীকে দিয়ে বললে নে খেয়ে নে।

দীপালি হাসিমুখে বললে 'কি হল মান ভঞ্জন হলো না'।

'খেয়ে নে না ঠাণ্ডা হয়ে যাবে'।

'প্রেসাদ নয় তো' ?

'না চা খায় না'।

'চুমু খায় তো ? না তাও খায় না, মুখ খানি বাড়িয়ে দিয়ে দেখলে পারতে'।

'মুখ বাড়াতে হয় তুই যেয়ে বাড়াগে'।

চায়ের কাপটায় মুখ দিতে দিতে দীপালি বিমলের দিকে চেয়ে বললে 'বর হলে মন্দ হবে কি। কিন্তু জবাইটি কে করবে তুমি না আমি' ?

'একেবারে মজেছেন দেখছি' উমা হেসে ফেললে।

'কি করি বল বয়েস হয়েছে তোমার মত কচি খুকি তো নই—কিন্তু লোকটি চা খায় না, বড় অচল, ওসব সেকেলে লোক নিয়ে একালের ঘরে চলবে না'।

'চা খাওয়াটি বুঝি খুব ভাল' ?

'ভাল কি মন্দ অতসত বুঝি না। তবে রেওয়াজ ছাড়লে চলবে কেন।—তুমি এক কাজ করলে না কেন উমাদি' ?

'কি বল্' উমা দীপালির দিকে চাইলে।

'বুকের কাপড়টা খুলে একবার দিয়ে দেখলে পারতে খায় কি না'।

'সে তোকেই মানায়। আমার এই বাসি জিনিষ কি কাউকে দিতে আছে'।

দীপালি হাসতে হাসতে বললে 'আর আমার বুঝি খুব টাটকা'।

'তোর বলতে একটুও বাধলো না'।

'সত্যি কথা বলব বাঁধবে কেন' ?

'দুর মুখপুড়ি'।

'খাবার না ঢাকা থাকলেই মাছি পড়ে, একটু ফাঁক পেলেই হল কতদিক দিয়ে কত জনে ঠোক মেরে ছোঁ দিয়ে চলে যায় তার খোঁজ রাখ কি'।

'তা পাততে দিসনে তো' উমা হাসলে।

'সেবেলায় সব সমান—হংসরাজের পার্ত্তাই নেই'।

'ওর কি হল। বেরিয়েছেন তো অনেকক্ষণ, লোকটি বসে রইলো উমা বেরিয়ে এসে বিমলকে জিজ্ঞাসা করলে 'জল খাবার খাবেন' ?

'বিমল হাত জোড় করে বললে অপরাধ মার্জ্জনা করবেন'।

'ওর তো আসতে দেরি হচ্ছে'।

'আর একটু বসে দেখি'।

'আপনাকে আগে কখন দেখেনি। আপনি কি গ্রাম থেকে

আসছেন। সবাই কেমন আছে'।

'আমরা একদিন একসঙ্গে হোষ্টেলে থাকতাম'।

'আপনার নামটি' ?

বিমল হাস্য মুখে বললে বড় মুস্কিলে ফেললেন—কিন্তু তার আগে আপনার নামটি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি' ?

উমার চোখে মুখে লজ্জার আরক্তিম রেখা ফুটে বেরোতেই দূর কণ্ঠে শোনা গেল 'ও উমাদি সকাল বেলায় জল সব কোথায় গেল' ?

'তুই গা ধুয়ে নে না' উমা উত্তর করলে।

'আপনার নামটি বুঝি উমা। তবে এটী হল লোকের মনগড়া নাম, আপনার প্রকৃত নাম হয়তো আপনি সীতেশের স্ত্রী'।

'কি করে জানলেন 'উমা জিজ্ঞাসা করলে।

'আপনার হাবভাবে কথায় বার্ত্তায়ঃ বিশেষতঃ মুখ খানি দেখতে অনেকটা সীতেশের মতন'। বিমল পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে ,আপনি কি সীতেশকে নিয়ে একলা সংসার করছেন'।

'না, এতদিন শাশুড়ী ছিলেন, তবে সম্প্রতি আমার এক ননদের ছেলেমেয়ে হবে তাই দেশে গিয়েছেন'।

'তাহলে বর্ত্তমানে আপনি স্বাধীন—কিন্তু আপনার ছেলেমেয়ে কবে হচ্ছে'।

উমাকে যেন একটু বিরক্ত বোধ করতে দেখে বিমল পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে 'সীতেশ লোক কি রকম'।

'আপনি বসুন' উমা চলে গেল।

উমা কলতলায় এসে দাঁড়াতেই দীপালি বলে উঠলে 'এত তাড়াতাড়ি বিদায় করলে যে। একটু সইয়ে সইয়ে প্রেম করতে হয় নতুবা হজম হবে কেন' ? পেট ফাঁপবে'।

'সে তোর ফাঁপবে। এখন গা ধুয়ে নেতো' উমার কণ্ঠে শাষনের

সুর ছিল।

'গা ধুতে একলা কি ছাই ভাল লাগে। যাও বা এল তাও তাড়িয়ে দিলে'।

'রাস্তা থেকে একটি কাউকে টেনে আনলেই পারিস্'।

'আর কিছুদিন যাক আমায় টেনে নিয়ে যাবে, ছাই কষ্ট করে টানতে হবে না। যণ্ড রাজের দল সহজে কি ছেড়ে দেবে ভেবেছ'।

দোতালার জানালা থেকে একজন বৃদ্ধা মহিলা চিৎকার করে বলে উঠলেন 'বলি ও মুখপুড়ি তোর হল ? সব অলুক্ষনে। জল জ্যান্ত বাপটাকে খেয়েও আশ মেটেনি। একঘণ্টা ধরে মেয়ের আমার চ্যান করা হচ্ছে'।

'গা টা ধোব না কি' দীপালি প্রত্যুত্তরে জানালে।

'আঃ মর। লোকের গায় এত ময়লা থাকে। সব অনাছিষ্টি। বরের নেই খোঁজ মেয়ে আমার খোঁপা বেঁধে বসে আছেন, শুতে যাবেন। রোজ সকালে সময়ে কিছুতেই হাড়িটা চড়াবে না'।

'বাঁশী বাজছে উঠে পড়' উমা জলের বালতিটা ভরে যেতেই চলে গেল।

গা ধুয়ে দীপালি কাপড়টা কেচে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলবার মুখে বিমলকে বসে থাকতে দেখে দু পা পিছিয়ে যেতে যেয়ে পড়ে গেল। বালতির এক কোনায় লেগে দরদর করে তার মাজা থেকে রক্ত বেরিয়ে এল। বিমল ছুটে যেয়ে দীপালীকে ধরে ফেলল, এবং পকেট থেকে রুমাল বার করে রক্তের জায়গাটা চেপে ধরলে। উমা পড়বার শব্দেই ছুটে বাহিরে আসতেই বিমল বলে উঠলে 'একটু গাদা ফুলের পাতার রস করে দেবেন তো।'

কতকগুলি পাতা হাতে মুড়ে উমা বিমলকে লক্ষ্য করে বললে 'আপনি উঠুন বিশ্রি জায়গায় লেগেছে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি'।

'মরলে নাকি' বৃদ্ধার কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। সুচেতা ব্যাপার দেখে

নিচেয় নেমে আসতে আসতে বলতে লাগলেন 'যাতে কোন কাজ কর্ম্ম না করতে হয় তার ব্যবস্থা করে মরেছে। এখন বসে বসে ওকে সবাই মিলে খাওয়াও'। বিমলকে চোখে পড়তেই তিনি বলে উঠলেন 'তুমি কে গো বাপু সোমর্ত্ত মেয়ে বৌ তাদের দিকে চাইতে লজ্জা করছে না। মুখ পোড়ার কি মা বোন নেই। আ-মর।'

বিমল সরে দাঁড়ালে। দীপালি বিরক্তভাবে উমাকে বললে 'কি টানাটানি করছ ছাই'?

'পোদে ঘা বাঁধালে লোকে কি করবে। গাদাফুলের পাতার রসটি ভাল করে দিতে দে রক্ত বন্দ হয়ে যাবে'?

'ছাই হবে। এ মরবার রক্ত আমায় মরতে দাও, মরতে পারলেই বাঁচি—বাঁচব কার জন্য ঝাটা লাথি খাওয়ার জন্য'।

'নে চুপ কর তোর মা শুনলে কি ভাববেন বলতো'?

সুচেতা উমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'লোকটি কে বৌমা'?

'উনি আমার স্বামীর বন্ধু' উমা বিরক্তভাবে বললে।

'তোমার ঘরে আজকাল বন্ধু বান্ধবের যাতায়াত চলছে নাকি'? ভাতার ঘরে নেই বলে এতটা কি ভাল। অমন ভাতার কি মানুষের হয়। কি ভদ্র ছেলে, বৌ বলতে অজ্ঞান।—কাকেই বা বলি ছাই সে দিন কি আর আছে। আজকাল প্রেমের বেগার না খাটলে বিয়ে হয় না বলে কি লোকে ভাতারেরো বেগার খেটে মরবে। হায় অদৃষ্ট'?

'ওঠ তো' উমা দীপালিকে তুলে ধরে বৃদ্ধাকে সম্বোধন করে বললে 'দেখুন আপনি আমায় যা খুসি বলতে পারেন আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু আমার বাটীতে কেউ এলে কখন কিছু বলতে যাবেন না'।

'এর মধ্যেই এত দরদ, আরে রাম রাম খোয়াতে আর কিছুই বাকি নেই'।

'খুইয়ে থাকি সে আমার আমি খুইয়েছি, আপনি বলবার কে'?

'তোমার। আচ্ছা দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমার। সমাজের বাহিরে যেয়ে বাস করলেই পার। আসুক তোর ভাতার তোর বিষ দাঁত যদি না ভাঙ্গি তো কি বলেছি। লোকে নাং করে মরবে বললেই দোষ'।

দীপালি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে উমাকে বললে 'চুপ করোনা। পাগলের কথায় কান দিতে আছে'।

'কি বললি তুই আমি পাগল' সুচেতা গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

'যে পাগল তাকে বলেছি। তুমি যদি পাগল হবে তবে কি এতদিন এখানে থাকতে পারতে পাগলা গারদে না যেয়ে'।

'তাই বল্, বলে কি না পাগল'।

দীপালিকে পৌছে দিয়ে এসে উমা রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গোটা কয়েক নারকেল সন্দেশ একটি প্লেটে সাজিয়ে এনে বিমলকে দিলে। বিমল খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলে 'মেয়েটি কে'।

'বাড়িওয়ালার ভাইঝি। মেয়েটির কি কষ্ট। ওদের যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে ওদের মেরে ফেলবার চেষ্টা চলছে। ঝি চাকরের মত সংসারের পেছনে খাটছে তাতেও কি একটু শান্তি আছে। দুই দুইবার ওকে বিষ খাইয়েছে, বিয়ে দিতে টাকা লাগবে যে। ও আর ওর একটি ছোট ভাইকে রেখে ওদের বাবা মারা যান। টাকা পয়সা যথেষ্টই রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু রাখলে তো। এ বাড়ি তো ওদের। এখন ওরাই সব দখল করে বসেছে। বুড়ি হল বাড়ীওয়ালার এ পক্ষের শাশুড়ী। ভাই মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে কিছু টাকা পড়তেই এই বয়েসে একটি বিয়ে করে বসতেই, সঙ্গে সঙ্গে ঐ শাশুড়ী রত্নটিকেও আনতে হয়েছে। ওর মা মাটির মানুষ নিরবে সব সহ্য করে চলেছে। বললে বলেন উপায় কি, সুখই যদি থাকবে তবে অদৃষ্টে এ হবে কেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সেই যে গৃহ-দেবতার ঘরে ঢুকেছেন সেখান হতে আর বেরোতে চান না। মানুষের মত মানুষের আর একটিও শত্রু নাই। মেয়েটির বিয়ে দেবে তার ভনিতা

কত, ওর মার কষ্ট হবে, ছেলে মানুষ, শুনলে গা জ্বলে যায়। আঠারো বছরের মেয়ে ওদের চোখে এখনও ছেলেমানুষ, আমরা বেশি সভ্য হয়েছি কি না। অথচ ষাট বছরের মিনসের ঢঙ্গ দেখলে লজ্জা করে। আগে ওর মার বাপের বাড়ি থেকে ওর বুড়ো মা সময় সময়ে গ্রামের কাউকে পাঠিয়ে দিতেন খবর আসটি নিতে, সে কি হবার যো আছে, যা তা বলতে সুরু করে দিলে, শেষে বাধ্য হয়ে সে সব বন্ধ করতে হল। সোমত্ত মেয়ে তাকে উপদেশ দেওয়া হয় বিয়ে না করে কত কাজ করবার আছে জগতে, ওর মাকেও মাসে মাসে ব্রহ্মচর্য্যের কিতাব পড়তে দেওয়া হয়, ঝাটা মার'।

বিমল একটু হাসি মুখে কহিল 'বিধবার ঘাড়ে ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত ভার চাপিয়ে সবাই যদি সরে দাঁড়ায় সেটুকু তাকে বিপন্ন করেই তোলে। বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্যের ভার শুধু গ্রহণ করতে না বলে, আমরা যদি সকলেই কিছু কিছু গ্রহণ করতাম, তার ভাই বোন পিতা মাতা সমাজ কিছু কিছু গ্রহণ করত, তা হলে বৈধব্যের ভারটা একটু লাঘব হত, এবং সেই আব-হাওয়ার মধ্য দিয়েই বিধবা বেঁচে থাকত, মঙ্গল হত। পথে চলতে যে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় তাকে যদি পথের লোক ধরে না তোলে, সহানুভূতি না জানায়, সাহার্য্য না করে, সে কি আর চলতে পারে ? যারা বৈধব্যের সৃষ্টি করেছিলেন তারা এটুকু চেয়েছিলেন। যত বড় ভারই হক না কেন সকলের সৎইচ্ছা ও সাহার্য্য থাকলে তা সহজেই বহন করা যায়। আজ বিধবার ঘাড়ে বৈধব্যের সমস্ত বোঝা চাপিয়ে আমরা শুধু সরে দাঁড়াই না, তাকে নিন্দা ও টিটকারী করি, তার সেই মৃত মাংসের পেছনে শিয়াল কুকুরের মত আন্দোলন সুরু করেদি। নারী খাদকের কি দেশে অভাব আছে তাই সে বসে পড়ে। তাকে সংযমী না করে তুলে অসংযমী করে তোলাই আজ আমাদের কার্য্য হয়ে পড়েছে। ঘরে বিধবা মেয়ে কি বোন, অথচ পিতা মাতা ভাতৃ বধুর অসংলগ্ন ভাব কি উচ্ছৃঙ্খলতা ভাল ? সমাজের এমন একটি দৃশ্যের মাঝে বিধবা আজ এসে পড়ে যাহা বিধবার পক্ষে প্রকৃতই

যন্ত্রনাদায়ক'।

বিমলের কথায় উমা লজ্জা আরক্ত মুখে বললে 'তাই বলে কি সবাই বিধবা হয়ে পড়বে। যার স্বামী আছে সেও তা নিয়ে ঘর সংসার করতে পারবে না'।

'এ আপনার ভুল' বিমল কথার উত্তরে বলতে লাগল! 'ব্রহ্মচর্য্য বিধবাকে পালন করতে হয় এবং সে তার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র কিন্তু দুঃখের মধ্যে আজ কি একমাত্র কেন্দ্র হয়ে পড়েনি সংসারে। বিধবার পরে আমাদের কি কর্ত্তব্য নাই। তাকে ভোগের আকাঙ্খা না জানিয়ে, তার মনে ভোগস্পৃহার উদ্দিপন না তুলে, ইন্দ্রিয় ভোগের গুরুত্বে তার মনকে পীড়িত না করে, তার লঘুত্বে সংযম সাধনের পথ দেখিয়ে দেওয়া কি খুবই অনুচিত হবে? যা তার ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে হীতকর সেই ভাবে চলা কি উচিত হবে না? সেইরূপ দৃশ্যের অবতারণা করা কি ভাল নয়? বিধবাকে নিরামিস রেখে তাকে মাংস রন্ধন করতে বলা কি ভাল? বিধবাকে সামনে রেখে তার আদর্শে হয়তো সংসার নিজেই সংযমী হতে চেয়েছিল সে আজ কোথায়? আজ সমাজ অসংযমী ব্রহ্মচর্য্যহীন তাই বিধবার বৈধব্যের প্রশ্ন এত জটিল হয়ে উঠেছে। অপমানে, অত্যাচারে, আক্রমনে ও এক মুষ্টি অন্নের জন্য বিধবাকে যত ঘর ছাড়তে হয়েছে হয়তো হয়নি তার প্রবৃত্তির বশে। বিধবাকে কি কেউ বঞ্চিত করতে ছাড়ে। প্রেমের শ্মশানে তাকে শকুনি গৃধিনীর মতন কি আজ মানুষ ঘিরে দাঁড়ায় না। স্নেহের এই যে নির্ম্মম অত্যাচার অবিচার এ কি ভাল? স্বাভাবিক উত্তেজনাকে মানুষ সহজেই বশে আনতে পারে, যেমন স্বাভাবিক রোগ শোক, কিন্তু যা অস্বাভাবিক, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় যা সৃষ্টি করে তোলে, যা বন্যার বেগে এসে পড়ে তাতে লোক ভেসেই যায়'।

'উনি বোধ হয় এলেন আপনি বসুন' উমা চলে গেল।

৪৯

বাজার থেকে এসে রান্নাঘরে ঢুকে সীতেশ বাজারটী ঢেলে দিতেই উমা বলে উঠল 'এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে এক ঘণ্টা বসে আছেন'।

'কে'।

'তোমার বন্ধু বান্ধব আমি কি করে জানব'।

'নামটীও জিজ্ঞাসা করতে নাই'।

'না বললে কি ঝগড়া করব'।

'ঝগড়াটী কি সব আমার জন্যই মজুদ রাখতে চাও'।

'বেশ যাও, আর কেউ যেন ঝগড়া করে না'। উমা মুখঝাড়া দিয়ে উঠল।

বারাণ্ডায় পা দিয়ে বিমলকে দেখে সীতেশ হাসিমুখে জিজ্ঞাসা 'করলে কি খবর—সেই যে দেখা—কতক্ষণ এসেছিস'।

'ঘণ্টা খানেক হবে'।

'মাঝে মাঝে একটু খবর নিতে হয়, তুই তো একেবারে ভুলেই গেছিস'।

'অপরাধটি কি শুধু আমার না তোদের ও আছে'।

'আমরা সংসারী মানুষ নানান ঝঞ্ঝাট' সীতেশ বেরিয়ে গেল এবং স্ত্রীকে কিছু জল খাবার দিতে বলতেই, উমা বললে নারকেলের সন্দেশ দিয়েছি'।

বিমল বাহিরে এসে দাঁড়াতেই সীতেশ স্ত্রীর পিট চাবড়িয়ে বললে

'এই হচ্ছে আমার সংসার, এর ঝঞ্ঝাট কি কম' ?

'একটা প্রাণ নিয়েই যদি এতটা ঝঞ্ঝাট হয় পরে কি করবি সংসার ছেড়ে দিবি নাকি' ?

'ইচ্ছে তো করে। তুই দিব্যি আছিস ভাই'।

'তোর বৌ কিন্তু লোক খুব ভাল' ?

'ও গো শুনছ, রান্নাঘরের মধ্যে স্ত্রীকে ঢুকতে দেখে সীতেশ বলে উঠলে 'বাড়িতে পা দিতেই না দিতেই প্রশংসা। বলি লোকটি কি আমি খুব খারাপ ? তোদের যে কি হয়েছে তোরা আর কিছু দেখতে চাসনে, একটী মেয়েমানুষ হলেই হল'।

উমা চাপা কণ্ঠে হাসতে লাগল।

সীতেশ হাত পা ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে বললে 'এখন তুই বিয়ে করছিস কবে' ?

'সন্ন্যাসীর হৃদয় নিয়ে সংসার করা চলবে না ভাই'।

'শোন কথা' সীতেশ বলতে লাগল 'বলি সন্ন্যাসীরা কি কেউ সংসার করেন নি। স্বর্গ ও মর্ত্তের মাঝে নহুষের ভূমিকা কি এতই ভাল ? ক্ষত্রিয়ের একশো ছেলে এ বিশ্বাস করা যায়, বেচারী ধৃতরাষ্ট্রের শক্তিও ছিল তাতে অন্ধ, আর কি করবে শুধু স্ত্রী-চর্চ্চাই করেছে, কিন্তু বশিষ্ঠ ঠাকুরের একশো ছেলে এ তো তোর পক্ষে বড় সুবিধার নয়' ?

'ভাল না হলেও নহুষের ভূমিকা তো মানুষ এড়াতে পারেনি'।

'ও সব ছাড়, একটী বিয়ে করে ফেল, সীতেশ বলিতে লাগিল।

মেয়ে দেখব তো বল। না থাক তোদের যা ঢঙ্গ হয়তো শেষে পছন্দ হবে না। হিরে মুক্তা সকলের ভাল লাগে কিন্তু সবার অদৃষ্টে কি তাই জোটে। অদৃষ্টকে তোরা একটু মানতে চাস না, শুধু গায়ের জোর। ভাল জিনিষ সকলেই চায় কিন্তু তাকে রাখবার মত ক্ষমতা কি সকলের আছে। কলকাতায় বাড়ি গাড়ি সকলেরি আশাপ্রদ কিছু কটা লোক

তা পায়। রূপের সুন্দরী চোখে দেখতে ভাল কিন্তু গুনের সুন্দরী প্রাণে মিশে যায়। উর্ব্বশীকে সকলেরই ভাল লাগে এ জানি কিন্তু কটা লোক পায়। নেহাৎ মুখ্যু না হলে জগত তার পেছনে পেছনে ছুটে মরে না। ভাল সবাই চায় কিন্তু পায় না' !

উমা স্বামীকে লক্ষ্য করে বললে 'শোনতো'।

সীতেশ আসতেই সে জিজ্ঞাসা করলে 'দুপোরে খাবেন তো'।

সীতেশ চিৎকার করে বিমলকে জিজ্ঞাসা করলে 'ওরে বৌ যে তোকে এখানে দুপোরে খেতে বলছে'।

'সে আর একদিন হবে ভাই'।

'আরে আমার বৌয়ের হাতের রান্না খেতে দিন ক্ষন লাগে না'। সীতেশ বলতে বলতে বিমলের পাসে এসে দাঁড়ালে।

বিমল ধীর ভাবে বললে 'একটি চাকরি দিতে পারিস ভাই' ?

'একদিন আগে আসতে নেই। অফিসে একটা কাজ খালি ছিল। সে লোক নিয়ে নিয়েছে।

'একটু খেয়াল রাখিস'।

'বি, সি, এস দিবি শুনছিলাম'।

'দেখি কতদূর কি হয়। তবে অদৃষ্ট খুবই অপ্রসন্ন'।

'একটি টিউশানি করবি তো বল'।

'পেলে তো বেঁচে যাই'।

অতদুর থেকে এসে পড়াতে অসুবিধা হবে না। তোর নিজের পড়াও তো আছে। থাকিস তো এখানে একখানা ঘরের বন্দোবস্ত করে দি। বাড়িওয়ালার বাহিরের দিকে একখানা ছোটঘর আছে খুব কম ভাড়া।

'যে শাশুড়ী সাহস হয় না ভাই'।

'তোর সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি'।

'আলাপ ঠিক নয়, তবে বজ্রপাত হয়েছে ভাগ্যি মারা পড়িনি'।

'বুড়ির রসভঙ্গ করেছিস নাকি ? এই বয়েসেও ছুড়ি সাজবার ইচ্ছা আছে ষোল আনা। বুড়িকে যদি বলা যায় আপনাকে দেখলে এখনও তিরিশ বছরের মেয়ে বলে মনে হয়, আর আপনার মত সতী নারী এ ভুভারতে একটিও নাই, বুড়ি খুব সন্তুষ্ট হয়।—তোর মত ছোকড়াকে দেখে চটবার তো কোন কারণ নেই, বুড়ির প্রতি নিশ্চয়ই তোর দৃষ্টিটা একটু অমনোযোগী ছিল। যুবতি মেয়েমানুষকে দেখলে মানুষ যেমন চেয়ে থাকে বুড়ি সেটুকু আজও আশা করে'।

'তাই বুঝি তোর প্রশংসা করছিল'।

'ওর প্রশংসার আর অপ্রশংসার মুল্য দিতে গেলে মাথা খারাপ হবে। তবে রামকোমল বাবু লোকটী নেহাৎ মন্দ নয় ? বুড়ো বয়েসে বিয়ে করে এই যা একটি কেলেঙ্কারী করেছেন। বৌ মারা যাওয়ার পর বেশ কতদিন কাটিয়ে দিলেন। তবে এদিকে ওদিকে যাতায়াতটী ছিল। হঠাৎ ভাই মারা যেতেই টাকা গুলো হাতে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে একটী বিয়ে করে বসলেন। শাশুড়ী রত্নটী সেই বিবাহের প্রতিফল। আগের পক্ষের ছেলে মেয়েরা যে যার ব্যবস্থা দেখে নিল। বিয়েটি করে বাহিরের ব্যবস্থাটী একটু কমেছে কিন্তু স্বভাব কি যায়। একদিন শ্যামবাজার থেকে ফিরছি, সন্ধ্যাবেলা গল্প করতে করতে, দেখি বাবু ট্যাক্সি করে একটি বাড়িতে ঢুকলেন, খবর নিয়ে দেখলাম সেই পুরাতন ব্যাপার। মেয়েমানুষের রোগে ধরলে সে সহজে যেতে চায় না। বিয়ের পরে আফিমের মাত্রাটাও বেড়েছে। এটি নাকি পুনঃ যৌবন লাভের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা, তবে ছেলে মেয়ের খবর নেই। একটার যদি ব্যবস্থা করতে পারিস তোকে মোটামুটি কিছু দিয়ে দেবে। —তবে বিশ্বাষ হয় না যে কৃপণ। বিয়ে করে কিছু খরচ হয়েছে তার দুঃখের অন্ত নেই'।

'স্বয়ং মহাপ্রভু থাকতে দাসানুদাসকে নিয়ে টানাটানি কেন' ?

'প্রেমের মূলধন কোথায়। না আছে টাকা, না আছে ভাল চেহারা, না আছে কথা বলবার চটক, না আছে বনেদি বংশ, না আছে সাজ পোষাকের ঢঙ্গ, তাই কাজেই ভারটি তোকেই দিতে হল'।

'আমি পারব না ভাই'।

'তুই পুজোর ভারটি নে আমি প্রেসাদ বাটব'।

'ভদ্রলোক যা কৃপণ তাতে প্রসাদ মিলবে তো'?

'যা বলেছিস। সস্তা বস্তুটী ভদ্রলোকের মূল মন্ত্র। জগতের সমস্ত চর্চ্চাই ওর মূলে বসে উনি করেন। এ সম্বন্ধে গল্প বলতেও ভদ্রলোক খুবই ওস্তাদ। কোন মান্ধাতার আমলে রেল কোম্পানীর কেরাণী দপ্তরে ঢুকে যেখানে সেখানেই বসে আছেন। চিঠি পত্র সরবরাহকারকের পদটি ওর জীবনে খুবই উচ্চ। ভদ্রলোক একদিন টালিগঞ্জ থেকে হাটতে হাটতে শ্যামবাজারে যেয়ে এক জোড়া কাপড়ে দুটো পয়সা সাশ্রয় করেছিলেন এ রূপ কথার মত বলতে খুবই মজবুত। বাক্য নবিসের ভূমিকায় ওর পদ খুবই উচ্চে। তবে কৃপণ বললে চটে যান। ধনীই হল ওর আদর্শ ব্যক্তি। ভদ্রলোকের বিশ্বাস উনি কৃপণ আদৌ নন বরং মিতব্যায়ী। কৃপণ হলে উনি এ বয়সে বিবাহ করতেন না। ভদ্রলোকের রূপটুকু নিয়ে ঈশ্বর যা একটু কৃপনতা করেছিলেন তা সুধে আসলে পুর্ণ করে দিয়েছেন স্ত্রী-ধনে। ওর মিতব্যায়ের বিশ্লেষণে উনি যে কৃপণতার স্কন্দে বসে চলেন সে বোধ নাই। বিয়ে করে একটু মুস্কিলে পড়েছেন। স্ত্রীর ভাল কাপড় জামা চাই, বন্ধু বান্ধব এলে জল খাবার আছে, মুড়ি মুড়কির নামে স্ত্রী নাকি চটে যায়। মাঝে মাঝে তাই বড় দুঃখ করে বলেন আজকালকের মেয়ে গুলো বড় অগোছাল :—

'প্রেমের অগোছাল তো নয়' সীতেশের কথার মাঝখানে বিমল বলে উঠল'।

'উনি তো বলেন সে সব দোষ নেই। তবে বন্ধু বান্ধব যে

একেবারে শুন্য হাতে ফিরে যায় এ বোধ হয় না। হে সুন্দরী এসো মোর কাছে তোমারে করিব আমি পুত্র রত্ন দান, ভাব দেখলে তো এই মনে হয়'।

'তুইও চেষ্টায় আছিস নাকি' ?

'মাপ কর বাবা। সে অর্ডারি যুগ তো আর নেই, যে জামা তৈয়ারী হবে তবে গায় দিবি এখন সব রেডিমেটের কারবার বিয়ে করলেই তার তাল সামলাতে হবে' !

'তোরা তো তাই চাস'।

'কি যে চাই ভাই বুঝে পাওয়াই দায়। ভদ্রলোক স্ত্রীকে অনেক গহনা গড়িয়ে দিয়েছেন। নিজের পায়সায় ঠিক নয় ভাই এর পয়সায়। সেটী নাকি অর্থ ঘরে রাখবার একটি সৎ ব্যবস্থা। ব্যায়ের মধ্যে যার কার্পন্য নেই সেই তো মিতচ্যায়ি, কিন্তু যে ব্যয়ই করতে চায় না তাকে কৃপণ ভিন্ন আর কি বলব'।

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে চলি ভাই'।

'তুই দাঁড়া দেখি ঘরটী যদি পাওয়া যায়'।

সীতেশ ঘুরে এসে বললে ঘরটি ঠিক করে এলাম পাঁচ টাকা নেবে। ভদ্রলোক অপরিচিত লোককে ভাড়া দেবেন না বলেই এতদিন ফেলে রেখেছিলেন। তুই আমার লোক শুনতেই রাজি হয়ে পড়লেন।

'চললাম ভাই' বিমল বেরিয়ে গেল।

কয়েক দিন পরে বিমল বিছানা পত্র নিয়ে এসে হাজির হল। সে নূতন সংসার পাতলে।

৫০

মৃনাল এ বাটীর ছোট ছেলে দীপালীব ছোট ভাই। সে প্রায়ই বিমলকে এসে এটি সেটী নিয়ে বিরক্ত করে। বিমল আগ্রহ ভরে সবই বলে দেয়। সকালের দিকে প্রায়ই সে বিমলের সঙ্গে বসে পড়াশুনা করে। মৃনালের মুখের দিকে চেয়ে বিমল অনেক সময় দুঃখ পায়, সে ভাবতে থাকে যে মৃনাল হয়তো জানে না এ জগতে সে কতটা অসহায়, সে পিতৃহীন। সে বেশি ভাবতে পারে না নিজের কথা মনে হতেই সে চুপ করে। মৃনাল যে ধাক্কা খেয়েও বেঁচে আছে সে কি তা পারবে। ·পিতার মুখখানি তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সেই শান্ত শিষ্ট স্বাধীন সত্যবলম্বী ব্যক্তিকে সে শ্রদ্ধা না করে পারে না।

দীপালী বিমল সম্বন্দে ক্রমেই যেন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে। অথচ তাকে ছেড়েও দিতে পারে না। সময়ে অসময়ে সে বিমলের সঙ্গে কথা বলতে যেয়ে যেন ঠিক সাড়া পায় না। মৃণালকে সে খুচিয়ে খুচিয়ে সে তার বিমলদার সম্বন্দে অনেক কিছুই জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু ভাল উত্তর পায় না। বিমল বিয়ে করেছে কি না, তার বাটীতে কে কে আছে, কতদূর পড়েছে, এ সম্বন্দে সে জানতে যেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারে না।

মৃনালের মা আশালতা দেবী একদিন ছেলেকে ডেকে বললেন বিমল বাবুকে 'অত বিরক্ত করোনা, ওর নিজের তো পড়া শুনা আছে। তুমি আর তোমার দিদি তো ওকে পাগল করে তুলেছ'।

'কিছু কি বলেছে' দীপালি মাকে জিজ্ঞাসা করলে।

'লোকের বলাটাই কি সবচেয়ে বড়, চোখে তো দেখছি' মাতা উত্তর

করিলেন।

'অসুবিধা হলে তো বললেই পারে'।

'হয়তো লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারে না' মা মেয়ের কথার উত্তরে বললেন।

'সব কথায় লজ্জা। লজ্জার একটি অবতার। এই সব ছেলে বিয়ে করে কি করবে ভগবান জানেন'।

'তোর অত কথায় কাজ কি মুখপুড়ি' মা মেয়েকে ধমক দিলেন। কিন্তু পর মহূর্ত্তেই মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে ভাবলেন বিমল যদি ওকে বিয়ে করতে চায় মন্দ হবে কি' ?

'একটি বোকার ধাড়ি' মেয়ে মায়ের কথার উত্তরে বললে।

'তোমার মতন ধিঙ্গিপানা করে বেড়ালেই বুঝি খুব বুদ্ধিমানের পরিচয় হয়' মা মেয়েকে তিরস্কারের স্বরে বললেন।

'চর্ব্বিশ ঘণ্টাই ঘরের মধ্যে যে কি করে ভগবান জানেন। কথা নেই বার্ত্তা নেই'।

'শুনেছি তো খুব ভাল ছেলে। উমা তো বলছিল হাকেমি পরীক্ষা দেবে'।

'ঐ ছেলে আবার হাকিম হবে।—ভালছেলে। যে যত গাধার মতন বই এর বোঝা বইতে পারবে সেই তোমাদের কাছে তত ভাল ছেলে। ঝাটা মার অমন'—

'তুই চুপ করবি না কি ? তোর বয়সের মেয়েরা দু দুটো পাস করে বেরোয়'।

দীপালি ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল। 'যাও পড়তে হবে না সন্ধ্যা হয়েছে' মা পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন।

বিমলের সচ্ছ সরল নিরস প্রাণটিকে দীপালি কিছুতেই এড়াতে পারে না। লোকটী যে খুব খাঁটি এবং সংসারের ভেজালের বাহিরে,

রসনা মধুর না হলেও হৃদয় মধুর এটুকু সে টের পেয়েছে। সেদিন সে দুপরের পর কথায় কথায় বিমলকে জিজ্ঞাসা করলে 'আপনার মা আপনার বিয়ের কথা কিছুই বলেন না'।

বিমল মুখটি তুলে হাসতে হাসতে বললে 'না'।

দীপালি যেন একটু লজ্জা পেলে। সে ভেবেছিল এই বিবাহ কথা টির মধ্য দিয়ে বিমল মুখর হয়ে উঠবে, তা শুনতে কত মধুর হবে তা না একি। সে আর কিছু বললে না।

৫১

কল্পনা রামকোমল বাবুর স্ত্রী। বিমলের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাহার একটু আধটু আলাপ হলেও বিশেষ ছিল না। সম্প্রতি রাম কমোল বাবুর শরীরটি অসুস্থ হওয়ায় তিনি প্রায়ই বিমলকে ভিতরে ডেকে পাঠাতেন এবং এটী ওটী আনতে অনুরোধ করতেন।

সকালে উঠতেই বিমল মৃনালের মায়ের হাতে একটি ঔষধের ফর্দ্দ পেতেই, কাগজটি পকেটে পুরে বেরিয়ে গেল। ঔষধগুলি কিনে এনে সে একটু বসেছিল, কিন্তু ঝিয়ের মুখে খবর পেয়ে ভিতরে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াতেই কল্পনা বলে উঠল 'ভিতরে আসুন'।

বিমল ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে কল্পনার মুখের দিকে চেয়ে মাথা নিচু করলে।

গায়ে একটী সয়েটার দিতে দিতে কল্পনা বলে উঠল 'বড় শীত পড়েছে। বিমলের কাছ হতে কোন উত্তর না পেয়ে সে পুনরায় বলে উঠলে দেখুন তো একটু যেন ছোট হয়েছে'।

'কই না' বিমল পুনরায় ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলে 'কেমন আছেন'।

'কাল রাত্রে তো ভালই ছিলেন'।

'কদিন আর লাগবে'?

'কি করে বলব বলুন'।

বিমল ঔষধগুলি টেবিলের পরে সাজিয়ে রাখতেই কল্পনা বলে উঠল 'আপনাকে বড় বিরক্ত করছি, কিন্তু কি করব বলুন'।

'কিছুই না' বিমলের মুখে হাসি ফুটে বেরোল।

'না আবার। আপনি যা একলা থাকতে ভালবাসেন। আমি হলে পাগল হয়ে যেতাম। নির্জ্জনতার কারাগারে আপনার এত ভাল লাগে। পূর্ব্ব জন্মে আপনি ঠিক সাধু মোহান্ত ছিলেন, কোন দোষে পুনরায় আসতে হয়েছে' কল্পনা ঔষধগুলি এক এক করে দেখে নিয়ে বললে আপনি একটু বসুন দুখানা লুচি খেয়ে যাবেন'!

কল্পনা ঘুরে এসে বললে 'একটু দেরি হবে। বসতে হবে'।

বিমল বসে পড়তেই কল্পনা বললে 'আমার পাল্লায় পড়ে সকালটা আজ নষ্ট হল'।

বিমল কোন উত্তর করলে না শুধু একটু হাসলে।

'আচ্ছা কি করেন আপনি এত'। কল্পনা জিজ্ঞাসা করলে।

'একটু পড়া শুনা করি'।

কল্পনার মুখ দিয়ে হাসি ফুটে বেরোতেই শোনা গেল 'কাকেই বা পড়ছেন আর কাকেই বা শুনছেন'।

'বিশেষ কাউকে নয়'।

'চা খাবেন'?

'আজ্ঞে না'।

'খান না'।

'আজ্ঞে না'।

'আপনার বৌ যদি চা খায় কি করবেন বলুন তো। ধরে মারবেন না তো'।

'অতটা অগ্রিম ভাবনা করতে পারি না'।

'বিয়ে থা করছেন তো'।

'আজ্ঞে না'।

কল্পনা হেসে ফেললে এবং পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে 'তবে কি কারো প্রেমে পড়েছেন। হতাশ প্রেমিক আপনি' ?

কল্পনার তরলতায় মুগ্ধ না হয়ে বিমল গম্ভীর ভাবেই বললে 'আজ্ঞে না'।

'পড়বার চেষ্টায় আছেন'।

'আজ্ঞে না'।

'তবে কি ওটিকে আপনি আদৌ দরকার মনে করেন না। নারী আপনার জীবনের কেহই নয়' ?

বিমলের কোন উত্তর না পেয়ে কল্পনা পুনরায় বলে উঠল 'জীবনকে ভালবাসতে শিখুন বিমল বাবু। তাকে অবজ্ঞা করবেন না, তার আনন্দ হতে তাকে বঞ্চিত করবেন না। তার প্রাপ্য গণ্ডা থেকে তাকে প্রতারণা করবেন না। জীবনকে অত অন্ধকার দেখবেন না। আপনার প্রেমে আলো জ্বালবার অধিকারটি যে কাউকে দিতে চান না এ বড় সুবিধার নয়। একের পক্ষে যা সম্ভব নয় দেখবেন বিয়ে হলে দোকার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠবে'।

'যাদের জীবন আছে তাদেরি এ প্রশ্ন ওঠে যে মৃত, তিলে তিলে যার দহন চলছে' বিমল থেমে গেল।

'তবে কি আপনি জীবনহীন। এই যদি সত্যি হয়, ভারতের শতকরা কতজন লোক বেঁচে থাকে এ কি আপনি ভেবে দেখেছেন' ?

'জীবনকে একটু অন্য ভাবে দেখতে শিখেছি'।

'যে ভাবেই দেখুন জীবনের পথ এক দৃশ্য হয়তো বদলাতে পারে'।

'রূপ ও রসের পরিচয়ের একটী বিভিন্নতাও আছে'।

'আপনি তাহলে একজন রসপ্রবীন লোক। কিন্তু মূল রসেরি তো চর্চ্চা করতে চাইছেন না, অন্য অন্য রস কি করে আসবে। লোকে অতীতের পরে চটে আছে এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, কিন্তু আপনি দেখছি একটি নূতন'।

'নারীর প্রেমের আমি উপযুক্ত নই'।

'কে বললে আপনি উপযুক্ত নন। অত্যাধিক উপযুক্ততার ভারে কি অনুপযুক্ততা আসে। আমি নারী এটি তো বিশ্বাস করেন আমি বলছি আপনি খুবই উপযুক্ত'।

'সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ'।

'ধন্যবাদ দিলে চলবে না একটি বিয়ে করতে হবে'।

কিন্তু লোকে তো অন্য কথা বলে'।

'লোকের কথা আপনি কানে নেন। তার কি শেষ আছে'।

'সংসারে থাকলে উপায় কি আছে বলুন'।

'লোকে আমাকে কি বলে জানেন'।

বিমল হেসে ফেললে এবং বললে 'কি করে জানব বলুন'।

'ঐ তো আপনার দোষ। শুনেছেন নিশ্চয়। দোজ পক্ষের স্ত্রী বৃদ্ধ স্বামী, মস্ত পায়ী, ছাই রূপ আছে, বয়েস আছে নিজেও একটু আধটু মাঝে মাঝে জিনজারয়াদি সময়ে সময়ে খেয়ে থাকি বলবার কি কিছু কম আছে'।

বিমলকে চুপ করে থাকতে দেখে কল্পনা পুনরায় বলে উঠল 'দেখুন বিমলবাবু জগতটা কি শুধু ভাল দিয়েই গড়া, না তাতে মন্দ আছে? শুধু ভাল নিয়ে কি শুধু মন্দ নিয়ে কি ভাঙ্গাগড়া যায়? সংসার চলে? ভাল কি মন্দের বুকের পরে দাঁড়িয়ে থাকে না? অপরে যা বলুক যে ভাল সে কেন

মন্দকে অত অবজ্ঞা করবে। মন্দ গরীব, দেহ মনে প্রাণে গরীব হতে পারে কিন্তু তারও প্রেম আছে, ভালবাসতে চায়? ভাল ধনী হয়ে তার পরে অত্যাচার করবে একি ভাল? কুলি মজুরের মত পায়ে দলে যাবে একি ভাল কথা? অতি ভাল, অতি কালো, অতি বুদ্ধিমান, অতিশয় ধীমান, অতি লম্বা, অতি বেঁটে, অতি বোকা ইত্যাদি ধরনের জীবনগুলি বড় সুবিধার নয়। ইতিহাস কি বলে না যে অতি সুন্দরীর জন্য কত দেশ কত রাজত্ব উড়ে গিয়েছে, অতি ধার্ম্মিকের জন্য রক্ত পাত হয়েছে, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। শুনেছেন তো অতি গর্ব্বে হত লঙ্কা অতি দর্পে চ কৌরবা'।

'আপনি দেখছি বেশ চিন্তা করেন'।

কল্পনা দাঁড়িয়ে ছিল সে সামনের একটি চেয়ারে বসে পড়ল এবং বলতে লাগল 'আপনি অতি ভাল মানুষ, একটু মন্দ হতে শিখুন, একটু দুষ্ট হন, প্রেমে টেমে পড়ুন সংসার ধর্ম্ম করুন। সোনায় সোহাগা না হলে কি চলে'?

'ধর্ম্ম বস্তুটি খুবই সুক্ষ কর্ম্ম স্থূল। ধর্ম্ম আত্মা কর্ম্ম তার দেহ। কর্ম্মকে যারা ধর্ম্ম বলে জড়িয়ে ধরেন তাহারা অনেক সময় ভুল করেন। দেহের মতন কর্ম্মের সত্থা কিন্তু সে ধর্ম্ম নয়, আত্মা নয়। 'সংসার ধর্ম্ম' শুনতে পাওয়া যায় কিন্তু ধর্ম্ম কোথায়। সংসারের হাড়ি কাটে তার বলি দেওয়া হয়। আজ সংসারে শুধু খুঁজে পাই কামড়াকামড়ি, কাটাকাটি, মারামারি কেবল গণ্ডগোল আর দেহি দেহি রব'।

'আপনি কি ধর্ম্ম সম্বন্ধেও চর্চ্চা করেন নাকি। দীক্ষা দেন তো নিতে পারি'।

'লজ্জা দিচ্ছেন কেন'।

'আচ্ছা আপনি বিয়ে করছেন না কেন বলবেন আমায়'।

বিমল একটু পরে ধীরভাবে কহিল 'বিবাহের একটি আদর্শ ছিল সেটা আজ খুঁজে পাই না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে বিবাহের অধিকার

দাবি করে, সেটুকুকে বিবাহ বলে ঠিক স্বীকার করে নিতে পারি না। সে পশুর বিবাহ! স্কুল কলেজে যেমন বিদ্যাশিক্ষা করতে হয়, পাস করতে হয়, এবং সকলেই পাস করে না তেমনি যেন বিবাহ। বিবাহ সাধনার ধন জীবনের ব্রহ্মচর্য্য। মানুষ যেমন ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে, ব্রহ্মচর্য্যও তেমনি শক্তি সঞ্চয়। সংসারে সময়ে অসময়ে অর্থ না থাকলে যেমন কষ্ট পেতে হয়, তেমনি বিবাহের পরে ব্রহ্মচর্য্য না থাকলে মানুষ দুঃখ পায়। যৌবনে সকলেই প্রায় একটু অমিতব্যায়ি হয়ে পড়ে, এমন কি বড় বড় মুনি ঋষিদের মধ্যেও তা লক্ষ্য হয়, কিন্তু রক্ষা করে ব্রহ্মচর্য্য। সে সঞ্চিত ধন আজ কোথায়? ব্রহ্মচর্য্যের জন্য মানুষকে দেহিক মানসিক ও নৈতিক সংগ্রহ করিতে হয়।—বর্ত্তমান ভালবাসা আমার চোখে হিংসার নামান্তর। স্বামী স্ত্রীকে আজ ভালবাসে না হিংসা করে, স্ত্রী স্বামীকে আজ ভালবাসে না হিংস্র হয়ে পড়ে। হিংসার সমস্ত রূপের একটি গন্ধ খুঁজে পাই, মাংসাস্বাদ খুব বেশী'।

'মাংস ছাড়া বিবাহ কি করে হবে ভেবেছেন কি' কল্পনা হাউ হাউ করে হেসে উঠলে।

'মাংস বিবাহের একটি উপাদান মাত্র, অবতারণা, বিবাহ নয়'?

'আপনি যদি বিয়ে করে স্ত্রীকে মা বলতে সুরু করে দেন সে কি পাগলামি হবে না। আপনাকে মাংসাশী হতেই হবে'।

'রামকৃষ্ণ দেব কি বিবাহ করেন নি'?

'এই হয়েছে। ধান ভানতে শীবের গাজন আনলে কি ভাল দেখায়? —বড় বড় কথা বলবেন না। আপনাদের যুবক সমাজের এ একটি বড় দোষ। এতটুকু যার বইবার ক্ষমতা নাই তার মুখে যখন হিমালয়ের গর্ব্ব শুনি তখন বড় দুঃখ হয়। রামকৃষ্ণ দেবতাতুল্য ব্যক্তি। সে আমিও নাই আপনিও নন। বিবাহ বস্তুটি হল মাংসের সৃষ্টি ও চাহিদা'।

'হয়তো তা নয়'।

'তবে আপনি কি বলতে চান' ?

'বিবাহে নর নারীর একটি দৈহিক আয়োজন ও প্রয়োজন আছে সেটি স্বীকার করে নিয়ে বলতে চাই যে সে অতি ক্ষুদ্র ও সাময়িক। বিবাহ মানুষের জীবনের নৈতিক মানসিক সত্বা ও সম্পদ। সৃষ্টির মানদণ্ডে নর ও নারীকে তুলে বিবাহ হয়তো একটি সামঞ্জস্য চেয়েছিল। এর রূপ আছে রস আছে। শুধু বিলাস নগ্নতা নয়। বিবাহ দেহেই জন্ম লয়নি ও শেষ হয়নি। দেহান্তেও হিন্দু নারী তার খোঁজ করেছে এবং সন্ধান পেয়েছে। বিবাহের উপবনে বসে তপোবনের পরিচয় আসে না। হিন্দু বিবাহকে দেখেছে তার একাত্বতার মাঝ দিয়ে, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ও অতিতের একটি মিলন কেন্দ্র। কাপড় যেমন মানুষ পরে, কিন্তু কাপড়টী তো মানুষ নয়, তেমনি বিবাহ দেহ নয় যদিও বিবাহ পরস্পরের দেহকে পরিধান করে গ্রহণ করে'।

কল্পনা অনেকটা গম্ভীর ভাবে উত্তর করলে 'আপনি বলছিলেন রামকৃষ্ণ, কিন্তু রামকৃষ্ণ যুবক ছিলেন অক্ষম ছিলেন না। এক বিরাট আদর্শের পেছনে তিনি ছুটেছিলেন বড় হবার জন্য, বড় করবার জন্য, এ প্রেরণা অতি কামাতুরা নারীকেও কামহীন করে তোলে। রামকৃষ্ণ স্ত্রীর কাটা ঘায়ে নুন ছড়াতে চাননি। কোন নারীই চায় না জ্ঞানতঃ তার স্বামীকে ছোট করতে যদি সে খুঁজে পায় তার স্বামীর মধ্যে মহত্তের আদর্শ মহানের বীরত্ব'।

বিমল একটু হেসে বলে ফেললে 'স্বামীর নিন্দা শুনে সতী প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন'।

'আমি তো হিমাদ্রি দুহিতা সতী নই। এ ভুল করছেন কেন ? কল্পনা পুনরায় বলতে লাগল বিবাহ সম্বন্ধে আপনি যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন সে হয়তো পুথি হিসাবে ভাল কিন্তু এ আপনার আকাশ কুসুম। মাটির মেয়েকে মাটি না নিয়ে ভালবাসতে পারবেন না। মানুষ যদি ধুলায়

না নেমে এসে তার দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে পথ চলতে না শেখে, নারীর কামনা বাসনার খোঁজ না করে, শুধু উড়ে বেড়ায়, সে হয়তো সুখী হয় না। নারীর বুকে যদি মাথা না গুজে শুধু পায়ে লুটিয়ে পড়েন সে আপনাকে কি দিয়ে সুখী করবে? যুধিষ্টির যেদিন পিতামহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিবাহের মূল উদ্দেশ্য কি, তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন বিবাহ কামের জন্য, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষের জন্য নয়। এই ভাবের কি মন্ত্র পাঠ করতে হয় না। কুঁড়িকে যদি ভ্রমরের ভয় দেখান তার গন্ধ কি খুঁজে পাবেন' ?

বিমল কহিল 'নর নারী যে বিভিন্ন, এই কাল্পনিক সত্বাকে সরিয়ে দেয় বিবাহ। তারা এক। বিবাহ তাহা প্রমাণ করে দেয়। বিবাহের মধ্যে আছে কর্ম্মের প্রেরণা, সমাজ তার প্রতিষ্ঠা মন্দির।'

'ধার্ম্মিক লোক আপনি। আচ্ছা ভগবান আছেন না মরে গেছেন। থাকলেও বড় বুড়ো হয়ে পড়েছেন, হয়তো কানে শুনতে পান না, চোখে দেখতে পান না, রস বোধ একটুও নাই, নইলে কি জগতে এত সব সৃষ্টি ছাড়া কাজ হতে পারে? অসংখ্য লোকের ক্রন্দন ধ্বনি তার কানে না পৌছে পারে' ?

'চোখে চশমা দিলে, কানে যন্ত্র লাগালে, বানরের হাড় গলায় দিলে, ভয়ের কি কিছু কারণ আছে' বিমল হেসে উঠলে'।

'স্বর্গে কি অত ভাল ভাল ডাক্তার আছে যে এই সব ব্যবস্থা দেবে' ?

'ভাল ভাল ডাক্তার কি অমর? তারা কি মরে না' ?

'তাও তো বটে। তবে আমার বিশ্বাস মানুষ যখন মরে যায় ঈশ্বর কি আর মরেন না? তিনি মারা গেছেন আমরা তার কাটামো নিয়ে পড়ে আছি' ?

'এ নিয়ে চর্চ্চা না করাই ভাল। আমাদের শাস্ত্র ধর্ম্ম আলোচনায় অধিকারী ভেদ মেনে চলেন। যদো মেধো সেধো সবাই ধর্ম্ম চর্চ্চায় উপযুক্ত নয়। স্কুলের ছেলেকে যার বর্ণ পরিচয় নাই, যদি জাতির বিজ্ঞানাগারে

ঢুকিয়ে দিয়ে বিশ্লেষণ চান সে কি উপযুক্ত হবে' ?

'এই ভেদের মুলে তো আমাদের সকল ভেদের সৃষ্টি' ?

'ভেদ চির কালই আছে ও থাকবে। যা স্বাভাবিক তাহা সহজ বা অস্বাভাবিক তাহা কঠিন। জগতে ফুল এক রংএর ফোটে না, এক ফল ফলে না, এক গন্ধ পাওয়া যায় না। সমস্ত বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে যে একত্ব আছে সেই প্রকৃত একতা, তা ভিন্ন সমস্তই ভেদের পরিস্থিতি। সৃষ্টির ভেদের তারতম্য অনুসারে প্রণবের ঝঙ্কার। লেজ কাটা শিয়ালের অভিনয়ে যারা আমাদের সমাজের গঠন চান, একাকার চান, বর্ণ ভেদের সৃষ্টির মধ্যেই খুঁজে পান ভারতের দুঃখ কষ্ট ও পরাধীনতা, তাদের সেই সংঙ্কির্ণ দৃষ্টির মোহ আমার মধ্যে নাই। এই একাকারের যুগে বর্ণ ভেদের নামে যারা শিউরে ওঠেন, তারা কি ট্রামে, ট্রেণে, সিনেমায়, অফিসে বসে বিদেশীর অর্থ নৈতিক ভেদ এড়াতে পারে? বিদেশী যাদের বুদ্ধি দিয়েছে শক্তি জুগিয়েছে তারা বিদেশীর মতন দেশের শত্রু। মানুষের জন্মগত অধিকারকে ভেঙ্গে চুরে যারা মনুষ্যকৃত অধিকারকে কায়েমি করতে চান তারা ভুলে যান মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় কথা যে মানুষ জন্ম গ্রহণ করে, গড়ে ওঠে না। বিজ্ঞানের যতই বিশ্লেষণ বাড়ছে, যতই সে এগিয়ে চলছে, ততই সে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভাগ হয়ে পড়ছে উন্নতির প্রতিক্ষায়। হিন্দুর সমাজ এই ভাবেই গড়ে উঠেছিল। মানুষের জ্ঞান যত বাড়তে থাকে ততই তার মধ্যে ফুটে ওঠে বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন সত্বা সেই মহান একত্বের সুরে যে চিরন্তন। একের একত্বের বহুর বহুত্বেই সৃষ্টির রহস্য। গাছ যত বড় হয় তার মূল এক হলেও শাখা প্রশাখা বাড়তে থাকে। খণ্ড আছে বলেই অখণ্ডের এত শোভা। আর্টের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার কত বিভিন্ন বিভাগ গড়ে উঠেছে? ধর্ম্মের ভেদ যা ঈশ্বরকৃত সে সহ্য করা যায় কিন্তু কর্ম্মের ভেদ যা মানুষের অর্থনীতি তা সহ্য হয় না'।

'অনধিকারী ব্যক্তিকে এতখানি অধিকার দিয়ে কি ভাল করলেন

কল্পনা হেসে ফেললে'।

'ধর্ম্ম সম্বন্দে আমার জ্ঞান অল্প আপনার উচিত নয় আমার সঙ্গে তা নিয়ে চর্চ্চা করা'

'আপনি দেবালয়ে যেয়ে থাকেন'?

'খুবই কম। মন্দিরের ধর্ম্ম আজ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের চাহিদার হিসাব। আমি কিছু দেব, তুমি কিছু দাও, এই তার মল মন্ত্র। পাওনাটী আদাই করে নিয়ে দেওয়ার এই যে সুব্যবস্থা এ আমার ভাল লাগে না' দেনা পাওনার সংশ্রবে ধর্ম্ম খুবই কম আসে। সে প্রবাহমান চিরশীলা। ধর্ম্মের মোহ আজ আমাদের মধ্যে খুব বেশী। ধর্ম্মের মোহ-গ্রস্ত ব্যক্তি আজ ধার্ম্মিক নামে কথিত। ধর্ম্ম আজ অধর্ম্মের নামান্তর। শিশুর ক্রিড়া ক্ষেত্র যখন ধর্ম্ম ক্ষেত্রে পরিণত হয় শিশুর তাতে একটী আনন্দ আছে, সেখানে খেলনার সমরোহ খুব বেশি, কিন্তু দেবতার দর্শন মেলে না। বক্তৃতার দেবমঞ্চে বসে সভাপতির বেশে লাভ লোকসানের হিসাব দিয়ে ধর্ম্ম চর্চ্চা হয় না। ধর্ম্ম আজ মেয়েদের হেঁসেলে, কি আতুড় ঘরে, এবং ছেলেদের বৈঠক খানায়। ধর্ম্মের নামে ভিক্ষাবৃত্তি করে ধর্ম্মকে ভেঙ্গে খেতে যারা খুবই ওস্তাদ তাদের ধর্ম্ম পন্ন দ্রব্যের মতন। ধর্ম্ম যাদের ভদ্রতার মাপকাটি, পাপের আবরন, সম্মানের জন্য যারা ধর্ম্মের ঢোল বাজাতে বসেন তাদের ধর্ম্ম সত্যের ধর্ম্ম নয়। ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক ছিল সে ভক্ষক ছিল না। ভিক্ষার মধ্যে এক লক্ষ্য হয় ভিক্ষুকতা নয় ভক্ষকতা। ধর্ম্মের নামে আজ অনেকে মনুষত্বের বিনিময়ে ভিক্ষা চান অর্থ। অনেকে ধর্ম্মের কুস্তি করতে এত অভ্যস্ত যে শাস্ত্রের কারাগারে ঢুকে শ্লোক স্কন্দে ভীমের মত বেরিয়ে আসেন। ধার্ম্মিকের আজ বেশ্যার মত সাজ সরঞ্জাম আছে কিন্তু হৃদয় নাই, নিষ্ঠা নাই, প্রতিষ্ঠা তো দুরের কথা। অনেকে তোতা পাখীর মত রাম নাম আওড়িয়ে ধার্ম্মিক সাজতে চান আমার দুঃখ হয়। শাস্ত্রের অনুভব নাই অথচ তার শ্লোক আওড়িয়ে পণ্ডিত সাজতে আজ এক

ক্লাস ধার্ম্মিকেরা বড ব্যস্ত হয়ে পড়েন’।

‘এ সব লেকচার মাঝে মাঝে দীপালীকে শুনান তো’।

‘কেন বলুন তো’।

‘তাকে একটু জ্ঞানবন্ত কি প্রাণবন্ত করে তুলবেন না। দেখতে মন্দ কি’।

‘দেখাটাই আজ আপনার জগতের সবচেয়ে বড় সত্য। কিন্তু আমি এতটা দুরভাগ্য নই। মানুষকে ছোট করে, ছোট দেখে, আপনি আনন্দ পান, কিন্তু চেয়ে দেখবেন সে নিজেকেও ছোট করে আনে। এতটা নীচ এতটা হিংস্র কেন আমায় মনে করেন জানি না। ব্যাঘ্র তার নিজের পেটের সন্তানকেও ভোগ্য করে তোলে কিন্তু মানুষ তা পারে না’। বিমলের কণ্ঠস্বরে এমন একটি স্পর্শ ছিল যার ভাবে কল্পনা দুঃখ করে বলে উঠল ‘ও ভাবে নেবেন না ছি। তবে বয়স্থা মেয়ে কি বয়স্থ ছেলে এক জায়গায় হলে ঐটিই সাধারণতঃ চোখে পড়ে তাই বলছিলাম। আমার ভুল হয়েছে’।

‘আপনার কাছে এতটা আশা করি নাই। বিমল বলতে লাগল বিবাহ হিন্দুর শুধু সামাজিক প্রথা নয় হয়তো সমাজ। সে স্বৈরাচার নয় সাধারণ তন্ত্র। সেখানে ভোটের অধিকার সংগ্রহ করতে হয়। যদিও সে ভোটের অনেকের জন্মগত অধিকার আছে। বিবাহে যেমন আমার প্রশ্ন তেমনি সমাজের প্রশ্ন। এই বিবাহ ভিন্ন সমাজের কি আছে বলুন। এ হিন্দুর ডেমোক্রেসী, সাধারণ তন্ত্র। বিবাহের জন্য আমরা আমাদের পিতা মাতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজনের কাছে, তাদের মতের ভোট সংগ্রহ করতে অভ্যস্থ। তারাই বিবাহের কর্ত্তা আমি কর্ম্ম। বিবাহ আমার হলেও, আমি তার প্রধান হলেও, হিন্দু এ ফেলতে পারে না। পিতা মাতার হয়তো কাষ্টিং ভোট আছে। এই প্রাচ্যের সভ্যতা। পাশ্চাত্য বলে বিবাহ আমার, আমিই সব, প্রাচ্য বলে বিবাহ তোমার তবে তুমি তার

সব নও। বিবাহ ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করলেও ব্যষ্টির পুজা মন্দির, অতএব আমি যা খুসি করতে পারি না। আমরা বিবাহ করে তবে তার দাবি জানাই, দখল চাই, আর ওরা দাবি আদায় করে নিয়ে বিবাহ করে। আমাদের মধ্যে আছে বিশ্বাসের প্রাধান্য ওদের মধ্যে অবিশ্বাস। ওদের বিবাহের প্রশ্নে ওঠে শুধু নারী ও সুন্দরী আমরা খুঁজে বেড়াই বংশ কুল শীল লগ্ন কত কি'?

'কিন্তু বিবাহে নারীর মতামতকে আপনারা একটুও ঠাঁই দিতে চান না'।

'এ ভুল'।

'এ ভুল তো আমরা করেই চলেছি'।

'বাল্য বিবাহে মতের কোন মূল্য না থাকলেও বর্ত্তমানের যৌবন বিবাহে যারা পাত্র পাত্রীর মতের দিকে একটু নজর না দেন হয়তো ভুল করেন।—ব্যক্তি বিশিষ্টের প্রশ্ন নিয়ে সমাজ চলে না বটে, তবে ব্যক্তি বিশিষ্টকে কেন্দ্র করেই তো সমাজ গড়ে ওঠে। বাহিরে পুরুষের অধিকার বেশী, তাই পুরুষ সহজেই পড়ে যায়, ঘরে নারীর অধিকার বেশী'।

'ঘর ও বাহির বলতে নারীর যে কিছুই নেই'।

'এও আমাদের ভুল'।

'আপনারা যদি শুধু ভুলই করবেন তবে আমরা কাহাতক পারব বলুন'।

'ভুল আমরাও করি আপনারাও করেন। আপনাদের আজ বাহিরের দৃষ্টি এত প্রবল তাই ঘরে কি আছে দেখতে পান না। প্রেমকে গঠন করা হয় ঘরে, যদিও তার কিছু কিছু সামগ্রী বাহির থেকে সংগ্রহ করতে দেখা যায়। নিজেকে আপনি বড় অসুখী করে রাখেন। প্রেমের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে আপনাদের মধ্যে কি গোলযোগ সুরু হয়েছে'?

বিমল হাসতে লাগল।

'সে আপনি বুঝবেন না। কল্পনা উত্তরে বলতে লাগল এক ক্লাস লোক আছে যারা যৌবনে বুড়ো হয়ে পড়ে, দেহিক অক্ষমতা না থাকলেও বিয়ে করতে চায় না, এ তাদের স্বভাব নয়তো মেয়েব অভাব। সুযোগ পেলে এরা ঝাঁপিয়ে পড়তেও ছাড়ে না। বিবাহের অজুহাতের আজ অভাব নেই। দোষ যদিও উভয় পক্ষেই আছে। বিবাহের পনের আকারে ছেলেদের দিক দিয়ে অর্থ উপার্জ্জনের আকাবটি একটু বড় না হলেও কেউ মেয়ে দিতে চায় না। মা বাবা আজ শুধু দেখতে চায় পাত্রের টাকা আছে কি না, যার সে অভাব নেই তাকেই আমরা খুব সুপাত্র বলে সাধারণতঃ ধরে প্রায়ই ভুল করি। মূর্খের দৃষ্টিতে অর্থই সব। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অর্থ মাত্র এক প্রয়োজনীয় বস্তু। আর এক ক্লাস লোক আছে যারা সর্ব্বদিক দিয়েই অক্ষম, অথচ বিয়ে করে টাকার জোরে। বিবাহ এদের সখ, পাখী পোষবার সখ। পতি পরম গুরু, সতীত্ব পরমোধর্ম্ম, এই সব পতি দেবতার রক্ষা কবচ। ধর্ম্মের, বুলি তোতা পাখীর মত আমরা মুখস্ত করতে অভ্যস্থ। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। আপনি হয়তো দেখছেন গাড়ি চড়ছি, গহনা পরছি, দিব্যি সুখে আছি কিন্তু প্রকৃতই সুখ কি অতটুকু ? দুটো পেটের ভাতের জন্য, কি দুখানা গয়নার লোভে, কি বাড়ি গাড়ির খাতিরে কেউ বিবাহ করে না, যদিও অনেক সময় বিবাহের সে গুলি কামনার অঙ্গ হয়ে ফুটে ওঠে। এ সব কি বাপের বাড়িতে বসেও পাওয়া যায় না। বিবাহের একটি প্রেরণা আছে, ক্ষুধা আছে, তার একটী তৃপ্তি আছে, সে আজ কোথায় ? ঘরে যার শান্তি নেই সেই বাহিরে ছোটে। বাহিরে যে শান্তি পায় নাই সেই ঘরে ফিরে আসে। ভালবাসা আর্টের মতন তার সুর আছে, তাল আছে, লয় আছে, মিলনের মধ্য দিয়ে সে যদি ফুটে না ওঠে সে কি ভালবাসা' ?

'ঘরের চেয়ে বাহিরের হ্যাঙ্গাম বেশি এ তো জানেন। বাহিরে

বেরোলে যেমন চোর ছ্যাচড় বদমায়েস হতে সাবধান হতে হয়, ঘরে যে একেবারে নেই তা বলছিনা, তবে মাত্রাটী কম, তেমনি ঘরকে যখন আমরা বাহিরে টেনে এনে ভদ্র সাজতে চাই, তখন তাদের মান ইজ্জত ভালবাসা নিয়ে প্রেমের চোর ছ্যাচড় গাটকাটাদের সম্বন্ধে একটু সতর্ক হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়।'

'কিন্তু প্রেম তো মানুষের পরিচয়। আপনার নামটুকুই কি আপনার পরিচয় শেষ করে দেয়। হয়তো না। আপনি কে, কতটুকু, অনেক প্রশ্ন কি ওঠে না। তেমনি শুধু স্বামী শব্দটী আঁকড়ে ধরে কি স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা যায় ? তার তো একটি পরিচয় আছে ? নদীর যেমন স্রোত আছে ঢেউ আছে, তেমনি প্রেমের স্রোত হল সমষ্টি ঢেউ হল ব্যক্তি, আপনি আমি। প্রাচ্য চায় প্রেমের সঙ্গে স্বভাবেব সংযোগ প্রতিচ্য চায় তাকে দাবিয়ে দিতে। প্রাচ্যের লোক সংখ্যা বাড়ছে যেহেতু তারা বিবাহ করে সেইজন্য কিন্তু প্রতিচ্য তাকে এড়াতে চায়। বিবাহ দেহের জন্য, সে দেহকেই গড়ে তোলে'।

'বিবাহে যে দেহ নেই এ তো বলছিনা তবে সে তার ভূমিকা হতে পারে যবনিকা নয়' ?

'দেহ থাকলে তো মন'। কল্পনা বললে।

'দেহ ব্যতিত মনের একটী সত্বা আছে'।

'দেহহীন মনের প্রশ্ন আজ আমার নাই। বিবাহকে দেহের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েই বড় হয়েছি, দেহেই তার আসন পেতে দিয়েছি, যদিও জানতাম তার পেছনে মনের একটী সত্বা আছে। জীবন প্রভাতে যৌবনে যে প্রেরনা এসেছিল, মনে প্রাণে তার যে দুন্দুভিনাদ শুনতে পেয়েছিলাম সে দেহের ভাষা, তার বৃদ্ধি এসেছিল তৃপ্তি আসেনি।—বিবাহ হল আপনার সুখের জন্য, সে আপনার স্বার্থ প্রনোদিত, এইটুকু সংসারিক কর্ত্তব্য যদি আপনি গ্রহণ করতে না চান, সংসার কি আপনাকে বড় বড়

কর্তব্যের মধ্যে বিশ্বাস করতে পারবে। আপনার মা বোনের ভাব হয়তো আপনি এড়িয়ে যেতে চাইবেন সে হয়তো ভয়াবহ হয়ে উঠবে। আপনার স্বর্গগত পিতৃমণ্ডলী হয়তো আপনার পানে চেয়ে আছেন জন্ম গ্রহণ করতে। নিজের বংশের মায়া সমাজের মায়া মানুষ মরেও যে এড়াতে পারে এ বোধ হয় না। তাই মানুষ মরে যায় কিন্তু পুনরায় সেই বংশে এসে পুত্র প্রপুত্রের ঔরষে কি কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন'!

বিমলকে কোন উত্তর করতে না দেখে কল্পনা বলতে লাগল 'ঘরে এসে নিজের স্ত্রীর হাতে কয়েক খানা লুচি যদি খেতে পান ভেবে দেখুন সে কত সুন্দর। তা না ঐ বাহিরের ব্যবসাদারী আসুন বসুন কি ভাল লাগে। তাতে রোগের ভয় আছে। স্বামীর প্রেমে যে সুখী হয়নি বাহিরের প্রেম তাকে কি সুখী করতে পারে? তবুও বাহিরে যাই ভুলেব বশে, প্রেবণাব দোযে। দেহ অসুস্থ হলে মন সুস্থ থাকে না'।

চাকর এসে বিমলের খাবার দিয়ে চলে গেল। বিমল এক এক খানা করে লুচি মুখে দিতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে সে হাত মুখটি ধুয়ে বসে বললে 'শরীর অসুস্থ বলে মনকে যদি অসুস্থ করে তোলেন রোগ কি সারবে ভেবেছেন'।

'দেহ আছে বলেই তো এত প্রশ্ন উঠে। দেহহীন মনের তো প্রশ্নই নাই। দুধের মধ্য দিয়ে যেমন ছানা তোলা যায় তেমনি তো দেহ। যে কামনা বাসনা দেহের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, সৃষ্টির মহর্ত্ত, তাকে অত অবজ্ঞা করবেন না। নারী দেহ, পুরুষ দেহ, এবং সেই দৈহিক সংজ্ঞাকে অবলম্বন করেই তারা বিয়ে করে ঘর বাঁধে'।

'বিবাহ দেহকে জড়িয়ে তোলে সত্য তবে দেহই বিবাহ নয়। দেহ বিবাহের অলঙ্কার বিশেষ, আজ আমাদের অহঙ্কার হয়ে পড়েছে এ ভুল। দেহ মরে যায় অথবা তাকে পুড়িয়ে ফেলি কিন্তু বিবাহ বেঁচে থাকে।' বিমল পুনরায় বলতে লাগল দেহ মন প্রাণ এই নিয়েই তো যৌবন।

প্রাণ যৌবনের মূল, মন তার বিস্তার, এবং দেহ তার প্রকাশ। এই আমাদের সত্ত্ব রজ তম'।

'ভাষা আর সুর অভেদ্য। ভাষা থাকলেই সুর আছে। যে যে ভাবেই উচ্চারন করুক তাতে একটি সুর থাকে। তেমনি দেহ ও মন। সুখ অনেকটা আপনাদের হাতে, কিছু আমাদের নির্ভর করতে হয় আপনাদের পরে'। কল্পনা বললে।

'সুখ দুঃখ উভয়কেই জড়িয়ে। পুরুষ যেমন নিজেকে নারীর সাহার্য্যে ও যত্নে সুখী মনে করে নারীও তাই। আপনার মধ্যে যদি সুখ না থাকত আপনি সুখের সন্ধ্যান করতেন না। সুখের যে একটা মিলন, আছে সেইটুকুই শুধু দুঃখহীন। ঢেউকে ঠেলে দিলে সে যেমন সরে যায় না তেমনি দুঃখকে সরিয়ে দিলেও সে এসে হাজির হয়'।

কল্পনা বলে চললে' নারী শুনেছি পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী, কিন্তু সেটুকু যদি পুরুষ পূর্ণ না করে দেয় সে কি খুব সুখের হবে। দেহের অপূর্ণতা নিয়ে কি মনের শান্তি আসে ? ধর্ম্ম সে কি ভোগের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে না কর্ম্মপ্রসূত নয় ? দেবতাকে যে ভোগ দেওয়া হয় সে কি জীবনের ভোগ নয়। জীবনকে যদি ভোগই না করতে পারলাম ত্যাগ আসবে কি করে। ত্যাগ কি ভোগের রূপান্তর নয় ? জীবনের আনন্দ হতে যে বঞ্চিত তাকে কি জীবিত বলতে চান। আপনি হয়তো বলবেন ত্যাগই ধর্ম্ম, ত্যাগই শান্তি, সে হয়ত্যে সত্য অস্বীকার করতে চাইনা, কিন্তু ত্যাগ করব কাকে নিয়ে। ত্যাগ তো শুন্যতা নয় পূর্ণতা। সন্ন্যাসীর ধর্ম্মকে নিয়ে সত্যকে নিয়ে মানুষের ধর্ম্মকে অস্বীকার করতে চাই না। লোহার কুঠারকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সোনার কুঠারির বড়াই ভাল লাগে না। মাটিকে পদ দলিত করে যে সুখ সে আমার নয়। আমি ভালবাসাকে পোলোয়া কালিয়া করতে চাই না দুটো নুন ভাত ও তো দেবেন ? আপনারা হয়তো ভেবে থাকেন নারী খুব সুখী। তার জীবনে শান্তি

অনেক, সুখ বহু। সে ভুল। চরিত্রের মাধুর্য্য যেখানে লুপ্ত, ব্যাক্তিত্বের শ্রদ্ধা যেখানে হারিয়ে ফেলি, সেখানে শান্তি আসতে পারে না। তাই বেশ্যার কোন শান্তি নাই। অথচ যৌবনের একটা বিকৃত অংশ কি বেশ্যা গ্রহণ করে বসেনি? চরিত্রহীন নারীর সংস্পর্শে আসে দুর্জ্জন ব্যক্তি, মদ্যপায়ী, অসংযমী, বিশ্বাসঘাতক, এদের মধ্যে সুখের উপাদান কি আছে? না থাকতে পাবে? এদেব নিয়ে ঘর করা এদের মন রাখা সে কি সহজ ব্যাপার। তবুও নারী করতে বাধ্য হয় পোড়া দেহের জন্য। সংসারে যদি সুখ না থাকে সংসারের বাহিরে দেহের শশ্মানে কি সুখ মিলবে? এ আপনি বুঝবেন না বিমল বাবু। দেহের জন্য নারী বাধ্য হয়ে বনের পশুকে পোষ মানাতে চায়। সর্ব্বাঙ্গ তার হিংসায় ভরে গেলেও সে সেই হিংস্রতাকে জড়িয়ে ধরে। সাপুড়ের ভূমিকা নিয়ে সাপ খেলাতে যেয়ে যে কত নারী মারা পড়ে তাব কি হিসাব রেখেছেন? গলায় কলসি বেঁধে এ যৌবন সাগর পার হওয়ার চেষ্টা। অনেক মেয়েই যে এখানে দাঁড়াতে পাবে না এ আমি জোব করে বলতে পারি। তাই আমবা ঘর খুঁজি,। আমার ঘর আমার স্বামী ছেলে মেয়ে এ যে কত আপনার ও আনন্দের এ বুঝবেন না। পুত্র কন্যাহীন সংসার তো মরুভূমির মত ধূ ধূ করছে। আমার সময়ের ধন অসময়ের প্রয়োজন পুত্র কন্যা সে কোথায়? প্রেমের নামে অনেকে লাফিয়ে ওঠেন কিন্তু তার জ্বালা যে কত এ ভাববার কথা। আমি প্রেমের অট্টালিকা চাই না, চেয়ে ছিলাম ক্ষুদ্র কুঠির, যেখানে আলো বাতাসের কৃপনতা নাই, মানুষ হিংস্র হয়ে ওঠে না, ভালবাসায় প্রদীপ জ্বেলে দেখতে পাই সংসার প্রাঙ্গণে খেলা করছে আমার ছেলে মেয়ে'।

'আমরা সুখী কি দুঃখী এ বোধ আমাদের মধ্যে খুবই কম বিমল উত্তরে বলতে লাগল সুখ দুঃখের একটি সাধারণ সত্বা আছে, তবে বুদ্ধিমানের উচিত তার মধ্যে বসে জটলা না করে বেরিয়ে পড়া এবং বৃহৎ

সুখ ও দুঃখের সম্মুখীন হতে চেষ্টা করা। সংসারী ও দুঃখী, সন্ন্যাসীও দুঃখী। তবে দুঃখের ছোট বড়র প্রভেদ আছে। যে তাপে মানুষ গরম কালে কষ্ট পায় তাহাই আরামপ্রদ হয়ে পড়ে শীতকালে। তেমনি সুখ ও দুঃখ। সময় ও ক্ষেত্র হিসাবে সুখ দুঃখ হয় এবং দুঃখ সুখ হয়। আজ যাকে আপনি দুঃখ বলে মনে করছেন মনকে একটু বাড়িয়ে নিয়ে দেহের বারাণ্ডায় এলে দেখতে পাবেন সে দুঃখ নয়। আমরা যা খাই দেহ তার সার অংশ গ্রহণ করে অসার বেরিয়ে আসে। বিবাহের যাহা সার তাই যদি দেহ গ্রহণ করে দেহের হ্যাঙ্গাম অনেক কমে যায় নতুবা পস্তাতে হয়। বিবাহের প্রবৃত্তির ভাঁড়ারে ঢুকে ছোট শিশুর মত প্রেমের হামাগুড়ি দিতে দিতে কামনারূপি সন্দেশের হাঁড়ি নিয়ে বসলে চলবে না। ছোট ছেলে মেয়ে হাতে টাকা পেলে যেমন চঞ্চল হয় সেই ধরনের যৌবন নিয়ে সুখ আসে না'।

'বিবাহ যেখানে মরুভুমি, কামনা বাসনাগুলো বালুর মতন উড়ে বেড়ায়, প্রেম যেখানে লু'র মতন এসে ঘিরে দাঁড়ায়, যেখানে তৃষ্ণা পেলে আকাশের পানে চাইতে হয়, মাটির মানুষ সাড়া দেয় না, সেই মরুভুমিতে বসে বালুর মধ্যে কোথায় কোন খানে এক টুকরো সোনা আছে এ দেখবার সখ আমার নাই'।

'বিবাহ ও প্রেম আজ অনেক ক্ষেত্রে রোগে পরিনত হয়েছে। এ যেমন মস্তিষ্কের রোগ তেমনি স্নায়ু রোগ ও দেহের ব্যাধি। বড় সংক্রামক। প্রেমে পড়ে মানুষ বিবাহ করে কিন্তু আবার কি প্রেমে পড়ে না। তাই বলি প্রেমের রোগ নিরাময় হয় না বরং বৃদ্ধি পায়। এ কেন ? আমরা সুযোগ পেলেই আজ পরস্পর পরস্পরকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত করতে চাই। বিবাহের প্রেম আর প্রেমের বিবাহ এর মধ্যেও ভাববার অনেক কিছুই আছে ? বিবাহের প্রেমে আমি ভালবাসতে বাধ্য, প্রেমের বিবাহে ভালবাসা আমার খেয়াল ও সখ। দুর্ব্বলতার মধ্য দিয়ে আমরা যে আনন্দ খুঁজে

বেড়াই সে হয়তো আনন্দ নয় আনন্দের ছায়া মাত্র। তাব একটা প্রলোভন আছে সে প্রলোভনে অনেকেই পড়ে।'

'সেই ছায়াকেই ঘিরে তো এত বড় সৃষ্টি চলছে'।

'ছায়াকে কেউ কি অবলম্বন করতে পারে। ছায়া দৃষ্ট। তাকে শুধু দেখা যায় অনুভব করা যায় না। সূর্য্যের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছায়া যেমন লোপ পেতে থাকে তেমনি মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের প্রভাব বাড়তে থাকলে দুর্ব্বল আনন্দেব শেষ হতে থাকে। সুখকে অনুভব করবার শক্তি আমাদের আজ নাই'।

৫২

চাকর এসে কল্পনাকে বললে 'মা বাবু ডাকছেন'।

কল্পনা বিমলকে বললে চলুন ওকে একটু দেখবেন। বিমল পেছনে উঠে পডল।

বিমলকে দেখবা মাত্রই রামকোমল বাবু জিজ্ঞাসা করলেন 'অসুধ গুলো কি পেয়েছেন'।

'আজ্ঞে হ্যাঃ'।

'দাম বেশী লাগেনি তো' ?

'তা একটু লেগেছে বই কি'।

'দোকানদার গুলো কি বলুন তো, এক একটি ডাকাত। যুদ্ধের হ্যাঙ্গামে একটু সুযোগ পেয়েছে তো কথা নেই, একেবারে গলায় ছুরি। অথচ এই দোকানদারীর কত প্রশংসাই না শুনতে পাই। ব্যবসা কর ব্যবসা কর না মানুষকে মার। রক্তের ব্যবসায়ে ব্লাক মার্কেটের পয়সায়

যুদ্ধের সময়ে যারা ধনী হয়ে পড়েছে তারা কি মানুষ, ব্যবসায়ী তাব মধ্যে অগ্রণী। অথচ এই বৈশ্য জগতের পানে চেয়ে যারা মুখর হয়ে পড়েন তারা কর্ম্ম জগতের শিশুর মতই চপল'।

'আপনি কেমন আছেন' বিমল জিজ্ঞাসা করলে।

'একটু ভাল বলে তো বোধ হয়'।

'এক দাগ ঔষধ দেব কল্পনা জিজ্ঞাসা করলে'।

'দাঁড়াও। সময় কি হয়েছে'?

বিমলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রামকমোল বাবু বলে উঠলেন 'তোমার তো ছোকরা খুবই প্রশংসা শুনছি। ভদ্র ঘরের ছেলে। ঘর কি আর সাধে দিয়েছিলাম, গিন্নীতো প্রথমে আমায় মারতেই উঠেছিলেন। সারা জীবনটা লোক চরিয়ে কি এইটুকু অভিজ্ঞতাও জন্মেনি। এখন সব চুপ'।

'প্রশংসা করা সেটা ওদের স্বভাব'।

'না হে বাপু। তুমি যে একটু ভাল এ আমারো লাগে। তবে সত্য কথা বুঝলে তো যত ভাল ছেলে তার অধিকাংশই বোকা, রামকমোল হেসে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন আজ কালের দিনে যে যত মিথ্যা কথা, জুয়োচুরি, ইতরামি, ও ফাঁকি দিতে পারবে সেই তত বুদ্ধিমান। লোকে সাধ করে গল্প করতে বসেও মিথ্যা কথা বলতে একটু ইতস্ততঃ করে না। তাই মনে হয় ভদ্রতার ব্যবসায়ে তুমি লোকসান খাবে'।

'আপনি যান তো বিমল বাবু দরকার হলে ডেকে পাঠাব। ওর যেমন কথা, কল্পনার গজ্জনে বিমল বেরিয়ে চলে গেল'।

৫৩

একটু পরে ঘরে ঢুকেই কল্পনা সদাময়কে দেখতে পেয়ে বলে উঠল 'কই দশটি টাকা দিন তো'।

'কি করবেন'।

'দিন না ছাই, দরকার আছে, অত কৈফিয়ৎ দিতে পারব না'।

'বিনা কৈফিয়তে কি টাকা পাওয়া যায়'।

'আমার টাকা আমায় দেবেন তাও এত আপত্তি'। সদাময় পকেট হতে নোট বের করে একখানি দশটাকার নোট কল্পনার হাতে দিয়ে বললে হিসাব রাখবেন কিন্তু'।

'আপনাকে একশ টাকা ভাঙ্গাতে দিয়েছিলাম তার মধ্যে দশ টাকা নিলাম। বাকি সব রইল'।

'আরে চটেন কেন। তবে একটা হিসাবের গল্প বলি শুনবেন। গ্রামের এক গৃহস্থ বাটীতে জন খাটছে। সন্ধ্যার সময় গৃহিনী বললেন বাপু তোমাদের কত হয়েছে। তাদের মধ্যে যে একটু বদ্ধিষ্ট সে হিসাব করে বলে উঠল, মা ঠাকরুণ পাঁচ আনা করে রোজ, তিনজনের, তো পাঁচ পনোরো আনা এই এক টাকা দুই আনা, তা আপনি এক টাকা দেন, পুরোনো মনিব বেশী নিতে কি আছে'।

কল্পনা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। একটু পরে কল্পনা ফিরে আসতেই সদাময় বলে উঠল 'ডাক্তার বলছিলেন যে রাত্রে আপনি দাদার সঙ্গে থাকবেন না ওর অসুক বাড়তে পারে। ঐ জন্যই রোগটা সারছে না বুড়ো বয়েসে'।

'আচ্ছা বেশ সে আমি দেখব' কল্পনা বেরিয়ে গেল।

৫৪

সন্ধ্যার পর সদামর ঘরে ঢুকে কল্পনাকে বসে থাকতে দেখে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পাসে এসে বসে পড়ল।

"বেশ তো হাওয়া আসছিল বন্ধ করলেন কেন' কল্পনা জিজ্ঞাসা করলে।

"হাওয়াটাত সুবিধার নয়"।

"কি যে আপনার সুবিধা তা আপনি জানেন" কল্পনা কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে 'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন' ?

'স্ত্রীর যা অবস্থা তাতে বাঁচবে বলে তো মনে হয়না। তাই মনে করছি একটা বিয়ে থা করতে হবে বিশেষ করে মা লিখছেন। আপনি কি বলেন"।

'সে আপনার খুসি। আপনার মায়ের পরে কি আমার কথা বলা সাজে'।

'ছাই একলা থাকতে ভালও লাগে না আর। বড় বিরক্তি জনক, বিশ্রি লাগে। কোথায় বৌ নিয়ে ঘর সংসার করব তা না হাঁসপাতাল খুলে বসতে হল'।

'মরবার আগেই মানুষকে মারতে আপনারা খুবই ওস্তাদ'।

'তা দেখুন আমি তো আর বুড়ো হয়ে পড়িনি, যে স্ত্রী না হলেও চলবে। আপনি তো সব বোঝেন বলব আর কি।—সেরে উঠলেও ও স্ত্রী নিয়ে আর ঘর করা চলবে না'।

'কেন চলবে না মেয়েছেলে কতই বা বয়েস হয়েছে' ?

'সে চলার কোন মূল্য থাকবে না'।

'স্ত্রীর মূল্য তো স্বামীর কাছে। আপনি রাখেন তো থাকবে'।

'কিন্তু রাখব কি নিয়ে। তাই তো ভাবছিলাম একটি বিয়ে করে ফেলি শেষে দাদার মত বুড়ো বয়েসে বিয়ে করে পেরে উঠব কেন'।

'কি যে বলেন তার ঠিক নাই। আর বুড়ো তো আজই হচ্ছেন না'।

'বয়েস তো বাড়ছে'।

'কতই বা আর বাড়বে'।

সদাময় একটী সিগারেট ধরিয়ে ধুয়াগুলো ছড়িয়ে দিতে দিতে বললে 'এ জিনিষটি আপনাকে আর ধরাতে পারলাম না'।

কল্পনা একটু সরে বসতে সদাময় পুনরায় বলে উঠল 'মা লিখেছেন মেয়েটি খুবই সুন্দরী এবং বড় গরীব তাই মনে করছি'।

'একজনকে মেরে অপরকে উদারতা দেখাতে যাবেন না'।

সদাময় সিগারেট টানতে টানতে বীর ভাবে বললে 'আপনি আজ কাল বড় উদাসীন হয়ে পড়েছেন। সৃষ্টি সম্বন্ধে এতটা উদাসীন তো ছিলেন না'।

'উদাসী ঠিক নয়। তবে অনেক কিছু যা জানতাম না, মনে ওঠেনি তা আজ মাথায় এসে ঢুকেছে। ভুয়ো সৃষ্টি কর্ত্তা সাজবার লোভ আর নাই। গ্রামের চৌকিদারের ভূমিকায় রাজ সিংহাসনের গর্ব্ব ভাল দেখায় না'।

'আপনার মত মেয়ের মুখে এ সব সাজে না। কটী মেয়ে আপনার মত আছে। বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার, কি বলব, এই সমাজকে একেবারে ভেঙ্গে চুরে নূতন করে গড়তে না পারলে রক্ষা নাই'।

'আমি তো আপনাদের সীতাও নই সাবিত্রীও নই'।

'উর্ব্বশী তো হতে পারেন? সীতা সাবিত্রীর চেয়ে সে কি ছোট

বলতে চান? সীতা সাবিত্রী তো এ দেশের লোক, কিন্তু উর্ব্বশী স্বর্গের রূপ রাণী'।

'তারা ছিলেন নারী জগতের রত্ন। যে আদর্শ বুকে করে সমস্ত হিন্দু নর নারী বেঁচে থাকতে চায়, সেই মহা মাতৃত্বকে মহা সম্পদকে আর যেন ঠেলে ফেলতে পারি না। যারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে দুঃখে ডুবিয়ে নারীত্বকে বড় করে গিয়েছেন তারা প্রকৃতই মহৎ। উর্ব্বশী স্বর্গের রাণী হলেও পৃথিবীর মহর্ত্তের চেয়ে সে খুব বড় নয়'।

'দেখুন মানুষ হল সুবিধাবাদী। সুযোগ ও সুবিধা পেলে কেউ দেবতা হয় কেউ পশু হয়ে পড়ে। ঐ সীতা সাবিত্রীর গল্প আপনি বিশ্বাস করেন, ও সব পুরুষের স্বার্থ প্রণোদিত ব্যবস্থা, আপনাদের ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা'।

'বোধ হয় না। মানুষ সুবিধাবাদী, কিন্তু সে সুযোগ ও সুবিধাকে বিচার সঙ্গত ভাবে গ্রহণ করে। বিচার ও বিবেক মানুষের একটি বিশিষ্টতা। রামের সুবিধা আছে শ্যামের গলায় ছুরি মারতে রাম যদি মানুষ হয় সে তা পারে না। দুর্ব্বলের আদর্শ জেলখানা, সেই তার বীরত্ব। সতীত্ব যা নারীর হৃদয়ত্ব সে আমার আপনার মনের অত দীন ভাব নয়। সতীত্ব শুধু এক চেটিয়া যৌন অধিকার নয়, তার হৃদয়ত্ব, মহর্ত্ত, এবং একত্ব। প্রেমের সে একটা বিশিষ্ট পরিচয়। সতীত্ব শুধু নারী নয় পুরুষ ও বটে। জগতে যারা সতী হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের স্বামী চরিত্রবান ও মহৎ ছিলেন। সতীত্বের মূল যে কোথায় সে আপনারা ভুলে গেছেন। এ গায়ের জোর নয়। নারী কি আশা করতে পারে না স্বামী তার সতীত্বের মেরুদণ্ড, চরিত্রের উজ্জল প্রদীপ, সমাজ তার ধ্বজা ও প্রাণ। স্বামীর চরিত্রের পরেই ফুটে উঠে ছিল নারীর চরিত্র তার সতীত্ব। ঈশ্বর যদি এক হন তবে বিবাহের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে সেই এক যে নিত্য ও সত্য। এই একত্বের একটা পর্য্যায় হল সতীত্ব ও বীরত্ব।

এ যুদ্ধ ক্ষেত্রের বীরত্ব নয় তার হৃদয়ের বীরত্ব, 'আদর্শের বীরত্ব'।

'এ আপনার ভুল। সীতা সাবিত্রী কুন্তি দয়মন্তি সবাই তো রাজ-রাণী। এদের সতীত্বের পরে আপনার বিশ্বাস হয়। সতীত্ব কি তবে রাজরাণীর সমস্যা, তাদেরি প্রাপ্য'।

'তারা রাজরাণী ছিলেন কিন্তু দুঃখীর চেয়েও কম দুঃখ ভোগ করেন নি। সতীত্বের মাধুর্য্যই এখানে। আমরা সামান্য দুঃখেই নিজেদের হারিয়ে ফেলি, অথচ তারা রাজার ঘরে জন্ম গ্রহণ করে রাজ-রাণী হয়েও শত শত দুঃখের মধ্য দিয়ে স্বামীর মর্য্যদা, আত্মার মর্য্যদা, লঙ্ঘন করতে পারেন নি। এ যে কত মহৎ তা আপনি বুঝবেন না সদাময় বাবু। কল্পনার চোখে জল ফুটে বেরোল সে পুনরায় বলতে লাগল বিমল বাবুর সঙ্গে এ নিয়ে আপনি কথা কহে দেখবেন, সমস্ত সমস্যা কেটে যাবে, বড় ভাল লোক যার কথার মধ্য দিয়ে ফুটে বেরোয় সত্য শুধু অপ্রিয় সত্য।— সতীত্ব যে দেশে রাজরাণীতে যেয়ে পৌছেছিল সে দেশে দরিদ্রের মধ্যে সতীত্বের অভাব তো দূরের কথা খুবই প্রবল ছিল। সে ছিল দরিদ্রের স্বভাব। রাণীর সতীত্বতা দরিদ্রকে ছোট করেনি বড় করেছে'।

'ও পাগলটা বুঝি আজ কাল আপনার পেছনে খুব লাগতে সুরু করেছে'।

'ছি যা তা বলবেন না'।

'কিন্তু কটি মেয়ে ঐ সীতা সাবিত্রী হতে পারে বলুন'।

'সেটি আপনাদের খুব গুনের কথা নয় সদাময় বাবু'।

'দাদাকে নিয়ে আপনি যদি সতী সাজতে চান তবে জীবনটাকেই মাটি করতে হবে। যৌবনকে তা হলে কবর দিতে সুরু করেছেন এর মধ্যেই'।

বিমল ঘরে ঢুকেই কল্পনাকে লক্ষ্য করে বললে 'ডাক্তার বাবু কালকে রক্ত ও প্রস্রাব দেখবেন বললেন'।

'অর্থাৎ মুজুরির পরিমানটা একটু বাড়াতে চান' সদাময় হাসলে।

কল্পনা সদাময়ের দিকে চেয়ে বলে উঠল সদাময় বাবু আসুন আপনাদের পরিচয় করিয়ে দি, উনি বিমল বাবু আমাদের খুবই শুভাকাঙ্খি, ও বিশিষ্ট ভাড়াটে এবং বিমলকে লক্ষ্য করে বললে এর নাম সদাময় চক্রবর্ত্তী আমাদের বিশেষ পরিচিত ও শুভাকাঙ্খি। স্ত্রীকে পুরিতে দেখতে গিয়েছিলেন কয়েক দিন হল ফিরেছেন'।

'আপনার স্ত্রী কি খুব অসুস্থ' বিমল সদাময়কে জিজ্ঞাসা করলে।

'সুস্থ যে তিনি কবে ছিলেন মহাশয় সেটা ঠিক মনে পড়ে না। আজীবন অসুস্থই দেখে আসছি' সদাময় উত্তর করলে।

'ওর স্ত্রী বড় রুগ্না' কল্পনা বললে।

'রুগ্না নয় মহাশয় সে একটা হাঁসপাতাল'।

কল্পনা বিমলকে বসতে বলে নিজে আর একটু সরে বসলে।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে 'কি অসুক করেছে'?

'সে ইতিহাস আর খুলতে পারব না মহাশয়, কি যে নেই তাই আমি জানতে চাই, মহাশয় কি বিবাহিত'।

'আজ্ঞে না'।

'একেবারে পূর্ণ কুমার ব্রহ্মচারী মানুষ কল্পনা হাসলে'।

'বর্ত্তমানে বুদ্ধিমানের পক্ষে ঐ পথই প্রশস্ত'।

'আপনি কি বলতে চান বুদ্ধিমান নন' বিমল হাসতে লাগল।

'বিয়ের ঝঞ্ঝাট অনেক মহাশয়'।

'প্রেমের ঝঞ্ঝাট হয়তো তার চেয়েও বেশী। ও রাধা কৃষ্ণেরি সাজে'।

'কতদূর লেখা পড়া করেছেন সদাময় জিজ্ঞাসা করলে।

'উনি যে আই-সি-এস, দিচ্ছেন' কল্পনা বললে'।

'তবে তো আপনি আমাদের গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তি হতে চলেছেন'।

'হবেন কি, হয়েছেন। এ সব ছেলে কি ফেল করে। তবে টাকার

সম্বন্দে বলছিলেন বটে। বৌ নেই চব্বিশ ঘণ্টাই বই নিয়ে আছেন'। কল্পনা হেসে ফেললে।

'সেই পুরানো কথা। উনবিংশ শতাব্দির ভুলকে আজ যদি বিংশ শতাব্দিতে টেনে আনতে চান সুবিধা হবে না। আই-সি-এস, রূপি স্বর্গ বাসেব ব্যবস্থা বোধ হয় বিংশ শতাব্দিতে ঠিক মানাবে না। এ দুর্ব্বলতা সতেজ খাঁটি বাঙ্গালীর আর নাই। এতটা ভুল হয়তো জাতি আর করতে চাইবে না। মূর্খের জীবনে আই-সি-এস আজও খুব বড়, কিন্তু প্রকৃত তা নয়। ঐ দাস মনোভাব হয়তো আমাদের উন্নতির অন্তরায় ছিল। এ স্বপ্ন বাঙ্গালীর হয়তো ভেঙ্গে গেছে, যার ভাঙ্গেনি সে আজও উনবিংশ শতাব্দিতে দিন গুনছে। পঙ্গু অপদার্থ বাঙ্গালী আজ যা ছেড়ে দেয় কাল তা অবাঙ্গালী গ্রহণ করে এবং নিজেকে ধন্য মনে করে। বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ সে অবাঙ্গালীর সৃষ্টি। অবাঙ্গালী শাসক রাজকর্ম্মচারী ও ব্যবসাদারের অকর্ম্মনতা, অপদার্থতা' ঘৃনিত অর্থস্পৃহা, ও ষড়যন্ত্রের সে বিরাট সমাবেশ'।

'মহাশয়ের বাটী' ? সদাময় জিজ্ঞাসা করলে।

'যশোহর'।

'আপনি তা হলে যশোহরের লোক। আপনাদের দেশের কই মাছ মানকচু খুবই প্রসিদ্ধ'।

'হতে পারে'।

'যশোহর সহরের ভুতনাথকে চেনেন মস্ত কংগ্রেস কর্ম্মি। আমাকে এক খানি যশোরেশ্বরীর ফটো পাঠিয়ে দিয়েছিল, চমৎকার।'

'আজ্ঞে না'।

'সে কি দেশের কোন খবর আপনি রাখেন না'।

'আমার দুর্ভাগ্য।'

'ভুতনাথ আমার সাথে এক সঙ্গে দমদম জেলে ছিল। শুনেছি যশোহর কংগ্রেসের মস্ত বড় চাঁই'।

বিমল একটু ইতস্ততঃ করতে করতে বললে 'কংগ্রেস শব্দটি এত বিদেশী যে আমার খুব ভাল লাগে না। সে যেন বিদেশীকতায় পরিপূর্ণ। স্বদেশীর নামে অতটা বিদেশী প্রবন হতে পারি না। আমাদের স্বদেশী ব্যবসাদারের মত ওর সর্ব্বাঙ্গই বিদেশী তবে লেবেলটা স্বদেশী।'

'এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনি সংশ্রব রাখতে চান না সে কি ভাল' ?

'কংগ্রেসের প্রশংসা অর্থাৎ মোসাহেবি এবং নিন্দা অর্থাৎ শত্রুতা এ দুই ই আমার ভাল লাগে না। কংগ্রেসের স্বদেশ প্রেম একটু ভাল করে চেয়ে দেখবেন আজ অনেকটা আমাদের বিলাসিতার অঙ্গ হয়ে পড়েছে, বাবুগিরি। সৌখিনতায় ভরপুর আভিজাত্যে টলমল। সেই জন্যই সেখানে অর্থের খুব প্রাধান্য লক্ষ্য হয়। গরীবের আজও সেখানে প্রবেশ নিষেধ। বড় লোকের লাইব্রেরি ঘরের মতন এই যে স্বদেশ প্রেম জাতির জীবনে ফুটে উঠেছে খুব সুবিধার নয় ? অর্থের মানদণ্ডে আজ স্বদেশ প্রেমের পরিমাণ নির্ণয় করতে যেয়ে জাতি হয়তো ভুল করেছে।— আমার ভাল লাগে না স্বদেশ প্রেমের ব্যবসাদারি, ভাল লাগে না তার নেতাদের ঔধত্ব ও সব জান্তা ভাব, ভাল লাগে না তার আরাধনার মজলিশ, ও বৈরাগী পনা। রাজনীতি চর্চ্চা করতে যেয়ে আমরা ধর্ম্মকে রাস্তা ঘাটে আক্রমণ করতে শিখেছিলাম কিন্তু দুঃখের মধ্যে সেই ধর্ম্মই যে খিড়কির দরজা দিয়ে এসে বৈরাগীর বেশে ঠিক তার পুরানো জায়গায়ই দখল করে বসেছে এ বোধ অনেকের নাই। রাজনীতি আজ কি কংগ্রেসের ধর্ম্মনীতি ? রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম্মের সংযোগ তেলে জলের মত ফুটে ওঠে। বিমল একটু চুপ করে পুনরায় বলে উঠল দেশের স্বাধীনতা যদি আসে সে দরিদ্রই আনবে। সে দেশে দরিদ্রই নেতা হবে। সৌখিন দেশ প্রেমের জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে দেশ প্রেম আন্তরিক ও সার্ব্ব ভৌমিক ও সার্ব্বজনিন সেখানে অর্থের প্রয়োজন হয় না। অর্থের বিনিময়ে

আমরা যে দেশ প্রেমের সওদা করতে শিখেছি এ খুব শুভ হবে না। ধনীর অট্টালিকায় বসে নেতৃত্বের গর্ব্ব করা চলে, দরিদ্রকে দরদ জানানো যায়, কিন্তু দরিদ্র হওয়া যায় না, দরিদ্রের যে কি দুঃখ কষ্ট সে কি করে বুঝবে? তার অভিনয় হয় পরিচয় আসে না। প্রসবের যে বেদনা আপনি আমি তা কি করে বুঝব। আমি দরিদ্র তাই ধনীর নেতৃত্বে একটু সাবধান হয়ে পড়ি। গুরু দক্ষিণা দেবার মত অর্থ আমার নাই। সহরের চাকচিক্য জাঁক জমক বেশী তাই তার প্রলোভন আছে, এবং এই প্রলোভনে অনেকে পড়ে, কিন্তু এই সহরের দেশ প্রেম নিয়ে পল্লীর স্বাধীনতা আসতে পারে না, যে স্বাধীনতা মানুষকে মানুষ করেছে, প্রেরণা দিয়েছে সত্যের, অজ্ঞান নষ্ট করে ফুটে বেরিয়েছে জীবনের কল্যাণে। সহর মা কালীর মতন কিন্তু তার পদতলে পড়ে আছে পল্লীর পৃথিবী। জনতার রঙ্গমঞ্চে যারা নাচিয়ে গাইয়ের ভূমিকায় স্বদেশ প্রেমের অভিনয়ে নামেন, তাদের চিৎকার আছে, অভিমান আছে, হৃদয় আজও কূপ মণ্ডূকের মত ক্ষুদ্র। কংগ্রেসের দেশ প্রেম আজও জীবনের আতুড় ঘরে। বটবৃক্ষহীন দেশে সেওড়া গাছের চর্চ্চাই সার। বন দেশে শৃগাল রাজা। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে যেমন রং বেরঙ্গের বই পেলে খুব সন্তুষ্ট হয় তেমনি এক ধরণের রাজনৈতিক মহল আছে যারা খবরের কাগজের গণ্ডিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব খোঁজে? আমার শুধু হাসি পায়'?

'হাজার হক একটি প্রতিষ্ঠান তার যে গলদ নাই এ বলতে চাই না তবুও আপনার মত শিক্ষিতের কি অতটা বিরুদ্ধ ভাব নেওয়া উচিত।'

'বিরুদ্ধে আমি একটুও নই। এই তো আপনারা ভুল করেন। তবে কথা যখন তুললেন ঘরে বসে তার আলোচনা করলে কি খুব অন্যায় হবে। ধর্ম্মান্ধদের মত রাজনীতি অন্ধ আমি নই। কংগ্রেসের মধ্যে যে নোনা জল, উচ্ছৃঙ্খলতা, অনিয়মতা ঢুকেছে, সে একটু চেয়ে দেখবেন'। কংগ্রেসকে ভাঙ্গিয়ে খেতে যারা ওস্তাদ, তাদের দৃষ্টি বিদেশে, সেখানেই

তারা দরদ জানায়'।

'আপনারা কি রাজনীতি ছাড়বেন না শেষে একটি দাঙ্গা ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসবেন, কল্পনা হেসে উঠল।

'রাজনীতি চর্চ্চাই যে আজ সর্ব্বনীতি চর্চ্চা। মানুষ বাঁচলে তবে তো ধর্ম্ম কর্ম্ম। আমাদের সর্ব্বদুঃখের মূলেই ফুটে বেরিয়েছে পরাধীনতা। সে তো রাজনীতি' সদাময় কল্পনার দিকে চেয়ে বললে।

'বেশ আপনারা ঝগড়া করুন আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা দেখি' কল্পনা উঠে চলে গেল।

'আপনি কি বলতে চান তা হলে কংগ্রেসের কোন নীতি নাই' সদাময় জিজ্ঞাসা করলে।

বিমল বলে উঠল 'নীতি হয়তো আছে তবে ধর্ম্ম কি কর্ম্ম সে ঠিক জানি না। সে নারী চরিত্রের মত দুজ্ঞেয়। সে অহিংসা নয় হিংসা নয় এক অদ্ভুত। অবতারবাদ। ব্যক্তিত্বের বোঝা সমষ্টির প্রলাপ। চার আনার মূল ধনেও যে কংগ্রেসকে বঞ্চিত করে, অথচ তার সমস্ত লাভাংশ গ্রহণ করতেও ইতস্ততঃ করে না, তার যে নীতি কি আদর্শ কি সে দেবাঃ না জানতি কুত নরঃ। কংগ্রেস আজ তাঁতির জগতে অহিংসার তাঁত বুনছে। আমরা সবাই তাঁতি হয়ে উঠলে স্বাধীনতা নাচতে নাচতে এসে গলা জড়িয়ে ধরবে এ বিশ্বাস আমার নাই।

বিমল চুপ করে পুনরায় বলে উঠলে 'আপনাদের মন্ত্রিত্বের নীতি ছিল পাঁচ শত টাকা মাসিক সেলামী মাত্র। দেশের লোক এ নিয়ে খুবই আসর জমিয়ে তুলেছিল। কিন্তু সব দ্রব্যের মূল্য বেড়ে গিয়েছে এই অজুহাতে তা পাঁচশ থেকে পনরোশত এমন কি দুই হাজারেও উঠতে ইতস্ততঃ করেনি। এ তরল নীতি কি ভাল? গোড়ায় ভাল করে ভেবে চিন্তে পাঁচশ, হাজার, দুই হাজার যা হয় ঠিক করলেই হত। মূল্য কি শুধু মন্ত্রিদের জন্যই বেড়েছে, না দেশের লোককেও তা দিতে হচ্ছে? দেশের

লোকের আয় কি সেভাবে বেড়েছে? অফিসের বাবুদের কি সে ভাবে অর্থ বৃদ্ধি এসেছে। রাজস্ব কি বেড়েছে? এই আপনাদের কংগ্রেস নীতি। এত ভনিতের তবে দরকার কি ছিল। প্রথম থেকে বললেই হত দুই হাজার টাকা চাই। আপনাদের চিন্তা অনেক সময় এত অসলগ্ন যে ভাববার কথা। অফিসের বাবুদের মত যৎ সামান্য মূল্য বৃদ্ধির ভাতা নিয়ে কেন তারা সন্তুষ্ট হতে চাননি? যেহেতু হয়তো তারা মন্ত্রি। অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে শুধু বাজার গরম করব এই আশায় যারা কাজ করতে চায় তাদের নীতি এত চপল যে দুঃখের। দুর্ব্বলের মস্তিষ্কে বিলাস খুবই বেশী। বিমল থামলে এবং পুনরায় বলে উঠলে ছোট ছেলে মেয়ে যেমন খেলা করতে যেয়ে ধুলো বালি মেখে অস্থির হয়, তেমনি আমাদের রাজনৈতিক ক্রিড়া ক্ষেত্রে অনেকে এমন জড়িয়ে পড়েন যে ভাববার কথা। হাওড়ার পুলের মত রাজনৈতিক পৃথিবীটা যেন শুন্যে দাঁড়িয়ে আছে। এপার ওপারের পরে ভর দিয়ে, নিম্নে জীবনের খরস্রোতা মানুষের রক্ত গঙ্গা'।

'নীতি একটী আছে নইলে এত বড় প্রতিষ্ঠান কি চলতে পারে' সদাময় বললে।

'হয়তো সত্য। বড় লোকের ব্যাপার গরীব কি করে জানবে বলুন। তবে শুনতে পাই অহিংসা তার নীতি। অহিংসা ছিল ধর্ম্ম, হৃদয়ের পবিত্রতা, আত্মার আত্মীয়তা, ও যৌবনের সতীত্বতা, তবে দুঃখের মধ্যে আজ সে বেনের রাজনীতি চর্চ্চার মসলার দোকান,-অর্থাৎ আমাদের জীবনের বেনের দোকান অর্থাৎ সওদার দোকান। হিংসার মন্দিরে বসে অহিংসার বাণী ছড়িয়ে যাওয়া কি প্রতারণা নয়? কংগ্রেস অহিংসার প্রচার করে না প্রশ্রয় দেয়। ভিক্ষুকের একমাত্র নীতি আছে সে অহিংসা। তবে ভারত ভিক্ষা করেছে ধর্ম্ম জগতে, আজ কর্ম্ম জগতেও তার ভিড় কম নয়? যে সমস্ত ভারতীয় ধনতান্ত্রিক আজ কংগ্রেসের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মধুর লোভে, তাদের কর্ম্ম ক্ষেত্রে কি অহিংসার কোন সৎ ব্যবহার পেয়েছেন?

বিদেশী ধনতান্ত্রিক দেশীয় মজুরকে যেটুকু অধিকার সুখ সুবিধা দিয়েছে তারা কি সেটুকুও দিয়েছে। রাস্তার ভিক্ষুকের মত দেশ প্রেমের ভিখারিকে অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে না গেলে বিপদে পড়তে হয় এবং বিরক্তিজনক। ভারতীয় ধনতান্ত্রিক আজও বিদেশীও ধনতান্ত্রিকের তুলনায় মজুরের দলে। কটা টাকা তাদের আছে তবুও তাদের আস্ফালন কি কম। যে যুগে স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে হিংসা লক্ষিত হয়, হিংসাই যেখানে বীরত্ব, সকল দেশেই যখন হিংসার প্রতিমূর্ত্তি গড়ে আমরা পুজা করে চলেছি, সেখানে অহিংসার প্রয়োজন আছে স্বীকার করে নিয়ে বলতে চাই রাজনীতি তার খুব প্রশস্ত ক্ষেত্র নয়। রাজনীতি রূপ যুদ্ধ ক্ষেত্রে অহিংসা ভীষ্মের শর শর্য্যা। রাজনীতি যদি অহিংসার প্রশস্ত ক্ষেত্র হত তবে বুদ্ধদেব রাজার ছেলে হয়ে রাজনীতি ছেড়ে পথে উঠতে পারতেন না। রামায়ণের রামচন্দ্রকে, গীতার শ্রীকৃষ্ণকে, চণ্ডীর মহামূর্ত্তিকে আমরা হয়তো অন্যভাবে দেখতে পেতাম। অহিংসার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের গঠন শক্তির একটি সন্ধান মেলে সে খুবই বড়। প্রতিষ্ঠানকে গঠন করতে অহিংসার দরকার আছে।—অহিংসা আমার পুজার বেদী, হৃদয়ের জয়স্তম্ভ, মনুষত্বের বিদ্যামন্দির, সে রাজনীতি কি বৈশ্যনীতি, নয় কি আমার মহত্ত্বের সারটিফিকেটও নয়? পেশাদারি নেতৃত্বের অভিনয়ে তার পরিচয় ম্লান হয়ে আসে। আমরা যদি সবাই অহিংসাকে জীবনের ক্ষেত্র বলে মেনে নিতাম শাসনের সরলতা বাড়ত কমোলতা আসত। অহিংসার নামে চোর ডাকাতের আনন্দ বাড়ে আমরা কি সেই আনন্দের খোঁজে চলেছি। 'ফোঁস করতে পারোনি' সর্পের প্রতি এই যে উপদেশ এ ভুললে চলবে না। অহিংসা যেন বিদেশীর সম্বর্দ্ধনা বলে অনেক সময় মনে হয়। অহিংসার স্বাধীনতা ব্যক্তির স্বাধীনতা কিন্তু ব্যষ্টির স্বাধীনতা নয়। মাটির মানুষকে শিশুর মতন চাঁদের লোভ দেখাতে যাওয়া হয়তো ভাল না। ধর্ম্ম জগতে অহিংসার মূল্য আছে কিন্তু কর্ম্ম জগতে তার বাড়াবাড়ি করতে যাওয়া দুর্ব্বলের লক্ষণ। ধর্ম্মের স্বাধীনতা

আত্মার স্বাধীনতা, অহিংসা তার বেদী, কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা দৈহিক ও মানসিক স্বাধীনতা, অহিংসা তার ছায়া মাত্র। দেশ প্রেমের নামে বিষ পান করতে আমি পারি না। আমার ধর্ম্মকে সমাজকে ভেঙ্গে, মনুষত্বকে পদদলিত করে ব্যক্তিত্বের বেঁচে থাকা সম্ভব কিন্তু ব্যষ্টি বাঁচতে পারেনা। দুঃখ যে পায়নি সে আজকের এই দুঃখী ভারতকে কি করে চিনবে বলুন। রুগ্ন মুখি পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে এক ফোটা অষুধের জন্য যারা আকাশের দিকে হাত বাড়ায় বৃষ্টির আশায়, নগ্ন জীর্ণ বুভুক্ষু পুত্র কন্যার দিকে যে চেয়ে কেঁদে উঠে, তার দুঃখ কি কংগ্রেসের ধনীর পুত্রেরা অনুভব করতে পারেন' ?

'আপনি দেখছি কংগ্রেসের ব্যক্তি বিশিষ্টের ভারে বড় নুইয়ে পড়েছেন' সদাময় হাসলে।

'একটুও নয়। ব্যক্তিগত ভাবে আমি প্রত্যেককেই সম্মান করি। তবে রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্ম্মের পাঁচালী আমার ভাল লাগে না'।

'আপনি তো শুনেছি ধার্ম্মিক লোক'।

'বিমল কহিল ব্যক্তি বিশিষ্টের সুখ দুঃখ খেয়াল আবদার পছন্দ অপছন্দকে জড়িয়ে ধরে কংগ্রেস যখন পথ চলতে চায় তখন দুঃখ হয়। কংগ্রেস কি ব্যক্তি বিশিষ্টকে সম্বল করেনি ? তাকেই সে যেন সঞ্চয় করতে চায়। কেন ? কংগ্রেসের নাবালকের ভূমিকায় যিনি তার সর্ব্বপরামর্শদাতা সাজেন, তার ধরি মাছ না ছুঁই পানির রহস্য কি খুব আদর্শবান। ব্যক্তি বিশিষ্টের আরাধনা যখন কংগ্রেসের নীতি হয়ে পড়ে সে কি সমষ্টির বিড়ম্বনা নয়। কংগ্রেস ধর্ম্ম কর্ম্ম সব দিক দিয়েই আজ পণ্ডিত সাজতে চায় এ কি সম্ভব। জগতের পানে চেয়ে দেখুন রাজনীতি কি যুদ্ধনীতি হিংসানীতি নয়। রামের মত অবতার, কৃষ্ণের মত অবতার, মহম্মদের মত অবতার, কি তা এড়াতে পেরেছেন ? সত্যকে যদি সত্য বলে স্বীকার করে না নি তার চেয়ে মিথ্যা কি আছে। এই জন্যই রাজনীতির কোন জলসায় আমি

যোগ দিতে পারি নাই। ডেমেক্রেসী আজ রাজনীতির নামে যে জনতার সৃষ্টি করে চলেছে, অর্থাৎ জনতাবাদ, তার লেলিহান মূত্তি আজ গ্রাস করতে চায় আমাকে আপনাকে সর্ব্বস্বকে। ডেমোক্রেসী জগতের পরে যে অত্যাচার করেছে সে ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ডেমোক্রেসী আজ সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর। সাম্রাজ্যবাদের মতন এক প্রকারের সম্প্রদায়বাদ অর্থাৎ সমাজবাদ দেখা দিয়েছে যাহা সর্ব্বনাশের। ভারত ডেমোক্রেসীর ভারে জর্জ্জরীত। ভারতের দাসত্বের মূলে দাঁড়িয়ে আছে বিদেশী ডেমোক্রেসী। ঈশ্বর এক, এবং সেই একের শাসন বহুরূপে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, সেখানে ডেমোক্রেসীর ভাষা আছে সুর আছে কিন্তু যদি হৃদয় না থাকে সে কি দুঃখের নয়? ডেমোক্রেসী যখন সেই একের একত্বে মহত্বের মহত্বে হৃদয়বান না হয়ে উঠবে ততদিন তার হট্টগোল যাবেনা। ডেমোক্রেসী আজ ও রাজনীতির পাঠশালায় বসে পত্ত পাঠ করছে। মূর্খ রাজনীতির কবলে পড়ে কত মনিষীকে যে দেশত্যাগ করতে হয়েছে লাচ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করতে হয়েছে তার কি ইয়ত্বা আছে। সর্ব্বনিয়ন্ত্রারূপে রাজনীতি আজ সর্ব্বগ্রাসী হয়ে পড়েছে। মুর্খ ধার্ম্মিকেরা যেমন অপরিমিত রাজনীতি চর্চা করতে যেয়ে ভুল করেছিল, হারিয়েছিল তাদের ধর্ম্মনীতি, তেমনি রাজনীতি ধর্ম্মচর্চ্চা করতে যেয়ে সেই ইতিহাসকে ফিরিয়ে আনছে। ঘর ও বাহির এক নয় তেমনি ধর্ম্ম কর্ম্ম এক নয়। কংগ্রেস হয়তো আদর্শবাদী সে আমাদের বাস্তবতার বহুদূরে। অহিংসা পরমোধর্ম্ম, এ আমি স্বীকার করে নিয়ে বলতে চাই রাজনীতি তার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র নয়। নারীর বেশ্যাত্ব যেমন সতীত্বের ক্ষেত্র নয় এও তেমনি। কংগ্রেস সহযোগ চায়, সে সাম্রাজ্যবাদীর সদহৃয়তার পরে বিশ্বাস করে, তার কথার উপর আস্থা স্থাপন করতে চায়, এ কি ভুল নয়? ভগবান কি সয়তানের সহযোগ চান, তার সহৃদয়তায় বিশ্বাস করেন, না তার কথার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন? শান্তি সয়তানের কাম্য নয়। অশান্তির

আগুনে পুড়ে সয়তান তার শক্তি সঞ্চয় করে, লোককে নিগ্রহ করে, অর্থের বিগ্রহ গড়ে তোলে, অথচ পৌত্তলিকতার নামে শিউরে ওঠে। প্রতিমার কি কোন হিংসা আছে। তবে ভয় কিসের? অহিংসা ফুলের মতন তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে মানুষের কর্ম্মে সে আজ কোথায়? যে দেশে মানুষ রাস্তার ডাষ্টবিন থেকে কুকুর বিড়ালের সঙ্গে খাদ্য সঞ্চয় করেছে, অথচ পাসের লোককে কিছু বলতে চায়না, পথচারীকে নিরবে চলে যেতে দেয়, ধনীর মটোরের পরে ভ্রুক্ষেপ করেনা, অথচ না খেতে পেয়ে তিলে তিলে জ্বলে পুড়ে মরে যায়, সেখানে অহিংসার এর চেয়ে উজ্জ্বল ছবি আর কি দেখতে পাব। বিপ্লবী বাঙ্গলায় এ কি কেউ আশা করতে পেরেছে। অথচ তারা কংগ্রেসের কেউ নয়, কিন্তু স্বাধীনতা কি এসেছে। হিংসার শক্তি কম অহিংসার শক্তি বেশী এ আমি জানি। হিংসার প্রেরনা পশু অহিংসার প্রেরনা মানুষ, কিন্তু তাই বলে রাজনীতি ক্ষেত্রে তার বাড়াবাড়ি ভাল না। কংগ্রেসের অহিংসা নীতি ভারতকে এতদিন ধরে যে পরিমানে জাগাতে পারেনি, অথচ ভারতীয় জাতীয় সৈনিকদের আন্দোলনে জাতি যেন ঝড়ের মতন জেগে উঠেছে মনে হয়। কি কুক্ষনে আমরা চেয়েছিলাম তাদের বিচার করতে, সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়েও যা লক্ষ্য হয়নি, সে হয়তো ছিল প্রতিহিংসা, তাই ফেনিয়ে ফেনিয়ে তুলে দেশের সমস্ত প্রাণে যে সাড়া এসেছে সে কি? যদিও এ খুব সাময়িক বলে মনে হয় তবুও নিববেনা। প্রতিহিংসা যুদ্ধের অন্যতম মূল কারন। পরাজিত পরাভূতের বুকে প্রতিহিংসা খুঁজে বেড়ানর মত্ত মুর্খতা এ দুর্ব্বলের শোভা পায়। জগতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই যে হিংসার উত্তেজনা এর ফল ভাল হবে না। পরাজিত ও পরাভূতকে নিয়ে আজ যে আমরা বিচারের অভিনয় করতে শিখেছি এই যে উদ্ভব এ সুবিধার নয়। সময়ে সময়ে তাই মনে হয় এই হিংসার জগতে অহিংসা হয়তো কংগ্রেসের অবতারনা মাত্র তার শেষনীতি নয়'।

'নীতি একই আছে তবে তার রংটা হয়তো একটু আধটু বদলাতে পারে, নইলে বর্ত্তমানে কংগ্রেসের যে একটা প্রাধান্য আছে সে কি থাকতে পারে'।

'কংগ্রেসের প্রাধান্য বিমল উত্তরে বলিয়া উঠিল, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কংগ্রেস যে তার দেশ প্রেমের ব্যবসায়ে প্রচুর লাভবান হয়েছে এ আমি জানি। কংগ্রেসের দেশপ্রেম অর্থপ্রেমের চাহিদা মাত্র। কংগ্রেসের ধনতান্ত্রিক দেশপ্রেম রাজ্যতান্ত্রিক দেশ প্রেমের নামান্তর। কংগ্রেস চায় ধনতন্ত্রের স্বাধীনতা, সে সাধারণের স্বাধীনতার অনেক দূরে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক জমিদারিতে দেশপ্রেমের জমিদারেরা যে কর আদাই করে নেন তার তো কোন হিসাব নাই তাই প্রাধান্য নির্ণয় করাও কঠিন। কিন্তু দুঃখের মধ্যে যে শ্রেণীর নায়েব গোমস্থার ব্যবহার করা হয় তাদের মুখ আছে হৃদয় নাই, অথচ মুর্খের মত অভিমানে ভরা। মানুষ হিসাবে অনেকে অত্যন্ত ছোট। কংগ্রেসের হরিজন মহর্ত্তে গুরুজন মহত্বের কথা মাঝে মাঝে ভুলে যাই'।

'দেশের সর্ব্বত্রই যে একটা জাগরন এসেছে এবং কংগ্রেস তার মূলে এটা তো লক্ষ্য করেছেন' সদাময় জিজ্ঞাসা করলে ;

'গো জাগরন নয় তো' বিমল হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল আমাদের সমস্ত উচ্ছাসের মূলে যারা দেশ প্রেমের মশলা খুঁজে পান তারা হয়তো ভুল করেন। আমাদের রাস্তাঘাটের উচ্ছাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ দেশ প্রেমের পর্য্যায়ভুক্ত হলেও সে যেন আমার দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত দলগত ও সমাজগত প্রেরনা। আমাদের দেশপ্রেমের একটা অংশ আজও ধনী প্রেমের অন্তর্গত'।

'স্বাধীনতা স্বাধীনতা করলেই তো স্বাধীনতা আসবেনা তার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান চাই। ব্যক্তিত্ব যদি সমষ্টির জন্য পাগল হয় সে ব্যক্তিত্বের দ্বারা মঙ্গল বই অমঙ্গল হবেনা। ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করেই তো ব্যষ্টিত্ব'।

'এ স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখের মধ্যে স্বাধীনতার যে নমুনা আমরা পথে ঘাটে দেখতে পাই খুব আশাপ্রদ নয়। আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডে, লোকাল বোর্ডে, মিউনিসিপালিটিতে, করপোরেশনে, মন্ত্রি-মণ্ডলীতে সে লজ্জাস্কর। দেশের আদিম জীবগুলিকে ওভাবে খাঁচায় পুরে হয়তো লোক জমিয়ে তোলা যায়, রাজনৈতিক সার্কাস হয়, এবং দালালিও কিছু বাড়ে, কিন্তু কাজ কি হয়েছে'।

'এই যা নীতি তা তো আপনি ফেলতে পারেন না সদাময় বলিয়া উঠিল যদিও বর্ত্তমানে তার লোকগুলি খুব সুবিধার নয়। মানুষের একটা স্বার্থ থাকে, তবে দুঃখের বিষয়, সেই স্বার্থের ভারে মানুষ যখন চলতে পারে না, কি উঠতে পারেনা, তখনই আমাদের দুর্দ্দশা ফুটে বেরোয়। শতশত বৎসবের বিদেশী পঙ্কোদ্ধার কি একদিনে হবে। সে সময় সাপেক্ষ্য। বিশেষতঃ এগুলি এখনও সম্পূর্ণভাবে বিদেশী অধিকার মুক্ত নয়। ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে বিদেশী আমাদের খুবই উপকার করেছে বৃহৎ দৃষ্টিতে আজ আমরা সর্ব্বহারা'।

'এ বিশ্বাস করি'।

'বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে। হাজার হক ভদ্র ঘরের ছেলে লেখাপড়া শিখেছেন।'

'লিখতে পড়তে পারাটাই হয়তো লেখাপড়া নয়, সেটুকু হৃদয়ঙ্গম করা চাই। বিমল পুনরায় বলিয়া উঠিল কথা তুলেছিলেন বলেই অনেক কথা বলে ফেললাম, ঠিক পাশ কাটিয়ে যেতে পারলাম না, কিছু মনে করবেন না'।

'একটুও না। দেশের সম্বন্দে আপনি বাঁধাধরা ভাবে চিন্তা না করলেও স্বাধীনভাবে চিন্তা করে থাকেন, এ খুবই সুখের। আপনার মত স্বাধীন সমালোচকের প্রয়োজন আমাদের খুবই আছে'।

'সমালোচক আমি নই। এ ভুল করবেন না। তবে যা জানি,

তাই বলেছি। বিমল বলিতে লাগিল যদি একটু চেয়ে দেখেন হয়তো দেখতে পাবেন একদল স্বদেশী আছে যারা বিদেশীর নামান্তর। তাদের অত্যাধিক বিদেশী প্রেম খুব সুবিধার নয়। শত শত বৎসরের বিদেশী ইতিহাসকে ভুলবার মত সখ ও মহর্ত্ত তাদের মত আমার নাই। সহ-যোগের নামে গোলযোগ আমি চাহি না। আমাদের ধর্ম্মের পরে, কর্ম্মের পরে, ব্যক্তিত্বের পরে, বছরের পর বছর ধরে যে অঘটন ঘটছে সে ভুলে যাবার মত দুর্ব্বল মস্তিষ্ক নাই বলেই তো মনে হয়। সহরের শিল্প সে বিদেশীর শিল্প কিন্তু গ্রামের শিল্প সে ছিল ভারতের। সহরের দিকে চেয়ে, সহরের দেশ প্রেম নিয়ে, দেশকে জাতিকে ভুলে যাবার মত সাহস আমার নাই। সহরের সৃষ্টি হয়েছে মানুষকে প্রতারনার জন্য, আমাদের বাস্তু ভিটের প্রদীপ নিবিয়ে দিয়ে ছন্ন ছাড়া ভব ঘুরের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে। সহরে বাড়ি বলতে যারা আনন্দ পান, পল্লীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চান না, তাদের সেই সমাজ জারজতার দাবি করতে আমি চাই না। সহর গ্রামের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করছে সে দুঃখের। এই সহরের দেশপ্রেম যে খুব শুভপ্রদ হবে এ মনে হয় না। বেশ্যার প্রেমের মত, রূপের মত, সহরের দৃষ্টি, এ নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। আমাদের দেশপ্রেম যতদিন না পল্লীপ্রধান না হয়ে উঠবে ততদিন স্বাধীনতার স্বপ্ন ভাঙ্গবে না। সহরের সমাজ জারজতার মধ্য দিয়ে সত্যের লোপ আসে। সহরের গল্প ভূতের মত শুনতে ভাল'।

বিমল পুনরায় বলিয়া উঠিল, বিদেশীর মুখে সুশাসনের অনেক গল্পই পড়েছি কিন্তু দুঃখের বিষয় চোখে পড়েনি। পথে ঘাটে ঘরে বাহিরে গ্রামে সহরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি দেখতে পাইনি। আগে যা চুরি ডাকাতি হত তার চেয়ে হয়তো সংখ্যার পরিমাণ হয় না। আগে লোকে চিঠি লিখে ডাকাতি করতে যেত, সে ছিল দৈবাৎ কচিৎ, আর আজ রোজ চুরি ডাকাতি চলছে চিঠি লিখবে কবে ? রেল ষ্টেশনে, থানায়, পোষ্ট অফিসে,

কোর্টে, সেক্রেটারিয়েটে কোন জায়গায় এতটুকু ভদ্রতা লক্ষ্য হয়নি, কর্ম্মনিপুনতার, কি দক্ষতার, কোন প্রশ্নই মনে ওঠেনি। দায়িত্বজ্ঞানহীন, অকর্ম্মন্য, দাম্ভিক, তথাকথিত শিক্ষিত ও চরিত্রহীনের সংখ্যাই তাই আজ এত বেশি। চাকরির নামে যেন ঘুসের কারবার খুলে বসেছে, এবং তা ছত্রাকারে বিতরিত হয়ে চলেছে। অর্থনীতি আজ দুর্নীতি। উৎকোচ গ্রহণ এই দুর্নিতীর ফলে আসতে বাধ্য। উৎকোচের মূলে ছিল ধনী সে আজ তাড়না করছে দরিদ্রকে। যে সভ্যতার মুলে আছে অর্থ, অর্থই সেখানে পরমার্থ, সেখানে কি উৎকোচ বন্দ হতে পারে। মানুষের নীতির একটি পরিবর্ত্তন চাই, দৃষ্টির আদর্শ চাই। অর্থকে সর্ব্বময় করে, সর্ব্ব-সম্মানের বেদিতে বসিয়ে, সর্ব্বশক্তিমান করে, আমরা যে ভুল করি তাতে অশান্তি আসতে বাধ্য। ধনী তার অর্থের সুযোগ ও সুবিধা নিয়ে মনে করে সে খুবই বুদ্ধিমান কিন্তু প্রকৃত কি তাই। অর্থ রোজগার এবং ব্যয়ের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের একটি তারতম্য ফুটে ওঠে'।

এমন একদিন ছিল বিমল বলিয়াই চলিল 'পিতার মুখে শুনেছি আমাদের ধারনা হয়েছিল সাহেব প্রফেসার না হলে পড়াতে পারে না, সেইজন্যই মিশনারী স্কুল কলেজে যেয়ে মানুষ ভিড় করে দাঁড়াত। সে ভুল আজ ভাঙ্গলেও দেশপ্রেমের নেতাদের মধ্যে কি তা লক্ষ্য হয় না। এই যে বিদেশীর মোহ কংগ্রেসের মধ্যে খুবই প্রবল এ সুবিধার নয়। এই বিদেশী মোহের বশেই কংগ্রেসের দেশপ্রেমের জমিদার তনয়েরা এমন কি সাধারণ শিক্ষার জন্য ও বিদেশে যেতে ইতস্ততঃ করে না? এ কি জাতির দুর্ভাগ্য নয়। দেশপ্রেমের নেতার পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন ও নেতা সাজে, অর্থাৎ নেতৃত্ব যেন তাদের মধ্যে বংশানুক্রমে মনোপলির ব্যবস্থা এ কি দুঃখের নয়? শিক্ষার জন্য দেশের জন সাধারণের পাশে না দাঁড়িয়ে এই যে বিদেশী ভ্রমন এ যে কোন নীতি তা ভেবেই পাই না। সুখ দুঃখে ভাল মন্দে যে দেশের সঙ্গে না থাকে সে কি দেশপ্রেমিক। ভারত যতদিন

না তার চির পুরাতন গার্হস্ত ধর্ম্মে ফিরে না যাবে, এবং ভোগের উন্মাদনা ভুলে সংসারকে বুকে তুলে না নেবে, তার সেই পল্লি প্রধান স্বাধীন প্রাণের উদ্বোধন না আনবে, জাগিয়ে না তুলবে, ততদিন দুঃখ কষ্টের হাত এড়াতে পারবে না। সহরে স্বাধীনতা নেই পল্লিতে আছে। পল্লীর বুকে যেমন শ্যামল শষ্য ফুটে ওঠে তেমনি স্বাধীনতা, সহর শুধু তাকে পন্যের আকারে সাজিয়ে রাখে। দুঃখ মানুষকে পুড়িয়ে মারে নয়তো শক্তিমান করে তোলে। দেশপ্রেম বলতে কি দেশের সমাজ সংস্কার সভ্যতা ও কৃষ্টি নয়। ভ্রাতৃপ্রেম ভগ্নিপ্রেম এ কি দেশপ্রেমের অঙ্গ নয়। দেশপ্রেমের জ্ঞান ভাগ আজ লুপ্ত, কর্ম্ম ভাগ সুপ্ত, আছে শুধু ক্লেদ। স্বদেশীর নামে বিদেশীর মোহ ভাল না। আমরা শিক্ষায় দীক্ষায় প্রেম পরিক্ষায় বিদেশীকে নকল করতে শিখেছি নিজের বলতে যে কিছুই নাই এ কি ভাল? বিদেশীর লেবেল আঁটা আমারি ধনে যখন আমারি পরে সওদা চলে সেকি ভাল? অর্থের সভ্যতা নিয়ে প্রকৃত সভ্যতার মর্য্যাদা কি আসে। সভ্যতাকে অর্থের গদিতে বসিয়ে বিদেশী যে সভ্যতার বিতরণ করছে পন্যের আকারে লাভবান হতে, সে প্রকৃত সভ্যতা নয়। সস্তা ডেমোক্রেসীর মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক জারজতা বেরিয়ে এসেছে সে প্রকৃতই ভয়ঙ্কর, এবং তাহা অর্থনৈতিক জারজতার সংস্পর্শে ঘৃতে অগ্নি সংযোগের মতন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। দেশপ্রেমের অজুহাতে আমরা যখন অপরের দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ি সে কি দেশপ্রেম। ব্যবসার অজুহাতে আমরা যখন মানুষে মানুষে ব্যবধান গড়ে তুলি সে কি বর্ণ বিভাগের চেয়েও হেয় নয়? কুড়ি টাকা এবং পাঁচ হাজার টাকা রোজগারের পেছনে কি মানুষের হৃদয়ের ব্যবধান ও অস্পৃশ্যতা লুকিয়ে নাই। সমস্ত সমাজ যেন ধনতন্ত্রের সৃষ্টি। ব্যক্তিগত ধনতন্ত্র যেমন নিন্দনীয় তেমনি জাতিগত ও দেশগত। আমাদের ডেমোক্রেসীর কোন আদর্শ নাই। ডেমোক্রেসীর নামে সোনা ও রূপার একই মূল্য আমরা যে নিদ্ধারন করতে চাই এ ভুল। আজ যদি ভারতের

আপামর সকলেই বলে আমরা রাজতন্ত্র চাই, রাজাকে পুজা করব, সে কি এক প্রকারের ডেমোক্রেসী হবে না? আর আপনি যদি আপনার ডেমোক্রেসীর মার্কা মারা বাজারে প্যাটান এনে সেখানে গণ্ডগোল সুরু করে দেন, ব্যবসা করতে চান, সে কি ডেমোক্রেসী হবে? না আপনার জাতিগত দলগত অটোক্রেসী? ক্ষমতার একটি মাদকতা আছে, যৌবনের মাদকতার মতন সে প্রলুব্ধ করে, দুর্ব্বল সুন্দরীর মত সেজে আসে, মুগ্ধ করে, মানুষ পড়ে যায়। যৌবনে যেমন, অসংযমীর মনে ব্যয়ের প্রাধান্য আসে সঞ্চয় থাকে না, তেমনি আপনাদের ডেমোক্রেসীর ভাণ্ডার শুন্য হয়ে আসছে। আপনাদের ডেমোক্রেটিক ময়দানে কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের মধ্যে যে রাজনৈতিক খেলা সুরু হয়েছে বিদেশী রেফারির দোষে তার সমাপ্তি আসছে না। যে বিদেশী জগতের সমস্ত দেশেই গড়ে তুলেছিল তার স্বার্থের বীরত্ব, জগতে এমন কোন জাতি কি দেশ নাই যে এই বিদেশীর স্বার্থ আক্রান্ত হয়নি, স্বার্থের পর্য্যায়ে পড়ে সর্ব্বসান্ত হয়নি, সেই রাজনৈতিক বেশ্যাকে দেখে অনেকে মুগ্ধ হলেও, তার প্রেমে আনন্দ পেলেও, জগতের দুঃখের ইতিহাসে সে চির স্মরনীয় হয়ে থাকবে'।

'আপনি দেখ্‌ছি ডেমোক্রেসীর পরেও চটে আছেন, ব্যাপার কি? আপনি কি তবে ফ্যাসিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। ইতিহাসে ওর কি স্থান হবে'। সদাময় হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে?

'স্বাধীন ইতিহাসে ওর স্থান হলেও, দাসের ইতিহাসে, যে ইতিহাস বিদেশী রচনা করে তাহাতে থাকবে না। বিমল বলিতে লাগিল। ডেমোক্রেসী ফ্যাসিষ্টের জন্মদাতা। ভেড়ার পালে একজন রাখাল থাকে এ তো দেখেছেন। এ জগতে ফ্যাসিষ্ট যে কে নয় এ ভাববার কথা। যদিও আমি ফ্যাসিস্ট নই, যেহেতু আমার মতবাদের কি মতামতের কোন জুলুম নাই, এ আমার নিজের সন্তোষ। ডেমোক্রেসীর নামে রাজনৈতিক কি অর্থনৈতিক অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক কি জনতান্ত্রিক যে প্রকৃত

ডেমোক্রেসী এ বিশ্বাস আমার তাই। ডেমোক্রেসী অতি উপাদেয় খাদ্য কিন্তু দুঃখের মধ্যে হজম হতে চায় না। তাই বদহজমের কাল এসেছে শুধুই হট্টগোল। দেশপ্রেমিক আজ সেই হট্টগোলের নেতা। অর্থনৈতিক কম্যুনিজমের মধ্য দিয়ে কি রাজনৈতিক ফ্যাসিসিজম ফুটে ওঠেনি। অর্থের প্রভাব যে দেশে খুব বেশি, এবং তার কেন্দ্র হল ধনতন্ত্রতা, সে দেশের ডেমোক্রেসী প্রাণহীন। অর্থ দৈহিক রূপ সে প্রাণ নয়। কল কারখানার মূলে যে ধনতন্ত্রতা, অব্যবসায়িকত', ফুটে উঠেছে সে সুবিধার হবে না। পল্লি শিল্পকে উজাড় করে এই যে সহর শিল্পের জাগরন এ সহরের মত দুঃখ দায়ক হবে। পল্লির ভিত্তিতে যদি আমরা শিল্প গড়ে না তুলি সে শুভ হবে না। যাদের ধর্ম্মের মধ্যে কর্ম্মের মধ্যে ফ্যাসিসিজমের প্রাধান্য আছে, যারা একছত্রাধিপতি ধর্ম্ম সম্রাটের অধিনায়কত্ব স্বীকার করে নিয়েছে, তারাই যখন ডেমোক্রেসীর উপাসক হয়ে ওঠে তখন ভয় হয়। হিন্দুর ধর্ম্ম কোন ব্যক্তি বিশিষ্টের ধর্ম্ম নয়, যে কোন ব্যক্তি বিশিষ্টকে অবলম্বন করে চলে না, শত শত মহাপুরুষের সাধনা ও সংযম প্রসূত জ্ঞান মণ্ডলী, সে সমষ্টির প্রশ্ন। ইউরোপের খৃষ্টান ডেমোক্রেসীর যে ভয়াবহ পরিণাম জগতের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে সে কি ভুলবার। ডেমোক্রেসী যখন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান হয়ে পড়ে সে কি ডেমোক্রেসী'।

'বিমল একটু থামলে কিন্তু পুনরায় বলে উঠলে, ইতিহাস যদি নেপোলিয়ানকে ভুলতে না পেরে থাকে, ফান্স যদি তাকে ভালবাসতে পারে, ইটালী জার্ম্মানী হয়তো তার ফ্যাসিষ্টকে এবং নাজীকে ভুলতে পারবে না। অন্ধ ও উগ্র রাজনীতির কবলে পড়ে তারা লুপ্ত হলেও, পথ হারিয়ে ফেললেও, তাদের স্মৃতি হয়তো তাদের দেশ ও জাতি ফেলতে পারবেনা। যে ডেমোক্রেসী জগতকে সম অধিকার দেয় সেই ভাল, কিন্তু যে সমভাবে গ্রহণ করে সে ভুল করে। —বালকেরা যেমন দলবদ্ধ ভাবে খেলা করে, তেমনি আমাদের ডেমোক্রেসীর রাজনৈতিক ময়দানে একদল বালকের

আবির্ভাব হয়েছে, এবং সে খেলা দেখতে লোক ও জমে উঠছে, কিন্তু সময়ে সময়ে তাদের ঝগড়া দেখে মনে হয় যে তারা এক একটি ফ্যাসিষ্ট মাত্র। এই ফ্যাসিষ্ট মনোভাবের জন্য হয়তো কংগ্রেস তার সর্ব্বপ্রথম প্রতিদ্বন্দ্বে নির্ব্বাচিত সভাপতিকে অস্বীকার করতে সাহস পেয়েছিল। আমি উভয় পক্ষের দোষ গুণের বিচারক নই, তবে এ নীতি বোধ হয় দেশনীতি নয়, শুদ্ধ হৃদয়ের পরিচয় নয়'।

'আচ্ছা সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে আপনার মত কি সদাময় জিজ্ঞাসা করলে'।

'সাম্রাজ্যবাদ ডেমোক্রেসীর বিপরিত সত্ত্বা। অথচ জগতে সম্রাজ্য-বাদ এবং ডেমোক্রেসীকে কি পাসাপাসি দেখতে দুঃখ আসেনা। পাশ্চ্যাত্বের ডেমোক্রেসী সে সাম্রাজ্যবাদ মাত্র। সাম্রাজ্যবাদই আজ যুদ্ধের মূলতত্ব। যতদিন সাম্রাজ্যবাদ আছে ততদিন যুদ্ধ ও থাকবে। এই সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ শোষনবাদ আজ অনেকটা ব্যবসাবাদ; অথচ এই ব্যবসায়ের প্রশংসায় আমরা মুখর হয়ে উঠি। অর্থ যতদিন আমাদের সুখ সৌভাগ্য মনুষত্ব ব্যক্তিত্ব ও রাজত্ব বলে পরিগনিত হবে ততদিন শান্তি অসম্ভব এবং সাম্রাজ্যবাদ ও থাকবে। সাম্রাজ্যবাদ আজ তাই অর্থবাদ। শান্তির মূলে আছে কল্যাণ কিন্তু অর্থের মূলে আছে কল্যাণ ও অকল্যাণ দুইই। জগতের সমস্ত দেশ ও জাতি যদি স্বাধীন হয়, পরস্পর যদি পরস্পরের পরে শ্রদ্ধা না হারায়, অন্যায় না করে, ঝগড়া হতে পারে, দাঙ্গা বাঁধতে পারে তবে যুদ্ধ হবেনা। আমার দেশ যদি আমার থাকে সেখানে অপরের প্রলোভন কম। আমার দেশ যদি অপরের হয় সে খানেই লোকের প্রলোভন বেশি। পূর্ব্ব যদি দেখে পশ্চিম তার পাশে এসে দখল করে বসেছে, এবং সুখে আছে সে প্রলুব্ধ হয়। এ স্বাভাবিক। চোরাই মাল কি লুটের মাল নিয়েই গোলমাল বেশী। স্বাধীনতার পুরানো চোর নূতন চোরের জন্মদাতা। সাম্রাজ্যবাদ আজ

অনেকের জীবনের বৃদ্ধের ইন্দ্রিয় লিপ্সার মতন বিলাসিতা। আমাদে দেশের চন্দনগর পণ্ডিচেরী গোয়া কি বড় লোকের বাগানবাড়ীর মতন খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদের বিলাসিতার চূড়ান্ত নয়? এ কি সেই সব জাতির স্বদেশ প্রেমের বাগানবাড়ি নয়। একটা বিরাট জাতির সৌহাদ্র অর্জ্জন করতে, ঐ সামান্য টুকু ও তারা ছাড়তে পারিনি। অস্পৃশ্যবাদের মতন সাম্রাজ্যবাদের ছায়া মাড়ানোও পাপ। যাদের হৃদয় পরস্বপহারকের ক্লেদে ভরিভূত, যাদের শিক্ষা সভ্যতা সমস্তই হিংসার রূপান্তর মাত্র, তারা যখন ভারতের সর্ব্বশিক্ষনীয় হয়ে উঠে তখন দুঃখ হয়। কংগ্রেসের এই দুর্ব্বল মনোবৃত্তি খুব শুভ হবে না। যাদের ইতিহাস শুধু নরহত্যার গৌরবে গরবিত, যাদের বীরত্ব ও বুদ্ধিমানতা পরকে ঠকিয়ে, শোষন করে, সে সভ্যতার মোহ আমার নাই। ভারত হয়তো ব্যবসায় জন্য অহিংসার জন্য দেশ বিদেশে গিয়েছে কিন্তু প্রভুত্ব করতে যায়নি। ভারতের ডেমোক্রেটিক ধর্ম্ম ও কৃষ্টি হয়তো দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, শান্তির মধ্য দিয়ে, সুখের প্রেরনায়, অশান্তির মধ্যে নয়। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ তাই ডেমোক্রেসীর একটি বিশিষ্টতা। এ ডেমোক্রেসীর মূলে অর্থ ছিল না, ছিল প্রেম, হৃদয়তা। আমেরিকার রাজনৈতিক বিলাসিতা অর্থাৎ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং ইউরোপের রাজনৈতিক কি রাজ্যতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের মূলে আছে সেই একই অর্থনীতি যা দুর্নীতি। মানুষ যেমন পশুকে পোষে, খেতে দেয়, এবং শেষে ভক্ষন করে, ধনতান্ত্রিক আজ সেই ভাবে দরিদ্রকে পোষন করতে চায়। পোষন আজ শোষন, যদিও তার প্রেমের অভিভাষনের অন্ত নাই। ধনতন্ত্রের হিংসার মধ্য দিয়ে জগতে যে প্রতিহিংসা ফুটে উঠেছে সে প্রকৃতই ভয়ঙ্কর। অস্বাভাবিক বৈষম্য, গায়ের জোরের বৈষম্য, বেশীদিন থাকবে না। সাম্রাজ্যবাদীর মতন ধনবাদী ও ব্যবসাবাদী চিরনিন্দনীয়। বেশ্যার প্রেমের মত কমু-নিজমের ব্যবস্থা কি ভাল, না বেশ্যার রূপের মত ডেমোক্রেসী সুবিধার

হবে' ?

'বিমল বলেই চললে আমাদের অপরিসীম অর্থস্পৃহা আজ যে ধনবাদের সৃষ্টি করেছে সে প্রকৃতই দুঃখের। ব্যবসা তার মূলমন্ত্র। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের পরিচয়ে আজ যে ব্যবসায় সৃষ্টি হয়েছে সে সুবিধার নয় আমাদের অত্যাধিক ও অস্বাভাবিক যৌবনস্পৃহা ও যেমন নারীবাদের সৃষ্টি করেছে সে ধনবাদীর মত নিন্দনীয়। জগতের অনেক ধর্ম্মের মধ্যে ও যে এই নারীবাদ লুকিয়ে আছে সে কি লক্ষ্য করেছেন। মূর্খের জগতে অর্থ ও নারীর খুবই প্রাধান্য আছে, কিন্তু জ্ঞানের দৃষ্টিতে অর্থবাদ ও যৌবনবাদ জ্ঞানেব ক্ষুদ্র ভূমিকা মাত্র। এরা সাধারনতঃ সমসাময়িক ও সহযৌগিক। একে অপরের প্রেরনা আনে'।

'মেয়েদের পরে এত চটলেন কেন' সদাময় হাসতে হাসতে বললে ! 'এই তো আপনাদের দোষ, এর মধ্যে চটা চটির কি আছে বিমল বলিয়া উঠিল। স্বার্থের দৃষ্টিতে আপনারা সব দেখতে যেয়ে বড় ভুল করেন। নারীরূপ যৌবন তীর্থে যারা জীবনের পূণ্য সঞ্চয় করতে চান, এবং যারা চান না, যারা তাকে কামনা বলে গ্রহণ করেন, এবং যারা তাকে সাধনা বলে গ্রহণ করেন, তাদের একের ভালবাসা স্বার্থ প্রণোদিত অপরের আত্ম প্রণোদিত। জীবনে এমন দিন মানুষের এসেছে যেদিন নারীর যৌবন অস্পৃশ্যতায় মানুষের মন ভরে উঠেছে কিন্তু সে তো দৈহিক ? অর্থবাদের অস্পৃশ্যতায় দেশ যখন ভরে গিয়েছে তখন জন্মগত, জাতিগত, কার্য্যগত, বিভাগকে আক্রমণ করতে যাওয়া কি ভাল। যে ধর্ম্ম পশুকে পূজা করে, সে যদি মানুষকে অবহেলা করে, ঘৃণা করে, সে মূর্খতা ? অর্থবাদ যে অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি করেছে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে কংগ্রেস তার সমর্থক, অথচ সে নাকি অস্পৃশ্যতা চায় না। জলন্ত কড়ার থেকে উনোনে পড়বার কি কোন মহর্ত্ত আছে। এ কি অদৃষ্টের পরিহাস নয় ? কংগ্রেসের অবতার মহলে ধনবাদের অনেক কাহিনীই শোনা যায় ; সে ঠাকুরমার

ঝুলি শুনতে ভাল কিন্তু সত্যহীন। এক হস্তে ধনবাদ, অপর হস্তে আত্মবাদ, মুখে সাম্যবাদ, মস্তকে দেশ প্রেমের বোঝা নিয়ে ধনীর জগতে কংগ্রেস যে অভিনয় করে চলেছে তার পরিপূর্ণতা আসতে পারে না। অর্থের মূলধনে কংগ্রেসের দেশ প্রেমের নেতা আজ ধনী, দরিদ্র সেখানে কুলি মজুরের মত পড়ে আছে। অর্থের বিনিময়ে এই যে দেশ প্রেমের সওদা চলেছে এ জীবনের সত্য হতে অনেক দূরে। প্রেম সওদা নয়। পুরুষের প্রেম ঝড় বাদলের মত নারীর বুকে লুটিয়ে পড়ে, তাকে শষ্যশালী ও শ্যামল করে তোলে। কংগ্রেস দরিদ্রকে দরদ জানায় কিন্তু ধনীকে বুকে টেনে ধরে। সহর ধনবাদী তার, লোকগুলো তাই, কিন্তু পল্লী দরিদ্র। সহরের মুষ্টিমেয় লোককে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমরা বড ব্যস্ত হয়ে পড়ি তাই ভুলে যাই পল্লীর প্রাণ"।

'দরিদ্রের দুঃখ মোচন করতে হলে অর্থের যে একটা প্রয়োজন আছে। কংগ্রেস ধনীর কাছে যায় তার বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত সে তো দরিদ্রের জন্য"।

বিমল হেসে উঠলে এবং বললে 'তাহলে বিদেশী কি অপরাধ করেছে বলতে পারেন? সে তার দেশ হতে অর্থ কুড়িয়ে এনে আমাদের দুঃখ মোচন করবার জন্য গড়ে তুলেছে এই কল, কারখানা, মিশনারী স্কুল, হাঁসপাতাল কত কি, কিন্তু জাতির দৃষ্টিতে একি প্রতারণা নয়। সমস্ত রস শুষে নিয়ে ছিবড়ে দানের কি কোন মহত্ত্ব আছে। সুধখোরের ইতিহাসটা কি একেবারেই ভুলে যেতে চান"।

"যুদ্ধ কি আবার বাঁধবে ভেবেছেন"।

"বাঁধবে তবে বাঁধাবে কে তাইতো খুঁজে পাই না। এখন কিছুদিন তো তার কিচির মিচির চলুক। বিমল বলিতে লাগিল এবারের যুদ্ধ আরও ভীষণ হবে। পরাজিত পরাহতের পরে এই যে ডেমোক্রেসীর বিচার সুরু হয়েছে এর প্রতিফল আরও শোচনীয় হয়ে উঠবে'।

'আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত না হতে পারলেও আপনি যে দেশের সম্বন্ধে চিন্তা করেন এ খুবই ভাল। আপনি যেন একটু সতন্ত্রভাবে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে চান, দেখবেন যেন উচ্ছৃঙ্খল না হয়ে পড়েন। আপনার অনেক কথাই শ্রুতিমধুর না হলেও অপ্রিয় সত্য। তবে এইটুকু বুঝতে পারছি না যে লক্ষ লক্ষ লোক আজ যারা কংগ্রেসের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তারা কি ভুল করেছে"।

'কংগ্রেসের প্রয়োজন ছিল এবং আজও আছে'।

'কংগ্রেসের পেছনে আজ সমগ্র জাতিই এসে পড়েছে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে'।

"জাতি বলতে তার চঞ্চলতাকেই ধরবেন না। কতকগুলো স্কুল কলেজের অল্প বয়স্ক অপরিণিত মস্তিষ্কের যুবক যুবতি এবং কুলি মজুরের হট্টগোলকে পূর্ণ জাতির উপাধি দেওয়া চলে না। জাতি আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলকে নিয়ে। জাতির একটা বিশিষ্ট অংশ আজও যেন কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রবৃদ্ধ নয়"।

'আপনার মতে কংগ্রেসের একটা পরিবর্ত্তন চাই সদাময় বলিয়া উঠিল কংগ্রেস তার অর্থগত বৈশ্যনীতি ছেড়ে ক্ষেত্রনীতি গ্রহণ করুক অর্থাৎ ক্লৈবং মাস্ম্য গমপার্থঃ'। ...ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

'সেবাই সমাজের আদর্শ। বৈশ্য সেই সেবার অঙ্গ। শুদ্র সেই সেবার দৈহিক ভাগ, এবং ব্রাহ্মণ তার আত্মিক সত্বা, বিমল থামলে কিন্তু পুনরায় বলিতে লাগল। কংগ্রেসের চিন্তা ধারার একটু সংস্কার চাই, হৃদয়ের বোধ চাই। কংগ্রেসের যদি কোন ধর্ম্ম না থাকে, সম্প্রদায় না থাকে, তবে কোন ধর্ম্ম, সম্প্রদায়ের মধ্যে তার মিশতে না যাওয়াই উচিত। আইন বেঁধে কংগ্রেসের এক শ্রেণীর লোক রজকের মনোবৃত্তি পূর্ণ জ্ঞান গর্দবের সহায়তায় যখন কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের ও সমাজের সংস্কারে চান; তখন অপর সম্প্রদায়ের লোক যে কংগ্রেসকে দেখে ভয় পাবে এ খুব

অমুচিত নয়। এই পক্ষপাতিত্বের ফলে, এই অত্যাধিক সমাজ দরদের জন্য, কংগ্রেস নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মারছে; ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে কংগ্রেস যদি নিরপেক্ষ ভাব না নেয় তার পতন অবশ্যম্ভাবী। ভারতের সনাতন সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন অসম্ভব। তা নিয়ে এলোমেলো ভাবে চিন্তা করতে যাওয়া কি বেশ্যার দরদ দেখাতে যাওয়া অন্যায়। সহরের দিকে চেয়ে যারা সমাজের নামে নাচতে থাকেন তারা পল্লীতে গেলেই দুঃখ পান। অগাছার ভয়ে বৃক্ষের মূল কাটলে কি জাতি বাঁচতে পারে। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ নিয়ে কংগ্রেস এত বেশী মাথা ঘামায় যে লোকে সেজন্য তাকে হিন্দুর প্রতিষ্ঠান বলতেও ইতস্ততঃ করে না। কংগ্রেসের এই সমাজনীতি আজ যে সম্প্রদায়বাদের স্থষ্টি করেছে তার ফলেই দেখা দিয়েছে পাকিস্থান। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ এই যে সাম্প্রদায়িক সাম্রাজ্যবাদ ফুটে উঠেছে এর জন্য দায়ী কংগ্রেস এবং তার ধর্ম্মনীতি। রাজনীতি তো ধর্ম্মনীতি নয়, কি সম্পূর্ণ অর্থনীতিও নয়? কংগ্রেস বলে তার ধর্ম্মনাই সমাজ নাই এ খুব ভাল কথা। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম নিয়ে সে এত বেশি জড়িয়ে পড়েছে যে ভাববার বস্তু। অন্য ধর্ম্মের পরে কংগ্রেস হাত দিতে হয়তো সাহস করেনা, নিরীহ হিন্দুর পরেই তার চিড়িয়া খানার ডেমোক্রেসীর বীরত্ব ফলাতে চায়। মানুষ যেমন নিজেকেই নিজে ছোট করে প্রতিষ্ঠান ও তাই। আইন শালায় বসে আইনের আস্তাবল তুলে যারা ধর্ম্মের ও সমাজের সংস্কার চান তারা তাদের নিজেদের যুক্তির দুর্ব্বলতার ও মুর্খতারি প্রকাশ করেন। ধর্ম্মের আইন মানুষের মনে, তাকে গড়তে হয় যুক্তির আদর্শ দিয়ে, কৃষ্টির উচ্চতা দিয়ে। হাতে একটু ক্ষমতা পেলেই যারা বানরের মত লম্প ঝম্প করতে থাকেন, অথচ কণ্ঠে মালা, গায় নামাবলির চটক লেগে আছে, যারা মস্তিকের সমতা রাখতে পারেনা তারা দেশের শত্রু'।

'আপনি ঠিক বলেছেন সদাময় বলিয়া উঠিল। কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম

ও সমাজ নিয়ে আমাদের এত মাথা ব্যাথা কেন। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে কংগ্রেস হিন্দুর চিন্তাই বেশী করে, হিন্দুর দুঃখেই দুঃখী। কংগ্রেস যখন সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়, তখন তাকে ধর্ম্মের বাহিরে সমাজের বাহিরে এসে দাঁড়িয়ে নিরপেক্ষ ভাব নেওয়াই উচিৎ। ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কংগ্রেসের থাকতে যাওয়া হয়তো তাব নীতি বিরুদ্ধ ও অন্যায়'।

বিমল বলিয়া উঠিল 'লেবরেটরির মতন মানুষের চিন্তাধারাব একটা উৎকর্ষতা আছে। বিজ্ঞান ক্রমেই যেমন তার নির্দ্দিষ্ট ভিত্তির পবে এগুতে চায়, তাব ভুলভ্রান্তি শুধরে নিতে চায়, তেমনি মানুষের মন। কিন্তু হায় বিজ্ঞান আজ এগোতে এগোতে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে এমন জায়গায় সে যে মৃত্যুর নামান্তর। বিজ্ঞানের এই অবস্থার জন্য রাজনীতিই দায়ি। এই হতভাগ্য রাজনীতির কবলে পড়ে আমরা যেন আমাদের মনুষ্যত্বকে, ব্যক্তিত্বকে, জাতিত্বকে, ধর্ম্মকে, হারিয়ে না ফেলি। ভগবান এবং সয়তানকে এক সঙ্গে ভালবাসা যায় না যা কংগ্রেসের অনেকেই দাবি করেন। যারা বিজ্ঞাপনের জগতে বাস কবেন, সস্তা নামের মোহ যাদের মধ্যে বেশী, তার জন্য উথলা হয়ে পড়েন, তাদের সঙ্গে কোন বিষয়ে চর্চ্চা করতে যাওয়াই ভুল। খবরের কাগজই যাদের কর্ম্মক্ষেত্র. সেখানে যারা নেচে গেয়ে আনন্দ পান, এই ধরনের কর্ম্মি খুব মঙ্গলের লক্ষণ নয়। এক শ্রেনীর নেতা আছেন যারা অতি উপাদেয়, কর্ণ মধুর, রসনাপ্রিয় বিজ্ঞাপন বহুল, যারা ভিড়ের অনুপাতে নিজেদের নেতৃত্বের পরিমান করেন, তারা দেশ প্রেমের সখীর ভূমিকায় আজ ও কর্ম্ম জগতের বাহিরে। বনের কুসুমের চেয়ে আকাশ কুসুমেই অভ্যস্থ ও স্বপ্ন দেখতেই ওস্তাদ।' যেখানে সস্তা সেখানেই ভিড় বেশী। যাদের স্বভাব ভিড় করা তারা শুধু ভিড়ই করে কাজ করে না। চুনোপুটির দরের সঙ্গে রুই মাছের দরের কোন সাদৃশ্য নাই। হিরা জহরতের খরিদ্দার কম তাই বলে কি সে মূল্যবান নয়? ডেমোক্রেসী তো জগতের একমাত্র সত্য নয়। নারীর নগ্ন

সৌন্দর্য্যের পেছনে আজ যত ভিড় হয় হৃদয় সৌন্দর্য্যের পেছনে তা হয় না। নারীকে উলঙ্গ দেখতে আজ যত লোক ছুটে যায় তাকে ভালবাসার নামে অনেকেই ফিরে আসে। তামাসা দেখতে লোক যেমন জমে ওঠে তেমনি অনেকের জীবনের রাজনীতি চর্চ্চা। এই ধরনের ডেমোক্রেসী কি খুব মঙ্গলের। এই তামাসায় ভিড় নিয়ে যারা ফেঁপে ওঠেন, ধরাকে সরা জ্ঞান করেন, আস্তান গুটিয়ে নেমে আসেন, তাদের বুদ্ধি বিবেচনা শিশুর মতনই খুব সীমাবদ্ধ। দেশপ্রেমের বাচালের ভূমিকায় অভিনয় হয়তো ভাল হয় কিন্তু কাজ হয় না'।

'এযুগটা কি পড়েছে সেটা তো ভাববেন একেবারে খাঁটি জিনিষ কোথায় পাবেন। সদাময় বলে উঠল'।

'যুগের দোহাই দিয়ে নিজেদের নামিয়ে নেওয়া কি ভাল হবে। বিমল বলিয়া উঠিল। শুদ্রযুগ সে ছিল বালকের যুগ, বৈশ্য যুগ কৌশরের যুগ, ক্ষাত্র যুগ যৌবনের যুগ, এবং ব্রাহ্মণ যুগ বানপ্রস্থের। হিন্দু এর মধ্য দিয়ে চেয়েছিল তার সেবাশক্তি, ধনশক্তি, রাজশক্তি, ও জ্ঞানশক্তির একটা নিয়োজন, যেখানে বৈশ্যশক্তি সর্ব্বশক্তির প্রয়োজনে আসবে এবং অন্যান্য শক্তি ও তার বিশিষ্টতা নষ্ট করবে না। অভিনয় করতে যেয়ে অভিনেত্রীর প্রেমে পড়ে যদি নিজের স্ত্রীকে ভুলে যাই সে যেমন ভুল, তেমনি আমাদের আজ বর্ণবোধ। হিন্দুর বর্ণধারার মধ্য দিয়ে তার কর্ম্মধারার উৎকর্ষতা ফুটে উঠেছিল। ধনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে নিধনের জন্য পরশুরাম অষ্টাদশ বার নিক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন এবং সেখানেই জন্ম নেন ক্ষাত্র শক্তির আদর্শ রূপে শ্রীরাম চন্দ্র। নারী ও অর্থের মত নামের প্রলোভন ভাল না। যুগের একটা প্রভাব আছে স্বীকার করি বয়েসের মত, কিন্তু তাতে মুগ্ধ হয়ে পড়া উচিত নয়। নারী কি শুধু যৌবনেই সুন্দরী, হয়তো নয়। নারীর যৌবন সৌন্দর্য্যের একটা নোংরা ভাব অনেক সময় মনে ফুটে ওঠে সে হয়তো সুন্দর নয়'।

সদাময় উত্তরে ধীরে ধীরে বলে উঠলে 'রাজ নীতি আজ দুঃখের মধ্যে সর্ব্বনীতি হয়ে পড়েছে। সে আজ সর্ব্বগ্রাসী। রাজনীতি অগ্নির মত, সে যদি সংযত ও শুদ্ধ না হয়, লোককে পুড়িয়ে মারে, দুঃখ দেয়। সর্ব্বভূখ রাজনীতির আজ দুর্দ্দশা দেখলে দুঃখ হয়। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো দেখতে পেয়েছেন যে রাজনীতি হাসির ব্যাপার। সার্কাসের ক্লাউনের মত কি রাস্তার নর্ত্তকীর মত তার অভিনয়ের অন্ত নাই। আমি যদি না পাই কাউকে পেতে দেব না, বিদেশী লাভবান হক এর কি কোন নীতি আছে। এই এই যে সাম্প্রদায়িক সাম্রাজ্যবাদ এতো খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদেরি নামান্তর। এই যে ভ্রাতৃবিরোধ একি মনুষ্য নীতি? একি শিক্ষার পরিচয়? আজ যারা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার অন্তরায় সেই অন্ধ সম্প্রদায়বাদ কি দুঃখের নয়? নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে আজ লোকে রাজনীতির চর্চ্চা করতে চায়। পরকে পদে পদে বাঁধা দিয়ে নিজে দুঃখ করে পড়ে আছি উঠতে পারিনি। আমার বিশ্বাস পাকিস্থানের মূলে বৃটিশ স্থানের একটা কল্পনা আছে। এই যে মূর্খতা, এই যে বিদ্বেষপূর্ণ অক্ষমতা, এর পরিনাম শুভ হয় না। যে সম্প্রদায় হোক না কেন সে যদি সমস্ত জাতিব, সকল সম্প্রদায়ের, হিন্দু, খৃষ্টান, শিখ, সকলের স্বাধীনতার ও উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় সে কি ভাল? ধর্ম্ম বিপন্ন এই যাদের মুখের বোল, চোখের জল, তাদের রাখালের পালে বাঘ পড়েছে এই পাঠশালার গল্পটি পড়া উচিত। তাদের ধর্ম্ম কি এতই পঙ্গু এতটা নাবালক আজও আছে। ভাগের মা গঙ্গা পায় না এতো জানেন। অথচ কালনিমির লঙ্কা ভাগে এক শ্রেনীর ভুই ফোড় রাজনৈতিক খুবই অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। আবোল তাবোল এলোমেলো ভাবে কতকগুলি কথার উদগার করে হিন্দুস্থানের বুকে ছুরি মেরেই যারা বাঁচতে চায়, জন্মভূমি যাদের মাতৃভুমি নয়, কংগ্রেস তার তাঁবেদারি করতে যেয়ে ভুল করেছিল এ আমিও স্বীকার করি। যাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আছে

শুধু ভ্রাতার রক্ত, পিতার রক্ত, বিশ্বাসঘাতকতা, যারা নিজের ধর্ম্মের বাহিরে সকলকেই ঘৃনা ও শত্রু মনে করে, যারা দাস হিন্দুর সাহার্য্যের ও সৎইচ্ছার মধ্য দিয়েও নিজেদের সব কিছু হারিয়েছে, তারাই যখন হিন্দুকে আক্রমণ করতে থাকে তখন প্রকৃতই দুঃখ হয়। ভারতের মুসলমানের, বিশেষতঃ বাঙ্গলায়, তার মধ্যে যে কতজন প্রকৃত মুসলমান আছে ধর্ম্মান্তর নয় এ কি ভাববার কথা নয়। হিন্দুর পরে তারা যা অত্যাচার করেছে এ কি সেই অত্যাচারের স্মৃতির বিভিষিকা। ধর্ম্মকে যারা রাজনীতি ক্ষেত্রে টেনে এনে মানুষের সেই দুর্ব্বলতার সুবিধা নিতে চায়, এবং লম্প ঝম্প করে, একদিন তারাই দেখবে তাদের ধর্ম্মের প্রভাব তাদের সমাজের মধ্যে কমে গিয়েছে, কিন্তু দোষ হবে হিন্দুর। দুর্ব্বল তার দোষের বোঝা অপরের ঘাড়ে চাপিয়েই আনন্দ পায়। হিন্দুর ধর্ম্ম তার শান্তির মধ্যেই ফুটে উঠেছে, সে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকাশ নয়, কি প্রচার নয়, কি জয়নাদের রণভেরীও নয়। হিন্দুর ধর্ম্মে যেটুকু যুদ্ধ বিগ্রহের ছবি আছে সেটুকু তার পৌত্তলিকতা, ধর্ম্মের সমাজ, ধর্ম্ম নয়। সাময়িক সুবিধার মধ্য দিয়ে চিরন্তন সুবিধা আসে না। কুকুর যেমন নিজের প্রতিবিম্বের পরে মাংসের দৃষ্টিতে লাফিয়ে পড়ে, ও খাদ্য খণ্ডকে হারিয়ে ফেলে, এই ভাবের রাজনীতি অর্থাৎ সমাজবাদ কি খুব প্রশংসার। কুকুরের মত প্রভুভক্তি অর্থাৎ সম্প্রদায় ভক্তি মানুষের সাজে না। সে তো রাজনীতি নয় ধ্বংসনীতি। বাঙ্গালার হিন্দু তার পরাধীনতার মধ্য দিয়েও, তার অর্থ রোজগারের দুভার্গের মধ্য দিয়েও, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্বে, মনুষত্বে ও চিন্তার আদর্শে জগতে যে স্থান অধিকার করে আছে, বাঙ্গালার মুসলমান কেন সমগ্র জগতের মুসলমানের পানে চেয়েও তো তা লক্ষ্য হয় না। কতদূর তারা এগিয়েছে ? কটী মনিষী তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে ? রাজ্যশাসনের পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠতা, কর্ম্মদক্ষতা, ও সামঞ্জস্য তো কোথায়ো লক্ষ্য হয় না। স্বাধীন দেশ তুরস্ক তারও বা জগতে কতটুকু দান আছে।

যেদিন সে তাব ধর্ম্মের খোলস ভেঙ্গে বেরিয়েছিল সেই দিন হতেই রাজনীতি ক্ষেত্রে সে যা কিছু সামান্য উন্নতি করেছে। এই বাঙ্গলার হিন্দুকে পদতলে রেখে, যারা সাম্প্রদায়িক সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকায় পথ চলতে যায়, সেই যে আদিম সমাজবাদ, সেই যে রাজনৈতিক জঙ্গমবস্থা অর্থাৎ জবাইর ব্যবস্থা এ তো খুব বুদ্ধিমর্ত্তার লক্ষণ নয়? এই যে সাম্প্রদায়িক সাম্রাজ্যবাদ এ ভারতের স্বাধীনতাব অন্তরায়। যারা ভারতকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, দুর্ব্বল করে, আনন্দ পায় তারা ভারতের মিত্র নয়। হিন্দু যতদিন না জানবে মুসলমান তার আপনার জন এবং মুসলমান যতদিন না বুঝতে পারবে যে হিন্দুস্থানে হিন্দুকে এড়িয়ে চলা যায় না ততদিন শান্তি আসবে না। হিন্দুর পেছনে আছে চেঙ্গিস খান, তৈমুর লঙ্গ, ঔরঙ্গজেব, আলাউদ্দিন খিলিজি, ও জিজিয়াকর, কিন্তু মুসলমানের পেছনে হিন্দুর তো কিছুই নাই। এক মুসলীম লিগের মুসলমান ভিন্ন কেউ তো হিন্দুব পরে এতটা বিদ্বেষ ভাবাপন্ন নয়। একমাত্র অখণ্ড ভারতের দ্বারাই একতা সম্ভব। অখণ্ড খণ্ডের সৃষ্টি করে, তবে খণ্ড যদি অখণ্ডকে অস্বীকার করে সেই হয়ে পড়ে দুঃখের ও নাস্তিকতা। শত শত বৎসরের বৈদেশিক শাসনের মধ্য দিয়ে আমাদের বাহ্যিক একতা দেখা দিলেও আজও প্রকৃত একতার, আন্তরিকতার আমরা বহুদূরে'।

বিমল বলিয়া উঠিল কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সে যেন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, যে কোন প্রকারের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধতা করে, সেই তার শক্তির উৎস। ভারতের সাম্প্রদায়িক সাম্রাজ্যাবাদের মূলে আছে হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ, বিদেশীর প্রেম। ভারতে জন্মগ্রহণ করে, তার রক্তে প্রতিপালিত হয়ে, আমি ভারতবাসি নই, এই যে সাম্প্রদায়িক স্পর্দ্ধা, কৃতঘ্নতা এ প্রকৃতই দুঃখের। আমেরিকায় জন্ম গ্রহণ করে কেউ যদি বলে আমি আমেরিকান নই খৃষ্টান, একি তার মূর্খতা হবেনা? ধর্ম্ম ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও স্থিতি কিন্তু জাতি ব্যষ্টি গত। বাস্তব

জীবনে পাগলামি ভাল লাগেনা, কিন্তু এই পাগলামি যখন অভিনয়ের আকার ধারণ করে, নর্ত্তকীর বেশ পরে, তখন আনন্দ প্রদ হয়। একতাই মানুষের শক্তি এবং সেই শক্তির মূলে যে আঘাত করে সে নিন্দিত। খৃষ্টান সমাজ যাদের হাত হতে রাজত্ব চলে যাচ্ছে তারা তো হিন্দুব প্রতি এতটা বিরুদ্ধ ভাব নেয়নি। এ কেন? একি তবে তাদের কৃষ্টিগত দুর্ব্বলতা, মস্তিস্কের জারজতা, না শাসকের ভৌতিকতা' ?

'হয় তো তাই ঠিক ধরেছেন' সদাময় হাসতে লাগল।

'ইউরোপিয়ানরা যেদিন এদেশে পদার্পন করে বিমল বলিতে লাগিল, সে দিন যদি ভারতে কি দিল্লিতে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রিয় সরকার থাকত তবে হয়তো মুষ্টিমেয় শেতাঙ্গের হাতে ভারত তার স্বাধীনতা হারাতনা। পাকিস্থানের আবদারের মধ্য দিয়ে এই কথাই বার বার মনে হয়। মানুষ যেমন মাথার উপরে নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে, পশু করে পায়ের পরে, তেমনি কোন দেশ কোন জাতি শক্তিশালী কেন্দ্র ভিন্ন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। যাদের জীবনে ধর্ম্ম শুধু রাজনীতি, ধর্ম্মের নামে অপরকে পদ দলিত করে চলা আত্মনীতি নয়, হৃদয়ের প্রীতি নয়, তাদের মূর্খতার বোঝা বইতে যেয়ে জগত চিরকালই পিছিয়ে পড়েছে। ধর্ম্মের নামে যারা মানুষকে হত্যা করে আনন্দ পায়, স্বর্গে যায়, তাদের নৈতিকতার আদর্শ খুব বরণীয় নয়। কাফের হিন্দু ঘৃণ্য হলেও তার দেশ ধন সম্পত্তি প্রিয়জন খুবই কাম্যতর। যারা স্বদেশী প্রতিবাসীকে ফেলে বিদেশী স্বধর্ম্মিকে দরদ জানায় তাদের শিক্ষা দীক্ষা খুব উচ্চস্তরের নয়। পাকিস্থানের পেছনে তো অন্যান্য দেশের মুসলমান নাই। এ কেন? টিয়ে পাখীকে যদি মন্দিরে রেখে দেওয়া যায়, শেখান যায়, সে রামনাম করে, শাস্ত্র আওড়ায়, বেদান্তের শ্লোক বলে, পূজার মন্ত্র-উচ্চারণ করে, তাই বলে সে কি প্রকৃতই পণ্ডিত না ধার্ম্মিক হয়ে পড়ে? ধর্ম্মের কোন পরিচয় তার মধ্যে তো থাকে না, থাকে শুধু শব্দের উচ্চারণ। এই ধরণের সম্প্রদায়বাদ প্রকৃতই দুঃখের'।

উভয়েই নিরব রহিল। কিছুক্ষণ পরে বিমল বলে উঠল 'বর্ত্তমানে বিদেশীর রাজনৈতিক প্রবন্ধ খুব ভাল হলেও, ছন্দ বদলালেও, সুর ঠিক আছে। পাকিস্থানের গর্জ্জন থামলেও তার আবৃত্তি যে রয়ে গেল। উলঙ্গ পাকিস্থানকে শুধু বস্ত্রাবৃত করে বৃটিশ তার প্রবন্ধে খুব বুদ্ধিমর্ত্তার পরিচয় দেয়নি পাকিস্থানের কবরস্থানের পরেও তারা যেন গড়ে তুলতে চায় সম্প্রদায় ভিত্তি ও তার উগ্র উপাসনা, যেখানে হিন্দুর মত নর বলির ব্যবস্থা আছে। সুন্দরী পাকিস্থান, বৃটিশের ঔরষে আজ যে গর্ভস্রাব করেছে সে যেন দ্বিতীয় কারবালার সৃষ্টি না করে। নিজে যা চাই না অপরকে তা দিতে যাওয়ার মত মূর্খতা নাই। অখণ্ড ভারতের বুকের পরে এই যে পাকিস্থানের খণ্ড বৃত্তি, এ বিদেশী দেশপ্রেমের লম্পটের চক্ষে খুবই আশাপ্রদ হলেও, স্বাধীনতা বলে গণ্য হলেও, এই যে রাজনৈতিক পৌত্তলিকতা; এর পুজা করবে কে হিন্দু না অপর কেহ? শান্তির মধ্যে এই যে ঘোর অশান্তির কল্পনা এপ্রকৃতই দুঃখের। কংগ্রেস যদি এর বিসজ্জন না আনে সে দেখবে একে একে হিন্দু মুসলমান শিখ খৃষ্টান সবাই তার অঙ্গ হতে ক্রমে ক্রমে খসে পড়ছে। জাতিয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা এক নয়। জাতিয়তা সূর্য্য, সাম্প্রদায়িকতা চন্দ্র। তেলে জলের যেমন মিলন হয় না এ ঠিক তেমনি। যদিও সাম্প্রদায়িকতা জাতিয়তার একটি ক্ষুদ্র অংশ কিন্তু সম্পূর্ণ জাতিয়তা নয়'।

'চিরকালের রাজনৈতিক বন্ধা যে গর্ভ ধারণ করেছে এইটুকুই সুখের। বিধান প্রতিষ্ঠানে এখন কি জন্ম নেবে সে দেখা যাক ঘাবড়ান কেন, সদাময় বললে।

'জন্ম আর কি নেবে একটী নপুংসকের সৃষ্টি হবে' বিমল উত্তরে বলে উঠলে, নামহীন গোত্রহীন স্বাধীনতার ভিত্তি কেটে বৃটিশ যদি সকলকেই সন্তুষ্ট করতে চায় সে ভুল করেছে। আয়রল্যাণ্ডকে ভুলে যাবেন না। যার যা স্বভাব তা কি সহজে যেতে চায়'।

সদাময় হাসতে হাসতে বললে 'মুসলমানদের হারামে খোজা বলে

এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল এ মুসলমান জাতির একটি বিশিষ্টতা। পাকিস্থান আজ খোজা হয়ে পড়লেও তার প্রবৃত্তি ও হস্ত পদের দৌরাত্ম তো থাকবে'।

বিমলও হাসতে হাসতে বলে উঠলে, এ তো স্বাধীনতা নয় স্যাম্পেল অর্থাৎ নমুনা মাত্র। এরই আনন্দে অনেকে মুখর হয়ে নাচতে সুরু করে দিয়েছে। এতটা প্রতারণা জাতিকে করা কি ভাল' ?

উভয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রহিল। বিমল সে নিরবতা ভেঙ্গে বললে একটা বিষয় আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না সেটা হল প্রাদেশিকতা। কংগ্রেস আজও অনেক বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতার মত প্রাদেশিক ব্যাপার কি নয় ? আমাদের নেতৃত্বের মাপকাটিও সেখানে ভারতীয় দেশ প্রেমের অজুহাতে আমরা প্রাদেশিকতার সমর্থন করি না বটে কিন্তু ফেলতে তো পারি না। প্রাদেশিকতার একটা ক্ষেত্র আছে এ আমি জানি। কোন জাতি তাকে একেবারে এড়াতে পারেনি কিন্তু সে সামাজিক ব্যাপার। ইংলণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে কি ব্যাভেরিয়া ও প্রুশিয়ায় সামাজিক প্রাদেশিকতা লক্ষ্য হয় কিন্তু সে শুধু সামাজিক বন্ধন। আজও জগত প্রাদেশিকতায় পরিপূর্ণ। তবে অর্থনীতি কি রাজনীতি চর্চ্চা সে ভাবে হয় না। এই প্রাদেশিকতার মূলে ভারত হারিয়েছিল তার স্বাধীনতা। ধর্ম্মের নামে আগে যেমন লোকে লোকের মাথায় বাড়ি মারত আজ তা গ্রহণ করেছে রাজনীতি ও অর্থনীতি'।

'মানুষ অর্থের সৃষ্টি করেই যত অনর্থের সৃষ্টি করেছে। এই অর্থই কাউকে সর্ব্বশান্ত করে কাউকে পর্ব্বত প্রমাণ করে তুলেছে। পণ্যের বিনিময়ে যে ব্যবসা ছিল, দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য, তার অনেক অসুবিধা থাকলেও এতটা ধনতন্ত্রের প্রশ্রয় দিতে সে পারত না'।

'আমার মনে হয় কংগ্রেস ও ধনতন্ত্রের তাঁবেদার ও পৃষ্টপোষক। সে আজ রাজনৈতিক আভিজাত্যে ভরপুর। ধনী যদি দরিদ্রকে মিত্র বলে

গ্রহণ না করে, হাত না বাড়িয়ে দেয়, সেই সর্ব্বনাশের ধনতন্ত্র নিয়ে জাতি বাঁচতে পারবে না। জুয়ার ব্যবসায়ে ফটকার বাজারেই আজ আমরা পয়সা অর্জ্জন করতে শিখেছি। এ কি দুভার্গের নয়? মাস অন্তে দরিদ্রের হাতে তিরিশটে টাকা তুলে দিতেও আজ ধনতন্ত্র ব্যাথা পায়। লোক গুলো যদি হাওয়া খেয়ে বাঁচতে পারত, আর ভূতের মতন খাটতে পারত ধনতান্ত্রিক খুব সুখী হত। ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাদের একটু পবিচয় আছে তারা হয়তো দেখেছেন যে সেখানে অশিক্ষিত মূর্খের প্রাধান্যই আজ বেশি। তাদের না আছে শিক্ষা না আছে দীক্ষা, পঙ্গু ও অপদার্থ। বেশ্যার ব্যবসায় নারী লাভবান হলেও সে কি খুব প্রশংসার? মানুষেব জীবন নিয়ে ব্যবসায়ের নামে আজ যে বিরাট অভিভাষণ সুরু হয়েছে সে কর্ণ মধুব হলেও শুভ হবে না। বাক্যের মোহ আমাদের জীবনে খুবই বেশি তাই পড়ে যাই। মানুষের জীবন নিয়ে ব্যবসায়ের নামে আমরা যে আজ জমিদারী চালাতে চাই, এবং তার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সে খুবই ভয়ঙ্কর হবে। ডেমোক্রেসী এই ধনতন্ত্রের একটি প্রতিক্রিয়া সরূপ। কম্যুনিজমের শুভেচ্ছার ভাণ্ডারে এর মধ্যেই নিহীত। নিজে সৎ না হলে সৎকে পাওয়া যায় না এ আমরা ভুলে যাই। ধনতন্ত্র ব্যক্তি সুখেব উপাসক, ব্যক্তি তন্ত্রের পক্ষপাতি, ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে আমি বলতে চাই যে এই সর্ব্বনাশের ধনতন্ত্র নিয়ে জাতি বেঁচে থাকতে পারে না। কাঁচামালের মত মনুষত্বের সওদা করে ধনতন্ত্র উঠে দাঁড়ালেও জাতি বসে পড়ে। ধনতন্ত্রের বাচালতা এত বেড়েছে, অত্যাচার অবিচার এত লক্ষ্য হয়, যে জাতি হয়তো ধনবাদীদের একদিন সাধারণ চোর ডাকাতের মত বিচার করতে চাইবে। অর্থ ও শ্রমিক এক। নর ও নাবীর মতন তাদের মিলন আছে এবং উৎপাদন আছে। ধনী যদি শ্রমিকের পরে, দরিদ্রের পরে, বলাৎকার করে উৎপাদন চায়, কি দরিদ্র শ্রমিক যদি ধনীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে উৎপাদন করে, সে জারজতার

তার দেশ ও জাতি বইতে পারবে না। তাই বিপ্লব আসে। শোনা যায় কংগ্রেস দরিদ্রের দুঃখ মোচন করতেই ধনীর দুয়ারে যেয়ে ধন্না দেয়, কিন্তু আমার চোখে এ যেন সেই বিধবার দুঃখ মোচন করতে সমাজের দুয়ারে দাঁড়িয়ে লম্পটের হস্ত প্রসারণ। বৈশ্যনীতি বেশ্যানীতির একটু উজ্জল ভাব, কিন্তু ক্ষাত্রনীতি তার উৎকর্ষতা। কংগ্রেস তা প্রায়ই ভুলে যায়। মানসিক শ্রমিক ও মানসিক ধনতান্ত্রিকের মতন একদল দৈহিক শ্রমিক ও ধনতান্ত্রিক ফুটে উঠেছে, মানসিক শ্রমিকের ভূমিকায় আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষকবৃন্দ এবং দৈহিক ধনতান্ত্রিকের ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ'। বিমল থামলে।

'কংগ্রেস' সম্বন্ধে আপনি খুবই চিন্তা করেন দেখছি কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আপনার কি মত'।

সদায়ের কথার উত্তরে বিমল শুধু একটু হাসলে।

বিমল একটু পরে পুনরায় বলিয়া উঠিল 'বিদেশী অত্যাচার দুর হলেই স্বদেশী অত্যাচার আমাদের চোখে পড়বে। মানুষের হৃদয়ের ইতিহাস নিয়ে গড়ে ওঠে সমাজ, সেই হৃদয়ের আজ এত মলিনতা এসেছে যে ভাববার কথা। হিন্দু ধর্ম্মান্তর চায় না, এ তার হৃদয়ের পবিত্রতা, সর্ব্ব ধর্ম্মের সমতা বোধ, শক্তি, না দুর্ব্বলতা? বহুদিনের বহুজনের পরিশ্রমে ও সাধনায় যে ধর্ম্ম গড়ে উঠেছে সেখানে যদি আমাদের দেশের ধর্ম্মহীন রাজনৈতিক নাবালকের। বীরত্ব ফলাতে চান সে প্রকৃতই দুঃখের। হিন্দু ধর্ম্মের বোধ অন্তরে, দেহে নাই'।

বিমল থামলে কিন্তু পুনরায় বলে উঠলে, জনতা যখন দলবদ্ধ ভাবে চলে তখন প্রায়ই দেখবেন ব্যক্তিত্বের পরে সাধারণের পরে একটু শ্রদ্ধা রাখতেও ভুলে যায়। রাস্তা ঘাটে গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে তাই আনন্দ পায়। জনতা যদি সাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন না করতে না পারে, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুরাগি না হয়, তার চেয়ে জনতার দুর্ভাগ্যের আর কিছুই নাই।

পশুও ত্যাগি। সে যখন রাগের বশে, কামনার বশে, ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সেও ত্যাগ করে, তারও মহিমা আছে তবে সে তো মানুষের দৃষ্টি নয়। আমাদেব স্বদেশ প্রেমের মাতর্ব্বরেরা ভুলে যান যে দেশ প্রেমের গদিটা একটু উচুতে তুলে বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়লেই বীরত্ব ফুটে ওঠে না। সিনেমার বীরত্বের মোহ ভাল না। কংগ্রেসের রাজনৈতিক আস্তাবলে তাই ঠিক ঢুকতে পারি না, সেখানে সমাজের গোশালার সৃষ্টি অসম্ভব। জনতার উচ্ছাস সে যেন মানুষের জীবনের পরিহাস ও নির্জ্জনতার সর্ব্বনাশ। কংগ্রেস যদি তার শক্তির পেছনে শুধু জনতার সৃষ্টি না করে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করত, হয়তো সে আরও সুন্দর ও শক্তিমান হয়ে উঠত। কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার মধ্য দিয়ে আমার চোখে ফুটে ওঠে সেই পুরাতন সত্ব রজ তম তবে দুর্ভাগ্যের মধ্যে তার চরকার ব্যূহভেদ করে উঠতে আজও পারিনি'।

কল্পনা এক কাপ চা এবং দুই প্লেট খাবার নিয়ে এসে উভয়কে দিয়ে বললে 'এখন একটু খেয়ে নিন গায়ে জোর না হলে ঝগড়া করতে পারবেন কেন'?

সদাময় কল্পনার দিকে চেয়ে বললে উনি কংগ্রেসকে মোটেই আমল দিতে চান না'।

'বড় অন্যায়। গুরু নিন্দা শুনে আপনি তো ক্রোধে আত্মহারা হয়ে দেহত্যাগ অর্থাৎ বস্ত্রত্যাগ করে ফেলেননি? কল্পনা থামলে এবং পুনরায় বলে উঠলে 'এখন এক কাজ করুন তবে ওকে দিন কতকের জন্য কংগ্রেসের রাজনৈতিক হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিন দেখবেন ও রোগ সেরে যাবে'।

'বোধ হয় না'।

'তবে কি করবেন বলুন' কল্পনা জিজ্ঞাসা করলে এবং পুনরায় বলে উঠলে দেশকে যারা ভালবাসতে পারে না তারাই দেশ প্রেমিকের দিকে

চেয়ে থাকে। কংগ্রেস তো আপনার দেশেপ্রেমের একচেটিয়া কারবার খুলে বসেনি যে সেখানে না গেলে উপোস করে থাকতে হবে'।

'বড় বড় মণিষীগণ আজ কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত, অথচ উনি তাদের আনুগত্য ও স্বীকার করতে চান না, সদাময় চায় মুখ দিতে দিতে বললে।

'অর্থাৎ আপনি বলতে চান কংগ্রেস আজ ভারতের মহাপুরুষ উৎপাদনের একমাত্র ক্ষেত্র। কংগ্রেসের ব্যক্তিত্বের উপাসনা মন্দিরে কি সবাই ঢুকবে বলতে চান, তার ইস্তাহারে কি সবাই মুগ্ধ হয়। কল্পনা জিজ্ঞাসা করলে।

'রাজনীতি বোধ হয় খুব উচ্ছাঙ্গের ক্ষেত্র নয়। বিমল বলিয়া উঠিল সেখানে খৃষ্টের মত বুদ্ধের মত শঙ্করের মত মনিষীব আবির্ভাব হয়তো অসম্ভব ; যদিও মহম্মদের মত ধর্ম্ম অবতারকে আমরা সেখানেই পেয়েছি। মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জাতির পবে যে আনুগত্য গ্রহণ করে, যা জন্মগত সেই যদি কংগ্রেসের আনুগত্য হয় খুবই ভাল। তা অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য। রাজার প্রতি, সাম্রাজ্যের প্রতি, অর্থের প্রতি, আমরা যে বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যতা গ্রহণ করি যে সাময়িক ও খুব ছোট। বিদেশী যখন দেশ জয় করে নেয়, দেশ যখন শত্রুর করতলগত, তখন দেশের লোকে একটী আনুগত্যতা স্বীকার করে নেয়, সে বিদেশী ও কাল্পনিক, মানুষ সময় ও সুযোগ পেলেই তা ভেঙ্গে বেরোতে চায়। ইংলণ্ড যখন রোমানদের আনুগত্যতা নিতে বাধ্য হয়েছিল সেই আনুগত্যতা অর্থাৎ বিশ্বস্ততা কি স্বাধীন ইংলণ্ডের আনুগত্যতার তুল্য হতে পারে। সনাতনের আনুগত্যতা যা প্রাকৃতিক সেই প্রকৃত আনুগত্যতা'।

বিমলের কথা শেষ হতেই কল্পনা সদাময়ের দিকে চেয়ে বললে 'কংগ্রেসের মেয়ে মহলের সঙ্গে ওর একটু পরিচয় করিয়ে দিন, না হয়তো তার তহবিলের সংবাদটী দিন দেখবেন উনিও আপনার মত কংগ্রেস ভক্ত

হয়ে উঠবেন'।

'যা বলেছেন' সদাময় হাসতে লাগল।

'পাশ্চাত্যের স্বদেশ প্রেম বিমল কহিয়া উঠিল প্রাচ্যের নয়। প্রাচ্য ঠিক প্রতিচ্য নয়। প্রাচ্য শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, সেই তার বীরত্ব, কিন্তু প্রতিচ্য অস্ত্রহীন শত্রুর নিধনেই বীরত্ব লাভ করে। কংগ্রেসেব সঙ্গে আমাব রাজনৈতিক মতবিরোধ খুবই কম; তবে তাহার সামাজিক চিন্তাকে শ্রদ্ধা করতে পারি না। যুদ্ধক্ষেত্রে বৃটিশ টমির মুল্য খুবই বেশি কিন্তু দুঃখের বিষয় বৃটিশ সমাজে তা নেই। এ কেন? কংগ্রেস সেই পর্য্যায়ভুক্ত যেন হয়ে পড়েছে। যিশুখীষ্ট ধর্ম্মের জন্য রক্ত দিয়েছেন, মহম্মদ ধর্ম্মেব জন্য যুদ্ধ কবেছেন, রক্ত ক্ষয় হয়েছে, এর যেমন আদর্শেব একটা বিভিন্নতা আছে তেমনি মিলনও তো আছে, আমার কংগ্রেস প্রীতি সেইরূপ। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বযুগে একটা বিভিন্নতা আছে ও থাকবে। তবে সেটা যেন স্বাভাবিক হয়। মানুষকে পশুর পর্য্যায়ে টেনে নেওয়া যেমন অন্যায় তেমনি তাকে মাথায় তুলে নাচতে যাওয়াও ভুল। অস্পৃশ্যতা যদি নিন্দনীয় হয় ব্যক্তি আরাধনা ও তাই। এ ওকে নিয়ে বেঁচে থাকে। প্রেমিকের প্রেম আর লম্পটের প্রেম এক নয়? ঝগড়া করতে আমি পারি না, যদিও সংসারে একদল লোক আছে যারা ঝগড়া করতেই আসে। ভারতের যে একটা বিশিষ্টতা আছে এ জগতের সর্ব্বত্রই লক্ষ্য হয়। জগতের মধ্যে ভারতবাসিই হয়তো ধুতি সাড়ি পরে, ফল মুল খায়। পৌত্তলিক সকলেই, সর্ব্বত্রই বিদ্যমান কিন্তু যেহেতু ভারত তাকে সম্মান করতে চেয়েছে, স্বীকার করে নিয়েছে, তাই সে নিন্দিত। যে ধর্ম্মে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, রেগে যান, স্বর্গের দরজা বন্ধ করে দেন, খুলে দাঁড়ান, সুখী করেন, দুঃখ দেন, পৃথিবীতে নেমে আসেন, হাসেন কাঁদেন এ সমস্ত কি পৌত্তলিকতার রূপ নয় অঙ্গ নয়? কংগ্রেস আজ রাজতক্তে বসতে চলেছে সে যেন সাবধান হয়, সংযত হয়, চপলতা ভেঙ্গে দেয়, নইলে সে দেখবে

দেশের জন সাধারণ তাকেই আক্রমণ করতে সুরু করে দিয়েছে। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবন এই মতবাদ সম্বন্ধে কংগ্রেস যেন একটু সাবধান হয়। কংগ্রেসের রাজনীতি ক্ষেত্রে চাস খুবই ভাল হয়েছে তবে ফসল নির্ভর করছে বর্ষার উপর, অর্থাৎ দেশের আবহাওয়ার উপর। অহিংসার কৃষ্ণ চন্দ্রকে ঘিরে কংগ্রেসের বৃন্দাবনে দেশ প্রেমের আজ যে গোপীলীলা চলছে এ দৃষ্টিমধুর শ্রুতিমধুর হলেও সব সময়ে ভাল লাগে না। খৃষ্টের অহিংসার মধ্য দিয়ে খৃষ্টান জগতে যে হিংসার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে যেমন ভয়াবহ কংগ্রেসের অহিংসার ফল যেন সেইরূপ না দাড়ায়। বিজ্ঞ যখন অজ্ঞ হয় তখন ভয় করে'।

'দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার দিকে চেয়ে বড় দুঃখ হয় কল্পনা বলিয়া উঠিল মনে হতে থাকে কতটুকু স্বার্থত্যাগ, আমরা প্রকৃত ভাবে দেশের জন্য করতে পেরেছি। জগতের এক প্রান্তে গোটা কয়েক ভাল লোকের জন্ম হলেও সমস্ত জগতটাই যেন আজ হিংসায় ভরে উঠেছে'।

সদাময় কহিয়া উঠিল 'ডিবেটিং ক্লাবের কংগ্রেস আজ যে রাজনৈতিক কংগ্রেসে পরিণত হয়েছে এ কি খুব আনন্দের কথা নয়। অথচ আপনি তাকে বানপ্রস্থে যাবার ব্যবস্থা দিতে চান, যদিও সে বয়েস কংগ্রেসের হয়েছে কিন্তু সে কি ভাল হবে? কংগ্রেসের পেছনে আজ লুকিয়ে আছে আপামর জাতি নির্ব্বিশেষে পরাধীনতার ক্রন্দন, তারা চায় ক্ষুধায় অন্ন নগ্নতায় বস্ত্র, পরিশ্রমের ন্যায্য মুল্য। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীই প্রথম আন্দোলন সুরু করে, সেই ভারতের আন্দোলনের জন্মদাতা এবং কংগ্রেসের জন্মদাতা, এবং সেই আন্দোলনের মাঝ দিয়ে কংগ্রেসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সে বাঙ্গালীর কি এ সাজে? কংগ্রেসের যেদিন আপনার বলতে কেউ ছিল না সেদিন বাঙ্গালী ছিল অথচ আজ তার মধু আহরনের দিনে মক্ষিকার বেশ নিতে বাঙ্গালী কেন পারে না? এ কি বাঙ্গালীর মহত্ত্বতা? এ কি তার চির স্বভাব। কংগ্রেসের আজ এত নাম

তার এত জয় জয়কার অথচ বাঙ্গালী যে মাঝে মাঝে কেন একটু তাকে এড়িয়ে চলতে চায় ভেবে পাই না, সদাময় বললে।

বিমল একটু হেসে বললে 'নামের তুর্ব্বলতার বোঝা নিয়েই মানুষ এগোতে পারে না। নামের অনুপাতে কাজ করতে যাওয়ার মত মূর্খতা কিছুই নাই। নামকে পাসে সাজিয়ে রেখে যারা তার প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে কাজ করেন তারা আজও কর্ম্ম জগতের শিশু। অভিনেত্রীর খুব নাম আছে সে কি খুব বড়? ঐ নামের মোহে আমাদের ঘরের মেয়েরা কি ঘর ছেড়ে দেবে বলতে চান? যৌবনের নদিতে বসে যারা ঢেউ গুনেন, নামতে যেয়ে ডুবে যান, নারীর রক্ত মাংসের গণ্ডির বাহিরে যাদের প্রবেশ নাই, নারীর যৌন ভাণ্ডারেই যারা বত্ন খোঁজেন, তাদের কাছে নামের প্রত্যশা সে তো মূর্খতার প্রত্যশা। আমি নামতন্ত্রের উপাসক নই। নিন্দা ও প্রশংসাকে যে সম ভাবে গ্রহণ করতে না পারে সে তো মূর্খ। মানুষ যদি মানুষকে অযথা আক্রমণ করে তার জন্য তুঃখ আসতে পারে ক্রোধ আসতে পারে না। বাঙ্গালী কংগ্রেসের জন্মদাতা কিন্তু তার গর্ভধারনের কোন ক্ষমতা নাই। আজ দেশ প্রেমের লোকসান খুবই কম লাভই বেশি, সে সম্মানের, এ বোধ ভারতের এসেছে, তাই আজ যারা দেশপ্রেমের নেতা, তার চেয়ে দেশপ্রেম যেদিন সম্পূর্ণ লোকসানের ও অসম্মানের ছিল, তবুও যারা দেশকে ভালবেসেছে তাদেরি পরে আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। দেশ প্রেম যাদের লাভবান করে তুলেছে, ধনী করেছে, তাদের পরে সন্দেহ হয়'।

কল্পনা বলে উঠল 'বাঙ্গালার জমিদারের যে এত নাম কিন্তু তারা যে খাজনা আদাই করে নেয় তার বিনিময়ে বাঙ্গালী কি পেয়েছে? শুধু তুঃখ কষ্ট প্রতারণা আর নামের বিড়ম্বনা নয় কি? করপোরেশান মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্স নেয় তার বদলে তারা জল দেয়, আলো দেয়, ড্রেন পরিষ্কার রাখে, যা হক একটা কিছু করে, তুঃখী প্রজা জমিদারের কাছে কি কিছুই আশা

করতে পারে না। নাম যদি প্রকৃত না হয় সত্য না হয় সে কি নাম। সাম্রাজ্যবাদের এক অঙ্গই হল জমিদারীবাদ। ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সম্প্রদায়ের নামে যারা নেচে গেয়ে বেড়ান, নর্ত্তকীর ভূমিকায়, তাদেরো তো একটী নাম আছে, কিন্তু সে কি নাম ? না 'নামের বিকল্পতা বিড়ম্বনা'।

'মানুষের অমরত্ব সে তো নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে 'সদাময় হাসলে।

'নামের ইতিহাসে প্রেমের মূল্য অনেক বেশি। নামের মহত্ত্ব হয়তো ভাল তার অহমিকা ভাল নয়। যার গন্ধ আছে তার নাম আছে অথচ সে জানে না তার মহত্ত্ব কত। ঘড়ি বাজতে ঘড়ির দিকে চেয়ে বিমল বলে উঠল আমায় একটু বেরোতে হবে মাপ করবেন। সে চলে গেল'।

বিমল বেরিয়ে যেতেই কল্পনা সদাময়কে লক্ষ্য করে বললে কদিন ধরে শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে, মাথা ধরে, গা ভাব ভার করে, তার পরে এই রোগের হ্যাঙ্গামা'।

'আপনার পেটের রোগটী কি বেড়েছে নাকি' ?

'না'।

'ও তো আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিল বলছিল ছেলে মেয়ে হয়েছে কি সদাময় বললে'।

'আপনার ছেলে মেয়ে কেমন আছে'।

'ভালই আছে। তবে ছোট মেয়েটি সম্প্রতি রক্ত আমাসায় ভুগে উঠেছে'।

'আপনি শশুর বাড়ি গেলে আমার ছাই বড় ভয় করে। বেচারীব রোগটী বেড়ে না যায়'।

'এ তো আপনার অন্যায়। সদাময় হাসলে'।

'আপনার হ্যাঙ্গাম কি কম' ?

'বয়েসটি যতই বাড়ছে ততই যৌবনকে হারাবার ভয় হচ্ছে। এ জন্য যতটুকু পারি আজই তার সৎব্যবহার করে নিতে চাই।'

কল্পনা হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলে, রাত্রে থাকবেন তো? কিন্তু সে পুনরায় বলে উঠলে না থাকগে, রোগের হ্যাঙ্গামা আছে'।

সে একটু পরে পুনরায় সদাময়কে জিজ্ঞাসা করলে বিয়ে করবেন বলেছিলেন তার কি হল।

'কিছুই ঠিক করে উঠতে পারিনি'।

'এই বয়েসে আবার বিয়ের বর সাজতে পারবেন'। কল্পনা হেসে ফেললে।

'বিয়ে করতে হলেই সাজতে হবে। আমার জীবনে এখনও আপনাদের খুবই দরকার আছে'।

'কি যে আপনার অসুবিধে হচ্ছে আমি জানি না। আপনার স্ত্রীর মত অত সুন্দর মেয়ে সহজে পাবেন কি'।

'না পাই অসুন্দরকে বিয়ে করতে হবে। পদ্মিনীকে বিয়ে করতে সবাই চায়, কিন্তু সকলে পায় কি ? রূপের মুলধনে সংসার করতে নেমে অনেকে মনুষ্যত্বের দেউলিয়া বেনে যান দেখেছেন তো? সবাই সৌন্দর্য্য খোঁজে কিন্তু সেটা কি শুধু দেহে। চোখের সৌন্দর্য্য নিয়ে মনের সৌন্দর্য্য আসে না। গুণ হয়তো রূপের সুক্ষ্ম ভাগ'।

চাকর এসে বললে মা বাবু ডাকছেন। কল্পনা উঠে পড়ল এবং আসছি বলেই বেরিয়ে গেল।

৫৫

বিমল বৈকালে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসেছিল। মৃনাল ঘরে ঢুকেই বলে উঠল মাষ্টার মহাশয় আমি প্রাইজ পেয়েছি মা বললে আপনাকে দেখাতে।

বিমল বই গুলি হাতে তুলে খুলে খুলে দেখতে দেখতে বললে 'মাকে দেখিয়েছ' ?

'হ্যা'।

মৃনাল পুনরায় বলে উঠলে 'দিদি কিছু পায়নি মাষ্টার মহাশয়'।

'মোটে পড়বেনা'।

'বড় দুস্টু হয়েছে'।

'তোমায় মেরেছে নাকি' ?

'না'।

'তবে'।

'ঐ পরেশ বাবুর সঙ্গে কেবল কথা কেবল কথা পড়বেনা মোটে'।

'মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না। তিনি বুঝি তোমার সঙ্গে কথা বলেন না'।

'না মাষ্টার মহাশয় দিদি বড় অসভ্য হয়েছে'।

বিমল বইগুলি ফিরিয়ে দিয়ে বললে 'তোমার চেয়েও। তোমার মাজায় তো কাপড় থাকে না।'

মৃনাল একটু কাচু মাচু করে বললে পরেশদা বড় বদ। দিদির সঙ্গে কেবল ইয়ারকি করবে। বললে বলে পয়সা দেব, বায়োস্কোপে নিয়ে যাব, ছাই পয়সা। সে কিন্তু পর মহূর্ত্তেই বলে উঠলে মাষ্টার মহাশয়

আমার অনেক পয়সা হয়েছে। আট আনা হবে'।

'তুমি নাও কেন'।

'পরেশ বাবু তো দেয়। মৃনাল পুনরায় বলে উঠলে পরেশ বাবু দিদিকে ভালবাসে কি না'।

'পরেশ বাবু কে'?

'বড় চাকরি করেন। ধলগাঁয় বাড়ি। সেই আমরা বিয়েতে গিয়েছিলাম। কি জঙ্গল। আমার বুঝি ভয় করে না। দিদিকে যদি বাগে খেয়ে খেলে'।

'ওরা বড় হয়েছে ওদেরও দেখলে বাঘ পালিয়ে যাবে'।

'ছাই যাবে। আর ভুত নেই বুঝি'?

'তুমি নিজেই তো ভূভনাথ তোমায় ভূতে কি করবে'।

'না মাষ্টার মহাশয় আপনি দিদিকে খুব বকে দেবেন। আমি দুষ্টুমি করেছিলাম বলে বাবা রাগ করে চলে গেছেন, আর হয়তো ফিরবেন না, দিদির জন্য মা ঠিক চলে যাবে। দিদি বড় বদ হয়েছে'।

বিমল অন্যমনস্ক ভাবে বললে আচ্ছা বলব।

মৃনাল জিজ্ঞাসা করলে 'বইএর কত দাম হবে'।

বিমল বইগুলি হাতে নিয়ে হিসাব করে দেখে বললে প্রায় দশটাকা।

'এত' মৃনাল বেরিয়ে গেল। দীপালি ঘরের মধ্যে বিছানা পাতছিল সে ঢুকেই বলে উঠল 'দিদি দেখ আমি কত বই পেয়েছি'।

দীপালি মুখটী বেঁকিয়ে উত্তর দিলে 'ভারি তো বই'।

'তোমায় তো দেয়নি। মাষ্টার মহাশয় বললে দশ টাকা দাম'।

'যেমন তোর মাষ্টার তেমনি তুই, দুইই বই পাগলা'।

'মাষ্টার মহাশয় বুঝি টাকা নেয় যে মিথ্যা কথা বলবে'।

'ওর চেয়ে ভাল ভাল বই পরেশদা আমার জন্য কিনে আনবে বলেছে'।

মৃনাল দিদির কাপড় ধরে টান দিয়ে বললে 'আমার ক্ষিধে পেয়েছে চল খেতে দেবে'।

'ছাই পেয়েছে চব্বিশ ঘণ্টাই কেবল খাওয়া খাওয়া' দীপালি মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলে।

'বা আমার বুঝি ক্ষিধে পায়নি'।

'বালিসের তলা থেকে একটি পয়সা নিয়ে মুড়ি মুড়কি কিনে খাগে যা'।

'মা তো বললে চিড়ে দুধ খেতে'।

'না খেতে হবে না'।

মৃনাল অভিমান ভরে বললে আমি মাষ্টার মহাশয়কে সব বলে দিয়েছি, মাষ্টার মহাশয় তোমায় খুব বকবে।

'কি বলে দিয়েছিস' দীপালি জিজ্ঞাসা করলে।

'তোমার সঙ্গে পরেশদার খুব ভাব। তোমার গায় হাত দেয়। বড় হলে বুঝি গায় হাত দিতে আছে'।

দীপালি একটু থত মত খেয়ে বললে কি বলেছিস বলনা লক্ষি, তোকে ভাল সন্দেশ খেতে দেব।

'ছাই দেবে'।

'ঠিক বলছি দেব'।

'পরেশদা তোমায় ভালবাসে তোমার বিয়ে হবে'।

'ও মুখ পোড়া তোমার ঐ সব মিথ্যা কথা বুঝি বলা হয়েছে। তোর সঙ্গে আর কে কথা বলে আজ হতে জন্মের মত আঁড়ি'।

'বা আমি কি করেছি'।

'তোকে এই সব কথা কে বলতে বলেছিল' দীপালি ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করলে।

'না দিদি তুমি রাগ করো না আমি আর বলব না'।

'না বলবে না আসুক পরেশবাবু'।

'ঠিক বলছি বলব না'।

'না বলবে না। বেশ ঠাকুরের ছবি ছুয়ে বল'।

মৃনাল টেবিলের পরে রাধাকৃষ্ণের ছবি স্পর্শ করে বললে 'না'।

'তবে যেয়ে তোর মাষ্টার মহাশয়কে বলে আয় সব মিথ্যা কথা'।

'সন্দেশ দেবে তো'?

'বলছি দেব'।

'মারবে নাত'।

'না মারব না'।

মৃনাল ছুটিতে ছুটিতে যেয়ে বিমলকে বললে 'মাষ্টার মহাশয় দিদি বললে সব মিথ্যা কথা'।

বিমল মুখটি তুলে বললে 'কি মিথ্যা কথা'।

'ঐ যে আপনাকে বলেছিলাম'?

'কি বলেছিলে'?

'পরেশ বাবুর কথা'।

বিমল মৃনালের মুখের দিকে দৃঢ় ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে 'তোমার দিদি বলছে মিথ্যা কথা তুমি তো বলছ না।

'দিদি আমায় সন্দেশ দেবে'।

'সন্দেশ তুমি খুব ভালবাস'।

'হ্যা' বলেই মৃনাল বেরিয়ে গেল। দীপালি পাসেই লুকিয়ে ছিল। সে ভ্রাতার উক্তিতে খুব সন্তুষ্ট না হলেও ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে একটি সন্দেশ বের করে হাতে দিতেই মৃনাল সেটাকে মুখে পুরেই ছুট দিল।

৫৬

সন্ধ্যার সময় খেলা ধুলার পর মৃনাল বিমলের পাসে এসে বই নিয়ে পড়তে বসলে। বিমলের চোখে একটু তন্দ্রা এসেছিল সেটুকু ভাঙ্গতেই সে তার পাসের বই খানি হাতে তুলে নিতেই মৃনাল বলে উঠল 'মাষ্টার মহাশয় আপনি কত পড়েন, কাকা তো একটুও পড়ে না। ও ঠিক মুর্খ্য হয়ে থাকবে'।

বিমল হেসে ফেললে এবং বললে উনি বড় হয়েছেন।

'আপনিও তো বড় হয়েছেন'।

'তোমার কাকিমা তো খুব বই পড়েন'।

'ও বুঝি পড়বার বই ও তো নবেল। ও পড়তে নেই'।

বিমল কি বলবে ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'তোমার কাকা ভাল না কাকিমা ভাল'?

'কাকা বড় মারে'।

'তুমি দুষ্টুমি কর কেন'।

'কই করি নাতো'।

'না করো না তোমার কাকিমা তো সেদিন তোমার মাকে বলছিলেন'।

'কাকা কাকীমাকে গয়না গড়িয়ে দিয়েছিল দেখছিলাম তাই মারলে, কাকা আমাদের কিছু দেয় না'।

'তোমার বিয়ে হলে' তুমিও তোমার বৌকে গহনা গড়িয়ে দেবে'।

'বিয়ে কেন হয়' মাষ্টার মহাশয় মৃনাল জানতে চাহিলে

'সে তোমার দিদিকে জিজ্ঞাসা করো? বিমল হাসলে'।

'দিদি বুঝি অত পড়েছে যে জানবে। আপনি কত পড়েন'।

'ঠিক জানবে'।

'সে দিন কাকা কাকিমাকে একটা হার গড়িয়ে দিয়েছিল। খুব দাম। কাকিমা এত অসভ্য কাকাকে চুমু খেলে। কোলে বসে'।

'বিমল হেসে উঠলে এবং বললে তুমিও বিয়ে হলে তোমার বৌকে চুমু খাবে'।

'কাকীমার একটু লজ্জা নেই মাষ্টার মহাশয় কাকার সামনে নেংটা হয়। কাকা কি ছেলে মানুষ যে কাকিমার মাই খাবে, মা আমায় কিছুতেই খেতে দেয় না, মৃনাল কহিল'।

'তুমি এ সব কথা বললে তোমায় আরও মারবে'।

'মারলেই হল। মাকে বলে দেব। কিন্তু পরমহুর্ত্তেই মৃনাল পুনরায় বলে উঠল, মা বড় কাঁদে মাষ্টার মহাশয়। ঠাকুরের কাছে রোজ কাঁদে। মার খুব কষ্ট না মাষ্টার মহাশয়'?

বিমল কি উত্তর দেবে ভেবেই পেল না। তার মুখের হাসি শুকিয়ে ঝরে পড়ল। সে মাথা নত করলে। তার ক্ষীণ কণ্ঠে বেরিয়ে এল 'হ্যাঁ'।

'আমার বাবা নেই কিনা, মৃনাল বলে উঠল, আমি তো আর দুষ্টুমি করিনা তবুও বাবা ফিরে আসে না কেন মাষ্টার মহাশয়'?

'দীপালি পাস দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভ্রাতার উক্তিতে অশ্রুসম্বরণ করতে পারলে না। তার চোখের জল ঝর ঝর করে বেয়ে পড়তে লাগল'।

'মৃনাল আবার বলে উঠল দিদির বিয়ে হবে মাষ্টার মহাশয় মা বলছিল। আপনি বিয়ে করবেন না মাষ্টার মহাশয়'?

'তুমি বিয়ে করবে কিনা আগে বল'?

'করব। ম্যাট্রিক পাশ করে দিদির মতন একটি মেয়েকে আমি বিয়ে করব। আমায় খুব ভালবাসবে'।

দীপালী নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারলে না। সে ঘরে ঢুকতেই বিমল বলে উঠল, 'আপনার ভাইয়ের বিয়ে করবার খুব সখ হয়েছে তবে আপনার মত সুন্দরী মেয়ে চাই'।

'একটুখানি ছেলে এখনি বিয়ে বিয়ে। বিয়ে করবি না মাথা করবি হতচ্ছাড়া'।

'ছি ছেলেমানুষ' বিমল দীপালির দিকে চেয়ে বললে'।

'দিদির মতন বৌ বিয়ে করবেন, তোর বৌ তা হলে রোজ তোকে ধরে ঠ্যাঙ্গাবে'।

'আমার বুঝি লাটি নেই, মৃনাল বলে উঠল'।

'বড় লেটেল হয়েছেন। দীপালি ভ্রাতার দিক থেকে চোখটা সরিয়ে নিয়ে বিমলকে লক্ষ্য করে বললে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন বিয়ে করে তুই কি করবি সব বলে ফেলবে'।

'মৃনাল ভগ্নির কথার উত্তরে বললে, খেলা করব গয়না পবব'।

'কেন লাটি মারবিনা হতচ্ছাড়া'?

'দুষ্টুমি করলে মারব'।

'দুষ্টুমি করলে মারবেন। তোমার নুনু কেটে ছেড়ে দেবে'।

'মৃনাল বিমলের দিকে চেয়ে বললে, দিদি বড় অসভ্য হয়েছে মাষ্টার মহাশয়'।

'উনি বিয়ে করে খেলবেন, বিয়ে যেন ওর খেলার জন্য হয়েছে মুখপোড়া, দীপালি ভ্রাতাকে সম্বোধন করে বললে'।

'বা বৌ বৌ খেলবনা? তখন রেনুকে আর কিছুতেই বৌ করবনা। বড় ঝগড়াটে মেয়ে। কথা শোনেনা, ওকে শিতলাদি খেলার সময় কত বলেন তোদের বিয়ে হয়েছে ঘোমটা দে কিছুতেই দেবেনা'।

'তোর মত বরকে দেখে কে ঘোমটা দেবে' দীপালি বলে উঠল।

'না দেবেনা। রবিবারে যদিও ঘোমটা দিলে শিতলাদি কত বললেন বৌ ঘোমটা খোল মুখ দেখি মেয়ে রাগ করে কাপড় খুলে ফেললেন। একটু লজ্জাও করেনা। বরের সামনে বুঝি নেংটা হয়'।

'দীপালি হেসে উঠলে, এবং বললে তোর বৌ এর মুখ দেখতে চাইলে সে ঘোমটা না খুলে কাপড খুলেই দেখাবে মুখপোড়া। এই তুমি বিয়ে কোরবে'।

'বা আমার কি দোষ, মৃনাল অবাক হয়ে ভগ্নির মুখের পানে চাইলে'।

বিমল গম্ভীর হাস্যোর্জ্জল মুখে বললে, 'কত সরল এদের উক্তি। এটুকু যখন আমরা হারিয়ে ফেলি তখনই তার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। যাহা শুভ্র তা পবিত্র। শুধু রেনু কেন আমরাও আজ অনেক ক্ষেত্রে ঘোমটা খুলতে যেয়ে কাপড় খুলে ফেলি। ঘোমটা এক বিদেশীর সৃষ্টি অপর বিদেশী তা সরিয়ে দিতে চায়। হিন্দু যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুর বঙ্গমঞ্চে এই যে বিদেশীর অভিনয় এই যত গণ্ডগোলের'।

'চ খাবি চল' দীপালি ভ্রাতাকে ডাকলে এবং বেরিয়ে গেল'।

যৌবনে নারীর মনে যে শুন্যতা ফুটে ওঠে সে পুরুষের অভাব অনুভব করে তাই তাকে কাছে পেতে চায়, কিন্তু পুরুষের মনে চাঞ্চল্য জাগে সে নারীকে খুঁজে বেড়ায়। নারীর প্রেমে পুরুষের প্রেরণা আসে, কিন্তু পুরুষের প্রেমে নারীর কামনা জাগে। যৌবনে পুরুষের মত নারীও চঞ্চল, তবে দেহের আবরণ ভেঙ্গে বেরোতে চায় না। জীবনে জীবনে আমরা যে যৌবন প্রেমের আবৃত্তি করি তার মধ্যে আছে প্রবৃত্তি নয় নিবৃত্তি। দরিদ্র অর্থের পেছনে ছোটে ক্ষুধার তাড়নায়, ধনী ছোটে ভোগের তাড়নায়। তেমনি পুরুষ ও নারী। স্রোতের জল বেঁধে না রাখলে যেমন ছড়িয়ে পড়ে তেমনি যৌবন। নারীর সুখ সে কতটুকু

বিমল ভাবতে লাগল, অথচ তারই জন্য সারাজীবন কেটে শেষ হয়ে যায়। ভুল ভাঙ্গে তবুও ভাঙ্গতে চায় না। ব্যবসায়ের গুডউইলের মতন বংশের মর্য্যদা হিন্দুর বিবাহের মধ্যে যে ফুটে ওঠে সে কি ফেলবার? প্রেমের সিঁধকাটি নিয়ে ঘুরে না বেড়িয়ে বিয়ে করাই তো উচিৎ। কতকগুলো মেয়ে আছে বিমল ভাবতে লাগল, তারা এত অগোছাল যে তাদের বিয়ে করা যায় না, তাদের প্রেম চুরিই হয়। নারীর যৌবন দুর্গে আক্রমণ করবার মত শক্তি আমার নাই। বিবাহ সে তো মানুষের মনকে সর্ব্বদাই রুগ্ন করে তোলে, তার চেয়ে রাত্রের অন্ধকারে ক্ষনিকের সেই নারী পবিচয় কি ভাল নয়? সর্ব্বদা বিষপানের চেয়ে দৈবাৎ কচিৎ বিষপান কি সুবিধার হবেনা। না, বিবাহ হৃদয়কে শুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলে, সন্ধান দেয় সত্যের, প্রকাশ আনে প্রকৃতির।

দীপালি সে তার এত দুঃখের মধ্যেও এত চপল এতটা তরল, কেন? প্রেমের প্রদীপ না জেলে মানুষ যদি শুধু অন্ধকারে বসে লুটোপুটি করে সে কি ভাল? প্রেম যদি পূর্ণিমার মত না হয়ে আমাবস্যার বেশ পরে সে তো দুঃখের। নারীর প্রেমের দেহ ময়দানে মানুষ যে বালকের মত খেলা করে, হাসে, কাঁদে, চিৎকার করে, এ তো খুব মুল্যবান নয়? ভালবাসা সে তো ইঁদুরের মতন বাসা বাঁধবার আশা নয়। ফুল ফুটে গেলে মৌমাছির অভাব হয় না কিন্তু এই কি নারীর সত্য?

বিমল উঠে পড়ল এবং বাহিরের বারাণ্ডায় পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগল, উঠবার মুখেই মানুষ প্রায়ই পড়ে যায় এবং শেষের দিকেও সে চলতে পারে না। যৌবনের প্রথম জাগরণে সাধারনত নরনারী বিপথগামী হয়। এবং বৃদ্ধ হয়ে যৌবন রূপি যষ্ঠির সন্ধান করে। স্রোতের মুখে যেমন আবর্জ্জনা থাকে তেমনি যৌবনের মুখে মানুষের চঞ্চলতা ভাসতে থাকে। নূতনের জাগরনে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। যৌবনে সকলের মনেই বেদনা জাগে কিন্তু মানুষ তা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘা করে তোলে। দৃষ্টি

চঞ্চল পুরুষকে নিয়ে অন্তঃচঞ্চল নারী তাই প্রায় বিপদে পড়ে। নারী সাধারণতঃই পুরুষকে একটু রূপের দোলায় খেলাতে চায় ভালবাসেনা, কিন্তু পুরুষ সুযোগ পেলেই তাকে আঁকড়ে ধরে ভালবাসা কেড়ে নেয়; এবং নারী পস্তাতে থাকে। যৌবনের ঘাটে কলসী কাঁকে নামতে যেয়ে প্রায়ই মানুষ পিছলে পড়ে, সে বড় পিছল। যৌবনের সংসারে মানুষ ডুব দিতে যেয়ে মারা পড়ে এবং মৃতদেহের মত প্রাণহীন ভাসতে থাকে, প্রবৃত্তির বায়ুবশে ও যৌবনের স্রোতে সে নাড়াচাড়া করে। নারীর প্রেমের গহ্বরে মানুষ যদি জীবনের প্রদীপ না জেলে শুধু স্বার্থের নিবেদন চায় সে তো ভুল। পুরুষ দৃষ্টি কঠোর, নারী দৃষ্টি মধুর, পুরুষের চক্ষে মধুরতা ভাল লাগে, নারীর চক্ষে কঠোরতা। প্রেম যখন স্নিগ্ধ তখন সে মধুর প্রেম যখন উগ্র তখন সে কঠোর। নারীর প্রেম মেঘের মত জমতে থাকে কিন্তু পুরুষের প্রেম হাওয়ার মত ঘুরে বেড়ায়।

৫৭

পরেশের ব্যাপারটা ক্রমেই যেন একটু একটু করে প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল। সুচেতা দেবী দীপালির মাকে একদিন শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন 'বলি ও বৌ পূজোআচ্ছা কি আর কেউ করে না? না দুনিয়ায় ধার্ম্মিক আর কেউ নেই? তাই বলে সংসার ধর্ম্ম সব ছেড়ে দিতে হবে। তোমার মেয়ে যা ধিঙ্গি হয়ে উঠেছে তার কোন খবর রাখ? ঐ পরেশটার সঙ্গে কি না সুরু করে দিয়েছে, শেষে মুখ না পোড়ায়। মেয়েমানুষের এত বাড়াবাড়ী'।

'কেন কি হয়েছে' আশালতা জিজ্ঞাসা করিলেন'।

'হবে আর কি আ মর। বলি শেষে কিছু হলে কি সোয়ামী শশুরের মুখ খুব উজ্জ্বল হবে। এই সব পাপ সহ্য করতে পারবেনা বলেই তো সেই জ্যল জ্যান্ত পুরুষ মানুষটা সরে পড়ল। মরে বেঁচেছে। মেয়ে তো বাপু আমারও ছিল, কিন্তু তার মাকে সেটা তো দেখতে হবে সোয়ামী বলতে অজ্ঞান তাও তো ঐ বুড়ো সোয়ামী'।

'দীপালী রান্না ঘরে রান্না করছিল, সুচেতার কথা কানে যেতেই সে দেওয়ালের পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইল'।

'আপনারা কিছু বলেন না আমি আর কি করব, আশালতা ধীর ভাবে বললেন।

'তবেই হয়েছে তোমার যে মেয়ে তাতে রান্নাবাড়ি তার হাতে, বিষ না খাইয়ে মারে। চব্বিশ ঘণ্টাই ঐ পরেশ ছোড়াটার সঙ্গে যে কি হাসি ঠাট্টা হয় তা ভগবানই জানেন বাপু। ও মুখপোড়াও মরতে এসেছিল এখানে। তোমার মেয়ে নাকি আবার বলেছে বিয়ে করবেনা, ও সব পুরানো হয়ে গেছে, একেবারে অচল। আ মর্ বলি নিত্য নূতন আসবে কি করে'

'আচ্ছা দিদি আমি বলে দেখব'।

'তোমার ভালর জন্যই বলছি বৌ। কিন্তু মেয়ে কি আর তোমার আছে, যে তোমার কথা শুনবে'। কথাগুলি শেষ হতে তিনি চলে গেলেন।

'দীপালির মা ঠাকুর ঘরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। সর্ব্বাঙ্গ বিছিয়ে দিয়ে গৃহদেবতাকে প্রণাম করে বলে উঠলেন ঠাকুর তুমি আমায় নাও আর যে সহ্য হয় না'।

'ভাতগুলো পুড়লো বুঝি মুখপুড়ি গেল কোথায়'? সুচেতা রান্নাঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে উঠলেন। দীপালি তাড়াতাড়ি এসে ঘর ঢুকলে।

'সুচেতা পুনবায় গর্জ্জন করে বলে উঠলেন 'বলি কোথায় যাওয়া হয়েছিল ? ভাতগুলো যে পুড়ালি এখন তো ঐ খেতে হবে ? আ মরন ভাব দেখনা'।

দীপালি হাড়ি নামিয়ে ফ্যান গালতে গালতে বললে 'প্রেম করতে'।

'কি বললি তুই, সুচেতা হুঙ্কার করিয়া উঠলেন'।

'যা বলছি কান থাকলে শুনতে পেতে। যাও বিরক্ত করো না'।

'কি বললি তুই আমি কালা' ?

'তুমি কালা কে বলেছে। যে শুনতে পায়না সেই কালা। আমায় জ্বালিও না। আমাব মন ভাল নেই'।

'থাকবে কি কবে ছোড়াটা যে কদিন আসেনি। সুচেতা কথা বলতে বলতে ক্রোধভরে পুনরায় ঠাকুর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আশালতাকে সম্বোধন করে বললেন, বলি ও বৌ শুনছ ? তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম ভাত পুড়লো কি করে, কোথায় গিয়েছিলি ? বললে কিনা প্রেম করতে। কথা শুনেছ, অভাগীর বেটি ভেবেছে কি' ?

'তুমি যাও দিদি আমি যাহা হয় ব্যবস্থা করবক্ষণে। আশালতা ধীর ভাবে উত্তর দিলেন'।

ঠাকুরের ভোগ দিতে এসে দীপালি ঘরে ঢুকে দেখলে মা স্থীর ভাবে বসে আছে। সে ভোগের থালাটি নামিয়ে রেখে বললে 'ভোগ এনেছি'।

আশালতা চোখ দুটি মেলে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর আজকাল কি হয়েছে শুনি ? তোর জন্য আমার এত লোকের কথা শুনে মরতে হবে কেন ? পরেশকে এ বাটীতে আসতে বারন করে দিস্'।

'আমি পারবনা' দীপালি বললে। 'না পারিস আমার কাছে পাঠিয়ে দিস। হতভাগি মানুষ মরে আমার সঙ্গে যে পরিমাণে শত্রুতা

না করতে পেরেছে তুই বেঁচে থেকেও সেই শত্রুতা করতে চাস, তোর আমি কি করেছি, তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন'।

মায়ের কথাগুলি দীপালী সারাদিন ভুলতে পারেনি। স্বর্গগত পিতার মুখের পানে চেয়ে সে কেঁদে ফেলে কত পবিত্র কত উজ্জ্বল সে দৃষ্টি। কত মহৎ তার প্রকাশ। মৃত আত্মার প্রতি একি প্রতিশোধ সে নিচ্ছে, এর প্রতিরোধ সে করবেই।

কয়েক দিন পরে পরেশ নাথ আসতেই দীপালি হৃদয়কে কঠিন হতে কঠিনতর বললে, 'দেখ তুমি আর এখানে এসোনা। ভাল দেখায় না। তুমি চাকরি বাকরি করছ এতই যদি ভাল লাগে বিয়েই করলে পার তখন তো কেউ কথা বলতে আসবেনা'।

'কি হয়েছে তোমার পরেশ নাথ বলে উঠল, নাও তো চটপট গায়ের মাপটা নিয়ে নি, দর্জ্জিকে তো দিতে হবে'।

'মাপ নিতে হবে না। তুমি আর এসো না'।

'কি ঘ্যানর ঘ্যানর লাগালে'।

'বলছি এসোনা তবুও আসবে'?

'আমার দিদির বাড়িতে আমি আসবনা কেন শুনি'?

'দিদির সঙ্গে কথা বলেই চলে গেল পার'।

'কেন নূতন খদ্দের জুটেছে নাকি, পরেশ নাথ মুখ খানি বিকৃত করে বললে'।

'দোহাই তোমার তুমি যাও'।

'বেশ আসবনা, পরেশ নাথ ক্রোধভরে বেরিয়ে গেল'।

ঘটনার কিছুক্ষণ পরে সুচেতা দীপালিকে ডেকে পাঠালেন। দীপালি এসে দাঁড়াতেই তিনি ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন বলি তোর হয়েছে কি, তুই আমার ভাইকে এ বাড়িতে ঢুকতে বারন করে দিয়েছিস। কেন শুনি? তোর আস্পর্দ্ধা তো কম নয়। কেন বাড়ি তোমাদের এই

বুঝি দেখান হচ্ছে। ফের যদি এই সব কথা শুনতে পাই তোর একদিন কি আমার একদিন'।

দীপালি চলে গেল। পরেশ নাথ সুচেতাকে সম্বোধন করে বললে, 'ঐ বিমল ছোকড়াটাকে নিয়ে কি কম কেলেঙ্কারি করে, যেন মজে আছে। ওর সঙ্গে না মিশলে কি আমি এ সব ওর পেট থেকে টেনে বার করতে পারতাম'।

'তুই চুপ কর। তোর এত মাথা ব্যাথার দরকার কি, সুচেতা কহিয়া উঠিল'।

'আপনার জন বলেই বলি, ভদ্রলোকের মেয়ের এই সব অনাছিষ্টি ; এ অকল্যাণ যে তোমাদেরো ঘাড়ে এসে পড়বে'।

'বেশ তুমি এখন উঠতো কল্পনা ঘরের মধ্য থেকে বলে উঠলে, কাল এস আর এক দফা শোনা যাবে। পরেশ চলে যেতেই কল্পনা মাকে সম্বোধন করে বললে, তোমার আসকারা পেয়েই তো ও অতদূর এগোতে পেরেছে। কেন ভাইয়ের সঙ্গে দীপুর আলাপ করে দাও, বায়োস্কোপে পাঠাও, তুমি বললেও তো শুনবেনা, তোমার গোঁ। কত বড় আস্পর্দ্ধা ওর যে ও বিমল বাবুকেও পয্যন্ত জড়াতে চায়। এক নম্বরের হতভাগা। যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে হবে তো'।

'তুই চুপ কর্, নে হয়েছে। মাতা কন্যাকে পুনরায় সম্বোধন করে বললেন মন্দটাই বা কি করেছিলাম, ছেলেটি কি মন্দ ? বিয়ে করে তো, ওর চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি'।

'ছাই, কল্পনা উঠে পড়ল'।

কয়েকদিন পর বিমল একখানা নামধামহীন উড়ো চিঠি পেলে। দীপালির সংস্রব সে যদি না ছেড়ে দেয়, তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে এই তার মর্ম্মার্থ। ব্যাথা সে যথেষ্টই পেলে, কিন্তু কাউকেই কিছু বললে না। হটাৎ একদিন সেই পত্র খানি দীপালির চোখে পড়তেই সে বলে

উঠল, এ তো পরেশ বাবুর চিঠি আপনাকে চিঠি লিখেছেন নাকি? কেন শুনতে পারি' ?

'তুমি কি করে জানলে বিমল আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলে' ?

'উনি টাইপের কাজ করেন কিনা? এই ধরনের ছোট ছোট টাইপে ঠিকানা লেখা খাম আমার কাছে আছে'।

'আনতো দেখি'।

বিমল মিলিয়ে দেখলে, যে দীপালি সত্যই বলেছে। ভেবে চিন্তে সে শেষে ঠিক করলে চলে যাবে। আশালতা দেবী তা শুনে চোখের জলের মধ্য দিয়ে বলে উঠলেন, তুমি ছিলে বাবা একটা সাহস ছিল। তবে তোমার সুনাম নষ্ট হয় এ মা হয়ে কেমন করে চাইব বল? এ অশান্তি ছেড়ে তুমি যেখানেই যেয়ে শান্তিতে থাক সেখানেই যেও বাবা। অতটা বিশ্বাস ঘাতক যে তুমি নও এ বিশ্বাস আমার আজও আছে। মাতৃরক্তে তুমি যে তোমার, তিনি থেমে গেলেন আর বলতে পারলেন না'।

যাওয়ার দিন দীপালি বাঁধা দিলে, মৃনাল দরজা বন্ধ করে এসে দাঁড়ালে। সীতেশ ও উমা ছাড়তে চাইলে না। কল্পনার কানে যেতেই সে এসে বললে আপনি কি পাগল হয়েছেন নাকি। এ সব মিথ্যা প্রশ্রয় দিতে আমরা পারবনা! পরেশকে চিনতে আমাদের বাকি নেই। সেবারে গঙ্গাপুরে যেয়ে একটি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলে, প্রাণ যায় যায়। ওর স্বভাব চরিত্র চিরকালই মন্দ, আর তার কথায় আপনি বাড়ি ছাড়ছেন, ছি। আমি বৈকালে ডেকে পাঠিয়েছি ও আসুক যা করতে হয় আমি করবক্ষণ। আপনি যেতে পারবেন না। ছেলের আস্পদ্দা দেখেছ! আমি যে টাকা ওদের ধার দিয়েছি সে টাকা আজই ফেরৎ চাইব।

৫৮

জ্যোৎস্না উঠেছে, পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে ভাল অথচ কালো। নারীও যেন সেইরূপ। পুরুষ সূর্য্যের মত প্রখর; নারী চন্দ্রের মত শীতল, পুরুষের প্রেম নারীর জীবনে বন্যা আনে, কিন্তু নারীর প্রেম পুরুষকে শুধু শীতল করে। কল্পনার শরীরটা দুদিন ধরে একটু খারাপ খারাপ চলছিল। সন্ধ্যার সময় সে বারাণ্ডায় বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, মনে মনে শিউরে ওঠে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ সুখের চাঁদ তার যেন কত দুঃখের। সূর্য্যের আলোয় আমরা যা কুড়িয়ে পাই, চাঁদের আলোও আমরা যদি তা ঘরে না এনে হারিয়ে ফেলি দুঃখই আসে। সে খোঁজে তবুও যেন সারা আকাশ জুড়ে তার হারাধনকে খুজে পায় না। সে চেয়ে থাকে, চাঁদ আজ কত সুন্দর, সমস্ত নারী সৌন্দর্য্যের সে যেন সমষ্টি, এত সৌন্দর্য্যের মাঝে ও সে কালো, নিজের বুকের কালোটুকুকেও এড়াতে পারেনি। সংসারে দুঃখ আছে, সে কালো, কিন্তু সে যদি চাঁদের আলোর মত স্নিগ্ধ হয়, সে হয় সুন্দর। চাঁদের আলো যেমন তারার বুকে ছড়িয়ে পড়ে জগতকে আলোকিত করে কই তার প্রেমে সে তো লক্ষ্য হয় না। পূর্ণিমার স্রোতে জগত যেন ভাসছে এবং সে যেন তার ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র অংশের ঢেউ সরূপ কত রূপ এই পূর্ণিমার অথচ কালো। এ রূপ কিসের প্রকাশের না অপ্রকাশের। কামনা বাসনা গুলো আজ যেন তাকে নিয়ে খেলা করতে চায়। জীবনের তীরে দাঁড়িয়ে সে ডুব দিতে যেয়ে কালিঘাটের গঙ্গার মত হাটু জলের বেশি যে জল খুজে পায় না এ বড় দুঃখের। পূর্ণিমা জীবনের মিলন বাণী বহন করে চলে, তার যৌবনে আবাহন আনে, তার দুয়ারে

ধাক্কা মারে, বন্যার মত চারিদিক দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায়। সে চায় জগত তাকে ভালবাসুক অথচ জগত যেন ভালবাসাহীন। সে তো একলা থাকতে চায়না, অথচ জগত কেন তার বুকের পরে এমন করে একত্ত্বের বোঝা নামিয়ে দেয়। যার জন্য সে পাগল, যে তার আশা ভরসা ও ভালবাসা, সেই যে স্বামী সে তো তাকে ভালবাসে না, ভালবাসে তার উলঙ্গরূপ ও নিজের পুরুষ সত্বাকে। এতটুকু সমবেদনা কি অনুভব তো তার স্ত্রী সত্বার প্রতি তার নাই। নারী কি তবে দুঃখের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে? সুখ কি তবে নারী ছাড়া নারীর কি তাতে কোন অধিকার নেই। ভালবাসা কি তবে শুষ্ক রসহীন ব্যবসা মণ্ডিত রূপহীন। — ঈশ্বর মঙ্গলময়। স্বামীর প্রেমের মর্য্যাদায় নারী কিনা করেছে, বেহুলা মৃতদেহ বক্ষে সাগরের ঢেউকে পদদলিত করে গিয়েছে, সাবিত্রী মৃত্যুকে উপহাস করেছে, সীতা স্বামীর প্রেমে অগ্নিকে পদদলিত করেছেন। স্বামী যদি স্ত্রীর বুকে শুধু আত্মতৃপ্তিই চায়, স্ত্রীকে অস্বিকার করে, সে কি স্বামী? পুরুষের মিলন সত্বার মাঝ দিয়ে নারীর মিলন সত্বার যে জাগরণ সেই তো আনন্দ। সে যখন শিশু ছিল কই পূর্ণিমা তো তাকে এত কথা বলতে চায়নি। আজ কেন সে এত মুখর? বিশ্বনারীর রক্তে সে যেন আজ বিশ্বপ্রসবিনী হয়ে ফুটতে চায়। প্রেম পুরুষের তৃষ্ণার জল কিন্তু নারীর ক্ষুধার সম্বল। পূর্ণিমা যেন আজ জগতজোড়া রূপ নিয়ে মহাউন্মাদিনী, মাতৃপ্রসবিনী। এই যে পূর্ণিমার ব্যাথা এ তবে কিসের ব্যাথা? পাওয়ার ব্যাথা, না নিজের যা হারিয়ে গেছে তাকে কুড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা। দেওয়ার ব্যাথা না নেওয়ার ব্যাথা? না দেওয়া নেওয়া ঘিরে এ এক মহাব্যাথা। দোল, রাখি পূর্ণিমা, ঝুলন পূর্ণিমা, এই সব কি পূর্ণিমার এক একটি বিশিষ্ট পরিচয় নয়? সিনেমার ছবির মত শুধু প্রাণহীন ভাষা মুখর ভালবাসা নিয়ে কি সুখ আসে? রঙ্গমঞ্চের যা হক একটা প্রাণ আছে, সে মানুষের স্পর্শ আনে, কিন্তু চিত্র জগতে আছে প্রাণহীন কর্ম্ম পরিচয়।

'দীপালি পাসে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে কি খাবে' ?

'কিছু না'।

'এই তো তোমার দোষ'।

'কল্পনা দীপালির মুখের দিকে চেয়ে বললে তোর বিয়ের কি হল' ?

'যাঃ চব্বিশ ঘণ্টাই বিয়ে বিয়ে আমি কি জানি ! দীপালি কল্পনার গায় একটু ধাক্কা দিলে'।

'বিয়ে তোর জানবে কে ? অস্ফুট হাসি কল্পনার মুখ থেকে বেরিয়ে এল'।

'দীপালিকে কোন কথা বলতে না দেখে কল্পনা ধীরে ধীরে পুনরায় বললে, তোর মা তো তোর বিয়ের জন্য পাগল হয়ে পড়েছে অথচ বরের খোঁজ নেই। পরেশের বাপ তো ওকে দুকথা শুনিয়ে দিয়ে বিদায় করেছেন। এ ভাবে যারা মেয়ের বিয়ে দিতে চায়, সেখানে কার্য্য করা তাদের বংশ মর্য্যাদায় বাঁধে। আরও বলেছেন যে মেয়ে বিলেতে পাঠিয়ে দিন সেখানেই এ সব বিবাহ খুব প্রশস্ত। মার যত কাণ্ড, খাল কেটে কুমির এনে ঢুকালে'।

দীপালিকে মাথানত করতে দেখে কল্পনা পুনরায় ধীরকণ্ঠে বলে উঠলে, 'ছোড়াটাকে কি খুব ভাল বেসেছিলি বলনা দীপু লজ্জা কিসের' ?

'দীপালিকে নিরুত্তর দেখে কল্পনা বলে উঠলে, যাদের প্রেম দপ করে জ্বলে ওঠে সে আবার ধপ করেই নিবে যায়, টপ করেই ঝরে পড়ে যায়। সে জন্য দুঃখ করিসনে'।

'তুমি কি হয়েছ বলতো ? দীপালি কল্পনাকে বিরক্ত ভাবে বললে'।

'বিয়ে করবি কিনা বল তবে' ?

'না'।

'তবে ও ছোড়াটার সঙ্গে মরতে গিয়েছিলি কেন, কল্পনা একটু থামলে এবং আবার বলে উঠল, তোর কি দোষ, মা ওকে লাই দিয়ে

দিয়েই ও অতটা বাড়ালে। আমরা বুড়ো হতে চললাম আমরাই পারিনা তো তুই কি করবি'।

দীপালি চুপ করেই ছিল। সে কোন কথাই কহিলে না। কল্পনা পুনরায় বলে উঠল, মানুষ পশুকে হিংস্র বলে কিন্তু সে নিজে যে কতটা হিংস্র এ বোধ তার নাই। থাকলে কথা বলতো না। মানুষ মহাহিংস্র। এই জন্যই পূর্ব্বকালের ভালমানুষ গুলো মানুষের হিংসাকে এড়াতে যেয়ে পশুর হিংসাকে শ্রেয় মনে করে বনে যেয়ে ঢুকতেন ও তপস্যা করতেন। পশুর মত নারীর রক্ত মাংসের পরে মানুষ গুলো যখন ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, পশুত্বই যেখানে প্রবল, সেখানে কি শান্তি আসে? নারীর যৌবন হ্রদে যারা প্রেমের নৌকায় চড়ে হাওয়া খেতে চান, নামতে যেয়ে পিছলে পড়ে যান, তাদের সম্বন্ধে তোর কি ধারনা হয় বলতো' ?

'বিয়ে না ত শান্তি, শান্তি ওর কোথায়ো নাই, দীপালি সাগ্রহে বলে উঠলে'।

'এই সব ভনিতা ছাড়। জীবন থেকে তোর যেটা সত্য তাকে একেবারে উচ্ছেদ করতে যাসনে, তাতে শুধু দুঃখই বাড়ে'।

'যাকে ভালবাসি না তাকে নিয়ে তোমরা এত মাথা ঘামাও কেন বলতো' ?

'তুই যে ওকে ভালবাসিসনে এ আমিও বুঝি, তবুও ও তোর ভাল লাগত, ওর সঙ্গে মিশতে তোর আনন্দ ছিল, ওর স্পর্শে তোর সুখ আসত। ভালবাসি না অথচ ভাল লাগে এই যে প্রেম এর জ্বালা বড় বেশি। ঘরের বাহিরে নারীকে কেও ভালবাসেনা, তবুও তার সঙ্গ অনেকেই চায়, দরদ অনেকেই জানায়, তার দুয়ারে অনেকেই মাথা খোঁটে, ধন্না অনেকেই দেয় কিন্তু বিবাহের নামে মুখ সিটকিয়ে উঠে চলে যায়। মোদকের বিজ্ঞাপনের মত নারী স্বাধীনতার বিজ্ঞাপনটা মনের পরে ছড়িয়ে পড়লেও যেন ভাল লাগেনা। বিয়ে করব না, এ তো আজ নারী পুরুষের স্বাধীনতার একটি

বিরাট প্রশ্ন ? স্বাধীনতা কি খণ্ড না অখণ্ড ? সে তো নারী নয়, পুরুষ নয়, হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক অবস্থা ও পরিপূরণ। নারী তো পুরুষের প্রেমের বাগানবাড়ি নয়, কি জীবন পথের ডাষ্টবিন নয়, কি সংসারের আস্তাকুড় ও নয়, যে যার যা খুসি তাই সেখানে ফেলে যাবে। নারীর যে একটা মর্য্যদা আছে এ অনেক স্বামীই ভুলে যায়। শত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়েও স্বামীকে ভালবাসা যায় সে যদি রামের মত স্বামী হয়, মানুষ হয়। স্বামী যদি নারীর জীবনে শুধু চিড়িয়াখানার রূপ, আর মিউজিয়মের রস খুঁজে বেড়ায় সে কি স্বামী' ?

'ভালবাসতাম না অথচ কাছে এলে ভাল লাগত দীপালি বলে উঠল, জানতাম এ অন্যায় করছি অথচ নিজেকে বেঁধে রাখতে পারতাম না। এত দুঃখের মধ্যেও তাকে প্রতি পদে এড়াতে যেয়েও যেন পেরে উঠতাম না। যৌবন যেন কারো কথাই শুনতে চায়না, সে শুধু হুকুমেরি মালিক'।

'এই ভাললাগাই তো হল রোগ। ভালছবি দেখতে সকলেরি ভাললাগে, কিন্তু কেউ ভালবাসেনা যেহেতু প্রাণহীন। ভালবাসার প্রাণ আছে, সে চায় প্রাণের স্পর্শ, আর ভাললাগা বস্তুটি নিছক দৈহিক। জীবনে কত লোককে ভাললেগেছে ভালবাসতে পারি নাই। এ রোগ তোর নিজস্ব নয়, এ দেহের রোগ, অনেকেরি আছে। মেয়েদের আজ পুরুষের ভাললাগে তারা ভালবাসে না'।

'অথচ এই পুরুষকে নিয়েই তো সংসার করতে হবে'। দীপালির হাস্যোজ্জল মুখখানি যেন ভরে উঠল'।

'উপায় কি। পশুকে যতই তুই যত্ন আর্ত্তি করিস সে তোর হয় না। বনের পাখী সোনার খাঁচা পেলেও বনে পালিয়ে যেতে চায়'।

'দীপালির অবনত মুখের পানে চেয়ে কল্পনা পুনরায় বলে উঠল, 'জীবনের দাবী নিয়ে, চাবিকাটি হাতে, পুরুষ যখন তোর দুয়ারে এসে দাঁড়ায়, ঘরে ঢুকতে চায়, তখন সে পুরুষের অভিনয় করতে এসেছে কি পরিচয়

দিতে এসেছে এ দেখতে আমরা ভুলে যাই। লোকে আজ অভিনয় পছন্দ করে, সেই নাকি স্বাধীনতা, পরিচয়ের বাঁধন চায় না। আমরা যখন নিজেদের খুবই সহজলভ্য করে তুলি পুরুষ বিবাহের প্রয়োজন বোধ করে না। অবিবাহিতার কাছ হতে যদি বিবাহের অধিকার পাওয়া যায় কেউ কি বিয়ে করবে ভেবেছিস? বিবাহের মধ্য দিয়ে যে একটা সংযত ভাব আসে সেটা অনেকে পছন্দ করেনা। নারীকে সংসারের গোয়ালে পুরে যারা তার সৎকার করতে চান, কি গোয়ালা সাজেন, তারাও যেমন ভুল করেন, তেমনি নারীকে প্রেমের ময়দানে টেনে এনে যারা কসরত দেখাতে যান, তারা ও তেমনি ভুল করেন। যারা জগতের কাছে খুব বেশি আশা করেন তারাই শেষে পস্তাতে থাকেন। সৌন্দর্য্য দেহের চেয়ে মনে বেশি। পশুর সৌন্দর্য্য দেহে, কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য্য মনে। নারী তো ভালবাসার চিড়িয়াখানা নয়। দেহের সৌন্দর্য্য দিয়েই আমরা আজ পুরুষেকে বেঁধে রাখতে চাই; মনের দিকে চাইতে পারিনা। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে দেহের সৌন্দর্য্য কমে আসে, তাই দেহভিলাষী স্বামী ও পুরুষ তোর বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে তোকে দেয় ছেড়ে, নূতনের, নব যুবতীর সন্ধান করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোর মনের সৌন্দর্য্য ও অভিজ্ঞতা বাড়ে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাতেই আকৃষ্ট হন। প্রৌঢ়া নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্য নব যুবতীর মত না থাকলেও মানসিক সৌন্দর্য্য খুবই বেশী, কিন্তু দেহভিলাষী নারী ও পুরুষ তাতে আকৃষ্ট হয় না। গন্ধের মত গুণের একটা পরিচয় আছে। ফুলের সৌন্দর্য্য শুধু তার পাপড়িগুলো নয়, তার বর্ণ, গন্ধ ও প্রকাশ ভাব, তেমনি গুণ। গুণ কর্ম্মের গন্ধ। বিয়ে করতে চায়না অথচ বিবাহের প্রবৃত্তি সকলেরি আছে। ছেলেবেলায় বিয়ে হলে শুনেছি শরীর ভেঙ্গে যেত, রোগ হত, আর এই যৌবনে কি অতি যৌবনে বিয়ে করেও যে শরীর ভাঙ্গেনি, কি' রোগের সংখ্যা কমেছে এ তো মনে হয়না। তোর মায়ের স্বাস্থ্য তোর চেয়েও ভাল, অথচ তার বিয়ে হয়েছিল এগারো বৎসর বয়সে। অল্প

বয়সে বিয়ে হলে অরুচি ধরত, বদহজম হত, সে ছিল জিহ্বার রোগ, আর এই ভরা কি পড়া যৌবনে বিয়ে করে পড়ছে পিত্ত, দাঁড়িয়েছে পেটের রোগ। আগে দশটা ছেলে মেয়ের মা হয়েও তারা দাঁড়িয়ে থাকতেন; আর আজ দুটো ছেলে মেয়ের মা হতেই প্রাণ যায় যায়। সামঞ্জস্য রাখতে আমরা পারিনা। অথচ সংসার সামঞ্জস্যের রূপ। ক্ষুধা পেয়েছে খেতে না পেলে পিত্তিই পড়বে বিশেষতঃ স্নানের পরে। যে দেশের নীতি ছিল পঞ্চাশোদ্ধে বনং ব্রজেৎ; সেখানে মানুষ যদি পঞ্চাশ বৎসরে বিয়ে করতে শেখে সে কি খুব সুখের হয়? সবার মূলে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দারিদ্রতা পরাধীনতা ও বিদেশিকতা! পুরুষের কাঠামোটাকে জড়িয়ে বৃষকাটের মতন বিবাহের শ্রাদ্ধে যোগ দিতে যাওয়াব মত মূর্খতা কি কিছু আছে? ছেলের বাপ চায় টাকা তার নাম পন, মেয়েব বাপ চায় টাকা তার নাম উপার্জ্জন, এর পটের পরিবর্ত্তন হয় মাত্র, কিন্তু মূলে সেই একই সত্য লুকিয়ে আছে। বিয়ের নামে আমরা আজ গায়ের জোর আর টাকার জোর খুঁজে বেড়াই তাই পূর্ণতা আসতে চায়না। মানুষের চেয়ে পশুর গায়ের জোর বেশি, ঘোড়া খুবই শক্তিশালী, তাদের বিয়ে করে কি খুব সুখী হওয়া যায়'।

'তুমি দেখছি তোমার মেয়েকে পেটের থেকে পড়লেই বিয়ে দিয়ে দেবে'।

'মা আমি নই তাই তোর এই উপহাস সাজে'।

'হতে কতক্ষণ বুড়ো তো হওনি'।

'আমি না হই হতে তো হয়েছে। মা হওয়ার যে আনন্দ তারই প্রেরণা নিয়ে প্রকৃতি তোকে মাসের পর মাস এসে ডেকে যায়। জীবনের তন্দ্রা ভাঙ্গে, কিন্তু সেখানে যদি তুই তোর মহত্বের, প্রিয়ত্বের, কোন খোঁজ না পাস, সে যদি তোর দুর্ব্বলতার বোঝা হয়ে পড়ে সে কি ভাল? বিবাহ কি শুধু দুর্ব্বলতা, শক্তি নয়? জমি চাস করেই যারা আনন্দ পান, ফসল

চাননা, হৃদয়ের দুর্ভিক্ষকে কি তারা এড়াতে পারে? নারীর প্রেমের ভূমিকায় যারা সংসারের কৃষকের ভূমিকা নিয়ে নেমে আসেন, অথচ তাদের সখের লাঙ্গলে বীজ না থাকে, শস্য না আসে, সে কি মঙ্গলের? বিবাহ যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি জাতিগত, সমাজগত ও ধর্ম্মগত প্রতিষ্ঠা। সময়ে বৃষ্টি না হলে যেমন শস্যই হয়না, তেমনি বৃষ্টির মতন পুরুষের প্রেম যদি সময়ে না আসে সে সুখের হয়না'।

'তাই বলে একটু একটু মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তোমার যেমন কথা'। দীপালি খিলখিল করে হেসে উঠলে।

'বাল্য বিবাহ যে খারাপ এ আমি বলতে চাইনা, এবং যৌবন বিবাহই যে খুব ভাল এও সত্য নয়। ভাল মন্দ উভয়েরি আছে। সে নির্ভর করে ব্যক্তির পরে, সমাজের পরে, দেশের আবহাওয়ার পরে। এই জন্যই হয়তো শাস্ত্রে আট রকমের বিবাহের ব্যবস্থা আছে। একের ঘাড়ে আটজন উঠে পড়লে সে পারবে কেন? পুরুষ ও নারী যে ভাবে মিলিত হক তারা তাকে একটা বিবাহের সংজ্ঞা দিতে চেয়েছিলেন। যেখানে মেয়ের সংখ্যা বেশি, সেখানে অতি বয়সে, এবং যেখানে অল্প, সেখানে অল্প বয়সে বিবাহ হয়। বাল্য বিবাহ যদি প্রকৃত শাস্ত্রোচিত হয়, তার একটা মঙ্গল ও বিশিষ্টতা আছে। এবং যৌবন বিবাহই যে সর্ব্বমঙ্গলময় এ ভুল। সমাজকে যারা ঢেলে সাজতে চান তাদের সমাজ আমাদের সমাজ নয়। ডেঁপো চ্যাঙ্গড়া ছোকড়ারা যেমন পিতামাতার অবাধ্যতা করে আনন্দ পায়, স্বাধীনতার গর্ব্ব করে, ও সংসারের দুঃখের কারণ হয়ে পড়ে, এই ধরণের সমাজ প্রেম ও দেশ প্রেম খুব সুবিধার হবেনা। আজ বিবাহের ক্ষেত্রই হয়ে পড়েছে দুর্ব্বল। যেখানে যাস যে ভাবে চাস দুঃখই ফুটে উঠবে। মানুষ নিজে খাঁটি না হয়ে জগতকে কি খাঁটি করতে পারে? পড়ো জমি যেমন সমাজের পক্ষে অহিতকর পড়ো যৌবন ও তাই। পড়ো জমিতে যেমন গরু ছাগল চরে বেড়ায়, ছেলেরা ফুটবল খেলার মাঠ করে তোলে.

বাবুরা ছড়ি হাতে ঘুরতে আসেন, পড়ো যৌবন ও তাই। বিবাহের সমস্যা বেকার সমস্যার মত ভীষণ হয়ে উঠেছে। স্বামীর কাছ হতে নারী যা পায়, কি স্ত্রীর কাছে পুরুষ যা পায়, তা কি অপরে সম্ভব। পুরুষ যখন তার কর্ম্মশক্তি নিয়ে বসে থাকে, সে যেমন ধীরে ধীরে শুকিয়ে ঝরে পড়ে যায়, ; তেমনি মেয়েরা যদি তার যৌবনের ডালা সাজিয়ে নিয়ে স্বামী খুঁজে না পায় সে কি খুব দুঃখের হয়না। ফসলের যেমন একটা মরসুম আছে, বারো মাসই সে প্রস্থ হয়না, তেমনি যৌবন। এক ধরণের স্বামী আছে যারা বারো মাসই সেখানে ফসলের খোঁজ করে তারা স্ত্রীকে বড় দুর্ব্বল করে তোলে। নারী নিয়ে যারা ঘর বাঁধেনা, শুধু খেলা করে, সেই শিশু সুলভ পুরুষের দ্বারা কোন কাজই হয়না। ছোট শিশু যেমন সন্দেশ দেখলেই ঝুঁকে পড়ে ; তার লোভ সম্বরণ করতে পারেনা, এই ধরণের যৌবন সুলভ পুরুষ গুলোকে নিয়ে খেলা করতে বড় ভাল লাগত, ভালবাসতাম না। পুরুষকে ছোট করে নিজেকে বড় করে আনন্দ পেতাম। ভালবাসার ভানে কাছে টেনে এনে উপেক্ষা করতে মর্য্যদা আসত। এ ছিল আমার রূপের স্বভাব। পুরুষের প্রেমকে জাগাতে যেয়ে নিজেও যে জেগে উঠি এ প্রায় ভুলে যেতাম। রূপ ছিল তাই সাহস ছিল। পুরুষকে প্রলুব্ধ করবার পেছনে নিজে প্রলুব্ধ হবার যে একটা প্রেরণা আছে এ মনে হতনা। পশু খুবই চঞ্চল, সর্ব্বদাই ছোটাছুটি করে বেড়ায়, এই ধরণের পশু সুলভ পুরুষগুলো যখন কর্ম্মবীর সাজতে চায় তখন দুঃখ হয়। ধরি মাছ না ছুই পানির নীতি নারীর জীবনে খুবই প্রবল, কিন্তু খুব সুবিধার নয়। বড় মাছ ছিপে পড়লেই জলে নামিয়েই ছাড়ে। ছাপাখানায় নিমন্ত্রণের পত্র ছাপা হতে দেখে মূর্খ যেমন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসে, এই ধরণের যৌবন সুলভ পুরুষগুলো চিরকালই নিন্দনীয়। শিশু হয়তো মানুষ চিরকালই থাকে, ভোগ শিশু, জ্ঞান শিশু, ত্যাগ শিশু, কিন্তু তাই বলে কি তারা শিশু প্রযোজ্য। জন্মিতে

বেড়া দিয়ে কৃষক যদি শুধুই মনে করে সে শুধু সমাজেরি উপকার করেছে, গরু ছাগলকে সং হতে সাহার্য্য করেছে, তাব নিজের অংশ কিছুই নাই সে কি ভুল করে না? তেমনি যৌবন। পশুর স্বভাব শত বন্ধনের মধ্যেও ঠিক থাকে। বেড়ার ফাঁক দিয়েও সে শষ্যে মুখ দেয়। তুই যদি তোর যৌবন ভূমিতে বেড়া না দিস্, খোলা রাখিস্, গরু ছাগলে তো তোকে বিরক্ত করে তুলবেই। জমির আসে পাসে সমাজের আল আছে বুদ্ধিমান সেই পথেই চলে। সমাজের দড়ি গলায় দিয়ে অনেকে বিবাহের প্রেমের খুঁটো গেড়ে বসলেও সজল নয়নে চেয়ে থাকেন যৌবন রূপি শ্যামল মাঠের দিকে। সুযোগ পেলেই কথা নেই ছুটে চলে যায়। এই সমাজেব দড়ি যাদের স্বাধীনতার অন্তরায় তারা পশুর মতন চঞ্চল। —ছোট শিশুর যেমন দাঁত ওঠে, তাকে চঞ্চল কবে, নাবীর জীবনে যৌবন সেই ভাবে আসে। উত্তাপের মাধুর্য্যে অথচ শীতল নাবী হৃদয়ের যৌবনের যে খেলা হয় তার কামনা বাসনার অন্ত নাই। বরফের মতন প্রেম জমে ওঠে। পুরুষেব স্পর্শে সে গলতে থাকে। যৌবনেব অহঙ্কার বড় সুক্ষ্ম কিন্তু অভিমান বড স্থুল। ঠাকুরমার মুখে শুনতাম আগে যৌবনে মেয়েরা লজ্জিত. শান্ত, ভদ্র ও সংযত হয়ে পড়ত আর আজ? লুকোচুরীর খেলায় তারা নামলেও মত্ত হয়ে পডতনা। তারা অনুভব করত নিজেদের রক্তের মাঝে সৃষ্টির স্পর্শ, সখের যৌবনকে তারা এড়িয়ে চলত, আর আজ? লোকে যেমন ধন রত্নকে লুকিয়ে রাখে; যৌবন সমুদ্রের রত্ন সরূপ নারী ও তেমনি তার যৌবন ভালবাসাকে লুকিয়ে রাখত। সে পুরুষকে দেখত সজীব সকাম তারই আপন প্রতিমূর্ত্তি ও প্রতিচ্ছায়। হিন্দুর সংসারে আজও সৌন্দর্য্য লক্ষ্য হয় সে ধৃষ্টতা নয় হিন্দুর প্রেমের মর্য্যাদা'।

'শোবে না কি'? দীপালি আবেগ ভরা কণ্ঠে অনুরোধ করলে। কমলা চুপকরে ছিল সে যেন একটু চমকে উঠে পুনরায় বলতে লাগল।

'এক ক্লাস হতভাগা আছে যারা সর্ব্বদাই মনে করে মেয়েরা তাদের প্রেমে পড়েই আছে। একটু হাসলে কি দুটো কথা বললে তো কথাই নাই জড়িয়ে ধরে। প্রেরণার দোষে মেয়েরা যত বিপথে না গিয়েছে, হয়তো গিয়াছে পুরুষের এই অহৈতুক উৎপাতে। পঙ্গপালের মত এদের উৎপাত আজ এত বেড়েছে যে ভাববার কথা। জাতির হৃদয়ের শস্যক্ষেত্রে তাই দেখি দুর্ভিক্ষ আসছে। মানুষ বেঁচে থাকবে কি নিয়ে হৃদয় যদি না রহিল' ?

'অপরের দোষ না দেখাই ভাল'। দীপালী হেসে উঠলে।

'অনেক সময় দেখতে হয় সরূপের একটা পরিচয় নিতে'। কল্পনা উত্তর করলে।

উভয়ে নীরব ছিল, কল্পনা সে নিরবতা ভেঙ্গে বলে উঠল 'কাঁচা মাংস কেউ খায় না এক হিংস্র পশু ছাড়া। লোকে রান্না-বান্না করেই খায়। বিবাহ এই রান্নাবান্নার কাজটুকু করে, সে সুস্বাদু করে তোলে তোর প্রেমকে তোর যৌবনকে। অবিবাহিতার প্রেম সে তো কাঁচা মাংসের মত, হিংস্র পশু ভিন্ন কেউ ও গ্রহণ করে না। বিধবার প্রেম মৃত মাংসের মত, কিন্তু সে আজ শকুনি গৃধিনীতে পরিপূর্ণ'।

'বিয়ে করলেই বুঝি সাতখুন মাপ ! তোমার যেমন কথা'।

'নিজেকে প্রতারণা করতে যাসনে দীপু। কল্পনা কহিতে লাগিল যৌবন তোর নয়, তোর জীবনের গচ্ছিত ধন, সেখানে পোদ্দারি করতে যাসনে। যৌবনের একটা দায়িত্ব আছে, কর্ত্তব্য আছে, তাই ঈশ্বর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনকে তোর হাতে সঁপে না দিয়ে ধীরেসুস্তে তোকে একটু বড় করে দিয়েছেন। ওর মালিক যে সে তোর ঐ বিবাহের মধ্য দিয়েই আসে'।

'স্কুলে শিবাণী দিদিমনি তো বলছিলেন যে বিদেশে এমন অনেক সংসার আছে যারা বিবাহিত নয় অথচ স্বামী স্ত্রীর মত বসবাস করছে,

ছেলে মেয়ে হচ্ছে, সেখানের সমাজ তো তাদের মারতে ওঠেনা'।

'বিদেশে ও সব থাকলেও খুব প্রশস্ত নয়। ও তাদের হোটেলি সভ্যতার অঙ্গ ও সমাজ। যা সত্য তা চিরকালই সত্য। শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায়, তেমনি শীত প্রধান দেশে মনের পাতার কোন জোর নাই, ঝরে পড়ে। যারা ভোগ করতে এসেছে, ত্যাগ নয়, তাদের কথা সতন্ত্র। আমাদের দেশ হতে যারা বিদেশে গিয়েছে তারা প্রায়ই ছেলে ছোকরার দল, এরাই ফিরে এসে কাক প্রবৃত্তি নিয়ে দেশের বাজার গরম করতে চেয়েছে। বাপের পয়সা আছে তার পরে দাঁড়িয়ে বলেছে আমি মানুষ, ভদ্র, জ্ঞানী শিক্ষিত, দেশপ্রেমিক কত কি? এবং এই ব্যবস্থাটি বংশানুক্রমে একচেটিয়া করে তুলতে ইতঃস্তত করেনি। যে শিক্ষার আদর্শ হল গাড়ি ঘোড়া চড়া, সেখানে মানুষ মানুষ হয়েছে খুবই কম, তবে অমানুষ বানিয়েছে অনেকে। নিজের আদর্শ ফেলে পরের আদর্শ নিতে যাসনে দীপু, সে ভাল না। নিজের পর্ণকুঠিরে আগুণ দিয়ে পরের অট্টালিকায় বাস কি ভাল? দেশের বাস্তু ভিটের প্রদীপ নিবিয়ে দিয়ে বাঙ্গালী আজ সহরে এসেই এত বিপদে পড়েছে। ভাড়াটে বাস্তু ভিটের মর্য্যাদা কি বুঝবে। স্বাধীনতার নামে এই যে পরাধীনতা এ কি ভাল? যারা বলেন আমাদের দেশের ছেলেছোকরারা বিদেশে গিয়েছিল বলেই আমরা আজ স্বদেশী হয়েছি, এবং হয়েছি এতটা শিক্ষিত মাজ্জিত ও ভদ্র, শিখেছি ফেরিওয়ালার মত স্বদেশ প্রেমের ডালা সাজিয়ে গৃহবধুকে ফাঁকি দিতে, দেশের নামে দশের কলঙ্ক বাড়াতে, তারা ভুলে যায় ভারতের ইতিহাসের একটি মস্ত বড় অধ্যায় তার ক্ষাত্রশক্তি ও ক্ষাত্র সভ্যতা। ভারতের রাজনৈতিক গগনে রাজপুতানা যে ক্ষাত্র বির্য্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল তার আদর্শ কি ছোট বলতে চাস? যে আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি রূপে রাজপুতানার বৈশ্য বৃত্তি আজ ও ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের ছেলেরা দুই এক বছরের জন্য বিদেশে যেয়ে দেশের সব ভুলে যায়,

একেবারে সাহেব সেজে ফিরে আসে, তার কাটা চামচেটা পর্য্যন্ত ফেলতে পারেনা; অথচ তাদেরি দেশেরি ছেলে আজীবন এ দেশে কাটিয়ে দেয়, ও তার সবটুকু জাতিয়তা সামাজিকতা বজায় রাখে'।

'কাকা কবে আসবেন' দীপালী জিজ্ঞাসা করলে।

'ও মাসের প্রথম দিকে তো বলে গেছেন' কল্পনা একটু পরে পুনরায় বলতে লাগল 'সংসার এক বিচিত্র ভূমি। এর সুখ ও বিচিত্র দুঃখ ও বিচিত্র। এর কত আশা কত ভাষা কত ভরষা। নারী এর অন্দর মহল পুরুষ এর চণ্ডীমণ্ডপ। এই সংসারের প্রেমের দেবতা যদি মন্দির ছেড়ে, বেদীহারা হয়ে, ভাঙ্গাড়ে যেয়ে পড়েন সুখের খোঁজে, সে কি দুঃখের হয়না? সংসারের বন্ধন আছে ও থাকবে। সেই তার আনন্দ। এক টুকরো সোনার চেয়ে, ঐ যে গলার হার, ঐ যে বন্ধনের সৃষ্টি, এ কি ভাল নয়? বন্ধনের আনন্দ দিয়ে ঘেরা এই যে জীবন এ তো সুখের। হিন্দুর মধ্যে আজ ও যে বংশগত পবিত্রতা একাগ্রতা ও নৈতিকতা লক্ষ্য হয় সে কি বন্ধনের অভিব্যক্তি, হৃদয়ের সামঞ্জস্য নয়? স্বামীর কাছ হতে যদি স্বাধীনতা না আসে, তোকে কে স্বাধীনতা দেবে। রাস্তার স্বাধীনতা সে দশের স্বাধীনতা; কিন্তু ঘরের স্বাধীনতা সে তোর নিজের স্বাধীনতা। ঘরে যার স্বাধীনতা নাই বাহিরে কি তার স্বাধীনতা আছে। অফিসে বসে আসে ব্যাভিচারের স্বাধীনতা সে স্বাধীনতা নয়। বিশ্বাস ও কর্ম্মশক্তির উপর নির্ভর করে স্বাধীনতা। জীবনে এমন দিন ছিল পুরুষকে মনে করতাম অত্যাচারী অথচ সেই অত্যাচারের জন্য মন পাগল হয়ে উঠত। নারী কি চায়না তার স্বামী তাকে ভালবাসুক, বুকে জড়িয়ে ধরুক, চুম্বনে ক্ষত বিক্ষত করে তুলুক; সেই কি তোর ভালবাসা হবেনা? বন্ধন আমাদের ফুলশয্যা প্রেমের স্পন্দন। সমুদ্র মন্থন করে উঠেছিল সুধা ও বিষ, নারীকে ভালবেসে পুরুষ হয় সুখী নয় দুঃখী। নারী পুরুষের প্রেমে পরিপূরন চায়, নিবৃত্তি চায়না, সংস্কৃতি চায়। নিষ্কৃতি

চায়না নিরবিছিন্ন আনন্দ চায়। দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে তুই যত তোর পরিচয় পাস, তোর বিদ্যা বুদ্ধির মানবত্বের, সে অন্য কিছুতে ততটা হয়না। মানুষ শুধু মানুষকে বিপদে ফেলে পালায় না, তোর বিদ্যা বুদ্ধি ও সংস্কৃতি তোকে বিপদে পড়তে দেখলে তোর দুঃখে পালিয়ে যায়'।

'ভালবাসাই যত দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি করে। মানুষ যদি ভাল না বাসে তবে তার কোন প্রশ্নই ওঠেনা' দীপালী বললে।

'ভাল না বেসে কি তোর উপায় আছে। জীবনটাই তো ভালবাসা। কল্পনা কহিতে লাগিল, ভালবাসতে আমরা বাধ্য। ভালবেসে যেমন দুঃখ আছে সুখ ও তো আছে। ভালবাসা তোর মর্জ্জির পরে নির্ভর করেনা। সে তার বিজয় ঢঙ্কা বাজিয়ে আপনিই এসে হাজির হয়। ভালবাসার জন্য আগে আমরা শীব পূজা করতাম, পুরুষ করত কুমারী পূজা। দেহের মূলধনে পুরুষকে যারা শুধু ভালবাসতে চায় তারাই শেষে মুস্কিলে পড়ে। স্বামী যেমন দেহের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে দেয় তেমনি নষ্ট ও তো করে। বিয়ে হলে মাথায় সিদুর দিতে হয়, অনেকের চক্ষে এ বড় বিরক্তি কর, কিন্তু ভেবে দেখেছি এ যেন রক্ষাকবচ। পুরুষের অহৈতুক আক্রমন হতে এ তোকে রক্ষা করে। পুলিশের যেমন একটা পোষাক আছে এবং সেটার দরকার আছে, তেমনি হিন্দু চায়নি মেয়েদের গড়ে হরি বোলের মধ্যে টেনে নিয়ে লোকের ভুল ভ্রান্তি বাড়াতে। তোকে বিবাহিত বলে জানতে পারলে অতি কামুক ব্যক্তি ও পেছনে যেয়ে পড়ে সংযত হয়। আমি বিবাহিত, আমাকে লোকে যে ভাবে দেখবে তোকে তা দেখবে না। আমার পেছনে ঘুরে বেড়াবে লম্পট, তোর পেছনে এক আধ জন ভদ্র ও থাকতে পারে। বেহুলা ও সাবিত্রীর ভালবাসা ছিল স্বামীর আত্মায়, তাই তারা দেহকে জড়িয়ে ধরে আত্মার যে মরন নাই তা প্রমান করে দিয়ে গিয়েছেন। আমরা যৌবনের স্রোতে ভেসে আসি এবং ভেসে চলে যাই'!

'নারী পুরুষের চেয়ে ছোট না বড়' দীপালী জিজ্ঞাসা করলে।

'ছোট বড়র প্রশ্ন বড় গোলমেলে। এ নির্ভর করে নর নারীর উপর। জীবনের অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে নারী প্রকৃতই বড় ও সুন্দর, কিন্তু সে যে ছোট এ ও তো ফেলতে পারা যায় না। পুরুষের মধ্যে ও উদারতা মহর্ত্তা অনেক আছে। নারীর হৃদয় ছোট দেহ বড়। পুরুষের দেহ ছোট হৃদয় বড়। পুরুষ বড় হয়েছে দেহকে অস্বীকার করে, নারী বড় হয়েছে দেহকে জড়িয়ে ধরে। নারীর বীরত্ব প্রতিচ্যের বীরত্বের মত কামানের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে; পুরুষের বীরত্ব ঋষির বীরত্বের মত জগতকে কল্পনা প্রসূত 'বলে উপেক্ষা করা। রূপের যাহা মাধুর্য্য তাহা পুরুষের আছে। রসের যাহা প্রাচুর্য্য তাহা নারীর আছে। নারী ও পুরুষ উভয়ে যদি উভয়কে সঞ্চয় না করে শুধু খরচ করে সে দুঃখের। বাঙ্গালা দেশে মেয়ে যে ছোট, এ তুই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে টের পাস; যেহেতু তোর বিবাহে যৌতুক আছে, পন দিতে হয়, কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা হয়তো দেখতে পান যে আজীবন ধরে ছেলের পেছনে যা খরচ করতে হয়, ভগ্নাংশের আকারে, তার অঙ্কটা ও খুব ছোট হয় না। শত পুত্র সম কন্যা। কন্যা যদি পাত্রে পড়ে এ পুরুষকে যেমন বড় করেছে তেমনি ছোট ও তো করেছে'।

'পাত্রস্থ হলেই যে মেয়েরা ধাতস্থ হয়ে পড়ে এ তোমার ভুল ধারনা'।

'প্রেমের বাজারে না যেয়ে প্রেমের ঘর বাঁধতে শিখলে এ কথা তুই বলতিস না। বিয়ে হলে তখন বুঝতে পারবি' কল্পনা উত্তরে বলে উঠল। দরিদ্র স্বামী কি ধনী স্বামী এর কোনটাই ভাল না। পুরুষ যদি সর্ব্বদাই অর্থের পেছনে ঘুরে বেড়ায় সে স্বভাবতঃই নারীকে অবজ্ঞা করে। সে জানে অর্থই সব, নারী অর্থের একটি প্রয়োজন ও আবরন মাত্র। স্বামী যদি দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই অর্থ চিন্তায় কাটিয়ে আসে, জানি সে তোকে

সুখী করতে সে কি তুই চাস্। দরিদ্র পেটের ধাঁধায় ঘুরে বেড়ায় ধনী ভোগের ধাঁধায়। দরিদ্র দুঃখের জন্য অর্থ চায় ধনী চায় সুখের জন্য। অর্থ আজ নারীর সতীন। মানুষের শক্তি সীমা বদ্ধ সে অসীম নয়। একদিকে বেশি বাড়লেই অপর দিকে টান পড়ে। প্রত্যেক স্বামীর মনে রাখা উচিত অর্থ রোজগার যেমন একটি কর্ত্তব্য, তেমনি স্ত্রীর পরে, পুত্রের পরে, ও একটি কর্ত্তব্য আছে। পুত্রকে ডেকে পড়াশোনা কেমন হচ্ছে, মাষ্টার মহাশয় আসছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেই পিতার কর্ত্তব্য শেষ হয়ে যায় না। মানুষেব জীবন সামঞ্জস্যেরি জীবন সে টুকু হারিয়ে বসলেই জীবন জীবন থাকেনা শশ্মান হয়ে পড়ে, সব পুড়তেই থাকে সেখানে'।

সদাময় ভিতরে আসতেই কল্পনাকে জিজ্ঞাসা করলে 'শরীর কি কি খাবাপ হয়েছে'।

'দীপালী বলে উঠলে আমি গেলাম'।

কল্পনা দীপালীকে লক্ষ্য করে বললে 'এক কাজ কর ঐ ঘরে একটা বিছানা পেতে রেখে যা। আর মৃনালকে বাত্রে পাঠিয়ে দিস আমার সঙ্গে শোবে'।

৫৯

সীতেশকে বেরিয়ে যাবার মুখে বিমল ডাক দিয়ে বললে 'আরে সেখানে গিয়েছিলি'।

সীতেশ জানালার কাছে এসে বললে 'ও হবেনা,।

'কেন কি হল' বিমল জিজ্ঞাসা করলে।

'তারা খুব সুন্দরী মেয়ে চান। সুশ্রী হলেও চলবেনা'।

'দীপালীকে দেখতে মন্দ কি'।

'হলে হবে কি, তারা মেয়ের রং খুব ফরসা চান পরীর মত। ভদ্রলোক বার বার করে এই কথাটাই বলছিলেন যে মেয়ের রংতো খুব ফরসা, অর্থাৎ আগুনের ফলকার মত লক লক না করলে যে তার ছেলের মনকে পুড়িয়ে উজ্জল উর্ব্বর ও চাঙ্গা করে তুলতে পারবেনা'।

'কেন স্বভাব চরিত্রের দোষ আছে নাকি'?

'কি করে বলব বল। তবে সেটা তো কিছু অস্বাভাবিক নয় খুবই সম্ভব। যৌবনের নাট্যমঞ্চে যে অনেকেই পাগলামি করতে ছাড়েন না এটা কি নূতন'?

'ছেলের ভোগের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে ভদ্রলোক নিজের স্বর্গবাসের ব্যবস্থা কায়েমি করতে চান। বিমল হেসে উঠল এবং বলতে লাগল তুই বলতে পারলিনা যে ঐ ধরনের সৌন্দর্য্যের জন্য বিদেশ গমনই প্রশস্ত, বিশেষ করে পশ্চিম অঞ্চলের খৃষ্টান জগতের মেয়েদের আর কিছু থাক না থাক রংটা খুবই পরিষ্কার থাকে'।

'কে একটা পাগলের সঙ্গে বকবক করতে যাবে, তুই ও যেমন। ঐ রায়বাহাদুর শ্রেনীকে চিনতে তো বাকি নাই। তোকে বললাম তুই তো শুনবি না। ঠেলে পাঠালি। বিদেশী খেতাবের পেছনে দেশের যে দুঃখ দুর্দ্দশা ও নৃশংসতা জড়িয়ে আছে তা ভুলবার মত শক্তি আমার নাই। যে যে পরিমানে বিদেশীকে লাভবান করে তুলেছে সে সেই পরিমানে খেতাব পেয়েছে। আমার জীবনে যদি কোথায় ও অপৃশ্বতা থেকে থাকে সে ঐ খানেই লুকিয়ে আছে। মনুষত্বের শশ্মানে গৃধিনীর মত বিদেশী খেতাবধারীকে দেখতে ভাল, শুনতে ভাল, কিন্তু হৃদয় শুকিয়ে আসে। হাতে গঙ্গাজল তুলসি নিয়েও তারা যদি বলে দেশকে ভালবাসে বৃদ্ধা বেশ্যার গঙ্গা যাত্রার মত আমার বিশ্বাস হয়না। কংগ্রেসের কৃষ্ণপ্রেমের দরবারেও এর প্রভাব আছে। এই বিদেশী খেতাবি লাঙ্গুলের পেছনে

লুকিয়ে আছে জাতির লঙ্কা কাণ্ড। দেশ ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে এ মূল্যহীন না হলেও এর কি কোন মূল্য আছে তুই বলতে চাস? দেশকে নিয়ে যারা ব্যবসা করতে শিখেছে, দেশপ্রেম যাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবসা, তাদের হরিনামের মজলিসে যোগ ঃ—

'লেকচারটা শুনিয়ে দিয়ে এলেই পারতিস' বিমল বলে উঠলো।

'ভদ্রলোককে বলে এসেছি যে মেয়ে দেখতে সুন্দর হলেও সুশ্রী হলেও রং এর মাত্রাটি মেম সাহেবের মতন নয়। চামড়ার বাজারে তার মূল্য খুব বড় না হলেও মূল্য আছে। এ দেশে মেম সাহেব সাজা যায় কিন্তু ঠিক মেলেনা। তবে চিৎপুর আর গরানহাটের মোড়ে মালতি বলে একটি মেয়ে থাকে, তার বোনকে দেখতে খুবই ফরসা, যদি ও সুন্দর নয়, সেখানেই বা যদি ছেলের বিয়ে দেন, চামড়ার ব্যবসায়ে আপনার লাভ অবশ্যম্ভাবী। দুইশত বৎসরের শ্বেত দৃষ্টি মানুষ কি সহজে ছাড়তে পারে। প্রেমের দৈহিক ভাগটা নিয়েই ভদ্রলোক দেখলাম খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নূতন কিছু পয়সা হয়েছে তাই মেজাজটা সব সময়েই চড়া। বাঙ্গালী দুলক্ষ টাকা রোজগার করে যে পরিমানে মাত্রা চড়িয়ে বসে, মাড়োয়ারির ক্রোড় টাকা রোজগারেও তা লক্ষ হয় না'।

'ঐ যে মেয়েটির মার কথা বলেছিলি চা বাগানের সাহেবের সঙ্গে ছিল'।

ভদ্রলোক চান একটি মেমসাহেব তা না হলে তত রং ফরসা হবে কি করে। সেটাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন রংটা খুব ফরসা চাই'।

সীতেশ পুনরায় বলে উঠলে 'এখন মেয়েরা বলে না বসে যে পাত্রের রং খুব ফরসা চাই। তখন শ্যাম আর সুন্দর থাকবেনা। এই যে শ্বেতাঙ্গ মনোবৃত্তি এর পরিনাম শুভ হবেনা। চামড়ার সৌন্দর্য্যে আজ আমরা এতটা বিভোর হয়ে পড়েছি যে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের খোঁজ নাই'।

'দুর্ব্বল মস্তিষ্কে রং এর পরশ খুবই বেশি কিন্তু সবল চায়

রস বিমল বলিয়া উঠিল। তুই বললি না কেন রং চান ভাল কথা, কিন্তু তার বাড়াবাড়ি করতে হলে একখানা তিল চিত্র টাঙ্গিয়ে রেখে দিন না। বড় লোকের মোসাহেবের মতন বিদেশীর মোসাহেবি করতে এত ভাল লাগে যে আজ ভাববার কথা। বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করে যারা আইস ল্যাণ্ডের সৌন্দর্য্য খোঁজেন তারা কি বাঙ্গালী? দেশের ও জাতির স্বাভাবিকতার বাহিরে যারা যেয়ে পড়েন তাদের জন্ম সম্বন্ধে কি প্রশ্ন ওঠে না। সুন্দরীর রূপের যেমন একটা দৌরাত্ম আছে, কদর আছে, তেমনি প্রেমের অনেক উৎপাত ও আক্রমন তাকে সহ্য করতে হয়, তার চরিত্রের বাঁধন শিথিল হয়ে আসে, সে সচরাচর চরিত্রহীনই হয়। ধনীর ধনের মধ্যে যেমন একটা উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযম আছে, ফুটে উঠে পশুর ভোগ, তেমনি রূপের সম্বন্ধে সেই ধরনের একটি কথা কি ওঠেনা, যদি ও মানুষ রূপকে একে বারে ছেটে ফেলতে পারেনা। রং রূপের একটা পরিচয় মাত্র। নারীর লালিত্য, মাধুর্য্য, মুখশ্রী, স্বাস্থ্যশ্রীকে রং যদি বলি দিতে চায় সে কি সৌন্দর্য্য'?

'হলদি ঘাটার সম্বন্ধটা হয়তো শেষ পর্য্যন্ত হয়ে দাঁড়াবে'।

'মন্দ হবে কি'।

'দেখি কতদূর কি হয়'। সীতেশ বেরিয়ে গেল।

বিমল খাটের পরে শুয়ে পড়ল। তার মনের পরে ফুটে উঠল সোজাপথ। চলবার পথের একটা আনন্দ আছে সেই কি তবে নারীর আনন্দ? প্রখর রৌদ্রে যারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারাই রমনী রূপ স্নীগ্ধ ছায়ার অন্বেষন করে। যৌবনের বেগে নারী যখন ভাসতে থাকে তখনই সে পুরুষের স্পর্শ চায়, আল বাঁধতে; নিজেকে সংযত করতে, ভালবাসতে। সৃষ্টি যেমন ঈশ্বরের একটা পরিচয়, অথচ ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায়না। এই যে লুকোচুরির খেলা এই কি নারী পুরুষের প্রেম? সৌন্দর্য্যের যে অসৌন্দর্য্য আছে অপুর্ণতা আছে এ তো ফেলবার নয়। খেতে বসে

পেট না ভরলে, তৃষ্ণা না গেলে, মানুষ যেমন অসন্তুষ্ট হয়, তেমনি প্রেমের পূর্ণতা না এলে সন্তোষ আসে না। পাহাড়ের যেমন সৌন্দর্য্য আছে, নারীর রূপ তেমনি, পাহাড়ের বুকে যেমন ধারা লুকিয়ে থাকে, ফুটে বেরোয়, নারীর হৃদয় তেমনি, কিন্তু পুরুষের রূপ সমুদ্রের মতন, তার ঢেউ গুলো হল তার হৃদয়ের চঞ্চলতা, সর্ব্বদাই নারীরূপ পৃথ্বির বুকের পবে লুটিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নারী জানে সে পুরুষকে ভাল্‌বাসে তাই সে গম্ভীর হয়, বসে পড়ে, কিন্তু পুরুষ জানে না সে নারীকে ভালবাসে কি না, তাই সে ছোটাছুটি করে মরে। নারীর প্রেম গাঢ়, পুরুষের প্রেম তরল। আজীবনের পরিশ্রমে আজ ও যারা নারীর প্রেমে শুধু যৌন মন্দির গড়ে তুলতে চান তারা কি ভুল করেন না। দৃষ্টি চঞ্চল পাশ্চাত্যকে নিয়ে মানুষ কি সুখী হতে পারে? মেয়েদের নিয়ে যারা সংসারে স্বপ্ন দেখে, আর যারা জেগে ওটে, এদের মধ্যে প্রভেদ অনেক। আগে প্রেমের একটা আদর্শ ছিল, আজ প্রেম আদর্শ হীন ব্যক্তি তন্ত্রমাত্র। রূপ তো রং নয়, যদি ও সে রুমালের মতন দেহিক পোষাক পরিচ্ছদের সামিল। প্রেমের সংযোগ স্থলে পুরুষের চাপ যত বৃদ্ধি হয় নারীর প্রসারতা ততই বাড়ে। সে সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হয়। নারীর প্রেমের ঘুর্ণিপাকে পড়ে অনেকে তলিয়ে গেলেও ভেসে ওঠেন। পুরুষ প্রেমের পরিবেশন করে নারী ভক্ষণ করে। নারীর প্রেমের সরোবরে পুরুষের ঝরনা ধারার সংযোগে নারীকেই মধুর করে তোলে। নারীর প্রেম তার প্রবৃত্তি, পুরুষের প্রেম তার কামনা। পুরুষের প্রেম নারীকে উজ্জল করে, উর্ব্বর করে। কিন্তু নারীর প্রেম পুরুষকে শুধু ধৌত করে। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবরন খুঁজে বেড়াই, যৌবনকে ঢাকতে চাই, অথচ যৌবন উলঙ্গ হবার জন্য পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মানুষের মনের এই যে উলঙ্গ বৃত্তি এই যদি প্রেম হয় সে ভাববার কথা। মেয়েদের নিয়ে যদি প্রকৃতই সুখ আসত, শান্তি হত, তবে চৈতন্য দেবের মত মহাপুরুষ এবং বুদ্ধদেবের মত অবতার স্ব স্ব ধর্ম্ম পত্নী

ত্যাগ করে পালিয়ে যেতেন না। ধর্ম্মপত্নি ত্যাগ শাস্ত্রে অতি গর্হিত কর্ম্ম, তবু ও বৃহতের উপাসনার জন্য ক্ষুদ্রত্বের অভিমান ত্যাগ সর্ব্বদাই বাঞ্ছনীয়। সংসারের রঙ্গমঞ্চে যৌবনের অভিনয়ে নেমে মানুষকে হাসতে হয়, কাঁদতে হয়, ভালবাসতে হয়, কিন্তু দর্শকের সংখ্যার পরেই কি তার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে'?

উমা ভিতর থেকে বললে 'বেরোবেন না যেন ওকে বাযোস্কোপের টিকিট আনতে বলেছি সঙ্গে যাবেন'।

'শুধু শুধু আমার জন্য টিকিট কিনতে গেলেন কেন'। বিমল ও বলে উঠল্।

'দয়া করে থাকবেন তো' উমা উত্তর দিলে।

৬০

সন্ধ্যার পর বিমল উপরে এসে ঘরে ঢুকে কল্পনাকে জিজ্ঞাসা করলে 'আমায় ডেকে ছিলেন'।

'কই না'।

'ঝি যে বল্লে'।

'মা হয়তো ডেকে ছিলেন'।

বিমল কল্পনার মুখের দিকে চেয়ে বললে 'আপনার কি অসুখ করেছে। অসময়ে শুয়ে আছেন'।

'একটু জ্বর মতন লাগছে'।

'জ্বর বাঁধালেন কি করে' বিমল কল্পনার মাথার কাছে সরে যেয়ে দাঁড়াল'।

'টেবিলের পরে থারমিটার টা আছে একবার দিন না'। কল্পনা অনুরোধ করলে।

বিমল থারমিটার টি এনে কল্পনার হাতে দিলে।

'দাঁড়িয়ে রইলেন যে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসুন না'।

বিমল বসতেই কল্পনা বলে উঠল 'সিড়ির দরজা খোলা আছে উপরে কেউ নেই, সব ঘর খোলা, লক্ষিটি বন্ধ করে দিয়ে আসুন না'।

বিমল উঠে সিড়ির দরজা বন্ধ করে এসে বসলে।

'শীত শীত করছে জানালাটা ভেজিয়ে দিন না'।

বিমল পুনরায় উঠে জানালাটি বন্ধ করে দিলে।

বুকের কাপড়টা সরিয়ে নিয়ে জামার বোতাম খুলতে খুলতে কল্পনা বললে থারমিটারটা বগলে লাগিয়ে দিন না।

বিমলকে ইতস্ততঃ করতে দেখে কল্পনা বলে উঠল 'ভয় পাচ্ছেন নাকি'?

'মুখে দেব' বিমল জিজ্ঞাসা করলে।

'বেশ লোক, ধোয়া নেই টোয়া নেই বলতে একটু বাঁধলোনা'।

'ধুয়ে আনব'।

'না আর আনতে হবেনা। একটু কাজ ও আপনার দ্বারা হবার যো নাই। বক্ষটা উন্মুক্ত করে থারমিটারটি বগলে দিতে যেয়ে কল্পনা মৃদু হাস্তে বললে, এখানে কি বাঘ আছে না ভালুক আছে যে ভয় পাচ্ছেন। এত ঘাবড়ে যান আপনি। মেয়েদের মোটেই ভালবাসেন না দেখছি; বিয়ে করবেন কি করে'?

কিছুক্ষণ পরে কল্পনা থারমিটারটি তুলে বিমলের হাতে দিয়ে বললে দেখুন তো।

'কই জ্বর হয়নি' বিমল বলে উঠল।

'বলেন কি, না আবার জ্বর হয়নি। লাগেনি হয়তো। দেখুন তো

কি গা গরম। বিমলের হাতখানি বুকের মধ্যে টেনে নিতেই বিমল কম্পিত কণ্ঠে বললে 'গা তো বেশ গরম'। তার সমস্ত দেহে যেন তড়িতের একটা প্রবাহ বহে গেল। সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে যেয়ে লজ্জার গভীরতায় বললে আর একবার দেব'।

'দিন বিশ্বাস না হয়' :

থারমিটারটি বগলে দিয়ে থারমিটার টি তুলে নিয়ে বিমল দেখলে সত্যিই একটু জ্বর হয়েছে।

সে কল্পনার সঙ্গে অল্পবিস্তর কথা বলে ডাক্তারের খোঁজে বেরিয়ে গেল এবং ফিভার মিকচার নিয়ে ফিরে এল।

কল্পনা বিমলকে পাসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে বসুন। বিমল বসতেই সে বলে উঠল' পেটটা বড় কষ্ট দিচ্ছে'।

'পেটে কি হল, তখন তো কিছু বললেন না'।

'আমার বোধ হয় পিলে হয়েছে' কথাটা কানে যেতেই বিমল হেসে উঠল।

'হাসলেন যে দেখুন না'। কল্পনা পেটের আবরনটা তুলে ধরলে।

'তুই একদিনের জ্বরে পিলে হয়েছে কি যে বলেন'।

'দেখুন হয়েছে কি না' কল্পনা বিমলের হাতটি ধরতেই বিমল পেটে হাতটি রেখে বললে কিছুই হয়নি। ঐ সব বাজে চিন্তা মাথায় ঢোকাবেন না। বরং আপনার পেটে কিছু নাই, সারাদিন খাননি হয়তো ক্ষিধে পেয়েছে'।

'উপোস করলে ঔষধ পথ্য যে তুই ই এসে পড়ে'।

'কিছু খান পেটের বেদনাটা কমবে'।

'ছাই কমবে' কল্পনা পুনরায় বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বললে আচ্ছা এ্যাপেনডিসাইটিস হয়নি তো; দেখুন না'।

বিমল হাসতে হাসতে বললে 'ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করবেন'।

'ডাক্তার আমার গায় হাত দিলে তো আপনার খুব ভাল হয়' কল্পনা যেন অভিমান ভরে পাস ফিরে শুল।

'যা হয়নি তা বললে হাসি পায় না'।

'আপনি কি ডাক্তার যে সব জানেন'।

বিমল কল্পনার কপোল দেশে হাতটি তুলে বললে রাগ করবেন না, একটু প্রাণ খুলে হাসুন তো জ্বর ছেড়ে যাবে'।

'আপনার জন্য কি হাসবার যো আছে'।

সিড়িতে পায়ের শব্দ হতেই কল্পনা বলে উঠলে দরজাটা খুলে দিয়ে আসুন মা আসছে হয়তো।

'আমি তবে আসি'।

'আচ্ছা আসুন'।

বিমল দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। সুচেতা ঘরে এসে কল্পনাকে জিজ্ঞাসা করলেন। 'রাত্রে খাবি কি, ?

'কিছুই না'।

'ঐ তো তোর দোষ'।

'একটু দুধ গরম করে পাঠিয়ে দাওগে'।

'একটু দুধ সাবু করে দিইনা'।

'না থাক'।

সুচেতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কল্পনা ধীরে ধীরে বিছানার পরে উঠে বসলে ও নেমে পড়লে। সে বাহিরের বারাণ্ডায় এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষন পরে সে ধীরে ধীরে নিচেয় নেমে গেল।

বিমল ভালভাবে রাত্রে ঘুমাতে পারেনি। সকালে উঠে সে ভাবতে লাগল কল্পনাকে দেখতে যাবে, কিন্তু লজ্জায় আরষ্ঠতায় সে উঠতে পারলে না। নারীর চিন্তা তার সমস্ত মন জুড়ে বসে, অথচ সে সেটাকে এড়াতে চায়। নারীর প্রেমের আওতায় সে তার হৃদয়কে ধরে রাখতে

পারে না, উঠে আসে।—প্রেম! একি তার দ্বারা সম্ভব, বিমল চমকে ওঠে। তার চোখের সামনে দিয়ে জগতটা যেন উড়ে চলে যায়, সে চেয়ে দেখে রুগ্ন জির্ণ শীর্ন ব্যাথিত ক্লীষ্ট নর নারী। নারীর যৌবন পঙ্কে কমোল ফুটলেও সে এত ক্ষনিক যে প্রভাতের শিশিরের মত জ্ঞান সূর্য্যের উদয় হতে না হতেই লুপ্ত হয়ে যায়।

দিপালী ঘরে এসে দাঁড়াতেই বিমল জিজ্ঞাসা করলে 'কিছু বলবে'।

'মৃন্নু তো অসুধ পেলে না, আজ আবার কি হরতাল সুরু হয়েছে। ওকে তো দোকানে ঢুকতেই দেয়নি, একবার যাবেন? ইনজেকসানটা তো চাই'।

'আচ্ছা তুমি যাও আমি দেখছি' বিমল বললে।

'দেখুন তো কি ব্যাপার। কথা নেই বার্ত্তা নেই সব বন্ধ করে দাও, যেন সব খেলা পেয়েছে। যারা দিন মজুরি করে খায় তারা কি করবে ভাবুন তো? এই যে হরতালের জুলুম একি সাধারনের জন্য'?

'কাগজে কি কিছু পেয়েছ' বিমল জিজ্ঞাসা করলে।

'তিলকে তাল এবং তালকে তিল করতে ওদের মতম ওস্তাদ একটি ও নাই। দিল্লীর রাজনৈতিক জলসা হতে বীরত্বের অভিনয়ে বেরিয়ে আপনাদের কোন নেতৃপ্রধান কোন সামন্ত রাজ্যে ঢুকতে যেয়ে বাধা পেয়েছেন এ নাকি তারই প্রতিধ্বনি। প্রবেশের নিষেধাজ্ঞাকে উল্লঙ্ঘন করতে যেয়ে মানুষ যখন তার পরে পদাঘাত করতে চায় সে বড় দুঃখের। আইন ও আদেশকে উল্লঙ্ঘন ও অমান্য করার অধিকার সময়ে সময়ে আসে জানি, কিন্তু ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃনখণ্ডকে অস্বীকার করবার, কি পদাঘাত করবার, কি কারো কোন অধিকার আছে? স্বদেশ প্রেমের ব্যবসায়ে যে যতই ধনী হকনা কেন তার এই মূর্খ ঔধত্বের পরিনাম শুভ হবেনা। কৌরবের ডেমোক্রেসি কি পাণ্ডবের ব্যক্তিত্বকে পরাভব করতে পেরেছিল। গত বিশবৎসর ধরে দেখছি কংগ্রেসের পেছনে

দাঁড়িয়ে আছে গোটা কয়েক লোক, সে যেন তাদের ব্যক্তিগত ও দলগত সম্পত্তি। এই নেতৃত্বের মোসাহেবি করতে যেয়ে আমরা যখন, সময় নেই অসময় নেই, রাস্তাঘাট গাড়ি ঘোড়া দোকানপাট বন্ধ করে স্বদেশ প্রেমের গুণ্ডামি করতে ছুটি সে খুব মঙ্গলের হবেনা। কংগ্রেস তার নিজের আগুনেই নিজেই জ্বলে পুড়ে মরবে। দুঃখ যে পাইনি সে দুঃখের কি মর্ম্ম বুঝবে বলুন? অহিংসার নামে এই যে নিদারুন হিংসা এর প্রশ্রয় দিতে যাওয়া অন্যায়। আমাদের দেশের স্বদেশ প্রেমের ভিখারি গুলো মনে করে যে রাজনৈতিক সেরেস্তায় কেরাণী ও দালালের ভূমিকা নিয়ে তারা স্বাধীনতা আনবে, সে ভুল। মাল পত্তর মেয়েছেলে নিয়ে মানুষ যখন গাড়ি হতে নেমে এই প্রেম অরাজকতার মধ্যে এসে পড়ে তখন তার কি অবস্থা হয় ভেবেছেন? প্রতিবাদ করতে হয় নিয়মমত আইন সঙ্গত ভাবে দিনস্থির করে কর। তা না এ সব কি, শুধু গায়ের জোর ও উচ্ছৃঙ্খলতা। কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট বলতেই যে দিশেহারা হয়, জানিনা ভারতের প্রেসিডেণ্ট হলে তিনি যে কি করবেন'। বিমলকে বেরিয়ে যেতে দেখে দীপালি পুনরায় বলে উঠলে ডাক্তার বাবুকে হয়তো আসতে দেবেনা শুনছি সকলকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিচ্ছে'।

৬১

আগত জীবনের বোঝার ভারে অনাগত জীবনের কোন কথাই বিমলের মনে পড়েনা। মায়ের প্রত্যেক পত্রেই সে খুঁজে পায় দুঃখের বেদনা, দারিদ্রের সঙ্গীত। সে যেন চেয়ে দেখে তার ক্ষুদ্র গৃহের কোনে তার স্নেহের জীবনের প্রদীপ ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে।

সাময়িক ভাবে দুই এক জায়গায় কাজ করেও সে দেখেছে সংসারের দুয়ার পর্য্যন্ত তা যেয়েও পৌছায় না। সমস্তই প্রায় খরচ হয়ে যায়। অথচ সে তার বাঁচবার প্রয়োজনকে হিসাব মত যতটা পারে শুধু কমাইয়া আনে। দুবেলা দুমুটো ক্ষুধার অন্ন, এ হতে সে তাকে আর মুক্তি দিতে পারেনা। মায়ের কথা বাপের কথা তার মনে পড়ে, ও চোখ বেয়ে ছল ছল করে জল পড়তে থাকে। আজীবন ধরে সে শুধু দেখছে তাদের কত কষ্ট। হৃদয়ের শেষ বিন্দুটুকু ঢেলে দিয়েও তারা যেন হাসতে থাকে। স্বপ্নের পুরি কলিকাতা তার যেন সমস্ত স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে চলে যায়। সে দাঁড়িয়ে থাকে রিক্ত নিঃস্ব অর্থহারা।

যে শিক্ষার মূলে অর্থ, সেখানে সে নিজেকে শিক্ষিত বলতে চায় না। চাকরির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সে দেখে অনুপায়। কতজনের কাছে গিয়েছে অথচ আশা এতটুকু সে পায়নি।

সীতেশের কণ্ঠস্বরে সে বেরিয়ে যেয়ে দরজা খুলে দিতে দিতে বললে এতরাত্রে ফিরতে তোর লজ্জা করেনা।

'কলকাতায় আবার রাত্রি' সীতেশ ঘরে ঢুকে জামাটা ছাড়তে ছাড়তে বললে এক জায়গায় গান শুনতে গিয়েছিলাম মেয়েটি বেশ গান গায়'।

'সে তো গাইবেই মেয়ে কিনা। তবে এতটা সঙ্গীত প্রীতি তো তোর আগে ছিলনা ? কেউ কি তোকে মক্কেল পাকড়েছে নাকি ?

'জীবনটাকে তোর মত অত অসাড় করতে চাই না। তার যথেষ্ট মূল্য আছে। প্রেমের জন্য মানুষ পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়, প্রেম পেলেও তুই ছেড়ে দিবি' ?

'তাই বলে উলুবনে মুক্তা ছড়াতে হবে'।

'ফুলের বনে ঢুকতে গেলে মৌমাছির জ্বালা সামলাতে হয়, তার চেয়ে উলুবনেই ভাল, চল না একদিন। একটা রাত্র বইতো নয়, ওদের

সঙ্গে কাটিয়ে দেখনা দুঃখ আছে কি সুখ আছে'?

'মাপ কর ভাই' বিমল হাত জোড় করলে'।

'তা যাবে কেন, সীতেশ বললে'।

'নারীর প্রেম যে চাঁদের মতনই কালো। ঐ প্রেমের জঙ্গলে ঢুকে যারা বেরোতে পারেনা, পথ হারিয়ে ফেলে, তাদের মনে বনের একটা স্নিগ্ধতা থাকলেও শান্তি নাই। বিমল কথাগুলি বলে একটু থামলে, কিন্তু সীতেশকে চুপ করে থাকতে দেখে পুনরায় বলে উঠল, নারীর প্রেম সে তো বরসির প্রেম তোর এত ভাল লাগে, ছি বিয়ে করেছিস্ তোর তো অভাব নাই'।

'তোর কথা শুনলে হাসি পায়। দুনিয়া আজ আমার দিকে। তোর ঐ ভোট বিতাড়িত আদর্শ নিয়ে বাঁচতে পারবনা। জানি কলেজে তুই ভাল ছেলে ছিলি, ফাষ্ট ক্লাস পেয়েছিস, কিন্তু থার্ড ক্লাসের ভোটের শক্তি আজ এত বেশি যে এই ডেমোক্রেসীর যুগে তোর ঐ ফাষ্ট ক্লাস কি মূল্যহীন হয়ে পড়েনা' সীতেশ বলতে বলতে হাউ হাউ করে হেসে উঠল।

'তুই বলতে চাস মেষের চেয়ে মেষপালকের মূল্য কম। সংখ্যা ডেমোক্রেসী সে তো সম্পূর্ণ গায়ের জোর? সৈন্যদের সংখ্যা বেশি তবুও রাজার আদেশ পালন করতে বাধ্য'।

'রাত হয়েছে যেয়ে শুয়ে পড়গে' সীতেশ বিমলকে সম্বোধন করে বললে।

উমা চলে যাওয়ার পর সীতেশের এ ভাবান্তর বিমল বেশ লক্ষ্য করেছে।

৬২

সেদিন সন্ধার পর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে সীতেশ বিমলকে ধরে বসল চলনা সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবি।

বিমল বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, কেন ছাই রোজ রোজ বিরক্ত করিস বলতো। উমাকে তোর যদি ভাল না লাগে যাকে ভাল লাগে তাকে বিয়ে করে ফেলনা ছাই। উমার দিক দিয়ে সেটা খুব কস্টকর হলেও সমাজের দিক দিয়ে তো ভাল'.।

সীতেশ হাউ হাউ করে হেসে উঠলে ও বলতে লাগল' সবাইকে কি বিয়ে করা চলে, পাগল কোথাকার। বেশ্যার বাদবিচার নেই বলে একি সব জায়গায় খাটে। প্রেমের অভিনয়ে নেমে কি পরিচয় দেওয়া চলে, বিয়ে করা কি চলে? বিবাহ যে প্রেমের পরিচয় এনে দেয়। অভিনয় যে কোন একটা মেয়ে হলেই চলে, কিন্তু পরিচয় তো তা নয়। ষ্টেজের পরে যে তোর বউ সাজে, তাকে যদি বিয়ে করতে হয় তবেই তো হয়েছে। তখন অভিনয় অভিনয় থাকবেনা হয়ে পড়বে সংসার'।

বিমলের নিরবতাকে লক্ষ্য করে; সীতেশ পুনরায় বলিয়া উঠিল, 'চরিত্র চরিত্র করে তোর মত একদল দুর্ব্বল চরিত্রের লোক সর্ব্বদাই লাভবান হতে চায় কিন্তু আর উপায় নাই'।

'এ তোর ভুল। আজ হয়তো বয়েসের মোহে উত্তেজনার প্রাচুর্য্যে সে বোধ তোর হারিয়ে ফেলেছিস! কিন্তু এ বোধ তোর আসবেএবং তুই দেখতে পাবি জীবনকে নিয়ে কি পরিমানে ভুল করেছিস'। প্রেমের ষ্টেজে নেমে অভিনেতার ভূমিকায় অভিনেত্রিকে ভালবাসা যায় না,

সত্য তবে সেই দৃশ্যের অবতারণা করা চলে' ।

'তোর ঐ চরিত্র নিয়ে কি পেটভরে ছাই । এ ভুল সবাই করছে' ।

'পেটে যাদের শশ্মান ঢুকেছে কি মরুভূমি তাদের পেট কোনদিন ও ভরবেনা ।—জগতে যারা খড়ের মতন পুড়তে এসেছে, দুঃখের জন্যই যারা সৃষ্ট, তাদের সুখ সে তো মরবার সুখ' ।

'মাথার চুলগুলি আঁচড়াতে আঁচড়াতে একখানি চেয়ারে বসে সীতেশ বলে উঠল 'এই ধর্ম্মভীরু ক্লাসটা চিরকালই দুর্ব্বল । এদের নিজেদের কোন শক্তি নাই, শুধু সমাজের বোঝা । সব সময়ে ভগবান ভগবান করে অথচ সে বেটা পোছেও না । নিজেদের প্রতিশোধ নেবার কি প্রতিরোধ করবার এতটুকু ক্ষমতা নাই । শুধু উপরের পানে চেয়ে থাকে । ভগাবেটার কোন সাড়া মেলাই দায় । সে বেটা মরেছে কি বেঁচে আছে কি কোন বেনামদার এসে জুটেছে তার ও ঠিক নাই' ।

বিমল কহিয়া উঠিল, সাড়া প্রতি পদে পেয়েও যারা স্বীকার করতে চায়না তাদের কথা সতন্ত্র । যুবতির বুকের পরে যারা সমাজকে ভুলে যায়, জাতিকে অবহেলা করে, তাদের মতন মুর্খ খুব কমই আছে । তুই বলতে চাস যে তুই নাস্তিক । কিন্তু নাস্তিক যে কেউ নাই । সবাই নাস্তিকের গর্ব্বকরে বটে কিন্তু ছোট খাট একটি আস্তিক । আস্তিক আজ নাস্তিক । সৃষ্টিকর্ত্তাকে বিশ্বাস করিনা সে শক্তি নাই, অথচ তার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সত্বা যে নারী তাই নিয়েই পাগল, জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চাই । এ যেন সমুদ্রে তৃনখণ্ড বৎ' । তোরা সব কিছুই বিশ্বাস করিস দেহের গণ্ডির মধ্যে, কিন্তু গণ্ডির বাহিরে এলেই প্রবৃত্তি রূপ রাবণ তোদের হরণ করে নিয়ে যায় । শিশু দেখে বিশ্বাস করে ; কিন্তু তুই তো আজও শিশু নস । রাজাকে তোরা বিশ্বাস করিসনা, তাকে দেখবার মত ক্ষমতা ও যশ নাই, তবে তার ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র প্রতিনিধিকে দেখে সেলাম ঢুকে আনন্দ পাস । একটি টাকা যে দিনান্তেও রোজগার করতে পারেনা সে কি বিশ্বাস

করতে পারে যে মানুষ মিনিটে মিনিটে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে'

'যাকে পেয়েছি কি দেখছি তাকে স্বীকার করতে বাধ্য'।

'না দেখার বাহিরেও একটা জগত আছে বিমল বলিয়া উঠিল। দেহটাকে দেখা যায় কিন্তু তার ভিতরে কি আছে সে কি লক্ষ্য হয়। যৌবনে বাল্যের দর্শন পাওয়া যায়না, এবং বার্দ্ধকে ও তাকে দেহে খুঁজে মেলেনা তাই বলে সে কি অবিশ্বাস্য। প্রেমের জন্য আগে মানুষ সাধনা করত আজ প্রতারনা করি। দেহের ভিতরে যে একটা জগত আছে সেই মানুষের জগত। ম্যানসিক ও দৈহিক দৃষ্টির বাহিরে ও একটা দৃষ্টি আছে। লোককে না দেখেও তার ছবির পরে আমাদের যে প্রত্যয় জন্মে তেমনি মানসিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি। রাজাকে আমি দেখি নাই কিন্তু তার প্রতিনিধির দিকে চেয়ে তাকে বিশ্বাস করি। শাস্ত্রাদি গ্রন্থাবলী ও সেইরূপ। হিন্দুর ধর্ম্মে চার্ব্বাক আছে, উপনিষদ ও আছে, এই সর্ব্বভৌমিক সর্ব্বতান্ত্রিক ধর্ম্ম জগতে আর নাই। ধর্ম্মের নামে হিন্দু নরহত্যা চায়নি। হিন্দু ব্যক্তি বিশিষ্টের পূজা করেনা। সে সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিশিষ্টেব নামে প্রতিমা গড়ে ও আরাধনা করে। আমার ঠাকুর দাকে আমি দেখিনাই কিন্তু বিশ্বাস করি। যে ছেলে জন্মাবায় সঙ্গে সঙ্গেই পিতৃমাতৃহীন হয় সে কি তার পিতামাতাকে অবিশ্বাস করে, যদি করে তাতে তার পিতামাতার কিছুই আসে যায়না, সে নিজেই নিজের জারজত্ব টেনে আনে। মানুষ মরে যায় তার দেহ থাকে কিন্তু আমরাই তাকে পুড়িয়ে ফেলি। তোদের এই দৃষ্টি কৃপনতা খুব সুখের নয়'।

'তোর মত অতটা অক্ষম হতে পারবনা সীতেশ কহিল'।

'তুমি যে অক্ষম নও একি হাত পা মেপেই শেষ করতে চাও। এ সক্ষমতা তোর চেয়ে হয়তো পশুর অনেক বেশি'।

'অক্ষম কিনা সে উমাকেই জিজ্ঞাসা করলে পারিস। অক্ষম হলে বিয়ে করা চলে প্রেম করা চলেনা'।

'তুমি যে অক্ষম নও এ যেমন সত্য তেমনি তুমি যে অক্ষম এ তেমনি সত্য। বিয়ে করেছিস ছেলে মেয়ের বাপ হতে চলেছিস এখনও কি তোর প্রেমের নাবালকতা সাজে'।

'তুই একটা জীনিষ বড় ভুল করিস সীতেশ বলিয়া উঠিল, যে আমার সে তো আমার আছেই নূতন কিছু নয়। কিন্তু যে আমার নয় তাকে পাওয়ার একটা আনন্দ আছে'।

'যে সকলের, অর্থই যার প্রেমের বিনিময়, তাকে পাওয়ার আনন্দ, সে কি হৃদয়ের আনন্দ না প্রবৃত্তির আনন্দ'।

'স্ত্রীর প্রেম কি আজ অর্থের বিনিময় নয় বলতে চাস! টাকা না থাকলে তোকে কেউ মেয়ে দেবে। এক একটি করে টাকা গুনে নিয়ে লোকে মেয়ের বিয়ে দেয়"।

'বিবাহ প্রাণের প্রতিষ্ঠা চায়। বেশ্যার প্রেমের আবর্জ্জনায় নিজেকে ভুলে যাসনে, চাপা পড়িসনে। বেশ্যা অর্থ চায় নিজের জন্য, তোকে সর্ব্বসান্ত করতে, স্ত্রী অর্থ চায় সংসারের জন্য, তোকে প্রানবন্ত করতে। বেশ্যা তোর নিছক বর্ত্তমান, স্ত্রী তোর বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ও অতিতের শোভা ও স্মৃতি;

'তোর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নাই। মানুষ যেমন স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে একটু হাওয়া বদলাতে চায়, মনের দিক দিয়েও তার দরকার আছে'। জগতে সে মেয়ে কি না এটুকু জানবার অধিকার কি আমার নাই। আমার যে নয় অথচ আমার, আমার স্ত্রী নয় অথচ আমার স্ত্রী, এর যে গভীর প্রেরণা ও সুখ আছে সে বড় মধুর'।

'এ অধিকার তুই তোর স্ত্রীকে দিতে পারবি। সে কি বলতে পারেনা লোক গুলো পুরুষ কিনা এ জানবার একটা অধিকার তার আছে। দেহের একটা ব্যায়রাম আছে, তার জ্বর হয়, শ্লেষ্মা হয়, মাথা ধরে, তেমনি মনেরো একটা ব্যায়রাম আছে। তোর এ সব উক্তি

রোগের লক্ষণ। আমাদের দৈহিক ব্যাধি আজ এত বেড়েছে যে মানসিকের দিকে লক্ষ্য দিতে পারিনা। পথ্য আগে অনেকটা ঔষধের কাজ করত, তাও খাওয়ার বিচারের অভাবে লোপ পেতে বসেছে। আজকাল খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটি হোটেল ও রেস্টুরেণ্টের হাতে তুলে দিয়ে, স্ত্রীকে আফিসে পাঠিয়ে, রান্নাঘরে শিকল তুলে, আমরা মনে করি স্বাধীন হয়ে পড়েছি! কিন্তু এই যে প্রতিচ্যের স্বাধীনতা এ তো স্বাধীনতা নয় পরাধীনতা। চোখে চশমা দিয়ে তার কাঁচটা বদলে দিলেই জগতটা বদলে যায়না। প্রেমের আলেয়া তার প্রহেলিকা বড়ই দুঃখের'।

'একের আনন্দ নিয়ে বহুর আনন্দ আসেনা, সীতেশ বলিয়া উঠিল। ঈশ্বর এক হ'লও বহুরূপি। রূপই তো সৃষ্টি। রূপের মূলে আছে রস। একত্বের মাধ্য দিয়ে বহুত্বের যে প্রেরনা এ থাকবেই'।

'সর্ব্ব আনন্দের মূলে তো সেই এক। পাত্রের তারতম্যের মধ্যদিয়ে দৃষ্টির তারতম্য আসে আনন্দের তারতম্য আসেনা। ঈশ্বর এক। বহুর মধ্যে যে একত্ব সেই তো ঈশ্বরত্ব। এক মাটির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে কত কি? সে মাটির রূপ নয় কুম্ভকারের রূপ। আমাকে যেখানে নিয়ে যাস সেখানে আমি একই থাকব, তবে ভারতে ভারতবাসি চিনে চীনবাসি বলে হয়তো পরিগণিত হব। একি নূতনত্ব? একই নারীর দেহে নূতনের আবির্ভাব তো সম্ভব নয়। নারী রূপ রস সমুদ্রে প্রেমের অবগাহনে নেমে ঢেউ না গুনে দেখলে দেখবি সে বহু নয় এক। বাঙ্গালীর বুদ্ধি আছে, তবে দুঃখের মধ্যে সে সেটুকুকে এতটা তরল করে ফেলে যে, সেটুকুকে দেহের সঙ্গে ভাল ভাবে নিয়োজিত করতে পারেনা বলেই বাস্তব জগতে পিছিয়ে পড়ে'।

'বহু ভোক্তা পৃথিবী যেখানে বহুর গতি তুই কি দিয়ে রোধ করবি? সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে একটা প্রেরনা আছে, সেটা হল কর্ম্মের বীজ এবং জগত তার ক্ষেত্র'।

'তোর সবই গায়ের জোরের কথা, প্রেম করবি গায়ের জোরে, কথা বলবি গায়ের জোরে, বিচার করবি গায়ের জোরে, বুঝতে মোটেই চাসনে'।

'আর তোমার সব গোসফেল। এত আনন্দের মাঝে তুই যে কেন নিরানন্দ ভেবে পাইনে'।

'অন্ধকার ঘরে প্রদীপকে জড়িয়ে না ধরে যা সহজেই নিবে যায়, দুঃখের ঝড় হলে তো কথাই নেই, সূর্য্যের আলোয় বেরিয়ে আয় দেখবি জীবনের কত আনন্দ। আধ ভরি সোনা নিয়ে সেকরার কাছে না গিয়ে তুই যদি দেহ কামারের বাড়ি যেয়ে হাজির হস্ সে কি খুব সুখের হবে'?

'তুই হয়ে পড়েছিস রিটায়ার্ড লিষ্টের লোক। তোকে যে কেন জগতে পাঠানো হয়েছে ভেবেই পাইনা'।

'ঈশ্বর সম্বন্ধে তোর এ সব মন্তব্য বড়ই দুঃখের। অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেয়ে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের ও জাতির যে কতটা ক্ষতি করেছে এ ভাববার কথা'।

'ভগবান কি আছেন তুই বলতে চাস, তিনি রিটায়ার্ড করেছেন। হয়তো অবসর প্রাপ্ত পেনসন ভুক্ত কর্ম্মচারী। কতদিন যে আর দুনিয়ায় পেনসন টানবেন সে তোরাই জানিস। তার বংশধর তো কেহ নেই, থাকতেও পারে না, যেহেতু তিনি তোর গুরু, মেয়ে মানুষ হয়তো স্পর্শই করেন না, তাই তোর মত পোষ্যপুত্রকে দিয়ে পেনসনের কাজটা চালাতে হচ্ছে। আর তা না হয়, দশে মিলে তারে ঠেঙ্গিয়ে মেরেছে। বানপ্রস্থে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। মানুষ যদি ভগবানের মত অতদিন বেঁচে থাকতে পারত, তা হলে শিক্ষায় দীক্ষায় বিদ্যাবুদ্ধিতে কর্ম্মদক্ষতায় তাঁকে ছাড়িয়ে যেত। এই জন্যই ঈশ্বর নিজেকে অমর করে মানুষকে মৃত্যুশীল করে তুলেছেন। সমুদ্র মন্থন সে তো নর নারীর প্রেমের রূপ, অথচ তুই তার অমৃতের খোঁজ না করে বিষের খোঁজ যে ভাবে করছিস্ ভয় হয়।

দেশে অর্থের কম্যুনিজম ফুটে উঠেছে, কিন্তু মনের কম্যুনিজম প্রাণের কম্যুনিজম সে কোথায়? এ জগতে যে যত সুখের অন্বেষণ করে সেই তত দুঃখী'।

"মানুষ মরেনা আমরা হয়তো তাকে মেরে ফেলি। সূর্য্য যেমন অস্ত যায়, মানুষও তেমনি ডুবে যায়। স্মৃতির চন্দ্রালোকে সূর্য্য যেমন জেগে উঠে মৃত্যুও তাই। মানুষ হয়তো হারিয়ে যায়, চোখের আড়াল হয়, মরেনা। মানুষের অভিনয়ের শেষ আছে পরিচয়ের শেষ নাই। অভিনয় ঠিক পরিচয় নয়। মানুষকে মেরে ঈশ্বর নিজে বাঁচতে পারেন না। গাছকে মেরে ফুল ফুটতে পারে না। ফুল ঝরে গেলেও ফুল কি আবার পুনরায় ফুটে ওঠেনা? তেমনি মানুষ। হিন্দু প্রতিমা গড়ে, দেবতার আবাহন করে, পূজা দেয়, কিন্তু বিসর্জ্জন শুন্য নয়, এবং যারা এটুকু দেখতে পান না তারাই হিন্দুকে পৌত্তলিক বলে আখ্যা দেন। প্রতিমা সে তো বিভিন্ন কর্ম্মের ও আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের সত্যকে আজ তা হারিয়ে ফেলেছি"।

সীতেশ হাসতে হাসতে বললে এর মধ্যে আবার ব্রহ্মচর্য্য এনে ঢোকালি কেন? ও ছাই আর ও মাথা বিগড়ে দেয়।

"বড়লোকের পেটে ঘি দুধ সয়না তাই বলে সে সব কি খারাপ"?

"যাই বল্ ভাই। ও সহ্য হয় না। শরীর আরও গরম হয়, মাথা ধরে, মেজাজ খিটখিটে ও মন চঞ্চল হয়"।

'স্রোতের জল সহজেই নিচেয় নেমে যায়, এ জলের স্বভাব, অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব। জলকে উপরে তোলে সূর্য্য এবং এখানেই হয় মেঘের সৃষ্টি অর্থাৎ জীবনের সৃষ্টি। জল যে শুধু নিম্নগামী এ ভুল। সে উদ্ধগামীও। জলের মত জ্ঞানের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রবৃত্তি উপরে ওঠে; এবং অজ্ঞান ও অব্রহ্মচর্য্যের ভিতর দিয়ে সে নিচেয় নেমে যায়। বিশাল সূর্য্যকে যেমন মেঘে ঢেকে ফেলে তেমনি জ্ঞানরূপ বিবেক সূর্য্যকেও প্রবৃত্তি

ঘিরে দাঁড়ায়'।

"সংসারে জন্ম নিয়ে যদি সংসারের বাহিরে যেয়ে পড়তে চাস এ বড় দুঃখের ভাই। আমার বিশ্বাস সীতেশ বলিয়া উঠিল আমরা ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মচর্য্য করেই এতটা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি; এবং তার সুযোগ নিয়েছে বিদেশী। মহাভারতে তো পেয়েছিস ভীমের শক্তির রহস্য কোথায়? আহারে ভোজনে আর রমনি রমণে কে আছে ভীমের মত এ ধরনীতলে। এ কি ভুলবার? রাবন এত শক্তিশালী হল কি করে, তোর ঐ ব্রহ্মচর্য্যে নয়? এ সব শাস্ত্রের কথা এ তো তুই বিশ্বাস করবি'।

"এই জন্যই হয়তো শাস্ত্র পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। মূর্খ চিরকালই তার কুঅর্থ করে। সেই তার বিদ্যাবুদ্ধি। ভীম যে কত শক্তিশালী ছিল সে স্বর্গারোহনের সময় বুঝতে পারা গিয়াছে। পশুর শক্তি নিয়ে মানুষ বড় হতে পারে না। তা হলে পশু মানুষের পরে কতৃত্ব করত। ভীম যদি আমাদের শক্তির আদর্শ হতেন যুধিষ্টিরকে পাণ্ডবরূপ মহাশক্তির আদর্শ রূপে পেতাম না। রাবনের শক্তি যদি বড় হত, ব্রহ্মচারী রাম তাকে হত্যা করতে পারতেন না। রামকে ব্রহ্মচারী করে শক্তিশালী করতেই বিশ্বকবি সীতাহরনের ব্যবস্থা করেছেন; এবং তার প্রভাব এত বেশী যে পর জীবনেও সীতাকে নিয়ে ভালভাবে সংসার করতে পারেন নাই'।

"ব্রহ্মচর্য্যের খাতিরে তুই বলতে চাস লোকে বিয়ে থা ও করবে না'।

"ব্রহ্মচর্য্য হয়তো বিবাহের পূর্ণবস্থা। বিবাহের মধ্য দিয়ে মানুষ পূর্ণ ব্রহ্মচারী না থাকলেও ব্রহ্মচারী থাকে। স্ত্রীকে যদি আত্মারূপে শ্রদ্ধারূপে গ্রহন করা যায়, ইন্দ্রিয়ের উপাদান না মনে করি, দৈহিক অভাব অভিযোগের কেন্দ্র না করে তুলি, ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গহানি হয় তবে সে মারা পড়েনা। প্রেম পুজা, তার আয়োজন আছে, আবাহন আছে, উদ্বোধন আছে, এবং অর্চ্চনা হয়, তবে বিসর্জ্জন নাই। বিমল একটু থেমে পুনরায় বলে উঠলো, তোর জীবনের এই কলঙ্কের কাহিনী কি তোর বৌকে বলতে

পারবি' ?

"তবেই হয়েছে। অতটা সত্যবাদী হলে কি রক্ষে আছে। মহাভারতের ব্যবস্থাও তুই মানতে চাস্না। লোকের প্রাণ রক্ষার্থে, গুরুর আজ্ঞা পালনার্থে, ও স্ত্রীর মনতুষ্টির জন্য মিথ্যাকথা দোষনীয় নয়। এইতো মহাভারতের উক্তি ? সীতেশ থামলে কিন্তু পুনরায় বলতে লাগল' নারীর পরিচয় বিনা তুই জগতের পরিচয় কি করে পাবি ? তার অদ্ধেক যে তোর কাছে অন্ধকার থেকে যাবে। পিচ্ছল পথে যষ্টি যদি বাঁধন হয়, অন্ধকারে যদি আলোককে নিন্দা করি, সে কি খুব ভাল কথা। প্রবৃত্তির দস্যুবৃত্তির হাত হতে নারীরূপ কুঠারের সহায়তা যদি কেউ না লয় সে কি প্রশংসার' ?

"ছাই দিয়ে আগুন ঢাকতে যাসনে বিমল কহিতে লাগিল, ভাষার ছাই ঢেলে সত্যকে কি লুকিয়ে রাখা যায়। তোর দেখছি কুমোরের বাড়িতে যাতায়াত আছে। কুমোরের চাকা ঘুরতে তো দেখেছিস্। সেই তার পৃথিবী। সেইখানেই সে নিয়তই সৃষ্টিকর্ত্তা। সে ও মনে করে তার চাকা না ঘুরলে সৃষ্টি থাকবে না। সৃষ্টিকর্ত্তা সাজবার লোভ এতই বেশী। শিল্পীর একটা জগৎ আছে, সাহিত্যের একটা জগৎ আছে, তবে সে প্রাণহীন হলেও প্রাণে কি সাড়া আনে না। বিমল থামলে এবং পুনরায় বলিয়া উঠিল, নারীর যৌন উপত্যকায় উঠে যারা পৃথিবীকে ভুলে যায়, আকাশের শুন্যতায় মন ভরে তোলে, মেঘের রূপে মুগ্ধ হয়, তারা খুব সুখী হয় না। নারীর প্রেমের দরবারে দাঁড়িয়ে যারা বিচার করতে চান, তার প্রেমের মজলিসে বসে তন্ময় হয়ে পড়েন, নারীর প্রেমকেই যারা জীবনের সত্য ও আনন্দরূপে গ্রহন করেন, তারা ভুলে যান নারী শুধু প্রেম নয় প্রেমিকাও বটে। পুরুষের প্রেম সৃষ্টির আলো কিন্তু নারীর প্রেম বরষার ধারা"।

"তোর সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। ওর শেষ নাই"।

"কুতর্কের শেষ নাই, সুতর্কের শেষ আছে" বিমল কহিল।

"ভোগের মধ্য দিয়ে আত্মার যে একটা সন্ধান পাই, ত্যাগের মধ্য

দিয়ে তা প্রায়ই হারিয়ে ফেলি। রক্ত মাংসের সংসারে অতটা বাড়াবাড়ি ভাল না"।

'দেহটা রক্ত মাংসের হলেও মানুষ তো ঠিক রক্ত মাংস নয়। ত্যাগ ব্যতীত ভোগের পুরন আসে না, বিশেষতঃ তোর ঐ অন্ধ ভোগ সে দুঃখের"।

"জগৎ যেখানে পাগল সেখানে তোর ও সব উক্তি খাটবে না"।

"ভোগকে রোগের অধ্যায়ে টেনে নেওয়া উচিত নয়। উন্মাদের উন্মাদনা যখন ভোগের প্রেরনা হয়ে দাঁড়ায় সে কি ভাল ? বিমল বলতে লাগিল, বাহ্যদৃষ্টিতে জগৎ ভোগের বশ হলেও অন্তদৃষ্টিতে সে চিরকাল ব্যর্থতার বাণী। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যদি বন্দুক ঘাড়ে করে পৃথিবী জয়ে বেরোয় সে যেমন হাস্যাস্পদ, তেমনি ভোগ যদি একমাত্র যৌন প্রবৃত্তিকেই সম্বল করে পৃথিবী জয়ে বেরিয়ে থাকে হয়তো একই রকম ভুল করেছে। জৈব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরুষ নারীর জীবনে, এবং নারীর পুরুষের জীবনে প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই কি সৃষ্টির সবটুকু ? ঐ যে খণ্ড ভোগ ও তো অখণ্ড আত্মায় পৌছেনা। সম্পূর্ণ দৈহিক। যৌবনের প্রথম দিকটা পুরুষ শেষের দিকটা নারী'।

"ঢের হয়েছে চলতো দরজাটা দিবি সীতেশ বিমলের হাতটি ধরে বলতে লাগল, তোকে নেতা হতে দেখলে আমি খুব সুখী হব। যদিও তোর মত নেতৃত্বে সতীত্বের সম্ভাবনা খুব বেশী হলেও লাম্পট্য যে থাকবে না ভাই"।

বিমল ধীর কণ্ঠে উত্তর করলে 'রাজনীতি আজ রাক্ষসনীতি। হিংসাই আজ এর বিশিষ্ট ক্ষেত্র। অহিংসার দ্বারা তাকে একটু সংযত ও শুদ্ধ করা যায় মাত্র। রাজনীতি যদি রক্ষানীতি না হয়ে ধ্বংসনীতি হয় সে প্রকৃতই দুঃখের। মানুষ মানুষকে মারলে ফাঁসি যায়, কিন্তু রাজনীতি নিয়তই যে লোক হত্যা করছে, লক্ষ লক্ষ লোককে না খেতে দিয়ে মারছে দেশ বিদেশে এর তো কোন বিচার নাই ? চাকরের ভূমিকায় আজ শুধু

সরকারী চাকুরেরাই মনুষত্ব হারায়নি, আমরাও হারিয়ে ফেলি। জীবনের সত্য ন্যায় ও আদর্শকে পদদলিত করে ঐ যে দাসত্বের প্রলোভন ও বীরত্বের অহমিকা এ কি তোর মধ্যেও নাই। সামান্য ঐ চাকরীর জন্য তুই তোর ফার্ম্মের হয়ে কি না করছিস্ বলতো। বিবেক কে বলি দিয়ে মানুষের গলায় ছুরি দিতেও ইতস্ততঃ করিস না। দুটো পয়সা পাবি। চাকরীর জন্য, দেশী ও বিদেশী, সরকারী বেসরকারী ও সওদাগরি, সত্য ও ন্যায়ের বিনিময়ে মানুষ যখন নিজেকে বলি দিয়ে চলে, তার চেয়ে দুঃখের কি আছে বল? তাই সে এত ঘৃন্য। নতুবা তার ও মূল্য আছে সম্মান আছে। দাসত্বের উচ্চশীখায় উঠে দাস তার নেতৃত্বের গরিমায় মুগ্ধ হয়, সে মূর্খতার চরমতা মাত্র। বিমল একটু থেমে বলতে লাগল' মানুষ যে মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে চায় না এর চেয়ে ভয়াবহ অবস্থা মনুষের কিছুই নাই। বিভিন্ন তারতম্যের মধ্য দিয়ে যে সত্বা সেই তো সত্য। আক্রমন মূলক রাজনীতি প্রতিরোধ মূলক রাজনীতির চেয়ে অনেক ছোট। হিন্দু জানে এই তার দেশ, মাতৃভূমি, এর বাহিরে তার আর কিছুই নাই, তাই তার শক্তি বেশী, কিন্তু পাকিস্থানের বীরত্ব সে তো জমিদারের বীরত্ব, প্রভুত্বের স্পদ্ধা, তাই তার শক্তি খুবই কম। যে নিজের দেশ ও জাতির জন্য বাঁচতে চায় এবং যে রাজত্বের অভিনয়ে নামে এদের মধ্যে তারতম্য আছে। পাকিস্থান যদি প্রকৃতই ধর্ম্মস্থান হয় সেখানে কবর স্থানের নীতি কখনই গ্রহন যোগ্য হতে পারে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার মারফত যারা স্বাধীনতাকে বিদায় দিতে চান, বিদেশী পরায়ন, এবং এই অজুহাতে যারা ভারতের স্বাধীনতার অন্তরায়, তারা হয়তো ভুলে যান এর প্রতিক্রিয়া ভাল হয় না। বিরোধ সর্ব্বত্রই আছে। আমেরিকার শ্বেত ও নিগ্রো কলহের মধ্য দিয়ে কি এই প্রমানিত হয় যে তারা স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়। সেখানে তো ভাগাভাগির কোন প্রশ্ন ওঠে না। সাম্প্রদায়িকতা সুস্থ সবল দেহের মতন যখন মনের পরে দাঁড়িয়ে থাকে সে ভাল, কিন্তু সে যখন

রোগের আকার ধারন করে, বিশেষ করে সংক্রামক হয়ে ওঠে, সে বড় ভয়ানক। বাঙ্গলা আজ ও দৃশ্যতঃ না হলেও ভারতের রাজনৈতিক পুরোভাগে, যে রাজনীতিক দুঃখ কষ্ট ও ঝড় ঝাপটা ও সম্প্রদায়বাদের বিভিষিকার মধ্য দিয়ে সে পথ বেয়ে চলেছে তাহা প্রকৃতই মর্ম্মস্পর্শী। কংগ্রেসের কাল্পনিক উদার জগতের সঙ্গে তার কোন সংস্পর্শ না থাকলেও সে যে বেঁচে আছে এ তো ভুলতে পারি না। বাঙ্গলার উদারতাকে সরলতাকে যারা দুর্ব্বলতা ও দরিদ্রতা বলে মনে করেন তারাই আজ বাঙ্গলার শত্রু। পুত্র কন্যা বড় হয়ে যদি মা বাপকে ভুলে যায়, সে যেমন দুঃখের, তেমনি এই ধরনের অকৃতজ্ঞতা আজ ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙ্গলার প্রতি বেশ লক্ষ্য হয়। বাঙ্গালীই বর্ত্তমান রাজনীতির জন্মদাতা, সেই হয়তো তার জন্য প্রথম জেলে গিয়েছে, আন্দোলন সুরু করেছে, দুঃখ পেয়েছে, অথচ আজ তার দোষেই হক অদোষেই হক সেই লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত। বাঙ্গলা যে আজ ও ভারতের রাজনৈতিক দুঃখের পুরোভাগে এ তার আনন্দের। অহিংসার মজলিশে বসে স্বদেশ প্রেমের বেশ্যার অভিনয় দেখতে সময়ে সময়ে আমার একটু দুঃখ হয়, সংমাতার মত ব্যবহারে হৃদয় ভেঙ্গে পড়ে। অহিংসার জগতে বুদ্ধের পরে হয়তো চৈতন্য দেবের স্থানই লক্ষ্য হয়। এবং সেই কি বাঙ্গলার সংস্কৃতির অন্যতম দুর্ব্বল স্থল ? তাই কি বাঙ্গালী পড়েছে ? নেতৃত্বের মসনদে বসে ব্যক্তিত্বের পরিহাস ভাল নয়। ব্যষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির একটি পরিণয় আছে। কিন্তু ব্যষ্টির দাসত্ব, কি তার হুকুমের তাঁবেদার হতে যাওয়া ব্যক্তির উচিত নয়। ব্যক্তিত্বকে মন্থন করলে হয়তো ব্যষ্টিত্ব আসে। ব্যক্তিত্ব বহুল হিন্দু ব্যষ্টিত্বের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারে না। যার রূপ আছে রস আছে ছন্দ আছে তারই প্রাণ আছে। ব্যক্তি বীজ কিন্তু ব্যষ্টি তার ক্ষেত্র। বাঙ্গালী যেদিন কংগ্রেসকে গ্রহণ করেছিল, তাকে বিদ্রূপ জানিয়েছিল সমগ্র ভারত, কিন্তু ধীরে ধীরে সে যত বড় হতে লাগল, ততই সে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগল বাঙ্গলা

ও বাঙ্গালী হতে। বাঙ্গালী আজ যা গ্রহণ করে একদিন তারই মহিমায় সারা ভারত এগিয়ে আসে'।

"তোর হল কি বলতো" সীতেশ বিমলকে একটু ধাক্কা দিলে।

বিমল উঠলে এবং পথ চলতে চলতে বললে, চোর ডাকাতকে আমরা নিন্দা করি ভাই, কিন্তু ধনী যে তার চেয়ে নিন্দনীয়। চোর ডাকাতের অপরাধের একটা সীমা আছে, কিন্তু ধনীর অপরাধ অসীম। ধনীর পাপেই আজ জগত ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। অর্থের অহঙ্কারে জগতে আজ যে বিভিষিকার সৃষ্টি হয়েছে সে প্রকৃতই দুঃখের। ধানকে যেমন ঢেঁকিতে ছাঁটা হয়, গমকে যেমন পেষানো হয়, আজ ধনীর ধনক্ষেত্রে তার কল কলকারখানায় কি তাই লক্ষ্য হয় না? ইনসিওর কোম্পানীর কাছ হতে সামান্য দুই পাঁচ টাকা পাওয়ার লোভে দরিদ্র কুলি নিজের হাতের পায়ের আঙ্গুলকে ইচ্ছা করে মেসিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় কেটে ফেলতে। এর চেয়ে ভয়াবহ দৃশ্য জাতির জীবনে আর কি কিছু থাকতে পারে'?

সীতেশ বেরিয়ে গেল বিমল দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

৬৩

বিবাহের পরে দীপালি বেশ একটু বদলে গেল। অনেক মেয়েই তা যায়। কেবল যায় না আজকালের অতি আধুনিকেরা, যারা বাঙ্গলার যৌবনে মরুভূমি গড়ে তুলে, তৃষিত চাতকের মত দিবারাত্রি কাটিয়ে এসে হা প্রেম হা প্রেম করে, অতি বয়সে বিবাহের পরে শুধু খোলসের বিনিময় করেন। ফসল আনতে গেলে যেমন কৃষককে জমিতে চাষ বপন ও রোপন করতে হয় তেমনি প্রেম। নারী প্রেমের ক্ষেত্র। এমন মূর্খ কৃষক কি

কেউ আছে যে চাষ বপন ও রোপন করে তার পরিশ্রম লব্ধ ফসল চায় না ? হয়তো নাই কিন্তু এ ধরনের প্রেমিক খুব লক্ষ্য হয়। ওরা প্রেমের বীজ বপন করতে পাগল কিন্তু ফসল চান না, এবং ফসলের আধিক্যে ওদের দুঃখ হয়, কিন্তু কৃষক পায় আনন্দ।

দীপালি আজ আর চঞ্চল নয়; সে ক্ষুব্ধ ও শান্ত। ফুটন্ত দুধে জল ঢেলে দিলে যেমন লক্ষ্য হয় দীপালি আজ সেইরূপ হয়ে পড়েছে। তার মুখ আজ দিপ্তীর গাম্ভির্য্যে ভরা, দেহে যেন একটা হৃদয়ের আচ্ছাদন আছে, মুখের উর্জ্জ্বলতায়, বক্ষের স্নীগ্ধতায় ও চরনের নম্রতায় প্রিয়তা আছে। দিনের প্রচণ্ড তাপে সন্ধ্যার কমোনিয়তা যেমন মধুর হয়, এ ও যেন তেমনি। আজ যেন সে তার ভালবাসার সুর খুঁজে পেয়েছে, এবং তার তালে তালে নেচে বেড়ায় তার হৃদয়ের আনন্দে। দীপালিকে বিমলের আজকাল তাই খুব ভাল লাগে। সেদিন হাস্যচ্ছলে বিমল দীপালিকে বলে ফেললে "সুবোধ যে আজকাল রোজই আসতে সুরু করে দিয়েছে"।

লজ্জায় রেখার মুখখানি ভরে দীপালি বললে "সবাই তো আর আপনার মত নয় যে এ সব না হলেও চলবে। বিয়ে করেছে আসবে না'।

"তাই বলে রোজ"।

"আপনার বিয়ে হক তখন বুঝবেন। দীপালি বিমলের উত্তরের প্রতীক্ষা না করে পুনরায় বলে উঠলে "বিয়ে হলে দেখছি আপনি আপনার বৌকে মোটেই ভাল ভাসবেন না"।

দীপালির হাসির সুর মিলিয়ে না যেতে যেতে বিমল কহিয়া উঠিল "স্ত্রীর ভালবাসা নিয়ে হেঁয়ালির কোন প্রশ্নই আজ মনে উঠে না। সে রূপ সম্পূর্ণই দেখতে পেয়েছি। সে উলঙ্গ রূপের ক্ষুধা যতই হক বিচারের বস্তু'।

"আপনার মাথা কি খুব বেশী ধরেছে" দীপালি জিজ্ঞাসা করলে।

"একটু যেন লাগছে"।

দীপালি মৃনালকে ডেকে হাতে পয়সা দিয়ে একসের বরফ আনতে বললে। মৃনাল বেরিয়ে গেল।

দীপালি বিমলের কপালটায় একটু হাত দিয়ে বললে "বিয়ে আপনি করবেন। বিয়ে না করে কেউ কি থাকতে পারে? তবে মা বাবা মারা গেলে যখন বৌকে দেখ্বার, ভালবাসার লোক থাকবে না তখন করবেন"।

'তুমি আমি হয়তো পারি না দীপু কিন্তু অনেকেই তো পারে"।

"যারা সন্ন্যাসী তারাই পারে। তাও তো আজকাল কত কথাই শুনি। দীপালি পুনরায় বলে উঠলে, একটি খুব সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলুন মা বাবা থাকতে থাকতে। দেখব কি'?

'শশুর শাশুড়ী কি পুত্রবধুকে ভালবাসে বলতে চাও"?

"কেন বাসবে না। বেশ লোক আপনি। ঐ উষাদিকে দেখুন তো। ওর শশুর শাশুড়ী কত ভাল লোক। জগত বাবু তো পড়াতে পড়াতে একেবারে শর্য্যা পাঠ করিয়ে ছেড়ে দিলেন"।

"সুন্দরী" বলেই বিমল থামলে এবং পুনরায় বলে উঠলে, যে সৌন্দর্য্যের খোঁজে আজ ঘুরে মরি সে এত বাহ্যিক যে ভয় হয়। ঘোষ সাহেবের মেয়েটিকে দেখতে খুবই ভাল, যেহেতু মা মেমসাহেব, কিন্তু তারা যে আবহাওয়ায় বাস করে, সেখানে হৃদয় গড়ে ওঠে না, দেহ গড়ে ওঠে। ওর চেয়ে ও বাটির বৌএর মেয়েটির রংটি একটু ময়লা হলে ও কি প্রকৃতই ভাল নয়। কত নম্র কত ভদ্র কত মধুর তার রূপ। বাঙ্গালীর স্বাভাবিকতার বাহিরে যেতে আমার মন তাই চায় না। মনের উপযোগি সৌন্দর্য্য খুঁজে মেলাই দায়, এই জন্যই হয়তো হিন্দুর বিবাহে এত খুঁটিনাটি, বিচারের কষ্টি পাথরের সমষ্টি লক্ষ্য হয়! জমি এক হলেও সকল জায়গার জমি ও জল এক নয়। উর্ব্বরতার ও অন্যান্য অনেক পার্থক্য থাকে। সূর্য্য উদয় ও অস্তের শোভা একই লাগে বটে কিন্তু তারতম্য আছে। একের ভিতর আছে জাগরন অপরের ভিতর আছে আমন্ত্রন'।

মৃনাল বরফ এনে বিমলের পাশে চুপ করে বসেছিল। দিদিকে বরফ কপালে দিতে দেখে সে বলে উঠলে "মাষ্টার মহাশয় আপনার কি অসুক করেছে" ?

"একটু করেছে ভাই"।

"বেত মারব ? বেত মারলে অসুক সেরে যায়" মৃনাল জিজ্ঞাসা করলে।

"না তোমাব আর বেত মারতে হবে না, পাগল কোথাকার'। দীপালি হাস্য মুখে বলে উঠলে।

মৃনাল মুখখানি কাচুমাচু করতে করতে বললে, সেদিন আমার অসুক করেছিল পড়তে পারিনি, স্কুলে গেলে মাষ্টার মহাশয় বেত মারতে মারতে বললেন, এইবার তোমার অসুক সেরে যাবে দুষ্টু ছেলে কোথাকার। খুব মেরেছিল দিদি। কই আর তো জ্বর হয়নি। মাষ্টার মহাশয় কি মিথ্যা কথা বলেন। সত্যি বলছি দিদি বেত মারলে জ্বর ছেড়ে যায়, তার বুঝি ভয় নাই"।

"তুই চুপ কর। অত কাজে তোর আর দরকার নাই'।

দুই ভাই বোনের ঝগড়া থামলে বিমল অন্নমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করলে "বিয়ে করতে তোমার খুব ইচ্ছা হত দীপু" ?

'সে কি অন্যায়' ?

"অন্যায় কেন বলব তবে সেই কি শুধু যৌবনের ধর্ম্ম " ?

"যৌবনের ধর্ম্ম কি জানি না, তবে লোকে যৌবনে বিবাহয়াদি করে ঘর সংসার বাঁধে, সুখী হয়"।

"বুড়ো হলে কি কেউ বিয়ে করেনা" ?

"ভুল অনেকেই করে। সে বিবাহের মোহ। যৌবন তো কারো ভিটেবাটির প্রজা নয় যে সময় নেই অসময় নেই যখন ডাকবেন তখনই এসে হাজির হবে। দেহের পর্ণ কুটিরে যৌবন বাসা বাঁধে তবে কারো

কথা শুনতে চায় না"।

'তোমার কাকা কি তবে ভুল করেছেন বলতে চাও" ?

"আর বলবেন না। কত কেলেঙ্কারীই দেখলাম। বন্ধু বান্ধব নিয়ে কত ঢলাঢলিই না চলে। মা বেটিও হয়তো ঐ চায় তাই চোখে দেখেও দেখে না"।

বিমল হাসতে হাসতে বললে 'বন্ধুটি কে' ?

'কেন আমাদের চির অমর সদানন্দ বাবু" দীপালি কথাগুলি বলে ফেলে যেন একটু ভয়ের সঙ্গে পুনরায় বলে উঠলে, কাউকে কিছু বলবেন না যেন, কাকার কানে গেলে একটা বিশ্রি ব্যাপার দাঁড়াবে। নিজের হাত খানি একটু বাড়িয়ে দিয়ে সে বললে আমার গায় হাত দিয়ে বলুন বলবেন না"।

বিমল দীপালির হাতের পরে হাত খানি রেখে বললে না'।

বিমল পুনরায় দীপালিকে জিজ্ঞাসা করলে' তোমার যদি একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হয়"।

"মাপ করবেন'। বুড়ো সে আবার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হবে কি করে" ?

'দেহ বস্তুটিকে তুমি খুব বড় মনে কর, তার সুখশান্তির পরে তোমার খুব নজর আছে দেখছি"।

"আত্মার তো কোন খোঁজ পাই না। যৌবন সে তো দেহিক সত্ত্বা বিবাহ দৈহিক সম্পদ"।

' বিবাহ যে একটা মানষিক বস্তু এ মানুষ হয়ে তুমি ভুলোনা দীপু ; বিবাহ মনেই জন্ম নেয় তাকেই আঁকড়ে ধরে। দেহ নিয়েই শুধু বিবাহের সন্তোষ আসে না। সে তো মেসিনের মত প্রাণহীন। দেহে যৌবনের প্রতিবিম্ব মাত্র ফুটে ওঠে"।

দীপালি একটু উচ্চকণ্ঠে বললে "আপনি দেখ্‌ছি সত্যই শেষে বিয়ে করবেন না"।

"আমায় কে বিয়ে করবে বল? এই বৃদ্ধ প্রবন মনটিকে নিয়ে কেউ ঘর বাঁধতে পারবে না"।

"আপনি বলতে চান আপনাকে বিয়ে করবার মত মেয়ে বাঙ্গলা-দেশে নাই? আপনি এত বড় না এত ছোট'?

"আমি খুবই ছোট দীপু"।

'এ হয়তো আপনার অত্যধিক বিনয়তা, না হয় তো দুর্ব্বলতা, নয় মিথ্যাকথা"।

"মানুষ তার জন্মকে সহজে ভুলতে পারে না এ জানি বিমল কহিয়া উঠিল। তার জন্য সাধনা চাই। নারীরূপ যৌবন ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহন করে নারীকে ভুলে যাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। রূপ যৌবনের তৃষ্ণা সকলেরি আছে। নারীর যৌবন হ্রদে অবগাহনের জন্য সকলেই নামতে চায়। সে সকলের মনকেই আন্দোলন জানায়। তবে যতটা পারি পরিশ্রমে ও যত্নে তাকে একটু মার্জ্জিত, সংস্কৃত, সংযত ও শুদ্ধ করে তুলতে চাই। নারীর যৌবনের পরে স্বামীত্বের জমিদারী করতে আমি চাই না, তার আঁতুড় ঘরের যৌবন নিয়ে ও ঠিক সুখী হওয়া যায় না। সেখানেই শুধু বীজ বপন করে ও শান্তি আসে না'।

দীপালি প্রত্যুত্তরে ধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, রাজার আইন ভাঙ্গলে যেমন মানুষকে বিপদে পড়তে হয়, সাজা পেতে হয়, এবং এই জন্যই লোকে রাজাকে ভয় করে, তেমনি আপনার মতন প্রকৃতির আইন যারা ভাঙ্গতে চান, তাঁরাও বিপদে পড়বেন ও যথেষ্ট সাজা পাবেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাই প্রকৃতিকে একটু সমীহ করে চলেন। রাজাকে ফাঁকি দেওয়া যায়, প্রকৃতি কে সেটুকু ও হবার যো নাই"।

"যারা প্রকৃতিকে চুরি করে তার উপর ডাকাতি করে বাঁচতে চায় তাদের কি করবে দীপু" বিমল জিজ্ঞাসা করলে?

'প্রকৃতিরো পুলিশ আছে, কোর্ট আছে, আদালত আছে, তবে কোন

উকিল নাই। সেখানে সাক্ষী দেবে আপনার কর্ম্মাবলি, দুঃখ তার কারাগার, সুখ তার সংসার” বিমলকে চুপ করে থাকতে দেখে দীপালি পুনরায় বলিয়া উঠিল, আমাকে তো বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন কিন্তু নিজে কি বুড়িকে বিয়ে করতে পারবেন” ?

‘এ বড় কঠিন প্রশ্ন তোমার, বিমল থামলে কিন্তু পুনরায় বলিয়া উঠিল, বিবাহের একটা নগ্নতা আছে, অশ্লিলতা আছে, যা আমরা খুবই ভালবাসি, কিন্তু সেই তো শুধু বিবাহ নয়। পশু পক্ষি কি বিবাহীত ? বিবাহ জীবনের একটা মর্য্যাদা ও প্রতিশ্রুতি, সে নগ্নতার প্রতিকার নয়। বিবাহের গলায় শুধু দেহের মালা চড়িয়ে দিয়েই শান্তি আসে না। দেহের একটা পবিত্রতা ও অপবিত্রতা আছে, কিন্তু মন সর্ব্বদাই পবিত্র, বর্ষার মেঘের মতন অপবিত্রতা তাকে শুধু ঘিরে দাঁড়ায়। এই বাড়িখানি শুধু বাথরুম নয়, যদি ও জানি বাটির সঙ্গে তার একটি সংস্রব আছে। বিবাহ ও স্ত্রী সম্বন্ধে যতই চিন্তা করতে যাই ততই দেখি সেই উলঙ্গ মুর্ত্তি যা নিজের উলঙ্গতায় ডুবিয়ে নিতে বড় লজ্জা আসে, হাসি পায়”।

“বিবাহ করবেন না যেহেতু সে অশ্লিল। কিন্তু জগতটাই যে অশ্লিল। অশ্লিলতাই কি শ্লীলতার রূপ নয় ? এই অশ্লিলতাকে ঢাকবার জন্য কি সন্ধ্যা তার রূপ নিয়ে নেমে আসে আলোক সরে যায়। ফুল উলঙ্গ হলেই প্রজাপতি প্রলুব্ধ হয়, ময়ুরী তার পাখা মেলেই ময়ূরকে তার প্রলোভন জানায়। অশ্লিল আছে বলেই শ্লীলের এত কদর। ঈর্ষা দ্বেষ কলহ এ কি অশ্লিল নয় ? বিবাহ না করে তাকে কি এড়াতে পারেন’ ? দীপালি জিজ্ঞাসা করলে।

‘বিবাহ অশ্লিল নয় বিমল বলিয়া উঠিল, যদি ও তার অশ্লিল অংশকেই আজ আমরা বিবাহ মনে করি। হৃদয়ের বাহিরে যে পুরুষ আছে এবং ভিতরে যে পুরুষ আছে তার তারতম্য আছে। মানুষের মনের অস্তাকুড়ে বসে বিবাহের গর্ব্ব করতে আমি চাই না”।

"আপনি দেখছি তা হলে একজন সৃষ্টি ঘাতক হয়ে পড়েছেন। এ সব করলে কি সৃষ্টি থাকবে" ?

"ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান হন তার সৃষ্টি রক্ষা করবার কি রাখবার কোন অধিকারই আমাদের নাই। সূর্য্যের পরে যেমন আমাদের কোন অধিকারই নাই, যদিও তাকে ব্যবহার আমরা করি, সৃষ্টি সম্বন্ধে ও সেই কথা খাটে"।

মৃনাল কখন উঠে গিয়েছিল কেউ লক্ষ্য করে নাই। সে একটি বোতল হাতে করে এসে বিমলকে দেখিয়ে বললে "মাষ্টার মহাশয় কাকা এই খায় আপনি খান অসুখ সেরে যাবে"।

"যা রেখে আয় তোকে আর মদ খাওয়াতে হবে না" দীপালি মৃনালকে কঠোর কণ্ঠে সম্বোধন করে বললে। মৃনাল চলে গেল।

"কোথেকে পেল" ?

"বুড়ো বয়সে বিয়ে করে এ সব খাওয়া হচ্ছে। ছাই বন্ধু বান্ধব ও কি বাদ যায়" ? দীপালি উত্তর করলে।

"বন্ধু বান্ধব যার আছে তার আছে। বড় লোকের বন্ধু বান্ধব তার মোসাহেবি করে, আর গরীবের বন্ধু বান্ধব তার শত্রুতা করে"।

"আপনি বিয়ে হলে এক গঙ্গা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আপনার বৌকে মিশতে দিবেন ? বেশ৻ লাক আপনি। বন্ধু বান্ধব যে কে কত সে জানা আছে, সবই সয়তানের পাড়া পড়শী'।

"বাড়াবাড়ি ভাল নয়" বিমল উত্তর করলে।

"বাড়াবাড়ি এসে পড়ে। ফসল আছে কিন্তু অর্থ নাই, সে যেমন দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে, বাঙ্গলার যৌবনে আজ সেই দৃশ্যই ফুটে উঠেছে" দীপালি থামলে।

"সদাময় বাবু তো ভাল লোক শুনেছি' বিমল দীপালিকে জিজ্ঞাসা করলে।

"সে তো শুনবেনই। প্রেমিক কি কখন খারাপ হয়। একেবারে সদাশীব, আপনার মত চোখবুজে পথ চলছেন"।

"চোখ তো আমি চেয়েই আছি" বিমল হাসিয়া উঠিল।

"তা হলে এতদিন আপনার বিয়ে হয়ে যেত। দীপালি থামলে, কিন্তু পুনরায় বলিয়া উঠিল, আপনি ঠিক অন্ধ না হলে ও যেন খঞ্জ। তারই মত পথ বেয়ে চলেন। দীপালি থামলে কিন্তু পুনরায় বলে উঠলে, সদাময় বাবুর সঙ্গে বেলার একদিন খুব ভাব ছিল, রোজ বেড়াতে নিয়ে বেরোতেন আর এখানে ওখানে নিয়ে ওকে কষ্ট দিয়ে ছেড়ে দিতেন"।

"এ কষ্ট তোমরা চাও দীপু"।

"আমরা তো সবই চাই, আপনার যেমন কথা"।

"হিংস্র মানুষের গন্ধ তোমরা অনেক দুর থেকেই টের পাও? সরে গেলেই পার। প্রেমের জঙ্গলে ঢুকে সাধুর চেয়ে পশুর সন্ধানই মেলে এ কি তোমরা জান না'?

"আপনাদের সঙ্গে দুটো কথা বলতে যাওয়া ও কি অন্যায়"?

"কিন্তু কার সঙ্গে বলছ সেটা তো দেখবে। তোমাদের কথার মধ্যে ও একটা মাদকতা আছে যা ভাল লাগে, তার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ছন্দ, যার খোঁজে পুরুষ ঘুরে বেড়ায়। তোমাদের দেহের ছবি, অঙ্গ সৌষ্টবের পরিচয়, পুরুষের চোখের সামনে তুলে দিতে তোমরা খুব ভালবাস, অনেক ক্ষেত্রেই সে হয়তো তোমাদের শুধু চপলতা, কিন্তু দুর্ব্বল তাকেই আমন্ত্রন বলে গ্রহন করে এবং আক্রমন করতে সুরু করে দেয়"।

"অথচ বিয়ে করবেন না"।

"বিবাহ আজ যে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে কি ভেবে দেখেছ দীপু বিমল বলিতে লাগিল, স্ত্রী ও বেশ্যার মধ্যে কি কোন প্রভেদ নাই। ঘর আর বাহির কি এক। বেশ্যার কাছে আমরা যে জন্য যাই স্ত্রীর কাছে শুধু সে জন্য যেতে বড় লজ্জা করে। স্ত্রী তো বেশ্যা নয়। শ্লীলতার রসে

নারী হয় গৃহলক্ষী, আর অশ্লিলতার প্রাবল্যে নারী হয় বেশ্যা। স্ত্রী আমার শক্তি, সম্পূর্ণতা; বেশ্যা আমার ক্ষতি অপূর্ণতা। যে কামনায় বেশ্যা প্রবল সেই যদি স্ত্রী হয়ে পড়ে বড় দুঃখের। বেশ্যা অর্থ চায়, সেখানে তাই প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু স্ত্রী তো শুধু সে দৃষ্টি নিয়ে বাঁচতে পারে না। যুবকের অনুপাতে বৃদ্ধের অর্থ বেশি সে কি খুব প্রিয় স্বামী হবে? বেশ্যার মধ্যে আছে আমার ইন্দ্রিয়ের আসক্তি, কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার একটা বিকট প্রয়াস, কিন্তু স্ত্রীর মধ্যে আছে আমার প্রতিচ্ছবি, হৃদয়ের বাণী, বংশের প্রদীপ। স্ত্রী আমার তৃষ্ণার জল, বেশ্যা আমার মল মুত্রের সমষ্টি নর্দ্দমার প্রবাহ"।

"স্ত্রীর যে একটি দৈহিক ব্যবহার আছে সেটাকে ফেলবেন কি করে' দীপালি জিজ্ঞাসা করলে?

'বিবাহ বলতে যখন স্ত্রীর দেহ ব্যতিত কিছুই চোখে পড়েনা সে কি বিবাহ। মানুষের মন মানুষকে তার ভাল মন্দ বলে দেয়। মন যতই সচ্ছ হয় ততই সত্য ফুটে ওঠে। তোমার স্বামীকে তুমি গ্রহন করলেই বুঝতে পার যে তোমার কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার যন্ত্র বিশেষ, না যৌবনের মিলন ভূমি, মিলিত বাণী? যৌবনের মিলন আত্মার মিলন। স্ত্রীর দেহে বেশ্যার একটা সাদৃশ্য থাকলেও স্ত্রী বেশ্যা নয়। স্থূল দৃষ্টিতে এ ভালভাবে লক্ষ্য না হলেও সুক্ষ দৃষ্টিতে এ বেশ ধরা পড়ে। বস্তুর ব্যবহারিক সংজ্ঞাই অনেক ক্ষেত্রে তার ভাল মন্দের কারণ হয়। চুন সুরকি ইট দিয়ে জেলখানা গড়ে উঠলেও সেগুলি তো জেলখানা নয়? বেশ্যার মধ্যে আছে আমার পশুত্ব, স্ত্রীর মধ্যে আছে আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সমাজ। নারী বেশ্যা হয় কিন্তু নারীমাত্রেই তো বেশ্যা নয়। যৌবনের আত্ম-হত্যা ভাল লাগে না। অত্যধিক সংসার আসক্তির ভিতর দিয়ে আমরা যেমন নিয়তই আত্মহত্যা করি, তেমনি মানুষ যখন পশু প্রবৃর্ত্তির নিকট আত্মবলি দেয় সে কি আত্মহত্যা হয়না? দরিদ্রের বুকে নারী ভার, কিন্তু

ধনীর সৌখিনতা"।

"বিয়ে করুন আপনার এ সব রোগ সেরে যাবে। তখন বুঝবেন ও শ্রীচরনের প্রয়োজনতা কত বেশি"।

"বাটীর কলি ফিরিয়ে দিয়ে তাকে কিছুদিনের জন্য ভদ্র করে তোলা যায়, তেমনি হয়তো মানুষের মন। তোমাদের যৌবনের পরশ লোকের মনের কলি ফিরিয়ে দিলেও তার নগ্নতা ঢেকে রাখতে পারে না"।

"আপনি তা হলে দেখছি একেবারে চির কুমারের দলে গিয়ে পড়েছেন"।

"এ দলে তোমাদের সংখ্যাও আজ কম নয়' বিমল হাসলে।

"আমরা যাই যেহেতু আপনাদের ভাল লাগবে, একটু বেশি খোসামোদ করবেন"।

"বিয়ে করবনা' বিমল বলিয়া উঠিল, এই দুটি কথার ভিতর দাঁড়িয়ে আছে তোমার আমার প্রবৃত্তি যার অস্ত্র শস্ত্রের অভাব নাই। ঐ দুটি কথার জন্য মানুষকে যা পরিশ্রম করতে হয়, সাধনা করতে হয়, সে খুব সহজ নয়। আমরা আজ ভদ্র সাজতে যেয়ে কাপড়ে পোষাকে ও আচার ব্যবহারে যে কত অভদ্র হয়ে পড়ি এ বোধ অনেকেরই নাই। 'বিয়ে করবনা' এই যে উক্তি এ তো ভদ্র ভাবের প্রতারনা। অস্বাস্থকর সঙ্গ লাভের এ সব পরিনাম ; অশিক্ষার পরিচয়। তাই আমি বলতে চাই না। ও নির্ভর করছে সৃষ্টিকর্ত্তার উপর। বশিষ্টের মত মুনি ঋষিকেও বিয়ে করতে হয়েছিল, হতে হয়েছিল শত পুত্রের জনক, অথচ সেই বশিষ্টতার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কণাও যাদের মধ্যে নাই তারা যখন বলে বেড়ায় 'বিয়ে করবনা' তখন প্রকৃতই দুঃখ হয়। দেহের যেমন একটা স্বাস্থ্য আছে, মনেরো তেমনি একটা স্বাস্থ্য আছে, রূপ আছে। বর্ত্তমানে আমাদের মনের স্বাস্থ্য একেবারেই নাই তাই প্রাণের রূপ লক্ষ্য হয় না। ডন বৈঠক করে দেহকে সুস্থ রাখতে যেয়ে, মানষিক ব্যায়াম, জপ প্রাণায়াম ও ব্রহ্মচর্য্য

এ সব ভুলে ফেলেছি। শিক্ষা মনের ব্যায়াম ক্ষেত্র, কিন্তু সেই শিক্ষার ভিতর আজ এত ভেজাল এসে পড়েছে যে ভয় হয়। কোথায় গেল সে শিক্ষার আদর্শ ও গুরুভক্তি। আমরা হয়ে পড়েছি সুখের দাস ফুলের আঘাতেই মুচ্ছা যাই। আমার বিবাহের সব চেয়ে বড় অন্তরায় যে দেহ ও মনের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারছি না। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যষ্টির সংযোগ হারিয়ে ফেলেছি। মনকে এত বাড়তে দিয়েছি যে সে দেহকে পদদলিত করে চলতে চায়। দেহ ও মনের সামঞ্জস্য সেই তো সংসার। অবাধ্য পুত্রের মত মনরূপ পিতাকে দেহ আর লঙ্ঘন করতে চায় না। বিমল একটু চুপ করে পুনরায় ধীর গম্ভীর ভাবে বলে উঠলে, শিক্ষা যেখানে অর্থ রোজগারের উপায় মাত্র সে কি শিক্ষা। কুমোর তন্তুবায় প্রভৃতি তা হলে শিক্ষিত হয়নি কেন? মন রাজা সে যদি দেহের পানে প্রজা বৎসল রাজার মত না চায়, সামঞ্জস্য আসবে কি করে? বিবাহের কোন দায়িত্বই আজ আমরা নিতে চাই না। ভদ্রভাবে চাইনা ইন্দ্রিয়ের পরিপূরন আনতে, তার পরিচয়কে দৃঢ় করতে, হৃদয়ের সংশোধন আনতে। প্রেম আজ সংক্রামক ব্যাধির মত সব গ্রাস করতে চায়। বিবাহ মানুষের জীবনে নুনের কাজটুকু করে, আলোনা জীবন ভাল নয়। দেহ যৌবনের বার্ত্তাবহ মাত্র। যিশুখৃষ্ট স্বীকার করেছেন বটে বিবাহ বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন যে বিয়ে না করে লোক পারে না, এক ঈশ্বর প্রেরিত, নিয়োজিত ও নপুংসক ছাড়া"।

"আপনি তো তাদের নেতৃত্ব করতে চাইছেন'। দীপালি হেসে উঠলে।

"আমি বিবাহ না করে সমাজের যে পরিমান ক্ষতি করব, অসংযম বিবাহের দ্বারা তার চেয়েও হয়তো বেশি ক্ষতি হতে পারে। তাই ভয় হয়। সংসার আজ অভিনয় সেখানে পরিচয় দিতে গেলেই বিপদ। বিবাহের মর্য্যাদা ও সত্য লোপ পেতে বসেছে। বেশ্যা যেমন যৌবনের

যূপকাষ্ঠে নিজেকে এবং নিজের দেহকে আঁকড়ে ধরে, আমরাও আজ তেমনি বিবাহের নামে স্ত্রী নামের একটি নারীর সন্ধান করি মাত্র। বেশ্যা যেমন তাকে তার ছেলে মেয়েকে ও পুরুষটিকে জড়িয়ে ধরেই বাঁচতে চায়, অর্থের প্রাধান্য সেখানে খুবই বেশি, সমাজ বলতে তার কিছুই নাই, আমাদের বিবাহিত জীবনের আদর্শ কি আজ ঠিক তাই হয়ে পড়েনি। কোথায় গেল সেই পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ভাই বোন। কত ভাল ছেলেকে যে বিয়ের পরে বদনাম কুড়াতে হয়, এ কেন ? নারী কি এত নীচ এত ছোট আমার তো বিশ্বাস হয় না। প্রশংসা মুখর পুত্রের পানে চেয়ে বিবাহের পরে যে কত পিতামাতা চোখের জল ফেলেন একি তোমাদের নারীত্বের কলঙ্ক নয় ? নারী কোথায় পুরুষকে বড় করবে, বিশ্বের চণ্ডিমণ্ডপে টেনে নেবে, তা না আজ তাকে ছোট করে স্বীয় স্বার্থের কোনে ফেলে রেখে আনন্দ পায়, একি ভাল ? তুমি যখন তোমাকে আর তোমার স্বামীটিকে নিয়ে সংসার করতে বস, ভুলে যাও সংসারের অন্যান্য কর্ত্তব্যাবলি, বর্ত্তমান বহুল, অতিত হীন, সে কি সংসার, না ক্রেতা ও বিক্রেতার রঙ্গমঞ্চ ? বেশ্যা যেমন পুরুষকে মায়ের বুক হতে, ভায়ের বুক হতে ছিনিয়ে নেয়, সমাজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও মানবত্ব হতে বিচ্যুত করে, বর্ত্তমানের স্ত্রী পরিচয় কি সেই ভাব ধারন করেনি। যৌথ পরিবারের কি কোন মূল্য নাই ? নারী মাত্রেই যতদিন বেশ্যা হয় না ততদিন বেশ্যার একটি প্রয়োজন থাকে, কিন্তু সমস্ত নারীই যেদিন বেশ্যা হয়ে পড়ে সেদিন বেশ্যার কোন দরকার হয় না। স্ত্রী ও বেশ্যার মধ্যে যে কোন প্রভেদ নাই এ ভুল খুব মারাত্মক ভুল। সন্ন্যাসীর বেশে রাবনের মত ভিক্ষাবৃত্তি করতে আমরা আজ অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। মন্দিরের পথে ভিক্ষুকেরা যেমন মানুষকে ঘিরে দাঁড়ায়, শ্মশানে যেমন শিয়াল কুকুরকে লক্ষ্য হয়, তেমনি আজ আমাদের জীবনের দ্বারে, প্রেমের যৌন শ্মশানে, একদল সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে যারা ধ্বংসের আনন্দে ভরা।

বিমলের কথা শেষ না হতে হতেই মৃনালের ক্রন্দন ধ্বনিতে দীপালি উঠে পড়ল এবং বাহিরে এসে মৃনালকে ধরে বলে উঠল' তোকে না ওদের সঙ্গে খেলা করতে বারন করেছি। ফের যাওয়া হয়েছিল মরতে। এখন মাথায় ঘা বাঁধিয়ে এলেন মুখপোড়া' দীপালি মৃনালের গণ্ডে সজোরে কয়েকটি চপটাঘাত করে ফেললে। মৃনাল আরও জোরে কেঁদে উঠল। বিমল বাহিরে এসে এ দৃশ্যে মৃনালকে কাছে টেনে নিয়ে দীপালিকে সম্বোধন করে বললে, আপনিও যেমন, এই ভাবে মারতে আছে"।

'দেখুন তো কি হতচ্ছাড়া ছেলে, কথা বললেও শুনবে না। ওর গায়ে কি কোথায়ো ঘা লাগতে বাকি আছে। সব দেহটাই দাগে ভর্ত্তি'।

"খেলা ধুলা করতে যেয়ে সবাই একটু আধটু পড়ে যায়। আপনিও ছেলেবেলায় কম দুষ্টু ছিলেন না"।

"আমার গা থেকে একটা দাগ বের করুন তো আপনি" ?

"বেশি বকবেন না এখনও মাজার কাপড়টা খুললে সব বেরিয়ে পড়বে' বিমল কথা গুলি বলে হেসে উঠল'।

"বেশ লোক আপনি। কোন জন্মে কি হয়েছে তাও যে আপনার মনে আছে কি করে জানব"।

সুবোধ শশুর বাড়ী এসে স্ত্রীর প্রতিক্ষায় ঘরে বসেছিল। হঠাৎ গোলোযোগের মধ্য দিয়ে কথা গুলি তার কানে যেতেই স্ত্রীর প্রতি বিষন্নতায় তার মন খানি ভরে উঠল। দীপালির দেহের কোন নিভৃত অংশে কি আছে এ বিমল কি করে জানলে। তার স্ত্রী কি তবে চরিত্রহীন। নিশ্চয়ই তাই। তার চোখের সামনে ফুটে উঠলে কয়েক খানি অচেনা চিঠি, যারা তার শুভাকাঙ্খীর বেশে তার স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষন করতে ছাড়েনি ? সে কি তবে বিমলের ভুক্তবিশেষ গ্রহন করে নিজেকে ধন্য মনে করে'।

৬৪

দীপালি ঘরে আসতেই স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে "কখন এলে"? সুবোধকে কোন জবাব দিতে না দেখে সে পুনরায় বলে উঠলে 'কি হল অসুক করেছে নাকি? চুপ করে আছ যে"?

"আচ্ছা বিমল বাবু কতদিন তোমাদের এখানে আছেন, তার স্বভাব চরিত্র কি রকম"?

"তোমার চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল" দীপালি হেসে উঠল।

"বলনা ছাই কতদিন আছেন"? স্বামী স্ত্রীকে অনুরোধ জানালে।

"বেশি দিন নয়"।

মুখখানি বিষন্নতায় ভরে সুবোধ বললে আমি ভেবেছিলাম অনেক দিন বুঝি আছেন, তোমরা ছেলে বেলায় এক সঙ্গে খেলা ধুলা করতে"।

"তুমিও যেমন" দীপালি স্বামীর পাশে এসে বসে পড়লে।

বিমল মৃনালের চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললে "চুপ কর ছি আর কেঁদোনা"।

ক্রন্দন কণ্ঠে মৃনাল বলে উঠলে 'দাদাবাবু দিদিকে মারে বেশ করে'।

"ছি ও সব বলো না, দিদি আবার মারবে" বিমল বললে।

"মারলেই হল। আমিও মারতে জানি"।

দীপালি চলতি পথে ভ্রাতার উক্তিতে হাস্য সম্বরন করতে না পেয়ে বলে উঠলে "মারলেই পারিস"।

"দাদাবাবুকে বললে তোমায় খুব মারবে তখন বেশ হবে" মৃনাল কাঁদ কাঁদ ভাষায় উত্তর দিলে।

"কবে মেরেছে মুখপোড়া" দীপালি উত্তর করলে।

"না আমি বুঝি দেখিনি, কাল রাত্রে তোমায় যে কত মারছিল" মৃনাল মুখখানি দীপালির দিক হতে ফিরিয়ে নিয়ে হাস্যভরা মুখে বিমলকে পুনরায় লক্ষ্য করে বললে, মাষ্টার মহাশয় দাদাবাবু এত মারে দিদি একটুও কাঁদে না। ওর ব্যাথা করে না? সাধে মা বলে যে ওকে মারতে গেলে মার হাত ব্যাথা হয়ে যায়। কেবল হাসে'।

মুখখানি লজ্জার আরক্ততার ভরে দীপালি চাপা হাসির স্বরে বললে 'তোমার রাত্রে শুয়ে শুয়ে বুঝি ঐ সব দেখা হয় হতচ্ছাড়া। সে পুনরায় বিমলের দিকে চেয়ে বললে 'ওর লেখাপড়া কিছুই হবে না, ওকে এখন একটা বৌ এনে দিন ও তাই নিয়ে ঘর সংসার করতে বসুক'। দীপালি চলে গেল। বিমল মৃনালকে বুকের মধ্যে টেনে চোখ দুটি মুছিয়ে দিতে লাগলে।

৬৫

স্বামীর একটা ভাবান্তর দীপালি কিছুদিন হল লক্ষ্য করে এসেছে। স্বামীর বুকে মাথা গুজে সে যেন টের পায় স্বামী তাকে আর ভাল বাসতে চায় না। হঠাৎ রাগের মাথায় সেদিন স্বামীর মুখ দিয়ে এমন কতক গুলি কথা বেরিয়ে পড়ল যাতে দীপালি বিস্মিত ও ব্যথিত না হয়ে পারলে না। স্বামী তাকে সন্দেহ করে, তার চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারনা পোষন করে, এ তার মর্ম্মান্তিক হল। সে একবার ভাবলে বিমল কি কিছু বলেছে; পরেশের কথা মনে পড়তে সে মনে মনে বলে উঠলে পরেশকে সে মাত্র ভালবাসতে চেয়েছিল, আর কোন প্রশ্নই তো সেখানে ওঠে না। কোন

অধিকারই তো সে তাকে দেয়নি। তবে এ সব কি। একি তার স্বামীর দুর্ব্বল মনের কলঙ্ক সমূহ ?

এর পরেও কিছুদিন কেটে গেছে। স্বামী স্ত্রী কেহই আর ভাল ভাবে কাহারো সঙ্গে কথা বলতে চায় না। সুবোধের মনের গোপন প্রান্তরে মাঝে মাঝে গুমরে ওঠে না এ সব ভুল মহাভুল। এ জগতে এত হিতাকাঙ্খী তার কেহ নাই যে নাম ধাম হীন পত্রে তার জীবনের শুভ সংবাদটি পাঠিযে দেবে যে তার স্ত্রী কলঙ্কিনী। সত্যের প্রকাশ পায় না তাই অসত্যের আজ সর্ব্বত্রই জয়। বিমল লোকটিকে দেখলে, কথাবার্ত্তা বললে তো কিছুই বোধ হয় না। সকলেই তো তার প্রশংসা করে। না সে বড় অন্যায় করেছে, নিজের হাতে নিজের সুখের সংসারে বিষ পান করে চলেছে। সুবোধের চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে।

দীপালি ভাবে স্বামী যখন তাকে তার প্রেমে নিন্দিত করে তুলেছে সে কেন সেখানে আর ধন্না দিতে যাবে। অভিমানের অট্টালিকায় চড়ে সে কতদিন ভেবেছে পড়ে মরবে কিন্তু পারেনি। বিমল যে তার এতখানি সর্ব্বনাশের কারণ হবে সে তো কখনও ভেবে দেখেনি। অথচ সে আজও তার প্রতি কতটা নিদয় ও নিঠুর। যার জন্য সে তার স্বামীকে হারিয়েছে সে কেন আজও তার সঙ্গে দুটো হেসে কথা বলতে চাইবে না ? তার ভালবাসার আজও কি তার কোন দাবী নাই।

গভীর রাত্রে দীপালি একদিন বিমলের ঘরে ঢুকে বলে উঠল 'ঐ দেখুন, আমার বুঝি ভয় করে না'

বিমলের কাচা ঘুম ভেঙ্গে যেতেই সে ধড়ফড় করে বিছানার পর উঠে জানালার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখলে একদল মৃত্যুর পথযাত্রি পথ বেয়ে চলেছে শবদেহ কাঁধে মুখে হরিধ্বনি।

"আমার বড় ভয় করছে' দীপালি বিমলের বিছানার পাসে এসে বসে পড়ল।

বিমল জ্যোৎস্নার আলোকে একবার সেই অনন্ত শয্যার পানে চেয়ে, অন্যবার দীপালির অনাচ্ছাদিত দেহের পানে চেয়ে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে "সুবোধ আজ আসেনি" ? একাধারে মৃত্যু অন্যধারে জীবন এর মধ্যে সত্য যে ঠিক কোনটি সে যেন ধরতে পারছিল না।

দীপালি মৃদুকণ্ঠে বললে "না"। একটু পরে সে পুনরায় বলে উঠলে "আপনি কি বলুন তো মানুষ না কি" ?

বিমল একদৃষ্টিতে মৃতদেহের পানে চেয়েছিল। তার জানালার পাস দিয়ে যাবার সময় সে কর জোড় করে মৃতাত্মাকে অভিবাদন জানালে। এতক্ষন সেই যেন তাকে রক্ষা করেছিল। ক্রমে দূর হতে তা দূরে যেয়ে পড়ল। সে ধীরে ধীরে দীপালিকে বাহু বন্ধনে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলে। জানালাটা বন্ধ কর. দীপালির কথা শেষ হতে না হতেই বাহিরে মৃনালের ক্রন্দন ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠতে লাগল "ওমা দিদিকে ভুতে ধরে নিয়ে গিয়েছে"। দীপালি তাড়াতাড়ি আঁচলটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাহিরে এসে মৃনালকে মৃদুকণ্ঠে সম্বোধন করে বললে' চল আর চিৎকার করতে হবে না। ভুতে নিয়েছে না ছাই করেছে"।

"হ্যা দিদি আমি দেখলাম"।

"তোর মাথা চল শুবি"। ভগিনী ভ্রাতাকে নিয়ে ঘরে যেয়ে শুয়ে পড়ল। বিমল লজ্জায় ও বিস্ময়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়ল। বিমলের কণ্ঠ হতে কয়েকবার ফুটে উঠল "ঠাকুর আমায় ক্ষমা কর, এতটা ভুল করে ভাল করিনি"।

আশালতা শুয়ে শুয়ে ঘরের মধ্য হতেই জিজ্ঞাসা করলেন 'চেঁচায় কেন। ভয় পেয়েছে নাকি' ?

"ঐ জানে' দীপালি উত্তর করলে। দীপালি শুয়ে অত্যন্ত বিরক্ত ও লজ্জিত হয়ে পড়ল। একবার তার মনে পড়ল মা কি ও ঘর থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে ? সে ভাবলে উঠে যাবে, কিন্তু পারলে না।

নারী হয়ে এতটা আর ভাল দেখায় না। সে বিমলের প্রত্যাশায় শুয়েই রইল এবং শেষে ঘুমিয়ে পড়ল। এর পর উভয়েই উভয়কে দেখে লজ্জা পায়, কেউ আর এগোতে পারে না। সময়ের আবর্ত্তনে পড়ে তারা আকৃষ্ট হলেও পিছিয়ে পড়ে।

৬৬

বিশালপুর।

কল্যানবরেষু
বুধবার

তোমার পিতার শরীর খুবই খারাপ। আর ভাল লাগছে না। বড় ভয় করছে। তুমি পত্র পাঠ মাত্র চলে আসবে। ইত

আঃ ভবতারিনী।

বিমল মায়ের চিঠি পাওয়া মাত্রই বাড়িভাড়া সব চুকিয়ে দিয়ে গ্রামের অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ল। যাবার একটু আগে দীপালি এসে ঢপ করে একটা প্রনাম করতেই বিমল বলে উঠল "সেদিন রাত্রে মাথাটা ঠিক ছিলনা, কিছু মনে করো না"।

দীপালি অসহিষ্ণুতার সঙ্গে উত্তর করলে 'চুপ করুন, কাউকে বলবেন না যেন দোহাই আপনার"। বিমল বেরিয়ে গেল। ট্রেনের মধ্যে বসে তার চোখের সামনে মায়ের চিঠির প্রত্যেক অক্ষরটাই ফুটে উঠতে লাগল। স্মৃতির বাসরে তাকে সে ঠেলে ফেলতে পারলে না। গাড়ী ছুটেছে তার চেয়েও জোরে ছুটে চলেছে তার মন। গাড়ী থামে কিন্তু তার মন তো থামতে চায় না। সন্ধ্যার সময় গ্রামে এসে পৌছে লোকজন শুন্য মাটির পথ বেয়ে চলতে চলতে তার মনে হতে লাগল কত

কথা। এই পথের সঙ্গে, ধুলার সাথে, তার সারা জীবনের একটা পরিচয় আছে। এখানেই সে খেলা করেছে উঠেছে পড়েছে বিদ্যাভ্যাস করেছে। মাকে ভালবেসেছে, পিতাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেছে। এই তার পিতৃ পিতা মহের স্নেহ সঞ্চিত মধুকনা। এই গ্রামের প্রত্যেকটি বস্তুর সঙ্গেই সে যেন পরিচিত। ঘাটপাড়া ছেড়ে ঘোষপাড়াব মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সে চেয়ে দেখলে সবই আছে তবে যেন একটু নিশ্চল ও নির্জ্জিব। কুমোরদের বাড়ীব কাছধার এসে সে যেন একটু থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তার সেই চির পরিচিত বাদাম গাছটিব দিকে চেয়ে রইল। সেও যেন আজ তার সঙ্গে ভাল ভাবে কথা বলতে চায় না। গ্রামকে যেন এতটা নিরব সে কোনদিন দেখেনি। বাবা যেন সেরে ওঠেন ঠাকুর, আমার আব যে কিছুই নাই, তার মনের ভিতর কথাগুলি ফুটে উঠতেই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল বেয়ে পড়তে লাগল।

বাটীর উঠানে পা দিয়ে সে কাউকে কোথায় দেখতে না পেয়ে, মা মা বলে দুইবার ডাক দিয়েই, কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে ধীরে ধীরে পিতার চির পরিচিত ঘরটির ভিতর এসে দাঁড়াতেই দেখলে মাতা পিতার শয্যাপাসে বসে ব্যাজন করে চলেছেন। সে মা বলে ডাক দিয়েই পায়ের ধুলো নিতে ভবতারিনী তাকে আশির্ব্বাদ করে বললেন শোওয়া অবস্থায় পায়ের ধুলো নিতে নাই। বিমল পিতার পায়ের কাছ হতে হাতখানি ফিরিয়ে নিয়ে মাথায় ছোয়ালে।

মাতা পুনরায় পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন "যা হাত পা ধুয়ে আয়। গাড়ীটা আজ খুব লেট করে এসেছে নতুবা এত দেরি তো হয় না। সকাল থেকেই আজ কেবলি তোর কথা মনে হচ্ছিল, তাই ভাবছিলাম হয়তো আজই তুই আসবি"?

"কেমন আছেন" বিমল জিজ্ঞাসা করলে।

রামতারন বাবু চোখ দুটি খুলে শুষ্ক হাসি ভরা মুখে বিমলের দিকে

চেয়ে বলে উঠলেন "কেমন আছ বাবা? ভাল আছ তো? তোমার মা আজ তোমার কথা বলছিল বটে'?

"ভালই আছি। আপনি কেমন আছেন" বিমল জিজ্ঞাসা করলে।

ভবতারিনী পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন "দাঁড়িয়ে রইলি কেন বস্।

বিমল পিতার পায়ের কাছেই বসে পড়ল।

"আমি বুড়ো হয়েছি বাবা আমার সময় হয়েছে" রামতারন বাবুর ক্ষীনকণ্ঠে ফুটে উঠলে, এ যাত্রা হয়তো বাঁচব না। তোমার মা রইল দেখ যেন কষ্ট না পায়"। তার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

ভবতারিনী এস্তব্যস্ত ভাবে বলে উঠলেন 'কি লাগালে বলতো? অসুক শরীরে'? তিনি আঁচল দিয়ে স্বামীর চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

'এমন কি বয়েস হয়েছে আপনার বিমল বলিয়া উঠিল, আপনার চেয়ে বয়েসে কত বড় লোক গ্রামে রয়েছেন কই তারা তো এতটা ঘাবড়ে যাননি"।

'যে যার অদৃষ্ট নিয়ে আসে বাবা' রামতারন বাবু বলিয়া উঠিলেন, আমার জন্য আর অসুধ বিসুধে টাকা নষ্ট করো না, শেষে তোমাদের পস্তাতে হবে। যে বাঁচবে না তাকে কি বাঁচানো যায়। নিজের ভাল মন্দ পাগলেও বোঝে তোমার মা সেটুকু কিছুতেই বুঝবে না"।

'যা হাত মুখ ধুয়ে আয়' মাতা পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন। বিমল উঠে পড়ল এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘাট থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে মাকে বারাণ্ডায় দেখতে পেয়ে সে বলে উঠল "দাদাকে খবর দেওয়া হয়েছে তো"?

"মাধব বাবুকে দিয়ে একটা খবর দিয়েছিলাম আসবার হলে এতদিন আসত। সেদিন অসুকটা খুব বাড়তে কেবলি বিনু বিনু বলে ডাকছিলেন আর বলছিলেন বাবা তুমি আমায় ক্ষমা করো, যেন উনিই কত বড় অপরাধী"।

"তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করেছ। আসবার হয় আসবে। শেষে তো বলতে পারবে না বাবার অমন অসুখের সময় ও একটা খবর দিলে না"।

"তোর সঙ্গে তাকেও একখানা চিঠি লিখেছিলাম" ভবতারিনী বললেন।

"মাধব কাকা কিছু বলেন নি তোমাকে" বিমল জিজ্ঞাসা করলে।

"দেখা করলে নাকি গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিতে চেয়েছিল উনি তা নেননি, মনিওর্ডার করে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন"।

"তরুদিকে লিখলে হয় না, তার সঙ্গে তো বৌদির খুব ভাব"।

"তরুতো এখানেই আছে। আর নিজের পেটের ছেলের জন্য পরকে যাব ওকালতি করতে বলতে ; ঝাটা মাব"।

'কে দেখছে" ?

'ও পাড়ার কেষ্ট বাবু" ভবতারিনী পুনরায় পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন, মাধব ঠাকুরপো বলেছিলেন বিনয়ের চাকরির নাকি উন্নতি হয়েছে আর মাইনেও বেড়েছে"।

স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়কে বাটির ভিতর ঢুকতে দেখে ভবতারিনী ঘোমটা টেনে পুত্রকে ধীরে ধীরে বললেন 'ওকে ঘরে নিয়ে বসাগে আমি এক কাপ চা করিগে যাই"।

বিমলকে দেখবামাত্র মাষ্টার মহাশয় বলে উঠলেন 'তুমি কবে এলে"।

"এইমাত্র"।

"কেমন আছ"।

"ভালই আছি"।

"তোমার বাবা তো বেশ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন"।

"তাই তো দেখছি"।

"একবার কলকাতায় নিয়ে যাবাব চেষ্টা দেখ, এখানে ও চিকিৎসা ভাল হবে না"।

"দেখি কতদূব কি হয়"।

৬৭

মাতা ও পুত্রেব অক্লান্ত যত্নে ও পরিশ্রমে কয়েকদিন পরে রামরতন বাবু যেন একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। বৈকালে ঘরের বারাণ্ডায় হাওয়ায় বসে তিনি গড়গড়া টানছিলেন সে সময় ভবতারিনী তাকে লক্ষ্য করে বললেন। "ওদের একটা চিঠি দিয়েছ"।

'কোন চিটি"?

"ঐ যে বিমুর বিয়ের কথা লিখেছিলেন'।

"ছেলে মেয়ের বিয়েব কথা আমায় আর বোলো না, ও বড় হয়ে নিজেই বিয়ে করবে"।

'তোমার কর্ত্তব্য তো তুমি পালন করবে। একজনের জন্য অপরকে সাজা দেওয়া কি ভাল হবে। অদৃষ্টে যা আমাদের আছে তাই হয়ে"।

"যা দৃষ্ট দেখতে পেয়েছ তাকে আর অদৃষ্ট বলতে যেও না"।

"তোমাব সঙ্গে তর্ক করা আমার সাজে না। ছেলে বড় হয়েছে আসে পাসে একটা মেয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলে কেমন হয় বলতো। ওর বয়েসি পাড়ার কারো বিয়ে হতে বাকি আছে"?

"ও চায় তো বিয়ে করুক গে কে বারন করেছে"?

'ও সে ছেলেই নয়। ও রকম তোমার আগের জন ও করেনি'।

রামরতন বাবু গড়গড়ার নলটি রেখে দিয়ে পা দুটি ইজি চেয়ারের

পরে তুলে দিয়ে বললেন, দেখি তুই একজনকে বলব। বিয়ে না তো সে যেন পুনঃ জন্ম কি দাঁড়াবে কে জানে"।

"পার্ব্বতিপুরেব সম্বন্ধটি কি খারাপ, মেয়ে তো খুবই সুন্দরি শুনছি"।

স্ত্রীর হাত হতে মকরধ্বজেব বাটিটা তুলে নিয়ে সেটাকে খেয়ে রামতারন বাবু বলে উঠলেন "বিয়ে না তো বলি দেওয়া"।

"সময়ের জিনিষ সময়ে না পেলে কি ভাল দেখায়। দুঃখ অশান্তি এ তো সর্ব্বত্র এবং সব সময়েই আছে ভয় করলে চলবে কেন"।

"ছেলে যদি বিয়ে না করে মানুষ হয় ভদ্র ও চরিত্রবান হয় সে অনেক ভাল"।

"ভদ্রতায় ও চরিত্রে তুমি কি কারো চেয়ে ছোট। আব সেই যদি ভাল বোঝ ছেলের সেই ব্যবস্থা করে দাও। সংসারে থাকবে অথচ সংসার করবে না একি ভাল? দশজনকে বৌ নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করতে দেখলে ওব মনটা কি তা চাইবে না বলতে চাও? মেয়ে চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় তাকে সাবধান করা চলে, ছেলে তো বাহিরেই থাকে, তাব পরে যে দিন কাল পড়েছে। ওর বিয়ে হলে আমারো তো একটা রেহাই হত চিরকাল আর এমন করে পেরে উঠি না"।

'তোমার একবারে ও শিক্ষা হয়নি। বৌ এলে বরং আরও অশান্তি বাড়বে"।

"কি তোমার রাম রাজত্ব সে নষ্ট করেছে ভবতারিনী বলিয়া উঠিলেন, সে তার মাগ ছেলে নিয়ে আলাদা হয়ে যদি সুখে থাকে, ঈশ্বর তার ভালই করুন"।

'এমন কি বয়েস হয়েছে তোমার ছেলের' রামতারন জিজ্ঞাসা করলেন।

"সময়টা খারাপ। আসে পাসে ছাই পাস সব দেখছ তো।

বিচার একেবারেই নাই। একটা হলেই হল। নিজেদের সুখের জন্য পরকে দুঃখী করা কি ভাল হবে" ?

রামতারন বাবু উঠিয়া পড়িলেন এবং ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

৬৮

কিছুদিন না যেতে যেতেই রামতারন বাবুর অসুকটি আবার বেশ বেড়ে উঠল। হেড মাষ্টার মহাশয়ের কথামত গ্রামের অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করে বিমল পিতাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে এল। প্রথমে তাহারা মাধব বাবুর ওখানেই উঠেছিল, শেষে পাসে একটু দূরে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে উঠে গেল। পিতাকে হাঁসপাতালে দিতে যেয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে সে বুঝলে যে ঈশ্বরের চেয়েও মানুষের সাধনা বড় কঠিন। পাথরের মত নিশ্চল, নির্ব্বাক, অথচ চলচিত্রের মত চঞ্চল ও মুখর মনুষ্য হৃদয়ের যে কি রহস্য সে তা খুঁজেই পায়না। কলকাতার ডাক্তার প্রায়ই হাঁসপাতালের দালালি করে খায়। হাঁসপাতালের ডাক্তার চিকিৎসায় বড় না হক এই দালালির জন্য খুবই প্রসিদ্ধ। আজ না কাল এই ভাবে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বসিয়ে রেখে, কার্য্য ব্যস্ততার অজুহাতে যার হ্রাস কিছুতেই হয় না, সে বুঝতে পারলে যে তাহা অসম্ভব। কলকাতার হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করতে হলে সব চেয়ে সহজ ও সরল ও অসত উপায় হল হাঁসপাতালের ডাক্তারকে কয়েকটি কল দেওয়া। সে সামর্থ তার ছিল না। হাঁসপাতালের সৃষ্টি হয়েছিল দরিদ্রের জন্য

জায়গা পায় ধনী, দরিদ্রের প্রায় প্রবেশ নিষেধ। রোগের মধ্যে থাকতে থাকতে ডাক্তার গুলো রুগির মতন জীবনের সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে! সারাজীবন রোগের মধ্যে কাটিয়ে এরা যখন রোগের লেকচার ছেড়ে সভ্যতার নৈতিকতার বক্তৃতা দিতে সুরু করে তখন দুঃখ হয়। রোগের চেয়ে রুগির তাৎপর্য্য এদের বেশি। কেউবা ডাক্তারীর নামে নারীর যৌন নাসারীর তত্বাবাহক রূপে অকাল কুষণ্ডের মত সমাজের বুকে আসর জমিয়ে তুলেছেন। প্রেমের কৃষি বৃত্তির এরা প্রসারক কিন্তু দুঃখের বিষয় ফসল চান না।

ঘুরতে ঘুরতে সে যখন একদিন নিরাশ হয়ে পড়ল তখন শুনলে মাধববাবু তার এক বন্ধুর সহায়তার হাসপাতালে রাখবার বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। পিতাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে সে একটু স্বস্তি না হ'তে হতেই চেয়ে দেখলে তার গৃহমন্দির প্রাঙ্গনে দুর্ভিক্ষের কালোমেঘ জমে উঠতে সুরু করেছে। সে জানত না যে তার মা এর মধ্যেই একবেলা করে খেতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। শিক্ষয়তা সে একটা যোগোড় করেছিল কিন্তু সে যেন সমুদ্রে পাদ্যঅর্ঘবৎ হয়ে উঠল। মাকে গ্রামে রেখে আসবে ঠিক করেও, মার দিকে চেয়ে সে মত বদলে দিলে। ভেবে দেখলে খরচ তাতে বাড়বে বই কমবে না। বিশেষ করে পিতার এই অবস্থায় সে মাকে যাবার জন্য বেশী পিড়াপিড়ীও করতে চাইলে না।

চাকরীর উমেদারিতে দ্বারে দ্বারে ঘুরে সে বুঝলে দেশে তার দুর্ভিক্ষ এসেছে। মানুষ চাকরীর অভাবে মরছে। এবং এই চাকরীর কেরাণীত্বই হল বৃটিশতন্ত্রের বিশিষ্টতা। সর্ব্বস্থলে সর্ব্বকার্য্যে বিদেশী তার শিক্ষায় দীক্ষায় মনুষত্বেও এইটুকু ফুটিয়ে তুলেছে। দুর্ভিক্ষের স্থুল দৃষ্টি নিয়ে তার সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে আমরা দেখতে পাইনা। একদল তথাকথিত মূর্খ পূজিপতি আছে, যারা এই বেকারত্বের স্বপ্ন বিভোর হয়ে মানুষকে তার কার্য্যের ন্যায্যমূল্য দিতে চায়না বলেই এর সম্পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা নিয়ে চিৎকার

করে ওঠে যে গ্রাজুয়েট এবার পাঁচটাকা দশটাকা মাহিনায় ভর্ত্তি হতে সুরু করবে। এরা দেশের ও সমাজের শত্রু। ইম্পিরিয়ালিজমের মত এদের কর্ম্মারসিয়ালিজম অর্থাৎ ব্যবসাবাদ নিন্দনীয়। আজ ভারতের বেকারতার কর্ম্ম শশ্মানে এই যে ব্যবসাবাদ গড়ে উঠেছে এ শিয়াল কুকুর ও গৃধিনীর মত মৃত মাংস ভক্ষণে আনন্দ পায়। ধনের মধ্যে স্বার্থপরতা আজ এত বেশী যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে সময়ে সময়ে এড়িয়ে না চলে পারেনা। ধন আজ দেহ সর্ব্বস্ব, পুত্র, পরিবার, আত্মীয়স্বজন সকলকেই গ্রাস করে ফেলেছে। দুর্ভিক্ষের মূলে কর্ম্ম, এবং এই কর্ম্ম জগতে ভারতে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, ধন শশ্মানের রোজগার হয়তো তাতে দৃশ্যতঃ কিছু বাড়লেও ভয়াবহ। ধনীর এই অর্থের শশ্মানে আজ যে কত মহাপুরুষকে হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকা নিতে হয়েছে পেটের দায়ে সে ও ভাববার কথা। এর তুলনায় শর্য্যের দুর্ভিক্ষ সে তো ছায়া মাত্র। বিদেশী তার শিক্ষার দীক্ষায় শুধু এ কথা বলতে চায়নি যে হে মানুষ আমাকেই ভজনা কর তুমি সুখী হবে (সর্ব্বধর্ম্মং পরিত্যাজ্য মামেকং শরনং ব্রজ) ধনদস্যু স্বদেশী ও এই নীতি পূর্ণভাবে অবলম্বন করেছে। আমরা দেশে ফসল না হলেই দুর্ভিক্ষ বলি কিন্তু ফসল তো কর্ম্মের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। এই কর্ম্ম দুর্ভিক্ষের কবলে ভারতে অনেকেই মারা পড়েছে ও পড়ছে তার হিসাব আমরা জানি না। হৃদয়ের ফসলের কথা ছেড়েই দিলাম। কল কারখানার মধ্যে বিমল দেখতে পায় ধনীর ধনের কসাইখানা সে কেঁপে শিউরে ওঠে। কত সুস্থ বলিষ্ঠ ও ভদ্র যুবককে যে পেটের জন্য গরু ছাগলের মত এখানে বলি দেওয়া হয় শুধু ধনের পরিবেশনের জন্য তার ইয়ত্বা নাই। হৃষ্ট পুষ্টদের বড়বাবু ও ম্যানেজারের ভূমিকায় দিন কতক নমুনার জন্য খাঁড়া রাখা হলেও তারাও যে শেষে ধনীর এই যুপকাষ্ঠে বলি পড়েন এ তো অবিদিত নয়। আজ ব্যবসার মূলে যে ধনবাদ তার মূলে রয়েছে মেসিন, এবং এই মেসিন অর্থ বাদের সৃষ্টি করেছে। জগতের কর্ম্ম জগতে আজ যে হিংসার

উদ্ভব হয়েছে সে প্রকৃতই ভীষণ। মানুষ আজ মানুষকে গরু ছাগলের মত বিক্রি করে আনন্দ পায়, তাকে হত্যা করে ব্যবসায়ীর মর্য্যাদা বাড়াতে চায়। বিমল থমকে দাঁড়ায় ও ভাবতে থাকে। ব্যবসার নামে এই যে নরমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা হয়েছে এই কি তবে গীতার যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ। যজ্ঞের মূলে রয়েছে যোগ সে যে সমতা বোধ, তাই গীতা প্রচার করেছেন সমত্বং যোগ উচ্যতে। জানি যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম, কিন্তু এই মেসিনের কৌশল যে ভয়াবহ।

সাড়া যে কোথায়ো পায় না, সবাই যেন অসাড়। মানুষের যে একটা বাঁচবার অধিকার আছে এটুকুও মানুষ আজ অস্বীকার করতে চায়। লোকে গাল ভরা কথা নিয়ে অব্যবসায়ীর মত ব্যবসায়ের উল্লেক করে বলেন "ব্যবসা কর', ব্যবসা কর" অর্থাৎ দেশকে জাতিকে শোষন কর। ব্যবসায়ের মত কর্ম্ম কলুষিত ও অর্থগৃন্ধু আজ আর কি কিছু আছে? সে তো আজ অর্থের দাসত্ব। ব্যবসা আর্টের মতন তাতে শিল্প কলার প্রাচুর্য্য আছে। ব্যবসা ব্যাধত্ব নয়? বেশ্যা ও ব্যবসায়ী, যৌবনের ব্যবসায়ে ও রক্তের শিকারে সে ও অর্থ উপার্জ্জন করে ও ধনী হয়ে পড়ে। এই কি তবে মানুষের আদর্শ? বেশ্যার ব্যবসায়ে ও যেটুকু প্রেম আছে বর্ত্তমান ব্যবসায় তাও তো নাই। ব্যবসা আজ নৈতিকতা হীন। মানুষের রক্তের ব্যবসায়ে আজ যারা অর্থের গদিতে বসে, নর কঙ্কাল সাজিয়ে, সব্বময়ের ভূমিকা গ্রহন করে চলেছেন এরা দেশের ও জাতির শত্রু। চৌর্য্য বৃত্তির পাঠশালায় বসে ব্যবসায়ী হওয়া যায় না। কেরানী হয়তো পেটের দায়ে চুরি করে কিছু ব্যবসায়ী ভোগের জন্য ডাকাতি করে। গুন ও কর্ম্মের অনুভূতি নাই। অথচ গুন কর্ম্মের প্রকাশ করে। ব্যবসা আজ আমাদের সংসারে তার নির্দ্দিষ্ট স্থান ছেড়ে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এমন কি শোবার ঘরে হেঁনসেলে যেয়েও ঢুকতে ছাড়েনি। স্ত্রী ও ভগ্নিকে বন্ধুর দরবারে টেনে এনে বাঙ্গালী যে সভ্যতার ব্যবসায় অগ্রগামী হতে চায় এ কি লজ্জার

নয়? প্রেম ভালবাসা নিয়েও আজ ব্যবসা চলেছে। রাস্তাঘাটের সভ্যতার বেশ্যার অভিনয়, রেস্টুরেন্ট হোটেলে বেসাতীর যে সভ্যতার ভিড় চলেছে এ সমাজ জীবনের পক্ষে খুবই অনিষ্ঠকর। ভাত বিক্রিও আজ ব্যবসা। এরও অর্থের আবার গর্ব্ব আছে। রৌপ্য মুষ্টির বিনিময়ে বিষ কি ভস্মকনা দিয়েও মানুষ আজ গর্ব্ব করে সে ব্যবসায়ী। হোটেল বোর্ডিং তাই হিন্দুর জীবনের বাহিরে ছিল, এ সব বিদেশীর আমদানি এবং তাহারি প্রেম গুঞ্জরিত। হিন্দুর সাহিত্যে সরাইখানা ও পান্থশালার উল্লেক আছে, সে ছিল দেবার স্থল, নেবার কিছুই ছিল না, এক আত্মতুষ্টি ছাড়া। ব্যবসা আজ সর্ব্বগ্রাসী এ খুবই দুঃখের। মানবত্বাকে দাঁড়ি পাল্লায় চড়িয়ে সভ্যতার ওজন করতে যাওয়া মারাত্মক ভুল, এ বানরের রুটি ওজনের মতই হয়ে দাঁড়াবে।

বিমল ভাবতে লাগল, আজ ব্যবসায়ের মধ্যে মূর্খ অশিক্ষিতের সংখ্যা এত বেশি যে ভাববার। শিক্ষা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনয় নয় মানুষের পরিচয়। সমস্ত জগতের অর্থের বিনিময়ে মূর্খতা কি কাম্য? ব্যবসা আজ শোষন ও পেষন মাত্র, এবং এই ব্যবসায়ের নিম্নাঙ্গের পরিচয় সরূপ আমরা পাই কেরানী বাবুদের। কেরানীত্ব আজ ব্যবসারও একটা অঙ্গ হয়ে পড়েছে। এ ওকে ছেড়ে থাকতে পারে না। ব্যবসা আজ অগতির গতি পতিতপাবনী মা গঙ্গা। ব্যবসার স্থলে আজ খুঁজে পাই ইন্দ্রিয়, আত্মার কোন সন্ধান পাই না। আমরা আজ বর্ণ বিভাগকে মানতে চাই না; যেহেতু সে স্পষ্ট, এবং জন্মগত, দৃষ্ট নয়। গীতায় তাই উল্লেক আছে চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুন কর্ম্ম বিভাগশঃ, শ্রীভগবানের উক্তি। কিন্তু এই জন্মের দোহাই দিয়ে ব্যবসায়ীর অপদার্থ পুত্র যখন কর্ত্তৃত্ব করতে বসে যার গুন ও কর্ম্ম কিছুই নাই তখন চুপ করে বসে থাকি কেন। জমিদারীর মতন ব্যবসাদারী ও নিন্দনীয়। জমিদারীর মতন ব্যবসাদারী ও আজ পৈত্রিক সম্পত্তি হয়ে পড়েছে, এ কেন? ব্যবসা কি তবে বংশ

পরম্পরায় জন্মগত আধিপত্য নয়। হৃদয়ের ইতিহাসে ব্যবসার নামে মানুষ যে মানুষকে পদদলিত করে চলেছে এ প্রকৃতই শোচনীয়। ব্যবসা আজ মনুষত্বকে গ্রাস করতে চায় এ প্রকৃতই দুঃখের। ব্যবসাদারীর অত্যাচার জমিদারের অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। কুলি প্রজার চেয়ে কৃষকের চেয়ে দুঃখী। বিচার আজ হয়তো তাই অত্যাচার। দেশপ্রেমের শিকারের মতন অর্থের শিকারে যারা নাম করেছেন তারাই আজ ব্যবসায়ী। ধর্ম্মে ব্যষ্টির উন্নতির চেয়ে ব্যক্তিত্বের উন্নতি লক্ষ্য হয়; তাই মানুষ বড় হয় তার ব্যক্তিত্বের প্রতিভায় কর্ম্মদক্ষতায় ও জ্ঞানের মহিমায়। দেশপ্রেম সে কি আজ ব্যবসা নয়? দেশপ্রেমের নামে হৃদয়ের ব্যবসায়ে যারা মহান সাজেন, দরিদ্রের হাত হতে তার দিনান্তের অর্জ্জিত কপর্দ্দক ভিক্ষার নামে তার স্ত্রীপুত্রকে বঞ্চিত করে কেড়ে নিতে ইতস্ততঃ করেন না, সেখানে কি সত্য আছে? রাজনীতি যাদের ব্যবসা নীতি, তারা ভুলে যান রাজনীতির সঙ্গে ব্যবসার একটা সংযোগ ও আদান প্রদান থাকলেও সে ব্যবসা নয়? আজ আমাদের ব্যবসায়ের ধর্ম্মবোধ এত বেশি যে আমরা পাপের মূল্যে পুণ্যক্রয় করে স্বর্গে যেতে চাই। নরহত্যা করে জন্মের অভিযানটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে পিতৃত্বের মর্য্যদায় পাপমুক্ত হতে চাই। এ সবই দুঃখের। বর্ত্তমানে জগতের ব্যবসার মূলে দাঁড়িয়ে আছে দুইটি বৃহৎ যুদ্ধ। যে দেশ এবং যে জাতি এই যুদ্ধের ব্যবসায়ে ধনী হয়ে উঠেছে তারা কি খুব বড়? ভারতে ও আজ যারা ব্যবসায়ী নামে খ্যাত তারাও উহার ফল। এরা কি প্রকৃত ব্যবসায়ী? যুদ্ধের বাজারে যারা ব্যবসার নামে অর্থ সংগ্রহ করে, যুদ্ধের মূলধনে ধনী হয়ে উঠে, এবং জগতে এক ছত্রাধিপতি সম্রাটের অভিনয় করতে চায় তারা কি মানুষ? বর্ণ ভেদের চেয়ে অর্থ ভেদের পরিনাম আরও শোচনীয় হবে। এক ক্লাস লোক আছে যারা না ঠেকলে শেখে না, এরাই আজ ডেমোক্রেসীর মেজোরিটি, মূর্খ দৃষ্টি হীন। বাঙ্গালী যে এই রক্তের ব্যবসায়ে অর্থ অর্জ্জন করতে

পারেনি এতে মঙ্গলময়ের মঙ্গলই শুধু লক্ষ্য হয়। বাঙ্গালী আজ আর্থিক দৃষ্টিতে পড়লেও সে উঠবে। বাঙ্গালী যদি তার উদার মনোবৃত্তি ও সমাজ নিয়ে তার মানসিক ও দৈহিক তরলতাকে এবং বুদ্ধির চপলতাকে একটু এড়িয়ে চলতে পারে এবং দৃঢ় ও গম্ভীর হয় সে বড় হবেই। বাঙ্গলার সৌভাগ্য তার প্রকৃতির সৌভাগ্য। বাঙ্গালী আজ তার উদার মনোবৃত্তির জন্য সর্ব্বত্র পরাভূত ও পরাহত হলেও সে যে জীবিত এ যেন সে ভূলে যায় না। বাঙ্গলার রক্তে যারা শিকড় গেড়ে বসে বাঙ্গালীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও পদদলিত করে চলতে অভ্যস্থ তারা যেন ভুলে না যায় বাঙ্গালী মানুষ দেবতা নয়। তার সহ্যের একটা সীমা আছে। অর্থ নৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক যে অত্যাচার বাঙ্গালীর পরে চলেছে এ যে কল্পনাতিত। পাকিস্থানের যে ঝড় আজ বাঙ্গালীর বুকের পর দিয়ে বয়ে চলেছে এ হয়তো বাঙ্গালীকে শক্তিমান করে তুলবে। শত শত বৎসরের মুসলমান রাজত্বের মধ্য দিয়েও যা লক্ষ্য হয়নি, তাই যখন কোন সম্প্রদায়ের বাণী হয়ে পড়ে তখন মনে হয়, মুসলমান বাদশাহেরা তবে কি বর্ত্তমানের তুলনায় অবুদ্ধিমান ছিলেন। সাতশত বৎসরের অভিজ্ঞতাকে যারা পেছনে ফেলে হিন্দুকে শত্রু বলে গ্রহন করে তারা মানবত্বের হিতাকাঙ্খী নয়। ভারতের মুসলমান ইতিহাসকে তন্ন তন্ন করে দেখলেও হিন্দুর বিশ্বাস ঘাতকতা তার নীচতা কোথায়ো লক্ষ্য হয় না? পাকিস্থানের যে নমুনা আমরা দেখতে পেয়েছি সেখানে বাস করতে কেউ কি পারবে? নীতি হিসাবে বাঙ্গলাকে ভাগ করতে যাওয়া ভাল না লাগলেও সে যে আজ বর্ত্তমানের প্রয়োজন এ অস্বীকার করবার যো নাই। ভারত যদি অবিভাজ্য না হয় বাঙ্গলাও অবিভাজ্য নয়।

বিমল পুনরায় ভাবিতে লাগিল, রেল ষ্টেশনের কুলির রোজগার বাঙ্গালী ভদ্রলোকের চেয়েও বেশি, কিন্তু এর তুলনা যারা করেন তাদের মনোবৃত্তি খদ্যোতের মতন ক্ষুদ্র। ঋষিরা ভিখারী ছিলেন কিন্তু রাস্তার

ভিখারীর সঙ্গে তার কি তুলনা করা চলে। এই উদার বাঙ্গালায় যারা অনুদার মনোবৃত্তি নিয়ে এসেছেন তারাই বাঙ্গালার আজ কলঙ্ক। বাঙ্গালীর প্রেম নরম, কিন্তু তার প্রতিবাসীর প্রেমের মধ্যে সে খুঁজে পায় বালুকণা ও পাথরের টুকরার কঠোরতা, শুধু শীতলতা এতটুকু উষ্ণতা নাই। বাঙ্গালী চায় সৎভাব যেহেতু তার অভাব কিছুই নাই, কিন্তু তার প্রতিবাসীর অভাব তাকে আজ এতদুর ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে, এবং তাদের অকৃতজ্ঞতা ও নৃশংসতা তার দরিদ্রতার এতদুর কারণ, হয়ে উঠেছে, যে সে তার হৃদয়ের সৎভাবের মধ্যে আজ শুধু দেখতে পায় অভাব এবং অসতের প্রভাব। ধর্ম্ম আমাদের জীবনের সম্প্রদায়গত কি সমাজগত প্রতিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা নয় সে আত্মোন্নতি ও সৃষ্টির স্থীতি শক্তি। বাঙ্গালী যা সেচ্ছায় ছেড়ে এসেছিল; যে ব্যবসাকে সে গ্রহন করেনি পদদলিত করে চলে এসেছে, সেখানে মানুষ যদি অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে বাঙ্গালীকে পদাঘাত করতে চায় সে বড় দুঃখের। জাগতিক দৃষ্টিতে এ বাঙ্গালীর মূর্খতা হলেও সে মহান। বুদ্ধদেব রাজার ছেলে হয়ে পথে উঠেছিলেন এই যে আত্মত্যাগ এ মূর্খতা নয় মানবত্বের শ্রেষ্ঠতম ধন। বাঙ্গালী যদি সেচ্ছায় তিরিশ টাকার চাকরী আঁকড়ে পড়ে না থাকত হাসি মুখে, ভিখারীর বেশ না পরত, ভারতের অনেক প্রদেশের অনেক লোককে আজ হয়তো উপবাসি থাকতে হত। বাঙ্গলার এই আত্মত্যাগকে আত্মহত্যাকে যারা তার অক্ষমতা ও অনুপযুক্ততা বলে মনে করেন তারা ভুল করেন। বাঙ্গালীর এই ভিখারীর বেশ অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যতই তার মুখ্যতা হক, উদার দৃষ্টিতে জগতের সমাজে তাকে মানুষের পরিচয় এনে দিয়েছে, এবং জ্ঞান ও মানবত্বের দিক দিয়ে এ প্রকৃতই বড়। দশটাকা নিয়ে যে ব্যবসা করতে বসে এবং নূতন, এবং দশ হাজার টাকা যে নেয় এবং পুরাতন ও অসততার পরিপূর্ণ, সেখানে সাধারণত দশ টাকার মূলধন টেকে না। তাই বাঙ্গালীকে আজ হয়তো ব্যবসার প্রতিদ্বন্দিতায় অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে

আসতে হয়েছে কিন্তু এ সাময়িক মাত্র 'এ তার অক্ষমতা নয়। বাঙ্গালী যদি সাহস নিয়ে ব্যবসায়ে নামে এবং একটু একটু করে ধৈর্য্যের সঙ্গে রিস্ক্ নিতে শেখে তার সে চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হবেই। ওকালতি ও ডাক্তারি ব্যবসায় অর্থাৎ কিছু জ্ঞানের ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর যখন একটু সুনাম আছে তখন সে অন্য দিকেও লাভবান হতে পারে, যদি তার সে চেষ্টা থাকে। ব্যবসা আজ অনেকটা গায়ের জোরের মধ্যে যেয়ে পড়েছে, কিন্তু সে প্রকৃত তা নয়, তাই বাঙ্গালী পিছিয়ে পড়ে। বাঙ্গলার জগতশেটকে ভুললে চলবে না, সে কি ব্যবসায়ী ছিল না ?

পিতার দুইচার জন পরিচিতের সঙ্গে দেখা করে বিমল সহানুভূতির থেকে অপমানিত হয়েই ফিরলে। অনেকে মুখ সিটকিয়ে এই সামান্য চাকরি করবে কি করে বলে নিজেদের জীবনের অহঙ্কারকে তারই পরে ফেলে দিতে ছাড়েন নি। ভিক্ষার চাল কাড়া আর আকাড়া। যে ডুবতে বসেছে তার কাছে তৃন গাছেরো একটা মূল্য আছে। অর্থের প্রাধান্য সে কোনদিন স্বীকার করতে পারে নাই, অথচ এর মোহ সে যেন আজ এড়াতে পারেনা। সে বাঁচতে চায় অথচ চারিদিকেই দেখে মৃত্যুর বাণী। অর্থ সুন্দরী রমনীর বেশে তাকে পথ দেখাতে চায়, প্রলুব্ধ করে, অথচ ধরতে গেলে ছুটে পালায় ?

৬৯

ভবতারিণী প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে যান, এবং ফিরতে তার বেশ একটু দেরী হয়। বিমল লক্ষ্য করে দেখেছে যে গঙ্গাস্নানের পরে মার যেন একটা অস্বাভাবিক টান। ঝড়বৃষ্টি কিছুই বাধা মানতে চায় না।

সে কয়েক দিন সঙ্গে যাবে ঠিক করে, মাতার অমতে, যে বাটিতে কেউ থাকবে না তাই যেতে পারে নাই। ক্রমে ক্রমে এ ব্যাপারটি তার কাছে যেন একটু রহস্য জনক হয়ে উঠতে লাগল। পাশের বাটির ঝিয়ের সঙ্গে সে মাকে প্রায়ই গল্প করতে দেখে, অথচ তার সামনে তিনি যেন প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গ ধরেন। কিছুদিন ধরে মায়ের সব ব্যাপারেই সে যেন একটু সন্দেহ করতে লাগল। একদিন প্রত্যুষে মাতা বেরিয়ে যেতেই সে পিছন নিলে। ক্রমাগতই পথ চলতে চলতে সে বিস্ময়ে ভাবতে লাগল মা এ কোথায় চলেছে। শেষে মাকে এক ক্ষুদ্র পার্কের বেঞ্চিতে যেয়ে বসতে দেখে সে ভাবতে লাগল এত পার্ক ফেলে মা এই ছোট পার্কটিতে রোজ কেন আসেন? এ আকর্ষন তার কিসের? একটু পরেই সে দেখতে পেলে তার মাতা একটি ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে মুখ চুম্বন করে তাকে নামিয়ে দিলেন এবং নিজের আঁচল থেকে কিছু খাবার তার হাতে দিয়েই, পার্শ্বস্থিত রমনীকে অভিবাদন জানিয়ে গঙ্গার দিকে এগিয়ে চললেন। সে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বিমল মনে মনে বলে উঠল এটি কি তার দাদার বাটির ঝি? ছেলেটি কে? সে একটু এগিয়ে যেতেই বুঝল ছেলেটি তার দাদার ছেলে। তার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। সে চেয়ে দেখলে তার মা যেন এরই আকর্ষনে ঝড় নেই বাদল নেই রোজ গঙ্গাস্নানের নামে এখানেই ছুটে আসেন। তার মাতা কি তবে পাশের বাটির ঝিয়ের মুখে এদের খবরই রোজ সংগ্রহ করেন? সে নিজে অবিবাহিত বিমল ভাবতে লাগল, মাকে সন্তুষ্ট করবার এতটুকু আগ্রহও তার নাই। মায়ের মনের এই যে বোঝা সে কোনদিন ও নামিয়ে দিতে চায়নি। নারীর সংস্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেই সে পেয়েছে আনন্দ। সে জানে নারী তার দুঃখের কারন। নারীতে দুঃখ আছে সে কি সোনায় সোহাগার মতন, আলো অন্ধকারের মতন মিশে যায় না। ভুল ভ্রান্তি নিয়েই তো সংসার। ভুল আছে বলেই তো সংসারের এত রূপ

এত কথা। পাপী আছে বলেই তো পুণ্যবানের এত কদর।

পার্কের বেঞ্চিতে বসে সে মুখ তুলতেই এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সে দৃশ্যে তার মনের অন্দরে ফুটে উঠতে লাগল কত না কথা। ঐ যে নর ঐ যে নারী ওরা মানুষ। এমন একদিন হয়তো আসবে যেদিন মুড়ি ও মুড়কি একদরে বিক্রি হবে, এবং রাস্তার কুকুরটিকেও আমরা মানুষ বলতে চাইব, সেই হবে জীবনের সত্য। জমি না কিনে, তার অধিকার সম্বন্ধে সতর্ক না হয়ে, পাকাবাটি বানাতে যাওয়া যেমন ভুল, তেমনি বিবাহের আগে ভালবাসতে যাওয়া কি ভুল নয়? জমি না কিনে, তার অধিকার সম্বন্ধে সতর্ক না হয়ে, প্রেমের শিকারে নেমে সাময়িক ভাবে সেখানে তাবু ফেলা চলে, নামাজ করা চলে, কিন্তু মন্দির কি মসজিদ গড়ে তোলা যায় না। স্বার্থ লালসায় জড়িভূত ঐ যে অঙ্গাঅঙ্গি ভাব ঐ কি প্রেম? স্ত্রী ভূমি সম্বন্ধে মানুষ যদি সতর্ক না হয় তো অনেক ক্ষেত্রে বিপদে পড়ে। এর জমিদার কি সমাজ? অনেকে আছেন যারা আসর গরম করে বলেন মানুষ যদি বিবাহের ব্যবধান তুলে দিয়ে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে বিবাহ করতে শেখে তবে জগতে আর দ্বন্দ কলহ থাকবে না? এ ধারনা ভুল। খৃষ্টান কি মুসলমান সমাজে কি কলহ নাই? এই ধরনের লোকই আজ মূর্খতার অগ্রগামী। যে সভ্যতা ও যে সময়ে স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে কলহ লক্ষ্য হয়, যে যুগে পিতা মাতা ভ্রাতা শশুর আত্মীয় স্বজন সবই পর ও শত্রু হয়ে পড়েছে সেখানে কি ঐ কথা বলা সাজে। কলহ কোথায় নাই? সে সর্ব্বগ্রাসী। ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় স্বার্থের বশীভূত হয়ে মানুষ যদি কলহ ভুলে যায় সেখানে মানবত্ব পশুত্বে পরিনত হয়। জয়চন্দ্র ও পৃথিরাজকে কি ভুলে যাওয়া যায়। বিবাহের পথ দিয়ে আমরা যখন জাতিভেদ বর্ণভেদ সম্প্রদায় ভেদ ভেঙ্গে দিতে চাই, সে যেন সন্দেশের লোভ দেখিয়ে দুষ্ট ছেলে মেয়েকে ভুলিয়ে রাখার বন্দোবস্ত। দুইচার জন লোক যদি বিবাহের পথ ভুলে যেয়ে পড়ে সেখানে অনুকম্পা না দেখিয়ে তাদের মারতে যাওয়াও

সমাজেরো উচিত নয়? তবে সবাই যদি সেই পথ প্রশস্ত মনে করেন সে ভুল। আচার যাদের বন্ধন, বিচার যাদের দাসত্ব, এবং ব্যাভিচার যাদের মুক্তি তারাই এর প্রশ্রয় দেয়? মনুষ্য স্বভাবের প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখে হিন্দু চেয়েছিল এক এক জনের হাতে এক একটি কর্ম্ম তুলে দিয়ে তার পরস্পর প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি, এই হিন্দুর জাতিভেদ। সেখানে আগাছা আজ জন্মেছে অনেক, কিন্তু সে দোষতো জমির নয় কৃষকের? ব্রাহ্মন মাত্রেই ব্রাহ্মন কন্যার পানীগ্রহনের অধিকারী হয় এক আপনা আপনির ভেতর ছাড়া; সেখানে যে সামাজিক ও প্রাদেশিক ভেদাভেদের সৃষ্টি হয়েছে তার মুলে রয়েছে আচার ব্যবহার ভাষা এবং ভারতের বিচ্ছিন্নতা; হিন্দুর শাস্ত্র নয়। বিমল উঠলে এবং চলবার পথে সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে চিন্তাকরে বিজয়দের বাটির গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। বিজয়ের সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা তার মনে খুবই প্রবল হয়ে উঠল। সে পথ ঘুরিয়ে নিয়ে ভাবতে ভাবতে চলল, যে বিজয়ের পিতা হয়তো তার চাকরীর একটা সুবিধা করে দিতে পারেন কি ব্যবসায়ে ও সাহার্য্য করতে পারেন। বাটিতে পা দিয়েই সে শুনলে পরমেশ বাবু আর ইহজগতে নাই, বিজয়ই আজ বাটির কর্ত্তা। ফিরে যেতে যেয়ে সিড়ি বেয়ে নামতে নামতে তার মনটা বিজয়ের এই দুঃখে একটু সহানুভূতি দেখাবার জন্য বড় ব্যাকুল হল। সে অগত্যা নিজের নামটি লিখে পাঠিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভিতরে দুইজন ভদ্রলোক বসে কথা বলছিলেন বিমল তা শুনতে লাগল। একজন অপরজনকে বলছেন, এ যুদ্ধে জার্ম্মানীর হারবার দুটো কারন আছে। প্রথমতঃ জার্ম্মান নেতার বৃটিশের প্রতি অত্যধিক অনুকম্পা, অর্থাৎ তিনি সব সময়েই মনে করতেন যে বৃটিশের সঙ্গে একটা বোঝাপাড়া, কি রফা অর্থাৎ বন্দোবস্ত সে না হয়েই পারেনা, হবেই হবে, দ্বিতীয়তঃ প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের মধ্যে কোন একতা মূলক কর্ম্ম ধারা ছিলনা। এ ওকে আক্রমন করলে অপরে যে তাকে আক্রমন করতে বাধ্য এ তারা স্বীকার

করে নেয়নি, ফলে প্রাচ্যকে তার নৈতিকতার আদর্শ সরূপ যে বিশ্বাস ঘাতকতাকে বরন করে নিতে হয়েছে, পাশ্চ্যাত্য রাজনীতির মূলনীতিই তাই ?

ব্যক্তি যদি ব্যক্তির পরে অন্যায় করে জুলুম করে তার বিচার আছে শাস্তি আছে, কিন্তু জাতি যদি জাতির পরে অন্যায় করে অত্যাচার করে তার কি কোন বিচার নাই শাস্তি নাই ? পরাজিত পরাভূতের বুকের পরে আজ যারা ডেমোক্রেসীর লাঙ্গল চালিয়ে চলেছে শান্তির কামনায়, সভ্যতার অজুহাতে, তারা দুর্ব্বল, এবং ভুলে যায় যে তাহা আরও অশান্তির সৃষ্টি করবে ? মানুষ মানুষকে দাবাতে পারে না তো জাতি। কার্ড পাওয়া মাত্রেই বিমলের ডাক এল। সে পা না বাড়াতেই ঘরের ভিতরের একজন বাবু চাকরের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন 'আমাদের কি হল, অনেকক্ষন তো কার্ড দিয়েছি"।

বিমল দাঁড়িয়ে পড়ল এবং বললে "আপনারা যান আমি না হয় পরে যাব"।

'না যান। আপনাকে ডেকেছে যখন, বড়লোকের ব্যাপার' ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে নিলে। বিমল চলে যেতেই তারা চাকরকে জিজ্ঞাসা করলে "লোকটি কে গো"।

"নূতন দেখছি বাবু"।

"দালাল নয় তো" অপর ব্যক্তি বলিয়া উঠিল।

"প্রেমের দালাল হয়তো" দ্বিতীয় ব্যক্তি হাসিয়া উঠিল।

বিমল ঘরে ঢুকতেই বিজয় তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বসতে বললে। বিমল বসতেই বলে উঠলে বাইরে দুইজন লোক বসে আছেন অনেকক্ষন ধরে।

"ও ঐ ইনসিওরের দালালদের কথা বলছিস" বিজয় চাকরকে ডেকে বাহিরের বাবুদের সঙ্গে ম্যানেজারের দেখা করিয়ে দিতে বললেন।

বিজয় বিমলকে জিজ্ঞাসা করলে "কেমন আছিস বল" ।

"ভালই আছি" বিমল উত্তর দিলে, কিন্তু বিজয়ের পিতার কথা স্মরণ হতেই তার চোখদুটি ছল ছল করে উঠল, এবং সে বললে, তোর দুঃখের কথা শুনলাম ভাই, কি করবি বল, জীবনের পথে এ অবশ্যাম্ভাবী, তবে সময়ে যদি মারা যেতেন তা হলে দুঃখের ভাগটা অনেক কমত। এর তো কোন উপায় নাই"।

"এত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন এ আমরা ত ভাবতে পারিনি"।

"মৃত্যু রোজই এগিয়ে আসছে, তার পথ ভুল হয় না। আমরা রোজ বড় হয়েছি কি ছোট হয়েছি এ ভাববার কথা"।

দুইজনে মিলে বহুক্ষন ধরে অনেক কথা বার্ত্তাই হল। শেষের দিকে বিমল বিজয়কে সম্বোধন করে বললে "ভাই একটা চাকরি বাকরি দিতে পারিস যোগাড় করে ? মাকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি"।

"তোকে কি কাজ দেব পাগল, তুই কি সত্য সত্যই কাজের উপযুক্ত হয়েছিস ? বিয়ে থা করেছিস ? আমার বৌ তো ডিম পাড়তে সুরু করে দিয়েছে। তোর বৌ যদি তোর সারটিফিকেট দেয় তবে একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি। পাগলামি করবার মত কোন কাজ আমার হাতে নাই, সবই দায়ীত্বপূর্ণ কাজ তুই পারবি না'। বিজয় বলিয়া উঠিল।

"তবে আসি ভাই" বিমল উঠে দাঁড়াতেই বিজয় হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বললে' চটলি কেন ? এতদিন পরে এলি একটু বস্। আমি ভেবেছিলাম তুই এতদিন আই, সি, এস, বি, সি, এস, রূপি হাকিম হয়ে আমাদের মত মহাঅপরাধির বিচার করে চলেছিস তা না একি ? আমার এক বন্ধু সম্প্রতি তার এক বান্ধবীকে বাঙ্গলা পড়াবার জন্য একজন ভদ্রলোক খুঁজছেন, মেম সাহেবকে পড়াতে পারিস তো বল্ চেষ্টা করে দেখি। তবে মেয়েটি দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর। পড়াতে পড়াতে পড়ে যাসনে যেন"।

'না ভাই মাপ কর। ও সব বান্ধবী ফান্ধবীর সঙ্গে পোষাবে না'।

'ঘাবড়াস কেন ? ঐ তো তোর দোষ। সে তো শুধু বান্ধবী নয় একেবারে পত্নি তুল্যা হৃদয়েশ্বরী''।

''অতটা বিশ্বাস আমায় না করলেই সুখী হব'' বিমল উঠে পড়ল।

'তাও তো বটে শেষে তুইও যদি প্রেমের জাবর কাটতে সুরু করে দিস''।

বিমল কোন উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

''মাঝে মাঝে সময় পেলে আসিস্'' বিজয় আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল। বিজয়ের মনে গত জীবনের অনেক কথায় ফুটে উঠতে লাগল। বিমলকে সে আজও শ্রদ্ধা করে ভালবাসে। বিমলের ক্ষতি সে করেছে কিন্তু বিমল কোনদিন ও সে পথে পা দিতে চায়নি। এই সরল প্রকৃতির লোকটির উপর সে তার কর্ম্ম জগতের বিশ্বাস রাখতে পারে না। এ হয়তো তার ভুল। বিজয়ের চক্ষে বিমল অত্যন্ত বোকা। আজও হয়তো সে বিবাহ করেনি ; সময়ের ফুল অসময়ে ফুটলে কি ভাল দেখায় ? এই একটি মানুষকেই সে হয়তো তার জীবনের মধ্যে পেয়েছে যে তাকে বঞ্চনা করেনি, বরং সঞ্চয়তার পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। নিজের দরিদ্রতাকে সে সন্মান করলেও ধনীকে সে কোনদিন অসন্মান জানায় নি।

৭০

সৌদামিনী দেবী ঘরে ঢুকতেই ছেলেকে সম্বোধন করে বললেন "বিমল এসেছিল ভিতরে না যেয়ে হঠাৎ চলে গেল কেন" ?

"কেন গেল আমি কি করে বলব" বিজয় মাতার কথার উত্তরে বললে।

'তোর তো উচিত ছিল ভেতরে নিয়ে যাওয়া'।

মায়ের কথার এমন একটি স্নীগ্ধতা ছিল যা এড়াতে যেয়ে বিজয় বলে উঠল "তুমি তো জান ও একটি পাগল। কোথায় কাজ কর্ম্ম আছে বোধ হয়। ওর বাবা তো আবার শুনলাম হাঁসপাতালে। এখানে মায়ের সঙ্গে আছে"।

"কোথায় আছে" ?

"জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি" বিজয় লজ্জিত ভাবে বলিল।

"একটা লোক এতদিন পরে বাটিতে এল তার ঠিকানাটি জিজ্ঞাসা ও করতে নাই ; তোর সব বাড়াবাড়ি"।

"অত খেয়াল হয়নি"।

"কি জন্য এসেছিল, কি করছে" মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এমনি দেখা করতে। চাকরি বাকরির কথা বলছিল যদি সুবিধা করে দিতে পারি" ?

"লোক বাটিতে এলে, লোকে তাকে খেতে বলে, বসতে বলে, তা না তোর এ সব কি' সৌদামিনি বিরক্ত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুপুরে খাবার সময় সৌদামিনি পুত্রকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন "হ্যারে বিমল বিয়ে থা করেছে" ?

"ও আবার বিয়ে করবে তুমিও যেমন" বিজয় হাস্যমুখে মাতার পার্শ্বে স্ত্রীর মুখের দিকে একবার চেয়ে মাকে লক্ষ্য করে বললে 'মেয়েদের নাম শুনলে ও চটে যায় ও আবার করবে বিয়ে। আমি বিয়ে করেছি শুনেই হয়তো বাটিতে ঢুকতে সাহস পায়নি"।

মাতা পুত্রের কথার উত্তরে বিরক্ত ভরে বলে উঠলেন "তোর মত অত বেহায়া নয়। তোর সঙ্গে কথা বলাই দায়" ?

বিজয় মাথা নত করে বললে "বিয়ে ও করেনি"।

ক্ষণিকের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সৌদামিনি পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন "খুকির মেয়ের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করলে কেমন হয়? বেশ দিব্যি ছেলে স্বভাব চরিত্র ও ভাল. লেখাপড়া শিখেছে। খুকি তো কেবলি লিখছে একটা পাত্রের জন্য। বিধবা বোন এতটুকু উপকার ও কি সে তোর কাছে আশা করতে পারে না"।

"ওরা অত্যন্ত গরীব" পুত্র মাতার কথার উত্তরে বলিল।

"গরীব সে চাকরি বাকরি করে দিলেই হবে। ভদ্র ছেলে পাওয়াই দায় পেলেও ছেড়ে দিবি মেয়েটির তো গতি হবে'।

"দিদি রাজি হবে মা"?

"কি যে বলিস্ কেন শুনি? সৌদামিনি বলিতে লাগিলেন পয়সা নেই সে অভাব তুইও পুরন করতে পারিস, আমিও পারি, খুকিও পারে। কিন্তু মেয়ের মনের শান্তি তো আমরা দিতে পারব না"।

'টাকা না থাকলে কোন শান্তিই থাকেনা মা। আর বেশী টাকাই যদি খরচ কর ওর চেয়ে অনেক ভাল ছেলে পাবে"।

"ছেলে হয়তো পাব তবে ভাল হবে কি না জানিনা" সৌদামিনি থামিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিলেন 'যারা টাকার জন্য বিয়ে করতে আসে, টাকা টাকা করে মরে বিয়েটা তাদের নাম মাত্র। টাকা হাতে পেলেই উড়নচড়ে হয়ে যায়"।

"পেটে ভাত না থাকলে কোন রহস্যই খাপ খায়না মা"।

'কেন খাবেনা শুনি মাতা বলিয়া উঠিলেন। ভাল ছেলে, পড়াশুনা করেছে, স্বাস্থ্য ভাল, খাটতে পারে, যদি বিলাসিতা না চায়, ভাবুকতা না বাড়ায়, ভগবান কি দুমুঠো অন্নের জন্য ওর সঙ্গে শত্রুতা করবেন? মানুষ পেটের চেয়েও চ্যাটের জন্য কষ্ট পায় বেশি'?

"লক্ষ লক্ষ জনের সঙ্গে ঈশ্বর যে রোজ দিনের পর দিন শত্রুতা

করে চলেছেন এাক তুাম দেখতে পাও না মা” ?

“দেখছি তবে ভদ্র সৎ ও শিক্ষিত কিনা জানিনা” ?

“সে আমিও জানিনা, যদিও অনেক সময় ভাসা ভাসা মনে হয়”।

“উনি ছেলোটকে বড় পছন্দ করতেন সৌদামিনি বলিয়া উঠিলেন, তার অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে পুনরায় ধ্বনিয়া উঠিল যদিও তার মনে কোন কামনা ছিল না, তিনি হয়তো আমার মত এতটা স্বার্থের চক্ষে ওকে দেখেন নি, তার বশীভূত হন নি, কিন্তু আমি মেয়েছেলে বিধবা মানুষ”।

মাতার জলভরা চোখের দিকে চেয়ে বিজয় বলিয়া উঠিল ‘ছেলে যে ভদ্র এ আমিও স্বীকার করি। তবে এতটা ভদ্র যে এই অভদ্রের যুগে ভয় হয়। বুদ্ধি বড় কম। নিজের ভাল মন্দের বোধ ওর নাই। দাদাবাবু বেঁচে থাকলে ও পাত্রে মেয়ে দিতেন না মা। লিলি হয়তো অমন স্বামী নিয়ে সুখী হবে না” ?

মেয়ের বৈধব্যের কথা স্মরণ হতেই সৌদামিনির চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল বেয়ে পড়তে লাগল। তিনি দুঃখ করে বলতে লাগলেন বোতল বোতল মদ খেলে কি মানুষ বাঁচতে পারে ? সারা জীবন ধরে যে শুধু রোগেরি সন্ধান করেছে, তাকে অহ্বান জানিয়েছে, সে যে বেঁচেছিল এই আশ্চর্য্যি”।

“বিয়ে হয়তো ও করবেনা মা” বিজয় বলিয়া উঠিল।

‘কেন শুনি”। সৌদামিনি পুনরায় পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন ‘ওর মা বাবা তো কলকাতায় আছেন বলছিলি ঠিকানাটা যোগাড় কর দেখা করে দেখি তারা কি বলেন” ?

‘এই এক মুস্কিলে ফেললে” ?

“খুকি যদি অমন পাত্রে মেয়ে দিতে পারে আমি ভাগ্যি মনে করব’।

পুত্রবধু এতক্ষন চুপ করেই ছিল কিন্তু এবার বলিয়া উঠিল “দিদি কি অত গরিবের সঙ্গে মেয়ে দেবে” ?

"তোমার শশুর যখন আমায় বিয়ে করেছিলেন সৌদামিনি বলিতে লাগিলেন তিনিও খুবই গরীব ছিলেন। অথচ নিজের চেষ্টায় ও যত্নে কি না করে গেছেন। ভোগ করছি আমরা, তিনি ভোগ ও করতে পেলেন না। সুখ ছিকেয় ঝোলান খুব কমই পাওয়া যায়, তাকে সংগ্রহ করতে হয়। অর্থ তার ছিলনা, কিন্তু স্বভাব চরিত্র মনুষ্যত্ব ও বিদ্যাবুদ্ধি ছিল। খুকি ছেলে দেখুক, সব দেখে শুনে যদি বিয়ে না দেয় আমি জোর করতে যাবনা। লিলিকেও সব খুলে বলা হবে, সে অমন স্বামী যদি পছন্দ না করে বিয়ে হবে না। তা বলে চেষ্টা করতে দোষ কি। সোনা যতদিন জঙ্গলে পড়ে থাকে তার মূল্য দেখা যায় না কিন্তু মানুষের সংস্পর্শে সে মূল্যবান হয়ে ওঠে সৌদামিনি থামিলেন, এবং পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, খুকিকে তো বিয়ে দিলাম অত বড় ঘরে, উনি দিতে চাননি, বারবার করে বলেছিলেন তোমার দরিদ্রের সমাজ ছেড়ে যেওনা। এখন তো দেখছি মেয়ের অদৃষ্টে কি ছিল ? টাকা পয়সা ধন রত্নের মাপে দরিদ্রের দুঃখের চেয়ে ধনীর দুঃখ কম নয়। নিজের জীবনের পানে চেয়ে সৌদামিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন। বিয়ের পরে আমারো বাবার পরে বেশ একটু অভিমান হয়েছিল। ছোট ছিলাম কিনা তাই। স্বামী বলতে সেদিন ধারনা ছিল ব্যাঙ্কের চেক বই সই করলেই টাকা, কেবল টাকা, কিন্তু সে ভুল ভাঙ্গতে দেরি হয়নি? রাজসিক অবস্থা দৃষ্টি মধুর হলেও অন্তরদাহ বস্তু। বাবা ভুল করলেও আজ ও আমার কোন দুঃখ ছিল না, কেননা তার তুল্য হিতাকাঙ্খী খুবই কম পেয়েছি এক স্বামী ছাড়া। মাকে ছেলেবেলায় হারিয়েছিলাম তার কথা কিছুই মনে পড়ে না। দরিদ্রের দুঃখ শাদা চোখে দেখা যায় তাই লোকে মনে করে দরিদ্র খুবই দুঃখী, কিন্তু ধনীর দুঃখ আবরনে ঢাকা থাকে তার জন্য চশমার দরকার হয়, জ্ঞান চাই। বিয়ের পরে ঘরে পরে সবাই বাবাকে বলতে সুরু করে দিয়েছিল যে একটা ভিখারীকে শেষে মেয়ে দিলে; ওর মা থাকলে এ বিয়ে কখনই হতোনা, যার ঘর নেই দোর নাই চাল নেই

চুলো নেই এমন একটি হতভাগাকে। মেয়েটিকে একেবারে রাস্তায় তুলে দিলে। আমিও মাঝে মাঝে এ সব কথা বিশ্বাস করতাম, কিন্তু এটুকু বাবার চোখ এড়ায়নি। তাই একদিন সন্ধ্যার পর তিনি কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন সদু আমায় কি তুই শত্রু মনে করিস? সকলের মত তুইও আমাকে ভুল করতে চাস? দশের চিন্তাধারার মধ্যে আমি আমার ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারার একটু সতন্ত্রতা না রেখে পারি না। সে জন্ত আমার বিচার একটু সুক্ষ্ম। মোটা বিচারের লোকগুলো তা নিয়ে গোলমাল করতে সুরু করলেও সে তো আমার কাছে নূতন নয়। আমি কি জবাব দেব তা সেদিন খুঁজেই পেলাম না, তাই বাবা পুনরায় বলিতে লাগিলেন ছেলেটি বড় ভদ্র ও সজ্জন, তোর অদৃষ্টে যদি থাকে ও তোকে সুখী করতে পারবে। এ আশা আমার আছে। বোকা লোক রাজার ঘরে মেয়ে দিতে যেয়ে সর্ব্বসান্ত হয়, কিন্তু বুদ্ধিমান, যে রাজা হবে হয়নি, তাকেই খুঁজে বের করে কন্যাদান করতে। খরচ ও কম হয়। জগতে যা কিছু আমি সৎ ও সত্য বলে মনে করি তার কিছু কিছু ওর মধ্যেও আছে, এটুকু সত্যপ্রিয় বাবু আমায় ভালভাবেই বলেছেন। তার মত নিষ্ঠাবান ও বুদ্ধিমান লোক আমি খুবই কম পেয়েছি ; তাই তার বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা না করে পারি না। আমি যদি ভুলই করে থাকি তোর যা খুসি অভিশাপ আমায় দিয়ে যাস ক্ষমা করতে যাসনে। এর পর থেকে মনের মধ্যে আর অভিমানকে খুঁজে পেতাম না"।

"ওযে বিয়ে করবে এ আমার মনে হয় না মা" বিজয় বলিল।

"সে আমি বুঝব তুই ঠিকানাটা এনে দেতো। এতটুকু উপকার তো করতে পারবি"? মাতা কহিলেন।

বাটীর সরকারকে ডেকে বিজয় মায়ের সামনেই বললে 'বৈকুণ্ঠ দাস লেনে বিমল বাবু একটা বস্তিতে একখানা টিনের ঘর নিয়ে থাকেন তার ঠিকানা যোগাড় করবে"।

"নম্বর বাবু" সরকার জিজ্ঞাসা করলে।

বিজয় রুক্ষকণ্ঠে বললে "নম্বরই যদি জানব তবে তুমি কি করবে। একটা লেনে কখানাই বা বাড়ি থাকে। প্রত্যেক বাড়িতে যেয়ে জিজ্ঞাসা করবে, দরকার হয় সমস্ত কলকাতা খুঁজে ঠিকানা নিয়ে আসবে। ঠিকানা আমার চাই। বৈকালের দিকে হাঁসপাতাল গুলোয় একটু নজর রেখো ওর বাবা হাঁসপাতালে আছেন শুনেছি"।

সরকার বেরিয়ে গেল। বিজয় ও উঠে পড়ল, হাত মুখ ধুয়ে সে উপরে উঠে গেল।

৭১

লতা স্বামীকে বৈকালে চা দিতে এসে বিজয়ের পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে "বিমল বাবু লোকটি কে, যার মুখে তো তার প্রশংসার অন্ত নাই'।

চায়ের কাপে মুখ দিতে দিতে বিজয় বলে উঠল "লোকটি যে ভাল এ খুবই সত্য। তবে বড় বোকা। তোমাদের প্রেমের গৃহশিল্পকেই সে ভালবাসে কারখানা গড়ে তুলতে চায় না, কিন্তু তা না হলে পয়সা হবে কি করে, আরাম মিলবে কোত্থেকে" ?

"ভাললোক তো এত লোকের মাঝে একটা কাজ দিলেই পারতে'।

'কি কাজ দেব তাই নিয়ে তো মুস্কিলে পড়েছি। তোমার মাষ্টারি করতে বললাম তা সে করবে না' ?

"থাক হয়েছে আর কথা বলতে হবে না।" লতা পুনরায় স্বামীকে সম্বোধন করে বললে 'ভাল লোককে যে কাজ দেবে সেই কাজই সে ভাল

ভাবে করবে"।

"বলছ বটে তবে বিশ্বাস হয় না। একেবারে ছেলেমানুষ। মাথায় আবার একটু ছিট আছে, মেয়েমানুষের নাম শুনলেই চটে যায়? ও বলে কি জান, যে নারীর মন থেকে কামকে তুলে ফেলা যায় না; সে শুধু সৎ অবস্থার মধ্য দিয়ে একটু অন্নমনস্ক হয়। অতএব সে তেজ্য"।

"হয়তো কোন মেয়ের পাল্লায় পড়ে পস্তিয়েছেন"?

"সে ধরনের লোক নয়'।

"ছাড় তোমার গা জ্বালা কথা"।

"বলছি নয়"।

'তবে বিয়ে হলে ও সব সেরে যাবে"।

"বিয়ে করলে তো"?

"না করবে না তুমি দেখে নিও" লতা পুনরায় বলে উঠল 'তুমি বলতে চাও তোম'র বন্ধুর বর্ত্তমান টেমপ্যারেচারটি এতদুর নিচেয় যেয়ে পৌছেচে যে বিয়েই করবে না। এতটুকু সাড়া সেখানে নেই। একেবারে নিরাকার পরম ব্রহ্ম, সাকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না"?

"এইতো তোমাদের দোষ। কতকগুলো লোক আছে যারা সৃষ্টিছাড়া, সৃষ্টির ধার ধারেনা"।

"তুমিও তো সন্ন্যাসী হয়েছিলে, সন্ন্যাসীর যদি রোগ ছাড়ে ওর ছাড়বে না" লতা হাসতে লাগল?

"আরে আমি সন্ন্যাসী হয়েছিলাম যার সঙ্গে ঝগড়া করে। সে ছিল আমার মনের বৈধব্য মাত্র। ধর্ম্মের নামে নারী নিন্দা শুনতে খুবই ভাল লাগত। পরনিন্দা পাপ অথচ ধার্ম্মিক গুলো যখন নারী নিন্দা সুরু করে দিয়ে স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করতে চায় তখন হাসি পায়"।

"তা না হলে ধর্ম্ম মুখ রোচক হবে কেন" লতা মুচকে মুচকে হাসতে লাগল।

"প্রেম যেমন নোনতা তেমনি মিষ্টিও তো বটে কিন্তু ওর মুখে সে যেন তিক্ততায় ভরা"।

"প্রেমকে তেতো করে খেতে যে অনেকে ভালবাসে"।

"নারীরূপ মহাটনিকের ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে এবং সর্ব্বযুগেই ছিল। বিজয় বলিতে লাগিল, কিন্তু সে সর্ব্বরোগ নাশক মিকশ্চার খেয়েও ওর রোগ যে সারবে এ বোধ হয় না"।

"না সারবেনা। দেখ বিয়ে করে কি না"।

"সারিয়ে দাও তো মার কাছে নিশ্চয় মোটা বকসিস্ পাবে"।

"আলাপ করিয়ে দিয়ে দেখলেই পারতে ভয়ে ভয়ে তো বাটির মধ্যে আনতে সাহস করলে না"।

"তোমাদের কি বিশ্বাস করতে আছে। বিজয় বলিয়া উঠিল, এবং হাসতে হাসতে কহিতে লাগিল, দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী পলকে পলকে লহু চোষে, দুনিয়া সব বাওরা হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে। তুলসিদাসী রামায়ন শুনলে তো"?

"বেশ যাও" স্ত্রী স্বামীর গায়ে ধাক্কা মারতেই চা খানিকটা জামা কাপড়ের পরে যেয়ে পড়ল। বিজয় আরও হেসে উঠল এবং বললে, এই যে এত বড় একটা অপরাধ করলে এর বিচার করবে কে, স্বামীর গায়ে হাত"?

"বিচার তুমিই করবে আর কে করবে" লতা স্বামীর জামা কাপড়ের পর থেকে চাটুকুকে মাটিতে ফেলে দিতে লাগল।

"তবে চট করে একটা প্রনাম করে ফেল দেখি" বিজয় স্ত্রীকে অনুরোধ করলে।

"যাও পারব না"।

"ফের দুষ্টুমি"। বিজয় চা টুকু শেষ করে কাপটা রাখতেই লতা বলে উঠলে 'মা দিদির মেয়ের বিয়ে ওর সঙ্গে দেবেন ঠিক করে ফেলেছেন'।

বিজয় স্ত্রীর দেহের পরে ছড়িয়ে পড়ে আলিস্যি ছাড়লে

"যাও যত আলিস্যি আমার গায়ের পরে' লতা ঝাঁকা মেরে উঠলে

"তুমি যে আমার আলিস্যির বোঝা" বিজয় স্ত্রীকে ছেড়ে দিলে।

"কাজগুলো কে করবে" লতা জানতে চাইলে।

"তোমার কাজের মধ্যে তো মার কাছে আমার নামে নিন্দা করা আর আমার কাছে মার নিন্দা করা"।

লতার মুখখানি অভিমানে ভার হয়ে উঠতেই বিজয় তা লক্ষ্য করে বললে 'বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই দেখছি, মার বাবা যা ভালবাসতেন, যাকে পছন্দ করতেন, সে সব কথা বলতেন, তার পরে খুবই নজর। অথচ বাবা বেঁচে থাকতে হত ঝগড়া। যাকে মা একদিন হাভাতের ছেলে বলতেও ইতঃস্তত করেননি আজ তাকে মেয়ে দেবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন। এ সব তোমাদেরি সাজে। ....দিদির বিয়ে মা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে দেন। বাবার বিশেষ মত ছিল না। বাবার ইচ্ছা ছিল সৎ সজ্জন ভদ্র ভাবের ছেলেকে মেয়ে দিয়ে ছেলের মত মানুষ করতে। জামাইবাবু মারা যাওয়ার পর বাবা সেই যে অসুখে পড়লেন আর উঠলেন না। দিদিকে বাবা বড় ভালবাসতেন, আমাকে দেখতে পারতেন না'।

"সেদিন তো মা বাবার এক বন্ধুকে পাঁচশটাকা তার মেয়ের বিয়ের বাবদ পাঠিয়ে দিলেন তোমায় কিছু বলেছিলেন" লতা জিজ্ঞাসা করলে?

বিজয় স্ত্রীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলতে লাগল "বাবা মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে দিদি এখানে আসে। মা তাকে বাবার সামনে যেতে দিতেন না। শেষ সময়ে সে যখন কাছে এসে দাঁড়াল তার সেই বৈধব্য বেশ দেখে বাবা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, এবং বলতে লাগলেন, মা তোর এই অবস্থার জন্য তোর মা-ই দায়ি, আমি নিমির্ত্ত মাত্র। মা সেটুকু আজও ভুলতে পারেন নি"।

"যে বিধবা হবে তাকে কি কেউ রোধ করতে পারে" লতা বললে।

"বাবা বলতেন বিজয় বলিয়া চলিল অদৃষ্ট আমিও মানি, তবে যা দৃষ্ট দেখা যায় তাকে অদৃষ্ট বলে ধরে নেওয়ার মূর্খতা আমার নাই। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে এ কি দৃষ্ট না অদৃষ্ট। কলাগাছের ভেলার পরে ছেলে মেয়েকে বিবাহ সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে তাদেব সাঁতার কাটতেই বলা ভাল। আত্ম সমর্পন সন্ন্যাসীর সাজে, আমরা গৃহস্ত পুরুষত্বকে নিয়ে পথ চলতে চাই। বিজয় থামলে কিন্তু পুনরায় বলে উঠলে যে বাবা প্রায়ই মাকে বলতেন 'সংসারের সব কাজের মধ্যেই তুমি মাথা লাগাতে এসে দাঁড়াতে, আমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে সুখী হতে, সে ছিল তোমার নারীত্বের আনন্দ, তাব যে কি পরিনাম তা এই মেয়ের বিয়ে দিয়েও যদি বুঝতে না পেবে থাক তো বুঝবে না। তোমার চেয়ে শিক্ষায় দীক্ষায় অভিজ্ঞতায় আমি ছোট ছিলাম না, তবুও তুমি তা অস্বীকার করে আনন্দ পেতে, যেহেতু আমি ছিলাম দরিদ্রেব সন্তান"।

"মা কি করবেন ; তিনি তো আর অন্তর্যামী ভগবান নন। বড়-ঘরেব ছেলে দেখতে শুনতে ভাল, লেখাপড়া যা হোক কিছু শিখেছিল, সেখানে বিয়ে দেওয়া কি খুব অনুচিত হয়েছিল বলতে চাও" ? লতা জিজ্ঞাসা করলে ?

"নাদুস নুদুস সুন্দর ও রং ফরসার লোক গুলোকে বাবা সহজে বিশ্বাস করতে পারতেন না বিজয় বলিয়া উঠিল, তিনি বলতেন ওরা জামাই বাবুর ক্লাস, ওরা বাবুর বাঙ্গলার লোক, বাঙ্গালীর বাঙ্গলার সঙ্গে ওদের কোন সংস্পর্শ নাই। তিনি বলতেন বেটা ছেলে লম্বা চওড়া সুস্থ বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান হবে। তা না গরু ঘোড়া ছাগলের মত চুল কলি ও দাড়ির সৌন্দয্য বাড়িয়ে মানুষ হতে যাওয়া হয়তো পাপ। অনেকে আছে যারা পশুর সৌন্দর্য্যে অর্থাৎ তম ভাবের পরেই মুগ্ধ হয়। বেঁটে লোক প্রায়ই ক্রুর প্রকৃতির এবং লম্বা লোক গুলো বাচাল ও বোকা হয়' তিনি বলতেন।

"যা হবার তা হবেই। যেখানে বিয়ে দাও দিদি বিধবা হতই"।

"বাবা বলতেন বিজয় বলিয়া উঠিল 'যে কর্ম্মফলের নামই তো অদৃষ্ট। সে তো হাতি ঘোড়া নয়। যেমন কাজ করবে তেমনি ফল পাবে। মানুষের বিচার শক্তি যত দৃঢ় হয় কর্ম্ম তত পরিস্কার হয়, অদৃষ্ট ও তত সুন্দর হয়"।

"ভগবানের পরে কেউ কি হাত চালাতে পারে শুনেছ কখন" লতা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে?

"বাবা বলতেন বিজয় বলিয়া উঠিল ঈশ্বর নিলিপ্ত। ভগবানের শক্তি সে তো তোমার আমার শত সহস্রের শক্তির সমাবেশ। তাই তো ঈশ্বর সর্ব্বময়। প্রজার অর্থ ই যেমন রাজাকে ধনী করে তোলে; তেমনি মানুষের শক্তি বিদ্যাবুদ্ধি শুধু নয়, পশু কীট পতঙ্গ সবাই মিলে ঈশ্বরকে শক্তিমান করে তুলেছে। অদৃষ্ট তিনি বলতেন সে তো আমি, আমার কর্ম্মফল। আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মের দুটি ভাগ আছে এক ভাগ দৃষ্ট অপর ভাগ অদৃষ্ট নামে কথিত। সুখ দুঃখের মত এ অবিচ্ছিন্ন। এই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলাই মানুষের উচিত। ফুটপাতে চলতে যেয়ে মানুষ যদি মটোর চাপা পড়ে সে অদৃষ্ট কিন্তু রাস্তার পর দিয়ে কেরামতি দেখিয়ে যেতে যেয়ে যারা গাড়ি চাপা পড়েন সে তো দৃষ্ট"।

লতা চুপ করেছিল, সে স্বামীর কথা শেষ হলে কিছুক্ষন পরে বলে উঠল "কি যে এমন ছেলে ভেবে পাই না, টাকাই যদি খরচ করব তো অমন ছেলে অনেক আসবে"?

"টাকায় জিনিস মেলে সত্যকথা, কিন্তু ভাল পাওয়া যায় না, খাঁটি মেলেনা? বাবার শ্রাদ্ধে একটু গাওয়া ঘির জন্য গ্রামে যেতে হল, সহরে মিললে না, টাকার অভাব হয়তো হয়নি"?

"তুমিও তা হলে মায়ের দলে ওর সঙ্গেই বিয়ে দেবে"?

"বেশলোক বিজয় হাসিয়া উঠিল, মন্দ হবে কি, তবে ও এখন বিয়ে

করলে হয়'' ?

"না বিয়ে করবে না, বারবার এককথা। ওকে মেয়ে দেবে কে ? একটা পেলে বেঁচে যায়" লতা বিরক্ত ভাবে বললে।

"তোমাদের ঐ এক ঢঙ্গের কথা সব সময়ে ছাই ভাল লাগেনা"।

"সোমর্ত্ত ছেলে বিয়ে করবে না. এ তুমি বললেই আমি বিশ্বাস করব। অমন ঢের ঢের ছেলে দেখেছি' ?

স্বামী স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বললে ''আচ্ছা জীবনে কত জনকে দেখেছ বলনা একবার'' ?

লতা স্বামীর ভাব দেখে কথাটি ঘুরিয়ে নিয়ে বললে "তুমি দেখ বিয়ে করে কিনা''।

"কই আমার কথাটির জবাব দিলে না''।

"কি ছাই জবাব দেব, যত গা বাড়িয়ে ঝগড়া করতে আসা। কথার কথা একটা বললাম, তা না এ সব কি'' স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলে।

"আরে বলই না ছাই'' স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় অনুরোধ করলে এবং বললে, একটি দুটির বেশি তো নয়, সে আজকালের দিনে এমন কি হয়েছে, ও সব ঘরে ঘরেই হয়ে থাকে''। ধর্ম্ম হচ্ছে তোমাদের দেনা পাওনার হিসেব, অর্থাৎ প্রেম আদাই করে নিয়ে দেওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা'' ?

"তুমি চুপ করবে না কি" ? স্ত্রী গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

"তোমাদের খোলা দুয়ার পথে কেউ যদি ঢুকে পড়ে, পথহারা, তাকে কি বারন করতে আছে ? সৃষ্টির যৌন মন্দিরে স্ত্রী আরাধনার—''।

"বলি চুপ করবে না কি" লতা পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বিজয় চুপ করলে। সে কিয়ৎক্ষন পরে পুনরায় বলে উঠলে 'ও বিয়ে যদি করে আমি খুব সুখী হব, তবে যতটা সহজ তুমি মনে করেছ ততটা নয় ? ও প্রেমের দোকানদার নয় যে টাকার নাম শুনলেই ছুটে আসবে' ?

'বিশ্বাস না হয়, খবর নিয়ে দেখগে হয়তো কোন ছুঁড়ির সঙ্গে আছে। ধামড়া ধামড়া সোমর্ত্ত মেয়ের কি অভাব হয়েছে? বিউনি খুলে গা আলগা করে বেটিদের ঢঙ্গের কথা শুনলে গা জ্বলে যায়'' ?

"এ স্বীকার্য্য, ওতে তোমরা খুবই ওস্তাদ'' বিজয় হাসিয়া উঠিল।

"তোমরা ষাঁড়ের মতন ঘুরে বেড়াবে মেয়েরা কি করবে। সেধে কি ভাব করতে যায় ভেবেছ'' ? স্ত্রী লজ্জিত হয়ে বললে।

বিজয়কে চুপ করে থাকতে দেখে লতা স্বামীকে পুনরায় সম্বোধন করে বললে "মা তো সেদিন বাবার নামে হাঁসপাতালে এক লক্ষ টাকা দিলেন। আর এ বিয়েতে কি কম খরচ হবে ভেবেছ। টাকা গুলো থাকলে তো তোমারি থাকত। এই যে পাত্র খুঁজে দাও পাত্র খুঁজে দাও এর অর্থ হল যে টাকাটা তোমরাই খরচ করে মর, তোমার বোনের সয়তানি ধরতে আমার এতটুকু দেরি হয় না''।

"মার টাকা বিজয় উত্তরে বললে তিনি যে ভাবে খরচ করে আনন্দ পান, সেইভাবে খরচ করতে দেওয়া কি উচিত নয়। তোমার আমার অদৃষ্টে থাকে আমরা রোজগার করব? খারাপ কি করছেন। দিদির ঐ একটি মাত্র মেয়ে, তুমি বলতে চাও ওর চেয়েও তার কাছে তার টাকা বড়। মা দিদিকে কিছু খরচ করতে দেবেনা এ তুমি বলতে পার, সে খরচ করবে না এ তোমার ভুল'।

"দেখেই নিও। ঐ সব টাকা বুঝি তুমি রোজগার করনি'' ?

"একটি পয়সাও না সবই বাবা রেখে গেছেন''?

"সে তো তোমার জন্য' ?

"কার জন্য সে বাবা বলতে পারেন' ?

"তোমার ছেলে মেয়ের মুখের দিকেও তো তোমার চাইতে হয়' ?

'তুমি বলতে চাও মা তোমার ছেলে মেয়ের শত্রু'।

'দেখ তর্ক করোনা লতা বলিতে লাগিল তুমি বড় হয়েছ, মাকে

বুঝিয়ে বলা উচিত তোমারও একটা মতামত আছে। আমাকে একটা জিজ্ঞাসা না তোমাকে একটা জিজ্ঞাসা না উনিই যেন সব। এই জন্যই তো মুনি ঋষিরা ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন যে বড় হলে ছেলে মেয়ে বৌএর হাতে সংসার দিয়ে বানপ্রস্থে যেতে হয়; তা না এ সব কি'' ?

"এ ঝগড়া মার সঙ্গে করলেই পার" ?

"আমি কেন করতে যাব।' লোকে আমায় যা তা বলুক। তোমার নিজের পায়ে তুমি যদি কুড়োল মারতে চাও মার। তোমার মা ই তোমাকে পথে বসাবে দেখে নিও" ?

'আমার আর অন্য কোন গতি নাই বিজয় বলিয়া উঠিল, বাবা মারা যাওয়ার পর মা হয়তো মরে বেঁচে আছেন। জীবনে যতই অন্যায় করে থাকি মাতৃহত্যা করতে পারব না। তার ঐ মড়ার পরে খাঁড়ার ঘা দেওয়ার মত সাহস আমার নাই। তোমাকেও অনুরোধ করি ঐ ভাবের অহৈতুক চিন্তাগুলোকে যত কম মাথায় আনবে ততই ভাল। তোমার এই মস্তিস্কের একোলতি কেউ করেছে কি না জানিনা, তবে তারা তোমার যতই আপনার হন হিতাকাঙ্খী নন্। মার চেয়ে এ জগতে আর কেউ যে আমার শুভাকাঙ্খী আছে এ আমি বিশ্বাস করতে চাই না। সমস্ত শত্রুর মাঝ দিয়ে মা আমায় পথ দেখিয়ে এতদূরে এনেছেন। অনেক ঝগড়া করেছি তার সঙ্গে আর পারব না। মা তোমাকেও এই ঘরে এনেছেন ? এতটুকু কৃতজ্ঞতাও কি তার জন্য তোমার নাই ? অর্থ সৎপাত্রে ও সৎকর্ম্মে দান করবার সৌভাগ্য চাই তা মার আছে। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে সুবিধা হবে না। আইনের দিক দিয়েও বাবা তা বেঁধে রেখে গেছেন। ফলে দাঁড়াবে ছেলে মেয়ে নিয়ে রাস্তায় যেয়ে উঠতে হবে ? মাকে তুমি আজ দেখছ আর আমি দেখে আসছি জন্মাবধি, মা আমার কি ছিল কি হয়েছে' বিজয় হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

স্ত্রী স্বামীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে উঠে পড়ল এবং চলবার

মুখে বললে 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসা আমার অন্যায় হয়েছিল এর চেয়ে ঘোমটা দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে বসে কাঁদলেই পার''।

৭২

বিজয় চুপ করে বসেছিল। ধীরে ধীরে সূর্য্যের ম্লান রশ্মির পানে চেয়ে সে মুগ্ধ হয়ে পড়লে। দিনান্তের ক্লান্তির বোঝা মাথায় নিয়ে সবাই ঘরে ফিরে আসছে, অথচ তার মন যেন ঘরছাড়া ঘরহারা হয়ে বেরোতে চায়? হৃদয়ের ভিতর সে খুঁজে পায় ক্লান্তি অথচ বাহিরে তার কত আড়ম্বর। সূর্য্য অস্ত যায় অথচ তার বোঝা চাঁদ তো বহন করে চলেছে? যত কথা তার মনে পড়ে তার মধ্যে আনন্দের চেয়ে ব্যাথাই বেশি। প্রেমের ফুল-বাগানে সে খুঁজেছিল ফুল পেয়েছে কাটা, অথচ তারই আনন্দে সে অধির?

সৌদামিনী দেবী ঘরে ঢুকেই ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন ''আবে বৌমার অসুক করেছে নাকি অবেলায় ঘরে যেয়ে শুয়ে আছে'।

''কি করে বলব বল''?

''তোদের হয়েছে কি''।

''হবে আর কি'' বিজয় একটু চুপ করে পুনরায় বলে উঠলে ''এক ছোট লোকের ঘরের মেয়ে এনেছিলে মা যে বলবার নয়। না আছে শিক্ষা না আছে দীক্ষা না আছে ধর্ম্ম সংস্কার। ওদের দরিদ্রতায় তুমি এতই মুইয়ে পড়েছিলে যে আর কিছুই দেখতে পাওনি''।

''কেন তোদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি হয়েছে না কি, ও একটু আধটু

সংসার করতে গেলে হয়েই থাকে"?

"ওর ধারনা তুমি আমার হিতাকাঙ্খী নও"?

"কি অন্যায়টি করেছে"?

"ভদ্রঘরের মেয়েব মতিগতি কি এতই ছোট হয়"?

"ছে'ল মানুষ রাগ করতে নাই"।

"ওকে যদি তুমি ছেলেমানুষ বল তবেই হয়েছে। কাছে এলেই গুরুমহাশয়ের মতন পাঠশালা খুলে বসে একেবারে হিতোপদেশ"।

"সরকার বাবু ঠিকানা পেয়েছেন"?

"পেয়েছে তো বলছিল"?

"তোকে দিয়েছে"?

"না"।

"চেয়ে রাখলি না কেন"?

"তার আসবার সময় হয়েছে"?

"খুকির মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ করব"?

"তুমি যা ভাল বোঝ কর মা"?

"তোর তো একটা মতামত আছে"।

"মন্দ হবে কি, কিন্তু লোকটি খুবই সরল"?

"খুকিকে আমি টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে তো তোর আমার পরে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বসে আছে"?

"চেষ্টা করে দেখ হবার হলে হবে"।

"বৌমার বুঝি মত নাই"।

"ওর মতামতের কোন প্রশ্নই আজ ওঠেনা মা"?

"ছেলেমানুষ চটিস কেন"?

"নিজের ভাল মন্দ যে অত বেশি বোঝে সে ছেলেমানুষ নয় মা"?

"বৌমা ওর এক খুড়তুতো ভাই এর সঙ্গে লিলির সম্বন্ধ

করেছিলেন” ?

“তাই বল পাত্রটি কে” ?

“ঐ যে ছেলেটি এখানে এসে দিন কতক ছিল”।

“ঐ গাড়োয়ানি গজানন আমাদের প্রণব চন্দ্র”।

“ছেলেটি না কি এবার বি, এ পাশ করেছে, এম, এ পড়ছে। বাপ কোথাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। পয়সা কড়ি আছে। বালিগঞ্জে জমিও কিনেছেন বাড়ি করবার জন্য”।

“দোহাই তোমার অমন পাত্রে মেয়ে দিতে যেওনা। সভ্যতাকে যারা কাপড় জামার মধ্যে পুরেই তার পালা সাঙ্গ করতে চায়, হৃদয়ের কোন প্রশ্নই তোলে না, সিগারেট মুখে না দিয়ে এমন কি ভিড়ের মধ্যে ট্রামে বাসেও যারা কথা বলতেই পারে না, তারা যে কত বড লম্পট এ আমি ভাবতেও পারি না। আমি তোমার খুব ভালছেলে ছিলাম না মা তাই ও সব শ্রেণিকে বিলক্ষণ জানি” ?

“এই বিবাহের ব্যাপার নিয়ে তোদের মধ্যে একটা গোলযোগের সৃষ্টি হয় এ কি ভাল” ?

“মেয়ে তো ওর নয়। মেয়ে দিদির। তোমার চেয়ে শুভাকাঙ্খী দিদির এ জগতে আর কি কেউ আছে মা ? তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। তবুও যদি তোমার বৌ সেখানে তার উর্ব্বর মস্তিষ্কের সৎকার করতে আসে, সোজা বলতে হবে পরের মেয়েকে নিয়ে জুয়ো না খেলে নিজের মেয়েকে নিয়ে খেল কেউ কিছু বলবে না। শোনে ভাল না শোনে তার ব্যবস্থা করতে হবে”।

“বিয়েতে আমি যে কিছু খরচ করি এ হয়তো বৌমা চায় না। মানদার মা তাই বলছিল, বেশ খুকিই সব করবে। একটি মাত্র মেয়ে তো” ?

“হাভাতের ঘরের মেয়ে এনেছ মা, টাকা তো কোনদিন চোখে

দেখেনি। না দেখেই শুনে হাঁফিয়ে পড়ে। টাকা তোমার তুমি যা ভাল বোঝ তাই করবে। কারো কৈফিয়ৎ চাইবার তো অধিকার নাই" ?

"এ সব নিয়ে মনোমালিন্য কি ভাল" ?

"উপায় কি বল" ?

"তবুও"।

"বাজে কথায় কান দিও না। দিদি যে তোমাকে আমাকে পাত্রের কথা লেখে সে অনুপায়ে। দিদির দেওর যে সম্বন্ধ এনেছিল তা কি ভুলে গেছ ? একটি নীরিহ বালিকার জীবন নিয়ে যারা বৈষয়িক মনোমালিন্যের প্রতিশোধ নিতে চায় তারা কি মানুষ ? মেয়েটাকে বলি দিয়ে যদি নিজেদের স্বার্থ বজায় থাকে সে ও তারা করবে" ?

"তুই এ সব নিয়ে বৌমার সঙ্গে আর চটাচটি করিস নে"।

সৌদামিনি চলে যাবার পর বিজয় ভাবতে লাগল, এত ছোট মন যে তার স্ত্রীর হবে সে কোনদিন ভাবে নাই। স্ত্রী যদি শুধু শোবার অধিকার চায় আর কিছু চায় না তাকে সহজেই সন্তুষ্ট করা যায়, কিন্তু যে স্ত্রী হৃদয়ের অধিকার নিতে আসে সে সহজে ফিরে যায় না। স্বামীকে যারা মেসিনের মত ব্যবহার করে আনন্দ পায়, তার সুখ দুঃখের কোন প্রশ্নই তোলে না তারা কি মানুষ ? বিমল বলত ঘরের ভিতরে একটা শুদ্ধতা ও পবিত্রতা থাকে সে তোর ঐ বাহিরের শ্বেতপাথরের পরে খেতে বসে কোনদিন মিলবে না, স্ত্রীর প্রেমের ভিতর দেহ ও আত্মার যে শুদ্ধতা পবিত্রতা আছে তা বাহিরে তুই কোথায় পাবি ? এক অন্ধ অপরকে পথ দেখাতে চায়, কামানত নর ও নারী আজ সেইরূপ।

সংসারে যদি ত্যাগ না থাকে বিজয় মনে মনে বলতে লাগল সেখানে যদি জীবনের কোন আদর্শ খুঁজে না পাই সে কি সংসার ? পশুর মত বনবাস হয়ে পড়ে। দুর্জ্জনের ক্ষেত্রেই যে সর্জ্জনের আবির্ভাব এ তো বিরল নয়। রাবনের মত দুর্জ্জনতার মধ্যে রামের মত সর্জ্জনের প্রকাশ

এসেছে। রাম নামের চেয়ে রাবনের নাম তো কম নয়? তবে সে দুর্জ্জন। দুর্জ্জনেরো একটা নাম আছে। স্ত্রীকে সে ভালবাসে, সেখানে সে তার প্রেমের সাড়া পেয়েছে কিন্তু তার দুরাগ্রহকে সে এড়াতে চায়।

৭৩

বাজার হতে ফিরবার পথে গলির মোড়ে প্রকাণ্ড গাড়ি দেখে পাস কাটিয়ে যাবার মুখে বিমল চেয়ে দেখলে বিজয়ের মা। সে থেমে একটু ইতঃস্তত করে এগিয়ে এসে গাড়ি থামাতেই জিজ্ঞাসা করলে' কেমন আছেন মাসিমা'' ?

সৌদামিনি মুখ বাড়িয়ে নামবার মুখে বলে উঠলেন 'একটা খবর নিতে হয় বাবা। দেখ কি রকম আছি। আমাদের যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে বাবা'।

বিমল মাথানত করে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে "আমরা গরীব তাই ইচ্ছা হলেও অনেক সময় যেতে সাহস পেতাম না''।

"এ গরীব কে নয় বাবা? দুটো পয়সা থাকলেই কি বড় হওয়া যায়। একদিক দিয়ে না একদিক দিয়ে সবাই গরীব। আমার মতন দুঃখী হতভাগি কি আর কেউ আছে বাবা। জলজ্যান্ত মানুষটাকে দুদিনেই শেষ করে ফেললাম। উনি তোমায় কত ভালবাসতেন। মানুষ নেই বলে তার কি সব ভোলা যায়। বিজয় তোমার বন্ধু সে বিয়ে করেছে, সেদিন বাড়িতে যেয়েও ভিতরে না গিয়ে ফিরে আসতে হয়। তার বৌকে ও তো দেখতে হয়'' ?

গাড়ির ভিতরের যুবতিটির পরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিমল বললে "বেশ বৌ হয়েছে" ?

'এই রকম বৌ তোমার একটি হলেই তো মানায়। তুমি আর বিজয় কি পর বাবা ? উনি কোনদিন ও সে ভাবে তোমায় দেখতেন না' ?

বিমল মাথানত করে জিজ্ঞাসা করলে 'এ পাড়ায় কোথায় যাবেন আপনারা" ?

"তোমার মাকে দেখতে এসেছি। তোমার বাবা শুনেছি হাঁস-পাতালে। বিপদে আপদে ও আমাদের কিছু বলতে নাই বাবা" ?

"আমরা বড় গরীব আপনারা কি করে সেখানে যাবেন" ?

"মার কাছে ছেলে কি কখন গরীব হয়" ?

"না মাসিমা এ ভুল করবেন না, আমি একদিন মাকে আপনাদের ওখানে নিয়ে যাব"।

"সে তো যাবেই, কিন্তু আমি যে এক গ্যালন তেল পুড়িয়ে এলাম দেখাটা না করিয়েই ফিরিয়ে দেবে ? লতা নেমে পড়তে সৌদামিনি ধীরে বলে উঠলেন 'চলতো বাবা' ?

অগত্যা বিমল আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

বাটিতে ঢুকে মা বলে ডাক দিতেই ভবতারিণী বারাণ্ডায় এসে দাড়ালেন। সৌদামিনি হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন দিদি কর্ত্তার এমন অসুখের সময় একটা খবর দিতে নাই ? তিনি বারাণ্ডার পরে বসে পড়লেন।

"ও কি মা" ভবতারিণী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে একটা ছোট সতরঞ্চ এনে পেতে বসতে দিলেন।

"আমায় মা বলবেন না দিদি আমি বয়সে অনেক ছোট। আপনার ছেলে আমার ছেলের সঙ্গে এক সঙ্গে পড়ত। তুজনের মধ্যে খুব ভাব ছিল। কর্ত্তা বেঁচে থাকতে আপনার ছেলের খুবই প্রশংসা করতেন।

এটি আমার ছেলের বৌ''।

লতা ভবতারিণীর পায়ের ধুলো নিয়ে সৌদামিনির পাশে মুখ নিচু করে বসে রইল।

বিমল মাকে সংক্ষেপে তাদের মধ্যের পরিচয় টা দিয়ে দিলে।

ভবতারিণী আঁচল হতে একটা সিকি বের করে ছেলের হাতে দিয়ে বললেন 'চা নিয়ে আয়' ?

''না দিদি আমি সর্ব্বনাশের পর থেকে ও সব খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি ও ছাই পাঁস আর ভাল লাগে না। তবে বৌ হয়তো খাবে''।

বিমল পয়সা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

উভয়ের মধ্যে অনেক কথাই হল। শেষের দিকে কথায় কথায় সৌদামিনি বলে উঠলেন, দিদি তোমার ঐ ভদ্র সন্তানটিকে আমায় দাও আমি ওর বিয়ে দেব। কর্ত্তা শুনেছি ডাক্তার একখানা অসুধের দোকান করে দিলে বেশ হবে। পাত্রিটি আমার বিধবা মেয়ের একমাত্র মেয়ে। মা হয়ে নিজের মেয়েকে হয়তো নিজেই হত্যা করেছি, তাই নিজের বৈধব্যে তার প্রায়শ্চিত্ত করছি'' ? সৌদামিনির চোখ ফুটে জল বেরিয়ে এল।

''ওর বড় ইচ্ছে একটা চাকরি বাকরি করে বিয়ে করে। আমাদের যে অবস্থা''।

''রোজগার নিয়ে তো কথা। সে হবে। চাকরি না করলেও রোজগার করা যায়'' ?

''আমি অতসত বুঝিনা ছাই। তবে একটা রোজগার না হলে বিয়ে করে বৌকে খাওয়াবে কি'' ?

''সে হবে'' সৌদামিনি বলিতে লাগিলেন, উনি বেঁচে থাকতে বলতেন বাঙ্গালীর যে আজ চাকরি মিলছে না এ তার শাপে বর। প্রথম ধাক্কাটি সামলাতে একটু কষ্ট হবে, অনেকে পড়ে ও যাবে, কিন্তু মোটামুটি ফল ভালই হবে। আজ বাঙ্গালী সরকারি চাকরি না পেয়ে মনে

করছে অসহায়, এবং ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য ; এবং শিক্ষিত ও চরিত্রবান বাঙ্গালী যদি হৃদয় নিয়ে ব্যবসায়ে নামে তার সার্থকতা আসবেই। একদিন সে চেয়ে দেখবে আজ যারা বাঙ্গালীকে চাকরি হতে বিতাড়িত করেছে, তারাই বলছে, যে বাঙ্গলার হিন্দু দেশের শিল্প বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে দেশের সমস্ত অর্থ সম্পদ কেড়ে নিয়েছে। বিদেশী শিক্ষাই বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হতে দূরে টেনে নিয়েছে"।

'উনি তো বলেন, ভবতারিনী বলে উঠলেন ব্যবসা নাতে' দালালি। অব্যবসায়ীর ব্যবসায় জাতি নষ্ট হতে বসেচে" ?

"এ কথা ঠিক। এ উনিও বলতেন সৌদামিনি বলিতে লাগিলেন, বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বিদেশী বুঝেছিল যে ভারতে জাতীয়তার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী, তাই তারা অর্থ দিয়ে এমন কতকগুলি স্বদেশীর সৃষ্টি করেছে এবং করছে যারা ব্যবসায়ে বিদেশীর দালাল মাত্র। এদের মাল মশলা যন্ত্রপাতি এমন কি মোটা মাহিনার লোক গুলোকে পর্যান্ত তারা সরবরাহ করে, শুধু কুলির মজুরিটা ছেড়ে দেয় স্বদেশী লেবেলের বিনিময়ে ? এই জন্যই স্বদেশী বিদেশী প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না। কাঁচা মালের মধ্যে তারা তৈয়ারী মালের চেয়েও লাভ ধরে নেয়। ব্যবসায়ের কেরানীটিও যদি অব্যবসায়ী হয় তাতে ব্যবসায়ের ক্ষতি ভিন্ন লাভ হবে না। তাই ওর বিশ্বাস ছিল যে বাঙ্গালী যদি অব্যবসায়ী হত তবে বাঙ্গালী কেরানী নিয়ে বাঙ্গলার ব্যবসা গড়ে উঠত না। যত অব্যবসায়ী আজ ব্যবসায় ঢুকে ব্যবসাকে এতটা হেয় করে তুলেছে ? ব্যবসায়ের শিক্ষা দীক্ষা মনুষ্যত্ব কোথায়ো লক্ষ্য হয় না। ব্যবসায়ী যদি বুদ্ধিমান হয় সে তার চাকরির মর্য্যাদা রাখে এবং এই ভাবেই সে সৎ ও কর্ম্মিষ্ঠ কাম্য লাভ করে। চাকরির মর্য্যাদা শুধু মনিবের পরে নয় চাকুরের উপর ও নির্ভর করে। চাকুরে যদি সৎ ও কর্ম্মিষ্ঠ হয় সাধারণতই মনিব তার মর্য্যাদা রেখে চলে। চাকরিকে ঘৃণিত ও পদদলিত করে তুলে চাকুরের চেয়েও ব্যবসায়ের ক্ষতি

হয় বেশি। লোকে ব্যবসা করতে ছুটেছে দুটো পয়সার জন্য, তার মর্য্যাদা বোধ নাই, এবং এই জন্যই চাকুরেদের শিয়াল কুকুরের মত মনে করে? অর্থের ব্যবসায়ে বাঙ্গালী পিছিয়ে থাকলেও, পুঁজিপতির ভূমিকায় তার যে কোন ঘৃণিত অভিনয় নাই এ বাঙ্গলার মঙ্গলের চিহ্ন। বাঙ্গালী নিজের পেটে ছুরি মারলেও অপরকে যে মারতে চায়নি এ আদর্শ ছোট নয়? সেবা বোধই ব্যবসার মূলে। ব্যবসাদার ও সরকারি চাকুরের মতন জন-সাধারণের চাকর। এ বোধ আমাদের দেশে খুবই কম"।

"ব্যবসা করতে ও কি পারবে" ভবতারিণী জিজ্ঞাসা করলেন।

"এ তোমার ভুল ধারনা দিদি, ওকে পারতে হবে, সৌদামিনি বলিয়া উঠিলেন, উনি বলতেন আজ বাঙ্গলায় যারা ব্যবসায়ী নামে খ্যাত, তাদের ব্যবসায়ের হট্টগোলের পাঠশালার ভিতরের খবর যারা রাখেন, তারা বলবেন যে তাহারা দালালি জানে, কিন্তু অধিকাংশই ব্যবসাদার নয়। ব্যবসা এদের জুয়া খেলা, ফটকার বাজার। এদের ব্যবসায়ের স্থান অস্থানের বোধ নাই। সাইলকের মত এরা অর্থ সর্ব্বস্ব, এবং যেন তেন প্রকারেই অর্থ রোজগার শ্রেয় মনে করে। এদের ব্যবসায়ের কোন আদর্শ নাই নীতি নাই। দেশপ্রেম ও এদের লাভ লোকসানের প্রশ্ন ও হিসাব। এরা সাধারণ বাঙ্গালীর চেয়ে পরিশ্রমী বেশি এবং ব্যবসাকে কামড়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হয় বলেই ব্যবসায়ে অর্থলাভ করেছে। অত্যধিক শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে বাস করতে অভ্যস্ত তাই সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ বাঙ্গালীর চেয়ে এদের দৃঢ়তা বেশি। দরিদ্র প্রদেশের লোক তাই ধনী প্রদেশের বাঙ্গালীর চেয়ে সাধারণতঃ একটু কষ্ট সহিষ্ণু? বাঙ্গালী যেমন দুঃখে ও অভাবে পড়ে যে কোন চাকরি নিতে লজ্জিত হয় না, এরাও সেই ভাবে পয়সার জন্য যে কোন ব্যবসায়ে নামতে পারে। দোকানদার হিসাবে এদের একটু ব্যবসা বোধ থাকলেও কল কারখানার মালিক হিসাবে আদৌ আশাপ্রদ নয়? অধিকাংশই খোস মেজাজের বশিভূত,

অশিক্ষিত, মুর্খ, এবং সর্ব্বময় ও সব জান্তার ভূমিকা গ্রহন করে আনন্দ পায়। সততা সরলতা ও প্রেমিকতা এদের দৃষ্টিতে মুর্খতা। এদের মধ্যে অনেকে জাতির বেকারতার সুযোগ নিয়ে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করে ও মানবত্বার শিখারী। এদের ব্যবসা বেকারত্বের উপর গড়ে উঠেছে। আবোল তাবোল এলো মেলো ভাবে কথায় উদগার করতে এরা খুবই ওস্তাদ, এবং সেটুকুকে বুদ্ধিমানতা মনে করে। চুরি জোচ্চুরি ও বদমায়েসি যে যে পরিমানে সক্ষম সে সেই পরিমানে এদের দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান। এদের সঙ্গে কর্ম্মির সংস্রব খুবই কম, তাই খোসা মুদে ও মোসাহেবের দলে পরিবেষ্ঠিত হয়ে থাকতে ভালবাসে। কর্ম্ম ও কর্ম্মির মধ্যে একটা চুম্বুকের আকর্ষন আছে তা এখানে লক্ষ্য হয় না। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের মতন এরা থার্ড গ্রেডের লোককেই পচ্ছন্দ করে এবং তার মর্য্যাদা রাখে। সততা এরা চায় কিন্তু মূল্য দিতে পারে না। অধিকারি নয়। কর্ম্মি ও চাটুকারের বোধ যাদের নাই তারা যখন বুদ্ধিমান সাজে তখন দুঃখ হয়। সূর্য্য পশ্চিম দিক থেকে ওঠে এই অসম্ভব প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধিমান লক্ষ্য করলেই বুঝবে চাটুকার এতে সায় দিতে চাইবে, কিন্তু কর্ম্মি আপনি ভুল করছেন এই আবেদন জানাবে। দুর্ব্বল মানুষের জীবনে সময়ে সময়ে চাটুকারের দরকার আসে এ স্বীকার করে নিয়েই বলতে চাই যে সেটুকু যদি সোনায় সোহাগা না হয়ে স্বর্ণময় হয়ে ওঠে তবেই দুঃখের। মানুষ মরে যাক, জ্বলে যাক, পুড়ে যাক আমার রোজগার যেন বাড়ে এ ব্যবসা প্রকৃতই নিন্দিত। ঘুসের ব্যবসায়ে দারোগা বড়, তাই হয়তো বৃদ্ধ জজ সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করতে চেয়েছিল বাবা তুমি দারোগা হও, এই ধরনের ব্যবসায়ের আশীর্ব্বাদ বাঙ্গালীর জীবনে আজ ভয়াবহ হয়ে পড়েছে। এলোমেলো ভাবে আজ ব্যবসা চলে, স্থূল দৃষ্টিতে সে যতটা কাম্য হক, সেখানে কিন্তু পয়সা ভিন্ন অন্য কিছুই লক্ষ্য হয় না। সুব্যবস্থা ও 'কর্ম্ম নির্দিষ্টতা কিছুই নাই। মালিকের কণ্ঠস্বরে তার কাজ করবার জন্য

ফার্ম্মের বেয়ারা থেকে ম্যানেজার পর্য্যন্ত ছুটে আসে, কিন্তু ফার্ম্মের কাজ করবার জন্য লোক খুঁজতে হয়, তার জটলা চলে। ব্যবসায়ের অসংযম খুবই বেশি। দিন নাই রাত নাই ক্ষন নাই এদের চাকরির মশাল জেলে রাখতে পারলেই চাকুরের মর্য্যাদা ও বিশ্বস্ততা বাড়ে? এরা সামাজিক ভাবে বাঙ্গালীকে নকল করে অথচ তাকে ধিক্কার দেয়। এরা স্বভাবতঃই বাঙ্গালীর অনুপাতে মিতব্যয়ী এবং ইহাই প্রায় প্রতিযেগিতাহীন ব্যবসায়ের সাফল্যতার অন্যতম কারন। মরুভূমিতে যাদের জন্ম, তাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অসংস্কৃত অর্থনীতির চের্চ্চা করতে হয়। এদের উপস্থিত বুদ্ধি আছে কিন্তু ভবিষ্যত জ্ঞান খুবই অল্প। এরা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির দরুন মিতব্যয়ি হতে বাধ্য, যদিও তা প্রায়ই কৃপনতার নামান্তর মাত্র, এবং জল থেকে এই মিতব্যয়ের পর্ব্ব সুরু করে। মেসিনের মত এরা হিসাব টঙ্ক এবং এক ফোটা জলেরো হিসাব রাখে, কিন্তু বাঙ্গালী এক গ্লাস জল খেতে যেয়ে আধ গ্লাস জল মাটিতে ফেলে দেয়? চোখের জলেও কখন কখন এদের তৃষ্ণার উপসম আনতে হয়। সৌদামিনি বলিতে লাগিলেন, শ্বেত সভ্যতার মূলে যেমন শ্বেত কুকুরের মূল্য বেশি, এবং এ সর্ব্বদাই লক্ষ্য হয়, তেমনি আজ বাঙ্গালীর ব্যবসায়ীরা তাদের দেশের চতুষ্পদকে ও যে যত্ন করেন, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলেকেও তারা তা অস্বীকার করে আনন্দ পান। যেহেতু সে তাদের দৃষ্টিতে স্বদেশী। এই স্বদেশীর মোহ স্থূল দৃষ্টিতে যতই উপাদেয় হক বৃহৎ দৃষ্টিতে খুবই ভয়াবহ। অথচ আমাদের মত তারাও ভারতবাসি তবে দুঃখের মধ্যে ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী। সাম্প্রদায়িকতার মতন এই প্রাদেশিকতার বপন যারা সোনার বাঙ্গলায় করে চলেছে, এর পরিনাম বাঙ্গালীর চেয়ে তাদেরি পক্ষে অশুভ হবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবে প্রাদেশিকতার প্রয়োজন থাকলেও কর্ম্মক্ষেত্রে ও মূর্খতার প্রশ্রয় দেয়। ব্যবসা যখন আজ দেশ ও জাতির গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী হতে চায়, তখন কূপমণ্ডুকের নীতি যতই ইন্দ্রিয় ভোগ্য হক

কোনদিন সুখের হবে না। অর্থের বাজারে বসে মূর্খতার পরিবেশন করে যারা বাঙ্গলার সব কিছু নিয়ে চর্চা করতে যায়, তারা অন্ধেরি মত নাট্য-শালায় দর্শকের শ্রেনীভুক্ত হয়ে পড়েছে …………এই বৈশ্যযুগে উনি বলতেন ডেমোক্রেসীর অজুহাতে দেশের শাসন যন্ত্রের মধ্যেও ব্যবসা যেয়ে ঢুকেছে। এ কি ব্যবসায়ীর কম দুঃখের? মুসলমান রাজত্বে হিন্দুর উপর জিজিয়া কর স্থাপন করা হয়েছিল. সে ছিল সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা, অর্থাৎ রাজনৈতিক চরিত্রহীনতা, আর আজ পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে রাজকর সর্ব্বত্রই বিরাজমান অর্থাৎ কগ্নতা। মানুষ খেতে, শুতে, তীর্থে যেতে, আহ্লাদে, ক্রয় বিক্রয়ে, সর্ব্বত্রই শাসনতান্ত্রিক লাভাংশের পূর্ণ ব্যবস্থা করে, রাজনৈতিক কর দিয়েও শান্তিতে বাস করতে পারে না? মানুষ মরেও আজ রাজনৈতিক ব্যবসার হাত হতে রক্ষা পায় না। নরহত্যা করে পয়সা সংগ্রহ করতে কোন ভদ্রলোকই চায় না, কিন্তু সেই নরহত্যার ব্যবসায় আজ যারা ব্যবসায়ী সেজেছে তাদের আদর্শে অনুপ্রানিত হতে যাওয়া মানুষের উচিত নয়। একদিকে মানুষকে পঙ্গু করে, উলঙ্গ করে, বুভুক্ষু রেখে, অন্যদিকে ভোগী করে তুলে, ব্যবসার অভিযান নিন্দনীয়। দেহের সঙ্গে ডাক্তারের সংযোগ রোগের মধ্য দিয়েই লক্ষ্য হয়, তেমনি ব্যবসায়ীকে নিরোগী করতেই আজ রাজনীতির ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। রাজনীতির সঙ্গে ব্যবসার সংস্রব ছিল গুরু ও শিষ্যের মতন, রাজনীতি তাকে সেবার মন্ত্র দিয়ে ছেড়ে দিত, রুগ্ন আতুরের মত বক্ষে ধরে রাখত না। অশান্তির মধ্য দিয়েই যেমন পুলিশ আদালতের দরকার হয়, তেমনি ব্যবসায়ের অশান্তি দূর করতেই আজ রাজনীতির প্রয়োগ চলেছে। রাজ-নীতির প্রথম পর্ব্বই হল দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। ব্যবসায়ের মধ্যে আজ দুষ্টতা এত বেশি যে রাজনীতি না এসে পারে না। এই দুষ্টতার মূলে ছিল ধনী, এ তাদেরি কৃতকর্ম্মের ফল, কিন্তু আজ অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক ও তার সৃষ্টিকর্ত্তা সাজতে চায়? মনুষ্য জীবনে যেমন বর্ণবোধের প্রয়োজন

আছে, কিন্তু বর্ণবোধের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ পণ্ডিত হয়ে ওঠে না ; তেমনি বাঙ্গালীর ওপর মাড়োয়ারিত্ব আরোপ করলেই সে ব্যবসায়ী হবে না। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার লক্ষন হল ত্যাগ পশুর ভোগ নয় ? বর্ত্তমান ভারতের তথাকথিত ব্যবসায়ী যদি বিদেশে যেয়ে তাদের এই ব্যবসায়ের নমুনা নিয়ে বসে খুবই সম্ভব মার খেয়ে ফিরবে। ব্যবসার মধ্যে আজ যে রাজনীতি ফুটে উঠেছে এ সাময়িক প্রয়োজন, যারা একে নীতি বলে নিতে চান তারা ভুল করেন। ব্যক্তি তান্ত্রিক বাঙ্গালীর চেয়ে ওরা একটু ব্যষ্টি তান্ত্রিক। ওদের মধ্যে যারা বাঙ্গলায় এসে ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জ্জন করেছে, তারা ছিল যৌথ পরিবারভুক্ত, মূলে হয় বিদেশী কাপড়ের রপ্তানি, নয় শেয়ার মার্কেটের ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা আছে। সৎ ও ভদ্রভাবে পয়সা এরা খুবই কম রোজগার করেছে। যে জমিদারীর বোধ বাঙ্গালীর জীবনে ব্যবসা বোধের অন্তরায় ছিল তাহা ওদের মধ্যে বেশ ফুটে উঠেছে, এবং জমিদারের বাগান বাড়ি আজ ব্যবসায়ের বাগান বাড়ি হয়ে পড়েছে"।

বিমল চা নিয়ে ফিরে আসতেই ভবতারিনী উঠতে গেলে সৌদামিনি বাধা দিয়ে বললেন "তুমি বস দিদি বৌ চা করে নিচ্ছে'।

"সে কি হয়"।

"খুব হবে তুমি বস" সৌদামিনি বলিয়া উঠিলেন।

অগত্যা ভবতারিনী পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন "তুই তবে এক কাপ চা বৌমার জন্য করে আন" ?

বিমল ঘরের মধ্যে এসে ষ্টোভটা টেনে বার করতে না করতে দেখলে লতা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে এবং হাস্য মুখে বলে উঠল "সরুন তো আমি চা করছি"।

"আপনি পারবেন না"।

"আর আপনি খুব পারবেন"।

"দেখুন পারি কিনা"।

"আমাকে আর দেখাতে হবে না। বৌ এলে তাকে দেখাবেন"।

হাস্যমুখে বিমল ষ্টোভটা ছেড়ে দিলে। ষ্টোভটিকে জেলে জল চড়িয়ে দিয়ে লতা নত মুখে বলে উঠলে "সেদিন আমাদের ওখানে গেলেন ভিতরে গেলেন না কেন"।

"বিজয় ও কিছু বললে না আর ভাবলাম আপনার সঙ্গে তো আলাপ নাই"।

"তা আলাপ আপনি করবেন না আমায় করতে হবে। মার সঙ্গে তো আলাপ ছিল"?

"আপনারা বড়লোক"।

"বেশি বড়লোক বড়লোক করবেন না। আচ্ছা ধরুন কাল যদি আপনি বড়লোক হয়ে পড়েন আর লোকগুলো সব আপনাকে দেখে সরে দাঁড়ায়, ভয় করে, সে কি আপনার খুব উপভোগ্য হবে"?

"আদৌ না" বিমল কহিল।

"তবে কেন বলছেন" লতা একটু থেমে পুনরায় বলে উঠল "আপনার মার কত কষ্ট বলুন তো। একটা লোক হলে বেশ হয়"?

"বৌ এলে মার সব কষ্ট দূর হবে বলতে চান, বাড়তেও তো পারে"। বিমল হাসলে।

"তাই বলে চেষ্টাটাও করবেন না"?

"ডেমোক্রেসীর যুগে ঘরে ঘরে যা দেখছি তাতে সাহস হয় না। দুঃখ অশান্তি ভরা সংসারে সুখের প্রত্যাশা আলেয়ার মত ক্ষনিকতা মাত্র। ডেমোক্রেসী আজ বর্ণ ডেমোক্রেসী, সম্প্রদায় ডেমোক্রেসী, অর্থ ডেমোক্রেসী, কত রকমে ফুটে বেরিয়েছে যে ভাববার কথা? মূর্খ ডেমোক্রেসীর পাল্লায় পড়ে আজ আমরা মানুষের হৃদয়ের ডেমোক্রেসীকে ভুলে নিয়ে ফেলেছি"।

"ও আপনি তা হলে দেখছি খুব সুন্দরী মেয়ে চান, না হয় তাই দেওয়া যাবে, বিয়ে করবেন তো"?

"হয়তো আপনার কথাই ঠিক" বিমল বলিয়া উঠিল, তবে সংখ্যা সৌন্দর্য্যের, যা আমদানির উপর নির্ভর করে তার বিশেষ পক্ষপাতি নই। মেয়েদের সংখ্যা বাড়লেই যে সৌন্দর্য্য বাড়ে এবং আমরা সবাই সৌন্দর্য্যপ্রিয় হয়ে উঠি এ ভাল লাগে না। এক কাপ চা তা আপনি মাটির পাত্রেই দিন সোনার পাত্রেই দিন একই, যদি তার শুদ্ধতা ও পবিত্রতা নষ্ট না হয়ে থাকে। মাটির পাত্রের আভিজাত্য কম সোনার বেশি এই যা তফাৎ। বিবাহের বাজারে রূপের ফন্দ নিয়ে বেশি টানাহ্যাচড়া করলে সে ছাই ছিড়ে যায়। দেহিক সৌন্দর্য্যের ভিত্তিতে মানসিক সৌন্দর্য্যের একটা আভাস আসলেও অনেক সময় আমরা খুবই ভুল করি"।

"ভাবুক লোক দেখছি" লতা হেসে উঠল। সে তিন কাপ চা করে পুনরায় বিমলকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল "কিন্তু সোনা নিয়ে টানাটানি বেশি এ তো জানেন"।

"জানি। সোনাকে শুধু সাজিয়েই রাখা যায় কিন্তু কাজে লোহার পরিচয় বেশি সে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। বাজারে আজ রং এর চাহিদা বেশি যেহেতু মানুষ জরা জীর্ণ দেহকে ঢেকে রাখতে চায়"।

লতা এক কাপ চা বিমলের দিকে এগিয়ে দিতেই বিমল বলে উঠল 'আমি তো চা খাই না'।

"জীবনের এই প্রথম দিনটায় আর না বলবেন না দোহাই আপনার"। লতা অপর কাপটি নিজের জন্য রেখে তৃতীয় কাপটি ভবতারিনীর সামনে এনে ধরলে।

"এ অসময়ে আর চা খাব না"।

"বৌ যখণ এনেছে খেয়ে নেন দিদি" সৌদামিনি বলিয়া উঠিলেন।

ভবতারিনী কাপটি হাতে তুলে নিলেন। "তোমার শাশুড়িকে এক কাপ এনে দাও" ভবতারিনী লতাকে অনুরোধ করিলেন।

"কপাল পুড়তেই ও সব ছেড়ে দিয়েছি"।

"কষ্ট হয় না" ?

"আর কষ্ট, সব কষ্টই যখন সহ্য হয়ে চলেছে এ আর কষ্ট"।

ভবতারিণীর চা খাওয়া হয়ে গেলে সৌদামিনি বলিয়া উঠিলেন, ঐ যে ব্যবসার কথা বলছিলাম দিদি। ব্যবসায়ে আজ মানুষের প্রশ্ন লোপ পেয়েছে উঠেছে অর্থের প্রশ্ন। মানুষ আজ ব্যবসা করে না করে অর্থ। যৌবনের অহঙ্কারের মত এ মূর্খতা। অর্থ কার। সে তো দেশ ও জাতির? ব্যবসায়ি তার একটা বৃহৎ অংশ লাভ করে ও অধিকারী হয় সে তো দেশ ও জাতির জন্য। ক্যাসিয়ারের মতন, ব্যাঙ্কের টাকার মতন, ব্যক্তিগত স্বার্থ সেখানে খুবই কম। দরিদ্রের মধ্যে যখন একতা আসে, একে অপরের দুঃখ অনুভব করতে পারে, তখনই ধনতন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে। রাশিয়ার ফ্রান্সের ও অন্যান্য দেশের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এইটি প্রমানিত হয়ে এসেছে। দরিদ্র দুর্ব্বল এবং সেই দুর্ব্বলতাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তাই ধনী আনন্দ পায়। দরিদ্রের মধ্যে একতা আনতে দেয় না। দেশের জন্য জাতির জন্য ধর্ম্মের জন্য দরিদ্রই প্রাণ দিয়েছে, শ্রেষ্ঠ তারা, অথচ দুর্ব্বল ধনী যদি সেই আনন্দের বড়াই করে সে তো মূর্খতা। দশের অর্জ্জিত অর্থে একজনের মাতব্বরি চলতে পারে না। ....অর্থের মনুষ্যত্বে আজ প্রকৃত মনুষ্যত্বের কোন খোঁজ আমরা রাখতে চাই না। ভারতের বেকারতার কর্ম্ম শশ্মানে যারা ব্যবসাদার সেজেছে তারা প্রায়ই উৎপীড়ক। উনি প্রায়ই বলতেন যে ভাল লোক যদি ব্যবসায়ে না নামে তার উন্নতি অসম্ভব। ব্যবসায়ের মড়ক যেন বাঙ্গালীর মধ্যে না ঢোকে। ভারতীয় ব্যবসা ক্ষেত্রে আজ অশিক্ষিত ও মূর্খের প্রবেশে যা ক্ষতি হয়েছে একে পুনরোদ্ধার করতে শিক্ষিত ও ভদ্র ভারতবাসীর বহুদিন লাগবে। ব্যবসার নামে আমরা যে জুয়োচ্চুরি করতে চাই, পরের জালিয়াত করতে চাই, জমিদারি করতে চাই, এ দুঃখের। ব্যবসায় সেবার ভাব আর নাই। বুদ্ধিমান বিদ্বান এদের পেটটা কি একটু বড়, যে এই অজুহাতে তারা সব

কিছুই জড করে নিয়ে বসে থাকবে, অপরে খেতে পাবে না, অথচ ধনতন্ত্রের চালান চলবে। অর্থে যদি বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রাধান্য আনত তবে কুবের দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বিদ্বান বুদ্ধিমান হয়ে পড়তেন। বেশ্যার সহ-মরনের মত ভারতের বুকের পরে এই যে বৈশ্যবৃত্তি ফুটে উঠেছে, অপরাপর বর্ণের পক্ষে এ খুবই দুঃখের। বর্ণ হিন্দুর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, তার হয়তো ধর্ম্ম নয়। সে নিষ্ঠা খেয়াল নয়। বাঙ্গালীর শিক্ষা আছে দীক্ষা আছে দেশ-প্রেম আছে সংস্কৃতি আছে কিন্তু বাঙ্গলার তথাকথিত ব্যবসায় আজ যারা পয়সা উপার্জ্জন করেছেন তাদের অর্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই অর্থের চিড়িয়াখানায় ব্যবসায়ের নামে আজ যে সব দৃশ্যের অবতারনা চলেছে সে খুবই ভয়াবহ। দরিদ্রকে যদি ধর্ম্মের কর্ম্মের ও দেশপ্রেমের লেকচার এই সব ব্যবসায়ের নপুংসকের কাছ হতে শুনতে হয় তার চেয়ে দুঃখের আর কিছুই নাই। ব্যবসা সততাব সৃষ্টি, অথচ সততার মল্য কেউ দিতে চায় না, তাই অসততার এত প্রাধান্য ———উনি বলতেন সৌদামিনি বলিয়াই চলিলেন, 'ভারতে আজ একদল লোক খুব হোমরা চোমরা হয়ে পড়েছে যারা না মানুষ, না পশু, না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান, এরা সব। ধুতি লুঙ্গি প্যাণ্ট কোট যখন যা সুবিধার বোঝে পরিধান করে। অত্যধিক সুবিধা প্রিয়। এরা স্রোতের ফুল। এরা হাওয়ার ফসল। এরা হিন্দুর সভ্যতা তার শিক্ষা দীক্ষা ও কৃষ্টিকে আক্রমন করতে খুবই অভ্যস্থ। ভারতীয় সভ্যতার মূলে যারা দাঁড়িয়ে আছেন সেই সব ব্রাহ্মণ মুনি ঋষিদের এরা সাধারন ক্রিমিনালের ভূমিকায় টেনে এনে নিজের মূর্খতায় খুবই আনন্দ পায়। ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে এটুকু তাদের পক্ষে খুবই প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণকে তারা আজ হিন্দুর শত্রু, ঘোর স্বার্থপর, মূর্খ ও অত্যাচারীর ভূমিকায় টেনে এনে নিজেদের যে প্রাধান্যের সৃষ্টি করতে চায় কোন বুদ্ধিমানই তাতে আকৃষ্ট হন না। অস্পৃশ্যতার বিনিময়ে এরা অস্পৃশ্যতার রচনা করে চলেছে। বর্ণ ভেদের বিনিময়ে এরা অর্থভেদ

রাজনীতি ভেদের সৃষ্টি করেছে। হিন্দুর ব্রাহ্মণ, যে সর্ব্বস্বের বিনিময়ে নিজের আদর্শ, নীতি, ও জ্ঞানের গৌরবত্ব ত্যাগ করতে চায়নি, অট্টালিকার চেয়ে বনবাসই যে প্রশস্ত মনে করে এসেছে, ভিক্ষার নামে ক্রোড়পতি হয়ে ওঠেনি, সত্যের বিনিময়ে কোন সুবিধাই যে গ্রহন করেনি, জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুশীলনই যারা শ্রেয় মনে করে গেছেন, মানুষের বিজ্ঞানকে ছেড়ে জড় বিজ্ঞানে মুগ্ধ হননি, তারা আজ এদের দৃষ্টিতে বর্ব্বরতার অগ্রদূত মাত্র। চাঁদের আলোয় মুগ্ধ হয়ে উত্তাপের জন্য সূর্য্যকে তিরস্কার করতে যাওয়া যেমন মূর্খতা এও তেমনি মূর্খতা। ব্রাহ্মণ আজ পড়েছে বলে তাকে যে পদানত করতে হবে এতো যুক্তিযুক্ত পন্থা নয়। পড়েনি কে? অর্থের প্রলোভনে পড়ে আজ আমরা সর্ব্বস্বহারা। মানুষ পথ পতিতকে হস্ত বাড়িয়েই দেয় ধিক্কার দিতে চায় না। মূর্খের মধ্যে পণ্ডিত সাজবার লোভ এদের খুবই বেশি কিন্তু বুদ্ধিমান পাণ্ডিত্যের খোঁজে পণ্ডিতকেই চান। এরা শিক্ষিতের পরিচয়ে চলে কিন্তু শিক্ষার কোন প্রভাবই এদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। যার পরে দাঁড়িয়ে আছে তাকেই পদাঘাত করে আনন্দ পায়। ব্রাহ্মণ ছিল ত্যাগের অগ্রদূত, শান্তির বাণী, ভোগের ব্যবসায়ে, তার অর্থ ভৌমতায়, উৎপিড়কের রাজনীতিতে, সে কিছু যে নেমে আসবে এ তো নূতন নয়। অর্থ মনুষত্বের ভয়াবহ দৃশ্য তাই আজ সর্ব্বত্রই ফুটে উঠেছে। মানুষ আজ মানুষের শত্রু মিত্র নয়"।

"ব্যবসা করতে হলে তার মাল মসলা তো চাই" ভবতারিনী জিজ্ঞাসা করলেন।

"মাল মসলার চেয়ে আজ যন্ত্রপাতির দরকার বেশি। সে যোগাড় হয়ে যাবে। ভগবান যেমন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তেমনি যন্ত্রকে সৃষ্টি করেছে মানুষ, যান্ত্রিক ব্যবসা দুঃখের মধ্যে আজ মানুষকে ভুলে যেতে চায়"।

"ও কি পেরে উঠবে"।

"মানুষ, খাটতে পারে, লেখাপড়া শিখেছে, চরিত্র আছে, ব্যবসায়ের পক্ষে আর কি চাই দিদি। ব্যবসায়ের পাঠশালে বসে ফিরি করতেও কি পারবে না? দালালি ও তো ব্যবসা, সম্বল দেহ আর মুখ"। সৌদামিনি হাসতে হাসতে উঠিয়া পড়িলেন এবং ভবতারিনীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন আজ আসি দিদি। আর একদিন আসব। আপনি পারেন তো একদিন যাবেন না" ?

"এস বোন"। ভবতারিনী পুত্রকে উদ্দেশ্য করে চললেন "যা পৌছে দিয়ে আয়''।

চলতি পথে সৌদামিনি বিমলকে বলিয়া উঠিলেন "তোমার মা তোমার চাকরি বাকরির কথা বলছিলেন। তুমি যা ভাল মানুষ বাবা তাতে চাকরি করে আরও দুঃখ বাড়াবে। চাকরিতেও পয়সা আছে তবে সে যদি ঘুসের ব্যবসা হয়ে পড়ে। তাই বলছিলাম ব্যবসা বাণিজ্য করোনা''। এই যন্ত্রযুগে মন্ত্রের পরিনাম কি দাঁড়িয়েছে দেখতে তো পেয়েছ'' ?

"ঘুস আজ সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্ম্ম ও নৈতিকতা, জাতিয়তা ও আজ ঘুসের মতন মানুষের মনের পরে কাজ করছে। আপনি হিন্দু হয়ে হিন্দুকে দেখবেন, না এই যে ঘুসের প্রলোভন ও ব্যবস্থা, এমন কি অন্যায় বিষয়ে হলেও এর হাত অনেকে এড়াতে পারে না। আপনার মত ভাল লোক, মহান ব্যক্তি এই যে নৈতিক ঘুস এতে অনেক মহাত্মাই গলে যান তো সাধারন মানুষ কি টিকতে পারে। আদর্শ ও আজ অনেকটা ঘুস হয়ে পড়েছে। ঘুসের আদর্শ, ঘুসের অর্থ, ঘুসের নৈতিকতা, আজ সর্ব্বত্রই লক্ষ্য হয় এবং এর ব্যবহার বেশ চলেছে''।

"তুমি কি বিয়ে থা করবেনা বাবা' সৌদামিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কেন বলুন তো''।

"তোমার মা তো বলছিলেন তুমি ধণুক ভাঙ্গা পন করে বসে আছ যে বিয়েই করবেনা। তুমি বুদ্ধিমান লেখাপড়া শিখেছ তোমার কি ঐ

সাজে। মানুষের প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে মানুষ কি না করেছে। হৃদয়ের একটা সংস্কৃতি যে বিবাহের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে সে বিবাহ না করলে কোথায় পাবে বাবা? বাপ মায়ের তো একটা ইচ্ছা আছে। মা বাপের কথা রাখতে মানুষ কত অসম্ভব সাধন করেছে এ তো তুমি জান। সংসার সে তো মানুষের জীবনে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। অর্থ বেকার তাকে প্রাধান্য দিয়ে যেয়ে সমাজ ও বিবাহ বেকারতার সৃষ্টি কি ভাল হবে"?

বিমল কোন উত্তর দিলে না।

৭৪

মটোর গাড়ির মধ্যে লতা শাশুড়ীকে লক্ষ্য করে বললে "ছেলে দেখতে ভাল, লেখাপড়া শিখেছে তবে বড গরীব"।

"তুমিও গরীব ঘরের মেয়ে মা"।

"ছেলেটি যেন কেমন কেমন খুব কথা বলে"?

"তোমার সঙ্গে তা হলে আলাপ হয়েছে দেখছি বেশ করেছ"? সৌদামিনি পুনরায় লতাকে মৃদুকণ্ঠে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন "বিয়ে হক না হক সে ভবিতব্যের কথা, কেউ কিছু বলতে পারে না, তবে আমার মন যেন কিছুতেই মানতে চায় না। স্বর্গ থেকে তিনি যেন কেবলি বলছেন খুকিকে আর কষ্ট দিও না। ——ওদের এখন অসময়। এই

হল মানুষের উপকার করবার প্রশস্ত সময়। সুখের উপকারকে মানুষ ভুলে যায় কিন্তু দুঃখের উপকারকে মানুষ সহজে ভুলতে পারে না। বুদ্ধিমান মানুষের অসময়েই ছুটে আসে উপকার করতে, আর বোকা সুখের মধ্যে তার উপকারের ছুচটা এনে ঢোকাতে চায়"।

"ওর মায়ের কি ভাব বুঝলেন"।

"অমতের তো কোন কারনই দেখিনা। পাঁড়াগেয়ে লোক, একেবারে সাধাসিধে মানুষ, তাই বললেন যে কর্ত্তাকে না জিজ্ঞাসা করে কিছুই বলতে পারেন না"।

"কুষ্টিটাও দেখবেন না"।

"কুষ্টি চেয়েছিলাম বললেন এখানে নাই, তবে জন্ম তারিখ দিয়েছেন ওতেই সব পাওয়া যাবে"।

"দিদি তো ছেলে দেখবে"।

"দরকার হয় দেখবে"।

"দিদির ইচ্ছে ছিল বড় চাকুরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়"।

"ও জোর করে তো তাই দেখতে হবে"। সৌদমিনি উত্তর দিলেন।

"মেয়ে তো ছেলেকে দেখবে"।

"ছেলে মেয়ে দেখবে না এই যা মুস্কিল। মেয়ের কথা বলতেও তো লজ্জা করে"।

"কিন্তু মেয়ে যদি ছেলেকে দেখতে চায় সেখানে ওর লজ্জা করে বসে থাকলে তে চলবে না। উনি না দেখেন চোখ বন্ধ করে যেয়ে বসে থাকবেন"।

"আগে বিয়েই হক"। সৌদামিনি হাসিয়া উঠিলেন।

গাড়ি হু হু করে পথ বেয়ে চলতে লাগল।

৭৫

বিমল মায়ের মুখে সমস্ত শুনে বললে 'যে সে বিয়ে করবেনা। এখন তার বিয়ের সময় নয়''।

ভবতারিণী ধীর ভাবে পুত্রের কথার উত্তরে বলে উঠলেন 'তুই ছেলে হয়ে যদি ওর মুখের দিকে না চাস তো ওরা কে। উনি ভাল বুঝেছেন বলেই বলেছেন। ওর ঐ শরীর নিয়ে দেশে ফিরতেই তো ভয় হয়''।

"কি করব মা বিমল বলিয়া উঠিল, বড়লোকের বড়লোকমি ভাল লাগে না। বিয়ে করে বৌকে সেলাম ঢুকবার মত প্রবৃত্তি আমায় নাই, যেহেতু সে বড়লোকের মেয়ে। শ্বশুর বাড়িতে যেয়ে দারোয়ানের হাতে শ্লিপ দিয়ে বৌ এর সঙ্গে দেখা করে উঠতে ও পারব না''।

''ওরা যে এত করছে সে কিসের জন্য। সেদিন হাঁসপাতালে এক গাদা অসুধ ফল মুল দিয়ে গেল''

''এটা নয় ধারই রইল মা শোধ করে দেব''।

''তুই শোধ দিতে পারবি'' ?

''চেষ্টা তো করব''।

''তবেই লোকে তোকে টাকা ধার দিয়েছে''।

বিমলকে কোন কথা বলতে না দেখে ভবতারিণী পুনরায় বলিয়া উঠিলেন "কি যে বড়লোকমি করেছে আমিতো কিছুই দেখতে পাই না। ওরা মেয়ে দিয়ে টাকা দিয়ে তোকে বিশ্বাস করতে পারে আর তুই খালি-

হাতে ওদের বিশ্বাস করতে পারবি নে। আমি থাকতে থাকতে তোর বিয়ে হলে তাকে তো সব আমিই বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারতাম"।

"খালি হাতে নয় মা জীবন দিয়ে"।

"জীবন কি শুধু তোর আছে না তাদের মেয়েরো আছে"? মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ব্যক্তিগত হিসাবে এ যাহাই হক, তারা বড়লোক আমরা গরীব নীতিগত হিসাবে এ কোনদিন শুভ হয়নি মা। মহাদেবের মত স্বামীকেও এর ফল ভোগ করতে হয়েছিল; হতে হয়েছিল স্ত্রীর দেহত্যাগের কারন। এই যে তীর্থ, এতো সেই দুর্ভাগ্যের অনুশোচনার সৃষ্টি মা। নারীর অঙ্গ প্রসূত তীর্থের মহিমায় মন মুগ্ধ হলেও, এ যে নারী সে তো ভুলতে পারি না। ধর্ম্ম সে হয়তো নারী অঙ্গজাত, তাই হিন্দুর তীর্থের মূলে লুকিয়ে আছে নারীর দেহ। গরীবের ছেলে ধনীর জাতিতে বিবাহ করলে কি জাতি ত্যাগ হবে না মা"?

ভবতারিণী পরদিন খবর পাঠিয়ে দিলেন যে ছেলে এখন বিয়ে করতে চায় না অতএব ক্ষমা করবেন।

৭৬

সৌদামিনি খবর পেয়েই দেখা [illegible] এলেন। এবং কথায় বার্ত্তায় বুঝতে পারলেন যে বিমলের প্রধান ও প্রথম আপত্তিই হল যে তারা বড়লোক, নীতিগত ভাবে এ খাপ খাবে না। বিবাহ করতে সে রাজি আছে তবে বড়লোকের মেয়ে এই তার বাধা।

সৌদামিনী শেষের দিকে ভবতারিণীকে মৃদুভাবে বললেন "দিদি বিমু হয়তো ভুল করেছে, এতো আমার মেয়ে নয়, আমার মেয়ের মেয়ে, বিধবার মেয়ে। বিধবার চেয়েও কি কেউ দুঃখী আছে তুমিই বল? বিধবার কন্যাদায় একি বড়লোকের ব্যাপার? মেয়ের যখন বিয়ে দিয়েছিলাম তখন আমাদের অবস্থা এত ভাল ছিল না তাই ওকে খুব বড় ঘরেও দিতে পারিনি। বিয়ের টাকা সবই তো আমাকে খরচ করতে হবে। সৌদামিনীর চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল, তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, জামাই বেঁচে থাকলে আমায় কি আর তার মেয়েব পাত্র খুঁজে বেড়াতে হত, তবে বড়লোক ঘটক হয়ে এসেছে এ বলতে পাবেন"।

"দেখি ওকে আর একবার বুঝিয়ে বলবরুন"।

"আপনাদের কথাব উপবে ওকি কথা কইবে বলতে চান"।

"এ সব বিষয়ে বড একবোখা" ভবতাবিণী উত্তর দিলেন।

"তা হলেও মা বাপেব কথা ফেলবাব মত ছেলে ও নয়? আপনারা জোর করে ধরেন না তাই"।

সৌদামিনী বিদায় নেবার সময় বলিয়া উঠিলেন "আজ উঠি দিদি কিছু মনে করো না, বিয়ে হক না হক সে ঈশ্বরের হাত তোমার আমার পরিচয় যেন ক্ষুন্ন না হয়"।

৭৭

ভবতারিণী ছেলেকে সমস্ত কথা খুলেই বুঝিযে বললেন। বিমল নীরবে সমস্ত শুনে বললে "তুমি যদি ভাল মনে কর মা আমি বিয়ে করতে

রাজি আছি, তবে হয়তো সুখী হতে পারব না। —আমার মনের ভাণ্ডারে বিবাহের কোন সৌন্দর্য্যই লক্ষ্য হয় না, সে যেন শুষ্ক ম্লান একটা অভিব্যক্তি"।

"কেন সুখী হবিনা শুনি? তাকে নিজেদের মতন করে গড়ে নেব"। ভবতারিণী উত্তর দিলেন।

"যাদের জীবনে চরিত্রের কোন মূল্যই নাই, ভালবাসা যাদের সখ, স্ত্রী যাদের ব্যবহারের মণ্ডপ, ভোগের প্রশ্ন, প্রেমের হাজরে খাতা, নৈতিকতা যাদের কুসংস্কার, দম্ভ অহঙ্কার মূর্খতা ও অর্থ উপাসনাই যাদের ধর্ম্ম, সেখানে কি শান্তি আসে মা? ঘুড়ির মতন বিবেককে যারা আকাশে তুলে মাটির পৃথিবীকে ভুলে যেতে চায় তারা কি খুব সুখী হয় মা? শিক্ষা ও সভ্যতা যাদের পাশ্চাত্যের ওকালতি ও দালালি তারা কি খুব সুখী হয় মা"?

"ছি যা তা বলিসনে"।

বিমল চুপ করে ছিল, তার অবসন্ন মুখের দিকে চেয়ে ভবতারিণী পুনরায় বলিয়া উঠিলেন "ভাল না বুঝিস বিয়ে করিস নে? তোর কষ্ট হবে এ আমরা কি করে চাইব। ওকে নিয়ে তবে গ্রামেই চল"?

"তোমাদের হয়তো কষ্ট হবে"।

"উপায় নাই। আমরা আর কতদিনই বা আছি। মরবার সময় তোর দুঃখের ব্যবস্থা করতে চাইনে। তোর যখন মনের ভিতর অতটা খটকা লেগেছে তখন এ বিয়ে না হলই বা"?

বিমল নীরবতা ভেঙ্গে বলে উঠল 'তুমি যদি বল মা আমি সুখী হব, তুমি যদি আশীর্ব্বাদ কর, আশাকরি সমস্ত বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারব। মাতার আশীর্ব্বাদের পেছনে কত অঘটন ঘটিত হয়েছে একি ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না মা"?

"না থাকগে। ওকে আমি বুঝিয়ে বলব"?

"আমার মন আমি হালকা করে ফেলেছি মা। বড়লোকের মেয়ে

বিয়ে করব এতো কোনদিন ভাবতে পারি নাই। একি তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা? ওদের অর্থ আছে, পরিচয় আছে, তবু ও একটা গরীবকে যেচে মেয়ে দিতে আসবে কেন? তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ সে হাসি মুখে গ্রহণ করে ছুটে এসেছে। এ তোমার ইচ্ছা বাবার ইচ্ছা ওদের ইচ্ছা তাই মনে হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

"তোর মনটা যখন ভার ভার লাগছে তখন কি ভাল হবে"?

"বিবাহ ব্যক্তিগত হলেও, ব্যক্তিকে কেন্দ্র করলেও, সে যেন ব্যষ্টির প্রশ্ন মা? বিবাহের মত এত বড় একটা সামাজিক ব্যাপারকে অস্বীকার করিতে যাওয়া, কি সেখানে নিজের প্রাধান্য দেখাতে যাওয়া হয়তো উচিত হবেনা। স্ত্রী যেখানে ব্যয়বহুল সেখানে সে বিলাসিতার অঙ্গ, কিন্তু সে যেখানে শ্রমের ধন সেখানে শক্তি"।

"ভাল করে ভেবে দেখ কাল না হয় বলিস্"? ভবতারিণী উঠিয়া পড়িলেন।

কয়েকদিন পরে মাতা পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন উনি বলছিলেন তুই যেয়ে একদিন মেয়েটিকে দেখে আয়না।

"আমি পারবনা"!

"আজকাল সবাই তো দেখছে ক্ষতি কি"।

"সেই জন্যই আরও পারব না। আমায় মাপ কর"।

"দেখতে যাওয়া কি খারাপ? তুই যেমন দেখিস সে ও তোকে দেখতে পায়। ভবিষ্যতে কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় না"।

"আমি পারব না মা"

"তুই না হয় না দেখলি কিন্তু সে মেয়েটির তো তোকে একবার দেখবার সাধ হতে পারে। তার ও তো একটা পছন্দ অপছন্দ আছে? অন্ততঃ তার জন্য যা একবার'।

"ফটো পাঠিয়ে দাও"।

"ফটোয় কি সব বোঝা যায়"।

"তবে সে এসে দেখে যাক আমাকে"।

"এই দেখ পাগলের কাণ্ড ভবতারিণী হাসিয়া উঠিলেন। ভবতারিণী পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, তোকে দেখতে বলার মানেই হল যে মেয়েটি তোকে একবার দেখতে চায়। বয়স্থা ছেলে মেয়ের বিয়ে সব দেখে শুনে দেওয়াই ভাল"।

"দশ মিনিটে কি বুঝব মা" ?

৭৮

পাত্রিপত্রের পর বিজয় বিমলকে আশীর্ব্বাদ করে ফেরবার মুখে হাস্যভরে বললে শেষে বিয়েটা সত্যই করে ফেললি। এত বড় ভুল যে তুই করবি এ আমি ভাবতে পারি নাই।

"তোর পরিচয় যে এতদূর এসে গড়াবে এ আমিও জানতে পারিনি ভাই" ?

"তাহলে দূরে থাকতিস্"।

"চেষ্টা তো করতাম"।

"বিয়ে যে তোর হবে এ আমি জানতাম, তবে এত সকালে এবং এতটা ভদ্রভাবে ও শুভ যে হবে এ জানতাম না"।

"শুভ অশুভ এখন ভগবানের হাত। বিবাহের যা পরিণাম দাড়িয়েছে তাতে বেশী আশাপ্রদ হওয়া উচিত হবেনা। হয়তো এ হাসপাতালের ব্যবস্থা"।

"লিলি বুদ্ধিমতি মেয়ে, ভাগ্নি বলে বলছিনা ভাই, সে তোর অনুপযুক্ত হবে না। তোর দুঃখ হয়তো বাড়াবেনা লাঘবই করবে। সে আমাদের সকলের ছোট তাই হয়তো সকলের বড়"।

"এক তরপের উপযুক্ততায় তো কাজ হবে না দুই তরপের চাই"।

"জমি ভাল হলে ভাঙ্গা লাঙ্গলেও কাজ চলে"। বিজয় গাড়ির দরজা খুলে গাড়িতে উঠে পুনরায় বলতে লাগল "তোকে আমার সবচেয়ে ভাল লাগত যে তুই মানুষের মনুষ্যত্বকে, শ্রেষ্টত্বকে, ব্যক্তিত্বকে টাকা পয়সার গণ্ডিতে বেঁধে রাখতে চাসনে। তোর মানবত্ব তা ছাড়িয়ে গিয়েছে, তাকে দিতে চাস প্রাণ। প্রকৃত মহত্ত্বই তো তাই। মহত্ত্ব টাকা পয়সা নয় সে অনাদি বিশ্বব্যাপি ও সত্য। কারেন্সির মনুষ্যত্ব তোর জন্য নয়।—তবে এই অভিনয়ের সংসারে তুই যে ভাল অভিনয় করতে পারিসনে, তাই ভয় হয় তোর ঐ পরিচয়ের বোঝা সংসারের যেন ভার না হয়ে পড়ে"।

বিমল হাস্যপূর্ণ মুখে বলে উঠল "মানুষের জীবনটা যদি ট্যাকশালের বিনিময় হয় সে কি দুঃখের হবেনা ভাই? সংসারের আভিজাত্য ব্রাহ্মণের কিছুই নাই, এক জ্ঞানের আভিজাত্য ছাড়া, তাহাও এই বৈশ্যযুগে যে কত সীমাবদ্ধ ও নির্দ্দিষ্ট সে ভাববার কথা। জ্ঞানের মধ্যে অর্থ ঢুকলে আর কি কথা আছে, সে হয়ে পড়বে বিজ্ঞান ও হতজ্ঞান! জ্ঞান তখন সাধনা থাকবেনা হবে কামনা।"

"অর্থাৎ ভোগের প্রেরণা" বিজয়ও হেসে উঠল।

"যা বলিস ভাই"।

"এখন বিয়ে করছিস্, আমি হয়ে পড়লাম তোর গুরুজন, কথা অমান্য করলে আর চলবেনা, যা আদেশ করব তাই শুনতে হবে"।

"আমি না শুনি যাকে বিয়ে করছি সে তো শুনবে। সেই শোনাই আমার হবে"।

"সে বেচারীর ঘাড়ে চাপাস কেন। বড় দুঃখী সে, বাপকে হারিয়ে অবধি একদিনও হাসিমুখে দেখিনি। বিজয় একটু পরে পুনরায় বলতে লাগল, বিয়ের মতন এত বড় একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে তুই যে অস্বীকার করতে চাইতিস্ এ আমার কোনদিন ভাল লাগতনা। সমাজে বিবাহের নামে তুই যে তোর অর্থকষ্টকে শিখণ্ডির মত সামনে রেখে লড়াই করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলি এ যেন তোর নির্ব্বুদ্ধিতা বলে লাগত। নারীর যৌনভূমিকেই অবলম্বন করে প্রেম ভালবাসা ছড়িয়ে পড়ে ও গড়ে ওঠে। প্রেমের ইতিহাসে রক্ত মাংসের মূল্য খুবই কম এ বোধ তোর আছে জানি, তবুও তাকে ফেললে তো সংসার চলবেনা। মানুষ মানুষকে ভালবাসে এ তার স্বার্থ নয় স্বভাব, তাই আজ তোর এই ভালবাসার বাসরে তোকে আশীর্ব্বাদ করি তোর যেন শক্তি বাড়ে. তুই যেন মানুষ হস্"।

বিজয় গাড়িতে ষ্টার্ট দিলে, বিমল অভিবাদন জানালে।

বিমল ঘরে এসে বসতেই তার মন চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। কত কথা তার মনে হতে লাগল সবই বিবাহের সুর দিয়ে ঘেরা। বিবাহ্ ধর্ম্ম নয় কর্ম্ম। অর্থনৈতিক বিবাহ অর্থাৎ অর্থের তুলাদণ্ডে বিবাহকে ওজন করতে যাওয়া কি উচিত হয়? অর্থ ও নারীর মধ্যে একটা ঘনিষ্টতা আছে। নারীর যৌন গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে মানুষ অর্থ প্রবল হয়ে উঠলেও গণ্ডির বাহিরে এলে সে অর্থের প্রাধান্য থাকেনা। শারীরিক প্রাতঃকৃত্যের মতন বিবাহের প্রবৃত্তি খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু সে যদি জীবনসর্ব্বস্ব হয়ে ওঠে তবেই ভাববার কথা? নারীর প্রেমের দরবারে দাঁড়িয়ে যারা চীৎকার করে উঠেন, দরবারী সাজেন, তারা ভুলে যান নারীই জগতের একমাত্র সত্য নয়। নারীর ভালবাসা যদি শুধু স্বার্থ হয় স্বভাব না হয় খুবই নিম্নাঙ্গের বস্তু। নিজের কামনার আগুনে যে জ্বলছে, সে যদি নারীর প্রবল কামনার আগুনে বদ্ধ হয় তা কি অগ্নিতে ঘৃত সংযোগের মতন ভয়

হয়ে ওঠেনা। কাম ক্রোধ লোভ মোহের বিরাট সমাবেশ যে নারী সেখানে পথ না হারিয়ে কি উপায় আছে? ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, ক্লান্তিতে ছায়া যেমন মনমুগ্ধকর, তেমনি যৌবনের প্রভাব লোকের মনের উপর বিস্তার করে ও উঠে দাঁড়ায়। যৌবন সুন্দর, তার রসের মিষ্টতা আছে রূপের মধুরতা আছে। পশুর প্রেমের মধ্যে আছে একটা জড়তা কিন্তু মানুষের প্রেমে চেতনা লক্ষ্য হয়। যৌবনের রঙ্গমঞ্চে নারী ও পুরুষের অভিনয় করতে নেমে আমরা ভুলে যাই যে প্রেম আছে বলেই প্রাণ আছে। নদীতে যেমন জোয়ার আসে, এবং চলে যায় কিন্তু নদী থাকে, জীবন নদীতে যৌবন সেইরূপ আসে ও যায়।

পূর্ব্বেকার জগত যেমন পুরুষের ভাষায় কথা বলেছে বর্ত্তমান জগত তেমনি নারীর সুরে গান ধরেছে। পূর্ব্বেকার জ্ঞান সভ্যতা শিক্ষা দীক্ষা যেমন পুরুষকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়েছিল আজ সে নারীকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়তে চায়। বর্ত্তমান সভ্যতায় নারীর হাবভাব চিন্তা তাই এতটা প্রবল এতটা প্রধান। সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যবাসকে যদি জেলখানায় পরিণত করা যায় সে যেমন মানুষের প্রিয় হয়না, সেখানে বাস করতে কেউ চায়না, সেখানে স্বাধীনতা থাকেনা, তেমনি নারীর প্রেম যতই মধুর ও প্রিয় হক যদি ওরই রূপান্তর হয় সে দুঃখের। জীবনের যৌবন ভূমিকায় আমরা আজ যে ভালবাসার নামে প্রেমের দোকান খুলে বসি তাতে তার সাইনবোর্ড ও সোরূমের পেছনেই মনুষত্বের সমস্ত মূলধন নষ্ট হয়ে যায়। প্রেমের সচ্ছতা ও উচ্চতা নির্ভর করে হৃদয়ের পরে। হৃদয় নিয়েই মানুষ, হৃদয়হীন মানুষ নয়। মানুষ ভুলে যায়, সে দেখতে পারে না, সে কত ছোট কত নীচ কত ইতর, তাই অপরের ছিদ্র পথে ভ্রমণ করে আনন্দ পায়। যৌবনের মধ্যে দিয়েই মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি ও মনুষত্ব ফুটে বেরিয়েছে। যৌবন যেমন মানুষকে বড় করেছে ছোটও করেছে। বিবাহ এই যৌবন ভূমির উপর পরস্পরের পরে পরস্পরের একটা অধিকার দেয়। বিবাহের

একটা অংশ নারী অপর অংশ পুরুষ, নারীর অংশে ক্ষেত্র, পুরুষের অংশে বীজই প্রবল।

বিমল নিজের মনের চিন্তাকে এড়াতে যেয়ে সামনে থেকে আজকার কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগল। পাবলিক মেয়েমানুষের মত আজ পাবলিক নেতৃত্বের একটা সাদৃশ্য এসে পড়েছে। দেশপ্রেম আজ যৌন প্রেমের মত ইন্দ্রিয় গত। ধর্ম্মের ভাণ্ডারে নামাবলি ও তিলকের মত খদ্দর ব্যবহার করতে যাওয়া মূর্খতা। দেশপ্রেম জাতির অনুভূতি, তার মধ্যে মানুষের জীবনের শ্রুতি ও স্মৃতি লুকিয়ে আছে। প্রেম যদি হত্যা হয় সে খুবই দুঃখের। এমন জাতি ও দেশ নাই যেখানে গৃহযুদ্ধ না হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে সে জাতি হয় পড়েছে নয় উঠেছে। ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ দেখা দেয় যৌবনে এবং সাধারণতঃই বিবাহের পরে, তেমনি বিদেশীর প্রেরনা প্রসূত আজ যে সাম্প্রদায়িক গৃহদ্বন্দ্ব ভারতের বুকের পরে অভিনয় সুরু করে দিয়েছে এর জন্য দায়ী বিদেশী ও মূর্খ ভারতবাসী। ভারতের অস্বাভাবিক গৃহদ্বন্দ্বের পেছনে অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকার পেছনে আজ যে ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারনা চলেছে এবং এর আড়ালে যারা লুকিয়ে আছেন তাদের এই রক্তের ঋণ পরিশোধ করতে লাগবে বহুদিন। হিন্দু পড়েছে অত্যধিক ব্যক্তিত্ব প্রিয়তার জন্য তেমনি অস্বাভাবিক ব্যষ্টিত্ব প্রিয়তাও ভাল নয়। ভারতের নেতৃত্বের নহবত খানায় আজ যে স্বাধীনতার বাজনা বাজছে, সে যদি হৃদয়কে ছেড়ে শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হয় যুদ্ধের আহ্বান হয় প্রকৃতই দুঃখের। নিদারুন সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবনৃত্যে যারা মুগ্ধ হন তাদের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতা মানুষের বহুদূরে এবং এর প্রতিক্রিয়া ও শুভ হয় না। সম্প্রদায় ডেমোক্রেসীকে নিয়ে যারা মানুষের ডেমোক্রেসীকে ভুলে যেতে চায় তারা অন্যায় করে। ধর্ম্ম যদি ধর্ম্মকে সম্মান না করে, সম্প্রদায় যদি সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা না করে, সে কি ধর্ম্ম না সম্প্রদায়। ভারতের কৃষ্টি মূলতঃ যদি এক না হত, তবে অসংখ হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

করেও হিন্দু থাকত মুসলমান কি খৃষ্টান হতে পারতনা। উভয়ের মধ্যে যে একটা ঐতিহাসিক মিলন আছে একি ভুলবার? একটি পুকুরের মতন একই সমাজের বিভিন্ন ঘাটে বসে আমরা যদি পৃথকত্বের দাবী করি সে প্রকৃতই দুঃখের। জগতে যেমন বহু রকমের ফলফুল ও জীব আছে তেমনি বহু ধর্ম্মের কর্ম্মের মধ্য দিয়ে তার তারতম্যের মধ্যে দিয়েও যে সত্য সে এক। বিভিন্ন রকমের ফুলেও যেমন একই দেবতার পূজা হয় এ সেইরূপ। ভারতের বুকের পরে যে সাম্প্রদায়িক অভিযান চলেছে এবং এর বীরত্বের অভিনয়ে যারা মুগ্ধ হন, তারা যে বিদেশীর অগ্রদূত এতো অবিদিত নয়। এরা যেন ভুলে না যায়, যে সাধারণ মানুষের মনের যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তারা হারাতে বসেছে তাকে সীতার পুনরোদ্ধারের মত পুনরোদ্ধার করতে বহুদিন লাগবে। বিদেশী যতই চতুর নিজেকে মনে করুক না কেন তার সে চতুরতা সীমাবদ্ধ ও সময় কালের গণ্ডিভূত। জগতকে যারা দুঃখী করে দুর্ব্বলকরে আনন্দপায় তাদের দুঃখের সীমা নাই, গ্রীক, রোমান, মধ্যএশিয়ান ও কার্থেজিয়ান সাম্রাজ্যের সাম্রাজিক বীরত্ব আজ কোথায়? ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধ তার সংখ্যা ডেমোক্রেসীর অর্থাৎ জনবাদের জন্মদাতা, আমেরিকার গৃহযুদ্ধ তার একতার একটি বিশিষ্টতা। সংখ্যা ডেমোক্রেসীর ভারে জগত আজ ক্লান্ত। এ অনেক ক্ষেত্রে গুণ্ডামীর নামান্তর। এর ফলে জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মের প্রতিযোগিতা চলছে অথচ এসে পড়েছে বারর্থ কণ্ট্রোল জন্ম প্রতিরোধ।···সাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়ে গত কয়েক বৎসরেই সোনার বাঙ্গলায় যে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অনশন, অনটন ও অরাজকতা দেখা দিয়েছে একি বাঙ্গালী সহজেই ভুলতে পারবে॥ এর মূলে রয়েছে বিদেশী নীতি। বাঙ্গলাই বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিকতার মূলে, সেখানে আঘাত করে যে অভারতবাসি আনন্দ পাবে এত খুবই বোধগম্য। সামান্য ক্ষমতা ও পয়সা হাতে পেলেই যারা পাগলের মত নাচতে সুরু করে দেয়, বোধহীন বিবেচনা হীণ, অনর্গল কথার স্রোতে ভেবে চলে, তারা চিরকালই নিন্দনীয়।

জঙ্গলের শাষণ কি রকম ঠিক জানিনা। তবুও পশুর মধ্যে যে বিচক্ষনতা বিচারতা, উদারতা ও কর্ম্মনিপুনতা লক্ষ্য হয় সে যদি মানুষের মধ্যে লোপ পায় খুবই দুঃখের। পশুর মধ্যেও তারতম্য আছে, পশু পশুর ভোক্ষ্য হলেও তাকে কি নিঃশেষ হতে দেখা যায়। হত্যা করে বড় হতে যাওয়া কি কাম্য হবে? দরিদ্র যদি ধনীকে হত্যা করে ধনী হতে চায় সে হবে ভুল। দারিদ্র যদি ধনীর পাসে দাঁড়িয়ে ধনী হতে পারে তার দুঃখ কষ্টের দূরতা আনতে পারে সেই হবে তাব প্রকৃত পরিচয়। সম্প্রদায় যদি সম্প্রদায়কে হত্যা করে বাঁচতে চায় মানুষের ইতিহাসে এরচেয়ে দুঃখের কি আছে? অত্যাচারীর অত্যাচারের ফল কোনদিন ও শুভ হতে দেখা যায়নি। সাম্প্রদায়িকতার দরুন গুণ্ডামিকে যে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তাকে শাষণে আনতে ও বেশ কিছু সময় নেবে।

গুণ্ডা প্রায়ই দরিদ্র, অথচ এই গরীবই আজ গরীবকে মারছে, এবং এর পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধনীর অট্টহাসি। ধনীর ধনের ব্যূহ ভেদ করতে যেয়ে দরিদ্র যে আজ দরিদ্রের হন্তা হয়ে পড়েছে সম্প্রদায়ের ভারে এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে? এত শুধু ধনীর ধনের কারসাজী।— রাজনীতি সম্প্রদায়নীতি নয়? লোকে ডাকাতি করে, চুরিকরে, নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে রক্ষা করিতে, এই ভাবের সম্প্রদায় বোধ কি খুব উচ্চস্তরের? নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি সবাই চায়, কিন্তু সে যদি অপর সম্প্রদায়কে লুণ্ঠন হয় সে কি ভাল হবে? হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান এ এক একটি উপাধি মাত্র, সামাজিক পরিচ্ছদ, ও মানসিক পরিচ্ছেদের সামিল, এর ভারেই যদি মানুধ তার ব্যক্তিত্ব ও মনুষত্বকে ভুলে যায় সে অত্যন্ত দুঃখের। নিজের স্ত্রী পুত্রের ভারে মানুষ যদি সব কিছুই ভুলে যায়, এই ধরনের সম্প্রদায় বোধ খুব আনন্দের নয়। স্বাধীনতার মন্দির প্রাঙ্গনে আজ বাঙ্গলা বিহার ও পাঞ্জাবে যে সাম্প্রদায়িক অভিযান চলেছে এতটা রক্তপাত হয়তো একটা বিরাট যুদ্ধেও হতোনা। যুদ্ধ ও নীতি বহিভূত নয়,

অথচ এ যেন সর্ব্বহারা। একি অহিংসার পরিহাস নয়? এত সাধের অহিংসার এই পরিনাম দেখতে দুঃখ হয়। অহিংসার কংগ্রেস কুলদেবতা আজ তার মহত্ত্বের কাহিনী রচনায় ব্যস্ত, রোমের ইতিহাসে নিরোর বাঁশীর মত সে খ্যাতিলাভ করলেও তার সেই ঠাকুরদাদার উপকথা শুনবার সখ আর নাই। অহিংসা আক্রমন নয়, তবে তার প্রতিরোধ করবার ও শক্তি যদি নষ্ট হয় সে দুঃখের। বৃক্ষের মূল নষ্ট হলে বৃক্ষ যেমন বাঁচতে পারেনা, সে যত শক্তিশালীই হক না কেন, তেমনি ভারতীয় কংগ্রেসের মূলে ছিল বাঙ্গলা, আজ তার দোষে হক অদোষে হক তাকে লক্ষ্য করলেই এইটুকু মনে হতে থাকে। কংগ্রেসের নেতৃত্বের রঙ্গমঞ্চে আজ যে দেশপ্রেমের অভিনয় চলেছে সেখানে বাঙ্গালীকে দেওয়া হয়েছে মোসাহেবের পাঠ। এই ভূমিকা নিয়ে বাঙ্গালী যদি সন্তুষ্ট থাকে সে ভারতের দুর্ভাগ্য। কংগ্রেস যদি বাঙ্গালীকে এ ভাবে নিঃশেষ করে না আনতো সম্প্রদায়িকতা বাঙ্গলায় আজ এতটা ভীষণ হয়ে উঠতনা। বাঙ্গলাকে অবলম্বন করে বৃটিশ ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই মনে হয় বাঙ্গালীর বিদ্যা ও বুদ্ধি যাকেই অবলম্বন করুক সে শুধু ভারতে নয় জগতেও বড় হবে।

নিরীহ নিরপরাধি লোক, যারা রাজনীতির কোন ধারই ধারেনা তাদের হত্যা করে, এবং নিরীহ লোকদের গ্রেপতার করে, মানুষ যদি মনে করে সে সিদ্ধিলাভ করবে সে প্রকৃতই দুঃখের। আজকের এই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দের মূলে হিন্দু নাই মুসলমান নাই যদিও তারাই অভিনয় করে চলেছে আছে আমাদের দারিদ্রতা পরাধীনতা ও দুর্ভাগ্যের বৈদেশিক কুটনীতি। মিরজাফরের গদীতে বসে যারা রাজত্ব করে এবং রাজনীতি শেখে তারা কি খুব বড় হয়? মিরজাফরের সম্প্রদায় বোধ কি ভাল? যারা মিরজাফরের সৃষ্টি করে, এবং তাকেই অবলম্বন করে বড় হতে চায়, তাদের শিক্ষা দীক্ষা ও মনুষত্ব কি খুব আদর্শ জনক? নীচতার মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠতার পরিচয় আসেনা। বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দিয়ে যারা রাজ্য জয় করে, প্রভুত্ব

করতে শেখে, তারা দুর্ব্বল। দরিদ্র ও সর্ব্ব রাজনীতি এ পছন্দ করলেও এ যেন মনুষ্যনীতির বিরুদ্ধে, কোন সভ্য জাতি ও ব্যক্তি এর মোহে পড়তে চায় না।

ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারের মধ্য দিয়াই কি মোগল সাম্রাজ্যের পতন আসেনি? অত্যাচারী সে যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন বেশী দিন টেকেনা। রাজনীতি সমতাবোধ, সেখানে সম্প্রদায় নাই, পার্টি নাই, সেখানে আছে শুধু অস্বচ্ছ মনুষ্যত্ব এবং এই যদি আমরা হারিয়ে বসি সে তো হয় পশুনীতি। এই বিংশ শতাব্দীতে মধ্য যুগের ইতিহাসকেই যারা প্রিয় মনে করেন এবং বংশদণ্ডের পরিমাণেই যারা শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করতে চান, সয়তানিকে যাঁরা বুদ্ধিমত্তা বলে গ্রহণ করেন, তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব এতটা স্থূল যে সেখানে যুক্তিতর্কের অবতারণা চলে না। ধর্ম্মের মধ্যে যদি আত্মবোধ লুপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় বোধ বাড়ে সে দুঃখের। যখন ব্যবসা, বাণিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতা বিশ্বব্যাপি, সে হয়েছে আন্তর্জ্জাতিক প্রশ্ন ও সমস্যা, কারো ঘরোয়া ব্যাপার নয়, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, তখন কি এই বিকট সম্প্রদায়বাদ ভাল লাগে? এই বিশ্বস্বত্বাকে স্ব স্ব জাতীয়তার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে না পারলে জাতি হয়তো পিছিয়ে পড়বে। চক্ষু কর্ণের বিবাদের মতন এই যে সাম্প্রদায়িক বোধ এ প্রকৃতই দুঃখের। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রকৃত ক্ষতিকারক, জগতের ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেবে। শতশত বৎসরের ভারতীয় ইতিহাসে এই কি লক্ষ্য হয় না। দুঃখের বিষয় ইতিহাস বললে আজ হয়ে পড়েছে রাজনীতি। ভুলে যাই জীবনের অন্যান্য মূল্যবান বস্তুকে; ভুলে যাই সমাজ, শিক্ষা, দীক্ষা, অর্থনীতি ও নৈতিকতার ইতিহাসকে। ইতিহাস শুধু ব্যক্তি নয়, ষ্যষ্টিও বটে। শিক্ষানীতি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সেবানীতি এই বর্ণভেদের আদর্শ, এর পৃথকত্বকে নষ্ট করতে যাওয়া ভুল হবে যদিও খণ্ড অখণ্ডের সৃষ্টি করে।

——হিন্দুস্থান যদি আর্য্যস্থান হয় সাম্প্রদায়িক সমস্যা কি কমবে? মানুষ মানুষের পাশে বাস ক'রে যে পশুর চেয়েও হিংস্র হয়ে পড়ে একি দুঃখের নয়? অহিংসার পরিণাম আজ এতদূর এসে পড়েছে যে অন্যান্য দেশ স্বাধীনতার জন্য কামানের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়লেও আমরা লাঠি ও ছোরার ভয়ে ঘরে বসে জটলা করি। ভারতের বুকের পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের সৃষ্টি ক্ষতিকর হলেও সে যেমন দুঃখের মধ্য দিয়েও চলে এসেছে, পণ্ডিচেরী ও গোয়া আছে, পাকিস্থান যদি সেইরূপ একটা স্ফোটকের সৃষ্টি হত, অঙ্গহানি না হত, এতটা যন্ত্রণাদায়ক না হয়ে পড়ত, রাজনৈতিক নৈতিকতাকে সে যদি বিসর্জ্জন না দিত, জগতের দিকে চাইতে অস্বীকার না করত, স্বীয় স্বার্থের ভারে অন্ধ না হয়ে যেত, ভারত হয়তো তাকে নিয়ে এতটা বিব্রত হতোনা। যত বড় সামন্ত নৃপতিই হক না কেন সে ছিল ভারতরক্ষার ঐক্যতার সুরবিশেষ। শক্তি এখানেই আছে এবং সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার বড় দরে। ধর্ম্মের নামে রাজনীতি চর্চ্চা করতে যেয়ে জগত যে রক্তক্ষয় করেছে সে কি ভুলবার কথা?—বাঙ্গালার বর্ত্তমান পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করলে তাই দুঃখের মধ্য দিয়ে কেবলই মনে হতে থাকে দুঃখই দুঃখকে নষ্ট করে। বিষই বিষকে ক্ষয় করে। বাঙ্গলার অহং নেতৃত্ব গত দশ বছর ধরে তার—দুর্ভাগ্যকে অনেকটা জটিল করে তুলেছে; তার গদাধারী ভাব, তার অহমিকা, তার চপলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকৃতই দুঃখের। নেতা যদি ক্রেতা হয়ে পড়ে সে শুভ হয় না। ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতার উপর জোর দিতে যেয়ে আমরা যদি আমাদের হৃদয়ের ও কৃষ্টির অখণ্ডতাকে, তার বোধকে, দৃষ্টিকে হারিয়ে ফেলি, এবং ভারতের এক প্রান্তে যা ঘটবে অপর প্রান্তে তা ঢেউয়ের মতন ছড়িয়ে না পড়ে, সে শুধু ভাষার অখণ্ডতা প্রকৃত অখণ্ডতা নয়। অখণ্ডের ফতোয়ার মধ্যে যে কত দুর্ব্বলতা লুকিয়ে আছে তার ইয়ত্তা নাই। সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক ও বর্ণ ভেদের ক্ষীণ

দৃষ্টির মোহ তাই সর্ব্বদা লক্ষ্য হয়।

প্রখর রৌদ্রে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিলে ঘরটি যেমন অন্ধকার হয়ে ওঠে তেমনি মানুষের মনের প্রাণের দরজা যদি খোলা না থাকে সেখানে জ্ঞানের আলো ঢুকবে কি করে? অন্ধকার ঘরে প্রাণহীন বায়োস্কোপের সৃষ্টি চলে, থিয়েটার করা যায় না। অন্ধকার ঘরে আজ যে পাশ্চাত্যের জোনাকির জ্ঞান বীরত্ব চলেছে সে খুবই ক্ষুদ্র। মানুষের মনকে প্রাণকে হৃদয়কে ছোট করে জ্ঞান আসতে পারেনা? সভ্যতার মধ্যে ছিল বন্ধন, সততার বন্ধন, প্রীতির বন্ধন, পরস্পরের সদিচ্ছার একটা অভিব্যক্তি, আর আজ এসে পড়েছে উচ্ছৃঙ্খলতা। স্বাধীনতা সে কি আদর্শ ও নীতির বন্ধন নয়? সঙ্গীত যেমন সুরহারা নয় তেমনি স্বাধীনতার মধ্যেও অধীনতা আছে, তবে দাসত্ব নাই। বিবাহ ও মানুষের জীবনের একটি বন্ধন, পরিধানের বন্ধন, প্রেমের বন্ধন, প্রীতির বন্ধন। এই বন্ধনকে যারা এড়াতে যেয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার রূপে মুগ্ধ হন, তারা ভ্রান্ত।

কাগজখানি সামনে রেখে দিয়ে বিমল উঠে বসল এবং ভাবতে লাগল, যৌবনও আজ গৃহযুদ্ধের একটা অঙ্ক গ্রহণ করেছে। নারী ও পুরুষের ইন্দ্রিয়গত স্বার্থই এখানে প্রবল, নারী সম্প্রদায় পুরুষ সম্প্রদায় যদি আজ সাম্প্রদায়িকতার ভারে পরস্পরকে হত্যা করতে চায় সে কি দুঃখের হবেনা? নারী ও পুরুষের মধ্যে দৃশ্যতঃ হত্যাকাণ্ড না চললেও অদৃশ্য হত্যাকাণ্ডের ফলেই কি পুরুষের সংখ্যা জগতে কমে আসছে? নারী ও পুরুষ খণ্ড হলেও কি অখণ্ড নয়? পশুর যদি কোন ধর্ম্ম থাকে সেখানেও মানুষ তার ধর্ম্মের সাদৃশ্য খুঁজে পায়, আর মানুষের ধর্ম্মে, কৃষ্টিতে, মানুষের যে সাদৃশ্য নাই একি বিশ্বাস করবার মতন বস্তু? স্বার্থের বশে অভিনয় করতে যাওয়া এবং অভিনয়ের বশে অভিনয় করতে যাওয়ার একটা তারতম্য আছে। প্রেম যদি মানুষের দেওয়া নেওয়ার

কলহ হয় সে কি প্রেম? প্রেমকে যারা যৌবনের তীর্থরূপে গ্রহণ করেন এবং তার পবিত্রতায় ও স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হন, তারা ভুলে যান যে প্রেম একটা সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা নয়, সে জীবনের সীমাহীন অবস্থা, যার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই পৃথিবীর রূপ রস ও গন্ধ। সংসারকে যারা ভাল বাসেন না, সংসার যাদের জীবনে সুন্দর নয়, তারাই তার বন্ধনে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ও বন্ধনকে ভালবাসেন ও দুঃখ পান। সব মাটিতেই যেমন প্রতিমা রচনা হয় না. সব ক্ষেত্রেই সব শস্যের উৎপাদন হয় না, তেমনি নারী ক্ষেত্রেরো একটা তারতম্য আছে। হিন্দুর বর্ণ বিভাগ এই ক্ষেত্রকেই একটু মার্জ্জিত ও সংস্কৃত করতে চেয়েছেন। দেহকে দুভাগ করলে নাভি নিম্নদেশস্থ অঙ্গ পশুত্বে পরিণত হয়, মনুষ্যত্ব তার কিছুই থাকে না যদিও সে মানুষের অঙ্গ। বাঙ্গালীর মধ্যে মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন বলে সমস্ত বাঙ্গালীই যেমন মহান হয়ে ওঠেনি, তেমনি নিম্ন বর্ণের মধ্যে উচ্চ বর্ণের লক্ষণ দৃষ্ট হলেও সমস্ত বর্ণ বিভাগকে আক্রমণ করতে যাওয়া ভুল।

সত্য অসত্য নিত্য অনিত্যের মধ্য দিয়ে সংসারের যে একটা চিরন্তন স্রোত বহে চলেছে তার গতি রোধ করতে কেউ পারে না। বর্ত্তমান জগতের দৈহিক উদারতার মধ্যে দিয়ে আমরা যে অন্তরের একটা সংকীর্ণতার মধ্যে এসে পড়েছি এ দুঃখের। ধর্ম্মের ভেজাল তাই বেড়েছে অরাজকতা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সাধারণতঃ পুরুষের হৃদয়ের একটা স্বচ্ছতা আছে, সে ঝরণার ধারা, কিন্তু নারীর হৃদয় নদীর স্রোতের মত কদ্দমাক্ত। বাল্য-বিবাহের মধ্য দিয়ে ছেলে মেয়েকে অনেকটা গড়ে তোলা যায়, তারা বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু যৌবন-বিবাহের মধ্য দিয়ে তারা বড় না হতে হতেই মরণের ডাক এসে পড়ে। পিতা-মাতার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে।

৭৯

বধূ লীলার চোখে স্বামী সুন্দর হলেও মধুর নয়। তাকে যেন তার কেমন কেমন লাগে। স্বামীকে তার ভাল লাগলেও সে যেন মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করে। কোথায় যেন একটু অপূর্ণতা তার মনকে উত্যক্ত ও উতলা করে তোলে। বাস্তবের সঙ্গে তার কল্পনার সমাবেশ হতে চায়না। স্বামী সম্বন্ধে সে কত কথা শুনেছে, কত কাহিনী পড়েছে অথচ নিজের স্বামীর মধ্যে যেন কিছুই খুঁজে পায়না। সে যেন খোলা হাওয়া, ঝড়ো হাওয়া নয়। তরল হলেও সে যেন গম্ভীর, প্রেম যেন নীরবতায় ভরা বাচালতার বহুদূরে। শশক প্রলুব্ধ সিংহের মতন স্বীয় মূর্ত্তির পরে কূপের জলে সে ঝাঁপিয়ে না পড়লেও তার প্রাণ আছে। স্বামীকে সে যে পরিমাণে ভাল না বাসে তার চেয়ে শ্রদ্ধা করে বেশী। তার স্বামী সরীসৃপের মত এগিয়ে চলে, শৃগালের মত ছুটতে চায় না। হৃদয়ের কত রংএ সে চেয়েছিল স্বামীকে বরণ ও অভিষিক্ত করে তুলতে, তার প্রেরণা সে আজও হারায়নি। সে জানত স্বামী স্বতঃস্ফূর্ত্ত উদ্দাম তরঙ্গের মত ভেসে আসবে, তাকে দলিত মন্থিত করে গড়ে তুলবে, জ্বেলে তুলবে তার যৌবনের দীপিকা, যেখানে স্বামীকে পাবে হৃদয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ, মূর্ত্তিমান প্রিয়তমরূপে। ফুল কোনদিন মৌমাছির কাছে যায়না, মৌমাছিই ফুলের কাছে আসে, এই যে অভিমান এ ভেঙ্গে যায়, লীলা চেয়ে দেখে ফুলের গন্ধ সে তো মৌমাছির পিছনে ছুটে বেড়ায় তাকে টেনে আনে? তার হয়তো গন্ধ নাই, তাই তার স্বামী তাকে দেখলে খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়েনা। সে ব্যথা পায়, কিন্তু পর মূহুর্ত্তেই তার মনে পড়ে যে তার স্বামীর মধ্যে জাগরণ আছে, তবে কোমলতা খুবই বেশী। স্বামী তার দেবতা, তার প্রিয়ত্বের দেবতা, ব্যক্তিত্বের দেবতা নয়।

সৌদামিনীর চোখে এটুকু এড়ায় নি তাই তিনি একদিন হাস্যচ্ছলে লীলাকে জিজ্ঞাসা করলেন "কিরে বর পছন্দ হয়েছে তো" ?

'তুমি যাও' লীলা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠলে।

'একটু অপছন্দ হয়েছে কি বলিস। কিন্তু কি করবি বল আগেকার মাল সবটাই কি আজকাল পাওয়া যায়।"

"তুমি কি বড় মা" লীলা অভিমান জানালে।

সৌদামিনী তাকে কাছে টেনে নিতেই সে বলে উঠল "ছাড় বড় মা"।

"এখন আর বড মাকে ভাল লাগবে কেন বর হলেই সব পর"।

"বা আমি বুঝি তাই বলেছি"।

সৌদামিনী হস্তে লীলার অধর স্পর্শ করে বললেন "তবে বল কেমন হয়েছে"।

"খুবই খারাপ" লীলা হেসে উঠলে।

"ও দুষ্টু মেয়ে, এই তোমার সত্যি কথা বলা। কি খারাপ ব্যবহার তোব সঙ্গে করেছে"।

"কি বলব তবে ? ভাল হলেও ভাল, মন্দ হলেও ভাল" ?

সৌদামিনীর মুখখানি একটুখানি যেন বিষণ্ণতায় ভরে গেল। লীলা তা লক্ষ্য করলে এবং হাস্য কণ্ঠে পুনরায় বলে উঠল "এই তো তোমার দোষ বড মা, তোমায় কিছুই বললে তা সহ্য করতে পারোনা। অথচ দাদু বলতেন যে সহনশীলতাই হল সংসারীর জীবনেব প্রথমগুণ"।

"বিমুকে আজ আসতে বলেছিস তো' ?

"মা খবর দিয়েছেন, এখন আসে কিনা তাই দেখ"।

"ঐ ওর দোষ"। তবে আজ না এসে পারেনা, একটা পার্ব্বনে" :

"তুমি কিন্তু কিছু বলোনা বড মা" ?

"কেন বলবনা। তুই আমার ছেলেকে খারাপ বললি কেন" ?

"দোহাই তোমার বড় মা। লীলা হস্ত বাড়িয়ে সৌদামিনীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে "আমি কিন্তু তা হলে রাগ করব বড় মা"।

"তোর রাগে কি আমি ভয় পাই" ?

লীলা কাচুমাচু করতে করতে বললে "ঐ সব বললে আমায় যদি বকে" ?

"তার আমি কি কবব"।

"না বড় মা, তুমি বল বলবেনা"।

"অত ভয় কিসেব তোর"।

"না রাগ করবে"।

"সে আমি বুঝব। সে ছেলে ও নয়" ? সৌদামিনী পুনরায় বলিয়া উঠিলেন "সত্যিই তোর মনে লাগেনি" ?

"না গো না" লীলা উত্তর দিলে।

"তবে ও সব ছাইপাস বললি কেন"।

"তুমি রাগ করবে বলে। তুমি রাগ করলে আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে বড় মা"।

"দুষ্টু মেয়ে! তা হলে তোর পছন্দ হয়েছে"। সৌদামিনী হাসিতে লাগিলেন।

'হয়েছে গো হয়েছে এখন ছাড়" লীলা নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে। সৌদামিনী হাসতে হাসতে বললেন 'পাগলি কোথাকার"।

৮০

বিমল নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে ঘরের কোনে চুপ করে বসেছিল। বধূ লীলা গা ধুয়ে ঘরে ঢুকতেই স্বামীকে দেখে ঘর থেকে একখানা কাপড় টেনে নিয়ে পাশের ঘরে যেয়ে ফিরে এসে বলে উঠলে "সব ঘরেই লোক কাপড়টা ছাড়ি কোথায়" ?

বিমল চোখ তুলে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললে "তা তোমার জন্য কি আমার ঘর ছাড়তে হবে। বলতো বাড়ী চলে যাই" ?

"সে তো যাবেই বিয়ে তো তুমি করোনি করেছে আর একজন" লীলার ভাষায় অভিমান ছিল।

"বিয়ে করেছেন সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ং ভগবান আমি নিমিত্ত মাত্র"।

লীলা স্বামীর কথায় হেসে ফেললে, এবং সেই হাসির মধ্যেই বলে উঠলে "চোখটা একটু ওধারে ফিরাওনা ছাই কাপড়টা বদলে নি ? ঝিটাকে বলেছিলাম কাপড়টা বাথরুমে দিয়ে আসতে খেয়াল করেনি এত ভুলো মন"।

"আমি পারবনা" বিমল স্ত্রীর দিকে চেয়ে হাসলে।

"তা পারবে কেন" লীলা এগিয়ে এসে স্বামীর মাথাটাকে দুহাতে ধরে ঘুরিয়ে দিয়ে বললে "এদিকে একটু চেয়ে থাক আমি চট করে কাপড়টা ছেড়ে নিচ্ছি"।

লীলা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে চেয়ে দেখলে স্বামী তার দিকেই চেয়ে আছে।

লজ্জায় আনন্দে সে বলে উঠল "কি দেখছ ছাই লজ্জাও করে

'দেখছি তুমি কত সুন্দর'' ?

"ছাই সুন্দর! নেংটা হলে বুঝি মানুষ সুন্দর হয়। আঁচলটা গায়ের পর দিয়ে টেনে নিয়ে ভিজে কাপড়টা হাতে করে তুলে বাহিরে এনে মেলে দিয়ে সে ঘরে এসে দাঁড়াতেই বিমল জিজ্ঞাসা করলে "কোথায় যাবে'' ?

"কালীঘাটে''।

'তা ঐ উলঙ্গিনী মূর্ত্তিই তো ভাল ছিল''।

''যাও, ঠাকুর দেবতা নিয়ে যা তা বলতে হবে না''।

স্ত্রীর সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি রেখে বিমল বলে উঠল 'সেজে গুজে মানুষকে ভোলান যায় দেবতাকে ভোলান যায় না।''

"কে ভোলাতে চাইছে'' ? লীলা উত্তর দিলে।

'তুমি''।

'তুমিও যেমন''।

"তবে এত সাজগোজ কেন'' ?

'ভূত সেজে বেরোতে হবে বুঝি'' ?

"তাই তো হয়ে পড়েছ'' ?

"কেন দেখতে কি খারাপ হয়েছে'' প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজেকে একটু লক্ষ্য করে লীলা জিজ্ঞাসা করলে।

"এত বেশী মানিয়েছে যে ভয় হয় লোকে হাঃ করে চেয়ে না থাকে'' ?

'কি যে বল'' ?

"সত্যি কথাই বলছি''।

"এই তোমার সত্যি কথা'' ?

'তবে সাজছ কেন' ? রাস্তার লোক চেয়ে দেখবে তুমি একজন অপরূপ সুন্দরী ? মন্দিরে দেবস্থানে যেয়েও তোমরা চাও রূপ জাহির করতে, লোকের মনকে কলুষিত করে তীর্থস্থানকে যৌন পীঠে পরিণত করতে।''

"তোমরা একটুও না"। লীলা সমস্ত কাপড় জামা খুলে ফেলে সাধারণ ধরণের একখানা লাল শাড়ী পরে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে 'কেমন হয়েছে"।

'বেশ হয়েছে। এখন তুমি প্রকৃতই পূজারী অভিসারিকা নও"।

লীলা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে "ঠাকুরকে কি বলব বল"?

'তোমার যা খুসী"

"কি বলব বলোনা"? স্ত্রী আবদার করলে।

"কলকাতার বাড়ী লিফ্‌ট থাকবে, শতপুত্র আর সহস্রবান্ধব"?

"অতসত বলতে পারবনা"।

"তবে এক কাজ কর শুধু মা বলেই প্রণাম করে এস। ওর মধ্যে সব কিছুই খুঁজে পাবে"। বিমল পুনরায় বলে উঠলে "চাইতে হয় কার কাছে যে অবোধ কাণ্ডজ্ঞানহীন বুদ্ধি বিবেচনা নাই তাব কাছে, ভগবানের মত বিবেচক ব্যক্তির কাছে কি চাইতে আছে"?

'তুমি চলোনা"।

'আমায় নিয়ে টানাটানি কেন! গেলে তোমার অসুবিধাই হবে।"

'কি যে ছাই বল তার মাথা মুণ্ড নেই, মন্দিরে যেন আমায় দেখবার জন্য লোক হ্যাঃ করে বসে আছে।"

"হাঃ করে বসে আছে কি না জানিনা, কিন্তু যখন যেয়ে পড়বে তখন দেখতে পাবে দৃষ্টিবানের অন্ত নাই। শত চক্ষুর লেলিহান দৃষ্টি তোমার দেহের আবরণটুকু ছিনে বেরিয়ে আসতে চায়। সাধে কি মা উলঙ্গিনী"?

"তুমি আমার সঙ্গে এমন কেন কর বলতো। যাও আমি যাব না" লীলা অভিমান ভরে সরে দাঁড়াল।

"এই দেখ পাগলীর কাণ্ড। বিমল উঠে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলে। স্বামীর অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে লীলা কোন কথাই কইতে পারলে না।

বিমল বলিয়া উঠিল, "তোমায় কত দুঃখের মধ্যে দিয়ে যে পেয়েছি তাই ভয় হয় পাছে হারিয়ে না ফেলি। মানুষ চায় শান্তি তা আমি পেয়েছি কিন্তু এটুকুও জানি যে অশান্তি পাসেই লুকিয়ে আছে শুধু সুযোগ খুঁজছে।'

স্বামী হস্তের স্পর্শ বুকের পরে জড়িয়ে পড়তেই লীলা ঝাকা মেরে উঠল 'ছাড়'। বিমল ছেড়ে দিল এবং স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললে 'মন্দিরে দেবতা আছেন সত্য, তবে সেখানে পূজা হয় না যেহেতু পূজারী নাই। পূজারী আজ মন্ত্র ব্যাভিচারী। যাত্রীর দল আজ প্রাত্রীর দল। আমাদের কামনার আগুনে দেবতা পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন'। সৌদামিনীকে ঘরে ঢুকতে দেখে লীলা মাথার কাপড় টেনে দিলে। তিনি লীলাকে সম্বোধন করে বললেন "গুছিয়ে নে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে"।

বিমল উঠে এসে পায়ের ধুলো নিতেই সৌদামিনী দীর্ঘজীবি হও বলে আশীর্ব্বাদ করে জিজ্ঞাসা করলেন "ভাল আছ বাবা"।

"আজ্ঞে"।

'তোমার মা বাবা"।

"ভাল আছেন।"।

"সৌদামিনী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন

বিমলকে লক্ষ্য করে লীলা পুনরায় বলে উঠল "আচ্ছা মা কালী নেংটা কেন"?

"যেহেতু তিনি গরীব"।

"বলনা ছাই"।

"ছেলে যদি মাকে সর্ব্বস্ব হতে বঞ্চিত করে মা কি করবে বল";

"বেশ না বললে"। লীলা চক্ষু ফিরিয়ে নিলে।—

'হিংসা ও ক্রোধের মূর্ত্তি হল কালো, তাই মা কালো, এখানেও যদি তিনি শীবতুল্য স্বামীর সন্ধান পান যে ভালবাসা তাকে বুক পেতে দেয়, মা হয়ে পড়েন লজ্জিত, এবং এই ভালবাসাই তার উলঙ্গ রূপ, সেখানে

লম্পটের প্রবেশ নিষেধ, তাই মা খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন মুণ্ডমালা-ধারী" ?

সাজগোজ ঠিক করে চুলটা আঁচড়ে নিয়ে লীলা বেরিয়ে গেল এবং ঘরে ফিরে এসে স্বামীকে বললে "চল মা ডাকছেন"।

"আমাকেও টানবে দেখছি" ?

বিমল স্ত্রীর পেছন পেছন চললে।

৮১

দিন চলে যায় কোন বাধাই সে মানতে চায় না। যেমন আসে তেমনি যায়। এই আসা যাওয়ার পথ বেয়ে আমরাও চলেছি চিরন্তন নিয়মিতভাবে সুখে দুঃখে বিপদে আপদে তার কোন ব্যতিক্রম নাই। লীলাও দেখে সে চলছে, তার মনের বাঁধনগুলি ক্রমে ক্রমে খুলতে খুলতে এমন জায়গায় এসে পড়েছে যে সে আর দেখতে পায় না তার মন আজ কত উলঙ্গ, শিশুর মত উলঙ্গতায় ভরা।

ভবতারিণীকে লীলার খুব আপনার লাগে। তার সুখ দুঃখের প্রশ্ন সবসময়ই তাকে ব্যাকুল করে তোলে। বাপের বাড়িতে সে কখন যেত কখন আসত এ সম্বন্ধে তিনি খুবই সজাগ। অনেক সময় এতটা তার বিরক্তি বোধ হয়। স্বামীর কথা উঠলে লীলা প্রায়ই শোনে শাশুড়ী বলছেন ও একটা পাগল বৌমা, এটুকু তার খুব ভাল লাগে। এ পাগল-তার মধ্যে সে পায় আনন্দ। যে ভাসছে সে সহজেই বদলে যায় কিন্তু যার মূল আছে সে সহজে বদলায় না। স্বামীকে সে পেয়েছে ভালবেসেছে

কিন্তু এ যেন প্রদীপের আলোর মত তার বুকের মাঝে টিপ টিপ করে জ্বলতে চায় ইলেকট্রিকের বাতির মত জ্বলে ওঠে না সে উদ্দিপনা নাই।

প্রেমের প্রভাব তার মনের পরে ছড়িয়ে পড়লেও তার প্রতাপ লক্ষ্য হয় না। যৌবন মন্দিরে তার প্রেম প্রতিমার মত, স্বামীর প্রেম পূজারীর বেশে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা চায়। রূপ রসের অভিব্যক্তি। দৃশতঃ রূপকে আমরা ভালবাসলেও রসের বশীভূত। মানুষের দীন স্বার্থের জন্য পশুকে যেমন পূজার মন্দিরে বলি দেওয়া হয়, এই ধরণের যৌবন নিয়ে মানুষ দুঃখই পায়, মাথা তুলতে পারে না।

—বিমল দেখে এই সংসার সুখ-দুঃখের বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়েও কত সুন্দর। দ্বন্দ্ব কলহের মধ্য দিয়েও কত মধুর। মান অভিমানের মধ্য দিয়েও কত মহান্। পবিত্রতা ও অপবিত্রতার মধ্য দিয়েও কত বিশাল। এর শেষ আছে অথচ অশেষ। এর ইতি আছে কিন্তু গতি বন্ধ হতে চায় না। যুবতির যৌবন পঙ্কে কাটা আছে কিন্তু সে তো পদ্মের বন। নারীর কত রহস্য অথচ তা প্রকাশ হতে দেরি লাগে না। সে ভেবেছিল জীবন যত এগিয়ে যাবে সংসার আসবে ম্লান হয়ে, প্রাণহীন হয়ে, তার সবুজতার সজীবতার লোপ পাবে, কিন্তু তা হয় না। কত ভালবাসা নারীর। যৌবনের প্রেমতীর্থে নারীরূপ সুধা কে না পান করে? এই ভালবাসার বন্ধন সময়ে সময়ে বিমলকে বিষন্ন করে তোলে, তাকে এড়াতে যেয়ে সে নিজেকে চরিত্রহীন ও লম্পট করে তুলতে গিয়েছে, অথচ লীলার অগাধ ভালবাসার মধ্যে তা ডুবে যায়। কত অপরিচিত সুন্দরীর উদ্দেশ্যে প্রেম পত্র লিখে যেন পোষ্ট করতে ভুলে গেছে এই ভাবে টেবিলের পরে রেখে সে চলে গিয়েছে, যে লীলা তাকে সন্দেহ করবে, তার ভালবাসার বাঁধন আসবে শিথিল হয়ে, অথচ সে লীলার হাস্যমুখে গৃহে ফিরলেই শুনেছে তুমি কি আজকাল নাটক নভেল লিখছ যে এত চিঠি লেখবার ঘটা আমি যেন কিছুই বুঝি না। বিমলকে মাথা নত করতে দেখলে

সে পুনরায় বলে উঠে আচ্ছা তোমার আমি কি করেছি বলতো, যে আমায় এতটা সাজা দিতে চাও। ফের যদি কোন চিঠি পত্র দেখতে পাই বাবাকে মাকে বলে দেব. ও সব ছাই পড়তে দেব, তখন বেশ হবে। যেমন দুষ্টুমি তেমনি হবে। বিমল এর পরে আর এগোতে সাহস করেনি। সে একদিন গায়ের জামা কাপড়ে কিছু মদ ঢেলে ঘরে এসে লীলার সামনে মাতলামি সুরু করতেই লীলা হাস্যচ্ছলে বলে উঠল "মাকে ডাকব নাকি"। বিমল হাত জোড করে বললে "দোহাই মাপ কর"। 'আর করবে না বল'। লীলা জিজ্ঞাসা করলে?

সংসারকে যারা ভৃত্য মনে করে তারা যেমন ভুল করে, তেমনি সংসারকে যারা প্রভু মনে করে তারাও তেমনি ভুল করে। সংসার বন্ধু। সে আমাদের সুখে দুঃখে বিপদে আপদে বন্ধুর মত জড়িয়ে আছে। সংসার পুরুষের নয় নারীর নয় সে উভয়ের। শরীরের রোগের মতন সংসারের অনেক ক্ষেত্রে দুঃখ ফুটে উঠলেও তার মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

৮২

মা। নিমন্ত্রন বাটীতে লীলাকে দেখে এসে বিনয়কে কহিলে 'ওগো শুনেছ তোমার বাবা যে কলকাতায় ডাক্তারী করে বেশ কিছুই করছেন। তোমার ভাইয়ের বৌকে দেখে এলাম, মন্দ না, কিন্তু একটা কথা বলতে নাই। ডাক্তার রামতারণ বাড়ুর্য্যে যে তাহারই হতভাগ্য পিতা বিনয় এ জানত। ঐ ভয়ে লীলা ফার্মেসীর রাস্তায় সে যাতায়াত বন্ধ করে

দিয়েছিল। মায়া পুনরায় স্বামীকে সম্বোধন করে বললে "তুমি যেয়ে একদিন দেখা করলে পার। ঔষধপত্রের টাকাগুলো তো বাঁচে"।

"এ কৃপণতা আজ আর সাজে না তোমার"।

"বেশ লোক। বাপ ডাক্তার থাকতে অপরকে যাব পয়সা দিতে। টাকা এতই সস্তা"।

"ভুল একবার করাই ভাল বারবার নয়"।

শ্বশুর যে আজ বড়লোক এবং ঢেঁপো বিমল ছোড়াটাই তার উত্তরাধিকারী এ মায়াকে খুবই ব্যথিত করে তুললে। সে গম্ভীরভাবে স্বামীকে বলে উঠলে "দোকানে বুঝি তোমার অংশ নাই, তোমার অংশ তুমি ছাড়বে কেন ?

"দোকান বিমলের স্ত্রীর নামে"।

"তোমায় ফাঁকি দেবার কি মতলবটাই না করেছে। এত যে ছোট লোক এ ধারণা ছিল না"।

"বিমলের শ্বশুরবাড়ী থেকে দোকানের টাকা দিয়েছে" বিনয় উত্তর দিলে।

"তুমিও যেমন ঐ ছাইপাশ বিশ্বাস কর। তোমায় ঠকাবার মতলব। বাবাকে একখানা চিঠি লিখে দেখ না সব মতলবগুলি ভেঙ্গে যাবে"।

"এর মধ্যে মামলা মোকদ্দমার কিছুই নাই। তোমার পিতা আইনজ্ঞ হতে পারেন, কিন্তু তিনি তো আইন ছাড়া নন"।

"আমি চিরকালই বলে এসেছি শ্বশুরের হাতে টাকা আছে তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাওনি। তুমি না লেখ আমিই লিখে দেখব, ও সব বেনামী প্রমাণ হতে একটু দেরী হবে না ? অমন মেয়ে এক গাদ টাকা দিয়ে কেউ একটা বাঁদরের গলায় ঝুলিয়ে দেয়। তোমার যেমন কথা। বাঙ্গলা দেশে আর ছেলে নাই।"

"যারা দিয়েছে তাদের যেয়ে বলে এলেই পারতে"।

মায়া একটু নিস্তব্ধ হয়ে পুনরায় বলিয়া উঠিল "আমার বিশ্বাস পরমেশ বাবু মারা যাওয়ার পর সৌদামিনী দেবীর স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না। ছেলেটাতো এক নম্বরের ফক্কড়। নইলে অতগুলো টাকা দিয়ে কেউ অমন ছেলেকে মেয়ে দেয়। ওটা তো ওদের বাড়িতে আগের থেকেই যাতায়াত করত নীলি সবই জানে"?

"যা মুখে আসে তাই বলতে যেও না শেষে একটা মুস্কিলে পড়বে।"

"মেয়েটার মুখে একটা হাসি দেখলাম না। বিমলের স্বভাব চরিত্রও নাকি আজকাল খুব খারাপ হয়েছে শুনলাম। টাকার গরম যাবে কোথায়? কোথায় একটা বাগানবাড়ী করেছে সেখানে প্রায়ই আড্ডা চলে, বললে বলে লেবরেটরী অর্থাৎ প্রেমের লেবরেটরী"।

"নিমন্ত্রণ বাড়িতে কেউ কি হাসতে কাঁদতে আসে। আসে লৌকিকতা বজায় রাখতে"।

"নেহাৎ পরের মেয়ে ও কি জানে তাই কিছু বলতে পারিনি। নইলে শুনিয়ে দিতাম"।

"লোকই তোমার যা হয়েছে এর পরে আর কিছু বাড়াতে যেও না"।

"কেন বলবেনা। তুমিও তো ছেলে তোমায় সর্বস্ব ফাঁকি দেবে"।

"সর্বস্ব ফাঁকি দেয়নি। মিথ্যা কথা বলোনা" বিনয় বলে উঠল। গ্রামের ভিটে আজও তোমার জন্য পড়ে আছে। বিমলের অংশ সে গ্রামের এক মাষ্টারকে থাকতে দিয়েছে। তোমার অংশে পড়েছে চাবি তালা। শুনেছি বাবা চাবিটা মাধব বাবুর হাতে দিয়ে বলেছিলেন 'বিনয় ও তার বৌ যদি কোন দিন গ্রামে ফিরে আসে তাদের যেন থাকবার কষ্ট না হয় বিছানা পত্র সবই রহিল"।

"গ্রামের ভাগ কে চাইতে গিয়েছিল তার কাছে?"

"যে টুকু তোমার প্রাপ্য সেটুকু হতে আজও তোমায় তারা বঞ্চিত করেন নি"।

"উপায় নেই তাই"।

"যা ইচ্ছা তুমি মনে করতে পার"।

"আমরা তাদের শত্রু হতে পারি, কিন্তু ঐ শিশুটীকেও বঞ্চিত করা তাদের কি উচিত হয়েছে" মায়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে?

"বঞ্চিত তারা কাউকেই করেন নি, বঞ্চিত আমরা নিজেরাই হয়েছি"।

বিনয় বলিতে লাগিল,—একদিন বাজার হতে ফিরবার পথে পার্কের পাশ দিয়ে আসবার সময় দেখলাম ঝিয়ের সঙ্গে খোকা; তাকে অন্য একটী মেয়ে ছেলে কোলে নিচ্ছে, চেয়ে দেখলাম সে মা। সেদিন সেই দরিদ্র ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে অহঙ্কারে বুক ভরে গিয়েছিল, আজ পাই দুঃখ। সেদিন মনে হয়েছিল এই সূত্র ধরে মা ধীরে ধীরে বাটিতে এসে হাজির হবেন, প্রেম হবে ছলনা, ভিক্ষার অজুহাত, আর আজ মনে হয় সে ছিল ভালবাসা, রক্তের পিপাসা। এ সব অদৃষ্টের প্রতারণা এ নিয়ে আর চর্চ্চা করো না"।

"তোমাকে যদি ভালই বাসবে তবে এতদিন একটা খবর না নিয়ে পারে"?

খোকার ক্রন্দন ধ্বনিতে মায়া উঠে পড়ল এবং ঘরের মধ্য ঢুকে খোকাকে কোলে করে নিয়ে বেরিয়ে এল।

মায়া একদিন শশুরকে কল দিবার জন্য চাকরকে পাঠিয়ে দিল। রামতারণ বাবু নাম ঠিকানা লিখে একটু ইতস্ততঃ করতে করতে বিমলকে ডেকে পাঠালেন। বিমল এসে দাঁড়াতেই তিনি বলে উঠলেন "তোর দাদার ওখান হতে একটা কল এসেছে। হয়তো ভুল করেছে। আর আমাদের যাওয়াটা ভাল দেখায় না। চাকরটা তো বলছে বাবু কিছু বলেনি তোর বৌদিই পাঠিয়ে দিয়েছে। শেষে একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে, তার চেয়ে তুই এক কাজ কর স্যান্যাল মহাশয়কে বলে দেখ না, ফি আমরাই দেব"।

বিমল সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসতেই রামতারণ

বাবু চাকরকে ডাক্তার বাবু যাবেন বলে বিদায় করে দিলেন।

৮৩

বিমল একদিন দোকানে ঢুকতেই দেখলে সদাময় বাবু। সে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলে "কেমন আছেন" ?

"চলে যাচ্ছে। তুমি এখানে? চাকরি বাকরি করছ নাকি? লেখাপড়া শিখে শেষকালে এই দোকানদারী।" সদাময় হাসলে।

"কি করব বলুন" বিমল উত্তর দিলে।

"বিয়ে থা করেছ" ?

"আজ্ঞে" ?

"শুনেছিলাম বিয়ে করবে না, শেষে মতটা বদলে দিলে। না দিলে চলেই বা কি করে কি বল?"

"আজ্ঞে"।

"আগে তো কখন দেখিনি। বেশীদিন হয় নি বোধ হয়।"

"আজ্ঞে"।

রামতারণ বাবু ভিতর থেকে দোকানের মধ্যে এসে বিমলকে বললেন "খোকা আজ ফিরতে দেরি হতে পারে রোগি পত্তর এলে বসিয়ে রাখিস"। রামতারণ বাবু ভিতরে যেতেই সদাময় জিজ্ঞাসা করলেন "ডাক্তার বাবু আপনার কেউ হন নাকি" ?

"আজ্ঞে"।

'বেশলোক। এতদিন বলতে নাই। তবে কি বাপের কাছেই

চাকুরি করছেন ?”

“আজ্ঞে”।

“আজকাল বুঝি আর ওদিকে যান না বড়”।

“আজ্ঞে”।

“একদিন যাবেন তো” ?

“আজ্ঞে”।

“আপনার পিতা এর মধ্যেই বেশ টাকা করে ফেলেছেন অথচ ওদের ওখানে কি ভাবে না থাকতেন। আপনাদের দুচারটা ঔষধও বাজারে বেশ চলছে”।

“আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি”।

রামতারণ বাবু সদাময়কে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। গাড়ির মধ্যে সদাময় জিজ্ঞাসা করলে “বিমলবাবু আপনার ছেলে”?

“আজ্ঞে আমার ছোট ছেলে”।

“কাজ কর্ম্ম বোঝে কেমন”।

“শিখছে। শিখবার চেষ্টা আছে। পরিশ্রম করতে পারে”।

“আপনার বড ছেলে কি করেন”।

“চাকরি বাকরি করে”।

বিমল বাবু আমাদের বিশিষ্ট পরিচিত লোক সদাময় সমস্ত বিবরণ বিবৃত করে বললে “ছেলেটাও বেশ”।

“আপনাদের দশজনের আশীর্ব্বাদে বেচে থাকে তবেই তো” ?

বিমলের সংবাদ পেতে মৃণালদের বাটীর কাহারো এতটুকু দেরী হয় নাই। সময়ের ইস্তাহারের মত সে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সংবাদে সবাই সুখী হলেও দীপালী খুব সুখী হইতে পারেনি। তার মন ঈর্ষায় ও দ্বেষে ভরে ওঠে। বিমল সেই বিয়ে করল অথচ তাকে করলে না এতে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

মৃণাল একদিন বৈকালে এসে বিমলকে ঢপ করে প্রণাম করে বসল। বিমল তাকে কাছে বসিয়ে জল খাবার এনে দিলে এবং কে কেমন আছেন জেনে নিলে। সুবোধও একদিন অফিস ফেরত কয়েকটা ঔষধ কিনতে এসে বিমলের সঙ্গে দেখা করে গেল। সে আজকাল শশুর বাড়ী থাকে। মৃণাল একদিন বিমলদের বাটী থেকেও ঘুরে এল। দীপালি তাকে তন্ন তন্ন করে লীলার সম্বন্ধে সব কিছুই জিজ্ঞাসা করলো। মৃণাল হ'সে আর উত্তর দেয় "খুব ভাল"। অন্য একদিন মৃণাল এসে বিমলকে তাদের বাটিতে ডেকে আনলে। বিমল সকলের সঙ্গে দেখা করে দীপালীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে "কেমন আছ তুমি দেখছি আমায় ভুলেই গেছ"।

"কার ভুলো মন সে আর বলতে হবে না। বলি বিয়ে করলে একটা খবরও দিতে নাই, আমরা না হয় চাল ডাল বাটীর থেকেই বেঁধে নিয়ে যেতাম? বড় লোকের বাড়ী গরীবের কি প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছ?"

"তুমি যা খুসী মনে করতে পার। তবে সত্যি কথা বিয়ের ব্যাপারে আমার নিজের তরপ থেকে কাউকে কিছু বলিনি'।

"তা বৌ দেখাবে না"।

"একদিন যেও"।

দীপালী পরদিন মৃণালকে সঙ্গে করে বিমলদের বাটি থেকে ঘুরে এলো। সে দেখলে লীলাও সুন্দরী।

দীপালীর মেজাজটা আজকাল খুবই রুক্ষ ও খিটখিটে হয়ে পড়েছে মুখের প্রসন্নতা তার লক্ষ্যই হয় না। সে সর্ব্বদাই কাজে অকাজে চটে ওঠে।

দীপালী সময় ও সুযোগ পেলেই বিমলদের বাটিতে বেড়াতে যায় ছোটখাট সংসারটিকে তার খুবই ভাল লাগে। ক্ষুধার দৌরাত্ম্য, রোগের অত্যাচার, শোকের অবিচার, ভোগের ব্যভিচার, কি কামনার প্রখরতা, সে

কিছুই এখানে দেখতে পায় না, এ যেন মথুরার যমুনার মত শান্তশীলা, পাহাড়ের প্রস্রবিণী নয়। জীবন এখানে সাম্যতার রূপ দিয়ে ঘেরা, সামঞ্জস্যে পরিবেষ্টিত, অসাম্যতার সে কিছুই খুজে পায় না।

একদিন বিমলকে নিজের ঘরের একটু নির্জ্জনতায় পেয়ে দীপালী কথায় কথায় বলে উঠল "বিমলদা তোমার বৌ যেন কেমন কেমন, ও বাটির প্রগতি ছোড়াটার সঙ্গে দেখলাম খুবই ভাব। বৌ মানুষের অত বাড়াবাড়ি কি ভাল। তোমার মা তো মাটীর মানুষ। হুরছাই রূপ থাক্‌লেই তার কলঙ্ক থাকবে।"

"বড়লোকের মেয়ে বেশি খাটতে তো পারে না তাই একে ওকে দিয়ে সময় কাটায়" বিমল উত্তর করলে।

"যা বলেছ। ওসব ছাইপাস বড়লোকের ছেলে মেয়েব গা সওয়া ব্যাপার। নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। নুতন কিছু নয়। দ্রৌপদী রাজার মেয়ে তাই বলেই তো পাঁচ পাঁচটী স্বামীর তাল সামলাতে পেরেছিল। আমরা হলে তো মরেই যেতাম। গরীবের ঘরে ঐ সব হলে কি আর রক্ষা আছে। স্বামী একটী না হলে নয় তাই রাখে, কিন্তু অসংখ্য স্বামীর খোজে ঘুরে বেড়ায়"।

"দীপালীর এ ধারের কথাগুলো বিমলকে যেন বেশ একটু ভাবিয়ে তুললে। তার মনের প্রাঙ্গনে তার প্রত্যেক কথাটীর গভীব তোলপাড হতে লাগল। লীলার এ দিকটা সে কোন দিনও লক্ষ্য করতে চায় নি সে পারে না। নিজের চরিত্রের মর্য্যদায় সে এত ব্যস্ত থাকত যে অপরের দিকে সে চাইত না। "পঞ্চ ধাতুর দেহে সর্ব্বদাই যে পঞ্চ স্বামীত্ব বর্ত্তমান। এ ফেলবে কি করে" বিমল উত্তর দিতে গিয়ে থামলে।

দীপালী বিমলের ভাব লক্ষ্য করলে এবং বলে উঠল" আজকালের মেয়েছেলে যা হয়েছে, যেন শুকানো কাঠের সামিল হাওয়ায় জ্বলে উঠে। স্বামীর দিকে চেয়েও দেখে না"।

দীপালী থামতেই বিমল "উঠি" বলেই বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদিন কেটে গেছে। দীপালী অন্য একদিন কথায় কথায় বিমলকে বলে উঠল "আজকালকের বৌ ঝি যা হয়েছে একেবারে যা ইচ্ছা তাই। সময় ও সুযোগ পেলেই কথা নেই। এমন সংসারটাকে একেবারে জ্বালিয়ে দিলে। আবে মর বিয়ে হয়েছে এখন একটু বুঝে সুজে চল তা না যা তাই। গুয়ের এ পিট ওপিঠ। ঘরে ঘরে সবাই তো সতী সেজে আছেন. কিন্তু ওর মধ্যে অসতীর সংখ্যা কি কম আছে বলতে চাও। মা বাপের দোষ না থাকলে ছেলে মেয়ে বদ হয়? সামনে একটা স্বামী খাড়া করতে পারলে এরা যেন আরও বিগড়ে যায়। চোরাই মালের কোন পাত্তাই থাকবে না। বিয়ে করলে তুমি, শেষে এমন ঘরে বিয়ে করলে, যার বাপ পিপে পিপে মদ খেয়ে মল, যার মামার চিড়িয়াখানার মত মেয়ে মানুষ পোষবার একটা ভীষণ সখ আছে"।

বিমল ভারকণ্ঠে বললে 'অদৃষ্ট'।

"বলি অদৃষ্ট টাতো মানুষিরি সৃষ্ট" দীপালি উত্তর দিলে।

বিমলকে কোন কথা বলতে না দেখে দীপালী পুনরায় বলে উঠল। "ওরকম করে একেবারে চোখ বুঝে থেকনা একটু বৌয়ের পরে নজর রেখ; তোমার মত স্বামী পেয়ে ও মাগীর কাণ্ড দেখ না।"

৮৪

দীপালী একদিন বিমলদের বাড়ীতে বেড়াতে এসে কাউকে দেখতে না পেয়ে উপরে বাহিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। সে হঠাৎ বিমলকে

বাড়িতে ঢুকতে দেখে নিজের মনেই নিজে বলে উঠল "তুমি কি হয়েছ বলত বৌ। ঐ চ্যাংড়া ছোকড়াটাকে যে কি চোখে দেখেছ তা তুমিই জান। বলি মা মরা সংসারে আর কি কেউ নেই। ওকে দেখলে তোমার গায়ের কাপড় থাকবে না। বলি পোদের কাপড় না খুলে কি কাউকে ভালবাসা যায় না। ছিঃ"।

বিমল সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে কথা কানে যেতেই দাঁড়িয়ে পড়লে, এবং শেষ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অধীর হয়ে বাটির বাহির হয়ে পড়ল।

লীলা নীচে থেকে গা ধুয়ে এসে দীপালীকে উপরে দেখতে পেয়ে বললে "দাঁড়িয়ে আছ কেন ঠাকুর ঝি। না বললে বুঝি বসতে নেই। মা একটু বেরিয়েছেন এখনি আসবেন তুমি বস আমি আসছি"।

"না আর বসব না ভাই বেলা হয়েছে আজ চললাম্"।

"সে কি একটুও বসবেনা"।

"কাল পারিতো আসব"।

"কোন ত্রুটি হয়নিতো"।

'কিছুই না' দীপালী হাসলে এবং নিচেয় নেমে গেল।

৮৫

সন্ধ্যার পর বিমল বাটিতে এসে ঘরে ঢুকতেই দেখলে লীলা কি যেন বুনে চলেছে। কাপড় জামা ছাড়তে ছাড়তে সে জিজ্ঞাসা করলে "কি হচ্ছে ওসব"।

"প্রশুর জন্য একটী সোয়েটার করছি বেচারী শীতে বড় কষ্ট পায়। আমায় আর এক পাউণ্ড উল এনে দিওনা"।

উলের আগে প্রশুর নাম থাকায় বিমলের চিত্তে সে যেন ঘৃতে অগ্নি সংযোগের মতন ভীষণ হয়ে দাঁড়ালে। সে বেশ একটু রুক্ষ ভাবে বললে, "তুমি নিজে অত দরদ না দেখিয়ে দশটা টাকা ফেলে দিলে পারতে দশটা দেখে পছন্দ মত কিছু কিনে নিত"।

লীলা মুখ তুলে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে "কেন কিছু অন্যায় হয়েছে"।

"খুবই হয়েছে"।

"বেশ বলতো করবনা" লীলা অসন্তোষ ভরে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম সমেত উলগুলি পাসে তুলে রেখে দিলে।

"আমায় বলতে হবে কেন নিজের এ বোধ থাকেনা" বিমল উগ্রভাবেই উত্তর করলে।

লীলা বিস্মিত নেত্রে বললে "তুমি চটছ কেন। তোমায় উল আনতে হবেনা"।

"সে আমি জানি"।

লীলা অনুপায়ে কিছু ভেবে চিন্তে না পেয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে "তোমার কি অসুক করেছে"।

"আমার অসুকের তো তুমি স্বপ্ন দেখছ আজকাল। আমায় মারতে পারলেই বাঁচ। তা না হলে ঐ ডেপো ছোড়াটার সাথে প্রেমটা ভাল করে জমবে কি করে"?

"এসব তুমি কি বলছ" লীলা উদবেগ ভরা কণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে?

"কেন দীপুর কথার তো একটা জবাব দিতে পারলেনা। দেবে কি কোরে মূলেই গলদ, তাও বাপ যদি মদ না খেয়ে মরত"।

"কি জবাব দেব কি বলেছে আমায়" লীলা আশ্চর্য্য ভাবে স্বামীর দিকে চেয়ে রইল।

"ন্যাকা মেয়ে কিছুই বোঝনা। বিমল চিৎকার করে উঠল, এবং বলতে লাগল প্রেম করতে হয় রাস্তায় যেয়ে করগে, ঘরে ওসব চলবে না'।

"তুমি এসব কি বলছ, ওগো তোমার কি হয়েছে" লীলা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

ভবতারিণী পাসের ঘরেই সন্ধ্যা আহ্নিক করছিলেন, হটাৎ লীলার ক্রন্দন ধ্বনি কানে যেতেই এস্ত ব্যাস্ত ভাবে উঠে পড়লেন এবং বিমলের ঘরে ঢুকে লীলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পুত্রকে কঠোর ভাবে সম্বোধন করে বললেন "মুখপোড়া তোর আজকাল কি হয়েছে শুনি সব সময়ই মিলিটারী মেজাজ"।

"তুমিই তো ওর মাথাটা খেলে" বিমল ক্রোধভরে মাতাকে লক্ষ্য করে বললে।

"কি ভেবেছিস তুই বল দেখি" মাতা চিৎকার করে বলে উঠলেন।

মায়ের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে বিমল মাথাটা নতকরে ধীরে ধীরে বললে "ঐ তো দীপালী বলছিল প্রশুর সাথে উনি খুব ঢলাঢলি সুরু করে দিয়েছেন"।

"ও হতচ্ছাড়া আমরা তো তোর কেউ নই" ভবতারিণীর চোখ বেয়ে সুখ দুঃখের মধ্যে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল।

তিনি পুনরায় বলিয়া উঠিলেন "কোথাকার কে, না ভাতে না কাপড়ে তাকেই তোর এত বিশ্বাস। তোর মন এত ছোট। পরের কথায় বৌমাকে যাতা বলতে পারিস। তবুও ভাগ্যি ভাল যা হক যে তুই তোর পেটের পাপটাকে বের করে দিয়েছিস"।

বিমল বড় মুস্কিলে পড়লে। মায়ের চোখে জল সে বহুদিন দেখেনি। সে যে ছিল তার কত দুঃখের স্মৃতি সে তা ভাবতে পারেনা। ভবতারিণী

পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন "বলি বৌমার কাছে ক্ষমা চাইবি কিনা বল্ "।

"তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারি মা" বিমল ধীর কণ্ঠে জবাবদিলে।

"তোর কারো কাছে চাইতে হবেনা। তুই আমার সোনার সংসার পুড়াতে বসেছিস্। এর চেয়ে আমায় তুষের আগুণে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে পারতি তো"।

মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিমলের পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। সে ঘর থেকে বাহিরে পা দেবার সাথে সাথেই বলে ফেললে "তোমরা আমায় ক্ষমা কর মা"।

শাশুড়ীর চোখের জলে লীলা তার নিজের চোখের জল হারিয়ে ফেলেছিল। সে আঁচল দিয়ে ভবতারিণীর চক্ষু মুচাতে মুছাতে বললে "তুমি কেঁদনা মা ওর ঠিক অসুক করেচে"।

"এ সব ছাই পাস মনে পুরলে অসুক করবেনা"।

রামতারণ বাবু ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে পড়লেন। ভবতারিণী কাঁদতে কাঁদতে বললেন "ওগো তুমি আমায় যে অপমান করতে সাহস পাওনি ও পেটের ছেলে হয়ে আমায় আজ সেই অপমান করলে। ওকি আমায় আর অপমান করবার রাস্তা খুঁজে পেলেনা।"

রামতারণ বাবু কোন কিছুই ধরতে না পেরে মৃদু ভাবে বললেন "কি হয়েছে সেটা বল। মুখপোড়া গেল কোথায়, দোকান থেকে তো মাথা ধরেছে বলে চলে এল। আর এখানে এসে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেচে"।

ভবতারিণী আস্তে সুস্তে স্বামীকে সব কথাই খুলে বললেন। রামতারণ বাবু সমস্তটা শোনা হলেই বলে উঠলেন "তুমি এখন চুপ কর, ও আসুক আমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করছি। ও কি মনে করেছে, যাকে যা মা খুসি তাই বলবে, বৌ ওর না আমাদের"।

৮৬

পথে গঙ্গার ধারে অলিতে গলিতে পাগলের মত ঘুরতে ঘুরতে বিমল ক্লান্ত হয়ে বাটিতে ফিরে আসতেই শুনলে "পিতা ডাকছেন"। সে জামা কাপড় না খুলেই বাপের ঘরে এসে দাঁড়াতেই রামতারণ বাবু দৃঢ় গম্ভীর ভাবে বলে উঠলেন "এসব তোর কি আরম্ভ হয়েছে শুনি। যাকে যা না খুসি তাই বলবি। এতটুকু বিশ্বাস তোর আপনার জনের পরে নাই। সারাজীবনটা এই অবিশ্বাসের আগুনে জলে পুড়ে মরবি। শেষ জীবনটা আমাদেরো দেখছি একটু শান্তিতে থাকতে দিবিনা। কথা নেই বাত্তা নেই বৌমাকে যা খুসী তাই বলবি। এই সব সর্ব্বনাশের মতি গতি কোত্থেকে যোগাড় করলি। যাকে বিয়ে করেছিস তাকে এতটুকু শ্রদ্ধা এতটুকু বিশ্বাস করতে শিখিসনি, তোর হৃদয় তোর ভালবাসা এত ছোট এত নীচ"।

ভবতারিণী পাসেই বসে ছিলেন তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন "থাকগে রাত হয়েছে, খাওয়া দাওয়া করে নিকগে। কাল সকালে যা বলার বল"। তিনি পুত্রকে পুনরায় সম্বোধন করে বললেন "যা খেয়ে নেগে ঠাকুর মশায় বসে আছে"।

রামতারণ বাবু বলিতে লাগলেন "উনি রয়েছেন, আমি রয়েছি, একটু বলা নেই কহা নেই আমার সংসারে তোকে এতটা মাতব্বরি করতে কে বললে? এই সব ভদ্র তাকোত্থেকে শিখলি। এই তুমি সংসার করবে না সং সাজবে। ভালবাসাতো তালা চাবির জীনিষ নয় যে বৌমার গা

থেকে খুলে নিয়ে বাক্সে পুরে রাখবে। সে দেহের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তাই বলে এত অবিশ্বাস। এই ভাবে লোকের মনে আঘাত দিতে আছে। তুই আর ও গড়ে তুলতে পারবি। ভাঙ্গা খুবই সহজ, কিন্তু গড়া বড় কঠিন। ......ডাক্তারী করছি কত ছাই পাস নিয়ে ঘাটতে হয় কিন্তু তা মুখদিয়ে বের করতে তো লজ্জা পাই। লোকের মনে কোন দুরভিসন্ধি না থাকলে এই সব ছাই পাস কেউ বাড়িতে যেচে বলতে আসে। হিতাকাঙ্খী তো রাস্তা ঘাটে ছড়িয়ে নাই"। রামতারণ বাবু থামলেন কিন্তু পুনরায় বলিয়া উঠিলেন "তোর ভালবাসা এত ছোট ও এত নীচ যে নিজের স্ত্রীকে ও আপন করে নিতে পারেনা। নিজের পরে তোর এতটুকু বিশ্বাস নাই। স্ত্রী বলতে একটা আলাদা কিছু মনে করিস্, কিন্তু সে যে তোরই ভালবাসা তোরই আত্মার প্রতিন্ময়। জীবনের অদ্ধেক অংশকে এভাবে অন্ধকারে রেখে তুই কি আর এগোতে পারবি। জানিনা আমাদের অবর্ত্তমানে কি বিষময় দৃশ্যের সৃষ্টি হবে। কানকে অনেক সময় চোখের কিছু অধিকার দিতে হয়, তা বলে এইভাবে। প্রেমের প্রতারনা ভালনা। মানুষ ঈশ্বর কে ভালবাসে, এবং সেই ঈশ্বরকে অন্য কেউ যদি ভালবাসে তাতে দুঃখের কি আছে? সে যে আনন্দের। তোর স্ত্রীকে যদি কেউ ভালবাসে তাতে তোর দুঃখের কি আছে, যদি সে ভালবাসা তোর ভালবাসার হন্তারক না হয় তোকে বঞ্চনা করা না হয়"।

"যা রাত হয়েছে খেয়ে নেগে" ভবতারিণী পুনরায় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

বিমল খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে এসে আলো জ্বালতেই দেখলে লীলা মেঝের পরে আঁচল পেতে শুয়ে আছে। সে কাছে যেয়ে স্ত্রীর গা ধরে ঝাকা মেরে বললে "বলি খাটের পরে উঠে শোবে না কি? এই ঠাণ্ডার মধ্যে একটা অসুখ বিসুক বাধিয়ে বসলে যে বাবার প্রাণান্ত হবে, আমি তোমার শত্রু হতে পারি তারা তো তা নন"।

"আমি না হয় ঐঘরে যাচ্ছি তুমি শোওগে" লীলা উঠে বসলে।

"আবার ওঘরে কেন। মার কাছ হতে আরও কতক গুলো কথা শুনাতে চাও। এখনও সাধ মেটেনি বুঝি? বাবা তো যা খুসি মুখে এল বলে গেলেন"।

"আমি কি বলতে বলে দিয়েছি" লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

"তুমি না বললেও আমায় তো শুনতে হল।"

"তার আমি কি করব।"

"তোমার কিছু করতে হবেনা চুপ করে উঠে শুয়ে পড় তো, কেন ছাই জ্বালাচ্ছ। এমনিই আমার মন মেজাজ ভাল নেই তারপরে তোমার এই সব ঢঙ্গ। একটা বড় অসুকে ফেলবে দেখছি"।

"তোমার একলা শুতে কি কোন আপত্তি আছে"।

"নিশ্চয় আছে"।

"আমায় যা ইচ্ছে তাই বল আমায় তা শুনতে হবে, সে আমার অদৃষ্ট। তা বলে তুমি মাকেও যা তা বলবে"। লীলা একটু পরে বলে উঠলে।

"মা আমার না তোমার। তুমি বোধ হয় দশমাস দশদিন মার গর্ভে ছিলেনা"?

"সে বোধ যদি থাকত তো মা:ক এমন করে বলতে পারতেনা। তার কি দোষ বলতো? তিনি কি আমায় বলে দিয়েছেন যে বৌমা পাড়ায় যেয়ে প্রেম করে এস, না রাস্তার লোক ধরে আনছেন আমার জন্য"।

"কেন তুলছ ঐসব ছাই পাস"।

"কেন তুলবনা। তুমি বলতে পার আর আমার তুললে দোষ"।

"লক্ষি ওঠতো" বিমল স্ত্রীর হাত ধরে তুলে খাটের পরে বসিয়ে দিলে।

৮৭

কয়েকদিন পরে লীলা সকাল বেলায় একদিন ঘরে ঢুকে বিমলের কাছে এসে একটু দূর থেকে বললে "মা নিতে লোক পাঠিয়েছেন যাব"।

"তুমি যাবে কি না তুমিই জান" ?

"বলনা ছাই" লীলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলে।

"চোখ রাঙ্গিয়ে মতটা নিতে চাও" বিমল হাসিয়া উঠিল।

"তাহলে তুমি কিছুই বলবেনা"।

"বলি তোমার মালিক আমি না মা, তাকে জিজ্ঞাসা করগে যেয়ে"।

"মা তো বললেন যেতে। মা লোক পাঠীয়েছেন না গেলে ভাল দেখায় না"।

"তবে যাও"।

"কিন্তু শুনছি মা পুরি যাবেন যদি নিয়ে যান"।

"যাবে"।

"দেরি হলে মার হয়তো কষ্টহবে"।

"তার আমি কি করব। এসব আরজি এখানে না পেষ করে পারনা কি ? তোমায় ছুটি দিতে হয় মা দেবেন"।

"তুমি চটছ কেন"।

"কোথায় চটছি"।

"মণির এ মাসের শেষে পৈতা যাবে তো"?

"নেমত্রন্ন করেন তো যাব"।

"তা না হয় আমিই করে যাচ্ছি। যেও একবার, নইলে মা দুঃখ পাবেন। আমায় দুঃখ দাও কষ্ট দাও সে আমার প্রাপ্য, তাদের শেষসময়ে একটু শান্তিতে থাকতে দিও"।

"তুমি নেমন্তন্ন করবার কে"?

"কেন আমি কি কেউ নই"?

"তুমি এ বাটির সব হতে পার কিন্তু সে বাটির"—

"দেখ তর্ক করতে চাইনা, যেও কিন্তু"।

"সেদিনের ব্যাপারটা বুঝি সে পর্যন্তও পৌছে দেওয়া হয়েছে"।

"তুমি কি পাগোল। যেন কত সুখবর"?

"আচ্ছা চেষ্টা করব"।

লীলা দুই পা এগিয়ে যেয়ে পিছন ফিরে পুনরায় বলে উঠল "তুমিই তো সব রটিয়ে বেড়াচ্ছ"।

"কাকে বলেছি বল"?

"নিজের মনকে প্রাণকে জিজ্ঞাসা কর শুনতে পাবে"।

"বলই না ছাই কাকে বলেছি"।

"ঐ তো মৃনাল এসেছিল, কি সব বলছিল"?

"দীপুর দেখছি মতিগতি ভালনা। ওর কথা একে তার কথা তাকে। আচ্ছা তুমি যাও আমি কাউকে কিছু বলবনা। এই সব লোককে বিশ্বাস করতে যাওয়া আমার অন্যায় হয়েছে"।

লীলা হাত বাড়িয়ে স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

৮৮

প্রভাতের একটা অন্ধকার আছে সেটা ম্লান, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারটা খুবই গাঢ়। প্রভাতের মধ্যে আলোর ভাগ বেশি সন্ধ্যার মধ্যে আলোর ভাগ কম। প্রভাত ও সূর্য্যকে ভালবাসে সন্ধ্যা ও সূর্য্যকে ভালবাসে। প্রভাতের ভালবাসা সরল ও পরিষ্কার, সন্ধ্যার ভালবাসা কমোল ও ধুলায় ভরা। এদের মধ্যে কলহ নাই দ্বন্ধ নাই আছে সহযোগ। প্রভাত বেলায় মানুষের মনটা একটু হালকা থাকে সন্ধ্যার সময় মানুষের মন সাধারনতঃ একটু ভার হয়

প্রেম সূর্য্যের মত মানুষের মনকে জড়িয়ে থাকে, সে কখন তাকে উর্ব্বর কখন বা বর্ব্বর করে তোলে। প্রেম মানুষের একটা পরিচয়, তার ভাবা কর্ম্মের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে প্রকাশ পেতে চায়। বিমলের মন আজ মেঘাবৃত। সময়ে সময়ে সে তার আবরন ছিনে বেরিয়ে আসতে চায় কিন্তু পেরে ওঠেনা। বিবেকের একটা ভাব অনেক সময়ে তার মনকে প্রাণকে বড় ক্লান্ত করে তোলে। প্রেম সহজ সরল ও স্বতঃপ্রনোদিত উপলব্ধি। অঙ্গের ভিতর দিয়ে অঙ্গাতীতকেই স্পর্শ করাই প্রেমের অনুভূতি। সে যায় ফিরে আসে এবং স্পর্শের আনন্দে ঘেরা এই যে জগত সে তো কভু ম্লান হয়না। ভালবাসা প্রেমের পরিচয়, দেহ তার রূপ। নারী অঙ্গের জটিলতার মাঝ দিয়েই এর রস ফুটে উঠে। বিমল থেমে পুনরায় ভাবতে থাকে যে সে ভুল করেছে,, সে তার মিথ্যা একেহায়, অত্যাসক্তি, এবং হয়তো দুর্ব্বল চরিত্রের লক্ষন। নিজের স্ত্রীকে কলঙ্কে ডুবিয়ে কি মর্য্যাদা

আসে? ছোট শিশুকে যেমন বাটীর মধ্যে সদাসর্ব্বদা পুরে রাখলে সে বাহিরে এসে ঘাবড়ে যায়, তেমনি মনকে সদাসর্ব্বদা দেহের মধ্যে পুরে রেখে সে ভুল করেছে,, তাকে দেহের সঙ্গে দেহের বাহিরে মিশতে দেওয়া উচিত ছিল। নারীর প্রেমের জন্ম কূপে অবগাহনে নেমে সে যেন আজ ডুবতে চায়না। নারী প্রেমের প্রতিমার মাঝে পুরুষের প্রেম যদি তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা না আনে সে কি আনন্দের? পূজায় যেমন আয়োজন আবাহন ও জাগরন আছে প্রেমও সেইরূপ। প্রেমের যৌবন মন্দিরে সে পূজারীর বেশে প্রতিমাকে জাগ্রত না করে, সেই মৃত্তিকার স্তূপে— শুধু নিজের আবেদন নিবেদন কে জড়িয়েছিল। যৌবনকে যারা পূজা করতে চায়না তার সঙ্গে খেলা করেই আনন্দ পায় তারা ভ্রান্ত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যৌবন দেহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও সে পরে ফুলের মতন পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠে।

যৌবনের পথে সে শ্রান্ত ক্লান্ত অত্যান্ত ক্লান্ত। এ ক্লান্তির বোঝা হয়তো তার ভ্রান্তির বোঝা। মানুষ চাকরীর খোঁজে নেমে যেমন ক্লান্ত হয়ে ও বিরক্ত হয়ে অবশেষে হাতের কাছে যা পায় তাই গ্রহন করে, বিচার রাখতে পারেনা, নীতি হারিয়ে ফেলে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তেই সে ত্রিশ টাকা যোগাড় করতে পারে পরক্ষনেই তার মনে ফুটে ওঠে পঞ্চাশটাকার ক্ষুধা, যৌবনের রহস্য কি তাই? সে কি তাই পথ ছেড়েছে? সমুদ্রে ভাসমাণ ব্যক্তির জীবনে তৃনগাছেরো যেমন একটা মূল্য আছে নারীর যৌবন আজ যেন সেই ভাবে তাকে প্রলুব্ধ করতে চায়।

মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি অনেক সময় মানুষের সঙ্গে মোসাহেবি করে, তাকে প্রতারনা করতে চায়, দেখতে দেয়না জানতে দেয়না সে কত ছোট ও কত বড়। জীবনের যৌবন অধ্যায়ের সে আজও পাঠক মাত্র এর পরিনাম নির্ভর করছে হৃদয়ের পরে। লীলা হয়তো জানেনা সে আজ একা নয়, তার প্রত্যেক কার্য্য কলাপের মধ্যে জড়িত রয়েছে তার এবং আমার আত্মসম্মান

ও বংশের মর্য্যদা। সে অত্যান্ত সরল এবং সংসারের গোচারন ভূমিতে এ প্রায়ই দুঃখদায়ক। নারীর সৌন্দর্য্য সে শুধু কামনারি সৌন্দর্য্য. তার প্রেম সে কি শুধু কামনারি প্রেম? প্রেমকে যারা প্রদীপের মতন জ্বেলে রাখে কি ধূপের মত পুড়িয়ে দেয় এদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

ভবতারিণী ঘরে ঢুকে পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন "ওর ফিরতে আজ এত দেরি হচ্ছে কেনরে"?

"বোধহয় কলে টলে বেরিয়েছেন" কথাটি বলে বিমল পুনরায় মাকে উদ্দেশ করে বললে " মা চলনা দিন কতক কোথায় ঘুরে আসি" ?

ভবতারিণী যেন একটু সন্তুষ্ট হয়েই উত্তর দিলেন "মন্দ হয়না তবে ওর মতটাতো নিতে হবে" ?

"তুমি বললে বাবা কি বারন করবেন"?

"ওর শরীরটা আজকাল ভালই আছে—দেখি বলে কি বলেন" ভবতারিণী বেরিয়ে গেলেন।

৮৯

মাকে নিয়ে বিমল একদিন তীর্থভ্রমনে বেরিয়ে পড়ল। হিন্দুর তীর্থ সে তার দেহাত্ব বোধের মূর্ত্ত প্রতিক ও সত্যের অঙ্গ। এ উপন্যাস নয় অনুভূতি। পৌত্তলিকতার সৌন্দর্য্য ঘেরা এই যে তীর্থের স্মৃতি এ বড় আনন্দ দায়ক। নারী অঙ্গের মাধুর্য্য ভরা এই যে তীর্থের সৃষ্টি এ যতই ক্ষুদ্র হকনা কেন ভাষার বর্ণমালার মতন খুবই মহৎ। হৃদয়ের তীরে দাঁড়িয়ে এই যে দেহাত্ব বোধের আবাহন, এ দেহাতীতকেই স্পর্শ করতে

চায়। পৌত্তলিকতা দেবতাকে তার আপনার জন করে তোলে, দেবতাও মানুষের রূপে মুগ্ধহন, মানবীকে ভালবাসেন, এ মানুষকে বড় করেছে বই ছোট করেনি। তীর্থের পীঠস্থানের মধ্য দিয়া স্ত্রীর ভালবাসার যে একটা আধ্যাত্মিক নিবেদন ও জাগরন ফুটে ওঠে এ বড়ই মধুর। তীর্থে মানুষ খুঁজে পায় সংস্কারের স্মৃতি, জীবনের প্রীতি, প্রিয়ত্বের নীতি ও সত্যের গীতি। দেবতা শুধু অসাধারন নয় সে খুবই সাধারন এই হিন্দুর পৌত্তলিকতা। এই যে জীবন পথের পাথেয় এ হিন্দুর প্রেমে সাম্যতা এনেছে।

ভারতের প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত ঘুরে এসে বিমল মাকে নিয়ে কাশীতে এসে পৌছাল। বিজয়দের কাশীর বাটীর বিবরন সে লীলার মুখেই শুনেছিল, সেইটুকু অবলম্বন করে সে একটি বাটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়লে। ভিতর থেকে সীতারাম রাজারাম ধ্বনি শোনা যাইতেছিল, সেটুকু বন্দ হতেই বাটীর দারোয়ান কোন হ্যায় কোন হ্যায় বলতে বলতে দরজা খুলে এসে দাঁড়াল।

বিমল নিজের পরিচয়টা দিয়ে বললে "আমরা কলকাতা থেকে আসছি উপরে দুখানা ঘর চাই" ?

"উপরকা চাবি তো হামরা পাস হ্যায় নেই বাবুজি। আপ হামারা সাথমে আইয়ে, জমিদার বাবুকা পাস লে যাতে হে ও যো করেঙ্গে ঐ হোগা" দারোয়ান শিব সুন্দর সিং উত্তর দিল।

"তোমার বাবু কোন খবর দেয়নি" ?

"কুছ নেই মিলা। উধার হোনে সেকতা। আপ চলিয়ে' ?

জীনিষ পত্র গাড়ি থেকে নামিয়ে তুলে মাকে বসিয়ে রেখে বিমল দারোয়ানের সঙ্গে অপরিচিতের পরিচয়ের জন্য এগিয়ে চলল।

৯০

জমিদার অপরূপ চন্দ্র বাটির বারাণ্ডায় বসে ছিলেন। দারোয়ান সিঁড়ি বেয়ে উঠে অপরূপ বাবুকে সম্বোধন করে বললে "বাবুজী বাবুলোক কলকাত্তাছে আতা হ্যায় উপরকা কামরা মাগতেহে"?

বিমলের নমস্কারে প্রতি নমস্কার করে অপরূপ জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার নাম"?

"বিমল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়"?

"আপনি বিজয়ের কে হন"?

"ভাগ্নি জামাই"?

"সঙ্গে কেউ আছেন"?

"মা আছেন"?

"আপনার স্ত্রী আসেন নি"?

'আজ্ঞে না"?

"কোন চিঠি পত্র এনেছেন"?

"আজ্ঞে না"

অপরূপ বাবুর স্ত্রী লেখা চা ও কিছু জলখাবার নিয়ে এসে স্বামীর সামনে দিলেন।

চায়ের কাপটি হাতে তুলে নিয়ে অপরূপ বলিয়া উঠিলেন "বিজয় এ সম্বন্দে আমায় কিছুই লেখেনি। পরের বাড়ি বিশেষ করে বড়লোকের বাড়ি উপরে অনেক জীনিষ পত্র আছে"?

"সেগুলিকে সরিয়ে আমাদের একটা ঘর অন্ততঃ ছেড়ে দিন" ?

"আপনি তো আপনার সুবিধা দেখছেন"। অপরূপ দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন "বাবুকে চিনিস"।

"দিদি মনিকা সাধি হোয়া থা এ বাদ তো জরুর খেয়াল হ্যায়, হাম লোক কো এক জোড়া ধুতি এক মাহিনাকা তলব বকসিস মিলা থা লেকিন জামাই বাবুকে তো বিলকুল চিনতা নেই"।

"আমি কি করব বলুন মশায়" অপরূপ বিমলের মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিলে।

লেখা স্বামীকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে "চা খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা কর" ?

"তুমি চুপ কর" স্বামী স্ত্রীকে উত্তর দিলে।

"আচ্ছা আসি" বিমল হাত জোড় করে বেরিয়ে যাবার মুখে অপরূপের ডাকে থেমে গেল। অপরূপ পুনরায় তাকে সম্বোধন করে বললেন "তবে এক কাজ করুন নিচেয় দুটো ঘর ছেড়ে দিচ্ছি ওখানে দুই একদিন থাকুন পরে বিজয়ের চিটি পেলে যা হয় করা যাবে' ?

"আপনি যদি একবার দয়া করে আমার সঙ্গে আসেন তবে তার চিটি দেখাতে পারি যে তিনি আমাদের এখানেই উঠতে বলেছেন এবং ঘর দোর গুলো ঝাট ঝোট দিয়ে বাটীর প্লানটা সেরে ফেলতে লিখেছেন"।

কিঞ্চিৎ লোকসানের সম্ভাবনায় অপরূপ একটু ঔদাস্যের সুরে বললেন 'সে কি আর একদিনের কাজ মশায়। আপনি কি ইঞ্জিনিয়ার" ?

"আজ্ঞে না"।

"আর আমি চার চার খানা বাড়ি করিয়েছি ? আপনি বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে আস্থন দেখবেন তাদের চেয়ে প্লান কোনটাই

খারাপ নয়”।

“একবার যাবেন কি” বিমল জিজ্ঞাসা করলে ?

“সে না হয় গেলাম, কিন্তু চিটির মালিক যে আপনিই সে কি করে প্রমান করবেন। তার চেয়ে দুই একদিন নিচেয় থাকুন না”।

“যখন এসে পড়েছি বলেন তো থাকতেই হবে” বিমল উত্তর দিলে।

“বডলোকের ঝক্কি বোঝেন তো। আর বুঝবেন নাই বা কেন। বিয়েতে পাছে কিছু খরচ করতে হয় এই ভয়ে ভয়ে বিজয় বাপ মরা ভাগ্নিটির বিয়ে বড় ঘরেই দিলেনা, যা তা করে সেরে ফেললে” ?

“আপনার বাঁধা দেওয়া উচিত ছিল” ?

“একেবারে নিমন্ত্রনের চিটি এসে হাজির কি বলব বলুন।”

“এত বড় একটা অন্যায় হতে দেওয়া কি উচিত হয়েছে। এই জন্যই হয়তো চাবি দিতে পারছেন না”!

“সেকি কথা। গরীব হওয়া কি দোষ মশায়”।

“তাই তো দেখছি”।

“গরীবের মধ্য হতেই যা কিছু মহত্ব শ্রেয়ত্ব ফুটে উঠেছে, শুধু এ দেশে নয় সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বযুগে। রাজা রামকে কে চেনে, বন বাসি রামকেই আমরা চিনি ও জানি। আপনি একটু দাঁড়ান আমি আপনার সঙ্গে একটা চাকর দিচ্ছি ও যেয়ে নিচের দুটো ঘর ঠিক করে দিয়ে আসবে” ?

অপরূপ স্ত্রীকে একজন চাকরকে পাঠিয়ে দিতে বললে। লেখা বাটির ভিতরে চলে গেল।

৯১

পরদিন অপরূপ বাবু নিজেই বিজয়ের টেলিগ্রামটি হাতে করে নিয়ে এসে বিমলকে উপরের সমস্ত ঘরের চাবি দিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না, দুটো দিন বড় কষ্টে কেটেছে আপনাদের। কি করব বলুন। বিজয় হয়তো চটেমেটে একটা জরুরী তার করে বসেছে, আপনারা কি কিছু লিখেছিলেন” ?

“আজ্ঞে না”।

“একবার মা ঠাকরুনের সঙ্গে দেখা করে আসি চলুন” অপরূপ বিমলকে উদ্দেশ করে বললে।

“মা মন্দিরে গিয়েছেন” ?

“বেশ সন্ধ্যার সময় আমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেব আপনার মায়ের সঙ্গে এসে দেখা করে যাবে।’ অপরূপ কথাকটি বলে পুনরায় বললে “সুবিধা অসুবিধা যা হয় বলতে ভুলবেন না” ?

“আপনি এখানে কিছু করেন কি”? বিমল জিজ্ঞাসা করলে।

“আমাদের জমিদারী আছে” ?

“পুরুষানুক্রমে নিশ্চয়”।

“ঠিক ধরেছেন বুদ্ধিমান লোক। আমরা হচ্ছি বাঙ্গালার বনেদি বংশ ভুই ফোড় নই মশায়” ?

“কতদিন আছেন”।

'বেশ কিছুদিন হল। ডায়েবেটিস লোক চেহারা তো দেখছেন কোন রকমে বেঁচে আছি। আজীবন বিয়ে না করে কাটল। শেষকালে মায়ের পাল্লায় পড়ে সেই বিয়ে করতে হল, সেও হয়েছে এক আপদ মশায়। বাঁধন কি কারো ভাল লাগে। বিশেষতঃ কাজের লোকের বিয়ে না করাই উচিত"।

"বিয়েটা একটা অকাজ কুকাজ বলতে চান"? বিমল হেসে উঠল।

"অতটা ঠিক নয়! কিন্তু বিয়ে তারাই করে যাদের বিয়ে না করলে উপায় নেই। আমাদের দেশে বিয়ের আগে মেয়েদের ছায়া মাড়ানোও দোষের। বয়স্থা ছেলে মেয়েকে দেখলে মনে হয় বাহ্যতঃ তারা যেন একটা বিরাট অস্পৃশ্যতার বোঝা নিয়ে চলেছে। বিদেশে যান দেখবেন কিছুই নেই, সব কিছুই চলছে। প্রেমের বাড়ি, পাকাপাকি বন্দোবস্ত কটা লোক করতে পারে বলুন, সেইজন্যই ভাড়াটের সংখ্যা বেশি। আর ভাড়ায় ঝঞ্ঝাট কম"?

"সহরে বলুন, দেশে কিন্তু বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না। সেখানে বাস্তু ভিটের একটা প্রশ্ন ওঠে। প্রেমের ভাড়াটে হতে আপনার দেখছি খুব ভাল লাগে"?

অপরূপকে কোন কথা বলতে না দেখে বিমল পুনরায় বলে উঠলে "আপনি পরমেশ বাবুকে চিনতেন"?

"বিলক্ষন। লোকটি বড় এক রোখা ছিল; খুব খামখেয়ালী। লেখা পড়া না শিখলে যা হয়"?

"আমি তো শুনেছি তিনি খুব ভাল ছেলে ছিলেন। এম. এ. ভাল ভাবেই পাস করেছিলেন।"

"পাস করলেই কি আর শিক্ষিত হওয়া যায় মশায়? এই ধরুন রবীন্দ্রনাথ কালীদাস"?

"যদি কিছু মনে না করেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি আপনি কতদূর পড়েছেন"।

"আমাদের সময়ের ম্যাট্রিক আর আজকালকের বি. এ. এম. এর তুলনা হয়না" ?

"আপনি কোন সনে ম্যাটিক পাস করেছেন"।

"পাস আর করতে পারলাম কই। সেই সালে বাবা মারা যান জমিদারীর সমস্ত ভারটা এসে ঘাড়ে পড়ল. এমন কি একটা বিয়ে যে করব তারও সময় হতো না" ?

"এত খাটতে হত আপনাকে" ?

"বলেন কি মশায়। সে খাটুনি এক ঘণ্টা খাটলে আপনার চার ডিগ্রি জ্বর হয়ে যাবে, আমি বাজি মানতে রাজি আছি" ?

"নায়েব গোমস্তার পরে হুকুম চালানো তো" ?

"এই তো আপনারা বড ভুল করেন" ?

"আপনাকে এদের খানে আগে কোনদিন দেখিনাই" বিমল বলল।

"আপনার কি আগের থেকেই যাওয়া আসা ছিল নাকি ? এটা কি তবে লভ্ ম্যারেজ অর্থাৎ প্রেমজ ? নতুবা এত বড় বড় ঘর থাকতে বিজয় কি না তার ভাগ্নির বিয়ে দিলে' অপরূপ থেমে গেলেন।

"না তা নয়" বিমল হেসে উঠল।

"বিজয়ের বন্ধু বান্ধব অনেককেই তো আমি চিনি, অথচ আপনাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না। তারা প্রায়ই আমোদের এদিকে মাছ ধরতে যেতেন"।

"আপনি ও মাছ ধরতে ভালবাসেন নাকি" ? বিমল জিজ্ঞাসা করলে।

"না মশায় ও বালাই নাই। বাবুরা সব যেতেন মাছ ধরতে না

তো মেয়ে ধরতে। মাছ থাকুক আর না থাকুক যে পুকুরে মেয়েরা গা ধুতে আসবে বাবুরা ঠিক সেই পুকুরেই মাছ ধরতে বসবেন" ?

"এখন আপনার জমিদারী কে দেখছে" ?

"নিজেই। কাজের কি আর অন্ত আছে মশায়। একটু যে শাব খাব তার ও সময় নাই। জমিদারী থাকলে বুঝতেন। এর মত আরামের জীনিষ এবং কষ্টের জীনিষ আর নাই। বিয়ে করলাম ওটাকে নিয়ে যে একটু নিশ্চিন্তি হয়ে বসব, দুটা ভাল ভাবে কথা বলব তার ও যো নাই? মাঝে মাঝে তাই ইচ্ছা হয় ব্রেনটা একটু পরীক্ষা করে দেখাই। এ সব ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রাখবার যোগ্য। হতভাগ্য দেশে জন্ম নিযেছি নইলে অন্য কোথায়ো হলে আজ দেখতেন আমি কোথায়। স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম তারাই বোঝে যারা খেতে শুতে বিয়েতে কোথায়ো সমাজ সংস্কার ও ধর্ম্মের এতটুকু বন্ধন রাখেনা। এ খেওনা ও করোনা এর কোন বালাই নাই। সমস্ত দুনিয়াটাই তাদের কাছে খোলা পড়ে আছে যা খুসি করে বেড়াও। বিয়ে করতে হয় কর, না করতো ফুর্ত্তি করো। আমরা শুধু স্বাধীনতার চিৎকার করে মরি বাঁধন প্রতি পদে"।

"এখনো তো সেখানে গেলে পারেন, সে তো স্বর্গের মতন দুরাসাধ্য ব্যাপার নয়" ?

"বয়েস হয়েছে" অপরূপ থামলেন এবং পুনরায় বললেন "তাতে খরচ ও আছে"।

"শুধু দৈহিক নয় মানসিক ও আছে। কটা টাকা খরচ করেই বাঁচবেন না" বিমল হেসে উঠল।

"মহাশয়ের কলকাতায় কি করা হয়" ?

"ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারের সঙ্গে একটু জড়িত আছি" বিমল উত্তর দিলে।

"ব্যবসা, বলেন কি মশায় নাম শুনলেই ভয় হয়। চুরি জোচ্চুরি ও ডাকাতি করতে আপনারা আজ এতদূর অভ্যাস্থ হয়ে উঠেছেন যে চিন্তার বিষয়। আপনারা এক একটি অর্থ নৈতিক জহ্লাদ বললেই হয়। শশুরেন সমাপয়েৎ করতে চান দেখছি। ও এক রকমের গুণ্ডামী হয়ে উঠেছে। গুণ্ডামী করে ও করিয়ে আজ যে যত লোক কল কারখানায় দাবিয়ে রাখতে পারবে আজ সে তত ধনী"।

"জমিদারেরো কি খুব প্রশংসা আছে বলতে চান। আপনাদের মধ্যে কি আপনাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে যদি একটু দেশপ্রেম কর্ম্মদক্ষতা উৎকোচ শুন্যতা ও বিবেচনা লক্ষ্য হত দেশ আজ এতটা বিপন্ন হয়ে উঠতনা। আপনাদেরো এ দশা হতো না।"

"ভাবের বশে অনেক কিছুই বলে ফেলেছেন। দেশ-প্রেম, কর্ম্মদক্ষতা, উৎকোচশূন্যতা বিবেচনা অনেক কথা। ভারতে আজ দেশপ্রেমের সবচেয়ে বড মহাজন হল কংগ্রেস, এর আজ খাতক অনেক, কিন্তু সুধ এত বেশি যে ওর কাছে সহজে কেউ ঘেঁসতেই পারেনা। ওর সঙ্গে আপনার কি কোন সম্বন্দ আছে? কংগ্রেসের দেশপ্রেম কর্ম্মদক্ষতা উৎকোচ শূন্যতা ও বিবেচনার খবর নিশ্চয় আপনি কিছু রাখেন? কংগ্রেস বাঙ্গলায় জন্মগ্রহন করেছিল এ কি স্বীকার করেন? সেই বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠতম নগরী এবং এশিয়ার খ্যাতনামা যে কলিকাতা তার করপোরেশনকে কি লক্ষ করেছেন? বোম্বাই মাদ্রাজ এসব ছেড়েই দিলাম। গত বহুবৎসর ধরে কলিকাতা করপোরেশানকে পরিচালিত করে আসছে কংগ্রেস এবং তার বড বড় বীরেন্দ্র বর্গ ও মহারথীই ওর কর্ণধার, আপনাদের দেশপ্রেমের মেরুদণ্ডই ওখানে, সেখানে কি আপনার ঐ দেশপ্রেম, কর্ম্মদক্ষতা, উৎকোচশূন্যতা ও বিবেচনা লক্ষ্য হয়েছে? অথচ নায়েব গোমস্তার তুলনায় তাদের খুব মোটা মাহিনাই দিয়া থাকেন। কলিকাতা কর-

পোরেশানের আরদালিটার থেকে বড় বড় কর্ম্মকর্ত্তারা যে কেউ ঘুস নেননা, পরোক্ষে ও অপরোক্ষে, এবং খুব কর্ম্মদক্ষ ও বিবেচনাশীল, এ আপনি ভিন্ন বাঙ্গলায় হয়তো কেউ স্বীকার করতে চাইবেনা। সময়ের জ্ঞান তাদের এত বেশি যে এক ঘণ্টার কাজ এক বৎসরে হতে চায় না। অথচ এই কলিকাতা করপোরেশনের অনেক মাতব্বর ও কর্ম্মচারীই আপনাব জেল খাটা মার্কা যারা কংগ্রেস দেশপ্রেমের জন্য বিখ্যাত। বাঙ্গালী এই কলঙ্ক নিয়ে যখন দেশপ্রেমের গর্ব্বকরে শিক্ষিত সাজে তখন দুঃখ হয়। মা তাড়ানো বাপ খেদানো ছেলে মেয়ের প্রশংসা ক্লাইবের আমল থেকেই শুনে আসছি, কিন্তু এতদিন পরেই বৃটিশ জাতি বুঝতে পারবে ক্লাইব তাদের কতখানি উপকার ও অপকার করে গিয়েছে। আপনারা যেটুকু সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন তার যে অপব্যবহার করেছেন, যে কর্ম্মদক্ষতা ও দেশপ্রেম ফুটিয়ে তুলছেন, তাহাতে অদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্দে খুব আশাপ্রদ হবেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্টির নীতির ফলে পাণ্ডবের ভাগ্যে যেমন বেশিদিন রাজত্ব করা হয়ে ওঠেনি কংগ্রেসের অবস্থা যেন সেইরূপ না হয় দেখবেন? নিজের স্বার্থের খাতিরে কংগ্রেস যে বিদেশী অত্যাচারকে ও ছাড়িয়ে যাবেনা, বিদেশীকেই বরনীয় করে তুলবে না, এ সম্ভাবনা কি নাই বলতে চান? কংগ্রেস যুগবতারের মোহ কি আপনারো আছে? ভেবে দেখবেন কংস হিরাণ্যকাশিপু ও রাবণ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে এবং এরা ও যুগবীর? হিংসার সাজ সরঞ্জামের মধ্যে দিয়ে জাতির জীবনে প্রায়ই একটা নিয়মানুবর্ত্তীতা লক্ষ্য হয় তাই সৈন্নরা প্রায়ই নিয়মানুরাগী কিন্তু অহিংসার ভেজালের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছে উচ্ছৃঙ্খলতা। কংগ্রেস ভুলে যায় যে জগতে অহিংসা আছে, সেখানে রাজনীতি নাই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও নাই, আছে "নির্ব্বান অর্থাৎ শান্তি"। নাপিতের নরুনের দ্বারা কখন কখন অস্ত্রোপচারের

কার্য্য সমাধান হলে ও ডাক্তারের কি কোন মূল্য নাই” ?

বিমল ধীর ভাবে বললে “আমায় কোন দলীয় দেশপ্রেম ভুক্ত করবেন না। দলাদলির ভাব আমার মধ্যে আমি রাখতে চাইনা” ?

“তবে শুনুন অপরূপা বলিতে লাগিলেন। আগে যা বলেছি সে তো অনেকটা ঘরোয়া ব্যাপার ? এখন একটু বিশাল নেতৃত্বের কর্ম্ম-দক্ষতার উল্লেক করলে চটবেন না তো ? সে কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রশংসায় আপনারা যে বেঁচে আছেন এ হয়তো ভুলেযান, বুদ্ধি বিবেচনা বিবেক বিচার সমস্তই বলি দিয়ে ফেলেন। দেশে যখন আগুন জ্বলছে, রাজ-নৈতিক সাম্প্রদায়িকতার বিরোধে মানুষের ধন প্রাণ ও সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়ে চলেছে. আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে হত্যা করা হচ্ছে, ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মের পরে অভিযান চলেছে, সম্প্রদায়ের বুকের পরে উঠে সম্প্রদায় তার রাজ্যের ক্ষুধা মিটাতে চাইছে,, দিকে দিকে সম্প্রদায়িক নেতৃত্বের মশাল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, রক্ষার জন্য শান্তির জন্য দেশের নর নারী চেয়েছিল দিল্লীব রাজ দরবারের বৈতনিক মসনদের দিকে, কিন্তু হায় শুনতে পেলে সেই কর্ম্মচারী নেতৃবৃন্দের মুখে যে তাহারা তাদের রক্ষা করতে ও দেশে শান্তি আনতে অক্ষম ও ক্ষমতাহীন। অথচ সেই অক্ষমতার বোঝা নিয়ে, ক্ষমতাহীন পুত্তলিকার মতন, প্রাণহীন পিলারের মতন, হৃদয়হীন শিশুর মতন, দিনের পর দিন মাসের পর মাস তাহারা কেন যে সেই বিদেশী রাজ দরবারের গৌরব বর্ধন না করে, প্রমোশনের আশায় বসে না থেকে, সাধের চাকরীতে ইস্তাফা দেননি একি ভাববার নয় ? এই রাজনৈতিক আলেয়ার সৃষ্টি যারা করে তাদের নেতৃত্বে কি খুব কর্ম্মদক্ষতা লক্ষ্য হয় ? জাতির স্বাধীন ইতিহাস এদের কি খুব মর্য্যাদা দেবে ?

সাবলম্বী হও এতো খুব ভাল কথা, কিন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলার টেক্সটা বাদ দিয়ে বললেই কি শোভা পেতনা। বৃটিশের মুসলীম লীগ প্রীতি

কারো অবিদিত নয়। সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অৰ্দ্ধং ত্যেজতি পণ্ডিতঃ এই নীতিই সে এখানে গ্রহন করেছে। সে অনেকটা স্বাভাবিক। বৃদ্ধস্য তরুনী ভার্য্যার মতন সে প্রসিদ্ধ। মধ্যবর্ত্তী সরকার থেকে তাকে এড়াবার চেষ্টা না করে কংগ্রেস যে নিজেই কেন সরে দাঁড়ায়নি এটি ভাববার কথা নয়। কংগ্রেস নিজের অঙ্গচ্ছেদ নিজেই করেছে। সে যা লজ্জায় কোনদিন স্বীকার করতে চায়নি যে হিন্দুর প্রতিষ্ঠান, আজ যেন তাকে তা অনেকটা মেনে নিতে হয়েছে। নীতি হিসাবে এ খুবই দুর্ভাগ্যের। আমাদের জাতীয়তা গোড়ার থেকেই যদি অন্ধ সম্প্রদায় বাদীর সঙ্গে কোন রাজনীতি আলোচনা করতে অস্বীকার করত, আপোস তো দূরের কথা, ভারত আজ এ অবস্থায় এসে পৌছাত না। সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত এই যে জাতীয়তার বোঝা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে একি স্বাধীনতা? রাজনীতি ক্ষেত্রে অসীম সম্প্রদায় বাদকে ঢুকতে দিয়ে কংগ্রেস হয়তো ভারতের মর্ম্মেই আঘাত করেছে। এর পরিনতি যে কোথায় যেয়ে দাঁড়াবে এ খুব ভাববার বিষয়। আগুন জ্বেলে দেওয়া খুবই সহজ কিন্তু মূর্খ ভুলে যায় তা নেবানো বড় কঠিন, বিশেষতঃ মানুষের হৃদয়ের আগুন। এই জন্যই অহিংসার যা হক একটা মর্য্যদা আছে? সম্প্রদায় বাদীর মুখে শেষে যেন সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাণী ফুটে না ওঠে যে" নিজের আগুনে নিজেই জলিয়া মরি"। ভারতের বুকে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব স্থাপনের যারা স্বপ্ন দেখেন তাদের মূর্খতার বোঝা জাতি, হয়তো বইতে পারবেনা। সম্প্রদায়বাদের ভয়াবহ অবস্থাকে জেনে শুনেই বৃটিশ তার আপনার জন খৃষ্টানদের তার মধ্যে টেনে নেয়নি। অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান যেমন ধর্ম্মান্তরের সৃষ্টি, ভারতের খৃষ্টানরাও সেইরূপ, অথচ এদের উভয়ের মধ্যে হিন্দুর প্রতি ব্যবহারের বেশ একটা পার্থক্য আছে। যারা সসাগরা ভারতের রাজত্ব হারাতে বসেছে, এবং যারা বহুকাল আগেই ভারতের আশিংক

রাজত্ব নিজের দোষেই হারিয়েছে, তাদের মধ্যে এ পার্থক্য বেশ লক্ষ্য করবার বিষয়। এই শাসকের ভূমিকায় খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যে তারতম্য আছে তার ধর্ম্মগত সমাজগত ও কৃষ্টিগত চিন্তাকে কি এড়ানো যায়? শোনা যায় মুসলমান ধর্ম্ম খুবই ডেমোক্রেটিক কিন্তু পাকিস্থান কি সেটুকু কে অস্বীকার করেনি? যাদের ধর্ম্ম ও যাদের কৃষ্টি প্রতিবাসিকে অস্বীকার করে, উচ্ছেদ করতে চায়, সে কি খুব ডেমোক্রে-টিক। দেশের শান্তির মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস যা মেনে নেয়নি অশান্তির মধ্য দিয়ে সেই অঙ্গচ্ছেদকে স্বীকার করে নিতে যাওয়া কি শান্তির পক্ষে খুব সহায়ক হবে। কেচো খুড়তে সাপ যেন বেরিয়ে না পড়ে? ভিক্ষার চাল কাড়া আর আকাড়া এই যদি আপনাদের স্বাধীনতার মনোবৃত্তি হয় সে খুবই দুঃখের। বিদেশী যে আজ ভারত ছেড়ে যেতে চায়, রোমানরা যেমন ইংলণ্ড ছেড়ে দিয়ে এসেছিল, এ ভিক্ষার দান নয়, হৃদয়তা নয়, দয়া বা অনুগ্রহ নয়, এ শুধু তার বর্ত্তমান আন্তঃজাতিক অবস্থার স্বীকৃতি, ব্যবসায়ের নীতি ও অজবুদ্ধিমানতা। যুদ্ধ জয়ের পুরস্কার সরূপ রক্ষনশীল দলের নেতৃত্ব ভোটের ইংলণ্ড যেমন মেনে নেয়নি, শ্রমিক দলপতিরা এটুকু লক্ষ্য করেছেন তাই ভারত নিয়ে বেশি গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে চাননি। পাকিস্থান হয়তো ধীরে ধীরে হাজারো স্থানে যেয়ে পৌছাবে। যে ভিত্তির উপর ও গড়ে উঠেছে তার স্বাভাবিক পরিনতি তো ইতিহাসে তাই লক্ষ্য হয়। হিংসা দ্বেষ ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে কিছুই স্থায়ী হয়না। ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগাভাগি হয়ে গেলে সে যেমন কালে কালে ভাগ হতে হতে ভাগের আর কিছুই থাকে না, জমিদারীর অস্তীত্বই লোপ পায় এ তো সচরাচরই খুব লক্ষ্য হয়। মুসলমান রাজত্বের পতন যে জন্য এসেছিল দুশ বৎসর পরেও তা ওদের মধ্যে সমভাবে আছে। ধর্ম্ম মনুষত্বের একটা আবরণ ও আভরন। মনুষত্বকে পদদলিত করে যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াতে

অভ্যস্থ, তারা ভুলে যান যে তাদের ধর্ম্মের একটা ধর্ম্মান্তর আছে কিন্তু মনুষত্ব অচল ও অটল। হিন্দুর রাজবংশ সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ নামে কথিত ছিল, অর্থাৎ রাজশক্তি চন্দ্র ও সূর্য্যের মতন। ধর্ম্ম মানুষের একটা শক্তি, কিন্তু সে যদি আত্মাকে উজ্জল না করে দেহের ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করে তোলে সে খুবই দুঃখের"।

"কংগ্রেস যে নিচেষ্ট ছিলেন এ বলবেন না। যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেছেন, দুঃখ জানিয়েছেন, চোখের জল ফেলেছেন, ছোটাছুটি করেছেন, উপবাস রয়েছেন" বিমল বললে।

"এ তো আমি অস্বীকার করছিনা, কিন্তু কথা হল কর্ম্মদক্ষতা নিয়ে তার কি করবেন"? অপরূপ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মতন অভিমান ভরে কংগ্রেসের "ভাত খাবনার" মহত্বের রহস্য, শ্রেষ্ঠত্বভাব, কৃতিত্ব ঠিক বুঝতে পারিনা।—বিভক্ত ভারতের বুকে আজ যে উপনিবেশিক স্বাধীনতার আনন্দ উঠেছে, আপনাদের দেশপ্রেম যদি একটু সজাগ হত বহুদিন আগে অখণ্ড ভারতের মধ্য দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার লোভে তাকে প্রত্যাখান করতেন না"?

"যখন একটা পরিবর্ত্তন আসে তখন অনেক কিছুই সহ্য করতে হয় এ ইতিহাসকে ভুলে যান কেন"?

অপরূপ উত্তরে বলিয়া উঠিলেন "সহ্য করতে হয় খুবই ভাল কথা। কিন্তু সূর্য্য উঠেছে সূর্য্য উঠেছে এই চিৎকারে দেশের লোককে ভুলিয়ে দিয়ে সে যদি আপনার সাম্প্রদায়িক গোলা হয়ে পড়ে তখন কি সহ্য আসে? দেশ প্রেমের অভিসারে বেরিয়ে এ সময়ে হয়তো নাম কেনা যায় কিন্তু কাজ বিশেষ হয়না। যাদের মন সম্প্রদায়িক পক্ষাঘাতে দুষ্ট সেখানে সাড়াও পাওয়া যায়না। জোড়াতালির প্রেম সব সময়ে ভাল লাগেনা এবং এর ভবিষ্যত প্রায়ই শুভ হয় না। সম্প্রদায় যাদের ধর্ম্ম, সমাজ নয়, ঈশ্বর যাদের সাম্প্রদায়িক বোঝা, সেখানে মাথা খুটে

মরলেও জাগৃতি আসে না? নেতারা যা করবেন সে যে ভুল ভ্রান্তির অতীত এবং তাকে করজোড়ে মেনে নিতে হবে এ মনোবৃত্তি আমার নাই। চোরের পক্ষে ডাকাতের পক্ষে ও একটা ওকালতি চলে, এমন কি বিচারালয়েও তা লক্ষ্য হয়, এই ধরনের যুক্তি তর্ক দিয়ে নিজেদের দুর্ব্বলতা ও ভুল ভ্রান্তিকে এড়াতে যাওয়ার প্রবৃত্তি নেতাদের পক্ষে খুবই দুঃখজনক। ধনতান্ত্রিক যেমন অর্থের দ্বারা, কতৃত্বের দ্বারা, ও ঘুসের প্রলোভনে তার বিরুদ্ধভাবকে দমন করতে চায়, সপক্ষে টেনে নিতে চেষ্টা করে, কংগ্রেসের মনোভাব আজ সেইরূপ হয়ে উঠেছে। সৎ ও শক্তিপূর্ণ বিরুদ্ধভাবকে সে তার দলে টেনে নিতে, তাকে দাবিয়ে দিতে, ধনতান্ত্রিক নীতিই গ্রহণ করে ফেলেছে। সততাই যে কর্ম্মদক্ষতার অনেকটা সৃষ্টিকর্ত্তা এ ভুলে যাবেন না বিমল বাবু" ?

বিমল বললে "কালের গতিকে কি রুদ্ধ যায়? কালের একটা শক্তি আছে সে যদি আপনাকে তার বশীভূত করে ফেলে, বশীভূত না হয়ে, ফল খারাপ হয়। সমাজ সংস্কার প্রেম পরিনতি এ মানুষের ক্ষেত্র জাত, সেখানে আজ জঙ্গল যে ভাবে বাড়ছে তাতে মনুষ্য ক্ষেত্রে পশুর প্রাধান্য না হয়ে পারে না" ?

অপরূপ অন্যমনস্কভাবে পুনরায় বলিতে লাগিলেন "সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রিরা যদি চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে, দিল্লীর লাড্ডুর লোভে বসে না থেকে, সাম্প্রদায়িক পিণ্ডের প্রত্যাসা না করে, অন্তঃবর্ত্তী সরকারের ক্ষমতাহীন পদ ছেড়ে সরে দাঁড়াতেন, প্রতিনিধি পরিষদে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতেন, ফল হয় তো আরও ভাল হত, দাঙ্গা এত দূরে গড়াত না, গড়ালেও জগতের দিক দিয়ে আমরা খুবই লাভবান হতাম, এবং দেশের সাধারন নরনারী এতটা ভুলও করতনা। দাঙ্গার মূলে যারা, সেখানেই যেয়ে তার দায়ীত্ব পড়ত নির্দ্দোষের ভাগি হতে হতো না। ধর্ম্ম বিপন্ন এ যেমন এক দলের মুখের

বোল, চোখের জল, এবং এই অজুহাতে তারা যেমন দল পাকিয়ে তোলে, তেমনি স্বাধীনতা বিপন্ন এ অপর দলের মুখের বোল, এর গণ্ডির তারতম্য আছে, তবে মূল প্রায়ই একই স্বার্থ লক্ষ্য হয়। আমরা মূর্খ তাই এর প্রলোভনে পড়ি। রাজনৈতিক প্রায়ই ভুলে যায় যে মানুষের হৃদয় মেসিন নয় যে টিপলেই জ্বলে উঠবে ও নিবে যাবে। নিজের খুসি মত সব সময়েই তাকে ঘুরানো ফেরানো যায় না। বৎসরের পর বৎসরের হুঙ্কারে ও আঘাতে হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে; ধর্ম্মকে রাজত্বের নীতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিনত করে, স্বার্থসিদ্ধির পর গদগদ ভাব ধারন করলেও, ভোল বদলাবার চেষ্টা করলেও, মানুষের হৃদয়বদলায় না। এ হয়তো একটু গুজিয়ে নেবার ছল মাত্র। এই সব ছল চাতুরীর মধ্য দিয়েই আমরা চিরকাল হার মেনে এসেছি, স্বাধীনতা হারিয়েছি, সাক্ষাৎ যুদ্ধে নয়, এ ইতিহাস প্রায়ই সাক্ষ্য দেবে। ধর্ম্মের নামে মহত্বের অজুহাতে এই সব ছল চাতুরীর প্রশ্রয় যারা দেন তারাও দেশের শত্রু। পূর্ব্বরাগের পাকিস্থানে আমরা শুনতে পেয়েছি হিন্দু ও মুসলমান এক নয়, এক হতে পারেনা, উলঙ্ঘনিয় ধর্ম্মের হিমালয় তাদের মধ্যে বিরাজ মান, কিন্তু পররাগের পাকিস্থানে শোনা যায় ঠিক উলটো, যে ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন বিশেষ সংশ্রব নাই, হিন্দু ও মুসলমান এক, এই যে বৈদেশিক উৎস ও প্রতারনা, এই যে অপগণ্ড রাজনীতি, সত্যহীন শ্রদ্ধাহীন, কোন বুদ্ধিমানই এর পরে আস্থা স্থাপন করতে পারেন না। এ শুধু স্বার্থের অভিনয়। ডেমোক্রেসীর মূলে আঘাত করে যারা তার বড়াই করে সে যেন জুতো মেরে গরুদানের মতন অসহনীয়। সাম্প্রদায়বাদের হিংসার মধ্যে দিয়ে ভারতবাসি যেন প্রতিহিংসার নামে বাঙ্গালীর একটা ঘরোয়া কথা ভুলে না যায়, "কুকুরের কাজ কুকুর করেছে কামড় দিয়েছে পায় তা বলে কি কভু মানুষ হইয়া কুকুরেরে কামড়ান যায়"। হিন্দু বলতেই যারা সব কিছুই ভুলে

যান, তারাও পাকিস্থান বাদীর মতন মূর্খতায় ভরা, তারা যেন ভুলে না যান যে সমাজকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে সভ্যতার পরিপূর্ণতা আসে না"।

"ঠিক কথা বলেছেন" বিমল বলে উঠল "কিন্তু ঐ দুঃখের ইতিহাস আর ঘাটছেন কেন। যারা সাম্প্রদায়িকতাকে রাষ্ট্র ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিয়েছেন তারাই এর জন্য দায়ী। অসত্যের সঙ্গে যারা সত্যের মহত্বের আপোষ চেয়েছেন তারাই এর সৃষ্টিকর্ত্তা। এই সব দাঙ্গার মধ্য দিয়ে একটা কথা বেশ ফুটে ওটে যে দেশের লোক যেন গভর্মেণ্ট ও নেতৃত্বের পরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে নতুবা এ ভাবে প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মত্তের মত বেরিয়ে পড়তনা। আপনি হিন্দু, হিন্দুর স্কন্দে বসে যদি সর্ব্বদাই তাদের ভুলে যান, হিন্দুর নীতিগত, ন্যায়তঃ ও ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করেন, অপর সম্প্রদায়ের বিদেশী প্ররোচিত মূর্খতাকে সন্তুষ্ট করতে, এ ও যেমন দুঃখের সাম্প্রদায়িকতা, তেমনি আপনি যদি হিন্দুর জন্য পাগল হয়ে ওঠেন, এবং অপর সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবিকে দাবিয়ে দিয়ে তাদের রাষ্ট্র ক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ করতে চান, পঙ্গু করতে চান, সে ও কি দুঃখের সাম্প্রদায়িকতা হবেনা? উপরিউক্ত উভয় মনোভাবই সম্প্রদায় দুষ্ট এ আমরা ভুলে যাই। এগুলি লোকের মানসিক ও দৈহিক দুর্ব্বলতার একটা বিশিষ্টতা মাত্র। আপোস সেখানেই চলে যেখানে ভদ্রতা আছে বিচার আছে বিবেচনা আছে নতুবা সে আরও অশান্তির সৃষ্টি করে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে রসোগোল্লা দিলে তারা যেমন নাচতে সুরু করে দেয়, এবং এর মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে তাদের নীচতা ও দীনতা, তেমনি জাতির স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে যে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ধনিকতা, শ্রমিকতা নাচতে সুরু করেছে তার পরিনাম খুবই ভীষণ হয়ে উঠবে। নেতৃত্বের টহলদারী এখানে যে শুধু বক্তৃতা আউড়িয়ে কাজ পাবেন মনে হয় না"।

"ঠিক বলেছেন" অপরূপ বলিতে লাগিলেন। "পত্নিত্বের

আসরে ঢুকে যদি বলা যায় আমি নারী নই সে যেমন ভুল, তেমনি দেশ শাসনের জন্য স্বাধীনতার নামে বিদেশী রাজ দরবারে ঢুকে নিজের অক্ষমতাকে, পরাধীনতাকে প্রকাশ করতে যাওয়া কি দুঃখের নয়? মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করবার কারো কি কোন অধিকার আছে। অন্তঃবর্ত্তী সরকারে প্রবেশের আগে নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্দে বিশেষ করে শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে একটু সচেষ্ট হওয়া কি নেতাদের উচিত ছিলনা। চাপড়াশীর কর্ম্মাবলি নিয়ে, কি মন্ত্রির নামে কেরানী সেজে, রাজ দরবারের আসর জমাতে যাওয়ার দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় জগত আর হয়তো কোথায়ো দেয়নি। নাচতে নেমে উটোনের দোষ দেওয়ায় মূর্খতা কি খুব বুদ্ধিমর্ত্তার লক্ষন। বিদেশী যে প্রতারনা করবে, অশান্তি আনবে, বোকা বানাতে চাইবে, রাজনীতিকে সম্প্রদায়নীতি করে তুলবে, সংখ্যা লঘিষ্টকে সংখ্যা গরিষ্টের অগ্রগতিকে বাঁধা দিতে দেবে, একি নুতন না রাজনৈতিক ইতিহাসের চির পুরাতন ব্যাপার ও স্বভাব সিদ্ধ। বাঙ্গলার মুসলমান সংখ্যা গরিষ্টতা মিথ্যা ও বিদেশীর সৃষ্ট। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী বাঙ্গলাকে সামনা সামনি ভাগ হতে না দিলেও, তার সদর দরজা বন্দ করলেও, তাকে যে খিড়কির দরজা দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিদেশী ভাগ করে ফেলেছিল এ আমরা দেখতে চাইনি। এই দোষেই বাঙ্গালী আজ এতটা বিপন্ন। বাঙ্গালী যে পরিমান রেখে কাজ করতে পারেনা, অল্পতে বিশ্বাস করে, মাত্রা ভুলে যায় এ খুবই অশুভ। যে গহনার পক্ষে যেটুকু সোনা দরকার সেটুকু না হলে সেটা মানায় না। যে কর্ম্মের পক্ষে যেটুকু পরিশ্রমের প্রয়োজন তার চেয়ে কম কি বেশি কিছুই ভাল না। পরিমান অনেকটা ব্যক্তিত্বের পরে নির্ভর করলে ও তার একটা সাধারন সত্বা আছে।"

বিমল বলে উঠলে "এই মূর্খ রাজনীতির পেছনে যারা সর্ব্বসিদ্ধির

জন্য ঘুরে বেড়ায় তাদের জন্য দুঃখ হয়। ধনতান্ত্রিক যেমন পূজা অর্চ্চনায় অর্থের পরিমানটা বাড়িয়ে দিয়ে মনে করে ঈশ্বর যখন অর্থের বশ হন, তখন মানুষ তো সামান্য, তেমনি হয়ে পড়েছে রাজনীতি। বাঙ্গালী যে আজও তার দুঃখের মধ্যেও এক হতে পারেনা এবং এই দুর্ভাগ্যের জন্যই কবি নবিনচন্দ্র সেন দুঃখ করে গেয়ে গেছেন যে "তবুও বাঙ্গালী জাতি এক মত নয়"? ব্যক্তিত্বের ভারে বাঙ্গালী ব্যষ্টিত্বকে ছিন্নভিন্ন করে তোলে এবং গড়ে তোলে মহাত্বের বিভীষন, যার বোঝা বইতে যেয়ে সে পড়ে যায়"।

একটু পরে অপরূপ বাবু পুনরায় বলিয়া উঠিলেন "শত সহস্র নর-নারীর রক্তের বিনিময়ে অহিংসার মণ্ডপে বসে, বৃটিশের চাবড়াস নিয়ে, মধ্যবর্ত্তী সরকারের কার্য্যাবলির মধ্যে আমেরিকায় ও চিনে দূত পাঠানোর পর্ব্বটা দুদিন পরে হলেও বোধ হয় কিছু লোকসান হতোনা, কি বলেন? এই কর্ম্মদক্ষতা ও দেশপ্রেম নিয়ে আপনি যে খুব শান্তিতে বাস করতে পারবেন এতো মনে হয়না"।

"পাকিস্থান ও জিন্নাস্থান এ বৃটিশ চীন নীতির পুনরাবৃত্তি মাত্র। এ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নূতন খসড়া। মন্ত্রি মিশনের দুর্ব্বল পরিকল্পনার চেয়ে এই যে বিভক্তা, সে যতই তিক্ততা হক না কেন, কি খুব খারাপ হবে বলতে চান? ভারতের অখণ্ডতা ও একতা সমস্ত দুঃখের মধ্যে বৃটিশ শাসনের একমাত্র মঙ্গল ছিল, তাকে নষ্ট করে বৃটিশ শুধু দুঃখই রেখে গেছে, এতটুকু ভাল বলবার ভারতে তার আর কিছুই নাই"। বিমল উত্তর দিলে।

"এ বলা বড় কঠিন। নেতারা হয়তো আপনার কথাই বলতে চাইবেন, কিন্তু ভাল মন্দ নির্ভর করছে ভবিষ্যতের উপর। খুব আশান্বিত হবেন না। যে রক্তের বিনিময়ে এই অঙ্গচ্ছেদ এসেছে সে খুবই দুঃখের। অখণ্ড ভারতের মধ্য দিয়ে যে সাম্প্রদায়িকতা ফুটে

উঠেছে খণ্ড ভারতে তা হয়তো আরও বিশাল হবে। এত বড় অশান্তিকেও যারা শান্তি বলে গর্ব্ব পান, পাকিস্থানের সৃষ্টির মূলে রয়েছে শান্তি এই যাদের অভিমত, না জানি তাদের অশান্তি সে কি রকম? কংগ্রেস লীগ ও বৃটিশ এই ত্রয়োস্পর্শের কল্যাণে আমরা আজ ভেঙ্গে পড়েছি কিন্তু উঠব। দুঃখের মধ্যে দিয়ে যদি সুখ আসে সে আমরা পাব। প্রকৃতির প্রতিশোধ সে বড় ভয়ানক। বিদেশী আমাদের যা ক্ষতি করেছে তাকে ক্ষমা করলেও সে তার প্রতিক্রিয়া এড়াতে পারবেনা। পূর্ব্ব পাকিস্থানের দিকে চাইলে, যারা আপনাদের জাতীয়তাব মূলে, মনে হয় এ যেন সসাগরা ভারত সমুদ্রের একটা ঢেউ কি দ্বীপ বিশেষ। চতুর্পাশ্বেই রয়েছে তার ভারতবাসি এমন কি বঙ্গোপসাগরে আন্দামান নিকোবরের পরেও উড়ছে ভারতের নিশান, এই যে অবরুদ্ধতা এর মধ্য দিয়ে কি পূর্ণ স্বাধীনতা না সম্পূর্ণ সহযোগিতা ফুটে ওঠে? নর ও নারীর মধ্যে যেমন মিলন আছে, সহযোগিতা আছে, পূর্ণ স্বাধীনতা নাই, একি ঠিক তেমনি নয়। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য সে যখন কোন বিষয়ে জেগে ওঠে সারা ভারতে তার সাড়া পায়না, এবং সারা ভারতে যখন তার সাড়া আসে বাঙ্গালী তখন সেখান হতে এতদূরে যেয়ে পড়ে যে খাপখাওয়াতে পারেনা। বাঙ্গালীর কংগ্রেস দুর্ভাগ্য এই রকমই আমার মনে হয়। পাকিস্থানের মূলে রয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, এবং তাকে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের দৃষ্টিতেই, আমাদের হয়তো দেখতে হবে, এবং সে সেই ভাবে কি দেশে ফুটে উঠেনি? ভারতের সীমান্ত দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে পাকিস্থানি রূপে আড্ডা গেড়ে বসেছে এবং ওখানেই সে তার মরন কামড় দেবে এ ভুলবেন না। পাকিস্থান প্রকৃতই পাকিস্থান নয়, সে বৃটিশস্থান মাত্র। ধর্ম্মের ফাঁস পাকিস্থানের নামে গলায় টেনে নিয়ে পাকিস্থানের পূর্ব্ব ও পর সমর্থকেরা সে খুব সুখী হয়ে পড়বেন এ

হয়তো ইতিহাস স্বীকার করতে চাইবেনা”।

“কংগ্রেস নেতৃত্ব যে নির্দ্দোষ ও নিরঞ্জন এবং খুবই উচ্চস্তরের স্বাধীন রাজনীতি এ বিশ্বাস আমারো নাই, তবে অপরিচিত অপরিণত বাক্য বিশারদের নেতৃত্বের চেয়ে, ভাষার হাওয়ায় না উড়ে, যারা জাতির দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে পথ বেয়ে এসেছেন, কিছু বুদ্ধির স্থীরতা রাখতে পেরেছেন, দোষে হক অদোষে হক, সে আগুনে পুড়ে পুড়ে একটু খাঁটি ও হয়েছেন, কিছু অভিজ্ঞতা ও আছে, সাধারনতঃ তাদের বিশ্বাস করতে যাওয়া বোধহয় খুব অন্যায় হবেনা? তবে রাজনৈতিক সত্যকে অসত্য করে ভুলে অহিংসার কংগ্রেস পয়গম্বর মাঝে মাঝে দেশপ্রেমের যে ধনতান্ত্রিক অভিভাষন স্থুরু করে দেন, সেখানে গণবাদ নাই আছে শুধু আত্মার অহমিকা, এবং তার কথায় বার্ত্তায় প্রায়ই লক্ষ্য হয় যে ভদ্রলোক যেন ঈশ্বরের সঙ্গে ধর্ম্মের টেলিফোন খুলে তাকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছেন। দুঃখ ও হয় হাসিও পায়। বিরক্ত ও লাগে শ্রদ্ধা ও আসে। গনেশ পূজার মতন এই পয়গম্বরের পূজা না হলে কংগ্রেস নেতৃত্ব যে সমাজে অচল হয়ে ওঠে এ বড় দুঃখের। বর্ত্তমানের গুরুদেবের ভূমিকায় নেতৃত্বের গুরুগিরি স্বীকার করবার শিষ্যত্ব বোধ আমারো নাই। ডেমোক্রেসীর যুগে সর্ব্বস্থলে ও সর্ব্বব্যাপারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পৌত্তলিকতাকে আমিও পছন্দ করিনা। কেননা এর মধ্য দিয়েই রাজতন্ত্র ধনতন্ত্র ফুটে ওঠে ও ক্রমে ক্রমে অসহনীয় হয়ে পড়ে। কংগ্রেসের নেতারা যারা আজ দেশ শাসনের ভার গ্রহন করেছেন, তাদের বুদ্ধির দোষে ভুলের জন্য দেশের ক্ষতি হলেও এটুকু আমি খুবই বিশ্বাস করি, এবং আপনি হয়তো স্বীকার করবেন, যে তারা অনেকে তাদের ক্ষমতানুযায়ী ভারতের হিতাকাঙ্খী এবং তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা আছে, দেশপ্রেম আছে।” বিমল বললে।

“শিখণ্ডির মতন অহিংসা নেতৃত্বকে সামনে রেখে কংগ্রেস

যে পাকিস্থানের বিনিময়ে দেশ প্রেমের খাঁটি গেড়ে বসেছে অপরূপ বলিয়া উঠিলেন, তার ভবিষ্যৎ যে খুব উজ্জল এ মনে হয়না। সেই বৈশ্য অহিংস নীতির উচ্ছৃঙ্খলতা অনিয়মতা দেশকে খুবই ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। চোরকে সাজা দিতে গেলে সে উপোস করবে। বৌদ্ধেরক্ষাত্র অহিংস নীতির চেয়ে এর পরিনাম শুভ হবেনা। স্বাধীনতার রক্তের দেনা জাতিকে হয়তো সুধ সমেত শোধ করতে হতে পারে? মহত্মের কি মহামানবতার দোহাই দিয়ে জাতির জীবন ও রক্ত নিয়ে খেলা করবার কারো কি কোন অধিকার আসতে পারে? আজ বিদেশীও কংগ্রেসের পিট চাপড়াতে সুরু করেছে, তার নেতৃত্বের প্রসংসায় মসগুল, ও বড় বড সারফিকেট দিয়ে ফেলেছে, এর মোহে যদি পড়েন প্রকৃত মতলব কি তার অনুসন্ধানে না আসতে চান দুঃখ আরও বাড়বে; মতলবের ইস্তাহারে কোন বুদ্ধিমানই ভুলে যাননা। বিদেশীর পরে আমরা কিছু চাপ দিতে যেয়ে দেশকে হয়তো অবহেলা করি। রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর সৃষ্টিকরে কংগ্রেস যে তার ভবিষ্যৎকে খুব উজ্জল ও নির্ম্মল করেছে এ আমারো ঠিক বিশ্বাস হয় না। কংগ্রেস দলপাতিরা আজ দলের মধ্যে স্বাধীনতার বিতরন করতে ব্যস্ত। চর্ম্মচক্ষুতে এ যতই প্রিয় হকনা কেন নীতি হিসাবে এ কোনদিন সুখের হবেনা। দলগত স্বাধীনতার মোহে ভারত যেন জড়িয়ে পড়েনা। দলই যদি স্বাধীনতার নীতি হয়, দলের নামে দেশের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করছেন, তারাই যদি স্বাধীনতা রূপ দলীয় ধনের অধিকারী হয়ে ওঠেন, সে আদৌ শুভ হবেনা। গুণ্ডামীর ও ডাকাতির মনোবৃত্তি কি সেইরূপ নয়। স্বাধীনতার নামে এতে শুধু দলাদলির প্রতিযোগিতা চলবে। দেশের শাসন যন্ত্রের মধ্যে দলীয় ভাব কোন রকমেই ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়, তার কর্ম্মচারী গনকে সবসময়েই দল মুক্ত স্বাধীন রাখা উচিত, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার মতন দলীয়তা যেন বড় হয়ে না ওঠে।

দলীয় যোগ্যতায় বিচার করতে যাওয়া উচিত নয়। এ দলের কর্ম্মচারীকে ও দলের কর্তৃপক্ষেরা রাখতে চাইবেন না, এবং এই পরিস্থিতি কখন কোন জাতির পক্ষে শুভ হয় না। রাজ্য শাসনের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নীতি ও গুনগত বিচারই শ্রেষ্ঠ। গুনই মনুষত্ব। সরকারি কনট্রাক্ট ও লাইসেন্সের ব্যাপারে দলীয় ভাব যদি এসে পড়ে, সেই যদি প্রাধান্য লাভ করে সেখানে অশুভই লক্ষ্য হবে। দলবিভাগ বর্ণবিভাগের চেয়েও শ্রদ্ধাহীন হয়ে উঠবে। নামের পেছনে ছুটতে যেয়ে আমরা যেন কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে ভুলে না যাই। নাম করা লোকই যে সর্ব্বদাই সববিষয়ে কার্য্যক্ষম হন, এ বোধ হয় না"।

"দলবিভাগ বর্ণবিভাগের মতন অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি? তবে আমরা যেন ভুলে না যাই যে জাতির স্বাধীনতা নির্ভর করছে শক্তির উপর কর্তৃত্বের পরে নয়। বিমল একটু থেমে পুনরায় বলে উঠলে, দিল্লীর মন্ত্রি পরিষদে কোন দলীয় ভাব আজও প্রাধান্য লাভ করেনি এটা খুবই শুভ। এবং এইটুকু যে একদিন প্রাদেশিক অশুভতাকে নষ্ট করতে পারবে এ আশা কি হয়না"?

"যা বলেন" অপরূপ হাউ হাউ করে হেসে উঠলেন।

"স্বাধীন ভারতে আপনাদের অবস্থা অনেকটা যেন ত্রিশঙ্কুর মত হয়ে উঠবে, বিমল একটু হাসতে হাসতে বললে"।

"জমিদারীর কথা বলছেন সে তো রাজ্য শাসনের একটা অঙ্গ মহাশয়। অপরূপ বলিতে লাগিলেন, প্রজাকে দুঃখই দি আর কষ্টই দি, ব্যবসার নামে তাকে সর্ব্বসান্তঃ করতে চাইনা, খাদ্যের নামে বিষ বিক্রি করিনা, কি দুর্গাপূজার পাঠার মতন সকলকে ধরে এনে অর্থের হাড়ি কাটে বলিও দিতে যাইনা। মানুষের জীবনের কসাইখানা খুলে যারা ব্যবসা করে, তাদের জীবনের মুল্য দিতে যেয়েই কংগ্রেস আজ এতটা বিপন্ন। সাম্প্রদায়িকতার মতন আপনাদের ব্যবসায়ের ধনিকতা

প্রবল হয়ে উঠেছে। বাঙ্গালী যে এই ধরনের ব্যবসায় অগ্রনি হতে পারেনি সে শুভই হবে। দরিদ্রের অজুহাতে দেশপ্রেমের ঝুলি নিয়ে যারা ব্যবসায়ীর দ্বারে যাতায়াত করেন, তারা ভুলে যান, যে ধনীকে দেশ ও জাতিকে লুন্ঠন করবার হত্যা করবার প্রশ্রয় দিয়ে, ক্রোড় ক্রোড় টাকার বিনিময়ে দু চারটে কানাকড়ি আদাই করে নেওয়ার কোন মহত্ব নাই। — আমাদের মতন জমিদারের স্থান না থাক্ জমিদারীর স্থান একটা দেবেন নিশ্চয়"।

"দেশে যে খাদ্যের নামে অখাদ্যের সৃষ্টি হয়ে চলেছে, ভেজাল বাড়ছে, এই অবস্থার জন্য দায়ী শুধু ব্যবসায়ী নয়, আমাদের শাসন যন্ত্রের অকর্ম্মন্নতা ও উৎকোচ প্রিয়তা। রক্ষক যদি ভক্ষক হয় এর চেয়ে দুঃখের কি আছে বলুন। সস্তার লোভে ও তার মোহেতে পড়ে আমরা যে খাদ্যের সঙ্গে বিষ ক্রয় করে আনি এ দেখতে ভুলে যাই। বিমল একটু থেমে পুনরায় বলে উঠলে, যে প্রজার অর্থে আপনি বড়লোক তারা খেতে পায়না, রোগে পড়লে ডাক্তার জোটেনা, অথচ জমিদার বাবুর অসুকে তাদের অন্ত থাকেনা। প্রজা মেয়ের বিয়ে দিতে পারেনা, জমিদারের লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যায়। এই যে অসামঞ্জস্য এ প্রকৃতই খুব দুঃখের। নিজের স্বার্থের জন্য বুদ্ধিমান অত্যাধিক টাকা খরচ করতে লজ্জা পায়। দুঃখের সঙ্গে যাদের পরিচয় নাই তারা কি দুঃখীর প্রকৃত বেদনা বোঝে। আপনাদের দুঃখের অভিনয়ে অনেক মুগ্ধ হলেও দুঃখী তাতে ভোলেনা। অর্থের মধ্য দিয়ে মানুষের মস্তিস্কের যে বিকৃতি এসেছে আর উন্নতি তত হয়নি" ?

"আপনারই বা কি কম মশায়। কুলি না খেতে পেয়ে মরছে অথচ মালিকের ভোগের অন্ত নাই। আপনাদের ঐ বিদেশী ব্যবসা বিদেশী রাজনীতি দিনে দুপুরে ডাকাতি করছে। লক্ষ লক্ষ লোকের রক্তের বিনিময়ে আপনারা যে ধনিকত্বের মালিকত্বের দাবী করেন সে পশুত্ব

মাত্র। বলবেন টাকা লাগিয়েছি ভাল কথা, তার একটা বিচার সঙ্গত সুধ ধরে নিন, খাটছেন মাহিনা নিন্ তা না সর্ব্বস্ব গ্রাস করতে যাওয়া কি ভাল? লাভ হলে সবাইকে তাব অংশ দিন, লোকসান হলে সে যদি আপনাদের কৃত কর্ম্মের ফল না হয়, দশের ও দেশের হয়,, রিজার্ভ ফাণ্ড না থাকে, ক্ষমতানুযায়ি ও কর্ম্মনুসারে সকলেব কাছ হতে কিছু কিছু করে কেটে নিয়ে সেটা শোধ করে দিন, নতুবা লোকসানটা যতদিন পূর্ণ না হয় আপনাব মূলধনেব প্রাপ্য অংশ ছাড়াও লাভাংশ থেকে একটা অংশ কেটে রাখুন এবং শোধ করে দিন। জমিদারীকে এড়াতে যেয়ে আপনারা যে কল কারখানার ব্যবসাদারী করতে চাইছেন সে খুব শুভ হবেনা। কালে কালে দেখবেন সে জমিদাবীর চেয়েও ভীষণ হয়ে উঠেছে। অর্থ ইন্দ্রিয়ের মতন তার আসক্তি মানুষকে দুর্ব্বল করে তোলে। এব মধ্যেই জাতীয়করনের একটা ধুয়ো উঠেছে শুনতে পেয়েছেন তো? গর্ভরমেণ্টের কণ্টোলনীতির মতন জাতীয়করনেব পরিনাম একই হবে। দেশে চুরি হচ্ছে এই অজুহাতে দেশশুদ্ধ নর নারীকে নিয়ে কাটগড়ায় হাজির করবার কর্ম্মদক্ষতা ও নীতি খুব প্রশংসার নয়। যদি ও জাতীয়করনের ব্যাপার ধনতান্ত্রিক শোষনের প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমাদের দেশে যে আমরা মালিকের স্বার্থকে দেখতে যেয়ে শ্রমিককে ভুলে যাই, এবং শ্রমিককে দেখতে যেয়ে মালিককে অস্বীকার করে ফেলি, এবং এই সব গণ্ডগোলের মধ্যে দিয়ে দেশের স্বার্থ দশের স্বার্থ অথাৎ জন সাধারনের স্বার্থকে সর্ব্বদাই পদদলিত করি। দলগত, শ্রেনীগত, সম্প্রদায়গত, ডেমোক্রেসীর ভারে আমরা আজ দেশ ও জাতির ডেমোক্রেসীকে ভুলে যাই। ধনী ও শ্রমিকের মনস্তত্ব লক্ষ্য করলে দেখবেন যে শ্রমিক শুধু সংখ্যার ভারে তাঁকে দাবিয়ে দিতে চায়। ব্যক্তিত্ব বহুল বাঙ্গালীর জীবনে ব্যষ্টিত্বের সহযোগিতা প্রায়ই লক্ষ্য হয়না, তাই কি বাঙ্গালী পড়ে যায়? ব্যক্তিত্ব না থাকলে ব্যাষ্টির যেমন মূল্য থাকেনা

তেমনি শুধু ব্যষ্টিত্ব নিয়ে এ জগতে চলা যায় না। দুদিন পরে দেখবেন এক রাজনীতি ছাড়া দুনিয়ায় কিছু থাকবেনা। রাজনীতি চর্চ্চা না করলে খেতে পাবেন না, কোন রোজগার থাকবেনা। রাষ্ট্রের হাতে সর্ব্বস্ব তুলে দিয়ে, কি তাকে ধীরে ধীরে সর্ব্বস্ব গ্রাস করতে দিলে, নিজেদের যে কোন অস্তিত্বই থাকে না এ আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। সরকারী দপ্তরের কার্য্য ক্ষমতা, দক্ষতা, উৎকোচশূন্যতা ও জাতীয়তা যে খুব বড় এ কোথায়ো লক্ষ্য হয়না। স্বাধীনতাকে নাম মাত্র বাঁচিয়ে রেখে কথায় বার্ত্তায় সব কিছুতেই রাষ্ট্রের দাসত্ব করতে যাওয়া খুবই দুঃখের হবে। চোরের ভয়ে মাটিতে খেতে বসে, কি সংসার ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রের পেছনে পেটের অন্ন সাব দিয়ে দাঁড়াতে যাওয়া কোনদিন সুখের হবেনা। রোগের ভয়ে রোগীকে মারতে যাওয়া উচিত নয়। রোগের তারতম্য অনুসারে ঔষধের যেমন একটা তারতম্য আছে, তেমনি রাজনীতি জ্ঞাননীতি অর্থনীতি ও সেবানীতি। আপনি হয়তো বলবেন দশের স্বার্থকে ক্ষুন্নকরে একের স্বার্থের প্রাধান্য দিতে যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু ভেবে কি দেখেছেন একই আকাশতলে একই হাওয়ার কোলে একই বৃক্ষের নিম্নে ও শাখে কত না বাস করে" ?

"ব্যক্তিত্বের মধ্যে যদি আকাশের, বাতাসের, কি বৃক্ষের গুণাবলী লক্ষ্য হত বিমল উত্তরে বলিতে লাগিল, যার নিজের বলতে কিছুই নাই, সেখানে ব্যক্তিত্বের মূল্য আছে এ স্বীকার করে নিয়েই বলতে চাই যে দশের উপার্জ্জিত মূল্যে একের মূল্য বর্দ্ধন করতে যাওয়া উচিত নয়। ছেলে মেয়ের বিবাহ দেবার জন্য মানুষ যেমন ব্যস্ত হয় তেমনি অর্থকে ব্যবসার মধ্যে নিয়োগ করবার ব্যবসায়ীর একটা আগ্রহ জন্মে। ব্যবসা খারাপ নয়, তবে বর্ত্তমানের বিদেশী ব্যবসায়ের দিকে চাইলে, যারা অর্থের জিঘাংসা নিয়ে ব্যবসা করতে নামে, দেশের ভাল মন্দের পরে দৃষ্টিনাই, মানুষের পরে কোন দরদ নাই, হৃদয়ের বোধ

নাই, সেই কঙ্কাল সার ব্যবসার দিকে চেয়ে আপনি যা বলেছেন তা মেনে নিতে বাধ্য। আমাদের সবচেয়ে বড় দোষ হল যে আমরা নীতিকে বড় না করে নিজেদের মালিকত্বের অহমিকাকে বড় করে তুলি। আমি মালিক এই নীতির বশীভূত হয়ে পড়ি। টাকা আছে অথাৎ সব আছে এই দস্যু বৃত্তির প্রশ্রয় দিই। জমিদারই হন, ব্যবসাদারই হন, তার একটা নীতি আছে, আদর্শ আছে, এবং সে সবচেয়ে বড়। টাকার মূর্খ্যতার ভারে আমরা প্রায়ই তা ভুলে যাই। ইংলণ্ডের জমিদারী উচ্ছেদের সমস্যা দেখা দেয়নি কিন্তু ব্যবসাকে জাতীয়করনের চেষ্টা চলছে। হে মাতৃভূমি তোমার সমস্ত দোষ সত্বেও আমি ভালবাসি এই যে দেশপ্রীতি, ইংলণ্ডের নীতি, আমাদের দেশপ্রেমের মধ্যে প্রায়ই লক্ষ্য হয়না। ব্যবসা লাভ লোকসানের হিসাব। যারা ব্যবসায়ে শুধু লাভই দেখেন তারা ঠিক ব্যবসাদার নয়। যত বড় ব্যবসাই হকনা কেন সুখ দুঃখের মত লাভ লোকসানের প্রশ্ন তাতে জড়িত রয়েছে। অগ্রগামীর দল আজ প্রায়ই অধোগামী। গত পঞ্চাশ বৎসরের জাতীয়তার হিসাবে নিয়ে দেখবেন যে সে যেমন ভাল ও করেছে মন্দ ও করেছে, তেমনি মানুষের দোষ ত্রুটি ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে মানুষ এগিয়েছে কি পিছিয়েছে তাই আজ লক্ষ্য হওয়া উচিত" ?

"ভূমিতান্ত্রিক জমিদারীর উচ্ছেদ আনতে যেয়ে আপনারা যে রাজনৈতিক ও অর্থতান্ত্রিক জমিদারীর অবতারনা আনছেন সে খুব সুবিধার হবেনা। জমিদারের দোষে জমিদারীর উচ্ছেদ কি ভাল হবে? আপনাদের ডেমোক্রেসী কি রাজনৈতিক প্রধান্য নয়? রাজনীতি যদি অর্থনীতি সমাজনীতি প্রেমনীতি সকলের পরেই কতৃত্ব চাপিয়ে সর্ব্বে সর্ব্বা হয়ে পড়তে চায় সে কি ডেমোক্রেসী হবে? মানুষের সম অধিকার স্বীকার করে নিতে যেয়ে রাজনীতি যে অর্থনীতি সমাজনীতি এবং প্রেমনীতির স্বাধীনতা ও অধিকার কেড়ে নিতে চায় সে কি ডেমোক্রেসী

না অটোক্রেসী ? সম অধিকারের নামে আপনি যে মানুষের হাতকে শুধু উঁচুতে তুলে তার বাঁচবার অধিকারকে গ্রাস করতে চান এ খুবই দুঃখের। সত্যের নিদ্ধারন ঠিক ভোটে হয়না খাওয়া পরার বিচার হয়। ভোটকে সর্ব্বস্ব গ্রাস করতে দেবেন না দোহাই আপনাদের। ডেমোক্রেসীর মধ্য দিয়ে জাতীর শ্রেষ্টত্ব কেনদিন ফুটে বেরোয় না; তারা ও সব হাঙ্গাম পছন্দ করেন না। সংসারে মানুষের বেশে সবাই যদি মানুষ হত তবে দুঃখ থাকত না। রাষ্ট্রের হাতে সমাজ সভ্যতা ব্যবসা শিক্ষা দীক্ষা তুলে দিয়ে, তাকে সর্ব্বমঙ্গল ময় করতে যেয়ে দেখবেন যে প্রকৃত স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছেন। রাজনীতির বাড়াবাড়ি সব জায়গায় ও সব সময়ে ভাল হয় না। আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে রাজনীতি ভাবনীতি মায়ানীতি কি কল্পনাবাদ নয়। সে নিকচ বাস্তব। আমরা বড্ড আয়েশী হয়ে পড়েছি তাই সর্ব্ব বিষয়ে পরামুখাপেক্ষী। রাজনীতি মুখে ভাত না তুলে দিলে খেতে পারিনা। সর্ব্ব বিষয়ে চেয়ে থাকি রাজনীতির দিকে এবং সে ও সেই সুযোগে সর্ব্বদিক থেকে কর আদাই সুরু করেছে এবং সর্ব্বসান্তঃ করছে। আর কিছুদিন গেলে দেখতে পাবেন যে পাশ্চাত্যের ডেমোক্রেসী জগতের সমাজে অচল হয়ে এসেছে এবং নেতৃত্বের রাজত্বের লক্ষন দেখা দিয়েছে। ডেমোক্রেসীর কতৃত্ব অথাৎ ও বারো ভাতারের ঘর করতে কোন ভদ্রলোকেই পেরে উঠবেন না। দেশে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে সে ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষন, অপরূপ বলিয়া চলিলেন। রাজনীতিতে অর্থনীতিতে সমাজনীতিতে সর্ব্বদিক দিয়েই যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে সে খুবই দুঃখের। রাজনীতি যে নিজেই ভাল ভাবে দেখতে পায়না সে যখন অপর অন্ধের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় তখন হাসি পায়। আজ খেতে শুতে বসতে আমরা হরতাল করি। অফিসের বড়বাবু মুখ ভার করে কথা বলেছেন বলে ষ্ট্রাইক করি, রেলের ইঞ্জিন ড্রাইবারকে খুনের দায়ে ধরে নিয়েছে

বলে সম্প্রদায় বোধে ষ্ট্রাইক করি, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র শক্ত হয়েছে বলে ষ্ট্রাইক করি, এই যে নিদারুন আবহাওয়া, মর্ত্ততা, প্রতিবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা, একতার অপব্যবহার, ও ডেমোক্রেসীর অজীর্ণতা একি আপনার মূর্খ গণতন্ত্র অর্থাৎ পাশ্চ্যাত্যবাদ কোনদিন আয়ত্বে আনতে পারবে? নিজেদের হীন স্বার্থেকে অতটা বড় করে না তুলে, জনসাধারনের স্বার্থকে ক্ষুন্ন না করে, অথচ যে জনসাধারন তাদের সম্বল, তারা কি নিয়মসঙ্গত ও ভদ্রভাবে এর প্রতিকার করতে পারেনা? ভদ্রভাবে যদি প্রতিকার না হয় তখনই নোটিশ দিয়ে ষ্ট্রাইক করা উচিত। জনসাধারনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে, তাকে বিপন্ন করে, তার স্বার্থকে পদদলিত করে, গোটা কয়েক লোক নিজেদের জেদ ও খেয়াল বজায় রাখতে যেয়ে দেশে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে, সেই মূর্খ জনতন্ত্র ধনতন্ত্রের মতই নিন্দনীয়। শ্রমিক যদি নিজের স্বার্থই শুধু দেখে ধনী কেন দেখবেনা। ধনীর হৃদয় হীনতা পশুত্বকে দূর করতে যেয়ে নির্দিষ্ট সাধারনের হৃদয়হীনতা ও পশুত্ব কি খুব কাম্য? সংখ্যাধীক্যই কি এক মাত্র সত্য। আজ আমরা ধনতন্ত্র চাইনা, কিন্তু ধনতান্ত্রিক কে নয় বলতে পারেন! রাস্তার কুলির থেকে প্রসাদের মালিক অবধি সকলেই ধনতান্ত্রিক ও ধনের পূজাকরে। আঙ্গুর ফল টক এই যে শৃগাল নীতি সে কি মানুষের শোভা পায়। —এমন একদিন হয়তো আসবে যেদিন কৃষকেরাও হরতাল করবে, বলবে জমিচাষ করবনা; এবং সে ঝগড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যদি মরসুম কেটে যায় দেশের কি দশা হবে ভেবে কি দেখেছেন। এই যে উৎপাদনের হরতাল একি ভাল, একি মৃত্যু নয়? অহিংসা অহিংসা করে আমরা আজ পাগল হয়েছি, তার মাত্রা হারিয়ে ফেলেছি, দুর্ব্বলের মনে হিংসাই বেশি এ স্বীকার করে নিয়েই বলতে চাই, অহিংসা বরেন্য হলেও জীবনের সর্ব্বক্ষেত্র ও সর্ব্বসত্য নয়। অহিংসা প্রেমের অভিসার নয়, মস্তিষ্কের বেশ্যাবৃত্তি ও

নয়। জীবনের দিকে চেয়ে মনে হয় সামঞ্জস্য পূর্ণ হিংসারো প্রয়োজন আছে, সেই হয়তো রাজনীতি। মাতা পিতার শাসন হিংসা নয় প্রীয়তা। অহিংসার মূল উৎপাড়ন করে তার মস্তকে জল ঢালতে যাওয়ার মহত্বতা ঠিক বুঝতে পারিনা। আক্রমনাত্বক হিংসার আমি ও নিন্দা করি কিন্তু প্রতিরোধ মূলক হিংসার যে একটা প্রয়োজন আছে এ স্বীকার করি। সাধারন মানুষের পশু প্রবৃত্তিকে দাবিয়ে রাখতে হিংসাই সক্ষম। ব্যাঘ্রের সঙ্গে সর্পের সঙ্গে অহিংস নীতি নিয়ে এক আধজন আদর্শবান হয়তো বাচতে পারেন কিন্তু জন সাধারন মারা পড়ে। রাজনীতি চর্চ্চা করতে যেয়ে আপনি যদি ক্ষত্রিয়ত্ব ভুলে যান সে শুভ হবেনা। কেরানী ডেমোক্রেসী, কুলি ডেমোক্রেসী, সম্প্রদায় ডেমোক্রেসী, কি ডেমোক্রেসী বলতে চান, না তার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ডেমোক্রেসী আপামর সকল নর নারীর হৃদয়ের বোধ ও সহানুভূতি। ডেমোক্রেসী মানুষের একটা পরিচয়, হাত তোলার অভিনয় নয়। পাশ্চাত্যের সংখ্যা গরিষ্টের ডেমোক্রেসী আজ সংখ্যা লঘিষ্ঠকে উৎপিড়নেই ব্যস্ত। সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্ববিষয়ে এ লক্ষ্য হয়। সংখ্যার প্রাধান্য নিয়ে গুনের মূল্য দিতে আমরা চাইনা। ক্ষুদ্র সত্যকে নিয়ে মহৎ সত্যকে অস্বীকার করি। বেঙ্গাচীর তুলনায় সিংহের সংখ্যা কম কিন্তু বেঙ্গাচী কোনদিনও তার মহাত্ব বোঝেনা। একজন লোক যখন দশজন লোকের তুর্ভাগ্যের কারন হয়ে পড়ে সে যেমন তুঃখের, তেমনি দশজনে যখন একজনের হস্তারক হয়ে ওঠে সে কি খুব সুখের হবে? আজ রাজনীতিময় মূর্খের জগতে জ্ঞানের আলোচনা বাতুলতা মাত্র। রাজনীতি যেখানে হিংসা লুকিয়ে আছে সেখানে মহতের সন্ধান করছি। বেশ্যালয়ে ঢুকে সতী খুঁজছি। নিরামিসাসি ব্যক্তি যেমন আমিষের গন্ধে সরে যান তেমনি সজ্জন ও সৎ ব্যক্তি আজ মুর্খ রাজনীতির কবল হতে তুরে যেয়ে পড়েন"।

"আমারো মনে হয় প্রকৃত সৎ ও মহৎব্যক্তি আজ আড়ালে

যেয়ে পড়েছেন, বিমল উত্তরে বলিয়া উঠিল। সাধারনত একদল অযোগ্য ব্যক্তি যারা সময়োপযোগী ভাল অভিনয় করতে পারে, ভিড়কে ভাঙ্গিয়ে খেতে শিখেছে, বিজ্ঞাপনের জোরে কাটতি বাড়ায়, তারাই আজ সামনে এসে পড়ে। অশ্লীল বিজ্ঞাপনের মত এদের কৃতিত্বের বিজ্ঞাপন বটতলার খবর কাগজের মহলে খুবই প্রচলিত। অভিনয়ের যুগে একে এড়াতে অনেকেই পেরে ওঠেনা। ধনকে ঘিরে যেমন চুরি ডাকাতি হয়, মোসাহেবি চলে, তেমনি আজ ভাল লোক ও মহৎ লোককে ঘিরে একদল অসৎ লোক ও নকল নেতা যে বড় হয়ে পড়ে এ ভাববার বিষয়। ভাল লোক আজ যে পরিমানে দেশের ভাল না করেন তার অযোগ্য চ্যালাচামুণ্ডেরা তার শত পরিমানে ক্ষতি করে। ধনতন্ত্র যেমন চোর ডাকাতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তেমনি ভাল লোক ও মহৎ লোক আজ দেশে অনেক অসৎ নেতা ও উপনেতার সৃষ্টি করেছেন। ধর্ম্মের ভাণ্ডামীর মতন দেশপ্রেমের ভণ্ডামী আজ খুবই বেড়ে গিয়েছে"।

"আপনাদের দুর্ভাগ্যের মধ্যে আপনাদের স্বকৃত ও পরকৃত দুইই আছে"। অপরূপ বিমলের কথার উত্তরে হাসিয়া উঠিলেন।

"আপনাদেরো অংশ কম নয়" বিমল ও হাসিয়া ফেলিল।

"পাশ্চাত্য সভ্যতা ঠিক মদের সভ্যতা বললে হয়তো ভুল হবে; তাই বলতে চাই তার মধ্যে দৈহিক উত্তেজনা খুবই বেশি এবং একটা মাদকতা আছে। প্রাচ্য সভ্যতা থিয়েটারের মতন এবং প্রতিচ্য সভ্যতা বায়োস্কোপের মতন। থিয়েটারই বায়োস্কোপের সৃষ্টিকর্ত্তা। আপামর ডেমোক্রেসী স্থূল বিচারের যোগ্য কিন্তু সুক্ষ্ম বিচারের অধিকারী প্রায়ই হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্য দিয়ে যে ব্যবসা ফুটে উঠেছে, অথাৎ বিরাট কলকারখানার ব্যবসা তার মধ্যে ধনতন্ত্র লুকিয়ে আছে। অথচ ধনতন্ত্রকে এড়াতে যেয়ে সেই ব্যবসার খপ্পড়ে

পড়া অপরিমিতভাবে কি খুব শুভ হবে। মানুষকে বলি দিয়ে আজ আমরা ব্যবসার নামে যন্ত্রকে পূজা করি। ব্লাকমার্কেটের ট্র্যাজেড়ির পরে যারা ব্যবসায়ের অভিনয় করেন তারা মানুষের শত্রু। অথচ এদেরি দ্বারে টাকার থলের লোভে, দরিদ্রের অজুহাতে, দেশপ্রেমের নেতারা যেয়ে হাজির হন। যান্ত্রিক সভ্যতা মন্ত্র সভ্যতাব চেয়ে খুব শুভ হবে না। জগত আজ বদলাতে পারে কিন্তু তার সত্য চিরকালই এক থাকে। যারা প্রকৃত সত্যের পূজারী ছিলেন তাদের আদর্শ তাদের নীতি কোনদিন ভ্রান্ত হবেনা। ত্যাগী কোনদিন শোষক হয় না, হয় ভোগী। ভারতের ত্যাগের ইতিহাসে যারা বরণীয়, আমাদের দুর্ভাগ্যের মূর্খ্যতার মধ্যে দিয়ে, সেই মহাত্যাগীর দল, ভারতের মুনিঋষি, আজ অত্যাচারী শোষক নামে পরিচিত। ছোট শিশুর হাতে স্বর্ণখণ্ড তুলে দিলে সে যেমন তার মর্য্যদা রাখতে চায় না, পারেনা, তেমনি ভাবে তারা ত্যাগের মূল মন্ত্রকে, জ্ঞানগ্রন্থকে, যার তার হাতে তুলে দিতে চাননি, অধিকারী বোধ গড়ে তুলেছেন। তারা গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন পূজারী ছিলেন না"।

"ঝড় বৃষ্টির উপর, বিমল বলিয়া উঠিল, মানুষের যেমন হাত নেই তেমনি দেশের আবহাওয়া। ঝড় বৃষ্টির সৃষ্টি পৃথিবীই করে, তেমনি দেশের আবহাওয়া আমাদের কর্ম্ম পরিচয়। জল ঝড়ের জন্যই মানুষ সংসার খোঁজে ঘরবাড়ি বানায়, তেমনি দেশের আবহাওয়ার হাত হতে বাঁচতে হলে সমাজকে অবলম্বন করতে হয়। বন্দনের মধ্য দিয়ে যে আনন্দ সেই তো প্রেম। বন্দন যাদের গলার মালা, প্রেমের ফুল শর্য্যা, তারাই এ জগতের প্রেমিক। আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি হয়, তেমনি মানুষের হৃদয়ের আকাশে যদি কামনা না থাকে, সে তো শুষ্ক ও মলিন হয়ে ওঠে। একের মধ্যে বহুর বিকাশ যদি সম্ভব হয়, বহুর মধ্যে একের বিকাশ অসম্ভব হবে কেন" ?

"একতন্ত্রতার মূলে আজ যে গণতন্ত্র দেখা দিয়েছে এ প্রকৃতই কষ্টদায়ক। সংখ্যা গরিষ্টের সপ্নবিভোর পাশ্চ্যাত্যের গণতন্ত্র সংখ্যাল্পকে যে অস্বীকার করতে চায় এ শুভ হবে না। এমন দিন আসছে যেদিন পশু ও মানুষের পাসে এসে দাঁড়াবে ভোটের জন্য, সমতার অজুহাতে। সেদিন পশু মানুষ হবে না মানুষ পশু হয়ে উঠবে। ভোটেরো কি একটু তারতম্য নাই? শিক্ষীত অশিক্ষীত মহৎ সয়তান যুবক ও বৃদ্ধের মূল্য একই নিদ্ধারণ করতে যাওয়া কি সবসময়ে উচিত হবে? আপনি হয়তো বলবেন এ ভেদাভেদ ভাল না যত গণ্ডগোলের। ভেদের সৃষ্টি যদি শক্তি না হয়ে দুর্ব্বলতা হয় সে মন্দ আমিও বলি। বৈজ্ঞানিক ভেদাভেদের মধ্য দিয়ে যা সহজ ও স্বাভাবিক তাহাতে ভালই হয়। গণতন্ত্রের মধ্যে বেঙ্গাচীর উৎপাদকতা টেনে আনলে ফল খুব শুভ হবে না। কালে কালে বেঙ্গাচীই একদিন মানুসের কর্ত্তা হয়ে উঠবে। দেশের জন্য আমরা আজ সব করেই আনন্দ পাই ভাল কথা, এমন কি সাধ করে নরহত্যা করতেও ইতস্ততঃ করি না। যে কোন কর্ম্মের আগে কি পেছনে আজ দেশ শব্দটি থাকলে, আমরা কাজ যতই নীচ ও ঘৃণিত হক না কেন করতে গর্ব্ব পাই। এই পাশ্চ্যাত্যের রাজনীতি। ধর্ম্মের জন্য মানুষ মানুষকে হত্যা করলে আমরা আজ তার নিন্দা করি কিন্তু দেশের জন্য করলে বাহবা দি। একই গান তবে সুরের একটু তারতম্য আছে। এ যেন সেই কুয়োর থেকে উঠে পুকুরে পড়ার মহত্ব। দেশের জন্য নারী যদি আজ চরিত্র হারায়, বেশ্যা হয়ে পড়ে, ঘর ছাড়ে, তাতেও প্রশংসা আছে নিন্দার কিছুই নাই। এই যে পাশ্চ্যাত্যবাদ এ কোন দিন শুভ হবে না। প্রত্যেক বস্তুর একটা সীমা আছে তা ছাড়িয়ে গেলে মানুষ মানুষ থাকে না হয় জানোয়ার নয় মহামানুষ। দেশের নেতারা বিদেশ হতে দেশপ্রেমের যে স্মাগলিং সুরু করে দিয়েছেন অর্থাৎ অনৈতিক বেআইনি ও অজাতীয় যে

আমদানি করছেন এর ফল খুব শুভ হবে না। সমাজতন্ত্রের নামে আপনারা সব পাগল হয়ে ওঠেন তার মর্ম্ম কি বোঝেন? হিন্দুর বর্ণবিভাগ, যৌথ পরিবার, বিবাহ ইত্যাদি, এর মধ্যে কি সমাজতন্ত্র নাই বলতে চান। পাশ্চাত্যের দৃষ্টি মুগ্ধ রাঙ্গা ফল তুল্য নাবালকেরা আজ আপনাদের শ্রদ্ধার বস্তু। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। রাজার দৃষ্টিতে, ক্ষত্রিয়ের চক্ষে, রাজনৈতিক মর্য্যদায় কোন বিভাগই লক্ষ্য হয় না; আইনের চক্ষে সবাই সমান, রাজা প্রজা নাই, এই সব কাগজের কলমের ভাষায় আপনারা ভুলে যান, চেয়ে দেখেন না বাস্তব জগতে কি চলছে? মূর্খের তো সূচের মত একটা ফুটো আছে কিন্তু শিক্ষিতের গর্ব্বে যারা দেশপ্রেমের মূখ্যতায় ভেষে ওঠেন চালুনীর মত তাদের ছিদ্র অনেক বেশী। প্রেমের মন্দিরে কামনার আগুন জ্বেলে আপনারা যে নরনারীর খোঁজে বেরিয়ে আসেন এ খুবই বেদনাদায়ক। দশচক্রে ভগবান ভূত এই যদি আপনাদের ডেমোক্রেসীর সত্য বোধ হয়, নীতি হয়, সে মূর্খতার প্রশ্রয় দিতে আমি চাই না। উদারতাব মর্য্যদা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মধ্যে নাই আছে শুধু স্বার্থের ক্ষুন্নতা ও দৈন্নতার সমাবেশ। আপামর সকল লোকের বুকেই জ্বলছে অসীম কামনার বহ্নি, ধনতন্ত্রের পিপাসা, সবাই আজ রাজা প্রজা কেহই নয়। গণতন্ত্র বর্ত্তমানের সওদা হলেও যারা তাকে সর্ব্বতন্ত্র মনে করেন তারা ভুল করেন। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনটি ও রাজনৈতিক ক্রিমিনালকে কি এই গণতন্ত্রই সৃষ্টি করেনি? বেশ্যার প্রলোভনের মত এব প্রলোভনে অনেকে পড়েন ও পড়ছেন। আমার ভয় হয় পাশ্চাত্য গণতন্ত্রতা ভারতকে যেন তার সনাতন সর্ম্মান থেকে অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী করে না তোলে। ভারতের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতা এমন কি জগতের সে সংখ্যা লঘিষ্টের দান যদিও সংখ্যা গরিষ্টের জন্য উৎসর্গিত। রাজনীতি প্রজানীতি সর্ব্বনীতি নয়। রাজনীতিকে মাথায় তুলে নাচতে যাওয়ার

মূর্খতা অজ্ঞান ও অন্ধকারেই লক্ষ্য হয়। রোগ হয়েছে উকিলের কাছে গেলে যেখন রোগ সারেনা, তেমনি সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্বভাবে রাজনীতি চর্চ্চা করতে লজ্জা আসে ও দুঃখ পাই। রাজনৈতিক কতৃত্ব, রাজনৈতিক অর্থ; রাজনৈতিক ধর্ম্ম, আজ আমাদের বড় দুঃখদায়ক অবস্থায় পরিনত হয়েছে। ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়ে খেতে যারা ওস্তাদ তাদের ধর্ম্মের তহবিল বিশ্বের ভাণ্ডারে শুন্য হতে দেরি হয়না। তেমনি মূর্খ রাজনীতি। ধর্ম্মের নামে যাদের বিচার বুদ্ধি লোপ পায়, হিংস্র পশুর মত মানবের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারা ভুলে যায় মানুষ পশুর খাদ্য হলেও সে মানুষের চেয়ে বড় নয়। এই ধরনের রাজনীতি ও দেশবোধ খুবই দুঃখের। রত্নাকর বাল্মিকী হলেও সে ব্যক্তির প্রশ্ন ব্যষ্টির প্রশ্ন নয়, এবং পত্নীত্বের ঔদার্য্য ঘেরা এই যে জাগৃতি এ ভারতের একটি বিশিষ্টতা"। অপরূপ চুপ করিলেন।

বিমল বলিয়া উঠিল, "বিদেশী গণতন্ত্রের যুগে একতন্ত্রের প্রাধান্য সর্ব্বক্ষেত্রেই ফুটে উঠেছে। গণতন্ত্র অনেকটা ভূয়ো অছিলা মাত্র। বাস্তব জগতে সধারনতই সেই মুষ্টিমেয় লোকের প্রাধান্যই দেখা যায়। রাজা যেমন প্রজার দোহাই দিত তেমনি গণতন্ত্রের দলপতিরা দশের ও দেশের দোহাই দেয়। আমাদের ডেমোক্রেসীর সূত্র পাঠে আমরা মুগ্ধ না হয়ে তার কর্ম্মবলির হিসাব নেওয়া উচিত। ডেমোক্রেসীর নামে জগতে যে দল বৈষম্য বর্ণ বৈষম্য ফুটে উঠেছে এ দুঃখের। রাজনীতির হাতে জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব তুলে দিতে যাওয়া যেমন ভুল, তেমনি অর্থনীতি। শিক্ষায় দীক্ষায় সমাজ সভ্যতায় রাজনীতি অর্থনীতি ও সমাজনীতির সর্ব্বত্র গণতন্ত্রের মুখোস পরা একতন্ত্র ও সর্ব্বতন্ত্র লক্ষ্য হয়। অর্থময় জগতের এ সব অর্থের খেলা। অর্থ আজ এ জগতের শ্রীকৃষ্ণ তার লীলার অন্ত নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্রের নামে আমরা শিউরে উঠি, কিন্তু জ্ঞাননীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ও সেবানীতির

নামে মুখর হই। ঈশ্বরের জায়গায় খোদা বললেই আজ আমাদের জাত যায়। এই যে নামের বিড়ম্বনা এ আমরা প্রায়ই এড়াতে পারিনা ও তাই দুঃখ পাই। রাজনীতি মনে করে সেই সব, সর্ব্বভৌম, অর্থনীতি মনে করে সেইসব, রাজনীতি তার মোসাহেব ও পেয়াদা মাত্র, এই যে পরিস্থিতি অথাৎ একতন্ত্রবাদ এ প্রকৃতই দুঃখের। এ যেন সেই ধর্ম্মান্তর বাদের মতন ভীষন হয়ে উঠতে চায়। ব্যক্তি যেমন ব্যক্তির পরে কতৃত্ব চায়, জাতি জাতির পরে, তেমনি রাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি সকলেই সকলের পরে কতৃত্ব চাপিয়ে, নিজের বিশিষ্টতা ভুলে যেয়ে যে গণতন্ত্রের সৃষ্টি করেছে যে গণতন্ত্র নয়। পাশ্চ্যাত্য ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে আমরা যে কুলি মজুরের অস্পৃর্শতার সৃষ্টি করেছি এর মধ্যে তো রামচন্দ্রের চণ্ডাল মৈত্রতা নাই। মানুষ মেশিন নয়, এবং মানুষকে যন্ত্র করে গড়ে তুলে শুভ হবেনা, এ পাশ্চ্যাতের সভ্যতা ভুলে যায়। বৈদেশিক দৃষ্টিতে আমাদের বর্ত্তমানের ব্যবসাবোধ যতই মধুর হক না কেন প্রকৃত সাম্যভাবের বহু দূরে। বৈদেশিক পাশ্চ্যাত্য সভ্যতার সবচেয়ে বড় দোষ হল যে তার অপরিমিত সাম্যতার চিৎকার, অথাৎ সব এক। এ হৃদয়ের সাম্যতা নয়, জ্ঞান নয়, শুধু খানিকটা দীন ব্যাবহারিক সাম্যতা। রাজনীতি অর্থনীতি, নরনারী, গরু ঘোড়া, সমাজ সংস্কার এর মধ্যে কোন ভেদ নাই তারতম্য নাই, এ ক্ষেত্রে বিশেষে স্বীকার্য্য হলেও স্বীকার্য্য নয়। মূল এক হলেও ওদের প্রকাশের তারতম্য আছে পরিচয়ের বিভিন্নতা আছে। হৃদয়ের সাম্যতা যদি না থাকে যা হিন্দু সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য শুধু খানিকটা ব্যবহারিক সাম্যতা, চোখের সাম্যতা, সাম্যতা নয়। এ যেন প্রাণহীন দেহ। একত্বের মধ্য দিয়ে বহুত্বের যে বিকাশ পরিনয় ও পরিচয় সেই তো সৃষ্টি। একত্বের বাড়াবাড়ির মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের অনৈক্যতা আরও ফুটে ওঠে। জগতের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ভেদাভেদের মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে রাজনীতিতে

অর্থনীতিতে যে ভেদ ও মিলন সেই তো সৃষ্টি। রাজনীতি যদি অর্থনীতির সহযোগে গর্ভধারন করে, এবং অর্থনীতি যদি রাজনীতির সহবাসে গর্ভবান হয়ে পড়ে, স্বাভাবিক মিলন হয়, কামজ না হয়, অবিচার অত্যাচার ও ব্যভিচার না হয়; পরস্পরের আকাঙ্খিত হয়, উভয়ের অস্তিত্বের পরিমান ঠিক থাকে, সেখানে শুভই আসে। মিলনের স্থিতি তো ভেদাভেদকে নিয়ে একত্বের বিনিময়ে। সকল ধর্ম্মের সত্য ও তার আত্মা এক হলেও তার পরিধানের ও পথের তো একটা বিভিন্নতা আছে। কোনটা বা গ্রাম্য পথ পাঁড়াগেয়ে রাস্তা, কোনটা বা সহরের পিচঢালা সড়ক, আর কোনটা বা পার্ব্বত্য পথ। এই তারতম্য যদি একত্বের মধ্যে না থাকে সেখানে সৃষ্টির অস্তিত্বই লোপ পাবে। মূর্খতাপূর্ণ একত্বের বাড়াবাড়ি নিয়ে সৃষ্টি হয় না ধ্বংস আসে। ব্যবহারিক জগতে অনেক সময় সৃষ্টির বিভিন্নতা ও ভেদাভেদ তার শক্তি ও শোভা। গরু, ঘোড়া, ছাগল, এ পশু হিসাবে এক হলেও এর কি একটা তারতম্য নাই? ঝরনার মধ্য দিয়ে যেমন নদী ফুটে ওঠে তেমনি সৃষ্টির ভেদাভেদ"।

বিমলের কথা শেষ হতেই অপরূপ বলিয়া উঠিলেন 'পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির কিছু উন্নতি লক্ষ্য হলেও তার কি অবনতি নাই বলতে চান। সনাতন পুরাতন কোন এক সমাজের চারটি পুত্রছিল। নাম ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র। এরা স্বভাবনুযায়ি সমাজের এক একটি কর্ম্মগ্রহন করলে। সাধারন সংসারের মতন কেউবা ডাক্তার হল, কেউবা ওকালতি করতে লাগল, কেউবা দোকান খুলে বসল, এবং কেউবা চাকরী করতে গেল? এবং এদের মধ্যে দিয়ে সেই সমাজে কালে কালে শত সহস্র পুত্র কন্যার উৎভ্রব হল, এটা অনেকটা স্বাভাবিক, অনেকটা অস্বাভাবিকতা আছে, অসংযমের পরিনাম ও আছে। তারা তখন সবাই মিলে সেই সমাজ নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে

লাগল, এবং সেই বিরাট সমাজ ভাগ বাটোয়ারার মধ্য দিয়ে ছোট হয়ে পড়ল। এ স্বাভাবিক গতি প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু যারা সেই সমাজকে অক্ষুন্ন রাখতে যেয়ে তাকে নিবংশ দেখলে সুখী হতেন তাদের বুদ্ধির বলিহারী। ধর্ম্মের বিভিন্নতা যদি এক হয়, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম যদি জ্ঞানের দৃষ্টিতে এক হতে পারে, তখন হিন্দুর বর্ণবিভাগ যে কেন এক হবেনা এ বুঝে পাইনা। অখণ্ডের মধ্যে খণ্ডের উৎপত্তিই তো সৃষ্টি এবং খণ্ডের সে বোধ থাকা চাই। ভারত সেই দিনই তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল যেদিন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সুদ্র প্রভৃতি তাদের স্ব স্ব বর্ণের বিভিন্নতা ও বিশিষ্টতা নষ্ট করে ফেলেছিল। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ মনোভাব প্রবল হয়েছিল, কি বৈশ্য কি সুদ্র মনোভাব ফুটে উঠেছিল। বর্ণের বিশিষ্টতাই হিন্দুকে বড় করেছিল। হিন্দুর শিক্ষা সভ্যতায় যদি কিছু মহৎ থাকে সে তার এই বর্ণ ও আশ্রমের দান"।

"সাধারন মানুষ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত বিমল উত্তরে বলিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করেই তাদের বিচার বুদ্ধি। গণতন্ত্রের মধ্যে তাই ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য খুবই লক্ষ্য হয়। সে বর্ত্তমান বহুল। আমি ডেমোক্রেসীর পালোয়ান নই, এবং সে দৃশ্যে অনেক ক্ষেত্রে দুঃখও পাই। আমরা একদিন হয়তো দেখতে পাব পাশ্চাত্য গণতন্ত্র দেশের ধর্ম্ম সমাজ ও সংস্কার সমস্তই গ্রাস করে ফেলেছে। আমাদের আপনার বলতে কিছুই নাই, আছে অত্যাচার অবিচার ব্যভিচার আর অনুযোগ। কলের কুলির মতন, কি রাস্তার ভিখারীর মতন, আমরা শুধু রাষ্ট্রের পেছনে ঘুরে মরছি। কায়া ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিদেশী গণতন্ত্রের মূলে আছে অভাব স্বভাব নয়, তাই অনেক সময় মনে হয় যে তার হাতে রাষ্ট্রকে তুলে দিতে যাওয়া স্বাধীনতা না পরাধীনতা? এ যেন দূর দৃষ্টিতে দেশের স্বাধীনতা বিদেশীর হাতে তুলে দেওয়া মাত্র।

সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র এসব কি পূর্ব্বকালে আমাদের চিন্তার বাহিরে ছিল বলতে চান, তবে তার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি ছিলনা। আমরা যে সমাজতন্ত্রের উপাসক হয়ে পড়েছি এ শুধু আর্থিক ব্যাপার, এবং মস্তিকের কৃপনতা ও অজীর্ণতা। রাষ্ট্রশক্তিই এক মাত্র শক্তি নয় তার বাহিরেও আমাদের শক্তি ছিল এ আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। রাজাকে উচ্ছেদ করতে যেয়ে যে রাজনীতির আমরা চর্চা করে চলেছি সে রাজারি মতন একদিন অত্যাচারী হয়ে উঠবে। পাশ্চাত্যের রাজনীতি আজ অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মস্তিষ্কের ও ব্যক্তিত্বের বেশ্যাবৃত্তি মাত্র। সে সর্ব্ব-শক্তিমান ও সর্ব্বমঙ্গলময় নয়। যাকে যে আজ যতটা শোষণ করতে পারে তাকেই সে ততটা ভাল মানুষ মনে করে। রাজনীতি যদি সমস্ত স্বাধীনতার উৎস হয়ে পড়ে সে খুব ভাল কথা, কিন্তু সে যদি সকল স্বাধীনতাকে নষ্টকরে নিজে ফেঁপে ওঠে সে দুঃখের। ধনতন্ত্রের মতন এই যে স্বাধীনতা এ কোনদিন মঙ্গলের হবেনা"।"

"ভারতের কাছে নূতন কিছুই নয় অপরূপ উত্তরে বলিতে লাগিলেন। জড় বিজ্ঞানের বোধ তার ও ছিল তবে তার ভোগের বিশ্লেষন চায়নি। ভারতের গণতন্ত্রতা সমাজতন্ত্রতা প্রাধান্য লাভ করেছিল গ্রামে, সে ছিল মানুষের হৃদয়ের রূপ, কৃষ্টির রস, সে ফুটে উঠেছিল তার চিন্তায় ও কর্ম্মে, পরিচয়ের বেশে, অভিনয়ের বেশে নয়। এখন সে হয়েছে সহরের হট্টগোল, অর্থের রূপ, এবং সেই অর্থ তৃষ্ণাই আজ জগতকে এতটা দুঃখী ও দরিদ্র করে ফেলেছে। বনের সৌন্দর্য্য কি সহরের ছাঁদের পরে ফুলের টবের মধ্যে পাওয়া যায়? সহর আজ অনেকটা আন্দামানের মতন সমাজদ্রোহের আবাসস্থল ও প্রেমের লুকোচুরির জায়গা, অর্থের লীলাক্ষেত্র। সহরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ধনতন্ত্রতা, গ্রামে তা অল্পবিস্তর লক্ষ্য হলেও প্রাধান্যহীন। মানুষ গ্রাম ছেড়ে এসেছিল সে অনেকটা গ্রামেরো দোষে. তার দীনতা নীচতা ঈর্ষা

দ্বেষ ও মোড়লীপানার জন্য, রোগের ভয়ে, পেটের দায়ে, সহরে তা ফুটে উঠতে আর বোধহয় দেরি নাই"।

"বিদেশী গণতন্ত্রের যে দৃশ্য বাঙ্গালায় ফুটে উঠেছে সে খুবই দুঃখের। অপরূপ বলিতে লাগিলেন রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি সর্ব্বক্ষেত্র হতেই সে বিতাড়িত। বাঙ্গলা সকলের কিন্তু বাঙ্গালী কাহারো নয় এই যে মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে এ বাঙ্গালীর পক্ষে খুব চিন্তার বিষয়। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীকে যারা ভিন্ন চক্ষে দেখেন তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মতন নিন্দনীয়। এ যেন দেহহীন আত্মার অবস্থা। আমাদের দেশের অর্থ সবাই ভালবাসে কিন্তু আমরা কাহারো নই, এই দুভার্গ্যের বোঝা বাঙ্গালী যে আর কতদিন বইতে পারবে ভাববার বস্তু। হুজুকে বাঙ্গালী প্রেরনার বশে বৈদেশিক রাজনীতির প্রভাবে চাকবি চাকরি করে যে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল সে কি শোযন করতে না শোষিত হতে? ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতন বাঙ্গালী শুধু ভারতবাসি বলে নয় বাঙ্গালী হিসাবে ও জগতে তার একটা পরিচয় আছে। বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার মূলে বাঙ্গালী, সেই ভারতের চক্ষুশূল। কেরানী শিক্ষক ডাক্তার ও উকিলের ভূমিকায়, অথাৎ মানসিক কুলির ভূমিকায়, প্রেমের হরিজনের ভূমিকায়, বাঙ্গালী যা সারা ভারতে গড়ে তুলেছে তাহাই আজ বাঙ্গালীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও পদদলিত করতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। বাঙ্গালী যেন আজ ও বাঙ্গলায় তার এই দুঃখের দিনেও ফিরে আসে। তার অতিতের প্রভাবকে সে যেন মন থেকে ছিড়ে ফেলে দেয়। সে যেন ভুলে না যায়, ডেমোক্রেসীব যুগে দেশের লোকের মধ্যে যা ফুটে ওঠে, তা সেই দেশের সরকারে পৌছাতে দেরী হবেনা। নপুংসকের মধ্যে যেমন নারীর প্রভাব বেশি, তেমনি একদল তথাকথিত শিক্ষিত লোকই সম্প্রদায়বাদ ও প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করে, কিন্তু ধীরে ধীরে

তা জনসাধারনের মধ্যে রোগের মত না ছড়িয়ে পারে না। যে সব হতভাগ্য বাঙ্গালী বিদেশী শিক্ষার মোহে, জোনাকির আলোকে, ঘরের স্বর্ণখণ্ডকে উপেক্ষা করে অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, চাকরির মোহে পথ ভুলেছিল, তারাই আজ বাঙ্গালীকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে। এরা যদি বাঙ্গলায় থাকত, বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর সংখ্যা কমত না, ও তার সাম্প্রদায়িক অঙ্গচ্ছেদের কোন প্রশ্নই উঠতনা। বিদেশীকে শুধু দোষ দিতে যেয়ে বাঙ্গালী নিজের দোষ যেন ভুলে না যায়। অশিক্ষার মধ্যে দিয়ে যেমন আঁকাড়া চাউলের মতন সাম্প্রদায়িকতা ফুটেবেরোয়, তেমনি কুশিক্ষার অজির্ণতা প্রাদেশিকতাকে গড়ে তুলে। সমগ্র ভারতের লক্ষ্য হল বাঙ্গলা, অথচ সেখান হতেই বাঙ্গালী যে কেন বাহিরে যেয়ে পড়েছিল এ বড় দুঃখের। কলিকাতার প্রাধান্যতা শুধু ভারতে নয় এশিয়া ও জগতের মধ্যে ফুটে উঠেছে, সেখানে সে যে স্বতসর্ব্বস্ব এ ভাববার বিষয়? নানা দেশের ভাবধারা ও নানা প্রদেশের কর্ম্মধারার মধ্য দিয়ে, সংমিলনে, কলিকাতায় যে সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে এ লক্ষ্য করবার বিষয়। টাকা ধার দিলে যেমন মিত্রের সঙ্গে ও শত্রুতা হয়, তেমনি ভাবে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর দুভার্গ্যের ও অঙ্গহানীর মধ্যদিয়ে যে সব প্রদেশ গড়ে উঠেছে তারাই আজ বাঙ্গালীকে যে উচ্ছেদ করতে ব্যস্ত হবে এ খুবই স্বাভাবিক। বাঙ্গালীর এই অবস্থাকে লক্ষ্য করেই বিশ্বকবি রবিন্দ্রনাথ হয়তো গান গেয়ে গিয়েছেন "পাগল হইয়া বনে বনে ঘুরি কস্তুরি মৃগ সম আপন গন্ধে মম"। বাঙ্গালীর বিদ্যা বুদ্ধি এই কস্তুরি মৃগতুল্য ভারতের বনে ছড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দুর সংস্কৃতি স্বীকার করে নিয়েছে যে বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে। বাঙ্গালী যদি শোষক হত তবে বাঙ্গলার বুকে দারিদ্রতার বোঝা আজ এত ভীষন হতোনা। দুধ কলা দিয়ে সাপ পোশবার সখ তার দেখা দিতনা। বাঙ্গালীর মধ্যে ব্রাহ্মণ মনোভাবই প্রবল। ভারতের ব্রাহ্মণ যে যথা

সর্ব্বস্ব ছেড়ে, ধন সম্পত্তি স্ত্রী সুখ ভোগকে এড়িয়ে যেয়েও আজ বর্ত্তমান সভ্যতার চক্ষে অত্যাচারী ও শোষক বলে পরিচিত হতে পারেন, তখন বাঙ্গালীর আর দুঃখের কি থাকতে পারে? বাঙ্গলার ঐশ্বর্য্য বাঙ্গালীকে বড বিপন্ন করে তুলেছে। দেশ বিদেশের বহু চোর ডাকাতের ব্যবসায়ের অভিনয়ে সে আজ বিপর্যস্ত, এবং এরা যে গুণ্ডা আইনের বহির্ভূত এ অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় না। এদের অহমিকা বঞ্চনা প্রতারনা ও মূর্খতার প্রভাব সাধারন বাঙ্গালী এড়াতে পারেনাই বলেই বিদ্যা বুদ্ধির ও মহত্তার ক্ষেত্রে হতে বাঙ্গালী যেন আজ একটু পিছিয়ে পড়েছে। বাঙ্গালী যদি তার আত্মভোলা ভাব না ছেড়ে আত্ম প্রতিষ্ঠায় যত্নবান না হয় সে দুঃখই পাবে। বাঙ্গালী প্রতিবাসী বিমুক হক, অভারতীয়ের মত কাজ করুক, অশিক্ষার পরিচয় দিক, কি পাকিস্থান নীতির, মূর্খতা গ্রহন করুক এ কেহই চায়না, কিন্তু সে যেন তার ব্যক্তিত্বের ভ্রান্ত অহঙ্কারকে পদদলিত করে, তার শ্রেষ্ঠত্ব ভাবের একটা সংযম এনে, তার চপলতা ও শ্রম বিমুকতাকে দুর করে, অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব এডিয়ে নিজের পায়ের উপরে দাঁডাতে শেখে। ভিক্ষুকের কর পাত্র করে দিল্লীর মজলিসে যেয়ে দাঁড়াবার লোভ সে যেন ছেড়ে দেয়। বণিকের মান দণ্ড দেখা দিল রাজ দণ্ড রূপে রবিন্দ্রনাথের এ উক্তি সম্বন্ধে সে যেন একটু সতর্ক হয়। বাঙ্গালী যেন শুধু কামনা না ছড়িয়ে সাধনা আনে। বাঙ্গালী ভদ্র ও শিক্ষিত এ যদি সত্য হয় সেখানে অর্থের প্রাধান্য যে কমে আসবে এ খুবই স্বাভাবিক। ভাবপ্রবনতাই জগতের উন্নতির মূলে। এখানেই মানুষের ব্যাক্তিত্ব শ্রেষ্ঠত্ব গড়ে ওঠে। আগ্রার তাজমহল, টেমস নদীর সুড়ঙ্গ, ইজিপ্টের পিরামিড, কালীদাসের মেঘদূত, ভাব প্রবনতার সংগ্রহ। বাঙ্গালী ভাব প্রবন এ জন্য সে যেন চিন্তিত না হয়ে, তার উন্নতি ও সংস্কৃতি আনে। দুঃখ যে পায়নি সুখ তার ছেলে খেলা, তাই মনে হয় দুঃখের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী যেন মহৎ হয়।

বাঙ্গালীকে যারা ভীরু বলে বিপ্লবী বাঙ্গালার সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় নাই। শস্য শ্যামল বাঙ্গলা দেশে বাস করে, সুমধুব বাঙ্গলা ভাষায় প্রতিপালিত হয়ে, বাঙ্গলার উদার সমাজের আলো ও বাতাসে, বাঙ্গালীর মধ্যে যে প্রকৃত কোন মারাত্মক ভেদ আছে এ মনে হয়না। সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে তাহলে বিশ্বাসঘাতকতা মিরজাফব কবত না করত মীরমদন ও মোহনলাল। শষ্য শ্যামল বঙ্গদেশে লোক না খেতে পেয়ে মরছে, দুর্ভিক্ষ আসছে, অথচ সিন্ধুর মরুভূমিতে তার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। এই যে রাজনীতি এই আজ বাঙ্গালীর অনেক দুঃখের মূলে। বাঙ্গলার নদি নালা মজে চলেছে সেদিকে কারো দৃষ্টি নাই. সেজন্য সামান্য টাকা নাই, অথচ সিন্ধুর মরুভূমিতে ক্রোড ক্রোড টাকা খরচ করে অস্বাভাবিক নদী নালার সৃষ্টি করে ফেলেছি। বাঙ্গালার প্রশ্নে হয়তো হিন্দু নাই মুসলমান নাই খৃষ্টান নই সবাই এক। বাঙ্গলার উন্নতিতে সকলেরি উন্নতি। বাঙ্গালীকে সর্ব্বক্ষেত্র হতে সরিয়ে নিয়ে তাকে চাকরীর নাগ পাসে বেঁধে বৃটিশ চেয়েছিল তার রাজত্বের ভিত্তিটা সুদৃঢ় রাখতে, এই জন্যই বৃটিশ শাসনের মধ্য হতে বাঙ্গালীর প্রাধান্য যেদিন কমে এসেছে সেই দিন হতেই ভারত স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলেছে? বর্ত্তমানের বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী এবং একশত বৎসর আগেকার বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীকে যদি কেউ লক্ষ্য করেন তবেই বুঝতে পারবেন বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী শোষক না শোষিত। খাদ্যাভাব স্বাস্থ্যাভাব, সম্পদহীন আবস্থা, লোকহীন গ্রাম, ভগ্ন পরিত্যজ্য অট্টালিকা, এই যে শশ্মানের আবহাওয়া বাঙ্গলার বুকে ফুটে উঠেছে একি শোষকের না শোষিতের চিহ্ন? ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আজ আমাদের শত্রুর দৃশ্য লক্ষ্য হয়? কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রিত্বের মধ্যে ও যে তা দেখা দেয়নি একি আপনি বলতে চান? কংগ্রেস যদি সতর্ক ও দৃঢ় না হয় সাম্প্রদায়িকতার মতন প্রাদেশিকতা ও একদিন

তাকে গ্রাস করতে চাইবে। প্রাদেশিকতা ব্যক্তিগত ব্যাপার। পাকিস্থানের মতন সে যেন নীচতা ও দীনতার সৃষ্টি না করে। মানুষের জীবনে গুণের মূল্যই বেশী এ যেন বাঙ্গালী ভুলে না যায়"।

বিমল উত্তরে বলিতে লাগিল "রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ও সেবানীতি এ এক একটি সতন্ত্র বস্তু ও সীমাবদ্ধ। চোরকে দমন করতে রাজনীতির দরকার আছে কিন্তু চৌর্য্যনীতি রাজনীতি নয়। উচ্ছৃঙ্খল অর্থনীতিকে দমন করতে রাজনীতির প্রয়োগ লক্ষ্য হলেও রাজনীতি অর্থনীতি নয়। কমুনিষ্ট ভ্রাতাদের এটুকু ভালভাবেই জানা উচিত। রাজনীতি শুধু অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার দৈহিক ভাব দমন করতেই সমর্থ হয় মানসিকভাবে অসমর্থ। অনেক সময় তাই ভাল ফল দেয় না হিতে বিপরীত হয়। রাজনীতির মূল অর্থই হল রক্ষা করা, সে সর্ব্বভাবের উৎপীড়ন হতেই দেশ ও জাতিকে রক্ষা করা। বালক বালিকার মতন সর্ব্বতোভাবে রাজনীতি সম্বল রক্ষানীতি অনেক ক্ষেত্রেই শুভ হয় না। উচ্ছৃঙ্খল রাজনীতিকে দমন করতে মনুষ্যনীতি এমন কি সর্ব্বনীতির প্রয়োগ ও লক্ষ্য হয়। ভাই-বোনের মতন স্বাভাবিক ব্যবধান ভেঙ্গে দেওয়া উচিত নয় তবে অস্বাভাবিক ব্যবধান ভাল নয়। ভারত যতদিন না তার সেই পুরানো স্বাভাবিক বর্ণ বিশিষ্টতার মধ্যে ফিরে না যাবে, এবং পরস্পরের মর্য্যদা ও সীমানা রক্ষা করতে না শিখবে, ততদিন তার প্রকৃত উন্নতি নাই। গাড়ি বড় কি ইঞ্জিন বড় এ নিয়ে তর্ক করতে যাওয়া মূর্খতা। ইঞ্জিনের মতন গাড়ীর ও একটা বিশিষ্টতা আছে। গাড়ি প্রাণহীন হলেও সে ইঞ্জিনকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ হিন্দু সমূদ্রের ঢেউ বিশেষ। হিন্দু ক্ষেত্রের মাটি বিশেষ। এর মধ্য দিয়ে সে চেয়েছিল তার শক্তি ও পূর্ণতা। ব্রাহ্মণের মূর্খ আভিজাত্যের এবং অজ্ঞান শূদ্রত্বের দরুন তার মধ্যে অস্পৃশ্যতা এসে ঢুকলেও তার মূলতঃ সত্যকে

অস্বীকার করবার মত সাহস আমার নাই। ভেদ সে সৃষ্টির একটি অঙ্গ। চোক কান নাক মুখের ভেদের মধ্য দিয়েই দেহের সৃষ্টি; হিন্দুর সর্ব্বত্রই বিচারের একটা প্রাধান্য লক্ষ্য হয়, এমন কি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারের মধ্যেও সে নিবিষ্ট রয়েছে। দেহের ভেদ সে ভেদ নয় অভেদ, দেহের প্রত্যেক অঙ্গের একটা স্বীকৃতি। খৃষ্টানেরা গো মাংস এমন কি শূকর মাংস খায় তাদের সঙ্গে এ নিয়ে হিন্দুর কোনদিন ঝগড়া হয়নি, তাদের গীর্জ্জার সামনে দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যেতে তাদের রাজত্বে সে কোন দিন বাঁধা পায়নি, অথচ অন্যের সঙ্গে এ নিয়ে ঝগড়া হয় কেন? এ কি ভেদের পরিনতি না অসহিষ্ণুতা ও রাজনৈতিক দালালীর ফল? নারী চরিত্রের কুটনীতি প্রসিদ্ধ বৃটিশ রাজত্বের অবসান দুশ বৎসরের মধ্যে ফুটে উঠলে ও এর প্রভাব এখন ও যেন ক্ষুন্ন হয়নি? পাশ্চ্যাত্য সভ্যতার মূল কেন্দ্রই হল অর্থ বিমল বলিয়াই চলিল! এই অর্থ প্রাধান্যতা আজ আমাদের বহু দুঃখের মূলে। অর্থের ধর্ম্ম, অর্থের সভ্যতা, অর্থের ব্যবসা, শিক্ষা দীক্ষা ও রাজনীতি, এই যে অর্থময় জীবন এ খুব সুখের নয়। ছেলে বাপকে ভালবাসে শ্রদ্ধা করে, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে এ সব প্রায়ই আজ আর্থনীতিক ব্যাপার। ধনের আধিপত্য আমরা সকল ক্ষেত্রেই স্বীকার করে নিতে যেয়ে আজ এতটা বিপন্ন। এই বিরাট অর্থবাদকে লক্ষ্য করলে মনে হয় "অর্থ ধর্ম্ম অর্থ কর্ম্ম অর্থহি পরমোস্তপঃ, অর্থেরি প্রতিমাপন্নে প্রীয়ন্তেঃ সর্ব্ব দেবতাঃ"। পাশ্চ্যাত্য সভ্যতার এই যে মনোবৃত্তি এ খুবই দুঃখের ও অশান্তির। উৎকোচ অর্থ প্রাধান্যতারই ফল। ধনীর তরপ থেকে উৎকোচ অত্যাচার অবিচার ও ব্যভিচার ক্রয় করে তোলে। আজ টাকা দিয়ে মানুষের কাছ হতে তার ধর্ম্ম কর্ম্ম জাতীয়তা শিক্ষা দীক্ষা মনুষত্ব সবই কেড়ে নেওয়া যায়, এর চেয়ে দুঃখের আর কি পরিনতি হতে পারে? আজ আমরা আকাশে উড়ছি, বাতাসে গান

শুনছি, এবং এই দৈহিক আনন্দের দিকে চেয়ে মন ও প্রাণের পঙ্গুতায় বড় দুঃখ পাই। দরিদ্রের পরে আজ আমরা অনেকটা দরদী হয়ে উঠি যেহেতু তার ভোটের সংখ্যার জন্য, নিজের কতৃত্বের খাতিরে দরিদ্রের দুঃখের জন্য নয়। এ শুধু একটা কানাকড়ি ফেলে দিয়ে লক্ষ টাকা রোজগারের ব্যবস্থা। ডেমোক্রেসী পরস্পরের সহানুভূতি ও সহযোগের সমাবেশ ও পরিপূরণ। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রবাদের মূলে ফুটে উঠেছিল রাজার চরিত্রহীনতা, দীনতা, নীচতা, কিন্তু প্রাচ্যের সম্রাজতন্ত্রের মূলে ছিল পরস্পরের সহানুভূতি বিশ্বাস ও সেবা। পাশ্চাত্যের সমাজবাদ অর্থনীতি মাত্র কিন্তু প্রাচ্য তাকে অতটা সীমবদ্ধ করতে চায়নি। বর্ত্তমান জগতের দলাদলির জাতীয়তা ও গণতন্ত্রবাদ সুবিধার হবে না। জাতি বিভাগের চেয়ে এই যে পার্টি বিভাগ এ দুঃখের হয়ে দাঁড়াবে। ভূমিক্ষেত্রে কৃষক যেমন নানা ধরনের চাষবাস করে, তার একটা মরসুম আছে; জমির উপরেই মানুষ তার ঘর বাড়ি পথ রচনা করে, সেইরূপ মনুষ্যক্ষেত্রের কৃষকের ভূমিকায় আমরা যদি তাকে শষ্যশালী ও পল্লশালী ও উর্ব্বর না করে তুলি, সেখানে যদি ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে গড়ে না চলি সে কি দুঃখের হবেনা? জমিতে চাষ না হলে যেমন দুর্ভিক্ষ আসে তেমনি মনুষ্যক্ষেত্রেরো আজ সেই অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে। মানব জমিনকে পতিত রেখে জাতি বাঁচতে পারে না। মহতের প্রেম ভালবাসা এখানে বর্ষার মতন কাজ করে এবং শাস্ত্রাদি নদি নালার মতন তাকে সিক্ত করে তোলে। ভূমিতান্ত্রিক জমিদারীর মতন আজ অনেকে এই মনুষ্যক্ষেত্রের অর্থতান্ত্রিক ও ধর্ম্মতান্ত্রিক জমিদারী করতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। ভূমিতান্ত্রিক জমিদারের তুলনায় এই মানবতান্ত্রিক জমিদারের উচ্ছৃঙ্খলতা ও উৎপিড়ন কম নয়? নদীতে যেমন বন্যা আসে তেমনি এক এক জন মহাপুরুষের জ্ঞান ও প্রেমের বন্যায় যে কত মনুষ্যক্ষেত্র উৎক্ষিপ্ত ও বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে সে ভাববার কথা।

সাগরের মধ্য হতে দ্বীপের যেমন সৃষ্টি হয় তেমনি ধ্বংস সাগরের অরাজকতার কারুকার্য্যের মধ্য দিয়ে এই সব মহান মনুষ্যক্ষেত্রের উৎদ্ভব প্রায়ই লক্ষ্য হয়। মানুষমাত্রেই মনুষ্যক্ষেত্রের কৃষক। দেহ তার ভূমি, প্রবৃত্তি তার লাঙ্গল. প্রেম উর্ব্বরতা, এবং জ্ঞান ভক্তি ধর্ম্ম কর্ম্মের বীজ ফেলে আমরা যে ফসল চাই তার একটা সামঞ্জস্য না থাকলে অনেক সময় ক্ষতি হয়। ডেমোক্রেসীর হাঁসপাতালে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক ডাক্তারের আজ অভাব নাই, বড় বড় ফরমূলা নিয়ে তারা সব ছোটাছুটি করছেন, তবে ঔষধ নাই। আমাদের ডেমোক্রেসীর বোধ আজ এত প্রবল হয়ে পড়েছে যে ভারতীয় অধিবাসীর মধ্যে শতকরা আশি জন চাষবাস করে খেলে ও কৃষিবাসী হলেও তাদের কথা আমরা একটু চিন্তা না করে, কলের শ্রমিককে নিয়ে মেতে উঠেছি, এবং তার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছি। বাঁধাধরা ফিভার মিকশ্চারের মতন বৈদেশিক সমাজতন্ত্রের মিকশ্চার ঢেলে দেশ যে বড় হয়ে উঠবে এ মনে হয় না। দেশে আজ যে বীরত্বের অভিনয় চলেছে মূর্খের জগতে সে তুফান তুললেও ফল ভাল হবে না। অতিতকে আমি ভালবাসি, বিশ্বাস করি, সে আমার সৃষ্টির মূলে, আমার পিতামহ প্রপিতামহ, তবে তার প্রাধান্যকে সব জায়গার সব সময়ে স্বীকার করতে পারি না। এই এরোপ্লেনের যুগে আমি যদি এখন গরুর গাড়ি করে অফিসের এনগেজমেণ্ট রাখতে বেরোই কি দেশব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্রকে পরিদর্শন করতে যাই সে কি বুদ্ধিমর্ত্তা হবে? সময়ের অপব্যবহার হবে না? জ্ঞান ভক্তি প্রেম ও শিল্পকলা এ মনুষ্যক্ষেত্রজ, একে নষ্ট করে শুধু ভূমিকেন্দ্রকে নিয়ে ম'তলে কি মানুষ বাঁচতে পারে। মানুষ্য ক্ষেত্রকে অবলম্বন করেই ভূমিক্ষেত্র দাঁড়িয়ে থাকে। মানব ভূমিকে অবহেলা করে কর্ম্মভূমি বাঁচতে পারে না। কৃষ্টির উদ্ধতার মধ্য দিয়ে আমরা হয় তো একদিন দেখতে পাব, দেশ ও জাতির বিভিন্নতার

মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে সেই একত্বের ছবি, এবং সমস্ত জগতটা যেন ক্ষেত্রজ মনুষ্যের একটা ষ্টেট, একটা গর্ভরমেণ্ট, ও একই লোকের ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণ। এবং এই হবে ধর্ম্মের সত্য"।

বিমলের কথার উত্তরে অপরূপ বাবু বলিয়া উঠিলেন "বেশ কিছুই বলেছেন। সত্যিই খুবই বিচারযোগ্য। জাতীয়তা আজ আমাদের একটা ভূয়ো শব্দ মাত্র। সেখানে শুধু কুলির পরে জোর দিতে যেয়ে আমরা যে গোটা দেশটাকেই ভুলে চলেছি এ মনে হয় না। ভারত যে কৃষিপ্রধান দেশ এ প্রাকৃতিক। প্রকৃতির এই প্রভাব শুধু ভারতের ক্ষেত্রে নয় হৃদয়েও রয়েছে। আজ আপনি যদি বলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্রের রাজত্ব স্থাপন করব লোকে আপনাকে ধরে মারবে, কিন্তু যদি বলেন কিষাণ মজদুরের কি কেরাণীর রাজত্ব স্থাপন করব খুব বাহবা পাবেন। এই যে শ্রেণীবিভাগ, এই যে ক্ষুদ্র দৃষ্টি, এই যে সঙ্কীর্ণতা এ অপরিনত মস্তিষ্কে খুবই ভাল লাগে। শ্রমিক যদি তার স্বার্থকেই আকড়ে পড়ে থাকে অপরকে দেখতে না চায়, ধনী কেন তা করবে না। এই যে স্বার্থের দর কসাকসি ধনী ও দরিদ্রের নামে, এর মধ্যে প্রকৃত জাতীয়তার বিকাশ হয় না। আমাদের জাতীয়তা বোধ যদি পরিষ্কার হত ভারতের সমস্যা এত প্রবল হয়ে উঠত না। ঈশ্বর এক এবং একই সত্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান তাই বলে গোলাপ ফুল আর ধুতরা ফুল শীত ও গ্রীষ্ম এক নয়। গুণের ও প্রকাশের একটা পার্থক্য আছে। যে ভেদাভেদ মানুষ সৃষ্টি করে ও অস্বাভাবিক সে মন্দ, কিন্তু যে ভেদাভেদ জন্মগত কর্ম্মগত ও গুণগত, প্রকৃতি সৃষ্টি করে সে মঙ্গলের। যারা মানুষের মধ্যে ভেদ এনে, জাতি বিভাগকে আক্রমন করে, কাফের বলে, অথচ ঈশ্বরের একত্বের দাবী করে সে কি ভুল করে না? সৎ হক অসৎ হক কোন রকমে দলটা ভারী হয়ে উঠলেই আপনারা সত্যবাদী ও নেতা হয়ে পড়েন এবং শাসনের নামে

শোষণ করতে চান। কুলি মজুরের সংখ্যাধিক্য নিয়ে সংখ্যাল্পের ক্ষতি করতে যাওয়া সর্ব্ববিষয়ে উচিত নয়? ধনতন্ত্র যদি নিন্দিত হয় তবে এই ধরনের নেতৃতন্ত্র ও নিন্দিত। অর্থের মতন দেশপ্রেমের ভাষার নোট ইনভেষ্টমেণ্ট করে আপনি যদি ধনীর মতন নেতা হয়ে পড়েন সে খুবই দুঃখের। আমরা যতদিন দলাদলি ও ভেদাভেদ না ছেড়ে ব্রাহ্মণ হরিজনকে না ভুলে বলতে শিখব ভারতে মানুষের রাজত্ব স্থাপন করব, সীমার মর্য্যদা রাখব, দুঃখ যাবে না। ধনীর কলকারখানার কুলি মজুরের মতন নেতৃত্বের দেশপ্রেমের কুলি মজুর হয়ে আমরা খুব লাভবান হব না"।

অপরূপের কথা শেষ হতেই বিমল বলে উঠল "আমি তাই শশুর মহাশয়কে প্রায়ই বলে থাকি যে আপনার মালিকত্ব যদি ডেমোক্রেসীর রাজনীতির মতন অনেকটা কনষ্টিটিউশনাল হেড এ না যেয়ে দাড়ায়, অথাৎ রাজাদের মতন শুধু শাসনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বে পরিনত না হয়, নিজেদের অহমিকা ও নীচ স্বাথকেই বড় করতে চান, তবে ব্যবসা বেশীদিন চলবে না। এ হয় তো দাস প্রথার মত আইন করে বন্ধ করে দিতে হবে। ভেদাভেদ ও তারতম্যের দোহাই দিয়ে আপনাদের পেটটা যে একটু মোটা এ যুক্তি আর টিকবে না, বিদেশী রাজনীতির মত সংখ্যাল্পের ভেদাভেদের দোহাই আর খাটবে না। ব্যবসায়ের ট্রাষ্টি হয়ে পড়ুন"।

"তবে একটা কথা অপরূপ বলিয়া উঠিলেন যে জগন্নাথ দেবের মতন ঠুটো প্রেসিডেণ্টের সৃষ্টি করে অথচ যে দেশের ও জাতির সব চেয়ে গন্যমান্য ব্যক্তি, এক ধরণের ডেমোক্রেসী যে খুব লাভবান হতে পেরেছে এ মনে হয় না। রাজা ও প্রেসিডেণ্টের মধ্যে কি কি তফাৎ নাই? রাজাকে প্রাণহীন করার চেয়ে ডেমোক্রেসীর প্রেসিডেণ্টকে যদি শাসনযন্ত্রের মধ্যে নির্ব্বান ও নিষ্কর্ম্মী করা যায় সে খুবই দুঃখের।

আপনাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তা আজ খিচুড়ী বানিয়েছে, তবে তার মধ্যে কাঁকড় এত বেশী যে অতিরিক্ত নুন ও ঝালের প্রশ্নই ওঠে না। এক ক্লাস ধনতান্ত্রিক আছে যারা সর্প ও ব্যাঘ্রের চেয়েও হিংস্র, এদের সঙ্গে কোন আপোষ চলে না চলতে পারে না, কিন্তু যত বড় শ্রমিক নেতাই হক না কেন, সে যদি এদের দরবারে দেশপ্রেমের টাকার থলি কুড়িয়ে বেড়ায়, অথাৎ যাহা নির্বিকার ঘুস ভিন্ন আর কিছু নয়, তাদের পরে বিশ্বাস রাখতে যাওয়া কখনই উচিত নয়। সমাজের দুঃখী মেয়েদের ছেড়ে বেশ্যার পরে অত্যাধিক প্রেম দেখাবার মহত্বের রহস্য বুঝতে কারো দেরি হয় না। ১৯৪২ সালের কংগ্রেসের কাজের মধ্যে ফুটে উঠেছিল প্রস্তাব পাশ করে জেলে যেয়ে বসে থাকা। কোন নেতার নেতৃত্বে ভারত জাগেনি, জনসাধারণের নেতৃত্বেই নেতাদের কাণ্ডজ্ঞান এসেছে। বিদেশী আজ হয়তো ভারত ছেড়েছে, তবে ছাড়েনি তার প্রভাব, তার শাসনতান্ত্রিক নীতি, এ সম্বন্ধে যেন ভারত সজাগ হয়। বাচনিক নেতৃত্বের মোহ আমাদের খুবই বেশি এবং এ বড় ভয়ানক হতে চলেছে। চাকরী ছেড়ে দেশপ্রেমের ব্যবসা খুলে বসলেই সে ত্যাগি হয়ে পড়ে না? স্বাধীনতার সততা ও চরিত্রতা প্রায়ই লক্ষ্য হয় না। আমরা অর্থনৈতিক ব্যবসায়ী দস্যুর কাছে যাই, তার কাছে হাত পাতি, তার বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত হই, শুধু দরিদ্রের দুঃখ মোচন করতে, নিজের আরামের জন্য নয়, এই যে কংগ্রেস প্রবোধ এ কি কোন নীতি ও আদর্শের মধ্যে পড়ে না মহত্বের সয়তানি মাত্র। হতভাগ্য ভারত আজ মেকি মালের কারবারে যে বড় হতে চায় কিন্তু পারবে না। অহিংসার নামে ধনতন্ত্রের প্রশ্রয় দিয়ে কংগ্রেস যে নর হত্যার সৃষ্টি করে চলেছে সে ভয়াবহ হবে। বেশ্যার যুক্তি তর্ক নিয়ে সভ্যতা গড়ে ওঠে না। পঞ্চাশ বৎসর আগের কংগ্রেসের কার্য্য-কলাপ পড়লে আপনারা আজ যেমন হাসতে থাকেন তেমনি

পঞ্চাশ বৎসর পরে আজকের কংগ্রেসের কার্য্য-কলাপেও আপনাদের বংশধরেরা হেসে উঠবে। আমাকে যদি কেউ এসে বলে, আপনি রাজা হবেন স্বর্গের লোভ দেখায়, আমি এই সব নেতা সম্বন্ধে খুব সতর্ক হয়ে পড়ি, এবং কেউ যদি শুধু দুঃখই দেখাতে চান একটু মুসড়ে পড়ি, কিছু সুখ ও দুঃখের মিশ্রনে যা ফুটে ওঠে সেটুকুকেই আমি সত্য মনে করি। নারী যেমন সকল পুরুষকেই তার যৌবন ইন্দ্রিয়ের বশীভূত রাখতে চায়, ধনী ও ঠিক সেই রূপভাবে অর্থের প্রয়োগ করে''।

• "এ কথা ঠিক বলেছেন বিমল বলে উঠল। কুলিকে যারা স্বর্গের লোভ দেখাচ্ছেন এবং ধনতান্ত্রিককে নরকে টেনে নিয়ে যেতে চান এদের মধ্যে দেশের হিতাকাঙ্খী কেহই না। ধনতান্ত্রিককে কুলির অধিকার দিতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। মানুষের মধ্যে যেমন চোর ডাকাত খুনী আছে, ব্যবসায়ের মধ্যেও আজ তাই দেখা দিয়েছে এ খুবই দুঃখের। পল্লীতান্ত্রিক ভারতীয় জীবনে সহরতান্ত্রিক বিদেশীয় ব্যবসা যে ঠিক খাপ খায় না এ আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। ব্যবসা মানুষের একটা সংযোগক্ষেত্র, বাঁচবার প্রশ্ন, অহিংসার বিলাসভূমি, সেখানে যে হিংসা আজ খুব মারাত্মকভাব ধারন করেছে তাহা স্বীকার করে নিয়েই বলতে চাই ব্যবসায়ীর দোষে ব্যবসাকে উচ্ছেদ করলে চলবে না"।

"কিন্তু জমিদারকে তো উচ্ছেদ করতে চান। আজকে উঠি অনেক সময় নিয়েছি আপনার" অপরূপ বিদায় নিলেন।

৯২

সন্ধ্যার পর অপরূপ বাবুর স্ত্রী ও শাশুড়ী ভবতারিণীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। অপরূপ বাবুর শাশুড়ী ক্ষমাসুন্দরী দেবী ভবতারিণীকে নমস্কার করে জামাতার তরপ থেকে ত্রুটি মার্জনা চাহিলেন। ভবতারিণী প্রতিনমস্কার করে তাদের বসতে অনুরোধ করে বলে উঠলেন "আমাদের কিছুই কষ্ট হয়নি। খোকার যেমন কাণ্ড। আপনারা না জেনেশুনে কি করেই বা চাবি দেবেন" ?

ভবতারিণী লেখার মুখের দিকে চেয়ে বললেন "এটি বুঝি আপনার ছেলের বৌ"।

"না আমার মেয়ে অপরূপ আমার জামাই হয়"।

"আপনারা অনেক দিন কাশীতে আছেন শুনলাম"।

"আজ্ঞে"।

গ্রীষ্মকালে বড় কষ্ট হয়" ?

"চলে যায়"।

"আপনার ছেলেমেয়ে কয়টি"।

"হয়েছিল অনেকগুলি, তবে মেয়ের মধ্যে এই বেঁচে আছে আর তিনটে ছেলে চাকরি বাকরি করছে। বড় ছেলের কাছেই এতদিন ছিলাম"।

"আর কতদিন থাকবেন" ?

"দেখি বাবার কি ইচ্ছা হয়" ?

"বাবা কি আপনার মত ধার্ম্মিক লোককে সহজে ছাড়বেন ভেবেছেন" ?

"আপনাদের বাড়ি" ক্ষমাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন।

"যশোহর" ?

"গ্রাম"।

"বিশালপুর"।

ক্ষমাসুন্দরী একটু ইতস্ততঃ করতে করতে বললেন "আপনি রামতারন ডাক্তারকে চেনেন" ?

"আমার স্বামী হন"।

"আমার এই মেয়েব সঙ্গে আপনার ছোট ছেলের বিয়েব সম্বন্ধ হয়েছিল মনে আছে ? আমাদের বাড়ি পার্ব্বতীপুবে"।

"আপনি তাহলে জীতেন্দ্রীয় বাবুর স্ত্রী" ?

"আজ্ঞে"।

"কর্ত্তা শুনেছিলাম মেয়েব বিয়ে খুব বড ঘরেই দিয়েছিলেন" ?

"বড় ঘর হলে হবে কি জামাইএর যা শরীর, রোগ লেগেই আছে, দিব্যি ছেলে আপনাব। কর্ত্তার খুব ইচ্ছা ছিল তবে ভাগ্যে নেই হবে কি করে" ?

"ছেলে তখন কিছুতেই বিয়ে করতে চাইলে না"।

"আজকালকের ছেলে-মেয়ের এই তো দোষ সময়ে কিছুই করবে না। আগে ছিল পেটের থেকে পড়লেই বিয়ে দাও আর আজ বুড়ো হলে ও বিয়ে কববে না সবই বাড়াবাড়ি। এই সব অদায়িত্বের মধ্যে শুনি দায়িত্ব বোধ নাকি বাড়ছে" ?

"আপনার মেয়েও তো বেশ" ?

"হলে হবে কি অদৃষ্ট। বিয়ে না দিলেও নয়, দিয়েও কি নিস্তার আছে ? ভাল পাত্র তো পাওয়াই দায়, সবই প্রায় ফুটো, বিয়েব পরে

বিয়ের জল বেশি দিন থাকতে চায় না"।

"যখন যা গতি। কণ্টোলের চাউলের মতন না খেয়েও তো উপায় নাই"।

ক্রমে ক্রমে খাওয়া দাওয়া শোওয়া পরা পূজা পার্ব্বণ ইত্যাদির বিশদ আলোচনা সাঙ্গ করে ক্ষমাসুন্দরী মেয়ের সাথে বিদায় গ্রহন করে চলে গেলেন।

৯৩

রাস্তায় একদিন অপরূপ বাবুর সঙ্গে বিমলের দেখা হয়ে গেল। অপরূপ বিমলের পিঠে মৃদু চপেটাঘাত করে বললেন "কেমন আছ ভায়া" ?

"এক রকম ভালই আছি"।

"কোথায় চলেছ"।

"একটু বাজারের দিকে"।

"তাড়াতাড়ি তো নাই" ?

"আজ্ঞে না" ?

"চল তোমায় খানিকটা সহর ঘুরিয়ে আনি"।

"বেশ চলুন"।

চলবার পথে অপরূপ বিমলকে বলে উঠলেন "বিজয় লোকটি বড় ফুর্ত্তিবাজ অথচ তুমি যেন কেমন কেমন" ?

"যার যা স্বভাব"।

"স্বভাব ঠিক হয় ভায়া কোথায়ো কিছুর অভাব আছে"।

"হতে পারে" বিমল হেসে উঠল।

"তোমার মত বয়েসে আমরা কি না করেছি। গন্ধমাদনের খোঁজে হিমালয় ঘাড়ে করে এনেছি, দেশটা চষে ফেলেছি"।

"আপনারা শক্তিবান পুরুষ"?

অপরূপ একটি বাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিমলকে বললেন "বিজয় আগে কাশীতে এসে ওখানে একবার করে রোজই যেত। তখন উপরে একটি মেয়ে থাকত সুন্দর গান গায়। তোমার বিশেষ ওদিকে বুঝি ঝোঁক নাই"।

"আজ্ঞে না"।

"মাতৃগর্ভের বাহিরে তুমি এখনও জ্ঞানগর্ভে রয়েছ? এই তো তোমাদের সময়। এসব ব্যাপারে আর জড়াবে কবে। বুড়ো হয়ে নাতিনাত্নী হলে? বাজার হাট না করলে যেমন সংসার চলে না তেমনি প্রেমের মধ্যে সওদাও তো চাই"।

"এই বয়সে কি আর পাগলামী ভাল লাগে"।

"কি এমন বয়েস হয়েছে তোমার। অপরূপ একটি গলির দিকে চেয়ে বললেন এটি হল কাশীর প্রেমের অতিথিশালা অথাৎ সব তীর্থের সার নারী তীর্থের পার এখানেই হতে হয়"।

"আপনি কাশীর সব কিছুর সংবাদ রাখেন দেখছি, তবুও যদি আপনার স্ত্রী অতটা সুন্দর না হতেন"?

"এর মধ্যে আবার স্ত্রীকে টানছেন কেন। স্ত্রী যেখানে আছে সেখানে তাকে থাকতে দিন। সে কি সুখে নাই বলতে চান। দিব্বি খাচ্ছে দাচ্ছে যা চাইছে পাচ্ছে তার দুঃখটা কিসের। আপনার লাখ টাকা আছে বলে আর টাকার চেষ্টা করবেন না। এই জন্যই তো জমিদারের আজ এই দশা"।

"অত্যাধিক অর্থপ্রিয়তা ও ইন্দ্রিয় প্রিয়তা কি ভাল"?

"খারাপটা কি বলতে পারেন? জীবনের সত্যকে এভাবে অস্বীকার করবেন না। ভুল করবেন না। ভগবান যে ইন্দ্রিয়াদি দিয়েছেন সে কিসের জন্য। জগতের একটা খবরাখবর নেবার জন্যই তো। বিজয় মাইডিয়ার লোক, মেয়েদের জন্য সে সব কিছুই করতে পারে, শুধু একটা খবর পেলেই হল। নারী রূপ দেহ যমুনায় সে প্রেমের বাঁশী বাজাতে খুবই ভালবাসে"।

"আজকাল বোধ হয় অতটা বাড়াবাড়ি করেন না"।

"একটু বদলেছে তবে সহজে এ সব রোগ যেতে চায় না। হঠাৎ বাপটা মারা যেতে বেচারী একেবারে বসে পড়েছিল। তারপর কতকগুলো মামলা মকোদ্দমায় ওকে যেন একেবারে নাজেহাল করে তুলেছিল। ওদের কাজকর্ম্ম চলছে কেমন"?

"ভালই চলছে"।

"লোকটি খুব মাতৃভক্ত"।

"সেই জন্যই কিছু শুধরে নিতে পেরেছেন। কিন্তু আজকালকের স্ত্রী শাশুড়ীকে দেখতেই পারে না, ভুলে যায় যে তার নিজের হিতার্থেই শাশুড়ীর প্রয়োজন আছে। মায়ের প্রভাব তার স্বামীর চরিত্রকে অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষা করে সংযত করে"?

"সওদার দোকানে ঢুকে যদি পয়সা দিয়ে কিছু খরিদ করি সেটা খারাপ নয় বিমল বাবু। রূপের দোকান খুলে যারা বসেছে তারা তো আপনার আমার সওদার উপরেই বেঁচে থাকে। বাটিতে রান্না হচ্ছে বলে কেউ কি আর হোটেলে খায় না বলতে চান"?

"মানুষের জীবনের নীতিকে আদর্শকে হারিয়ে ফেললে চলবে না? যা ঘরে আছে তা খরিদ করতে যাওয়া মূর্খতা নয় কি"?

"আচ্ছা আপনি কোনদিন প্রেমে পড়েছেন ঠিক কথা বলবেন"।

"পড়লেও পড়ে যায়নি"?

"এই তো মানুষের মতন কথা। প্রেমে না পড়ে কি রক্ষে আছে। কাহাতক ঝড় বৃষ্টি রৌদ্রের মধ্যে বাহিরে বসে থাকবেন। ঘরে আপনাকে ঢুকতেই হবে। সাধে কি আর কবি গেয়ে গিয়েছেন "প্রেমের জগতে আমরা সবাই প্রেমের পাগল ওগো। তুমি জাগ তুমি জাগ রূপের আড়াল ভাঙ্গ হও প্রণয়ের সেরা"।

"বাড়ি থাকতেও যৌবনের ভাড়াটে হতে আপনার এত ভাল লাগে"।

"বাড়ি আর কটা লোক করতে পারে। আর জগত জুড়ে কয় জায়গায় করবেন। আমাদের মতন গরীব লোকের ভাড়াই সম্বল"।

"আপনি গরীব না হলেও যে গরীব এ অতি সত্য কথা"।

"যতই আপনি নৈতিকতার চিৎকার করুন দু দিন বাদে ও সব কিছুই থাকবেনা। মেকি টাকার মতন অচল হয়ে উঠবে। আসে পাসে চেয়ে দেখবেন বোড লাগান রয়েছে জামাই ভাড়া চাই, বৌ ভাড়া দেওয়া যায়, যৌবন ধার দেওয়া হয় ইত্যাদি বহুবিধ। বিয়ে কি আর কেউ করতে চাইবে ভেবেছেন। এখন হয়েছে ধরে বেঁধে বিয়ে দেওয়া। হাঙ্গাম রোজই বাড়ছে। আগে ছিল কুলশীল এখন হয়েছে অর্থশীল। ভাড়ার বিয়ে অথাৎ ডাইভোর্সের বিয়ে হবে সম্বল"।

"সেটা খুব দুর্ভাগ্যই হবে"?

"দুর্ভাগ্য হক সৌভাগ্য হক অত শত জানিনা, কিন্তু হবে দেখে নেবেন"?

"টিকবে তো"?

"কেন ব্যাপারটা আপনি কি মন্দ বলতে চান। এ তো ভাল কাজ। প্রেম করা না তো মানুষের উপকার করা। জীবনটাকে যদি পরার্থে উৎসর্গ না করেন তো কি করবেন। গরীব ঘরের মেয়ে কি বড় লোকের মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে না খেতে পেয়ে

মরছে, একটু প্রেম করে তাকে বাঁচিয়ে রাখা কি খুব অন্যায় কাজ বলতে চা'ন। গরীবের এতটুকু উপকার করবেন না মহাশয়? মুষ্টি ভিক্ষার মত প্রেম ভিক্ষা দেওয়া কি অন্যায় হবে। বেশ্যা সে তো শাস্ত্রে ও আছে, এমন কি স্বর্গেও বিদ্যমান। এ তো সমাজের একটা অঙ্গ। আপনার মনের পায়খানা ওরাই তো রোজ ছাপ করছে। আমার সঙ্গে একটি মেয়ে অনেকদিন ছিলতার রূপ ছিলনা বটে তবে রস ছিল, একেবারে রসাধর। শেষে হটাৎ মারা গেল। আমি যদি তাকে ঠাঁই না দিতাম সে না খেতে পেয়ে মরে যেত। বিজয় কি কম মেয়ে মানুষকে প্রতিপালন করেছে, তবে মেয়েমানুষের চিড়িয়াখানা কি তার রূপের মেলা খুলতে যাওয়া উচিত নয়"।

"বিদেশী যেমন ভারতের বুকের পরে তার পরোপকারের রাজছত্র খুলে বসেছে। আমরা এক পুরুষ দুই পুরুষ কলকাতায় বাস করে গ্রামের কথা দেশের কথা ভুলে যাই, তেমনি আপনি যে আপনার মহত্বকে দেশত্বকে ভুলতে চান এ দুঃখের। পূজার মন্দিরে পশুকে বলি দিয়ে তার কি উপকার করেন"?

"বড্ড অবুঝ আপনি। একটা মেয়ে নিজের স্বামী ও ছেলে মেয়েকে বাঁচাতে যেয়ে যদি একটু প্রেমই করে সেটা তার ধর্ম্ম হবে না অধর্ম্ম হবে? মানুষরে মেরে ফেলতে চান, পয়সার জন্য মানুষ কিনা করছে। দুটো পয়সা রোজগার করতেও দেবেন না? প্রেম সে তো উভয়কেই সুখী করে"?

বিমল একটু গম্ভীর ও স্থীর ভাবে বলে উঠলে "পরোপকার, দরিদ্রের দুঃখ মোচন, প্রাণরক্ষা, এই সব বড় বড় কথার মধ্যদিয়ে আপনি যে আপনার মনের প্রাণের দীনতা নীচতাকে ঢেকে রাখতে চান এ খুবই দুঃখের। এত রুগ্ন যে ও আপনার সমস্ত কার্য্যকলাপে পারার মত ফুটে উঠবে। মানুষ রোগে পড়লেই বিষকে ঔষধ বলে

গ্রহন করে। আমাদের দেশের রঘু ডাকাত দরিদ্রের জন্য ধনীকে লুণ্ঠন করত, এই যে কমুনিষ্ট নীতি, স্থূলদৃষ্টিতে যতই উপাদেয় হক না কেন নীতি হিসাবে কি শ্রেয় মনে করেন? আপনি অসত্যতাকে, চরিত্রহীনতাকে যে সব যুক্তি তর্কের অবতারনা করে ঢাকতে চান এ যেন সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে যৌনাঙ্গ অনাবৃত রাখার মত মূর্খ্যতা। পরোপকারের মূলমন্ত্রই হল হৃদয়ের পবিত্রতা, নিস্বার্থতা, জীবনের উদারতা, ও কৃষ্টির উচ্চতা তা আপনার মধ্যে নাই। মানুষ যদি হৃদয়ের দিকে চেয়ে কথা বলে, পরিচয়ের একটু বিশ্লেষন আনে, সে সাধারনতঃই দেখতে পাবে যে উপরে যতই ভদ্রতা ফুটে উঠুক তার নিয়ে আছে যৌবনের দীনতা, অর্থের মাদকতা ও ইন্দ্রিয়ের দৈন্নতা। বাঁচবার তো একটা আদর্শ আছে। যে কোন উপায়ে বাঁচতে হবে। আজ বাঁচলেন বটে কাল বাঁচবেন কি না এটাও তো চিন্তা করতে হয়। কত লোক দেশের জন্য জাতির জন্য আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়ে চলেছে একি তবে ভুল? পশুকে বলি দিলে সে যেমন কিছুক্ষন ছট ফট করতে থাকে আপনার প্রেম সেই ভাবেই বেঁচে আছে। ও অমর নয় খুবই ক্ষয়শীল, ওর মধ্যে স্বাধীনতা নাই আছে দাসত্বের বোঝা। বেঁচে থাকাই কি একমাত্র সত্য? চিরকাল কি কেউ বাঁচতে পারে? মাকে হত্যাকরে, বাপকে মেরে, সমাজকে ভেঙ্গে, নৈতিকতাকে বলি দিয়ে, এই যে বাঁচবার প্রয়াস এ কি মৃত্যুর নামান্তর নয়? নারীর প্রেমের খালে অনৈতিকতার কুমির ঢুকিয়ে ফল ভাল হবেনা। নারীর চেয়ে নারীর ইন্দ্রিয়কে যারা ভালবাসেন তারাই আপনার ভাষায় মুগ্ধ হয়ে পড়বেন। যৌবনের তীর্থ ক্ষেত্রকে প্রেম ভূমিকে কলঙ্কিত করে দুঃখই পাবেন। পাথরের মূর্ত্তিতে আপনার নাক চোক লম্বা চওড়া সবই বেঁচে থাকে, কিন্তু আপনি কি প্রকৃতই বেঁচে থাকেন? জীবনের সত্য কি মরনের সত্যকে অস্বীকার করতে পারে" ?

"পরাধীন জাতির আবার ধর্ম্ম কর্ম্ম কৃষ্টি। এই করেই তো আপনাদের আজ এই দশা হয়েছে। ঐ সব বড়লোকমী আমার ভাল লাগেনা।"

"পরাধীনতাব দোহাই দিয়ে যে বাঁচবার সত্যকে ভুলে যাবেন একি ভাল কথা? ভারতের কৃষ্টি সে যতই পরাধীন হক এখন অক্ষত ও পবিত্র আছে এ আমি বিশ্বাস করি। হিমালয় আজও উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে, নেপাল হয়তো আজও স্বাধীন। মানুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম কৃষ্টি আর্থিক লাভ লোকসানের হিসাব নয়। অর্থের কালচার ও প্রবৃত্তিব নীতি নিয়ে মানুষ হয়তো বেঁচে থাকে কিন্তু বড় হয়না"।

"ধর্ম্মই আমাদের শেষ করেছে মহাশয়, অথচ আজও তাকে ছেড়ে আমাদের কোন গতি নাই"?

"একটু দাড়াবেন, আমি মন্দির থেকে একটু চটকরে ঘুরে আসতাম" বিমল অনুরোধ করলে।

"বেশ যান"।

"জুতোটা থাকল"।

"এ সব প্রথা ভেঙ্গে দেবেন। জুতো পায় থাকলেই যত আপত্তি। অথচ মন্দিরের ঢাক ঢোল গুলো কি দেবতার চামড়া দিয়ে তৈয়ারী হয় মশায়"?

"জুতোর নিচে রাস্তা ঘাটের অনেক অপবিত্রতাই হয় তো লুকিয়ে আছে, সেটাকে খুলে যাওয়াই উচিত। মন্দির একটি পবিত্রস্থান সেখানে পবিত্রতার সঙ্গম হয়। অত্যাধিক ভাঙ্গবার স্পৃহা আমাদের মনে পরাধীনতার দরুন ফুটে উঠলেও সব জায়গায় ভাল দেখায় না"।

৯৪

বাটিতে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে বিমল উপরে উঠে আসতেই দেখলে লেখা ঘরের মধ্যে একটা ছোট শিশুর সঙ্গে খেলা করছে। বিমল লেখাকে জিজ্ঞাসা করলে "আসতে পারি কি"।

লেখা শিশুকে বুকে তুলে চুম্বন করে বললে "একশবার। আসুন বসুন স্বাগতম" ?

"ওটিকে কোথেকে যোগাড় করলেন" বিমল হেসে উঠলে।

"আপনাদের কৃপা হলে যোগাড় হয়ে যায়"।

"বেশ ছেলেটি" ?

লেখা খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে "দেখুন তো এখন আমায় দেখতে কেমন হয়েছে" ?

"খুবই ভাল" ?

"তাই বলুন" লেখা হেসে উঠল, এবং সেই হাসির প্রতিধ্বনি সরূপ বিমল ও হাসতে হাসতে বলে ফেললে "এই রকম একটি ছেলে এখন আপনার হলে বেশ হয়" ?

লজ্জায় আভায় লেখার মুখখানি আরক্ত হয়ে উঠল। সে খোকাকে চুম্বন করতে করতে বললে "কোলে নেবেন"।

বিমল খোকার দিকে হাত বাড়াতেই সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লেখাকে জোরে জড়িয়ে ধরে রইলে।

"তবে রে দুষ্টু ছেলে" বিমল জোর করতেই সে কেঁদে উঠলে।

"আপনি ছাড়ুন আমি দিচ্ছি" লেখা খোকাকে দুই হাতে করে তুলে বিমলকে দিতে গেলে সে কাঁদতে কাঁদতে মুতে ফেললে। লেখা শিশুকে নিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে বললে "দেখলেন দুষ্টু ছেলের কাণ্ড "। লেখা খোকার গণ্ডে একটি ক্ষুদ্র চপেটাঘাত করে পুনবায় বললে "একটু ভদ্রতা শেখোনি চন্ চন্ করলেই হল" ?

খোকার পায়জামাটা টেনে খুলে ফেলে দিয়ে আঁচল দিয়ে তার অঙ্গ মুছাতে মুছাতে লেখা বলে উঠল" চুপ কর বলছি। নইলে কাচি দিয়ে ও ছাই কুচ করে কেটে দেব। তখন বেশ হবে"।

খোকা ক্রন্দনের মাত্রা আবও বাড়িয়ে তুলে নিজের হস্ত দিয়ে কাটা যাবার ভয়ে অঙ্গটুকু ঢেকে রইলে।

"ছেলের সয়তানি দেখুন, এখন থেকেই সব শিখছেন" লেখা খোকার হাতটি তার অঙ্গ হতে সরিয়ে দিয়ে বললে "কাঁচি আনব, ও ছাই না কাটলে তোমাব কান্না থামবে না। লেখা এগিয়ে যেয়ে টেবিলের পর থেকে কাঁচিটা তুলে নিয়ে খোকার অঙ্গে ধরতেই সে চিৎকার করে কেঁদে উঠলে। অগত্যা লেখা সোফার পরে বসে বুকের বোতাম খুলে খোকার মুখটি ভিতরে ঢুকিয়ে নিলে"।

খোকা চুপ করতেই লেখা তাকে নিচেয় ছেড়ে দিলে। সে ছাড়া পেয়ে নিজের হস্তে নিজের অঙ্গকে উপলব্দি করে আনন্দোজ্জল মুখে লেখার মুখের পানে চাইল। লেখা খোকাকে পুনরায় বুকে তুলে নিয়ে চুম্বনে সিক্ত করে পুনরায় ছেড়ে দিলে, সে হামাগুড়ি দিতে দিতে খেলতে লাগল।

কিছুক্ষন পরে বিমল লেখাকে বললে "আপনি আমার পরে বড্ড অন্যায় করছেন" ?

"কেন বলুন তো" ? লেখা হেসে উঠল।

"আমার সঙ্গে আপনার যেদিন বিয়ের কথা হয়েছিল সেদিন বিবাহ

করব না এ ছিল আমার নীতি, তার ভাল কি মন্দের বিচার করতে আজ চাই না, তবে সেখানে আপনার মত ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন তুললে কি আমার পরে অন্যায় করা হয় না"।

"তাই হয়। প্রেমের বিনিময়ে আমরাই চিরকাল আপনাদের সব অন্যায় সহ্য করে এসেছি"।

"ভুল করবেন না"।

"ভুল তো আমরাই করি, আপনারা সব নির্ভুলের গুষ্টি"। লেখা পুনরায় বলে উঠল "বিয়ে যা আপনাদের সখ ও মর্জ্জির ব্যাপার, ইচ্ছে হল বললাম না, আর ইচ্ছে হল একটার জায়গায় দুটো করতেও বাঁধা নাই। আর না হয় বাজার তো খোলাই আছে। ধন্য আপনাদের আদর্শ ও নীতি"?

"বিবাহের মত গুরুতর ব্যাপারের একটা মীমাংসা আনতে যদি একটু সময় লাগে সে কি মহা অপরাধ? বিবাহ তো শুধু মাংসের চাহিদার বিনিময় নয় দেহ ও মনের একটা সম্মিলন ও খাতের প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বর যে এক এ মুখে না বলে আমরা এখানে কর্ম্মের মধ্য দিয়ে তা স্বীকার করে নিয়েছি"।

"এর মীমাংসা বহুমনীষি বহুবার করে গেছেন। আপনি আর নূতন কি করবেন? তাদের পরে একটু বিশ্বাস রাখতে শিখুন। সন্ন্যাস হয়ে যদি মঠে যেয়ে বসতেন কোন মেয়েই তার পত্নীত্বের ডালা নিয়ে আপনার কাছে হাজির হতো না। সংসারে থাকবেন তার সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা নেবেন, সে সুখভোগ করবেন, অথচ অভিমান ভরে ভাত খাবনার মতন বিয়ে করবনা বলবেন। বাঁচতে গেলে যেমন শেষ পর্য্যন্ত তা খেতেই হয় তেমনি তো বিবাহ। অর্থের পরে অভিমান করে আজ যে আপনারা বিয়ে করতে চান না এ ভাললাগে না। অথচ আপনাদের দেখলে আলাপ করলে তো মনে হয় না যে সব ব্রহ্মচারী হয়ে পড়েছেন"।

"আমার মতন হতভাগার সঙ্গে বিয়ে হয়নি কোথায় আপনি ধন্যবাদ দেবেন তা না চটেই অস্থির। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে দেখতেন বিয়ের রস দুঃখের জ্বালায় দুদিনেই শুকিয়ে ঝরে পড়ে যেত। জমিদার বাড়ির সুখ মিলত না। আপনাকে দুঃখ দেবার আমার তো কোন অধিকার নেই"।

"ভাবুকতা রাখুন লেখা বলে উঠল। আমায় দুঃখ দেবেন সুখী করবেন সুখ দুঃখ যেন আপনার বাটির চাকর। আমার অদৃষ্টে যদি দুঃখ থাকে সে রাজার ঘরে গেলেও আসবে, আর না থাকে আপনি কেন জগতশুদ্ধ লোক এক হলেও কিছু হবে না। বিবাহের যে নীতি সে আপনার আমার মীমাংসার বস্তু নয়। মীমাংসিতকে মীমাংসা না করে জগতে আজও যার মীমাংসা হয় নি সে দিকে নজর দিন জগতের ভাল হবে"?

"তার যোগ্যতা তো চাই"?

"আসল কথা হল সুন্দর বৌ পেয়েছেন তাই বিয়ে করেছেন"।

"আপনি কি সুন্দর হন"?

"পছন্দ হয়নি"।

"আজ যদি পছন্দ হয় সেদিন না হবার কি কোন কারন থাকতে পারে"?

"আজকে আপনার পছন্দ অপছন্দের কি মূল্য আছে। মুখের কথা একটা বলে দিলেন। সেদিন যে বিয়ে করতে হত"।

ঝি দরজার কাছে এসে বললে "মা খোকাকে নেবার জন্য লোক এসেছে"?

"নিয়ে যাও" লেখা উত্তর দিলে।

খোকাকে কোলে তুলে ঝি নিচেয় নেমে গেল।

বিমল উঠে পড়লে এবং বললে "চললাম"।

"আচ্ছা আসুন" লেখা উত্তর দিলে।

৯৫

সেদিন বিমল দরজার বাহিরে পা দিতেই ক্ষমাসুন্দরী মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন "তোর কি হয়েছে বলতো। জামাই বাড়িতে নেই বলে যা খুসি করবি ? কখন বেরিয়ে গেছি মন্দিরে এতক্ষন ওপরে বসে বসে তোদের কি হচ্ছিল" ।

"তুমি চুপ করবে না কি" লেখা মাকে দৃঢ়ভাবে বললে।

"কেন চুপ করব শুনি" মাতা উত্তর দিলেন।

চলতি পথে বিমলের কানে ভাসাভাসি কথাগুলি যেতেই সে থেমে গেল এবং ফিরে এসে বাটির ভিতর ঢুকে এগিয়ে গেল। তার দেহ ও মন যেন ভূমিকম্পের মতন কেঁপে উঠেছিল। ক্ষমাসুন্দরী বিমলকে লক্ষ্য করে বললেন "তা বাবা তুমিই বা কি রকম, এতক্ষণ পর্য্যন্ত ওপরে ছিলে ? রাত্রি কি কম হয়েছে ? ওকে যদি ভালই লাগে ওর যাতে ভাল হয় তাই করলেই পার। মেয়েটার সর্ব্বনাশ করে তো তোমার কিছু ভাল হবেনা"।

"তুমি চুপ করবে না কি" লেখা পুনরায় জোরের সঙ্গে বলে উঠল।

ক্ষমাসুন্দরী বিরক্ত ভরে পুনরায় বলে উঠলেন "কাশীতে ছাই কিছুর তো অভাব নাই। শুনেছি পয়সা দিলে এমন অনেক মেয়েছেলে আছে যারা ভালবাসে সেখানে গেলেই পার। তোমার তো পয়সার অভাব নাই। ঘরের মধ্যে গৃহস্তের বাটিতে তা না-এ সব কি অনাছিষ্টি" ?

"তুমি কি আমায় মারবে নাকি" মেয়ে তজ্জন করে উঠল।

ক্ষমাসুন্দরী মেয়ের মুখের চোখের ভাব দেখে মৃদু ভাবে বলে উঠলেন "না বাবা তুমি কিছু মনে করো না এমনিই বলছিলাম। তুমি যেমন আসছ তেমনিই আসবে। তুমি লেখাপড়া শিখেছ তোমার দ্বারা কি কিছু খারাপ হতে পারে? সময় বড় খারাপ তাই ভয় হয়"।

বিমল কোন বাক্য ব্যয় না করে বেরিয়ে গেল। মনের প্রাণের অস্থিরতায় সে ঘুরতে ঘুরতে একটি তেতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই তার মনে পড়ল ক্ষমাসুন্দরীর কথা "কাশীতে এমন মেয়ে অনেক আছে যারা পয়সা দিলে ভালবাসে"। এই বাড়িটার কথাই অপরূপ একদিন বলেছিলেন। সে একটু ইতস্তত: করে ভিতরে ঢুকে পড়তেই তাকে সাথে করে উপরের ঘরে এনে পাখা খুলে বসতে দেওয়া হল। বিমল ক্লান্ত শরীর ও মনে ঘরের ভিতরে একটি সোফার পর বসে পড়ল। একটু পরে একটি দোহারা চেহারার মেয়ে উন্নত যৌবনের ভারে অবনত, রং পরিষ্কার হলেও ফ্যাকাসে পানা, এক গাল পান চাবাতে চাবাতে এসে বিমলের সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে "ও আপনি এসেছেন। রাত্রে থাকবেন তো না তাড়াতাড়ি আছে"?

বিমল মুখটা তুলে অবসন্ন নেত্রে মেয়েটির মুখের পানে চাইলে। সে কোন কথাই বলতে পারলে না। মেয়েটি এ দৃশ্যে টপ করে তার পাসে বসে বিমলের গায়ের পরে হেলে একটু যেন ছড়িয়ে পড়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলে "কি ভাবছেন বলুন তো? দেখছেন আমি সুন্দরী কিনা? সে প্রশ্ন তো আলোটা বন্ধ করে দিলেই আর উঠবে না দেব"?

"আমায় মাপ করবেন" বিমল হঠাৎ হাত বাড়িতে মেয়েটির পায়ের ধূলো নিয়ে উঠে দাড়ালে এবং পকেট হতে হাতের মাথায় যে কয়েকখানি নোট বেরিয়ে এল তা মেয়েটির কোলের পরে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পূর্ণিমা আশ্চার্য্য হয়ে চাকরের নাম ধরে ডাক দিতেই সে এসে দাঁড়াল। সে চাকরকে জিজ্ঞাসা করলে এ বাবুকে পেলি কোথায় ?

"উনি তো নিজেই এসেছিলেন"।

"পাগল নাকি। পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি ঘরের বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়ে দেখলে বিমল সোজা পথ বেয়ে সন সন করে এগিয়ে চলেছে, কোনদিকেই তার লক্ষ্য নাই। পূর্ণিমা চাকরকে পুনরায় ডেকে বললে "দেখকে আও তো বাবু কাহা রয়তা হ্যায়। দোসরা কিসিকা ঘরমে তো যাতা নেহি" ?

পূর্ণিমার জীবনে এই প্রথম সে একটু ভদ্রভাবের ধাক্কা খেলে। রূপযৌবনের ব্যবসায়ে নেমে সে যে মানুষ এ রকম হতে পারে কোনদিন ভাবেনি। লোকটি এত বোকা, লোকটি কি বিবাহিত, ও কেন এসেছিল, এই ধরনের নানাবিধ কথা তার মনে ফুটে উঠতে লাগল। বন্ধুবান্ধবের প্ররোচনায় কি পাল্লায় পড়ে তো আসেনি। টাকা পয়সাও যথেষ্ট সাথে ছিল। চোখ মুখের হাবভাব দেখলে মনে হয় খুবই ভদ্র। এ পথের পথিক নয়। জানিনা কোন ভাগ্যবতীর অদৃষ্টে এর অদৃষ্ট আছে। জানিনা কোন সে রূপবতী গুণবতী এর স্ত্রী। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে কি। নইলে অতটা চিন্তিত লাগবে কেন। মাথায় ছিট নাই তো। টাকাগুলিকে মাথায় ছুইয়ে চুম্বন করে সে আলাদা করে বাক্সে তুলে রেখে দিলে।

বিমল বাটিতে ঢুকে সোজা ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। চাকর যেয়ে ভবতারিণীকে খবর দিলে মা বাবু এসেছেন। ভবতারিণী বিছানা থেকে উঠে পুত্রের ঘরে এসে তাকে সম্বোধন করে বললেন "এত রাত্র পর্য্যন্ত কোথায় ছিলি যা খেয়ে নেগে" ?

"শরীর ভাললাগছে না মা" ?

"কিছুই খাবিনা" ?

"না" ?

"বিদেশবিভুই দেখিস অসুক বিসুক না করে"।

"তুমি যাও শুয়ে পড়গে" পুত্র মাতাকে অনুরোধ করলে।

ভবতারিনী চলে যেতেই বিমল উঠে দরজাটা বন্দ করে দিলে। বিমলের চোখের সামনে ফুটে উঠল লীলা। সে স্নিন্ধ বেলফুল। লেখা সে তো উগ্র গোলাপ। গোলাপের রং বেশি কিন্তু গন্ধ যে কার বেশী সে খুঁজে পায়না। বেলফুলের গন্ধের মধ্যে একটি মাধুর্য্য আছে, স্নিগ্ধতা আছে। গোলাপের একটা কান্তি আছে প্রীতি আছে। আর ঐ যে ক্ষনিকের পরিচয়, যারা অপরিচিতের পরিচয়কে মধুর করে তোলে সে তো ধুতরো ফুলের মতন দুগন্ধে ভরা। এক ফোটা গরুর চোনা যেমন সমস্ত দুগ্ধ ক্ষেত্রকেই অশুদ্ধ করে তোলে তেমনি বিবাহের পবিত্র ক্ষেত্রে জীবনের তীর্থ ভূমিতে এই অপবিত্রতার ইন্ধন কি ভাল? অন্যায়ের প্রতিকার তো অন্যায়ে হয় না। চেয়ারের পরে বসে টেবিলের ড্রয়ার থেকে লীলার ছোট একখানি ফটো বের করে সেটুকুকে দেখতে দেখতে বিমল হাউ হাউ করে কেঁদে বলে উঠল "তুমি আমায় ক্ষমা করো ক্ষমা করো"।

ভবতারিণী হটাৎ পুত্রের ক্রন্দন ধ্বনিতে উঠে পড়লেন এবং দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন "কি হলরে কাঁদছিস কেন" ?

মাতার কণ্ঠ স্বরে বিমল চুপ করলে এবং ধীরে বলে উঠলে "বড় মাথা ধরেছে"।

"দেখি কি হয়েছে দরজা খোল" ?

"তুমি যেয়ে শুয়ে পড়গে মা" ?

"সে কিরে" ?

"বলছি যাও আমায় বিরক্ত করোনা মা"।

ভবতারিণী কিছুক্ষন ধরে দরজার কাছে দাড়িয়ে থেকে পুত্রের আর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে চলে গেলেন।

লীলা সে তো স্বতঃলীলা, লেখা সে তো স্রোতের ফুল, রুদ্ধ প্রেমের অধিরতায় সে অধির। প্রেম সে তো অমৃতের বাণী বহন করে আনে চিরন্তনের সেবায়। বাঁধ ভেঙ্গে গেলে জল যেমন ছড়িয়ে পড়ে বিমল সেই ভাবে নিজেকে নিয়ে নিজের মনে বিব্রত হয়ে পড়ল। পুরুষের দৃষ্টি উজ্জল নারীর দৃষ্টি নম্র লীলার মধ্যে সে তা পেয়েছে পুরুষের প্রেমে উত্থাপ বেশী নারীর দৃঢ়তা বেশী লীলার মধ্যে সে তা দেখেছে। পল্লী জীবনের সরলতার চেয়ে সাহরিক জীবনের জটিলতা এ মানুষকে যেমন ভ্রান্ত করে সে কি সেইরুপ ভ্রান্ত। হিন্দুর বিবাহ পল্লীর মতন সে তো সহর নয়। পল্লীকে মেরে শোষন করেই আজ সহর। পল্লীকে বাঁচিয়ে রেখে যে সহরের সৃষ্টি হয়েছিল সে ছিল উজ্জয়িনী, অযোধ্যা ও মথুরা ইত্যাদি। পল্লীকে দুঃখী ও দরিদ্র করে ধনতন্ত্রবাদের মতন সহরবাদ খুবই দুঃখের। নারীর প্রেম যদি সরল না হয়ে জটিল হয়ে পড়ে সে ও দুঃখ দায়ক। লেখাকে সে ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে তাকে তো সে তার প্রেমে কলঙ্কিনী করে তুলতে চায়নি। কোন দুরভিসন্ধি তার নাই। অথচ লোকে তার মনে প্রাণে তা ফুটিয়ে তুলে জাগিয়ে দিয়ে আঘাত করতে চায় কেন? এই অসতের প্রভাব সে কি এড়াতে পারবে? কথাগুলি কি লেখার মাতা একটু ভদ্রভাবে বলতে পারতেন না। আমাকে কিছু না বলে তিনি তো তার-মেয়েকেই বারন করে দিলেই পারতেন। লোকের মনে পাপের আগুন জ্বেলে জল ঢালতে যাওয়া কি সবসময়ে ভাল হয়? কামনা সে তো কামের উৎপত্তি। শরীরের ব্যাপারে মেয়েদের দরদ বেশী, এবং এই দেহ প্রবল নারী হৃদয়ের শুদ্ধতা হল কমোলতা

নির্ম্মলতা নয়। নারীর প্রেম সে কি শুধু দেহ মথিত ধন? সমুদ্র মন্থনের মতন তাতেও কি অমৃত ও বিষ দুইই আছে।

বিমল দরজা খুলে বাহিরে এসে মায়ের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলে মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে ধীরে ধীরে মায়ের পাদদেশে প্রনাম করতে যেয়ে কয়েক ফোটা চোখের জল ফেলে বেরিয়ে গেল।

৯৬

কয়েকদিনের মধ্যেই বিমলের মনের প্রভাব শরীরের পরে এতটা দাঁড়িয়ে পড়লে যে তাকে দেখলেই রুগ্ন মনে হত। ভবতারিনী স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় ফিরবার সময় সেই জন্যই আরও বিশেষ করে স্বামীকে বলে বিমলকে কাশীতে রেখে গেলেন যাতে ওর শরীরটা ভাল হয়।

কিছুদিন কেটেগেছে। বিমল বাটীর সামনের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ছিল এমন সময় একটি বালক ছুটতে ছুটতে এসে তার হাতে এক খানি দশটাকার নোট দিয়ে বললে "মা বললে আর পনেরো টাকা বাকি রইল পরে দিয়ে দেব"।

বিমল বিস্মিত নেত্রে বলে উঠল। "একি খোকা আমি টাকা দিয়ে কি করব"?

"বায়োস্কোপ দেখবেন"?

"পাগল কোথাকার।"

ছেলেটি বিমলের মুখের দিকে চেয়ে একটু ইতঃস্ততঃ করে

বললে "বা মা যে আপনাকে দিতে বললে" ?

"তোমার মা ভুল করেছেন নিশ্চয়"।

"মা তো আপনাকে দেখিয়ে দিলে"।

"চল তোমার মায়ের সঙ্গে বেশ একটু ঝগড়া করে আসি"।

"না মা কাঁদবে"।

"না কাঁদবেন না তুমি চল" বিমল ছেলেটির হাত ধরে পথ বেয়ে এসে একটি অলোবাতাস হীন সেঁতসেঁতে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অতীত জীবনের স্মৃতির ভারে চেয়ে দেখলে ঘরের ভিতর একজন মহিলা এক পাল পুত্র কন্যা বেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বস্ত্রাচ্ছাদিত হলেও তার দেহের প্রত্যেকটি হাড় মাংস গুনে নেওয়া যায়। সেই কঙ্কাল সার দেহের পানে চেয়ে বিমল বললে "দেখুন খোকা ভুল করে আমার দশটাকা দিয়ে ফেলেছে, বায়োস্কোপে যেতে"।

মহিলাটি মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে ধীর ভাবে বললেন "আমি দিতে বলেছি"।

"আমার অপরাধ" বিমল জিজ্ঞাসা করলে ?

"আপনার মা হটাৎ চলে গিয়েছেন তাই। তিনি আমায় পচিশ টি টাকা ধার দিয়েছিলেন তার আর পনেরো টাকা বাকি রইল পরে দিয়ে দেব। এখন তো আপনি আছেন" ?

"মার দেনা আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন কেন। এ আপনার বড় অন্যায়। তার চেয়ে আমি আপনাকে ঠিকানা দিচ্ছি পাঠিয়ে দেবেন"।

"অতশত হাঙ্গামা যদি করতে পারব তবে আপনাকে দিতে যাব কেন। দেখছেন তো ঐ ছেলেটিই আমার মাত্র সম্বল। ও কি পারবে" ?

"আপনার স্বামীকে বলবেন"।

"তিনি হাঁপাতালে আছেন। কারখানায় কাজ করতেন হটাৎ একটী বিপদ হয়ে গেছে তাই কিছুদিন হল হাঁসপাতালেই রয়েছেন"।

"এ টাকা পেলেন কোথায়"।

"মাকে লিখেছিলাম বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন"।

"মা আমায় এ সম্বন্দে কিছুই বলেননি আমি এ টাকা নিতে পারবনা মাপ করবেন"।

"নিলে বড় উপকার হত আমাদের অভাবের সংসারে পরে খরচ হয়ে গেলে দিতে পারবনা"।

"দেবেন না"।

"সে কি হয়। আপনার মা তা হলে আর কাউকে টাকা ধার দেবেন ভেবেছেন। ওর অন্তঃকরন ভাল তাই শোনামাত্রই টাকা কটা দিয়েছিলেন, নইলে কেউ কি আজকালকের দিনে কাউকে টাকা ধার দেয়"।

"আপনি টাকাটা রাখুন, আমি মাকে লিখছি তিনি নিতে বলেন নিয়ে নেব"।

" ওর যদি অত খেয়াল হত তবে আপনাকে নিশ্চয় বলে যেতেন। আপনারা বড় লোক, সামান্য টাকা, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য তো শোধ করে দেওয়া। মানুষকে মানুষের কর্ত্তব্য পালনে সাহার্য্য করা কি আপনার উচিত নয়"?

"আমি তো নেবনা বলছিনা তবে মাকে জানানো তো দ-বার আপনি এখন রেখেদিন্ পরে নিয়ে নেব"।

"বেশ দিন"

বিমল ছেলেটির হাতে দশটি টাকা ফিরিয়ে দিলে।

৯৭

ছেলেটির নাম প্রনব। বয়েস তার নয় দশ বৎসর হবে। সে একদিন সন্ধার প্রাক্কালে ছুটতে ছুটতে এসে ব্যাস্তভাবে বিমলের নাম ধরে ডাক দিতে লাগল। বিমল ডাক শুনে বেরিয়ে আসতেই সে বলে উঠল "শিগরীব্ আসুন মা ডাকছে"।

"কেন কি হয়েছে তোমার বাবা কেমন আছেন" বিমলে জিজ্ঞাসা করলে।

"বাবার কারখানা থেকে একটা লোক এসে মাকে মারছে শিগরীর্ আসুন"।

বিমল আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে প্রনবেব পিছু পিছু এসে তাদের বাটির ভিতর ঢুকে পড়ল। সে চেয়ে দেখলে একটি বলিষ্ট লোক শিখার হাত ধরে তাকে নিয়ে টানাটানি করছে, শিখা কাঁদছে এবং কেবলি বলছে আমায় ছেড়ে দিন আপনার পায় পড়ি।

দরজা বন্ধ দেখে লাথি মারতেই খিল খুলে গেল। বিমল গম্ভীর ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে "আপনি কি চান"?

লোকটি শিখাব হাতটি ছেড়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে বললে "আপনি কে"?

"আমি যেই হইনা কেন আপনি কে জানতে পারি কি"?

"বিষ্টু আমাদের কারখানায় কাজ করে, সে কেমন আছে জানতে এসেছি"।

"এখানে না এসে হাঁসপাতালে গেলে ভাল করতেন না" ?

"এরা কেমন আছে সেটাও তো বিষ্টুকে বলতে হবে। সে আমার বন্ধু জানেন" ?

"বন্ধুত্বের সৎ ব্যবহার ভাল ভাবেই করছেন"।

'আপনি কে মহাশয় এর মধ্যে মাথা লাগাতে আসছেন ? আমি বড় লোক ফড়ো লোক মানিনা কিন্তু বলছি"।

"গরীব লোককে তো মানেন, আমি তাদেরি একজন এখন দয়া করে এখান হতে যাবেন" ?

"এই মাগীই তো আমায় ডেকে পাঠিয়েছে ও আমার সঙ্গে আছে জানেন। মাগী টাকা নিয়ে এখন সতী সাজছেন" ?

"মিথ্যা কথা বলবেন না শিখা বলে উঠল। আপনি আমাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে আসেন নি। আমি বললাম আমার যাওয়া ভাল দেখায় না আপনি ছেলে মেয়েদের নিয়ে যান আর উনি রাগ করে যাতা বলতে লাগলেন। প্রায়ই তো ঐ রকম অছিলা নিয়ে আপনি আসেন" ?

"আসবনা টাকা নিয়েছ কেন"।

"ওর টাকা নিতে গেলেন কেন। এ দেখছি আপনার স্বভাব" বিমল বলে উঠলে ?

"এই দেখুন তো মশায়" লোকটি বলে ফেললে।

"কোথায় টাকা নিয়েছি" শিখা উত্তর দিলে।

"সেই ছত্রিশ টাকা দশ আনা" লোকটি বললে।

"সে তো আপনি ওর পাওনা বকেয়া মাহিনাটা এনে দিয়েছিলেন। কাগজে আমার সই করিয়ে নিলেন" ?

'মাগী কি মিথ্যাবাদী। বলি কাল রাত্রে পাসে শুয়ে তো এসব কথা শুনিনি" ?

"আপনি দেখছি বড বদলোক যা তা বলবেন না বলছি"।

"তা বলব কেন। বড়লোক খদ্দের পেয়েছ একি বুঝতে বাকি থাকে। আমার টাকা হজম করবার শক্তি কারো নাই।"

"বেশ উনি সেরে আসুন, ও টাকা যদি ওর বকেয়া মাহিনা না হয় কিছু নিয়ে থাকি দিয়ে দেব"?

"টাকাটা কি আমি নেবার জন্য দিয়েছি লোকটি ক্রুর হাসি হেসে উঠলে। সে পুনরায় বলে উঠলে আচ্ছা মশায় আপনি না হয় একটু পরেই আসবেন আমি যখন এসেই পড়েছি"।

"আপনি বেরিয়ে যান বলছি" বিমল চিৎকার করে উঠল।

'কেন মশায় আপনি কে ষাঁড়ের মতন চিৎকার করছেন"।

"যান বলছি। নইলে ভাল হবেনা। গুণ্ডামি করবার আর জায়গা পাওনি"। বিমল রাগের মাথায় লোকটির গলা ধরে এক ধাক্কা দিতেই সে পডতে পড়তে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বললে' 'শালা তোকে আমি দেখে নেব তুমি কত বড লোক' সে বেরিয়ে গেল।

"কাল তৈয়ারী হয়ে থাকবেন আমি আপনাদের হাঁসপাতালে নিয়ে যাব" বিমল শিখাকে লক্ষ্য করে কথা গুলি বলে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে বিমল অপরূপ বাবুর বাটিতে এসে লেখাকে সব কথা খুলে বলে তাকে আগামীকল্য তার সঙ্গে হাঁসপাতালে যাবার অনুরোধ করলে।

'কেন" লেখা জানতে চাহিলে।

'ঐ মেয়েটিকে নিয়ে যাব বলেছি"।

"যাবেন। আমার কি দরকার"?

"আপনি সঙ্গে থাকলে ভাল হত"।

লেখা মুখটি বেঁকিয়ে বললে "ও সব আমি পারবনা। আপনি প্রেম করবেন আমি তার পাহারা দিয়ে মরব কেন শুনি? আপনি এখন একটা বস্তির মেয়েছেলে নিয়ে ঢলাঢলি করবেন আর আমায় তার মধ্যে জড়াতে চান। কেন আপনার আমি কি করেছি"? অভিমান ভরে লেখা কেঁদে ফেললে।

"তবে যাবেন না"।

"মা ঠিকই ধরেছিল যে আপনার স্বভাব চরিত্র খুবই খারাপ। আপনি তো বিমল বাবুর বন্ধু একটা মেয়ে পাগল লোক। বিয়ের আগের থেকেই তো ওদের ওখানে যাতায়াত করতেন সেইজন্যই কাউকে পছন্দ হয়নি। বিয়ে না করেও যদি বৌ পাওয়া যায় কেন বিয়ে করবেন, সে ঝঞ্জাটে যাবেন"।

"আমায় মাপ করবেন" বিমল চলে গেল।

৯৮

পরদিন ট্যাক্সি করে নিজের দারোয়ানকে সঙ্গে দিয়ে বিমল শিখা ও তার ছেলে মেয়েকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলে। শিখা পাসের একটি মহিলাকে ও সঙ্গে করে নিলে।

বেড়িয়ে ফিরে এসে বিমল দারোয়ানের মুখে শুনলে যে শিখার স্বামী তাকে হাঁসপাতালে নাকি খুব বকেছে। সংবাদটা পেয়ে সে তাদের বাটীর দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখলে প্রনব, সে

তাকে জিজ্ঞাসা করলে "তোমার বাবা কেমন আছেন" ?

'বাবা মাকে খুব বকছিল'' প্রনব বলে উঠলে

'কেন" ?

'আপনার সঙ্গে কথা বলে কিনা তাই"।

"সেজন্য, সে তো একদিনেই বন্দ করে দেওয়া যায়" বিমল বাটির ভিতর ঢুকে পড়তেই শিখাকে জিজ্ঞাসা করলে "কোন অসুবিধা হয়নি" ? মাথার কাপড়টা টেনে শিখা উত্তর দিলে "আজ্ঞে না"।

"শুনলাম আপনার স্বামী অমার জন্য আপনাকে খুব বকেছেন"।

"ওর অসুস্থ শরীর তাতে সেই লোকটা যেয়ে যা তা বলেছে তাই বলছিলেন। আপনি বেশি আসবেন না ও লোকটি বড় দুষ্ট আপনার ক্ষতি করতে পারে" ?

"সে জন্য ভাববেন না। দুই এক জনের ধাক্কা সামলাবার মত সাহস ও শক্তি ঈশ্বর আমায় দিয়েছেন। আচ্ছা চললাম"। বিমল বেরিয়ে পড়ল।

আর ও কিছুদিন কেটে গেছে। কয়েক দিন ধরে বিমলের খুবই অসুক। লেখা আর তার মা একদিন লৌকিকতা বজায় রাখতে এসেছিলেন আর আসেন নি। বিমলের অসুকের সংবাদ প্রণবের মুখে শিখা একদিন শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে "কি অসুক রে" ?

"বড় অসুক রোজ ডাক্তার আসছে"।

"বলিস্ কিরে"।

"হ্যাঃ মা"।

রান্নাবান্না সেরে স্বামীকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে দুপরের দিকে শিখা চিন্তান্বিত মনে প্রণবের হাত ধরে বিমলের ঘরে এসে দাঁড়াল। শিখাকে দেখতে পেয়ে বিমল হেসে বললে 'আপনি কেন এসেছেন মরতে, চলে যান বলছি"।

"আমায় তাড়িয়ে দেবেন না" শিখা বলে উঠল। আপনার অসুক। আপনার মা থাকলে তাকে কি ঐ কথা বলতে পারতেন। তিনি যাবার আগে প্রায়ই বলতেন খোকা থাকবে একটু দেখবেন"।

"রোগী আর রোগীর কি দেখবে বলুন? আমি তো আজ অসুকে পড়েছি আপনি যে চিরকগ্না।"

"আমি এ রকম ছিলাম না। বিয়ের পরে পর পর কতকগুলো ছেলে মেয়ে হয়ে পড়তেই এই রকম হয়ে গেছি"।

শিখা ধীরে ধীরে ঔষধ পত্র সব সাজিয়ে গুজিয়ে, অগুরের রস করে খাইয়ে, চাকরকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিয়ে বিমলকে লক্ষ্য করে বললে "আজ এখন আসি, কাল সময় পাই তো আসব"।

"থাকতে বলবার আমার তো কেন অধিকার নেই"।

শিখা প্রণবকে নিয়ে চলে গেল।

রাত্রে বিমল চাকরের মুখে শুনলে শিখার স্বামী সে আজ এখানে এসেছিল বলে তাকে ধরে খুব মেরেছে। পাড়ার লোক জড় হয়ে তাকে বাঁচিয়েছে। এ সংবাদে বিমল খুবই দুঃখ পেলে। শিখাকে দেখতে যাবে মনে করে সে চিন্তার অস্থিরতায় সিড়ি বেয়ে নামতে নামতে মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

পরদিন প্রণব একটি মেয়েকে সাথে করে দেখতে এল। মেয়েটি বিমলের দিকে চেয়ে বললে কি করতে হবে বলুন।

বিমল চক্ষু মেলে হাসতে হাসতে বললে "কিছুই না মা তুমি যাও। শিখা কেমন আছে"?

"বড্ড জ্বর হয়েছে খুব মেরেছে কিনা"?

"তুমি যাও মা নইলে তোমার স্বামী ও তোমায় ধরে মারবে"।

বিয়ের কথায় মেয়েটি বেশ একটু লজ্জা পেলে। সে ধীরভাবে বললে "বা আমার বুঝি বিয়ে হয়েছে। আপনি বড্ড অসভ্য ঐ সব

বুঝি বলতে আছে”।

“তোমার মা বাবা মা'বে”।

“মা তো আসতে বললে। শিখাদি মাকে বলেছিল কিনা”। মেয়েটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে “কি করব বলুন” ?

“তুমি ঐ চেয়ারটায় চুপ করে বসে থাক আমি একটু ঘুমোই” ?

মেয়েটি বসে পড়তেই প্রনব একখানি মাসিক পত্রিকা টেনে নিয়ে বললে “ছবি দেখবি। দুই জনে ছবি দেখতে লাগল”।

৯৯

কয়েকদিন পরে বিমল অন্নপথ্য করলে। তার শরীর খুবই দুর্ব্বল। সকাল উঠে খবরের কাগজে চোখ দিতে না দিতেই সে চাকরের মুখে শুনলে শিখা স্বামীর কাছে মার খাওয়ার পর সেই যে শুয়েছিল আর ওঠেনি ? কাল রাত্র সে মারা গেছে।

বিমলের মনটা খুবই অস্থির হয়ে পড়ল। সে নিজের মনে মনে বলে উঠতে লাগল “মা আমিই তোমায় মেরে ফেলেছি। আমি আজ মাতৃহন্তা”।

দুপরে তার সামান্য জ্বর হল। বৈকালে সে সেই অসুস্থ শরীরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। শশ্মানে এসে সে জিজ্ঞাসা করে জানলে আজ সকালে শশ্মানের পূর্ব্ব দক্ষিন কোনটায় একটি সধবা বাঙ্গালীর মেয়েকে দাহ করা হয়েছে। সে ধীরে ধীরে সেইখানে যেয়ে দাঁড়াল। এই শশ্মান। মানুষ যা আতুর ঘরে কুড়িয়ে পায় এখানেই তা হারিয়ে ফেলে।

কত দুঃখ কষ্ট ও বেদনার অর্ঘভরা এ সুন্দর। আকাশের দিকে চেয়ে হঠাৎ বিমল হাটুগেড়ে সষ্টাঙ্গে সেই শশ্মান ভূমিকে প্রনাম করে বললে "তোমার স্বামীকে তুমি ক্ষমা কর মা। আমিই তোমায় মেরে ফেলেছি। আমার পাপেই তুমি আজ বহু দূরে"।

শশ্মানের লোকজন বিমলের ব্যাপারে ছুটে আসতেই সে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে উঠে দাড়াল, এবং তাদের মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে পথ বেয়ে চলতে চলতে মনে মনে বলতে লাগল, ওগো ভগবান আমারে করিলে কেন নির্মিত্তের ভাগি। বল কোন অপরাধে মা আমার চলে গেল জীবনের কুল ভাঙ্গি একান্ত বিবাগী, প্রেমে মহাযোগী।

কিছুদূর যাওয়ার পর সন্ধ্যার সময় পথের মোড়ে পথ পার হতে যেয়ে বিমল মটোরের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। ভদ্রলোক গাড়ী চালাতে চালাতে বিমলকে ধাক্কা দিয়ে পাস কাটিয়ে যেতে যেয়ে লোকের গোলমালে গাড়ি থামিয়ে মেয়েকে গাড়িতে বসতে বলে নেমে পড়লেন। এক পাল লোক এসে তাকে ঘিরে দাড়াল। ক্রুদ্ধ জনতাকে নিয়ে ভদ্রলোক খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন। পিতার আবস্থা দেখে কন্যাও নেমে পড়ল। ভাগ্যক্রমে পুলিস এসে পড়াতে তাদের অদৃষ্টে আর বিপর্য্যয় কিছুই ঘটলে না। বিমলকে মটোরে তুলে মেয়েকে পাসে বসিয়ে পুলিসের সঙ্গে ভদ্রলোক গাড়ি চালিয়ে হাঁসপাতালে এসে পড়লেন। মটোরের আসেপাসে সাধারণ লোকও ঝুলতে ঝুলতে এল।

ভদ্রলোকের নাম চিরন্তন রায়। তিনি ডাক্তার এবং কাশীতে কিছুদিন যাবত প্রাকটিস করছেন। তার সঙ্গে মাটারে ছিল তার মেয়ে প্রতিভা রায়।

হাঁসপাতালে বিমলের জ্ঞান হল। সে জিজ্ঞাসা করলে আমি কোথায়। পিতাকে থানায় পাঠিয়ে লেখা পাসেই দাঁড়িয়ে ছিল সে উত্তর দিল "হাঁসপাতালে"?

"আমাকে এখানে কেন এনেছেন মেরে ফেলতে ছেড়ে দিন"? বিমল কথাগুলি বলে উঠবার চেষ্টা করতেই পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

১০০

পরদিন বৈকালে চিরন্তন মেয়েকে নিয়ে হাঁসপাতালে এলেন। বিমলের পাসে পুলিসকে দেখে প্রতিভা দূর থেকে বাপকে বললে "বাবা ওরা কেন এসেছে"।

"এখন দেখ কতদূর গড়ায়"। চিরন্তন চিন্তান্বিত ভাবে বললেন।

"কেন"?

"চাপা পড়েছে"?

প্রতিভার মুখখানি শুকিয়ে গেল সে জিজ্ঞাসা করলে "তুমি তো ইচ্ছে করে চাপা দাওনি"।

"ও এখন কি বলে কে জানে"।

"ভদ্রলোক যা তা বলবে"?

"অত্যন্ত কিছু টাকার লোভেও তো বলবে"।

"লোকটা খুব গরীব বুঝি"? প্রতিভা জিজ্ঞাসা করলে।

পিতা ও কন্যা রোগীর পাসে এসে দাঁড়াতেই দারোগা বাবু ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন "এই যে এরাও এসেছেন। জবানবন্দি নেওয়া চলতে পারে তো"?

"দুই একদিন থাক না মাঝে মাঝে এখনও জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে"।

"কিছু বলেছে"? দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করলেন

"এখানের ঠিকানাটা কোন রকমে পাওয়া গেছে। বাটীর দারোয়ান এসেছিল তাকে দিয়ে ভদ্রলোকের পিতাকে কলকাতায় একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছি" ?

"বাটীতে দারোয়ান আছে বড়লোকের ছেলে নাকি" ? দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

"দারোয়ান তো বলে খুব বড়লোক। দরকার হয় লাখ টাকাও খরচ করে দেবে। যা লিষ্ট দিয়েছিলাম সব কটা ঔষধই তো কিনে এনে দিয়েছে। ওর পিতাও একজন ডাক্তার। ভদ্রলোকেরা নাকি চ্যারিটিতে অনেক টাকা খরচ করেন। এমন কি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে স্কুল হাঁসপাতাল ইত্যাদি করে দিয়েছেন। ওদের কলকাতায় নাকি ঔষধের কারবার আছে"।

"কেসটা তা হলে ভালই চলবে কি বলুন" দারোগা বাবু হেসে উঠলেন।

"নামটি কি" চিরন্তন জিজ্ঞাসা করলেন।

"নাম্ রামতরন ব্যানার্জ্জী" ডাক্তার বাবু উত্তর দিলেন।

"রামতারন, আমাদের সঙ্গে এক রামতারন পড়ত বটে। আমি ক্যাম্বেল থেকে পাস করে মেডিকেল কলেজে এসে শুনেছিলাম যে সে যশোহর জেলায় তাদের গ্রামেই প্রাকটিস করছে" ?

বিমল চোখ মেলতে পুলিসের বড় বাবু জিজ্ঞাসা করলেন "কেমন আছেন" ?

"বেশ আছি" ?

"আপনার একটা জবানবন্দি নিতে এসেছি দেবেন" ?

"কি নেবেন বলুন"।

"যা আপনি দেবেন।—আপনাকে মটোর চাপা দেওয়া হয়েছে। এই ভদ্রলোককে দেখুন উনি আর তার এই মেয়ে গাড়িতে করে

যাচ্ছিলেন এমন সময় আপনাকে চাপা দিয়ে পালাতে যেয়ে ধরা পড়েন, অত্যন্ত সাক্ষীরা তো তাই বলছে'' ?

বিমল একটু চুপ করে থেকে ধীর ভাবে বললে ''আমাকে কেউ চাপা দেয়নি দিয়েছে অদৃষ্ট''।

''অদৃষ্ট কে ডাক্তার বাবু দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করলেন। আপনার ড্রাইবারের নাম কি অদৃষ্ট, কই এ কথা তো কাল কিছুই বলেন নি'' ?

''এ অদৃষ্ট হচ্ছে মানুষের কৃত কর্ম্মের অদৃষ্ট, অর্থাৎ উনি যেমন কর্ম্ম করেছেন, তেমনি ফল পেয়েছেন'' হাসপাতালের ডাক্তার বাবু হেসে উঠলেন।

'রোগী এখনও ঠিক হয়ে উঠেনি জবানবন্দি পরে নেওয়া যাবে কি বলেন'' দারোগা বাবু কথাগুলি বলে চিরন্তন বাবুর সাথে গাড়িতে করে বেরিয়ে গেলেন।

বিমল প্রতিভার মুখের দিকে চেয়ে বললে 'আপনি আমায় চাপা দিয়েছিলেন'' ?

''আমার বাবা'' প্রতিভা উত্তর দিলে।

''ঐ যে ভদ্রলোক চলে গেলেন উনিই আপনার বাবা'' ?

''আজ্ঞে হ্যাঃ''।

''আপনি গেলেন না যে''।

''উনি থানায় গেছেন এখুনি আসবেন'' ?

''বেশ পুলিসের পাল্লায় পড়েছেন দেখছি'' ?

''আপনি ইচ্ছে করলে এখন বাবাকে জেল খাটাতে পারেন''।

''চাপা পড়লাম আমি জেল খাটবেন আপনার বাবা'' ?

''আপনার বাবার নাম রামতারন বাবু'' ? প্রতিভ জিজ্ঞাসা করলে।

''কোথেকে যোগাড় করলেন'' ?

"তাকে যে আসতে টেলিগ্রাম করা হয়েছে" ?

"মুস্কিলে ফেললেন দেখছি আপনার বাবাকে জেল না খাটিয়ে উপায় নেই"।

"কেন আপনি তো বললেন বাবা চাপা দেননি"।

"আপনি সত্য কথা বলছেন আপনার বাবা চাপা দেননি"।

"দিলেও ইচ্ছে করে দেননি" ?

"কি করে বলব বলুন"।

"আপনাদের বাড়ি যশোহরে" ?

"এটুকু ও যোগাড় করে ফেলেছেন। খুব চালাক লোক তো আপনি" ।

"আপনার বাবা গ্রামে প্রাকটিস করতেন"।

"আপনি দেখছি সব খবর রাখেন তবে কি জেনে শুনেই চাপা দিয়েছেন" ?

"আপনাকে অনুরোধ করছি আমার বাবার কিছুই দোষ নেই তাকে জেল খাটাবেন না। আপনি শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবেন। আমি আমার জীবন দিয়ে আপনাকে ভাল করে তুলব" ?

আপনার স্বামীর সঙ্গে আবার একটা দাঙ্গার সৃষ্টি করতে চান দেখছি "বিমল কথা বলে লক্ষ্য করলে যে স্বামীর উল্লেখে প্রতিভা মাথা নত করলে। সে তাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে "আপনার বাবা জেল না খাটেন আপনি তো খাটতে রাজি আছেন"।

"বেশ তাই বলবেন আমিই চাপা দিয়েছি"।

"মটোর চালাতে পারেন" ?

"না"

তবে।—তার চেয়ে বলব আমিই আপনাকে চাপা দিয়েছি"।

হাসপাতালের নার্সটি টেমপ্যারেচার নিতে এসে দাঁড়িয়ে বিমলের

দিকে চেয়ে বললে "সে যা বলেছেন। আপনারই আমাদের চিরকালই চাপা দিয়ে আসছেন, বিশেষতঃ বিয়ের পরে। মেয়েটি প্রতিভার দিকে চেয়ে বললে "আপনার স্বামী তো"?

"না" প্রতিভা উত্তর দিলে।

"আপনার ভাই"?

"না"?

"বন্ধু"?

"না"?

"তবে কি আপনার প্রেমিক যে চাপা দিতে চাইছেন"?

"আপনি আপনার কাজ করুন"?

মেয়েটি টেমপ্যারেচারটি লিখে রেখে চলে গেল।

প্রতিভা পুনরায় বিমলকে সম্বোধন করে বললে "সত্যি বলছি আমার বাবা আপনাকে ইচ্ছে করে চাপা দেননি হঠাৎ হয়ে গেছে"।

"কেন হয়। ধরুন আমি যদি মারা যেতাম"।

"ছি ও কথা বলবেন না" প্রতিভা চঞ্চল হয়ে উঠল।

হাঁসপাতালের ডাক্তার কে আসতে দেখে প্রতিভা চুপ করলে। বিমল হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে "কেমন বুঝছেন ডাক্তার বাবু বাঁচব তো"?

"আপনি তো ভাল হয়েই গেছেন, তবে সেরে উঠে আমাদের হাঁসপাতালে কিছু টাকা দিতে হবে"?

সকলেই হেসে উঠল।

১০১

সেদিন হাঁসপাতালে এসে চিরন্তন বাবু রামতারন বাবুকে দেখতে পেয়ে হাতজোড় করে বলে উঠলেন "এই যে রামতারন দেখছি"।

"তুই এখানে কি মনে করে" রামতারন বাবু জিজ্ঞাসা করে উঠলেন।

"ভুলিস নি এখন" চিরন্তন মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন পায়ের ধুলো নাও। প্রতিভা রামতারনের পায়ের ধুলো ও পিতার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"মেয়ের বিয়ে দিয়েছিস দেখছি" ?

"তুই কলকাতায় কবে এলি" ?

"বেশিদিন নয়। কলকাতায় এসে খাঁচায় বাস করতে করতে দেখছি মানুষ গুলোও হৃদয়হীন পশুর মত হয়ে পড়ে, এই যে সভ্যতার চিড়িয়াখানা এ যাদুঘরের মত স্মৃতি মুগ্ধকর "রামতারন বাবু উত্তর দিলেন।

"পয়সা কড়ি তো বেশ করেছিস্ শুনলাম"।

"অনেকদিন পরে যা হক তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আছিস কোথায়"।

"এখানেই"।

"হাঁসপাতালে কি মনে করে। কাজ করছিস নাকি" ?

"তোর ছেলেকে দেখতে" ?

"তবে তোর গাড়িতেই চাপা পড়েছে। হ্যা অদৃষ্ট" ?

"আর বলিস কেন দুর্ভাগ্যের কথা"

"জ্যেঠামশায় আপনার আমাদের ওখানে নেমতন্ন রইল" প্রতিভা বলে উঠল?

"সে তো হবে মা কিন্তু তোমার বাবা তোমার বিয়েটা ফাঁক তালে দিয়ে নিলে একবার বললে ও না। জামাই কি করছে"?

"চাকরি করে' প্রতিভা মাথানত করে বললে।

"এখানে প্র্যাকটিস করছিস" রামতারন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

"দাঁড়িয়েছে তাই"?

'বৌমা কেমন আছে"?

"অনেকদিন পালিয়েছে"।

"বলিস কি"?

"আরে জানতাম তবে একটু সকাল সকাল গেল বলেই নিয়ম ভঙ্গের দোষ হয়েছে"।

গাড়িকরে ফিরবার পথে চিরন্তন বাবু রামতারন বাবুকে বাটিতে পৌছে দিয়ে গেলেন। কয়েকদিন পরে বিমলকে হাঁসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল।

১০২

কলকাতায় ফিরবার একদিন আগে বিমলের সমস্ত বন্দোবস্ত করে রামতারন বাবু পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন" কাশী জায়গা ভাল নতুবা তোকে সাথে নিয়েই যেতাম। আরও দিন কতক থেকে দেখ। শরীরটা ভাল হয়ে উঠবে"।

"আপনি যেয়ে ওদের যেন ঘাবড়ে দেবেন না" ?

"এতে ঘাবড়াবার কি আছে। মাথায় একটা আঘাত লেগেছে, তা একটু সময় নেবে। বেশি পড়াশুনা করিসনে তোর যা স্বভাব"।

"আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠব"।

"সে তো উঠবিই। এমন কি তোর হয়েছে। বৌমা পোয়াতি মানুষ সে অবস্থায় তাকে নাড়ান যাবেনা। তোর মা ও যে তাকে ফেলে আসবে মনে হয়না। তুই একলা রইলি এইযা একটু চিন্তার বিষয়" ?

"সেজন্য ভাববেন না"।

"একটী নার্স ঠিক করব ভেবেছিলাম, চিরু বাঁধা দিলে, বললে ওর মেয়েই সব দেখবে, ভদ্রলোকের মেয়েকে শুধুশুধি খাটিয়ে নেওয়াও ভাল দেখায় না, একটা কিছু পরে দিলে হবে, বলতে সে নিতেও রাজি হয়েছে"।

"কি দিতে হবে"।

"দরদস্তুর কি করব যা হয় একটা কিছু দিলেই হবে। বেশ লক্ষি মেয়েটি। অথচ ওর স্বামীর ব্যাপার যা শুনলাম তাতে দুঃখ হয়"।

"কেন কি হয়েছে" ?

"সে এক অদ্ভুত লোক। ওর কোন খবরা খবরই নেয়না"।

"মেয়েটি কত ভাল"।

"ভারি সুন্দর। লেখাপড়াও শিখেছে, শেষে তাই ওর কাল হয়ে দাড়াল।"

প্রতিভা যখন বি. এ. প্রাইভেটে বাড়িতে বসে পড়ে বেশ ভাল ভাবেই পাস করে গ্রামের স্কুলে মাষ্টারি করছিল তখনই তার বিয়ে হয়। আত্মীয় স্বজন দেখবার পর পাত্র নিজে দেখে বিবাহ করে। বিবাহের আগে প্রতিভা যে মাষ্টারি করে একটু পাত্রকে এবং তার কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছিল: প্রতিভা মাষ্টারি করতে গিয়েছিল ঠিক অভাবেও নয় স্বভাবেও নয়। অনেকটা সময়ের পাকে চক্রে পড়ে। কবে তার

বিয়ে হবে তার কোন ঠিকই নাই, বাটিতে বসে বসে ছোট একটি সংসারের কতটুকুই বা কাজ, যা দিদিমা সব নিজ হাতেই করে ফেলেন, সে বড় হাঁফিয়ে উঠত। এম. এ পড়বে কিন্তু গ্রামে যে তার কোন সুবিধা করে উঠতে পারলে না। ভাল লাইব্রেরী ও সে পেলেনা। শূন্য মস্তিষ্কে সয়তানের বাসা না বেঁধে, কি পাড়ায় পাড়ায় মেয়ের বৌএর দলে জটলা না করে, পরচর্চ্চা না ছড়িয়ে, ভ্রান্ত আভিজাত্যের হিসাব না রেখে, গ্রামের স্কুলে যে স্কুল হতে সে কয়েক বৎসর আগেই নিজে ম্রাটিক পাস করে বেরিয়েছিল তার বেষ্টনি তার খুব ভাল লাগত। বিশেষ করে গ্রামের পাঁচ দশটা মেয়ের শিক্ষার সহায়তা করবার একটা ঐকান্তিক স্পৃহা ও আগ্রহ সে এড়াতে পারতনা। গ্রামের স্কুলে চাকরি করে বিদুরের খুঁদতুল্য সে যৎসামান্য যা পেত তার দ্বারা নিজের একটু আধটু খরচ মিটিয়ে, মাঝে মাঝে দেশ ভ্রমণ সেরে এসে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা দুঃখী তাদের কাপড়টা জামাটা ও পড়বার বই আসটা কিনে দিয়ে সে বড় আনন্দ পেত। নিজে রোজগার করব এই যে মোহ এ যে একেবারে ছিলনা তা নয়। অচর্ব্বিত শিক্ষার প্রভাব ও সে যে একেবারে এড়াতে পেরেছিল এ মনে হয় না। বাঙ্গালী শিক্ষার পেছনেই জীবনের সমস্ত মূলধন খুইযে বসে। শিক্ষাই তার জীবনের বড় প্রশ্ন। শিক্ষার মত প্রিয় বস্তু বাঙ্গালীর সংসারে কিছুই নাই। বাটিতে থেকে বাটিতে খেয়ে গ্রামের স্কুলে মাষ্টারি করতে যাওয়া যে নারী জীবনের কলঙ্ক ও ফৌজদারী অপরাধ যার জন্য তার স্বামীর দরবারে ফাঁসি ও হতে পারে এ বিয়ের আগে সে কোনদিন ভাবতে পারে নাই।

"বিয়ের পরেই সে স্বামীর মুখে শুনলে যে তিনি যদি জানতেন যে সে দুইবৎসর ধরে গ্রামের স্কুলে মাষ্টারি করছে তবে এ বিয়ে হতোনা"।

কথাটা কানে একটু নূতন লাগল বলেই প্রতিভা প্রতিবাদ করে বলেছিল "কেন তোমাদের সবই তো বলা হয়েছে। আমরা তো

কিছুই লুকোতে চাইনি। আর লুকাবেই না কেন? তুমি যাকে কলঙ্ক বা পাপ মনে কর আমরা তাকে খুব শ্রদ্ধা করি। মহর্ষীদের পত্নীরাও শাস্ত্র পড়াতেন এ দৃষ্টান্তও আছে"।

"শুনেছিলাম তুমি গানের মাষ্টারি কর ভাল গান গাইতে পার" স্বামী উত্তর দিলে।

"মাষ্টারিতে তবে তোমার কোন আপত্তি ছিলনা কিছু দুঃখের মধ্যে গানের জায়গায় কয়েক খানা বই এসে পড়ে যা গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে" প্রতিভা উত্তরের সঙ্গে হেসে উঠেছিল।

"এ সব আমাদের বংশের অন্তরায় এ কাজ তুমি করতে পারবে না"।

"চাকরি তো এক রকম ছেড়েই দিয়েছি এবং দেবই, তবে একটু ভদ্রভাবে তো ছাড়তে হবে। নোটিসের একটা মাস তো কাজ করতে দেবে। বিয়ের আগেই নোটিস দিতাম কিন্তু পাছে যদি বিয়ে না হয় সেই ভয়ে দিতে পারিনি। বিশেষ করে সামনেই মেয়েদের ফাইনাল তার একটি হাঙ্গামা আছে। মেয়েদের একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে আসতে চাই যাতে ফলটা একটু ভাল হয়। বেশীর ভাগ মেয়েই গ্রামের মেয়ে আমার ছোট বোনের মতন, বিয়ের হাঙ্গামে কিছুই তাদের দেখিয়ে আসতে পারিনি: মেয়েরা যদি একবার ফেল করে সাধারনতঃ তোমাদের মত তারা প্রায়ই আর স্কুল কলেজে ফিরে আসেনা সেজন্য আমার একটা দায়িত্ব ও আছে"।

"তবে তুমি মাহিনা নিতে পারবেনা"।

"খেটেছি মাহিনা নেবনা কেন। আগেকার মণি ঋষিরা যদি জ্ঞানের জন্য সাধনার জন্য ভাতা নিতে পারতেন মুষ্টি ভিক্ষা করতে পারতেন তবে এই সামান্য কয়টি টাকা নিলে এত কি অন্যায় করব"।

"হ্যা করবে"।

"বেশ নেবনা"।

গ্রামে ফিরে এসে প্রতিভা নোটিস দিলে সে চাকরি ছেড়ে দেবে। মেয়েদের আবেদনের উত্তরে সে শুধু বললে "বিয়ে হলে তখন তোমরা বুঝবে যে তোমাদের মতামতের কোন মূল্য নাই"?

দুই সপ্তাহ কাটেনি হটাৎ একদিন খবর এল চিঠিও এল যে যেহেতু প্রতিভা তার অমতে গ্রামে ফিরে যেয়ে পুনরায় মাষ্টারি করছে সেজন্য সে পরিত্যক্ত। প্রতিভাকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। মাষ্টারনির সঙ্গে সংসার করতে তার আদর্শে বাঁধে।

প্রতিভা দুঃখ বেশ একটু পেলে। একমাস ও বিয়ে হয়নি অথচ তার পরিনাম কত ভীষন। হিন্দুর মেয়ে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কি অত্যাচারকে বরণ করে তোলে? বড় বড় অত্যাচার ও অনাচারীর কথা সে পড়েছে কিন্তু মানুষের পরে মানুষ যে এতবড় অত্যাচার করতে পারে ভালবাসার নামে সে ভাবতে পারে নাই। হিন্দু স্বামীকে হিন্দু যে অধিকার দিয়েছে অধিকাংশ স্বামীই সেখানে পথ হারিয়ে ফেলে। আমাদের সমাজে স্বামীত্বের জুলুম ও পত্নীত্বের জমিদারী বোধ এত বেশি যে প্রেম খাজনার মত দুঃখী প্রজার মতন স্ত্রীর বুকের পরে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিভা জানত তার স্বামী খুব আদর্শবান পুরুষ কিন্তু এই কি তার পরিনতি? আদর্শের ক্রমোন্নতি মন ও প্রাণের সীমা কি তার ছাড়িয়ে গেছে? যার মন আছে প্রাণ আছে সে এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে না। নিষ্ঠুর পাষানের মত যার আদর্শের বড়াই, মানুষকে দুঃখ কষ্ট দিয়েই যে সুখী হয় তার আদর্শ ঠিক যেন মানুষের আদর্শ নয়। নিজের দিকে চেয়ে প্রতিভা যতটা ব্যাথা না পেয়েছিল বৃদ্ধ দাদামশায় ও দিদিমার চোখের জলে সে কেঁদে ফেললে। অতগুলো টাকা খরচ করে তারা সেদিন বিবাহ দিলেন আজ সে কোথায়। সামান্য খেয়ালের বশীভূত হয়ে মানুষ যখন মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করতে চায় আগুন সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। অপরের ব্যক্তিত্বকে

নিঙ্গড়ে মুষড়ে নিজের ব্যক্তিত্বের নিশান উড়াতে যারা অভ্যস্থ তাদের ব্যক্তিত্ব পাহাড়ের মত নির্ম্মম ও পাষান। আদর্শের শশ্মানে বসে যারা আদর্শবান হতে চান তাদের সেই অনাদর্শকে আদর্শের অত্যাচার ব্যাভিচারকে জাতির মধ্যে প্রকট হতে দিলে সে বসে পড়বে।

প্রতিভার দাদু তাকে কাছে ডেকে বলেছিলেন "মা এ তোর অদৃষ্ট আমাদেরও অদৃষ্ট, সে ভুল করেছে তুই তাকে ক্ষমা করিস"।

"এত বড় ভুল মানুষ করতে পারে" ?

"হ্যা মা। নতুবা এ তোকে পশুত্বে টেনে নেবে। সে ফিরে আসবে, তার ভুল ভাঙ্গবে তুই তার জন্য অপেক্ষা করিস। তবে তোর এই দুঃখের মাঝে ও তুই যেন শিক্ষয়তাকে কুকাজ মনে করিসনে সে খুবই মহৎ। জাতির জীবন যজ্ঞের পুরোহিত তোরা, তোরাই জাতিকে গড়ে তুলিস। সন্তানকে শুধু গর্ভে ধারন করেই মা হওয়া যায়না তাকে বিদ্যায় ধারন করাও তোদের কর্ত্তব্য। পুরোহিত দক্ষিণা বিনা নইলে পূজা অসমাপ্ত থাকে। তুই যে মাহিনা নিয়েছিস এ দক্ষিণা মাত্র, তোর বাঁচবার একটা অধিকার, এ নীতি কোনদিন ও নিন্দনীয় হতে পারেনা। প্রত্যেক কাজের একটা মূল্য আছে। দেশে বিদেশী যে অবৈতনিক কার্য্য পদের সৃষ্টি করেছে সে ধনতন্ত্রের প্রশ্রয় মাত্র।

"শিক্ষয়তাকে তুই কোনদিন নিন্দা করতে যাসনে। মেয়েদের শিক্ষয়তাকে ঘিরে দেশে এমন একটা বিশ্রি আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যা আমিও ভাল বাসিনা, তবে সে রকম কোন সংস্পর্শে তোকে তো যেতে দেইনি। তোকে তো ঠিক চাকরি করতে দিই নাই। সে ছিল গ্রামের প্রতি একটা শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি। কতটুকু পথ বা তোকে রোজ যেতে হয়েছে কিন্তু সে যে এতটা কদ্দমাক্ত হয়ে উঠবে ভাবতে পারি নাই"।

প্রতিভাকে কোন কথা বলতে না দেখে দাদু বলিয়াই চলিলেন "দুঃখের বিষয় তোর স্বামী তোর শিক্ষয়তার জন্য তোকে পরিত্যাজ্য

করে তুললেও, বিশ্ব বিদ্যালয়ের যারা শিক্ষার অগ্রদূত, তোমরা তোমরা মাহিনাটা একটু মোটা, তাদের দুয়ারে ভাল চাকরির জন্য যেয়ে ধন্না দিতে ইতস্ততঃ করেনা। এ অদৃষ্টের পরিহাস মা। সে তোকে অবাঞ্ছনীয় করে তুললেও, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে যাস্‌নে। নিজের সমাজকে অভিশাপ দিস্‌নে। এখানেই তো তোর সমাজের পরীক্ষা, এই অগ্নি পরীক্ষায় পার হওয়া চাই। দুঃখের মধ্য দিয়েই আশীর্ব্বাদ কর তবেই তো ভুল ভাঙ্গবে। হিন্দুর সমাজ আজ তোকে বিবাহ মন্দিরের বলির জন্য বেছে নিয়েছে তুই আজ বিবাহের বলি প্রদত্ত। মানুষ যেমন পশুকে বলি দিয়ে নিজের স্বার্থের সিদ্ধি চায়, সে ও তেমনি আজ তোকে বলি দিয়ে তার আদর্শের পূজা সাঙ্গ করতে চায়।”

দাদুর কথাগুলি প্রতিভার বহুদিন মনে ছিল সে ভুলতে পারেনি; কতদিন তার মনে কত ভাবে তা উঠেছে। সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না তার স্বামী তাকে ত্যাগ করতে পারে। সে কি করেছে। এর কোন প্রত্যুত্তর সে খুঁজেই পায়না। স্বামীকে সে ভালবাসে তার বিদ্যা বুদ্ধির পরে তার শ্রদ্ধা আছে, সে যে গড্ডালিকার প্রবাহ নয়, একটু অসাধারন এ ও সে ধরতে পেরেছে, তবুও কেন এমন হল। সংসার যদি সংকীর্নতার রনভূমি হয় সে কি সংসার? সংসারে যদি উদারতা স্বাস্থ্যতা ও বিদ্যামত্তা না থাকে সে কি সংসার?

প্রতিভা থেমে যায়, তার মনে হতে থাকে বিবাহে আজ প্রেম নাই প্রাণ নাই বিশ্বাস নাই সৌন্দর্য্য নাই সে কি শুধু নর নারীর উলঙ্গ নৃত্য। বিবাহ তো অভাব নয় স্বভাব? মানুষ কি বিবাহ করে শুধু ইন্দ্রিয়ের বশে? ইন্দ্রিয়ের প্রেরনা তো সুখের প্রেরনা নয়। সংসারে যদি ক্ষমা না থাকে বিচার না থাকে, সহনশীলতা ফুটে না ওঠে, সহযোগের অভাব হয়, সেকি সংসার না তেপান্তরের মাঠ প্রেমের কসাইখানা? আগে লোক সাধনার জন্য তপস্যার জন্য বনে যেত আজ

আর সংসার অরণ্যে, গহন অরণ্যে তার কোনই প্রয়োজন নাই। মানুষের সেই অত্যাধিক বনবাসের ফলে পশুরাই কি সংসারে এসে পৌছেচে? পশুই আজ সংসারের সবচেয়ে বড় কৃতকর্ম্মা। পশুর বীরত্ব প্রভুভক্তি ও ইন্দিয় লিপ্সাই আজ কি মানুষের আকাঙ্খিত নয়?...... মানুষ ভুল করে অপরাধ করে তার পরেই তো দেবতা দাড়িয়ে আছেন। দেবতারা যদি মানুষের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসতে পারেন স্বামী কি স্ত্রীর জন্য তার আদর্শের গদিটা একটু সরিয়ে আনতে পারে না। আদর্শ তো পরকে দুঃখ দেওয়া কষ্ট দেওয়া নিজের জীদ বজাই রাখা নয়? আদর্শের জেল খানায় বসে নড়ন চড়ন হীন অভিনয় কি খুব কাম্য হতে পারে? সাধারন মানুষ ভাবাবেগের বশীভূত হয়েই আদর্শের পেছনে ছোটে, আদর্শ শুধু সেন্টিমেন্ট নয় সুক্ষ ও সার, অনেকটা এ্যাবসট্রাকট, কিন্তু ভাবাবেগ অনেকটা যেন ঘটনার সমষ্টি। গ্রামের ডোবাতে বসে বেঙ্গাচীর কালচার নিয়ে যদি আদর্শের বড়াই চলে সে কি খুব সুখের হবে? ......আজ বিয়ের জন্য বেরিয়ে সকল যুবকের মুখেই শোনা যায় বিয়ে করবনা। এ কেন? নারীর মতন বিশিষ্টতাকে তারা কি জগত থেকে তুলে ফেলতে চায়? এতে কি পুরুষ ও উঠবেনা। নারীকে ধ্বংস করে কি পুরুষ নিজেও ধ্বংস হয় না। নারী যে পুরুষের ক্ষেত্র, নারীকে অবলম্বন না করে পুরুষ বাঁচবে কি করে। শরীর অসুস্থ হলে, কিম্বা শরীর ধারনের প্রয়োজন না হলে, লোকে ভাতখাবনা বলে থাকে, তেমনি এই বিয়ে করবনার মধ্যে হয় জন সাধারনের মানসিক অসুস্থতা নয় মহত্ত্বতা লুকিয়ে আছে? পুরুষকে দেখলে তো তা অনেক সময় মনে হয়না। প্রেমের শকুনির ভূমিকায় এরা যে উড়ে বেড়াতে অভ্যস্থ হয়েছে এ খুব চিন্তার বিষয়।

যাকেই জিজ্ঞাসা কর শুনতে পাবে বিয়ে করবনা অর্থাৎ নারী যেন সংসারের একটা অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, হলেও চলে না হলেও চলে, এই যে

জন বোধ, এই যে পাশ্চাত্যের প্রভাব এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছে আত্মহত্যা জাতির আত্মহত্যা হৃদয়ের আত্মহত্যা। নিজের ভালবাসাকে নিয়ে মানুষ এতটা প্রচ্ছন্ন কোনদিন হয়নি। জন্মগ্রহন করে খাবনা পরবনা বললে যেমন সমাজের পরে অন্যায় করা হয়, এই বিয়ে করবনা কি ঠিক তাই নয়? বিয়ে না করে মানুষ কি তার মানসিক উলঙ্গতাকে ঢেকে রাখতে পারে? প্রেমের বিবাহ বাসরে অর্থাৎ বিজয় বাসরে যে অঙ্গাঙ্গি ভাব দেখা দেয় সে কি নারী না পুরুষ? বিবাহ যাদের সুখ তারা বিয়ের জন্য ছুটে যায়, যাদের দুঃখ তারা বলে বিয়ে করবনা। বিবাহ সুখ ও নয় দুঃখ নয় জীবনের উন্মিলন। চক্ষু মুদ্রিত করে মানুষ যেমন ঘুমিয়ে আনন্দ পায়, তেমনি সুন্দর দৃশ্যেও মানুষ আনন্দিত হয়. চক্ষুর এইযে মুদ্রিত ও অমুদ্রিত ভাব এর মধ্যে সুখ দুঃখের প্রশ্ন তুলতে যাওয়াই মূর্খতা।

অর্থের আধিক্য যেখানে বেশী ইজ্জতের পরিমানটা সেখানে কমে আসে প্রতিভা এ জানত, কিন্তু অর্থহীন মানুষ ও তো দুঃখী লাগে। অর্থই যেখানে বিবাহের যোগ্যতা, এবং অর্থের মানদণ্ডে বিবাহকে ওজন করতে যেয়ে আমরা প্রায়ই ভুল করি। অর্থ যে যুগে ছিলনা সে যুগেও বিবাহ ছিল। অর্থ ধনতন্ত্রতা আজ যে বিবাহকে গ্রাস করতে চায় এ দুঃখের। অর্থের পরিমানে আজ আমরা মানবত্বের বিচার আনতে যেয়ে যে ঐতিহ্যের মূল্য কমিয়ে এনেছি এ ভুলে যাই। অর্থের ভূমিকায় ইহুদীরা যেমন সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়ে নিজস্ব দেশহারা, বাঙ্গালী যেন কৃষ্টির ভূমিকায় এই ভাবে বঙ্গ হারা না হয়। আজ মানুষ কৃষ্টিভিক্ষার চেয়ে অর্থভিক্ষাই শ্রেয় মনে করে। অর্থ আজ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত অনেকটা অঙ্গাঙ্গি ভাব তবুও অর্থের প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে মানুষ পারেনা। সে সৎ ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করেছে ও ব্যয় করেছে। আদর্শ! আদর্শের জন্য পিতা মাতার এগিয়ে

দেওয় মাছ মাংসের বাটি সরিয়ে দিয়ে তার স্বামী আনন্দ পায়, কিন্তু সে মাছ মাংস তো দূরের কথা বিষের বাটি গ্রহণ করতে ও ইতস্ততঃ করতনা। এই তার জীবনের আদর্শ। আদর্শের বোঝা বইতে সে অভ্যস্ত নয়, কি আদর্শকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সে চুপ করে বসে থাকতেও পারেনা। আদর্শ ঠিক তার প্রতিমা নয় প্রভাব। আমিষের মধ্যে কি আদর্শ ও মনুষত্ব ফুটে ওঠেনি ? গরু ঘোড়া ছাগল নিরামিষাশী তাই বলে কি তারা আমিষ ভোজী মানুষের চেয়ে বড় ? সে আমিষ খায় বলে কি তার অপরাধ ? ...... নিরামিষাশী পশুর মধ্যেও একটা শ্রেষ্ঠত্ব আছে, তারা দুধ দেয়, তাদের মধ্যে যে কর্মোনিয়তা, প্রিয়তা, প্রভুভক্তা ও গৃহপালনতা লক্ষ্য হয় আমিষ ভোজী পশুর মধ্যে তা দেখা যায় না ? আমিষ ভোজী পশু দৈহিক শক্তিশালী হলেও, নর খাদক হলেও, খুব চালাক হলেও তাদের মধ্যে গরু ও ঘোড়ার সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখা যায় না। পশুর মধ্যে নিরামিষের প্রভাব যদি এত বেশি হয় তখন সে যে মানুষের মধ্যে আর ও ফলপ্রদ হবে এ বিশ্বাস তার আছে। হিংসা সেখানে তো বিরল। প্রেম নিরামিষাশী তবুও কেন এমন হল। গরুর দুগ্ধেও কি হিংসা নাই ? ঈশ্বর গরুকে দুগ্ধবান করে তোলেন তার মাতৃত্বের জন্য, মানুষ তাকে বঞ্চনা করে যা গ্রহণ করে, স্বার্থ সুখের পরিবেশনের জন্য সে কি হিংসার নামান্তর নয়। অর্থনৈতিক জুয়া খেলায় অভ্যস্ত হয়ে আমরা যে রাজনৈতিক ও সামাজিক জুয়া খেলতে, এমন কি মহত্বের জুয়া খেলতে সুরু করে দিয়েছি এর কি শেষ আসবেনা ?

প্রতিভার জীবনের প্রথম দিকটা নিয়ে লোকে আলোচনা না করলে ও শেষে সে তা এড়াতে পারলেনা। কিছুদিন যেতে না যেতেই সে অনেক কথা শুনতে লাগল। সে মধ্যায় প্রতিবাদ করতে চাইত কিন্তু পারতনা। গুয়ের পোকার মত এই যে মানুষের স্বভাব এ তাকে

বড় বিষন্ন করে ফেলত। দেশবরেণ্য লোকের চরিত্র নিয়ে, চাঁদের কলঙ্ক নিয়ে, মানুষ যখন হীন আলোচনা করতে ছাড়েনা তখন সে কে? রোগের মধ্যে মানুষ যেমন প্রলাপ বকে এ ও সেই ধরনের মানসিক নৈতিক রুগ্নতাব প্রলাপ বই আর কিছু নয়। এ যেন জাতির প্রলাপ। —সে অস্থির হয় এবং মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে উঠে "ঠাকুর মানুষ অন্যায় করে তার একটা ক্ষমা আছে কিন্তু আমি যদি অন্যায় করি তার কোন ক্ষমাই নাই"। মানুষের প্রেম মানুষকে যদি বড় না করে ছোটকরে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি আছে বল? এই গনতন্ত্রের যুগে এ যেন কেমন লাগে? যে দেশে নারীর সংখ্যা বেশি সে দেশের শাসন কতৃত্বের পরে সংখ্যা গনতন্ত্রতার মধ্য দিয়ে নারীর যে একটা অধিকার আছে এ কি কোন দেশে লক্ষ্য হয়েছে? পুস্তকের পৃষ্ঠায় ডেমোক্রেসী আদর্শ হিসাবে আজও খুব মূল্যবান হলেও বাস্তব জগতে তার দৃশ্য কি দুঃখের সৃষ্টিকরে না? সংখ্যার চেয়ে গুনের মূল্য বেশি, কিন্তু গুনের এমন কোন অধিকার নেই যে সংখ্যার মুখের গ্রাসটুকু সে কেড়ে নেবে নিজের তুচ্ছ ভোগের মাত্রাকে বৃদ্ধি করতে।

শোনা যায় আমরা এক কিন্তু দেখা যায় আমরা বহু। গ্রামের কথা মনে পড়তেই প্রতিভার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। তার কত আশা এত ভাবা যায়। মমতা মায়ের মতন বুক পেতে দিয়ে এসেছে। এখানেই সে মানুষ হয়েছে, বড় হয়েছে, ভালবাসতে শিখেছে। এই গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার প্রতিটি জীবনের কথা। এর রক্তে তার রক্ত এর স্মৃতিতে তার স্মৃতি। এর মধ্য দিয়েই সে দেখতে পেয়েছে শুনতে পেয়েছে। গ্রামের মন্দিরটার পানে চেয়ে সে বলে উঠে প্রেম সে তো ওখানেই কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, যৌবন সে তো ওরই আয়োজন। কত আশা আকাঙ্খা ভরা মানুষের জীবন গ্রামের স্পর্শটি জড়িয়ে আছে অমৃতের মত প্রীতির চন্দনে

ভরা। গ্রামে যে জন্ম নেয়নি সে তো মানুষ নয় মেসিন।

১০৩

বিমলের অসুক বিশেষ কিছুই নয়, তবে মাঝেসাজে সে নিজেকে বড় হারিয়ে ফেলে, তার সময়ে সময়ে স্মৃতি শক্তি লোপ পায়, এবং অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে ও শিশুর মতন উদ্দাম্ত ও দুরন্ত হয়ে ওঠে।

প্রতিভা রোজই আসে। সকালে বৈকালে সে সময় ও সুযোগ মত একবার করে এসে বিমলকে দেখে যায়। লেখার সঙ্গে তার এখানেই আলাপ হয়েছে। উভয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্টতা ও ফুটে উঠেছে। উভয়ে যেন উভয়কে অনুভব করতে পারে, তারা যেন একই বৃন্তের ফুল একই বেদনায় ভরিভূত।

* * * * *

সন্ধ্যার পর চাকর এসে খবর দিলে গাড়ি এসেছে। প্রতিভাকে নিচেয় নেমে আসতে দেখে অপরূপ বাবু এগিয়ে এসে বলে উঠলেন "আজ যে সকাল সকাল চলেছ"?

"একটু কাজ আছে"?

অপরূপ বাবু প্রতিভার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে ফেললেন এবং বললেন "তোমাদের ওখানে একদিন সন্ধার পর আসব মনে করছি দুজনে বসে বসে একটু কথাবার্ত্তা বলা যাবে"?

"কেন বলুন তো" প্রতিভা উৎসুক নেত্রে জানতে চাইলে।

"এই বলছিলাম এখানে তো সব সময় বড় ব্যস্ত থাক"?

"দরকার বোঝেন এখানেই বলতে পারেন" ?

"বিশেষ কিছুই নয়" অপরূপ থেমে গেল এবং পুনরায় বলে উঠল" একদিন চলনা দুজনে মিলে বায়োস্কোপে যাওয়া যাক"।

প্রতিভা একটু বিরক্ত হয়ে বললে "আপনি কি বলবেন বলুন না" ?

"আমার সঙ্গে তোমার যেতে আপত্তি থাকে তো না হয় ওকেও সঙ্গে নেওয়া যাবে"।

"আপনার কথাটি কি তাই বলুন না" ?

"সে অন্য একদিন হবে, এখন চলতো। গাড়ি যখন পেয়েছি তখন আর হেটে যাই কেন চল আমায় পৌছে দেবে" ?

"সে হবেক্ষন, কিন্তু কথাটি কি বলবেন না" ?

"তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, তার একটা প্রভাব আছে. শিক্ষীত মনে বাহির জগতের পরিচয়টা কি এড়াতে পারা যায়। নইলে শিক্ষার যে কোন মূল্যই থাকেনা। একটুআধটু বন্ধুবান্ধবের সহযোগটা কি খারাপ" ?

প্রতিভা অপরূপের মুখের দিকে চেয়ে ঘৃনাভরে বলে উঠল "আপনি যে আমায় কি বলতে চান তা আমি শুনতে পেয়েছি আর বলতে হবেনা। অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়িতে আসবেন না। আপনি যা মনে করেছেন তা আমি নই" ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে সে থেমে গেল।

"মনে আমি কিছুই করিনি। এখন চলতো আমায় একটু পৌছে দেবে" অপরূপ কথাগুলি বলে হাত বাড়াতেই প্রতিভা সরে যেয়ে বললে "আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আপনার পরে একটু শ্রদ্ধা হয়েছিল, কিন্তু আজ দেখছি আপনার মন শ্বেত কুষ্ঠ রোগীর মতন মানুষের অনুকম্পার বস্তু। অতি ছোট অন্তঃকরনের লোক আপনি"।

প্রতিভা বাহিরে এসে ড্রাইবারকে অপরূপ বাবুকে বাটিতে পৌছে দিয়ে ফিরে এসে তাকে নিয়ে যেতে বললে।

"তুমি যাবেনা" অপরূপ জিজ্ঞাসা করলে।

"না" প্রতিভা রুষ্টভাবে উত্তর দিলে।

"তবে থাক্ আমি হেঁটেই যাব" অপরূপ বেরিয়ে পড়লেন।

১০৪

সন্ধ্যার পর বাটিতে ফিরে অপরূপ হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বলে উঠলে "ও ছুড়িটা দেখছি ছোড়াটার সর্ব্বনাশ করবে, বড় লোক খদ্দের পেয়ে বেশ কিছু টানছে।"

"কি যে বল" লেখা উত্তর দিল।

"তুমি দেখে নিও"।

"আমার দেখা আছে। দুনিয়ার যত নোংরা জীনিষ সে কি তোমার মনেই এসে হাজির হয়"।

'যার মধ্যে তুমি তোমাকে আমাকে সমস্ত জগতটাকে পেয়েছ সে হল তোমার নোংরা জীনিষ। বেশ লোক তুমি" অপরূপ হেসে উঠলেন।

"প্রতিভা ও ধরনের মেয়ে নয়"।

"তুমি বললেই হল। এই জন্যই তো ওর স্বামী ওর খবরই রাখতে চায় না"।

"এ সব খবর তুমি কোথেকে পাও বলতে পার"?

"বুদ্ধি চাই। তোমার মত তো অন্ধ নই আর কানে তুলো দিয়েও চলি না"।

"অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি"।

"দড়ি যে আজ মালা হয়ে পড়েছে এ বোধ ও তোমার নাই। নিজের পৈতা গাছটিকে লক্ষ্য করে অপরূপ হেসে ফেললেন"।

স্ত্রীকে কোন কথা বলতে না দেখে অপরূপ তার মুখের পানে চেয়ে পুনরায় বলে উঠলেন "জীনিষ পত্রের যেমন যত্ন না করলে বেশিদিন টেকেনা তেমনি শরীরের পরে তো একটা যত্ন চাই নইলে টিকবে কেন, একটু নজর রাখতে হয়। কি হয়েছ বল তো"?

স্বামীর বাহু বন্ধনের মাঝ হতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লেখা বলে উঠল "মাথাটা একটু ধরেছে দুপোর থেকে"।

* * * * *

স্বামীর কথাগুলি কিন্তু লেখা সহজে ভুলতে পারলে না। যতই দিন যেতে লাগল বিমল ও প্রতিভা সম্বন্ধে সে যেন বেশ একটু সন্দেহবান হয়ে উঠল। প্রতিভার সমস্ত কথার মধ্যে সে খুঁজে পায় বিমলের প্রেম।

একদিন স্বামীকে সে বলে ফেললে তুমি যা বলেছিলে তা দেখছি সত্যি। মেয়েটা যেন কেমন কেমন। হাসি মুখে লেগেই আছে। মানুষ মরে ও হাসবে। লোকটার সঙ্গে কথা বলবে ও হেসেই মরে। আঃ মর তুই সোমত্ত মেয়ে তোর বিয়ে হয়েছে।

"তখন বললাম বিশ্বাস হলোনা, এখন তো সব বুঝতে পেরেছ" অপরূপ বিজ্ঞতার চালে একটু থেমে পুনরায় বলে উঠল "লোকে হাঃ করলেই আমি বুঝতে পারি সে কোন ধরনের জীব।—তা তোমারো তো অন্যায়, বিয়ে হয়েছে বলে একটু ফুর্ত্তিও করবে না"।

"ঝাটা মার অমন ফুর্ত্তির মুখে" লেখা মুখ সিটকিয়ে উঠল।

"সকলেই কি আর তোমার মত সতীলক্ষ্মি তার বরাত থাকা চাই" অপরূপ স্ত্রীর পানে চেয়ে হাসতে লাগল।

১০৫

সন্ধ্যার সময়টা প্রতিভা ঘরে বসে সেতার বাজিয়ে চলেছে, এমন সময় বাটির চাকর এসে তাকে বলে উঠলে "মা এক বাবু দেখা করতে এসেছেন বাহিরে বসে আছেন"।

"যেয়ে বলে আয় বাবু বাটিতে নাই"।

"আপনার নাম করছেন"।

"নাম জিজ্ঞাসা করে আয়"।

চাকর ফিরে এসে বললে অপরূপ বাবু। লেখা সেতারটা নামিয়ে রেখে উৎবিগ্ন চিত্তে বাহিরের ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলে "আপনি এসেছেন কেন বিমল বাবুর কি অসুখ করেছে"?

"না বেশ ভালই আছে। তুমি তো ভাল আছ"? অপরূপ হেসে উঠল এবং সেই ক্রুর হাসিতে তার মুখখানি ভরে উঠতেই সে পুনরায় বলে ফেললে "তোমাকে দেখতে আজ খুবই সুন্দর লাগছে, সত্যিই যেন কোন ভাব রাজ্যের রাণী হয়ে পড়েছ"।

"আপনি চলে যান বলছি" প্রতিভা ধীর কণ্ঠে কথাগুলি বলে এক দৃষ্টিতে অপরূপের পানে চেয়ে রইল।

"মানুষ কি আর থাকতে আসে, সে তো চলে যাবেই, একটু বসতেও বলবে না" অপরূপ হাসিয়া উঠিলেন।

প্রতিভাকে কোন কথা বলতে না দেখে অপরূপ পুনরায় বলিয়া উঠিলেন "তোমার রোগীর ওখানেও একবার যাবে না"।

"ওর শরীর কি খারাপ হয়েছে" ?

"নইলে ডাকতে আসব কেন" ?

"এই তো বললেন ভাল আছেন"।

"তোমার ভাবটা দেখছিলাম"।

"বাবা তো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন"।

"ট্যাক্সি ডাকছি সঙ্গে চলুন"।

প্রতিভা একটু চিন্তা করেই বলে উঠলে "না আপনি যান আমি পরে যাব"।

"সে কি হয় বেচারীর অসুক করেছে আমায় নিয়ে যেতে বললে"।

"আপনি যান তো"। প্রতিভা ঘরের ভিতর হয়ে গেল। সে চাকরকে ডেকে বললে "একবার চট করে যেয়ে দেখে আয় তো বিমল বাবু কেমন আছেন। শিগরীর আসবি এই পয়সা নে ট্যাঙ্গা করে যাবি"।

চাকর ফিরে এসে খবর দিলে বাবু ভাল আছেন। এক টুকরা কাগজ প্রতিভার হাতে দিয়ে সে বললে "মা দাদাবাবুকে দিয়ে জোর করে লিখিয়ে নিয়ে এসেছি। প্রতিভা পড়লে তাতে লেখা আছে "আনন্দেষু, প্রতিভা আমি ভাল আছি" ইতি বিমল।

১০৬

লেখা সেদিন প্রতিভার সঙ্গে দেখা করতে এসে ঘরে ঢুকে দেখলে প্রতিভা বই পড়ছে। সে জিজ্ঞাসা করলে তোর রোগী কেমন আছে ?

"ভালই তো লাগছে"।

"সেবা যত্ন চলছে তো বেশ"।

"মনে তো হয়"।

"দেখলে তো বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য হয় না"?

"তার আমি কি করব"।

"তো কে করবে" লেখা হেসে ফেললে এবং বলতে লাগল "শুধু গতর দিলে কি ছাই ভাল হয়, মাঝে মাঝে একটু প্রেম দিয়ে সেবা শুশ্রূসা কর তবেই তো ভাল হয়ে উঠবে"।

"সেজন্য তো তুমি রয়েছই" প্রতিভাও হেসে ফেললে।

"আমি" লেখা বিস্মিত বোধ করলে।

"হ্যা তুমি। শুশ্রূসা তো আমি করছি সেবাটা তুমিই কর্"।

লেখা কথার স্বর বদলে নিয়ে বললে "তুই যদি আদা জল খেয়ে ওর পেছনে লাগিস ও কি সহজে ভাল হবে, বেচারীর পরে একটু কৃপাদৃষ্টি রাখ্।—আর আমার গতরে অতসত সইবে না"।

"নাও হয়েছে এখন চুপ কর তো"?

"আমি তো চুপ করেই আছি তোদের মধ্যে কি কখন কোন কথা বলেছি বলতে পারিস"।

"বলবার কি আছে যে বলবে"।

"একলা মানুষ, স্ত্রী তো কোন খবরই নেয়না, তোকে কি অন্নমনস্ক ভাল দেখায়। সুযোগ ছাড়তে আছে"? লেখা হাউ হাউ করে হেসে উঠল।

"এই সব কথা বলতে তোমার এত ভাল লাগে। লোকের মনকে কলুসিত করে তোলাই তোমাদের স্বভাব। ঠাট্টা ইয়ারকির নামে তোমরা যা খুসি বলতে চাও, তার একটা ভদ্রতার সীমাও রাখতে চাওনা এ খুবই দুঃখের। মানুষের মনের প্রাণের পাপকে অপরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে তোমরা খুব ওস্তাদ" প্রতিভা কথাগুলি বিরক্ত ভাবেই বললে।

নিজের দুর্ব্বলতার ভারে লেখা আর বেশীদূর না এগিয়ে সোজা ভাবে জিজ্ঞাসা করলে "আচ্ছা তোর স্বামী কি বলতো এর মধ্যে একদিন এলোনা" ?

স্বামীর উল্লেকে প্রতিভা মাথানত করে রইলে কোন উত্তর দিলেনা। লেখা সেটুকু লক্ষ্য করেই বললে "তোর স্বামীকে তোর দরকার না থাকে সমাজের তো আছে, তাকেও ফাঁকি দিতে চাস"। লেখা পুনরায় বলে উঠল "সে এতদিন একলা কি করে আছে" ?

"তা আমি কি করে জানব, তুমি যেয় জেনে এলেই পার" ?

"তুই তো আসবার একটা তাগাদা দিলে পারিস" ?

"দায় পড়েছে আমার"।

"লোকটা বিয়ে করলে অথচ আসছে না ব্যাপার কি বল তো। বেটাছেলে এতদিন না এসে থাকতে পারে। ভাল করে দেখে নিয়েছিস তো বিয়ের মূলধনটা আছে কি না" ?

"না ভুল হয়ে গেছে, তুমি যেয়ে একবার দেখে এসো না" প্রতিভা খিল খিল করে হেসে ফেললে।

"এবার যেদিন চিটি লিখবি চিটিখানা দিসতো তোর হয়ে একটু লিখে দেব" ?

"কি লিখবে"।

"লিখব, আসছ তো ? না এলে আমায় অন্য ব্যবস্থা করতে হবে তখন দোষ দিওনা। সমাজের গলায় ছুরি মারতে হবে। একলা একলা থাকতে আর ভাল লাগছেনা। দেখবি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হবে"।

"একেবারে হাঁপাতে থাকবে। সে তুমি পার" প্রতিভা হেসে উঠল।

"একজনকে সাধলেও আসবেনা আর একজন নিত্যই তোর সাধনা করছে কি করবি বল" ?

অপরূপ বাবু ঘরে ঢুকতেই প্রতিভাকে লক্ষ্য করে বললেন, "আপনার রোগী তো আপনাকে খুব সুখ্যাতি করছিলেন, আর কতদিন লাগবে" ?

"কি করে বলব বলুন" প্রতিভা উত্তর দিল।

"ও কি করে জানবে। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করো" লেখা উত্তর দিল।

"ওর শ্বশুর আমায় একটা চিটি দিয়েছেন, বড়লোক মানুষ ভেবেই অস্থির" ?

"লিখে দেবেন চিন্তার কোন কারন নাই। ভাল হয়েই উঠছেন। তবে কলকাতায় যেতে এখন ও দেরি হবে" ?

"সে তো হবেই" অপরূপ মৃদু হাস্যে মুখখানি ভরে পুনরায় বললেন" বিশেষ আপনি যখন রয়েছেন"।

"ভদ্রভাবে কথা বলতে না পারেন বলবেন না' প্রতিভা বিরক্ত কণ্ঠে কথাগুলি বলে ফেললে।

অপরূপ চন্দ্র দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে বেরিয়ে গেলেন।

"তুই চটলি কেন" লেখা সম্বোধন করে বললে।

"না চটবেনা। যা খুসী তাই বলবে। আমি কি ওর কথার ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট হয়ে পড়েছি। ভদ্রলোক যেন কেমন কেমন বড় বিশ্রি লাগে" ?

"তোর স্বামীকে তো দেখলাম না কি বলি বল্" ? লেখা হাসতে লাগল।

'এই কণ্টোলের যুগে, যেদিকে চাও দেখবে শুনবে শুধুই কণ্টোল, অথচ মানুষ নিজেকে একটু ও কণ্টোল করতেও পারে না ? ঋষির যুগে শুনতে পাই ছিল সংযম এবং এখন এসে দাঁড়িয়েছে কণ্টোল অথচ এর মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে ভয় হয়"।

"ভাত কাপড়ের কণ্টোলের মতন তোর ঐ অত্যাধিক রাজনৈতিকতা, কণ্টোল প্রিয়তা, খুব কার্য্য করী হবে না। এই জন্যই স্বামী বেচারী হয়তো আসতে ভয় পাচ্ছে"।

'মানুষের জীবনে যদি সংযম না থাকে সে কি জীবন না মরন? মানুষকে কণ্টোল না করে দুনিয়াকে কণ্টোল করতে যাওয়ার মূর্খ্যতা প্রাচ্যের ছিলনা"।

"তাই বলে স্বামী বেচারী কাছে এলে তাকে একটু মজা করতে দিবিনে"? লেখা হেসে ফেললে।

"প্রেমকে হয় পূজা করতে হয় নয় তো সাজা পেতে হয়, এর অন্য কোন ব্যবস্থা নাই"।

"ভোগকে অস্পৃর্শ করে তুলে ত্যাগ কোনদিন বড় হয়নি। লেখা বলিয়াই চলিল, খাও দাও ফুর্ত্তি কর এই যখন ধর্ম্মের নীতি তখন তোর না খাওয়া না দাওয়া জঙ্গল প্রীতি কি খুব ভাল হবে"?

"ঋসিরা দেহটাকে জঙ্গল টেনে নিলেও মনকে প্রাণকে ফেলে রাখতেন সংস্কারে, আর আজ দেহকে সংসারে রেখে মনকে প্রাণকে বনবাসে টেনে নেওয়া হয়েছে সার"।

"স্বামী যদি দেহের ভয়ে সরে দাঁড়ায় সে কি তোর সোয়ামি হবে ভাল লাগবে বল্"?

"তা বলে স্বামী যদি কাকের মতন দেহ ঠুকরেই ফিরে যায় সে বুঝি খুব ভাল হবে"।

"প্রেমের আপদ কালে প্রেমিক যদি বল প্রয়োগ না করে চুপ করে বসে থাকে সে কি ভাল লাগবে বল্'?

লেখা প্রতিভাকে জড়িয়ে ধরতেই উভয়ে হেসে উঠল।

১০৭

চন্দ্রা ছায়াপটে এসে বিমল মুখতুলতেই দেখলে পাসে একজন মহিলা, মুখখানি তার চেনা চেনা বোধহতে লাগল এবং তার পাসেই বসে রয়েছেন অপরূপ বাবু। বিমল হাত তুলে অপরূপ বাবুকে নমস্কার করে বললে আপনি এসেছেন দেখছি।

অপরূপ একটু কাচু মাচু করতে করতে বললেন" শুনলাম বইটা ভাল, কিন্তু আপনি এই শরীরে।"

"প্রতিভা শুনলে না জানেন তো তার কথার খণ্ডন হবার যো নাই" :

'তাকে তো দেখছিনা। ভাগ্যবান মানুষ"।

"সে এ বই তার বাবার সঙ্গে আগেই দেখেছে, তবেই তো আমায় পাঠালে"।

পূর্ণিমার মুখের দিকে চেয়ে বিমলের মনে পড়ল বিগত জীবনের একটি রাত্রের ঘটনা। এই মেয়েটির কাছে যেয়েই সে ফিরে এসেছিল। বিমল হাস্য ভাবে জিজ্ঞাসা করলে "চিনতে পারেন" ?

পূর্ণিমা বিমলকে দেখেই চিনতে পেরেছিল কিন্তু সে সেই ভাব গোপন রেখে বলে উঠলে "কোথায়ো দেখেছি মনে হয়" ?

"সেই একদিন আপনার ওখানে গিয়েছিলাম" বিমল উত্তর দিলে।

"আমার ওখানে" পূর্ণিমা বিস্মিত নেত্রে পুনরায় বলে উঠলে, "হয়তো ভুল করছেন"।

পূর্ণিমার ভাব দেখে বিমল আর কোন কথা বলতে সাহস পেলেনা।

পূর্ণিমা অপরূপকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে "লোকটি কে"?

"বিশেষ পরিচিত"।

"ভদ্রলোক বুঝি স্ত্রীকে সাথে আনেন নি তাই তুমি বলছিলে"?

"স্ত্রী নয় তবে স্ত্রী হয়ে পড়েছে"।

"সে ওর সঙ্গে আসবে কেন"।

'প্রেমের টানে"?

"ভদ্রলোক বুঝি বিয়ে করেন নি"?

"করলেও তো কোন ক্ষতি নাই"।

"ভদ্রলোকের বৌ বুঝি খুব কালো"।

"কালো, অপরূপ হেসে উঠলে একেবারে আলো"।

"যাও তোমার ঢঙ্গের কথা" পূর্ণিমা প্রনয়ের সুরে কথাটি বলে থেমে গেল। চোখের উপরে ছায়া নটের দৃশ্য ফুটে উঠল।

একটি দৃশ্যে পূর্ণিমা বিমলের দিকে চেয়ে অপরূপকে বললে "কি বিশ্রি চুমো খায় বল তো"।

"ওর জন্য ওকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে জান"।

"ছাই দেওয়া হয়েছে"।

পূর্ণিমার কথায় অপরূপ মৃদু হাস্যে হেসে উঠল।

"যেন বাগের মতন চুমো খাচ্ছে"।

"হাতির প্রেম তো দেখনি তাই বলছ" অপরূপ উত্তর দিলে।

একটু পরে পূর্ণিমা পুনরায় বলে উঠল "একটা মেয়েমানুষের জন্য মা বাপ ভাই বোন ধর্ম্ম সমাজ সব ছেড়ে দিলাম এর চেয়ে অহমিকা ও অটোক্রেসী কি হতে পারে বলতো। এই বই আবার লোকে দেখে"।

"সমস্ত জগত এক দিকে তোমরা একদিকে, এ যে তোমাদের বড় করেছে, এ যে প্রেমের সত্য"।

"বড় করেছে না ছাই করেছে"। নিজের সুখকে যে অত বড় মনে করে সে সুখী হয় না"।

"উপায় নাই"।

"একটা মেয়ের প্রেমের মূল্য দিতে যেয়ে যারা নিজের সুখের ভারে জগতকে ভুলে যায়, সব কিছু অস্বীকার করে বসে সে কি খুব বড় বলতে চাও" ?

"জীবনের মূল্য বল" ?

১০৮

রাত্রে বাটিতে এসে জামা কাপড় খুলতে খুলতে অপরূপ স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললে "বিমল বাবুকে আজকে একটি মেয়ের সঙ্গে বায়োস্কোপে দেখলাম"।

"বল কি" লেখা আগ্রহভরে চেয়ে রইল।

"সাধুত্ব আর কোনদিন টিকবে। মস্তবড় চরিত্রবান। চরিত্র এখন যে এখানে সেখানে উঠা বসা করছে, গড়া গড়ি খাচ্ছে, অথচ ঘরে তো একটি মজুদ রয়েছেই"।

"মেয়েটি দেখতে কেমন"।

"মন্দ না"।

"বয়েস কত হবে"।

"একেবারে কাঁচা বয়েস, সবে ঘুম ভেঙ্গেছে বোধহয়, এই কৌশর পার হয়ে যৌবনে পা দিয়েছে" অপরূপ পুনরায় বলে উঠল, বাবাজীর যদি স্বাদ থাকে তবে দেখবেন ও ছাই কাঁচা পানসে প্রেম সুবিধার হবেনা, পাকা মাল না হলে কি খেয়ে আরাম"।

"আমার কিছুই বিশ্বাস হয়না তোমার কথা"।

"নিজের চোখে দেখে এলাম তুমি বলবে না"।

"তুমি যে কোনটা সত্যি বল আর কোনটা মিথ্যে বল এ বোঝাই দায়"?

"কোন কথাটা তুমি মিথ্যা পেয়েছ? যা বলব আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু অবস্থ একদিন সত্য হবেই। সব কথাকে যে আজই সত্য হতে হবে এর কি মানে আছে"।

"বিমল বাবুর নামে তো যা তা বল, কিন্তু প্রতিভার পেছনে ঘুরে মরছে কে তুমি না বিমল বাবু" লেখার কণ্ঠধনিতে ক্রোধ ও আদ্রতা ফুটে উঠল।

অপরূপ নিজেকে বেশ একটু গোপন করে হটাৎ আক্রমনের হাত হতে নিজেকে সামলে নিয়ে, খানিকটা অট্টহাস্যে নিজেকে আবৃতঃ করে বলে উঠল" এই তো তোমার দোষ। তুমি থাকতে আমি অপর মেয়েছেলের কাছে যাব এ তুমি বিশ্বাস করতে পার। এতটা ছোট তুমি নও এ বিশ্বাস আমার আছে। তোমার বাবা মার অন্তঃকরন কত বড় সেখান হতে তো তুমি দূরে নও"?

"রাখ তোমার ন্যাকামীপানা!"।

"মেয়েটি দেখছি তোমার মাথা একেবারে বিগড়ে দিয়েছে। আমি সেদিন ওকে একটু সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম যে বেশি বাড়াবাড়ি করোনা কলকাতায় লিখতে বাধ্য হব, তাই সেই ঝালটা তোমার পরেই ঝেড়েছে।"

"প্রতিভা মিথ্যা কথা বলেনা। ও খুবই সরল প্রকৃতির মেয়ে। তোমাকে চিনতে আমার একটু ও বাকি নাই তুমি ও টাকাই পাবার জন্য সব করতে পার"।

"ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্টির কে ও দেখছি হার মানতে হল। তিনিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিথ্যা কথা বলতেন"।

"বেশী কথা বলোনা তাতে কলঙ্ক ঢাকবেনা"।

১০৯

লেখা প্রতিভাকে স্বামীর সমস্ত কথা খুলে বলতেই সে বললে "তোর স্বামীর কোন কথাই আমার বিশ্বাস হয়না। ও সব যত বাজে কথা। আমি নিজে টিকিট কিনিয়ে এনে বলে কয়ে বই দেখতে পাঠালাম আর তুই বলবি মেয়েছেলে নিয়ে গিয়েছে এ কখন বিশ্বাস হয়। কোথায় পেলে" ?

"যেখানে সবাই পেয়ে থাকে"।

লেখা পুনরায় বলে উঠল "বলি ও মিথ্যা কথা বলতে যাবে কেন। ওর লাভ কি। চোখে দেখেছে তাই তো বলেছে। তোমার রোগী তো আর দেবতা নয় মানুষ তো, গিয়েছে কি হয়েছে" ?

"কিছুই হয়নি তুমি বলতে চাও" ?

'ও সব একটু আধটু আজ কালকের পুরুষ মানুষের হয়েই থাকে'।

"হয়েই থাকে। মেয়েমানুষ কি তোমার কথার মধ্যে বাদ পড়েছে বলতে চাও" ?

"ভূর মুখপুড়ি"।

"মেয়েদের না জড়ালে তোমার কথা যে অসম্ভব হয়ে পড়ে"?

এমন সময় বিমল ঘরে এসে বসতেই উভয়ে চুপ করলে। প্রতিভা সে নিরবতা ভেঙ্গে বললে "আজকাল আপনি কি সব আরম্ভ করেছেন বলুন তো? এই শরীরে অত সইবে"?

"এখন থাক না কেন অন্য সময় বলিস্" লেখা বলে উঠল।

"কেন কি হয়েছে" বিমল হাস্যভরে জিজ্ঞাসা করলে।

"আপনি যা খুসি করবেন অথচ হাসছেন" প্রতিভা উত্তর দিলে।

"সেটা বলবে তো"?

"যত বাজে মেয়েছেলে নিয়ে বায়োস্কোপে যেতে ধরেছেন" প্রতিভা বলে উঠলে।

"আমি" বিমল খানিকটা হেসে ফেললে।

"হ্যা আপনি" প্রতিভা উত্তর দিলে।

"তুমি ঠাট্টা করছ নাতো প্রতিভা"?

"এই সব জীনিষ নিয়ে কেউ কি ঠাট্টা করে বলতে চান্"।

"এ কয়দিনে তোমার পরে আমার যে একটা ধারনা হয়েছে তাতে এ কথা যে তুমি বলছ এ আমার বিশ্বাস হয় না। কোত্থেকে পেলে"?

"অপরূপ বাবু নিজের চোখে দেখেছেন"।

"তাই বল। নেহাৎ ওর স্ত্রী রয়েছেন নইলে জবাব দিতাম"?

"আপনি গিয়েছিলেন কিনা তাও বলতে পারেন না"? প্রতিভা জিজ্ঞাসা করলে।

"না আমি যাইনি" বিমল থামলে কিন্তু পুনরায় লেখার প্রতি হাত জোড় করে ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন বলে বলে উঠলে "যিনি বলেছেন তিনি নিজেই নিয়ে গিয়েছিলেন"।

"শুনলি তো কি সাংঘাতিক লোক"। প্রতিভা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে।

*   *   *   *   *

ঘটনাটি নিয়ে স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে একটি বিরাট ঝগড়া হয়ে গেল। অপরূপ বাবু স্ত্রীর ক্রোধকে এড়াতে যেয়ে বারে বারে বলতে লাগলেন; তুমি একবার ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে দেখ উনি তার ওখানে গিয়েছিলেন কিনা। বাপকা বেটা হয়তো না বলবে না? লেখা স্বামীর কোন কথায় কর্ণপাত না করে চোখের জলের বন্যায় নিজের মনে যা খুশী এল বলে চলে গেল।

১১০

প্রতিভার সামনে লেখা সেদিন বিমলকে বললে "আপনি বড় মিথ্যাকথা বলেন"।

"কি বলেছি বলুন" বিমল জিজ্ঞাসা করলে।

"এই যে সেদিন কতকথাই বললেন সবই তো মিথ্যাকথা"?

"কি কথা"?

"ঐ যে সেই মেয়েটির কথা"?

"আপনি যদি বিশ্বাস করতে না পারেন কি করব বলুন"। বিমল পুনরায় বলে উঠলে "ভগবান করুন ও যেন আপনি বিশ্বাস করতে না পারেন। আমি হয়তো অন্যায় করেছি"।

"আপনি বলতে চান ও মেয়েটির ওখানে আপনি মোটে যান না আমার স্বামীর যত দোষ"।

"আপনার স্বামীর উল্লেক যদি করেন আমি কোন কথাই বলতে পারবনা মাপ করবেন"।

"আপনি যান কিনা সেটা তো বলতে পারেন" ?

"একদিন গিয়েছিলাম"।

"অথচ কত ভণ্ডামীই না জানেন" লেখা উত্তর দিলে।

"আপনি শুধু একদিন গিয়েছিলেন না দরকার হলে মাঝে মাঝেই যান" প্রতিভা জিজ্ঞাসা করলে।

"তুই আবার তা জিজ্ঞাসা করছিস্। একদিন গেলেই তো সবদিনের কাজ হয়ে যায়না কি বলুন" লেখা বললে।

"সব কথার আমি যদি জবাব না দি কোন আপত্তি আছে কি" ?

"সে আপনার মর্জ্জি" প্রতিভা বললে।

"আপনি যখন গিয়েছিলেন তখন তাকে পূজা করতে যাননি নিশ্চয়" লেখা জিজ্ঞাসা করলে।

"পূজো করতে যাইনি বটে তবেপূজা করে ফেলেছিলাম।--গিয়েছিলাম যে কেন সে আমি নিজেও জানিনা জানতে ও চাইনি"।

"ভাবুকের কথাই আলাদা" লেখা উত্তর দিলে।

"আপনারা আমায় মাপ করবেন" বিমল উঠে চলে গেল।

"লোকটি যেন কি রকম" লেখা বললে।

"কোথায়ো তো যায়না এতদিন দেখছি। কি খেয়াল হয়েছিল ভগবান জানেন। অথচ স্ত্রীকে খুবই ভালবাসে, প্রায়ই দেখি তার ফটোটা হাতে তুলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে বলে ওঠে আমায় তুমি ক্ষমা কর"।

দুজনে বসে বসে অনেক কথাই হতে লাগল।

১১১

প্রতিভা বাটীতে এসে পিতাকে বললে "সে কাল হতে আর বিমলের ওখানে যাবে না"।

"কেন কি হয়েছে" চিরন্তন স্নেহে মেয়ের পানে চাহিলেন।

"লোকটার স্বভাব চরিত্র বড় খারাপ"।

"তোমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেছে"।

"না"।

"তবে"।

"একটা মেয়েছেলেকে রেখেছে তার ওখানে যাওয়া আসা করে"।

"আমার বিশ্বাস তুমি ভুল করছ মা। সে ধরনের লোক তো ও নয়"?

"নিজের মুখে স্বীকার করলেও বলবে না"?

"কেউ কি এসব সহজে স্বীকার করতে চায় মা। হয় তো তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে"।

"আমি ওর ঠাট্টার পাত্র। তুমি ও যেমন বাবা"। প্রতিভা পুনরায় বলে উঠলে "ধরা পড়লে উপায় কি আছে বল"। কন্যা পিতাকে সবটুকু ঘটনা বিবৃত করে বললে।

"ও তুমি বুঝবে না। তুমি যেমন যাচ্ছ তেমনি যেও পিতা বলিতে লাগিলেন। ছেলেটিকে আমিও তো দেখ্‌ছি। ওর মধ্যে অনেক

জীনিষ আছে যা সাধারন লোকের বোধগম্য নয়, দৃষ্টির বাহিরে। ধর আমি যদি একটা কলে কোথায় যাই তুমি কি আমায় খারাপ মনে করবে মা ? তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে কেন গিয়েছিল" ?

"সে এক হেঁয়ালী। বললে আমি ঠিক জানি না, জানতেও চাই না, পুজো করতে যাইনি পূজো করে ফেলেছিলাম"।

"এ উত্তর সাধারন উত্তর নয় মা। লোকের কথায় বেশি কান দিও না। কার ভিতরে কি আছে কে জানে। তোমার সঙ্গে যতদিন ভাল ব্যবহার করছে ততদিন যেতে কি আপত্তি থাকতে পারে? বিশেষ করে ওর বাবাকে যখন একটা কথা দিয়েছি বন্ধু মানুষ। চিরন্তন পুনরায় বলিয়া উঠিলেন বেশ তুমি না চাও তো বল কালই একটা নার্স ঠিক করে দেব। আর না হয় আমি ওকে ব্যাপারটা একবার জিজ্ঞাসা করব" ?

"না থাক বাবা" ?

"কেন কি হবে। ও সে লোক নয় চটবে না"।

১১২

সন্ধ্যার সময় বিমলদের ওখানে এসে লেখা প্রতিভার ঘরে ঢুকে প্রতিভাকে দেখতে না পেয়ে চুপ করে বসে রইল। সে ধীরে ধীরে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বিমল ঘরে ঢুকে লেখার পাসে এসে বসে তার হাতখানি কপালে তুলে নিয়ে বললে "একটু জ্বর জ্বর লাগছে কেন বল তো" ?

লেখার তন্দ্রা ভেঙ্গে যেতেই সে বিমলের কণ্ঠস্বরে চুপ করে রইল।

"চুপ করে আছ যে" বিমল জিজ্ঞাসা করলে। লেখার সমস্ত মনটা যেন মাদকতার ভারে জড়িয়ে পড়েছিল সে কথা কইতে পারলে না।

প্রতিভা ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই উভয়ের দিকে চেয়ে বলে উঠল "কোন অসুবিধা করলাম না তো" ?

প্রতিভাকে সামনে দেখে বিমল লেখার মুখের দিকে চেয়ে একটু থতমত হয়ে সরে বসল।

কাউকে কোন কথা বলতে না দেখে প্রতিভা হাস্যভরে বলে উঠল "বড় অন্যায় করেছি তো' সে ঘরের বাহির হয়ে গেল এবং দরজার শিকলটা তুলে দিলে।

"পাগলামী করিসনে দরজা খুলে দে" লেখা বলে উঠলে।

কাউকে আর কোন কথা বলতে না দেখে একটু পরে প্রতিভা বললে "হয়েছে তোদের" ?

"খুলে দে বলছি" লেখা গৰ্জ্জন করে উঠলে।

"ছেলেমেয়ের নক্ষা কাটা হয়েছে তোদের"।

"তোর মাথা" লেখা উত্তর দিলে।

প্রতিভা দরজা খুলে দিতেই বিমল ঘরের বাহির হয়ে চলে গেল।

প্রতিভা লেখাকে জিজ্ঞাসা করলে "কি হচ্ছিল তোদের" ?

"তোমার যা রোজ হয় তাই হচ্ছিল"।

"আমায় নিয়ে আবার টানাটানি কেন"।

"লোকে করলে আমি কি করব"।

"ওর অত কাছে বসতে আছে, এমন লোক ভাই যে আপনার জনকে পর করে তোলে তো পরকে আপনার করবে কবে" ?

"এত দেরী করলি কেন' লেখা জিজ্ঞাসা করলে।

"হয়ে গেল" প্রতিভা লেখার পানে চেয়ে গান ধরল

"যমুনার জলে রাধা রাধা বলে ঝাঁপ দিলে যত নারী। অঙ্গ বাড়ায়ে অঙ্গে জড়ায়ে বুকে তুলে নিল মুরারী। ওগো সুন্দরী প্রেম যমুনার দেহতরী"।

"নে তোর আর গান গাইতে হবে না" ?

প্রতিভা গেয়েই চললে "প্রেমেরো সাগরে ডুবু ডুব হিয়া ; সে ডাকে প্রিয়া প্রিয়া প্রিয়া। রূপেরো বাঁধনে রাখিয়াছে টেনে শীতল করেছে কায়া, রূপ সাগরের মায়া"।

"চুপ করবি না কি" লেখা জিজ্ঞাসা করলে।

প্রতিভার কণ্ঠে তবুও ফুটে উঠতে লাগল "বসন তুলে ওগো বসন খুলে, প্রেমেরো বাঁশী তাব বাজিয়ে চলে, যমুনা জলে, হৃদয় ঢেলে ওগো পরশ জ্বেলে পড়েছে গলে" ?

"তোর কি হল বলতো" ?

প্রতিভা লেখার পাসে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে গাইতে লাগল। "ভ্রমর যখন ছুটে আসে প্রাণে মধুর লোভে, দংশনে তার জ্বালা আছে ওগো জানি। কাঁটা আছে কাঁটা আছে ও প্রেমের কাঁটা আছে, ওগো বিরহিনী হৃদয়ের রাণী ভ্রমরের-বাণী যৌবন মোহিনী"।

লেখা যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললে "বলি আমার বুক দুটো কি তোর গানের ডুগিতবলা হল নাকি, নে ছাড়্"।

প্রতিভা হাসতে হাসতে ছেড়ে দিল। এবং সে গেয়েই চলল "অঙ্গের ভিতর দিয়া অঙ্গে মোর এল প্রিয়া আনন্দে অধীর। প্রেমের যমুনা তটে জীবনের ঘাটে অবগাহনে এল নেমে ; ঘন যৌবন প্রেমে"।

"লোকটার জ্বর হয়েছে সে খেয়াল আছে লেখা বলে উঠলে"।

"কে বললে। স্বপ্ন দেখছ না তো" ?

"বাবা কপাল যা গরম, হাতে ফোস্কা পড়িয়ে যে দিয়েছে" ?

"তাই নাকি। তা এতক্ষণ বলতে নাই। কাল একবার

আসিস ভাই। দেখি কি হল আবার। প্রতিভা চিন্তান্বিতভাবে উঠে পড়ল।

"চললাম তবে"।

"আচ্ছা আয়।—আবার জ্বর হল কেন কে জানে, প্রতিভা উৎবিঘ্ন-চিত্তে কথাগুলি বললে"।

১১৩

বিশ্বনাথের মন্দির থেকে ফেববার মুখে বিমলের সঙ্গে সীতেশের দেখা হয়ে গেল। উভয়ে উভয়েব মুখের পানে চাইতেই বিমল বলে উঠল "চিনতে পারিস" ?

"একটুও না" সীতেশ হেসে উঠলে।

"কোথায় আছিস" ?

"কাছেই"। সীতেশ কথাটি বলে এক টুকরা কাগজে তার ঠিকানাটি লিখে দিলে।

"উমা এসেছে কি ?

"সে কি আমার সঙ্গে আছে"।

"কেন কি হয়েছে"।

"স্বর্গে যেয়ে হয়তোকোন দেবতার সঙ্গে রাত্র জাগছে" সীতেশের স্বরে কণ্ঠের আদ্রতা ছিল।

"উমা মারা গিয়েছে ? বলিস্ কি তুই"।

"যা সত্যি তাই বলেছি। চললাম ভাই, একদিন আসছিস্ তো"

"নিশ্চয়"।

সীতেশ একটি প্রৌঢ়া মহিলা ও যুবতীর পাসে এসে দাঁড়াতেই, যুবতিটি জিজ্ঞাসা করলে "কার সঙ্গে কথা বলছিলেন" ?

"আমার এক বন্ধু" ?

মন্দিরের ভিড় লক্ষ্য করে প্রৌঢ়া সীতেশকে লক্ষ্য করে বললেন "আমি আর আজ ভিতরে যাবনা তুমি ওকে একটু দর্শন করিয়ে নিয়ে এস" ?

"না থাক না" মেয়ে মাকে বললে।

"দর্শন না করে ফিরতে নেই দেখে আয়"।

অগত্যা মেয়ে মায়ের সঙ্গে আর বাক্য ব্যয় না করে সীতেশের সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভিড় ভেঙ্গে যেতে যেতে ভিড়ের চাপে দীপ্তি সীতেশের মুখের দিকে চেয়ে বললে "চলুন ফিরে যাই"।

"ফেরবার কি যো আছে দেখছ তো ব্যাপার" ?

আর কিছুদূর এগিয়ে যেতে না যেতেই দীপ্তি মৃদু ভৎসনার স্বরে বলে উঠল "আপনি কি করছেন বলুন তো"।

* * * * *

দর্শনের পাট সাঙ্গ করে ভিড় মুক্ত শরীরে দীপ্তি যেন অভিমান ভরে বলে উঠলে "আর যদি কোনদিন আপনার সঙ্গে কোথায়ো যাই, সমস্ত শরীরটা ব্যাথা করে দিয়েছেন, দুটো হাত না যেন লোহার খনি"।

"দোষ কি আমার"।

"তবে কার আমার"।

"তোমার অমন সুন্দর চেহারার"।

'যান বাজে কথা বলবেন না" দীপ্তি যেন ভৎসনা করলে।

১১৪

সীতেশের বাসা খুঁজে বের করে উপরে এসে দরজায় ঘা দিতেই ভিতর থেকে ফুটে উঠল "কে"।

"খোল্ই না" বিমল উর্ত্তর দিলে।

সীতেশ দরজা খুলে বিমলকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলে "তুই কি মনে করে? ভিতরে আয়"?

ঘরের ভিতর একটি মহিলাকে দেখতে পেয়ে বিমল সীতেশকে জিজ্ঞাসা করলে "ঘরে ঢুকতে পারি"।

"অবশ্যই" সীতেশ উত্তর দিলে।

"কি জানি ভাই" বিমল ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে এসে বসে পড়ে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বললে "আপনাকে তো বিরক্ত করলাম না।"

বিমল পুনরায় সীতেশকে লক্ষ্য করে বললে "তোর বোন"।

"না" সীতেশ উত্তর দিল।

"তোদের কেউ হন নিশ্চয়"?

"আপাততঃ নন্"?

বিমল ঘরে আসতেই মহিলাটি নিজের গায়ের জামার বোতামটা এঁটে দিয়ে আঁচলটি ভাল করে অঙ্গে জড়িয়ে নিলেন।

সীতেশ বিমলকে লক্ষ্য করে বললে "ইনি হচ্ছেন শ্রীকুমারি দীপ্তি দেবী, একে বিয়ে করলে কেমন হয় বল তো"?

"মন্দ হবে কি" বিমল বিস্মিত নেত্রে উত্তর দিল।

সীতেশ দীপ্তির পানে চেয়ে বলে উঠলে "ইনি হচ্ছেন বিমল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। আমার বিশিষ্ট বন্ধু। চির কুমার ব্রতী, নারী প্রেম তরঙ্গে ডুব দিতে কি সাঁতার কাটতে কি হাওয়া খেতে অনভিজ্ঞ, তবে সম্প্রতি ভুলকরে একটা মেয়েকে বিয়ে করে প্রেমের হাতে খড়ি দিতে শিখেছেন। ওর বাবা কলকাতার বড় ডাক্তার"?

"ঐ যে সেদিন দেখেছিলাম" দীপ্তি জিজ্ঞাসা করলে।

"মন্দিরের ধারে ঠিক বলেছ" সীতেশ উত্তর দিলে। দীপ্তি হাত তুলে বিমলকে নমস্কার জানাতেই বিমল প্রতি নমস্কার করলে।

উভয় বন্ধুকে কথা মগ্ন দেখে দীপ্তি উঠে বললে "আমি তবে এখন আসি"।

"আচ্ছা যাও" সীতেশ উত্তর দিল।

দীপ্তি বিমলের দিকে চেয়ে বললে "নমস্কার"। বিমল ও নমস্কার শব্দটি উচ্চারন করে জিজ্ঞাসা করলে "কোন অসুবিধা করলাম না তো"। "না" বলেই দীপ্তি চলে গেল।

সীতেশ বিমলকে জিজ্ঞাসা করলে "মেয়েটিকে দেখলি কেমন"?

"একে বিয়ে করবি আমি তো ঠিক বুঝতে পারলামনা। আমি ভেবেছিলাম তোদের বিয়ে হয়ে গেছে, অথচ কপাল খালি"।

"কেন বিয়ের আগে পরিচয় হতে নাই"? সীতেশ জিজ্ঞাসা করলে।

"পূজোর আগে প্রেসাদ খাওয়া কি খুব মহৎ কাজ? বিয়ের মধ্যে দিয়ে দেহের একটা প্রতিষ্ঠা আন পূজো হক তবে তো প্রেম"?

"এই দেশের মেয়ে শ্রীরাধিকা বালিকা হয়ে যদি প্রেম করে বেড়াতে পারেন তবে ওরা এ বয়েসে কি করবে বল"?

"প্রেমের ষ্টেজে নেমে অভিনয় করে বিয়ে করার মহত্ব ঠিক

বুঝতে পারিনা। অভিনয়ের পরে পরিচয় এ যেন বিশ্রি লাগে। পরিচয় না হলে অভিনয়ের দেখব কি"।

"ও সব সেকেলে ধবনের কুসংস্কার কি আর থাকবে ভেবেছিস। একটু নূতন কিছু করতে শেখ্"। সীতেশ পুনরায় বলে উঠল "তোর দোষ হল তুই একেবারে খাঁটি। খাঁটি সোনা যেমন সংসারের কোন কাজে লাগেনা তোর মনটাও তেমনি। একটু ভেজাল ঢুকিয়ে দে তবেই তো সংসার হবে"?

"তোর নূতন যে কত পুরাতন এ বোধ নাই। ছেলে জন্ম নিয়েই দেখছে অট্টালিকা তাই ভাবছে তার মা বাবা চিব কালই এখানে বাস করছে, কিন্তু তাদের যে একদিন ঠাঁই নেওয়ার জায়গাও ছিলনা এ বোধ খুব কম লোকেরি হয়। হিন্দু সভ্যতার গোড়ার কথা আজ যদি তুই টেনে আনতে চাস সে ভাল লাগেনা। ছাত্র যেমন মনে করে যে তার পড়ার বইএর মধ্যে যা নেই তার আবিষ্কারক সে নিজে, অথচ জানেনা জগত তা নিয়ে কতটা এগিয়ে গেছে তুইও তেমনি"?

"রেশনের মত বিয়ে করতে যাওয়া, অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ যা দেবেন তাই শিরোধার্য্য এ ভাল লাগেনা। আমাদের সমাজের এই প্রেমের রেশনিং বড় বিশ্রি লাগে। এখানে এসে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হল। সে এক বৃহৎ কাণ্ড। কয়েক দিন যাবার পর আমি একদিন মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে চলে যেই এসেছি, উপরে এসে শুনি ওর মা ওকে যা তা বলছে কারন আমি, এমন কি মেয়েটিকে বের করে দিলে, আমি যেয়ে অগত্যা হাত ধরে ওপরে নিয়ে এলাম। সে রাত্র এখানেই থাকবে ঠিক করেছিল হটাৎ দেখি রাত্র এগারোটার সময় ওর মা এসে হাজির এবং মেয়েকে নিয়ে গেলেন। শেষে বুঝলাম ব্যাপারটি একটা অভিনয় মাত্র। সীতেশ থেমে পুনরায় বলে উঠল "মেয়েটি চমৎকার লোক অত্যান্ত উদার ও মহৎ প্রকৃতির"।

"সে তো হবেই। তোরত ইহলে এখন স্বামীত্বের প্রবেশনারি কাল চলছে, টেম্পোরারি, স্থায়ী হতে পারিস নি। এ্যাক্টিং স্বামীর কাজ করছিস্ প্যারমান্মেট নয়" বিমল হেসে ফেললে এবং পুনরায় বললে "খুব ধড়িবাজ লোক দেখছি। তোকে গাথবার অভিনয় টি বেশ ভালই করেছে। তবে বিয়ে করে ফেল্" ?

"মুস্কিল হয়েছে ওর বাবা এখন বিয়ে দেবেন না। বললেই বলেন তার মেয়ে এখন ও ছেলে মানুষ আছে। এখন বিয়ে দিলে তার ভয় হয় মেয়ের স্বাস্থ্য মন সব নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তো ছাই কিছুই ছেলেমানুষি পাইনা, একেবারে পক্ক মাল ঝরে পড়তেই বাকি ? স্বাস্থ্য মন সে ভাঙ্গছে বই উঠছে না"।

"শেষে একটা কেলেঙ্কারী করবি" ?

"উপায় কি বল্ নইলে যে বিয়ে দেবেনা" ?

"বংশ পরিচয় আছে তো" ?

আমাদের স্বজাত"।

"তবে ভাল করে বলে দেখ। পাওনা দেনার ব্যাপারটা হয়তো এড়াতে চাইছে, সেইজন্যই ঐ ভনিতে করছে। তোকে ভাল করে গাঁথতে পারলেই বিয়ে দেবে। বিবাহ একটা সমাজিক আশ্রয় স্থল তাকে ও ভাবে নষ্ট করিস্নে" ?

"বিয়ের কথা বললেই বলেন মেয়ের পড়াশুনার ক্ষতি হবে" ?

"ওর কি পড়াশুনা হবে। বই খুলে হয়তো চেয়ে আছে কোন বাজ পুত্তুরের দিকে" ?

"সে দিকে নজর আছে প্রেম করলে কি হবে" ?

"ঐ এক মেয়ে নাকি, বিয়ে দিলেই চলে যাবে সে ভয় তো নেই" ?

"না"।

"ভাল করে বলেছিস তো"।

"সেদিন ও ওর বিয়ের কথা তুলতে, তবে আমার সঙ্গে নয়, ওর বাবা বললেন তাড়াতাড়ি কি, স্বামী যে কে সে জ্ঞানও ওর হয়নি, বি এ টা পাস করুক। তবে ওর মা একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন বাবা তোমরা আমাদের স্বজাত"।

"তোকে ভাল করে খেলাতে চায়। ভদ্রলোক একজন পাকা অর্থনৈতিক। হিসাবী লোক। মনের পরে যখন চার ফেলেছে তখন ছিপ নিয়ে বসলে বই কি" ?

সীতেশকে কোন কথা বলতে না দেখে বিমল পুনরায় বলে উঠল "চিরকালই একভাবে কাটালি"।

"কি করব বল। নূতন শস্য ক্ষেত্র দেখলে পশু যেমন ছুটে যেতে চায়, তেমনি হয়েছে আমার মন, পশুকে তুই যতই ধর্ম্মোপদেশ দিস সে তা কানেই নেয়না, তার গায়ে যতই চন্দন লাগাস্ নামাবলি এটে দিস, তার পায়ে যতই পুজোর ফুল ছড়িয়ে পড়ুক সে খেয়াল করে না, তেমনি হয়েছে আমার প্রকৃতি। পশু সত্য কথা বলতে চায় না বলেই হয়তো ভাষাহীন মুখ। পশুর স্বাধীনতা পশুর বিচার ও সেই শক্তি ও ভালবাসা আমাকে আর ছাড়তে চায় না। যৌবনের প্রথম দিকটায় রূপের ততটা বিচার না থাকলেও বয়েস যত বাড়ছে ততই দেখছি রূপতৃষ্ণা ও বাড়ছে। মেয়েটি বেশ সুন্দর ও খুব ফরসা, সেদিন আমায় বলছিল যে প্রেমের আগুন যত দূরে থাকে ততই ভাল কাছে এলেই যে প্রেমকে গলিয়ে ছাড়ে"।

"উর্ব্বশী ও সুন্দরী বটে কিন্তু তার ইতিহাসটা ভূলে যাস না? অত্যাধিক সৌন্দর্য্যের মারফতে মনের প্রাণের যে কুসিৎতত্তা ফুটে বেরোয় সে কি ভাল? দেহের লেবেলের পরে অর্থাৎ রংএর পরে দেখছি তোর খুব নজর"।

"কি করব বল্। ইতিহাস সে তোদের জন্য। আমি রাজা ও নই প্রজা ও নই প্রেমের কাঙ্গাল। একমুঠো প্রেম যে দেয় সেখানেই

পড়ে থাকি। সন্দেশ খাঁটী সরেস প্রেম পাব কোথায়? তাই ঐ বরফ দেওয়া প্রেম না নিয়ে কি উপায় আছে! বিশ্ব প্রেমিক তো হতে পারব না তাই এই স্বার্থ প্রেমিকতা ছাড়তে পারি না"।

"মানুষের পরে তুই বিচার হারিয়ে ফেলেছিস। মানুষের পরে যে বিচার রাখতে পারে ভগবানের কাছে সেই বিচার পায়।—হাওয়া বাতাস বর্হিভূত ঐ যে বিদেশী প্রেমের প্যাকেট দেশে সরবরাহ হচ্ছে ওতে কি প্রকৃত স্বাদ মেলে"?

"মনটা সব সময়েই জলের মতন ঢালু হয়ে চলে। কি করব বল? অনেক সময় নিজেকে ধরে রাখতে চাই পারি না। ওদের উচ্চ লেবেলের স্পর্শবোধ আমায় নিম্ন লেবেলে টেনে নিয়ে যায়। নারী রূপ চর্য্য পঙক্তিতে জীবনের যে একটা স্বাদ আছে সে ভুলতেই পারি না"।

"একটা অনাছিষ্টি করবি আর কি? চোরাইকরা প্রেম তোর এত ভাল লাগে। দুনিয়ার যত ভেজাল জীবনে টেনে আনছিস্"?

"কি করব উপায় নাই। স্বাধীনতা আজ আমার জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও সেচ্ছাচার" সীতেশ হাসতে লাগল।

"প্রেমের পাশ্চাত্য ইস্তাহারের মোহ তোর মধ্যে দেখছি খুবই বেশি হয়ে পড়েছে বিমল ও হাসতে লাগল"।

"তোর মতন প্রেমের একাদশী আমার ভাল লাগেনা। আমি বিধবা নই"।

"স্বাস্থ্যের পক্ষে তা অপ্রয়োজননীয় নয়। উপবাস কি পাপ"?

"উপবাস করে সেই মহত্ব দেখাতে পারে যাকে খেটে খেতে হয় না। একদিন না খাটলে, যার সংসার অচল হয়ে ওটে, তার পক্ষে দেশের ও দশের নামে উপবাস করা সাজেনা। যার অন্নচিন্তা নাই সেই উপবাস করে পড়ে থাকতে পারে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে যেখানে অধিকাংশ জনসাধারনই আজীবন উপবাসি, দুমুটো পেট ভরে খেতে পায় না

সেখানে বিশেষ করে উপবাসের মহত্ব এই অহং সর্ব্বস্ব ঠিক বুঝতে পারবিনা। কত রহস্যই তুমি জান মা শ্যামা। এখন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারবারের রহস্য বুঝবার মত শক্তি আমার নাই। বিবাহ যে একটা স্বার্থের নিবেদন এ ভুলে যাস কেন"।

"শিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করে তার সঙ্গে শিক্ষিতের মতন ব্যবহার করতে পারবি তো? না সেটা আবার উপরন্তু একটা অশান্তি হয়ে দাঁড়াবে"?

"শোন কথা। আরে খুব বুদ্ধিমান মেয়ে শান্তি ওখানে পরিপূর্ণ রূপে বিরাজ মান থাকতে বাধ্য"? সীতেশ হেসে ফেলল।

"শৃগালতা ঠিক বুদ্ধিমানতা নয় জানিস তো? শৃগালতার জড়তা আছে বুদ্ধিমানতা জড়তা নয়'।

"প্রেমের যৌবন ভূমিতে হৃদয়ের রোপন করতে যারা অসমর্থ প্রবৃত্তির অঙ্গচাষ ভিন্ন তারা কি করবে বল্? প্রেমের কৃষককে মেরে ফেলে তোরা বাঁচবিনা"?

"ক্ষিধে পেলে মানুষ যেমন সামনে যা পায় খেতে সুরু করে দেয় তোর যৌবনের অবস্থা আজ সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীর অঙ্গে যৌবনের স্বপ্ন দেখে মানুষ যে আনন্দ পায়, এবং বাস্তব জগতে তাকে উপভোগ করেও যে আনন্দ আসে সে এক। উভয়ের মধ্যে এতটুকু তারতম্য নাই। সময়ে সময়ে তাই মনে হয় যৌবনের যৌন আনন্দ সে স্বপ্ন মহাস্বপ্ন মাত্র।"

"যৌবনের বাস্তভিটের পরে অতজোর দিতে যাসনে" সীতেশ হেসে উঠল।

"সংসারে আজ যে যত ভাল অভিনয় করতে পারে আমরা তাকেই তত ভাল মনে করি ও বিশ্বাস করি, এযে কত বড় ভুল তুইও একদিন বুঝতে পারবি। চরিত্রহীনতা যাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব

সেখানে শুধু তুই কেন তোর দেশ ও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।”

সীতেশ হেসে উঠল এবং বলতে লাগল” “প্রেমের দুটো ভাব আছে, ধরা দেওয়ার আর ধরা পড়বার, নারী ধরা দেয় পুরুষ ধরা পড়ে, কিন্তু তোর মধ্যে দুটারি অভাব আছে”।

“প্রেমের সীমানা ছিড়ে তুই যে অসীম হয়ে পড়েছিস্ এ ভাল লাগে না”।

“বেশ এখন ওট্‌তো চল একটু বেড়িয়ে আসি”। উভয় বন্ধুতে কথা বার্ত্তা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

১১৫

বিমলদের ওখানে সীতেশের সঙ্গে লেখার একদিন দেখা হয়ে গেল। সীতেশ জিজ্ঞাসা করলে “তুমি এখানে”।

“তুমিই বা এখানে কি মনে করে” ?

“কিছুদিন হল বেড়াতে এসেছি”।

“অভিসারে নয় তো! সাজগোজ দেখলে তো ভয় হয় পুরো একটা অভিযানের নমুনা”।

“কাপড়টাও পরবনা”। লেখা হেসে উঠল।

“ও যে আজকাল তোমাদের অস্ত্রবিশেষ হয়ে পড়েছে। যে যত দাম দিয়ে ঐ শানিত অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে সেই তত বীর। এতটা আক্রমনাত্মক সত্যই ভয়ের ব্যাপার। সাজপোসাকের মধ্য দিয়ে আজ আমরা পরস্পরকে আক্রমন করবার উত্তেজিত করবার একটা সুযোগ

খুঁজি। এ যেন যুদ্ধং দেহি দেহি রব। কার জীবন যৌবনের পরে রূপ যুদ্ধ ঘোষনা করে বসেছ" ?

"যাও জ্বালিও না"।

"বিমল কেউ হয় না কি" ?

"খুবই পরিচিত"।

"সে তো বুঝতেই পেরেছি কিন্তু ও তো বেরিয়ে গেছে এখনি আসবে বললে বসবে কি" ?

'যাই কিছু কাজ আছে"।

"তা বলে একটু বিশ্রাম নেবে না" সীতেশ হেসে উঠলে এবং পুনরায় বললে "আমায় দেখে ভয় পাওনি তো" ?

"ভয় কিসের" লেখাও হেসে উঠলে।

"ভূতের ভয়"।

"তুমি তো আজও ভূত হওনি" ?

সীতেশকে দেখতে পেয়ে লেখার মনের পরে ফুটতে লাগল কৈশরের একটি তুরন্ত ছবি। সেই লুকোচুরির স্বপ্ন। তার সেই কাঁচা ভালবাসার মধ্যে প্রেম ছিল না, ছিল একটা দৈহিক প্রীতি ও যৌবনের বিরাট উৎসুকু ও পরিচয়ের বাসনা। কত অনিদ্র রাত্রি নিষ্কর্ম্মা দিন ওরই প্ররোচনায় সে কাটিয়েছে আজ ভাবতে পারে না। সে ছিল তার জীবনের একটা শিহরণ, রূপের নিমন্ত্রণ কিন্তু পরিবেশন করতে সে প্রায়ই ভেঙ্গে পড়ত লজ্জা পেত।

"উপরে চল একটু বসবে" সীতেশ অনুরোধ করলে এবং পুনরায় বলে উঠলে "ছেলেবেলায় রাগ হলে কেবলি বলতে অমন করলে আমি কিন্তু আর সেই মজা করতে দেব না। তখন দেখবে ? ভুলে গেছ"।

"ছাড়না ছাই" লেখা হাতটি ছিনিয়ে নিয়ে বললে "বৌকে এনেছ তো" ?

"সে গত হয়েছে"।

"বল কি"। লেখা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে "আর বিয়ে করবেনা" ?

"চেষ্টায় তো আছি হয়ে উঠছে না। হতভাগাকে কে বিয়ে করবে বল। বিয়ে থা তো আজকাল উঠে যাচ্ছে, অচল। সবাই একটু স্ফুর্ত্তি করতে চায়। মানুষ আজ পশুর মত স্বাধীন হয়ে পড়েছে সেই সামাজিকতাকেই কাম্য মনে করে। পশুর কোন জাত নেই ধর্ম্ম নেই বাদ বিচার নাই সব একাকার। মানুষও তাই চায়"।

"বিয়ে করবে না তাই বল ? সে সব ভুলে যাওনি তো" ? লেখা ফিক করে একটু হেসে ফেললে।

"একটুও না। মেয়ে যোগাড় করে দাও আজই বিয়ে করতে রাজি আছি এখনই"।

"না মেয়ে যোগাড় হয়না"।

"দিয়েই দেখ না"।

"চেষ্টা থাকলে সব পাওয়া যায়" লেখা পুনরায় বলে উঠলে "একলা কি করে আছ বলতো" ?

"সে দুঃখের কথা আর নাই শুনলে। ব্যায়াম না করলে ব্যায়ামবীর দের যেমন অস্বস্থি বোধ লাগে তেমনি হয়েছে তোমাদের প্রেম"। সীতেশ পুনরায় বলে উঠলে" বিমলের সঙ্গে একটি মেয়ে বেরিয়ে গেল ওটি কে" ?

"ও আর জিজ্ঞাসা করোনা"

"কেন শুনি না"।

'সঙ্গে আছে"।

"তোমাকে তাহলে পছন্দ হয়নি। তাই বুঝি এই মন্নুজ মদ্দিনী বেশ, যুদ্ধের সমারোহ"।

"কি যে বল ঘেন্নার কথা"।

"লজ্জায় যে গলে পড়লে। উলঙ্গতার আসরে নেমে এই লজ্জার অভিনয় কি ভাল? লজ্জা তোমাদের ছলনা মাত্র লজ্জিত তোমরা একটুও নও"।

'বেশ এখন একটু চুপ করতো' লেখা বললে।

সীতেশ যেন একটু গম্ভীর হয়ে বললে "ও তো অমন ছিলনা। তোমার পাল্লায় পড়লে কি কারো রক্ষে আছে। ম্যাট্রিক টা ফেল করলাম তোমার জন্য"।

"সে তো বলবেই! অত বদখেয়ালে থাকলে কেউ কি পাস করতে পারে। চর্ব্বিশ ঘণ্টা মেয়েদের পেছনে ঘুরলে কি পড়া শুনা হয়? বৌটাকে দুদিনেই শেষ করলে"?

"মহাদেব যা করেছেন তাতেও দোষ। নারীর রস মাধুর্য্যের পেছনে কে ঘোরেনা বল? লিঙ্গদেব মহাদেবকেও দোষী সাব্যস্ত করতে চাও? বন্যায় যেমন নদীর দুই কুলই ছাপিয়ে ওঠে তেমনি যৌবনের বন্যায় নারী ও পুরুষের তীরের তো কোন পার্থক্য লক্ষ্য হয় না"?

সীতেশকে লেখার আজ অনেকটা বিতৃষ্ণা লাগে সে ভয় পায়। তার জীবনের আবরনটা যদি খুলে যায় সে কি করবে ভেবেই পায়না।

সীতেশ উঠে সামনের জানালাটি বন্দ করে দিতেই লেখার মনটা কেঁপে উঠতে লাগল, সে বলে উঠল 'ছি ই জানালা বন্দ করলে কেন বেশ তো ছিল"?

সীতেশ লেখার পাসে এসে বসতেই সে পুনরায় বলে উঠল"
"কি লাগালে বলতো ছাড়"?

১১৬

বিমল পূর্ণিমার কাছ হতে একদিন একখানা চিঠি পেলে। চিঠিটা পড়ে সে রেখে দিলে। প্রতিভার চোখে এটুকু এড়ায়নি। সে বিমলের অসাক্ষাতে পত্রখানি পড়ে নিলে।

বৈকালের দিকে বিমল প্রতিভাকে বললে "আমায় একটু বেরোতে হবে তুমি যাবে না থাকবে"।

"গাড়ি তো আসেনি"।

"চল পৌছে দিয়ে যাব"।

"কোথায় যাবেন"।

"একটু দরকার আছে"।

"আজকে কি কলকাতার থেকে কোন চিঠি এসেছে? জ্যেঠামহাশয় কেমন আছেন"?

"কলকাতা থেকে আসেনি"?

"চাকর যে বলছিল"।

"ওরা সব জানে"।

"তবে কোত্থেকে এল"।

"এখান হতেই। একজন দেখা করতে বলেছে, কেন কিছুই বুঝলাম না। লোকে আমায় নিয়ে কেন টানাটানি করে, অথচ না গেলে মনও মানতে চায় না"।

"লোকটি কে"?

"সে তুমি নাই শুনলে"।

"মেয়েছেলে নয় তো" প্রতিভা হেসে উঠলে।

"হ্যাঁ" বিমল উত্তর দিলে।

"সকাল সকাল ফিরবেন কিন্তু বড্ড মেঘ করেছে"।

বিমল চলে গেল। চিটিখানার মধ্যে প্রতিভা এমন কিছুই খুঁজে পায় না যাতে বিমলকে তার মনের কাটগড়ায় নিয়ে তুলতে পারে। সহজ সরল চিটি, সে যেন ভ্রাতার প্রতি ভগ্নির আবেদন। সমর্থের প্রতি আর্ত্তের নিবেদন।

বিমল ঘরে ঢুকতেই দেখলে পূর্ণিমা শুয়ে আছে। সে পাসে এসে জিজ্ঞাসা করলে "আমায় ডেকেছেন কেন"?

পূর্ণিমা বিমলকে বসতে অনুরোধ করে বললে "কিছুদিন ধরে বড় কষ্ট পাচ্ছি"।

"কি হয়েছে আপনার"?

পূর্ণিমা নিজের শারীরিক অসুস্থতা বিবৃত করে বললে "শুনেছি আপনার বাবা কলিকাতায় বড় ডাক্তার আমায় কোন একটা হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করে দিতে পারেন"।

"এখানে কি হল"।

"এ রোগের চিকিৎসা কলকাতায় খুব ভাল হয়, অনেক যন্ত্রপাতি আছে"।

"বাবাকে লিখতে পারি তবে আশা হয় না"।

"আপনি লিখলে তিনি কি চেষ্টা করবেন না"?

"আজকাল হাঁসপাতালের যা ব্যাপার। ধর্ম্ম কর্ম্ম রাজত্ব সবই গরীবের দোহাই নিয়ে চলছে কিন্তু ভোগ করে ধনী, সেই তার প্রকৃত মুনাফাদার। আর দালাল হাঁসপাতাল আর মাতালকে আমি বড় ভয় করি। তার চেয়ে এখানেই ভাল ডাক্তার দেখান না"।

"চিরন্তন বাবুকে একদিন কল দিয়েছিলাম ভদ্রলোকের যা ফি"।

"বলেন তো আমি কম করে দিতে পারি। উনি আমার বাবাব বিশেষ বন্ধু। ওর মেয়েই তো আমাকে বাঁচিয়েছে। আর উনি বাবাকে লিখলে সে আরও জোরের হবে"।

"আপনি বুঝি ভয় খাচ্ছেন" পূর্ণিমা হেসে ফেললে।

"ভয় ঠিক নয় সব কথা বললে বাবা কিছু মনে করবেন না, তবে আমার স্ত্রী হয় তো আমাকে ভুল করতে পারে" ?

"আপনার স্ত্রী আপনাকে ভুল করবে এ আমার বিশ্বাস হয় না"।

"সে সব কথা থাক্। এখন চিরন্তন বাবুকে ডাকব কি না বলুন"।

"বেশ ডাকুন"।

বিমল উঠে দাড়াতেই পূর্ণিমা বললে "এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাবেন। রাস্তায় একহাটু জল জমে গেছে একটু বসুন থামলে যাবেন"।

বিমল জানালা খুলে চেয়ে দেখলে বাহিরে দৈত্য-দানবের লড়াইএর মতন ঝড় বৃষ্টির লড়াই চলছে। সে বসলে।

"আজ এখানেই থাকুন না"।

"মাপ করবেন" বিমল উত্তর দিল।

"এত ঘৃণা করেন আমাকে"।

"এ আপনার ভুল"।

"জীবনে একটা ভুল করেছি মাত্র, অথচ জীবন ভরেই যারা ভুল করে তাদের হয় তো আপনি ভালবাসেন, বলুন আপনি জীবনে ভুল

করেন নি"।

"ভুল আমিও করেছি তবে মাত্রা হারিয়ে যাইনি। ভুল করে বিপথে গিয়েছি তবে পথহারা হয়নি"।

"আজ যদি আমরা না থাকতাম আপনারা আপনাদের ঘরের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারতেন না। সমাজের প্রেমের যত ঝড় ঝঞ্ঝা আমাদের বুকের পর দিয়ে বহে যায়, তাই আপনারা স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে সংসার করতে পারেন। সৈন্যরা যেমন গৃহশত্রু বহিঃশত্রুর হাত হতে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করে, আমরাও সেইভাবে আপনাদের জন্য লড়াই করে মরি। আপনাদের আনন্দ বৃদ্ধির জন্য খেটে মরি।—আমরা হয়ে পড়েছি ধাপার মাট। সমাজকে আমরাও সেবা করি যদিও প্রেমের ভাঙ্গিদের ভূমিকায়। আপনাদের কামনার মলমূত্রকেই ছাপ করতেই শেষ হয়ে যাই। স্কুলের ছেলের থেকে শশ্মানের বুদ্ধটি পর্য্যন্ত যেখানে আসে সে কি একেবারে মিথ্যা ভুয়ো বলতে চান। আমরা মাংস বিক্রি করি বটে প্রেমের কসাই, তবুও আমাদের প্রাণ আছে মর্য্যাদা আছে।—ঈশ্বর যেমন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা তেমনি পৌত্তলিকতার সৃষ্টিকর্ত্তা হল মানুষ। পৌত্তলিকতার মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টির সঙ্গে একটা সম্মিলন চেয়েছে। জগত যদি জ্ঞানের দৃষ্টিতে মিথ্যা হয়, স্বপ্ন হয়, পৌত্তলিকতাও তাই। জগতকে স্বীকার করে নিয়ে পৌত্তলিকতাকে অস্বীকার করতে যাওয়ায় কোন অর্থই হয় না। প্রেমকে স্বীকার করে নিয়ে প্রেমের আস্তাকুড়েও যদি স্থান না দেন সে কি ভাল কথা"? ঝড় বৃষ্টি ক্রমেই বাড়তে লাগল। ক্রমে ক্রমে রাত হয়ে এল। অগত্যা বিমল সে রাত্র বাটিতে ফিরতে পারলে না।

* * * * *

পরদিন প্রতিভা বিমলকে জিজ্ঞাসা করলে "কাল সারারাত্র আসেন নি। কোথায় ছিলেন বেশ লোক তো" ?

"ঝড় বৃষ্টির জন্য আসতে পারিনি"।

"তাই বলে যেখানে সেখানে রাত্রে থাকবেন। প্রতিভা পুনরায় বলে উঠলে প্রেমের ঝড় বৃষ্টি নয়তো" ?

"তুমি যা খুসি মনে করতে পার"। বিমল উত্তর দিলে।

"না আপনি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দিয়েছেন। জ্যেঠামহাশয় শুনলে কি ভাববেন বলুন তো" ?

বিমল যেন একটু ব্যাথা পেলে সে মাথা নত করলে।

প্রতিভা বাটিতে এসে পিতাকে সব খুলে বললে। চিরন্তন বাবু মেয়ের কথার বিশেষ কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একবার বলে উঠলেন "আচ্ছা মা তুমি যাও আমি দেখছি কি ব্যাপার"।

"তুমি ওর বাবাকে একটা কিছু লিখে দাও। একি সব কাণ্ড" কন্যা পিতাকে অনুরোধ করলে।

"অপরূপের কথায় বেশি মাথা ঘামাতে যেওনা"। চিরন্তন কথাটি বলে পুনরায় মেয়েকে সম্বোধন করে বললেন" ঐ সব লোক আবার এসেমব্লির মেম্বর। জগতে এমন কোন পাপ নেই যা জীবনে করেনি, মদ মেয়েমানুষ যাদের অন্তরের সঙ্গী, চরিত্র যাদের নাই, তারা যে দেশে বড় হয়, এমন কি শাসন তন্ত্রের কর্ণধার সাজে সেখানে কি শান্তি আসে না ? চারিদিক থেকে অশান্তি ছুটে আসবে। বাঙ্গলার ত্বভাগ্য যে তার মনুষ্যক্ষেত্রে আজ আগাছা পরগাছা এত বেশি যে ফল তো দুরের কথা গাছের কোন লক্ষনই পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যের মধ্য দিয়ে যে ত্বভাগ্যের সৃষ্টি বাঙ্গলায় চলেছে সে দুঃখের। অপরূপ সেই ধরনের লোক যাদের মনুষত্ব শুটকী মাছের মত ত্বগন্ধে ভরা, এবং এই সব নৈতিক জরদগবই আজ আমাদের নেতা ও পথ প্রদর্শক। যৌবনকে যারা ব্যাভিচারের আনন্দেই ভাঙ্গিয়ে খেতে অভ্যস্ত তাদের সঙ্গে নৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিককোন আপোস চলেনা।

জগত আজ অশান্তির সৃষ্টি করে শান্তির স্বপ্ন দেখছে। এই বৈশ্যপ্রধান যুগে শান্তি সে অশান্তি মা"। "তুমি বেরোবে বলছিলে" মেয়ে পিতাকে জিজ্ঞাসা করলে ?

১১৭

বৈকালে কলে এসে চিরন্তনবাবু পূর্ণিমাকে দেখবার পর জিজ্ঞাসা করলেন "বিমলের সঙ্গে আপনার আলাপ হল কি করে" ?

"যেমন দশজনের সঙ্গে হয়" পূর্ণিমা হেসে উঠলে।

"আমাদের ধারনা ছিল লোকটি খুবই ভাললোক"।

"আজও সে ধারনা বদলাবেন না"।

"তা হলে আপনার সঙ্গে এত ঘণিষ্টতা কি করে হয়" ?

"ডাক্তারবাবু" পূর্ণিমা বলে উঠল "ওর যদি কোন দুর্ব্বলতা থাকত উনি কি আপনাকে আমার ডাক্তারীর ভার দিতেন"।

"ব্যাপারটা যেন কেমন লাগছে"।

"এ খুবই স্বাভাবিক"। পূর্ণিমা বলতে লাগল "প্রথম যেদিন আসেন বোধহয় পথভুলে, কেন এসেছিলেন ঠিক বুঝতে পারিনি। বসতে না বসতেই উঠে গেলেন ফেলে গেলেন এক কাড়ি টাকা, নিয়ে গেলেন পায়ের ধুলো, দ্বিতীয় দিন দেখা হয় হটাৎ বায়োস্কোপে, তৃতীয় দিন আমার অসুকের জন্য আমিই ডেকে পাঠিয়েছিলাম তাই এসেছিলেন, রাত্রে ঝড় বৃষ্টির জন্য ফিরতে পারেন নি, বিশেষ করে ওর ও ঐ অসুস্থ শরীরে আমি ফিরতে দিইনি।আপনারা হয়তো যা মনে করেছেন তা নয়"।

পূর্ণিমা পুনরায় বলে উঠল "অন্য লোক হলে হয়তো ফিরেই যেতো ঝড বৃষ্টি মানতনা সে ভয় ওর ছিল না তাই হয়তো থাকতে পেরেছেন"।

"সত্যি বলছেন"।

"আমি হয়তো বাঁচবনা ডাক্তার বাবু" পূর্ণিমা বলিয়া উঠিল, 'মরণ আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে আছে। এ রোগে পড়লেই অনেকেই বাঁচেনা। মরবার আগে আপনাকে মিথ্যা কথা বলে আমার নরকের দ্বারটা আর ও বড করে নিলে কি কোন লাভ হবে"।

'আপনি সেরে উঠবেন ঘাবড়াবেন না"।

"নদীর তীরে যে বাস করে বাঁধ ভাঙ্গবার নামে সে কি না ঘাবড়ে পারে ডাক্তার বাবু? যদিও জানি জীবন মরন এ দুটি তীরের মাঝখানে রয়েছে প্রেমের যমুনা আনন্দের ধারা, যৌবনের তরী বেয়ে আমরা সেখানে আসি যাই, পারাপারের বোঝার ভারে অনেকে সেখানে ডুবে গেলেও ভেসে ওঠে দেহ, মন প্রাণ আত্মা নয়" ?

"আচ্ছা আপনি বিয়ে থা করেছিলেন" ?

"আমার সব ছিল ডাক্তার বাবু"।

"তবে এ রকম হয়ে পড়লেন কেন"।

"বিয়ের পরে কতদিন স্বামীকে বলেছি তোমার ঐ বন্ধুবান্ধব আমার ভাল লাগে না, পূর্ণিমা বলিতে লাগিল নারীর স্থান অন্তঃপুরে মানুষের হৃদয়ে তাকে তোমার ঐ বন্ধুত্বের দেহের দরবারে টেনে নিও না। কিন্তু কে শুনবে, আমার স্বামীর ধনীর বন্ধুত্বের পরে ছিল চাদের লোভ প্রগাঢ় সম্মান। কথায় বার্ত্তায় এইটুকু জাহির করেই তিনি পেতেন আনন্দ। শত্রু যদি শত্রু হয় সে অনেক ভাল কিন্তু শত্রু যখন মিত্র হয় সে ভয়াবহ। নিমন্ত্রন উপহার ক্রমে ক্রমে সংসারিক বস্তু হতে ব্যক্তিগততে পরিনত হল। আজ কাপড়টা কাল ফুলটা আমার পক্ষে যেন অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। এই সব কৌশলের মোহ ভেদ করবার শক্তি তার ছিলনা

মর্যাদা বোধ হীন স্বামী সব অনায়াসেই গ্রহন করে গর্ব অনুভব করতেন। অপমান বোধ তাব ছিলনা মনে হয়। শেষে একদিন দেহের দরজা জানালা ভেঙ্গে চুরে এখানেই টেনে নিয়ে এল, এই তেপান্তরের মাঠে এই প্রেমেব ভাঙ্গাড়ে, সর্ব্বদাই শুনতে পাই শিয়াল কুকুর শকুনি গৃধিনীর চিৎকার, মানুষ যেখানে মানুষকে ভালবাসেনা শুধু করে হিংসা।

পূর্ণিমা থামলে এবং একটু কাসতে কাসতে পুনরায় বলে উঠলে "অর্থ না হলে আজ সংসার চলেনা। অর্থ না হলে আজ ব্যবসা হয় না বিদ্যাশীক্ষা হয় না, প্রেম হয় না, বিয়ে করা যায় না, ধর্ম্ম হয়না, নেতৃত্ব ও পাটি চলেনা, মহত্ব থাকেনা, দেশ প্রেম ফুটে ওঠেনা, এই যে অর্থময় জগৎ এই আজ সর্ব্বদুঃখের মূলে। এই অর্থই আজ ধনতন্ত্রতা ও ডেমোক্রেসীর ব্যার্থতা। সর্ব্বাঙ্গে যার ঘা সে যদি চুলের এক কোনে সভ্যতার প্রলেপ লাগিয়ে সেবে উঠতে চায় সে কি মূর্খ্যতা হবেনা। অর্থের নাগপাশে নিজেকে নিজের সমাজকে বেঁধে আমরা যে স্বাধীনতার চিৎকার করতে সুরু করে দিয়েছি সে পণ্ডশ্রম। একদিন ভারতবর্ষ দেখবে দেশের নামে জাতির নামে স্বাধীনতার অজুহাতে আমরা আজ যে সব সিধান্ত গ্রহন করে চলেছি সবই ভ্রান্ত ও মূর্খতায় ভরা। ধনের উপাসনা করে ধনীকে গালি দিতে যাওয়া কি ভাল? অর্থের দাসত্বে ভরা জীবনের পানে চেয়ে মনে হয় সব স্বপ্ন মাত্র।...... উৎকোচ ও আজ ব্যবসা। অথচ দেশের জাতির উন্নতি বললেই তাকেই জড়িয়ে ধরি। দুঃখের ইতিহাসে এই ব্যবসাই হবে সব চেয়ে বড় শত্রু।...... পুরুষের মত আমরা ও আজ গুণ্ডামী করতে চাই, বন্দুক ধরতে চাই, ভুলে যাই নারীত্বের গৌরব তার মহত্তা। প্রতিপদেই আমরা ভুল করি কিন্তু মাপ করবেন বলেই তার ক্ষমার পাটসাঙ্গ করতে চাই। দেশ যাক জাতি যাক আমার ব্যক্তিগত মহাত্ব যেন বাড়ে এই যে মহত্বের নিদর্শন ও বৈশ্যবৃত্তি ফুটে উঠেছে এ খুবই ভয়াবহ ব্যাপার।

দেশপ্রেমের কেনাবেচায় যারা নাম কিনেছেন তারাও প্রতিপদে ভুলকরে আমি ভুল করেছি, দোষ আমার, এই লম্প ঝম্পে জাতির রক্তের দেনা শোধ করতে চায়। — আমরা আপনাদের প্রেমের সমাজের সীমান্ত রক্ষী, এবং সকলের পুরোভাগে থেকে সৈন্যদের মত গৃহের পবিত্রতাও শান্তি রক্ষা করি। আমাদের বুকের পর দিয়ে যে ঝড় বহে যায়, আমাদের উপরে প্রেমের নামে যে অত্যাচার চলে, তার হিসাব কেউ রাখতে চায়না। কিন্তু আপনারা যে সুখ শান্তিতে থাকেন এই আমাদের মুক্তি।

*　　*　　*　　*　　*

পিতার মুখে সব কথা শোনবার পর প্রতিভা বিমলকে পরদিন বলে ফেললে "আমায় মাপ কববেন সেদিন আপনাকে যা তা বলেছিলাম"।

"তুমি কিছুই তো বলোনি"।

"সেই যে বলেছিলাম"।

"কেউ যদি ভুল করে সেখানে কি রাগ করা চলে তুমিই বল" বিমল জিজ্ঞাসা করলে ?

"অত বড় ভুল করা উচিত হয়নি" ?

"যারা বড তাদের ভুলটাও বড় হয়ে পড়ে"।

"বাবা কিন্তু প্রথম থেকেই বিশ্বাস করতে চাননি"।

"হয়তো আমাকে খুব বেশি ভালবাসেন"।

"বললেই হল, আমার চেয়ে নয়" প্রতিভা হাউ হাউ করে হেসে উঠলে।

১১৮

আবং কিছুদিন কেটে গেছে। সীতেশ ঘরের ভিতর বসেছিল এমন সময় একজন ভদ্রলোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন" ভিতরে আসতে পারি"।

"নিশ্চয়"।

ভদ্রলোক ঘরে এসে বসে সীতেশকে লক্ষ্য করে বললেন "আপনিই সীতেশ বাবু"।

"আজ্ঞে"।

"আপনার কথা ওদের ওখানে শুনলাম"।

"কোথায় বলুন তো" ?

"দীপ্তিই যেন বলছিল"।

"আপনি কে আমি তো কিছুই বুঝতে পারলামনা"।

"আমি দীপ্তিকে বিয়ে করছি" ভদ্রলোক বলে উঠলেন। সম্বন্ধ আমাদের অনেক আগের থেকেই ঠিক হয়ে ছিল তবে হটাৎ আমার মা মারা যাওয়ায় বাবা আর একটি বিয়ে করতে শশুর মহাশয় অমত্ত করে বললেন সৎ শাশুড়ীর ঘরে তিনি মেয়ে দেবেন না। আমিং বড মুস্কিলে পড়লাম। অথচ আমাদের মধ্যে সব কিছুই প্রায় ঠিক হয়ে ছিল। শেষে ঠিক হল আমি একটা ভাল চাকরি বাকরি যোগাড় করতে পারলে ওরা ব্যাপারটাকে পুনরায় বিচার করবেন। সম্প্রতি একটা চাকরি যোগাড় হয়েছে, আমি ইঞ্জিনিয়ার। বছর খানেক

ওদের কোন খবর নিতে পারি নাই. তাই বলছিলেন যে ওরা প্রায় আমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন, আপনার সঙ্গে কথাটা তুলবেন তুলবেন ভাবছিলেন।"

"নমস্কার নমস্কার' সীতেশ নিরস হাস্যে মুখখানিকে ভরে তুলে চুপ করলে।

'বিয়েতে থাকছেন তো, পালাবেন না যেন, আপনি যে খাম খেয়ালী লোক শুনলাম"।

"আপনি নিজে যখন নিমন্ত্রন করছেন তখন কি যাবার যো আছে"

বিবাহের সানাই বেজে উঠতেই সীতেশের পক্ষে সেখানে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। সে একদিন জীনিষ পত্র সব গুছিয়ে নিয়ে বিমলের ওখানেই উঠে এল। বিমলকে সে আগেই সব কথা খুলে বলেছিল; এবং বিমল সে যখন দীপ্তিকে ভালবাসে; তখন কোন গণ্ডগোল করতে বারন করে, তাতে ওর বরং খারাপ হবে, ভালবাসা শত্রুতায় যেয়ে দাঁড়াবে। আর একদিন কথায় কথায় বিমল সীতেশকে বলে উঠল "ব্যাধ পাখীকে যেমন ভালবাসে একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে ও সেই ভাবে তোকে ভালবাসত। পুরানো কথাকে নূতন করে তুলে কষ্ট পাস কেন ভুলে যাবার চেষ্টা কর।

বিমল সীতেশকে আজ কাল প্রায়ই বিমর্ষ দেখে। সে সর্ব্বদাই ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে দেয়, কোথায়ো যেতে চায়না। বিমল তাকে একটু উৎফুল্ল করে তুলতে যেয়ে প্রায়ই বলে "ঘাবড়াস কেন। ওর চেয়ে ভাল মেয়ে দেখে তোর বিয়ে দিলেই তো হল"?

"বিয়ে আর করবনা মনে করছি ভাই আমি মঠে যাব" সীতেশ এই ধরনের উত্তর দেয়।

"কি হল তোর, একেবারে বিয়ে বৈরাগী হয়ে গেলি কেন, বিমল পুনরায় বলে ওঠে; সব তোর বাড়াবাড়ি, তোর বুকে জ্বলছে প্রেমের আগুন

আর তুই হবি সন্ন্যাসী। লোককে ফাঁকি দিয়ে তার ধর্ম্ম নষ্ট করতে চাস"।

বিয়ের পর দীপ্তি তার স্বামীর সঙ্গে এসে একদিন সীতেশের সঙ্গে দেখা করে গেল।

সীতেশ একদিন প্রকৃতই আদি মঠে যেয়ে উঠল। যাবার আগে সে সে সম্বন্দে পিতাকে এক খানি পত্র লেখে, তার উত্তরে সে পিতার নিকট হতে যে পত্র পায় তার মর্ম্মার্থ হল" তুমি যে ধর্ম্ম জীবনে ঢুকতে চাও এতে আমাদের দুঃখের কিছুই নাই। আমাদের ছেলের মধ্যে যদি কেউ ধর্ম্মপথে যায়, কর্ম্মের বাড়াবাড়ি ছেড়ে দেয়, আসক্তি হারায়, সে আমাদের খুবই গৌরবের ও আনন্দের। তোমার মা ও আমি তোমাকে সর্ব্বান্তকরণে আশার্ব্বাদ করি তোমার সন্ন্যাস জীবন যেন মঙ্গলের হয়! তোমার দ্বারা সন্ন্যাসীর আদর্শ ও প্রতিষ্ঠা যেন ক্ষুন্ন না হয়। তোমার মনোস্কামনা ঈশ্বর যেন পূর্ণ করেন। আমরা যতদিন বেচে আছি তোমার পূর্ব্ব আশ্রমের এইটুকু স্মৃতি যেন একেবারে মুছে ফেলে দিও না। বাঙ্গলা দেশে যারা বড় হয়েছেন, মানুষ হয়েছেন বাঙ্গালীর পূজার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন তাদের আদর্শ হতে তুমি যেন বিচ্যুত হও না"।

* * * * *

সীতেশ মঠে গিয়েছে শুনে লেখা বিমলকে বললে "আমার তো বিশ্বাস হয়না সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে পারবে"।

"একটা ঘা খেয়েছে কাটিয়ে হয়তো দেবে"।

"অমন পাগলামি করতে গেল কেন। সংসারের সুখ ও কোথায় পাবে। দেখবেন ঠিক ফিরে আসবে। মেয়ের কি অভাব আছে। একটা ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করলে পারতো"। লেখা বললে।

"অভাবে ও যায়নি বিমল উত্তরে বলিয়া উঠিল, তবে তার স্বভাবের পরে ও একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। মানুষ যে বিয়ে করতে চায়না এর মধ্যে ও আজ দেখতে পেয়েছে নারীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব।

কাম চর্চা আজ মেসিন চর্চা। যাবার আগের দিন বলছিল, সংসার তো দেখলাম কিছুই না, রাস্তার কুকুরের মধ্যে যে বিশ্বস্ততা ও প্রেম আছে সংসারে আজ তা ও নাই। অর্থরূপি হাড়ের টুকরা নিয়ে জগত শুদ্ধ লোক শিয়াল কুকুরের মতন কামড়াকামড়ি করছে, প্রেম হয়েছে প্রতারনা। যৌবনের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্য হতে ঈশ্বর যে ওকে নিস্কৃতি দিয়েছেন সেজন্য সে তাকেই অবলম্বন না করে পারে না"।

"ও কি সংসার ভুলে যেতে পারবে মনে করেছেন"।

"আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিমল বলিতে লাগিল, যে সংসারের সব কিছুই কি ভুলতে পেরেছিস, তাতে বললে ছেলেবেলায় নেংটা হয়ে বেড়াতাম সে যেমন মনে আছে ওসব তেমনি মনে হয় মূল্যহীন অপদার্থ। ভালবাসার নামে আজ জগতে অনেক কিছুই ফুটে উঠেছে যা ভালবাসা নয়, শুধু স্বার্থের একটা সামঞ্জস্য"।

"বড়বড় সন্ন্যাসীরাই কত্তাকি করেছেন উনি তো সামান্য"।

"সন্ন্যাসীরা পড়লেও তারা যে জিতেন্দ্রিয় ছিলেন এ বেশ লক্ষ্য হয়। তাদের ভালবাসার কোন বাঁধন ছিলনা। সংসারীর ভালবাসায় বাধন আছে সন্ন্যাসী বাঁধন মুক্ত। ভাল সকলেই বাসে। সন্ন্যাসীও খায় ভোগীও খায় কিন্তু আদর্শের তারতম্য আছে। সন্ন্যাসী দৈবাৎ কচিৎ সময় ও সুযোগে নারীর সেবা করলেও মনের মুক্ততার একটুকু ম্লান হতে দেখা যায়নি। বিশ্বামিত্র হয়তো উর্ব্বশীর প্রভাব এড়াতে পারেন নি কিন্তু উর্ব্বশীকে নিয়ে তিনি ঘর ও করেন নি। পরাশর হয়তো মৎস্যগন্ধার রূপে ধরা দিয়েছিলেন কিন্তু সে অতি ক্ষনিক ব্যাপার, ও দেহের স্বভাব, জীবনের পারা পারের পথে প্রায়ই ফুটে ওঠে, তা যদি না হত তিনি মৎসগন্ধাকে নিয়ে সংসার করতে বসতেন, পরপারে পৌছেই তার প্রেমের প্রনয়িনীকে ফেলে দূরহতে দূরান্তরে যেতে পারতেন না। তার আকর্ষনে পুনরায় ফিরে আসতেন।"

"আপনি সন্ন্যাসী হচ্ছেন কবে" লেখা হেসে উঠলে।

"সে সৌভাগ্য কি হবে"।

"সৌভাগ্য বলবেন না বলুন দুর্ভাগ্য"। লেখা হাসতে লাগল।

"ও কাল ও এসেছিল, বলছিল নারীকে আজ ও ভালবাসি তবে সে ভালবাসা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বভূমে, কোন অঙ্গ বিশিষ্টের মধ্যে জড়িত নাই। আজ ভালবাসার আমি কাঙ্গাল নই দাতা। সে আমার বন্ধনের প্রশ্ন নয় মুক্তির সংজ্ঞা। সে আমার দেহের চাহিদা নয় বিবেকের বিকাশ।"

"কথা কি কেউ কম বলবে আজকাল। দেখা যাক কতদূর গড়ায়? কিন্তু আপনি যেন ও সংশ্রবে বেশি যাবেন না শেষে স্ত্রী বেচারী মারা পড়বে"।

সীতেশ বলছিল বিমল বলে উঠলে "আপনারা হলেন প্রেমের অসূর্যম্পশ্যা সেখানে জ্ঞানের প্রশ্ন চিরকালই ঘোলাটে"।

"নারী তার সৃষ্টিকে ভুলতে চায় না, সে চায় না দেবত্ব কি মহাদেবত্বের লোভে ধুলার দুঃখকে এড়িয়ে যেতে। ভগবান নিজে যুগে যুগে যে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন, তার মানসীর খোঁজে, সেখানে ঐ ব্যার্থ সাধনা উদ্ভুট কামনা নারীর স্কন্দে নাই বা চাপালেন।"

"জীবনের অনেক খানি পথ আমিও চলে এসেছি সংসার আমারো আছে তবে ইন্দ্রিয়ের ভোগ কেন্দ্রকেই প্রাধান্য দিতে চাইনা"?

"নারীর অঙ্গে অঙ্গ রেখে পুরুষ কি দুঃখ পায় বলতে চান? তা হলে পুরুষ কি ঐ ভাবে নেচে উঠতে পারত, যা অনেক সময় নারীকে ব্যাথিত ও বিমর্ষ করে তোলে"।

"প্রেমের অঙ্গ স্পৃহাই যে প্রেম এ মনে করবেন না সে হয়তো তার বাল্য জীবন।"

"নারীর প্রেমের সচ্ছতায় নিজেকে যদি হারিয়ে ফেলেন সে

দোষ আপনার নারীর নয়। প্রেমের যৌবন ক্ষেত্রে নারীকে যদি অবহেলা করেন উদাসী সাজতে চান তবে সে কি ভাল দেখায়? বিজ্ঞাপনের বাজারে ঢুকে মহত্বের অনুসন্ধান স্পৃহা আমার নাই। শিশুর মত পবিত্র স্নিগ্ধ ও সুন্দর কেউ কি আছে? তাকে অস্বীকার করবার মত প্রেমের মহত্বতা মূর্খতা মাত্র"।

১১৯.

একদিন সন্ধার সময় আদি মঠে এসে বিমল শুনলে সীতেশ বক্তৃতা করছে। সমবেত নারী মণ্ডলীকে লক্ষ্য করে সে বলে চলেছে। "ধর্ম্ম আপনাদের জীবনে দেনা পাওনার হিসাব, রোকড় বই, নয়তো সুদখোরের ব্যবসা, কি সৌখিনতা, ও লৌকিকতা মাত্র। একটা পাঁঠার মূলধনে আজ আপনারা ঈশ্বরের কাছ হতে জমিদারী আদাই করে নিতে চান। এই যে পাঁটার মনোবৃত্তি এ দুঃখের। আপনারা জানেন না যে দুধ হতে যেমন ছানা তোলা হয়, তেমনি ধর্ম্ম কর্ম্ম সঞ্জাত ও জ্ঞানের অনুভূতি। কর্ম্মের পবিত্রতার পরেই ধর্ম্ম দাঁড়িয়ে থাকে।

আপনারা সাধনা করেছেন ঈশ্বরকে স্বামী রূপে সন্তান রূপে পাবার জন্য, মুক্তির জন্য নয়। বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহের মতন ধর্ম্মকে কর্ম্মের আবরণে ঢেকে রাখা হয় তবে ধর্ম্ম ঠিক কর্ম্ম নয়। আপনারা সকলেই ঘরের বৌ ঘরের মেয়ে আপনাদের চরিত্রের পরে দাঁড়িয়ে আছে এই বিরাট সংসার ও সংস্কার, অথচ আপনাদের মধ্যে যে কতজন সৎ ও ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে পেরেছেন ও করছেন, প্রেমের মর্য্যাদা

রেখেছেন এ আমার চেয়ে আপনারাই জানেন বেশি। আমরা যেখানে জন্মগ্রহন করি তাকে অপবিত্র কলুসিত ও ঘৃনিত করে তুলে মানুষের উন্নতি আসেনা। যৌবনের সমস্ত দৃশ্যাবলিকে যদি আপনারা একটু বিশ্লেষন করে দেখেন তো দেখবেন সে কত তরল কত ছোট ও কতটুকু সুখ সেখানে আছে। যার মোহে মানুষ তার নিজ সত্বাকে পরমাত্মাকে ভুলে যায়। নারীর প্রেমের যৌবন অধিত্যকার দিকে চেয়েই যারা মুগ্ধ হয়ে পড়েন তাদের প্রেম মেঘের মত শুন্যতায় ভরা। যৌবনের রঙ্গমঞ্চে স্বামী স্ত্রীর অভিনয় করেই যারা স্বাধীন হয়ে ওঠেন সে খুবই দুঃখের। ছেলেবেলায় আপনারা পুতুল খেলা করেছেন এখন শুধু মানুষ নিয়ে খেলছেন। পুতুল আজ মানুষ হয়েছে। বাহ্যি প্রস্রাবের প্রসারতার মধ্য দিয়ে দেহ মনের যেমন একটা অস্থিরতা বাড়ে এবং তা পরিত্যাগেই শান্তি আসে, এই ধরনের প্রেম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে যাওয়া উচিত নয়। নারীর যৌনগ্রন্থে যারা প্রেমের স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্থ তাদের ঘুম ভাঙ্গলে দেখবেন সবই ভুয়ো। সহরের পয়নালীর সঙ্গে যারা ঝরনার সাদৃশ্য খোঁজেন তাদের মূর্খতার প্রশ্রয় দিতে যেযেই আমরা আজ এতটা বিপন্ন। যৌবনে আমিও ব্যাভিচারী ছিলাম, অত্যাচারী ছিলাম, প্রেমের জন্য চুরি ডাকাতি করতেও দ্বিধা বোধ হতনা. ঘরে বাহিরে আপনাদের সঙ্গে মিশে বুঝতে পেরেছিলাম যে সেই চর্ম্ম কণ্ডুয়নের সুখ সাময়িক সুখ হলেও সুখনয় জ্বালা। নারীর প্রেমের হাড়িকাটে মাথা দিয়ে তার আর্ত্তনাদকে সেদিন সঙ্গীত মনে করলেও আজ শিউরে উঠি। আমরা যাকে ভালবাসা বলি সে ভালবাসা নয় দৈহিক আসক্তি মাত্র, হৃদয়ের উচ্চতা নয় দৈন্নতা। আপনারা যদি মনে করেন যৌনকুণ্ডেই মানুষ সবশান্তি খুঁজে পায় সে ভুল, সেখানেই সে ফিরে আসে এ মিথ্যা।

সন্নাসীর সৃষ্টি আপনারাই করেছেন ও করছেন, তাই নারী

হে সৃষ্টির জননী তোমার প্রণাম করি। সন্ন্যাসী জ্ঞানের শ্রমিক, মাঝে মাঝে সেখানে গুরুতন্ত্রতা ফুটে উঠলেও ধনতন্ত্রের মত ভারাবহ হয়ে ওঠেনি। সন্ন্যাসী আপনাদের হিতাকাঙ্খী ও মঙ্গলেচ্ছু। অর্থ মরিচিকার মধ্যে আমরা আজ আমাদের যা পুরাতন ও সনাতন তা হারিয়ে ফেলি। অর্থের মানদণ্ডে শ্রেষ্টত্বের বিচার হয়না। দেবতার পূজা অর্থের অভিযান নয় প্রেমের অভিযান। দেবতার হাতে আজ সওয়া পাঁচ আনা তুলে দিয়ে আমরা ভবসাগর পার হতে চাই। নারীর যৌন মর্য্যাদায় পুরুষ সংসার করে এসেছে, সে মর্য্যাদা না থাকলে সংসার থাকবেনা। জগতটা হয়ে পড়বে একটা খোলা মাঠ, প্রেমের গোচারন ভূমি, পশুর গর্ভের মত মানুষের গর্ভবোধ, সেই পরিচয়হীন অবস্থা কি খুব ভাল হবে? ঘর যদি ভেঙ্গে যায় দেখবেন আপনারাই বেশি বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। আপনাদের ঘরের ও হৃদয়ের আবর্জ্জনা দূর করতেই সন্ন্যাসীর দরকার হয়েছিল, সে আবর্জ্জনার মোহে অনেকে জড়িয়ে পড়লেও সেই যে নীতি সে খুবই বড়। আপনাদের এই হৃদয়ের হরিজনকে অনেক ক্ষেত্রে এড়াতে না পেরেই এখানে আসেন। পবিত্রতাই ধর্ম্মের রূপ। সত্য তার পরিচয়। ধর্ম্ম অনেকের জীবনের অলঙ্কার অনেকের অহঙ্কার কিন্তু সে যে হৃদয়ের ঝঙ্কার এ আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। পশু যেমন প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে চলে, তাকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে যাওয়া বৃথা, তেমনি সংসারের অনেক মনুষ্য ক্ষেত্র আছে যারা পশুর মত প্রবৃত্তির বশীভূত। ধর্ম্ম সেখানে পণ্ডশ্রম মাত্র। ছাগলকে বেদের মহাত্ব বোঝাবার ব্যার্থ গণ বোধ হিন্দুর ছিল না। ভগবানকে নিয়ে যারা ধর্ম্মের চালানি ব্যবসা করতে চান, মিশনারী হয়েছেন, কি আমার ভগবান বড় শিশুর মত এই যাদের ধর্ম্মবোধ, কি রেষ্টুরেণ্ট খুলে চা কাটলেটের মতন ভগবানকে

পরিবেশন করে আনন্দ পান, তাদের সঙ্গে ধর্ম্মচর্চ্চা করতে যাওয়া উচিত নয়। প্রেমের উচ্চতার উঠে যারা জঙ্গমতায় গড়িয়ে পড়েন তাদের জন্য দুঃখ হয়। আপনারা রামায়ণে রাবনের কথা পড়েছেন, তারও বিদ্যা বুদ্ধি ছিল, তেমনি পাশ্চ্যাত্য অসুর যা প্রবল হতে চায়, সেই রাবণ ভাবকে দমন করতে রামের মত চরিত্র ও সীতার মত নিষ্টা অর্জ্জন করতে হবে। নারীর উলঙ্গ মূর্ত্তির দিকে চেয়ে যারা সৌন্দর্য্য খোঁজেন তারা দেখতে ভুলে যান যে সে মৃত্যুর ছবি প্রেমের ব্যর্থতা।

বৃটিশ যেদিন এদেশের শাসন ভার গ্রহন করেছিল, অত্যাচারে অধ্যুসিত ভারতবাসি সেদিন তাকে তার স্বাধীনতা ও ত্রান কর্ত্তার মর্য্যদা দিতে যেয়ে ফিরে এসেছিল, এবং ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিল তাদের ভুল, তেমনি দেশপ্রেমের শাসন কর্ত্তার ভূমিকায় আজ আমরা যাহাদের স্বাধীনতা ও দাসপ্রেমের ত্রানকর্ত্তার মর্য্যদায় গ্রহন করেছি, এই যে ভুল এ ভাঙ্গতে সুস্থ দেশবাসীর হয় তো দেরি হইবে না। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব আজ শুধু অজ্ঞ জন সাধারনকে চাঁদের লোভ দেখিয়েই ভোট সংগ্রহ করে কিন্তু এ প্রতারনা বেশি দিন চলতে পারে না। দেশপ্রেমের রঙ্গমঞ্চে আজ যে বৈদেশিক জাতীয়তার অভিনয় চলেছে দেশ সেখান হতে অনেক দূরে। শ্রমিকতাকে অবলম্বন করে অশ্রমিকতার নেতৃত্ব যেমন কার্য্যকরি হয় না দরিদ্রতাকে অবলম্বন করে অদরিদ্রতার নেতৃত্ব তেমনি ফলপ্রদ হয় না! মুখে আমরা আজ সবাই দুঃখী কিন্তু টাকার দুঃখ অনেকের নাই। অর্থকে মূল উপাদান করে যে দেশপ্রেম গড়ে ওঠে সেই অর্থনৈতিক জাতীয়তা প্রকৃত জাতীয়তার অন্তরায়। মানুষের জীবনে অর্থের প্রাধান্য ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষ্য হলেও আমরা যে কম্যুনিজমের মত অর্থ সর্ব্বস্ব ও পরমার্থ নীতি গ্রহণ করি নাই এ তো বলতে হবে। অর্থকে সর্ব্বস্ব করে কম্যুনিজমকে অস্বীকার করতে যাওয়া উচিত হয় না। দরিদ্রের

ভিক্ষা পাত্র করে যে নেতৃত্ব ধনীর দুয়ারে মুষ্টিভিক্ষার জন্য যাতায়াত করেন তাদের নেতৃত্বের দরবারে যেয়ে বসতে আমার লজ্জা করে। উহাতে নেতৃত্বের ভরণ পোষণ চললেও দেশের ও জাতির কিছু গড়ে ওঠে না। দলের নামে দেশপ্রেমের মুখোস পরে যারা জাতির রুধির সংগ্রহ করে বেড়ান, অর্থ ভিন্ন যাদের দেশপ্রেমের ভাণ্ডার শূন্য হয়ে আসে, তাদের নমুনা ও আদর্শ নিয়ে সমাজ যেমন বাঁচতে পারে না; তেমনি অর্থের মাধুর্য্য ভরা বিকৃতির পানে চেয়ে আপনারা যদি আপনাদের ধর্ম্মের কর্ম্মের ও হৃদয়ের মাধুর্য্য হারিয়ে ফেলেন এর চেয়ে দুঃখের কি আছে বলুন। সংসারের রূপে মুগ্ধ হয়ে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়াও যেমন ভুল তেমনি তার প্রতারনায় তাকে হত্যা করতে যাওয়াও তেমনি ভুল। ধনীর ধনের কারাগারে যারা দেশপ্রেমের বায়ু সেবনেই অভ্যস্থ, শ্রমদরদি, বেশ্যার অর্থোপার্জ্জনের মত এও কি পতিত নয়? ইতিহাসের কালাপাহাড় যে হিন্দু ছিলেন এ আপনারা ভুলবেন না, তেমনি আমাদের রাজনীতি অর্থনীতি ও সর্ব্বক্ষেত্রেই একপ্রকার বিদেশী ভাবাপন্ন স্বদেশী কালাপাহাড়ের আবির্ভাব হয়েছে যারা নষ্ট করে ধ্বংস করেই আনন্দ পায়। আমার দৃষ্টিতে আজ যে সাম্প্রদায়িকতার কলহ জাতীয় জীবনে ফুটে উঠেছে এ শুধু আগেকার হিন্দু ও আজকের হিন্দুর মধ্যেই নিবিষ্ট, প্রকৃত হিন্দু ও মুসলমান এর মধ্যে কেহই নাই। ধর্ম্ম তো নরহত্যার জয় নয়। নারী নেতৃত্বের মহিমায় আজ যারা আপনাদের সেবার জন্য ছুটে আসেন তাদের ঘরের শান্তি নাই। দেশ বিদেশের ভেজাল এনে আজ ভারতে এমন একটা জাতীয়তার সৃষ্টি হয়েছে যে সেখানে গোয়ালার দুধের মতন দুধের কোন সংস্পর্শই খুঁজে পাই না। অথচ এ ভেজালের জন্য বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দেশের আইন কানুনে কোন শাস্তির ও ব্যবস্থা নাই। আমাদের বৈদেশিক

-নীতির উপর শ্রদ্ধা রাখতে যেয়ে আপনি কি দক্ষিণ আফ্রিকা ও কাশ্মীরকে ভুলে যেতে পারেন। জাতিপুঞ্জের মহা মসনদে শান্তির যে মহড়া চলেছে সে অশান্তির পূর্ব্ব লক্ষণ। আমাদের দেশপ্রেম আজও ব্যক্তিত্বের গোঁড়ামী ভিন্ন আর কিছু নয়।

চরিত্রের সততা না থাকলে যেমন সমাজ বাঁচে না, রাজনৈতিক সততা না থাকলে যেমন জাতি শক্তিশালী হয় না, অর্থনৈতিক সততা না থাকলে যেমন দেশের দারিদ্রতা যায় না, তেমনি আপনাদের প্রেমের সততার পরে গড়ে ওঠে মানুষ। গণতন্ত্রতা নীতি হিসাবে খুবই প্রশংসনীয় হলেও স্বৈরতন্ত্রের খাদ ভিন্ন খাঁটি সোনার মত সে যেমন বাস্তব জগতে অচল হয়ে ওঠে তেমনি আপনাদের প্রেমের মাধুর্য্যের মধ্যে কিছু মলিনতা লক্ষ্য হলেও সে যে স্বর্ণের মত মূল্যবান এ ভুলে যাবেন না। ছোট ছেলে মেয়ের কথায় যেমন বিশ্বাস করা যায় না, তাহারা সন্দেশের লোভে সব কিছুই ভুলে যায়, এই ধরণের রাজনৈতিক প্রেমিকতা খুব সুখের হবে না। দেশপ্রেমের কেনাবেচায় যারা অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন স্বাধীনতা তাদের বিজ্ঞাপণ মাত্র। বেশি পয়সা হলে মানুষ যেমন মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না যা খুসি করতে চায়, তেমনি অত্যাধিক নাম ও নেতৃকর্তা মানুষের মনুষ্যত্বকে প্রায়ই নষ্ট করে ফেলে, মানুষ মানুষকে মানুষ জ্ঞান করতে চায় না, অহং সর্ব্বস্ব হয়ে পড়ে। ধর্ম্ম যাদের নামের জন্য তারা ঠিক ধার্ম্মিক নন। ধনতান্ত্রিকতাকে এড়াতে যেয়ে যে নেতৃকর্তাকে আমরা বরণ করে নিয়েছি সে অশুভ হবে। ব্যক্তিত্বের গোঁড়ামী নিয়ে ব্যক্তিত্ব উঠে দাড়ালেও এই ডেমোক্রেটিক যুগে দেশ ও জাতির দৃষ্টিতে সে সব সময় ভাললাগেনা।

কম্যুনিজমের অর্থনৈতিক ডেমোক্রেসী থাকলেও রাজনৈতিক

ডেমোক্রেসী খুবই কম, তেমনি ক্যাপিটালিজমের রাজনৈতিক সম অধিকার থাকলেও অর্থনৈতিক সম অধিকার নাই। ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সম অধিকারের দিকেই লক্ষ্য করে তার একটা বিশিষ্টতা ও শৃঙ্খলা এনেছিলেন এখানেই ফুটে উঠেছে হিন্দুর বর্ণ ও আশ্রম। সমাজ মনুষ্য ক্ষেত্রজ। মানুষকে অবহেলা করে সমাজ টিকতে পারেনা? মানুষকে শুধু খেতে পরতে দিয়ে তার ধর্ম্ম সমাজ ও সংস্কার কেড়ে নিতে যাওয়া কম্যুনিজমের যেমন অন্যায় তেমনি তাকে অনাহারে শুকিয়ে মেরে তার কাছে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের চর্চা করতে যাওয়া ধনতান্ত্রিকতার ও নেতৃকতার মহাভুল। দৈত্য ও দানবের এই যে লড়াই পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে চলেছে এতে আকৃষ্ট হবেন না। প্রেম যৌবন নয়, যদিও যৌবনে প্রেমের প্রকাশ হয়। দেহতান্ত্রিক ও যৌবনতান্ত্রিক প্রেম কম্যুনিজম ও ক্যাপিটালিজমের মত হীতকর হবেনা। স্বামিতান্ত্রিক ও পত্নীতান্ত্রিক প্রেমের কলহে আমরা আজ এতটা অভ্যস্থ হয়ে উঠেছি যে বিযে থা এই সব সামাজিক ব্যবস্থা একদিন ভেঙ্গে পড়ে না যায়। স্বাধীনতা বন্ধনের একটা বিশিষ্ট রূপ। বন্ধনের পরিবেশনেই স্বাধীনতা বেঁচে থাকে। বন্ধনের নামে যদি অত্যাচার অবিচার হয় আইনের ব্যাভিচার চলে, বন্ধন যদি হিতাকাঙ্খী না হয় সে স্বাধীনতা নয়। মানুষের পকেটে জোর থাকলে যে যেমন একটু ভাল খেতে পরতে চায়, তেমনি মানুষের মন যদি সুস্থ হয় শক্তি থাকে তার প্রেমও সতেজ সবল হয়, যেখানে সেখানে যাকে তাকে নিয়ে সে প্রেমে পড়েনা জীবনের পরে সমাজের পরে একটা বিচার রেখে চলে। পাশ্চাত্য সভ্যতা যার ভারে আমরা আজ ক্লান্ত অবসন্ন তাকে মৃত্যুর সভ্যতা বললেই চলে। সেই দৃশ্যই আজ লক্ষ্য হয়। ভারতে এরই যারা সরবরাহ করে নাম কিনতে চান এবং এর পত্র বাহকেরাই আজ

দেশপ্রেমিক নামে খ্যাত। স্বাধীনতার নামে এই যে পরাধীনতা জাতির জীবনে ভারাবহ হয়ে উঠেছে। শত্রু আজ মিত্রের অভিনয় করছে পরিচয় দিচ্ছে। ভদ্র বেশি গুণ্ডায় দেশ ভরে গিয়েছে। এদের কথায় সাজপোষাকের মোহে পড়ে আপনারা যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই হারিয়ে ফেলেন তার চেয়ে দুঃখের কি আছে বলুন ? আমি অমুখের পুত্র, শ্যালক, জামাতা ও ভ্রাতার পরিচয় দিতে আমরা একটুও লজ্জিত হইনা, কিন্তু জন্মগত গুনগত বংশপরিচয়েই শিউরে উঠে। ব্রাহ্মনের পুত্র যদি চণ্ডাল হয় মহন্তের পুত্র কি চণ্ডাল হয়নি। পুত্রের চণ্ডালত্ব যদি ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করে মহন্তকে কেন করবেনা ?

মানুষের ব্যবসায়ে আজ যারা বড় হয়েছেন তারাই আজ ডেমোক্রেসীর মাতব্বর। রাজনীতি আজ মানুষকে নিয়ে ব্যবসা করে, হত্যা করে, সেবা করেনা। রাজনৈতিক কালো বাজারে ভোট সংগ্রহ করেই আমরা আজ জয়ি হয়ে উঠি। স্বদেশ প্রেমের ঘাস কেটেই যারা দীন গনতন্ত্রতার অজুহাতে সর্ব্বতন্ত্রতার প্রশ্রয় দেন তারা ভুলে যান মানুষ গরু ঘোড়া ছাগলের মত জীবন ধারন করেই শান্তি পায় না তার ব্যক্তিত্ব আছে বিশিষ্টতা আছে। তবে ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা বলতে যারা, দুর্জ্জনের, চোর ডাকাতের, বিশ্বাসঘাতকের স্বাধীনতাও ধরে নিয়েছেন তাদের কথা সতন্ত্র। নিজের ধর্ম্ম নিজের কর্ম্ম সংস্কার ও কৃষ্টিকে পদদলিত করে অপরের আকৃষ্টতা কি ব্যাভিচার নয় ? দেশের নামে দেশকে ভাঙ্গিয়ে খেতেই যারা অভ্যস্থ, বেশ্যার কর্ম্মদক্ষতা নিয়ে যারা জাতির প্রেমের ভাণ্ডার খুলে বসেছেন তার মোহে পড়বেন না। ধর্ম্ম ঘরের জীনিষ হৃদয়ের প্রদীপ তাকে কামনা বাসনার মশাল জেলে পুড়িয়ে মারবেন না। যার যেখানে স্বার্থ সে যদি তাকে সারটিফিকেট দেয় সে কি খুব সত্য হবে ? একাধারে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক

ও সমাজিক সন্ন্যাসীত্বের অভিনয় করা চলে কিন্তু পরিচয় আসেনা।

ভারতের বুকের পরে আজ যে পরগাছার অভিনয় চলেছে এ খুবই দুঃখের পরগাছা আজ বৃক্ষকে গ্রাস করতে চায়। সত্য চিরকালই সত্য থাকবে। সময়ের খাতিরে অন্যায় কোনদিন ন্যায় হবেনা। ভারতের বুকের পরে যে অন্যায়ের প্রতিষ্ঠা শত শত বৎসর ধরে চলে এসেছে, মন্দিরকে যারা মসজিদে পরিনত করে সময়ের মারফতে তাকে ন্যায় এ পরিনত করতে চায়, সে কি বিবেকের প্রতারনা নয়। বিদেশীর সাম্প্রদায়িক শোষনের নীতি এবং স্বদেশীর স্বাম্প্রদায়িক তোষননীতি পরিনামে একই যেয়ে দাঁড়াবে। মূর্খতায় ধরা দিতে যাবেন না। আজ যারা দেশের শাসন তন্ত্রের কর্ণধার তাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও মনুষত্বের মধ্যে এত ভেজাল এসে জুটেছে যে প্রকৃত পরিচয় মেলেনা। স্বদেশীর মেলায় ঢুকে স্বাধীনতার দৃশ্যে যারা দেশপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে পড়েন জাতির দুর্ভাগ্যের রচনা তারাই করে। সুখ শান্তির প্রশ্ন আজ আমরা প্রবন্ধ লিখেই খালাস বাস্তবতার বহু দূরে। দেশের নামে জাতির নামে ধর্ম্মের নামে যারা নরহত্যার অধিকারী হতে চায় তাদের ধর্ম্ম মানুষের ধর্ম্ম নয়, ভাবার প্রাঞ্জলতা। ডেমোক্রেসীর নামে যে রাজনৈতিক অটোক্রেসী ফুটে উঠতে চায়, সেই স্বৈরতন্ত্রতা সুখের হবেনা। অসংখ্য নর নারীর সেবা করতে যেয়ে আপনি যদি আপনার সত্যকে হারিয়ে ফেলেন সে কি সেবা? আপনাদের হৃদয়ের সত্যকে যে সত্য সকলের মধ্যেই বিরাজিত তাকে সেবা করুন দেশ জাতি ও জগত ওর মধ্যেই ফুটে উঠবে, ওখানেই দারিদ্র ভগবানকে হয়তো খুঁজে পাবেন। কর্ম্ম জল, হংসের মত তার মধ্য হতে যদি দুগ্ধ রূপ ধর্ম্মকে গ্রহন করতে না পারেন ধর্ম্ম লোপ পাবে। ধর্ম্ম আপনাদের প্রেরনা দেয় সত্যের। আপনাদের ধর্ম্ম সনাতন এর হ্রাস নাই বৃদ্ধি নাই।

শত শত বিপ্লব ও অগ্নি পরীক্ষায় সে উত্তির্ণ হয়ে এসেছে। পরশুরাম যদি একবিংশতিবার চেষ্টা করেও আপনাদের একটি মাত্র বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্বকে, নষ্ট করতে না পেরে থাকেন, হিন্দু বেঁচে থাকবে. তার শেষ নাই যদিও পরিবর্ত্তন আছে। দেশের নামে জাতির নামে ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মকে অপমান করবেন না। পশুর দেহ মানুষের দেহ একই দ্রব্য সংজাত হলেও পরিমানের পার্থক্য আছে, তেমনি কর্ম্মের তারতম্যানুসারে মানুষের ধর্ম্মভাব উদয় হয়। ধর্ম্ম আপনাদের আভিজাত্য নয়, মানুষের ওকালতি নয়, সে কর্ম্মের প্রান্তভাগ, জীবনের সীমান্তরেখা ও জ্ঞান ভূমি। যারা নেতৃত্বের রাজনৈতিক বুরো খুলেই বাচালতায় আনন্দ পান, সেখানে আপনারা যদি ভিড় জমিয়ে তোলেন হয়তো হতাশ হয়ে ফিরবেন। ধর্ম্মের নপুংসকত্বাই যাদের সভ্যতা যেহেতু তার ভেদ নাই সেখানে আস্থা রাখতে যেয়ে ভুল করবেন না। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বাজারে ধর্ম্ম যে আধ্যাত্মিকতা নয় এ ভুলবেন না। মাটির মধ্য দিয়ে যেমন প্রতিমাকে গঠন করা হয় তেমনি কর্ম্মের মধ্যদিয়ে ধর্ম্মের রচনা হয়। মানুষ নিজের দোষ যদি দেখতে পারত এত দুঃখ পেতনা? জগতে আজ যে কম্যুনিজম ছড়িয়ে পড়ছে এর জন্য প্রকৃতভাবে দায়ি ধনতান্ত্রিক দেশ ও জাতি রাশিয়া নয়। .

প্রেমের যৌবন কুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ যখন ছটফট করতে থাকে অনেকে তাকে জীবন বলে অভিহিত করলেও সে মৃত্যুর দৃশ্য। যেদিকে চান চারিদিকেই দেখবেন মৃত্যুর ছবি, ভালবাসা আজ মৃত্যুকে আহ্বান। ভালবাসা আজ আত্মত্যাগ নয় আত্মহত্যা। এই কলিযুগে অধর্ম্মই প্রবল হবে, প্রধান হবে, নৈতিকতা হবে দুর্ব্বলতা, ব্যাভিচার হবে শক্তি, প্রেম হবে কলহ।

চুরি ডাকাতি সে বিদেশী হক স্বদেশী হক চিরকালই নিন্দণীয়।

এখানে ভাতৃ বোধ রাখতে যাওয়া নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে খুবই অসঙ্গত মনে হয়। যারা মনে করেন বিদেশী শাসনের লোপ হলেই দেশে সুশাসন ও রাম রাজ্য ফিরে আসবে, তারা হয়তো দেখতে পাবেন কি পরিমানে ভুল করেছেন। বিদেশী শোষনের পরিবর্ত্তে স্বদেশী শোষনের সমর্থক আমি নই। তবে হয়তো মন্দের ভাল। বিদেশীর জুতোর ঠক্করের চেয়ে স্বদেশীর জুতোটা যে একটু নরম এ বোধ আমার নাই। কামানের গোলা বিদেশী ও স্বদেশীর হাতে সমভাবেই বেদনাদায়ক। অনেকে বলবেন দেশের ভাইতো খুবই ভাল কথা, কিন্তু ওর মধ্যে কি অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হয়না সত্যের বিলোপ আসেনা। উপরে কয়েকটি ভাল টাকা রেখে নিচেয় মেকির অবস্থা খুব সুবিধার হয়না। ভারতীয় হৃদয়ের আজ পরিবর্ত্তন চাই। বিয়ের আগে ও পরে একই ভাবে দিন কাটান যায়না। বিদেশীর অত্যাচারকে এড়াতে যেয়ে আমরা যে পথ বেছে নিয়েছিলাম স্বদেশীর দাম্ভিকতাকে স্বার্থপরতাকে দমন করতে সে পথ সব সময়ে ঠিক হবেনা। এতদিন যে ভাবে আমাদের কার্য্য কলাপ চলে এসেছে আজ হয়তো তা বদলাতে হবে। শীতকালে যেমন গরম জামা কাপড় ব্যবহার করা চলেনা, করলেও কষ্ট হয়, তেমনি গরম কালেও শীত বস্ত্র অব্যবহার্য্য। স্কুল কলেজের বালকদের যারা রাজনীতি ক্ষেত্রে টেনে এনে সে অধিকাব দিয়েছিলেন, তারা যদি আজও নিজেদের সে ভুল না শোধরাতে চান, ছাত্রের জীবনে বিদ্যানীতিই সর্ব্বোচ্চ এ সত্যকে ঢাকতে যান, জাতি হয়তো মানুষত্বের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়বে। দেশের দূর্দ্দসার মধ্যে যেমন সকলকেই লড়তে হয় বালক বৃদ্ধ ও যুবকের কোন ভেদ থাকেনা; দাঙ্গার সময় ভদ্র লোককেও যেমন গুণ্ডামীকে প্রতিরোধ করতে হয়েছে, গুণ্ডা হতে হয়েছে, কিন্তু শান্তির সঙ্গে সঙ্গে সে শেষ হয়ে যায়। ছাত্রের জীবনে বিদ্যা নীতিই প্রথম ও

পরম এ ভুললে চলবেনা। যে পুরুষ নিজেই প্রেমের ভিখারী তার অপর একটি ভিখারীর কাছে অর্থাৎ নারীর কাছে প্রেমের জন্য বুক পেতে দিতে যাওয়া হয়তো ঠিক শোভা পায়না। দুঃখী দুঃখীর কাছে আজ দুঃখের মোচন চায় এ বড় বেদনাদায়ক। আমাদের ধর্ম্ম ব্যক্তিত্বের ধর্ম্ম জনতার ধর্ম্ম নয়। খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের প্রতিষ্টা। মন্দিরে তীর্থে বিশেষ করে পূজা পার্ব্বনে আমরা জনতার সৃষ্টি করলে ও সে ঠিক ধর্ম্ম নয় ধর্ম্মের দম্ভ ও সামাজিকতা। ধর্ম্ম আমাদের বক্ষের পূজা মন্দির, প্রেমের বেদী, ও হৃদয়ের প্রতিমার মত নির্ম্মল ও সুন্দর। ধর্ম্ম আমাদের কলহ নয় ধর্ম্মান্তর নয়, চিরন্তন। কুঠির শিল্পের মত ধর্ম্ম ফুটে উঠেছিল হিন্দুর ঘরে ঘরে, আজ তাকে পাশ্চাত্যের কল কারখানার মধ্যে টেনে এনে যে ব্যক্তিত্বের বিলোপ করতে চাই সে শুভ হবেনা। ব্যক্তিত্বের লোপ এলে কোন শিক্ষা, কোন ধর্ম্ম বাঁচতে পাবেনা। ব্যক্তিত্ব প্রাণ অন্যসব দেহ। কল কারখানার অর্থনীতি আজ আমরা সীমাবদ্ধ ভাবে ফেলতে না পারলে ও সে যে ভারতের সনাতন অর্থনীতি নয় এ ভুললে চলবে কেন? ব্যক্তিত্বের পরেই যে ব্যষ্টিত্ব দাঁড়িয়ে থাকে, এবং ব্যক্তিত্বই যে তার মূল এর মধ্যে কি কোন সন্দেহ আছে?

সমালোচনার মূল্য আছে এ স্বীকার করে নিয়েই আমি বলতে চাই, যে স্বাধীন নিরপেক্ষ ও জাতীয় সমালোচনা আজ বিরল। সমালোচনার নামে দলগত বর্ণগত ঈর্ষাগত স্বার্থগত সমালোচনাই আজ বেশি। মূর্খ আজ জাতির মস্তকে পণ্ডিত তার পদতলে। গোঁড়ামী শব্দটির সঙ্গে ধর্ম্মজীবনে অনেকেই পরিচিত, কিন্তু ধর্ম্মের গোঁড়ামীর পরিবর্ত্তে যে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও দলীয় গোঁড়ামী ও অন্ধতা ফুটে উঠেছে সে কি খুব ভাল হবে বলতে চান। রাস্তা ঘাটের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সস্তা সমালোচনার মোহে আপনারা

যেন পড়েননা। এক শ্রেনীর লোক আছে যারা পরের নিন্দা ও কুৎসা খুবই ভালবাসে, এই ধরনের আত্মঘাতী সমালোচনার সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখবেন না। সত্য সন্ধানী সমালোচকেরাই স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ গ্রহন করতে পারেন।

আজ যারা ভারত ছেড়েছে তারা হয়তো মনে করছেন গত যুদ্ধের সময় তাহারা যেমন পূর্ব্বএশিয়া থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পশ্চাৎ গমন করে সরে আসলেও পুনরায় তাহা অধিকার করতে পেরেছিলেন, তেমনি পাকিস্তানের মারফত পুনরায় ভারতে ফিরে আসবেন হয়তো সম্ভব হবেনা। বৃটিশ মনে করছে আমরা রাজত্ব চালাতে পারবনা; আমরা ভাবছি পাকিস্থান, কিন্তু এর শেষ কি নাই? বিশ্ব রাজনৈতিক পাকে চক্রে পড়ে নূতন বিদেশী আজ তার রাজনীতি চর্চ্চা বন্দ করলেও ভারত ছাড়লেও পুরাতন বিদেশী যেন শিকড় গেড়ে বসেছে বলে মনে হয়। ভারতীয় কংগ্রেস ভারতের মুক্তিদাতা এবং স্বাধীনতাকে ডেকে নিয়ে এসেছেন এই যারা মনে করেন তারা দেখতে ভুলে যান পাকিস্থান এবং ভারতের পাসেই বার্ম্মা স্বাধীন কি করে হল? সেখানে তো কংগ্রেস ছিলনা, এমন কি বার্ম্মার পক্ষে উপনেবেশিকতার উল্লেখ হতে ও দেখা যায়নি। এতটুকু রক্ত পাত হয়নি, অহিংসাও ছিলনা। একি ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয় নয়? অন্ধেরো রূপের বোধ আছে তবে প্রাধান্য নাই, যদিও রসের প্রাধান্য খুবই লক্ষ্য হয়। তেমনি আজ জগতে দৃষ্টিরূপ প্রাধান্য এত বেশি যে আমাদের রস বোধ নাই বললেই চলে। কংগ্রেস যে ভারতের স্বাধীনতা সাপ্লাইএর কারবার খুলে বসেছে, অথাৎ স্বাধীনতা সাপ্লাইং করপোরেশন এতে কোন সন্দেহ না থাকাই ভাল। কণ্টোল দরের অজুহাতে, সে স্বাধীনতার আজ মনোপলি চায়। শোষকের শাসনতন্ত্র এবং শাসনের শাসনতন্ত্র এক নয়। বিদেশী শোষন করতে যে ভাবে শাসন চালিয়েছে

স্বদেশী যদি সেই ভাবেই শাসন চালায়, সে যে বায়বহ এবং অশুভ হবে এ খুব সত্য কথা। বিদেশ থেকে ভেজাল মাল সস্তায় কিনে এনে চড়া মুনাফায় বিক্রিয় করে কংগ্রেস যে লাভবান হতে চায় এ খুবই দুঃখের। যুদ্ধের সময় দেখা দিয়েছিল কন্ট্রোল এবং এ না হলে মুনাফাপতিদের মনাফা বাড়তনা, তেমনি ধর্ম্মকে যারা কন্ট্রোল করে তাব মুনাফা বাড়াতে চান তাদের ধর্ম্ম বৈষয়িক ধর্ম্ম মানবের ধর্ম্ম নয়। ভারতে এক ধরনের ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে যারা দেশের বাহিরেই বিদেশী ও বিদেশের পানে চেয়ে থাকে ও বিশস্ততা জানায় ও অশুভকর, তেমনি ভারতে আজ এক ধরনের রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে যারা দেশকে ভুলে জাতিকে ভুলে ইউরোপ ও আমেরিকার পানে চেয়ে রয়েছে। ধর্ম্মান্ধতার মতন এরাও ভারতের বুকে একদিন ভীষণ রক্তবাদের সৃষ্টি করবে। সত্যকথা বলা যদি মানুষের নীতি হয় কোন কারনেই মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়, বিশেষতঃ নিজের স্বার্থের জন্য। বিনা বিচারে আটক এ যদি শাসনতন্ত্রের নীতি না হয়, কোন প্রকারেই কোন অজুহাতেই একে ভঙ্গ করতে যাওয়া উচিত নয়। নীতি ভেঙ্গে আদর্শকে ছিন্ন করে জাতি কোনদিন বড় হতে পারেনা। আদর্শ ও নীতি সর্ব্বযুগেই সর্ব্বকালেই অপরিবর্ত্তিত। দেশে এক ক্লাসের লোক ফুটে উঠেছে যারা নেতৃত্বের আবগারী দপ্তরের সঙ্গে খুবই পরিচিত, এবং এই রাজনৈতিক মাতালের সংখ্যা পথে ঘাটে যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে ভয় হয়। ধর্ম্ম জাতীয়তার মধ্যে দিয়ে যে পরিমানে বিশ্বাসঘাতকতার সৃষ্টি হয়েছে দেশ জাতীয়তার মধ্য দিয়ে তা হয়নি। দেশপ্রেমের নপুংসকতা ফলবান হবেনা।

ধর্ম্ম আজ আমাদের জীবনে মাদুলীর মতন কি পায়ের ঘুঙুরের মতন ফুটে উঠেছে। আমি যাদের ভালবাসি তারা ধার্ম্মিক হক এই

আমরা কাম্য এখানেই শান্তি আসবে।—রাজনৈতিক ধর্ম্মের মহত্ত্বের, একতরফা বিচারে আমরা এতটা অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি যে বিরক্ত লাগে, সে সেচ্ছাচারিতাকে ভাল লাগেনা, এবং এ জাতির পক্ষে অমঙ্গলের হবে।

অত্যাচারী তার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে দেখতে পায়না যে অত্যাচারের পরিনাম তার নিজের পক্ষে কতটা অশুভ হয়ে ওঠে। শোষকের পরিবর্ত্তে একদিন শোসিত হতে হয়। আজ যাকে পতিত পদদলিত ও ঘৃনিত করে চলেছি যে কাল মাথায় এসে উঠবে। হীন স্বার্থে ভারে মানুষ আজ অন্ধ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যারা বিশ্লেষন এনেছেন তারা দেখবেন সেখানে ধর্ম্ম নাই আছে শুধু সস্তা রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং ধর্ম্মের দোহাই ও স্বাধীনতার ফতোয়া। দেশপ্রেমের বাসরে বসে এ রঙ্গরস অনেকের ভাললাগলেও ভালহবেনা।

পাশ্চ্যাত্ত্য সভ্যতায় যারা শিক্ষীত দিক্ষীত, অনুপ্রাণিত কর্ম্ম ও ধর্ম্মান্তরিত তাদের কাছে খুব বেশি আশা করতে যাওয়া ভারতের উচিত হবেনা। এরা পাশ্চ্যাত্য শোষকের নীতি গ্রহন না করে পারেনা। আইন ও শৃঙ্খলার অজুহাত এদের মধ্যে আরও প্রবল হবে। দৃষ্টি প্রবল পাশ্চ্যাত্য সভ্যতার মধ্যে দেশ সেবার আয়োজন আছে কিন্তু সেবা নাই। বড়লোকের লাইব্রেরীর মতন সে মূল্যহীন। পাশ্চ্যাত্য সভ্যতার অত্যাচার এবং তার তাবেদারদের অত্যাচারের মধ্যে কোন তারতম্য নাহ। আমাদের রাজনীতি অর্থনীতি সমস্তই আজ সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার প্রকাশ জাতিয়তাহীন। এ দৃষ্টির মোহ খুবই বেশি। লোকে যদি দেশপ্রেমের পার্টি তহবিলের একটা অংশ পায়, এবং তাদের সংসার খরচের কোন চিন্তা না থাকে, এবং যদি হাজার টাকার রোজগার ছেড়ে দরিদ্র দেশের বুকের পরে বসে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার একটা অধিকার

আসে সে দেশে সকলেই ধীরে ধীরে দেশপ্রেমিক ও মহান হয়ে উঠবে।

সময়ের দুরত্ব আজ কমে আসলেও কর্ম্মের দুরত্ব যেন বাড়ছে। ছয় মাসের পথ আজ একদিনে যাওয়া গেলেও কর্ম্মের ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে। কর্ম্ম আজ মেশিন হয়ে পড়েছে মানুষ দূরে চলে গিয়েছে।

যেমন বিজ বপন করা যায় তেমনি শষ্য উৎপাদন হয়। যেমন কর্ম্মের রোপন মানুষ ক্ষেত্রে করা যায় সেইরূপ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে দেশে পশুর ধর্ম্মেও আঘাত দেওয়া হয় না, সেখানে মানুষের ধর্ম্ম নিয়ে যে মারামারি এ প্রকৃতই দুঃখের। যে ধর্ম্ম পশুকেও পূজা করেছে সে যদি ডেমোক্রেটিক না হয় জানি না ডেমোক্রেসি কি?

আমাকে লক্ষ্য করে ছেলেবেলায় আমাদের গুরুদেব প্রায়ই পিতাকে বলতেন তোরও প্রহ্লাদ মার্কা ছেলে মরবে না ভয় নাই। দৈহিক হিরণ্যকশিপুর মোহ আমি জীবনে এড়াতে না পারলেও ধর্ম্ম আমার মধ্যে ছিল, তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার মর্য্যাদা রাখতে পারতাম না। ধর্ম্ম যাদের ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা বোধ ও ব্যষ্টির প্রতিষ্ঠা, এবং ধর্ম্ম যাদের জীবনের জমিদারি, ব্যবসা, ও প্রভুত্বের সৃষ্টি তাদের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। ধর্ম্মের জ্ঞানগ্রন্থে ভক্তিগ্রন্থে ও কর্ম্মগ্রন্থে সর্ব্বদাই শাস্ত্রের অভিধান খুলতে যেয়ে আমরা অনেক সময় তার সহজতা ও সরলতা হারিয়ে ফেলি এবং কবিরাজের পান অনুপানের হাঙ্গামের মতন সে অব্যবহার্য্য হয়ে পড়ে। সহজ ও সরল ভাবেই আজ ধর্ম্মের ব্যাখার প্রয়োজন। ভাষা ও অলঙ্কারের প্রাধান্য দিতে যেয়ে তাকে বেশী আবৃত করা উচিত নয়।

নারী বলতে আমি আজ দেহের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানকে মনে করি না, মনে হয় সে যেন একটি সৃষ্টির প্রেরনা ও আত্মার বিকাশ। বিবাহ যাদের জীবনে অভিনয় তারা যে অভিনেতা ও নেত্রীর মতন জীবনে বহুবার বিবাহিত হবেন এতে আশ্চ্যার্য্যের কি

আছে। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৃষ্টিই মানুষের দেহ। এই যে বৈষ্যমের সাম্য এই তো জীবন। আজ পদদ্বয় যদি বলে ওঠে সে মাথার ভার আর বইতে পারবে না, সে কেন মস্তকের জন্য জলে জঙ্গলে কাটায় কাদায় হেঁটে মরবে। মস্তককে সে আর এভাবে তাকে শোষণ করতে দেবে না। মস্তকের কোন যুক্তি তর্কই, সে আর মানবে না, সে কি পদদ্বয়ের পক্ষে খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে? সে কি তার নিজের আত্মহত্যা হবে না। এই ধরণের হিন্দুর বর্ণ ও সমাজ বোধ এক ধরণের পাশ্চাত্যবাদীর কাছ হতে শুনতে শুনতে আমরা এত দূর ভেঙ্গে পড়েছি যে ভাববার কথা। মার পোড়ে না পোড়ে মাসির, পুড়ে মরে পাড়াপড়শী এই ধরনের পাশ্চাত্যবাদ সম্বন্ধে একটু সতর্ক হয়ে চলবেন।

বৈষম্যই যে সাম্যের সৃষ্টি এ হিন্দু অস্বীকার করতে চায়নি। দেহের সঙ্গে বাহ্যি প্রস্রাবের দ্বারের মতন আমরা যদি শুধু ঝগড়া করে মরি সে খুব ভাল হবে না। সংসার আজ যেন কলহ। সেখানে সব কিছুর কলহ ও বৈষম্য দেখা দিয়েছে এ দুঃখের। সংসার ছিল প্রেমের তীর্থ বিশ্বাসের নিষ্ঠা মন্দির আজ সে দ্বন্দ ও কলহের সম্মিলন। লোকে অভাবে পড়ে ধার করে, এবং ধারের পরিনাম চিরকালই ভয়াবহ। আমাদের শাস্ত্র ঘরে সব কিছুই থাকতে পাশ্চাত্যের অধমর্ণবৃত্তি ভাল লাগে না। ঋনং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ এ ধরনের কালীদাসিক ওকালতি সব সময়ে ও সর্ব্বকর্ম্মে ভাল লাগে না। ধর্ম্মের একটা ভাষা আছে সে হল ঈশ্বর ভগবান খোদা ও গড এবং এই ভগবানের সেবায় এক হিন্দু ধর্ম্মেই বাঙ্গলা হিন্দি সংস্কৃত তামিল কত সুরের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সে তো মিলন কলহ নয়। সে তো ঈশ্বরকে বড় করেছে ছোট

করেনি। ওদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের তো কোন ব্যবধান নাই। বাঙ্গালী যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করছে গুজরাটিও সেই ভাবে করছে, রয়েছে শুধু সুরের বিভিন্নতা ও ভাষার আবরনতা।

শত্রুর প্রতি শত্রুর মত ব্যবহার না করে আপনি যদি মিত্রের মত কি পরমহংসের মত ব্যবহার করতে যান সেখানে ব্যক্তিত্ব বেঁচে থাকলেও সাধারণ মারা যাবে। আপনাদের মধ্যে যদি কেহ অহিংসা ব্রত গ্রহণ করেন খুবই ভাল কথা, কিন্তু যদি সেই অহিংসার ব্যক্তিগত কি দলগত ডিকটেটারী করতে চান তখন দুঃখ হয়। অহিংসার প্রচার সব ক্ষেত্রে লাগু হয় না।

বাঙ্গালী দুঃখ পেয়েছে বলেই মনে হয় সুখ সে পাবে। এক ব্যবসায়ের দস্যুবৃত্তির পয়সা ছেড়ে বাঙ্গালী যে সব দিক দিয়েই জগতে ছড়িয়ে পড়েছে, বড় হয়েছে, তার শিক্ষা দীক্ষা মনুষ্যত্ব ছোট নয়, এ আপনারা ভুলবেন না, এবং এই মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে পথ চলতে শিখবেন। ভারতের সর্ব্বতীর্থ ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী ভক্তের অনুপ্রেরনা রয়েছে যদিও সে মঠের জমিদার হয়ে পড়েনি। যারা শিক্ষায় দীক্ষায় ও সভ্যতায় আজও ছোট কিন্তু গোঁড়ামী, সংকীর্ণতা ও মূর্খতায় বড় তারাই আজ বাঙ্গালীকে লাঞ্ছিত করে হাসতে থাকে ও বীরত্বের বড়াই করে।

বাহির সর্ব্বস্ব জীবনের আজ দর বলতে কিছুই নাই। ঘরের খাওয়া দাওয়া ও সুখকে ছেড়ে বাহিরের সুখকে যেন আপনারা ভাল না বাসেন। কীর্ত্তির ইতিহাসে বাঙ্গালী উঠলেও সে যে পড়েছে এ তো স্বীকার না করে পারা যায় না। অবিশ্বাস অকৃতজ্ঞতা ও স্লেচ্ছতা এ যুগের ধর্ম্ম। ডিকটেটার অর্থাৎ স্বৈরতন্ত্রকে আপনারা শুধু ব্যক্তি বিশিষ্টের মধ্যে না জড়িয়ে রেখে যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি সকলের মধ্যে দিয়ে দেখেন ভাল

করবেন। ধনিকের ডিকটেটারীর বদলে ডেমোক্রেসী যদি শ্রমিকের ডিকটেটারী গড়ে তোলে সে ভাল হবেনা? ধনী শ্রমিকের বিরোধের এক অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্টের মতন ফুটে উঠেছে। প্রেমের কারখানায় বসে আপনারা যদি শুধু ভালবাসার কারবারই করতে চান বিশিষ্টতা ভুলে যান ভাল হবেনা। বাঙ্গালী চিন্তাকরে কিন্তু চিন্তার মধ্যে তার অসংলগ্নতা এত বেশী যে সাধারনতঃ তাল সামলাতে পারেনা। বাঙ্গালীর উদার সমাজ, উদার জল বায়ু, নাতি শিতোষ্ণ আবহাওয়া ও ব্যক্তিপ্রবনতা বাঙ্গলীকে যদি চঞ্চল করে না তোলে, সে যদি অর্থ সমাজ ও ধর্ম্মের অন্ধতার বশীভূত না হয়, হয়তো সব দুঃখ কাটিয়ে উঠতে পারবে। যারা আজও সভ্যতার দৃষ্টিতে ছোট তাদের মূর্খ্যতার প্রশ্রয় দিতে যেয়ে বাঙ্গালী যেন সংকীর্ণতার মোহে না পড়ে। বাঙলা এবং বাঙ্গালী নিয়ে আমি যতদূর চিন্তা করেছি তাহাতে মনে হয় দুঃখের মধ্যেই তার শক্তি আছে। দুঃখই মানুষকে পরিষ্কার করে। স্কুলে কলেজের ঘাড়ে বিদ্যাশিক্ষার ভার তুলে দিয়ে যে সব পিতা মাতা কর্ত্তব্যের হাত এড়াতে চান তারাই শেষে দুঃখ করতে থাকেন যে তারা অবাধ্য ও প্রেমহীন। স্কুল কলেজ আজ শীক্ষার মেশিন, তার কি কোন বোধ থাকতে পারে শিক্ষা ছিল ভারতের কুটির শিল্প, ব্যক্তিত্বের মন্দির, আজ হয়ে পড়েছে মাস্ প্রোডাকসান কেন্দ্র। শিক্ষার এই মেসিনতাকে অর্থাৎ অসুরতার প্রভাব বাঙ্গালী যদি কাটিয়ে উঠতে পারে, সে যদি বৈদেশিক অর্থ শিক্ষাকে অর্থাৎ নিম্নশিক্ষাকে যা উদ্ধ শিক্ষা নয় একটু বাজিয়ে নেয় কোন দুঃখই তাকে অচল করে তুলতে পারবেনা। ধর্ম্মনৈতিক সাম্প্রদায়িকতাকে এড়াতে যেয়ে দেশপ্রেমের নামে সে যেন রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক এ দলগত সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় না দেয়।

খেতে পাইনা অর্থাৎ পেটের দায়ে এই অজুহাতে মানুষের

যদি শৃঙ্খলা ভঙ্গের একটা অধিকার জন্মে তবে চোর ডাকাতেরা কি অন্যায় করেছে বলতে পারেন? পেটের দোহাই দিয়ে আজ আমরা সব করতে চাই। একি ধর্ম্ম? সাম্প্রদায়িকতার যে তাণ্ডব নৃত্য আজ ভারতের বুকের পরে ফুটে উঠেছে এবং এর যারা কর্ম্মকর্ত্তা ও প্রশ্রয়দাতা পরোক্ষে ও অপরোক্ষে ইতিহাস তাদের পক্ষে খুব শুভ হবেনা। ধর্ম্ম এখানে নাই, আছে শুধু ধর্ম্মের ভণ্ডামী ও সামাজিক জারজতা। স্বভাব যায় না মলে কলঙ্ক যায়না ধুলে এ যদি বিশ্বাস্য হয় তবে বলতে হবে সাম্প্রদায়িকতাই যাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও মনুষত্ব তারা এ ভাব কোনদিন ও এড়াতে পারেনা এবং সেখানে রাজ্যদক্ষতা ও কর্ম্মনিপুনতা প্রায়ই লক্ষ্য হয়না। আজন্মের বিশ্বস্ততা তাদের এক মহূর্ত্তেই শেষ হয়ে যায় যে মহূর্ত্তেই তাদের কানে আসে যে তাদের ধর্ম্ম বিপন্ন, এবং এই যে ধর্ম্ম উন্মত্ততা ও প্রবৃত্তি মার্গের প্ররোচনা এর মুলে রয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস অভক্তি ও বিদ্বেস। পশুর চেয়েও মনুষ্য পশু ভয়ঙ্কর। দুঃখকে আমরা ভালবাসার নামে বরন করে নিয়ে তার নাম শুনলেই যে সংসারে আঁতকে উঠি এর চেয়ে মানুষের জীবনে আশ্চ্যার্যের কিছুই নাই। বাদ্ধকের নাম নিয়ে ধর্ম্মকে যারা সরিয়ে দিতে চান তারা ভুলে যান মরনের কোন স্থীরতা নাই, সে যে কোন সময়েই এসে হাজির হতে পারে, অতএ প্রতিক্ষনই মরনের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। মানুষের জীবনে সময়ের একটা মূল্য আছে এ আমরা প্রায়ই ভুলে যাই।

প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাহারো সম্বন্দে আমাদের বলবার কিছু, না থাকলেও তার মতবাদ সম্বন্দে সময়ে সময়ে একটু সতর্ক হবেন। অন্ধ সমর্থন এক সূক্ষ নীতি ভিন্ন সব সময়ে ভাল হয়না। ভারতের বর্ত্তমান দুরাবস্থার জন্য সব সময়ে সর্ব্বব্যাপারে মুসলীম লীগকে দোষি সাব্যস্থ করতে যাওয়া হয়তো খুব বুদ্ধিমানের কাজ

হবেনা, যতক্ষন না আপনারা দেখতে শিখবেন মুসলীম লীগের স্থষ্টি ও প্রতিষ্ঠা কি ভাবে হয়েছে এবং কারা করেছে, এবং তারা যত বড়ই হওনা কেন বোধ হয় আমাদের প্রকৃত মঙ্গলেচ্ছু নয়। জাতির রাজনৈতিক হাড়িকাটে তারা যে অসংখ্য নরনারীকে বলি দিয়েছেন এ যে শুধু মুসলীম লীগের ঘাড়ে চাপিলেই আমরা ইতিহাস হতে নিষ্কৃতি পাব এ মনে হয়না। আমাদের রাজনৈতিক চপলতা, মহত্বের দুর্বলতা, নাবালকের জড়তা এত বেশী, যে মেসিনের মত পাশ্চাত্যক্ষম হলেও হৃদয়ের বোধ নাই। মেসিন আজ মানুষ হয়ে উঠতে চায়। ধর্ম্ম আমাদের জীবনে অনেকটা রাজনৈতিক পাপোসের অবস্থা। রাজনৈতিক ইজি চেয়ারে বসে আমরা আজ ধর্ম্মকে চায়ের পেয়ালায় রূপান্তরিত করে জাতিকে তার আত্মহত্যার পথ দেখিয়ে দিতে চাই। আপনারা ভালভাবে চেয়ে দেখলে দেখতে পাবেন রাজনীতি আজ আত্মহত্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতি যতবড় ভুলই করুক না কেন তবুও বলবে যে সে ছিল তাই রক্ষে নতুবা দেশের অস্তিত্ব থাকতনা। গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে যারা এখনও মহাত্মের ভাবে মুসলীম লীগের ব্যক্তিত্বের করুনার ভিখারী, তারসঙ্গে আপোস খুঁজে মরছেন, তারা কি ভুল করেন না? বারে বারে প্রত্যাখ্যাত হয়েও যারা চরন ধরে বাচতে চান তাদের প্রভুভক্তি প্রশংসনীয় হলে ও বেন দেশভক্তি নাই।—রাজস্থানের জুজুর ভয় দেখিয়ে আজ পাকিস্তানের স্থষ্টিকর্ত্তারা আমাদের প্রবোধ দিতে যেয়ে ভুলে যান যে রাজস্থান পাকিস্তান নয়। অশান্তি ওযুদ্ধের কলহের মধ্য দিয়েই তারা এক শান্তির সত্বেই দেশকে উন্নয়ন করতে চান। এ শান্তি কি স্বপ্ন ও রাজনৈতিক বিলাসিতা নয়। সংসারে যেমন দুঃখ লেগেই আছে এবং বুদ্ধিমান তার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন, এবং সাংসারিক উন্নয়ন মাঝে মাঝে একটু বাঁধা পেলেও বন্ধ হয়না। শান্তির নামে দেশের ও জাতির উন্নয়ন ব্যবস্থাকে

তুলে রাখার মজ্জিকে কেউ প্রশংসা করতে পারেনা। প্রকৃত উন্নয়ন কি যে শান্তি আনবে অশান্তিকে দুরে নেবে এ ভুলে যাবেন না। শান্তি তো শুধু আমাদের পরে নিভর করেনা আমাদের প্রতিবাসীর উপর ও নির্ভর করে। শান্তি উন্নয়নের সহায়ক হতে পারে কিন্তু শান্তি ভিন্ন উন্নয়ন হবেনা এ বিশ্বাস আমার নাই। যুদ্ধের সময় কি শিল্পের উন্নতি আসেনি? রাজনীতির হাতে কিছু শক্তি থাকে এবং সেই বলেই সে প্রায় অন্যায়কে ন্যায় বলে চালিয়ে দিতে চায় মেকিকে আসল করে তোলে। উৎপাদন বাড়াও উৎপাদন বাড়াও একটা ধুয়ো উঠেছে কিন্তু উৎপাদন কি করে বাড়ে এবং প্রকৃত উৎপাদন কি সে সম্বন্ধে সবাই নিরব। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যাদের নাই তারা অন্ধের মত সাঁতার কেটেই মরে।

যে দেশ ও যে প্রদেশ আজ ও বন্য পশুর যুগে তাদের দীন সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও দলতার অনুকরন করতে যাওয়া উচিত হবেনা। আপনারা মানুষকে ছোট করে সংকীর্ণ করে যেন আনন্দ না পান। প্রতিচ্যের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতা অনেকটা পশুর বীরত্বে অতিরঞ্জিত। এর প্রভাব মনের উপর রাখবেন না। তারা পশুর মতন খেতে পরতে বিয়ে করতে ও মরতে ভালবাসে। এবং এই পশুনৈতিক শিকারেই যারা অভ্যস্ত হয়েছেন তারাই আজ দেশের ও জাতীয়তার নেতা। দেশে যখন বন্যা আসে মানুষ তখন গাছের পরে তার বাসা বাঁধে এই ধরনের দারিদ্রতার বন্যায় আমরা আমাদের বাস্তুভিটে ছেড়ে বিদেশী অর্থনৈতিকতার প্রভাবে সহরের টঙ্গের পরে উঠে যে সভ্যতার বড়াই করি সে মূর্খতা মাত্র। ভারত যতদিন না গ্রামে ফিরে যেয়ে তার ঐশ্বর্য্য বাড়াতে পারবে তার উন্নতি নাই।—পাশ্চ্যাত্য সভ্যতার মধ্য দিয়ে আজ জগতে রজেনৈতিক প্রাধান্যতা যে ভাবে বাড়ছে তাতে ভয় হয়। রাজনীতি আজ যব

সংসার প্রেম ভালবাসা সবই গ্রাস করতে চায়। সবাই ভুল করে অন্যায় করে কিন্তু রাজনীতির ভুল নাই অন্যায় নাই এই যে সর্ব্বমঙ্গলময় ধারনা এ ভাল হবেনা। আমরা যে আজ শুধু অর্থনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বিতা হারাতে বসেছি তাহা নয়, মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বিতা ও হারিয়ে ফেলেছি। রাজনীতি আজ আমাদের পঙ্গু অপদার্থ ও জড় করে তুলেছে। আমরা আজ হয়ে পড়েছি রাজনৈতিক মেসিন এবং এই মেসিনের কর্ম্মদক্ষতা নিয়মানুগামিতা ও শৃঙ্খলা নিয়ে জাতি হয়তো বড় হতে পারবেনা। স্বাধীনতার নামে আমরা যে ঘোর পরাধীনতার সৃষ্টি করে চলেছি এ দুঃখের। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আজ মানুষের দিকে চেয়ে কথা বলেন না ভোটের দিকে চেয়ে কথা বলেন। ভোটই তাদের প্রাণ। ভোট আজ মানুষের চেয়ে বড।

দেশের স্বাধীনতার অজুহাতে আমরা যদি আমাদের ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা সংসারের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলি সে কি খুব ভাল হবে? চরিত্রতা সততা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা কোথায়ো লক্ষ্য হয়না এবং আমরা ভুলে যাই শান্তি মানুষের ও জাতির চরিত্রের অবদান।

পুরুষের অভিনয়ে নারী আজ এত ব্যস্ত যে সে তার নিজের মহত্বতা হারিয়ে ফেলে। দৈহিক নারীর উপর জোর দিতে যেয়ে আমরা আজ হৃদয়ের নারীকে হারিয়ে ফেলেছি। বৈজ্ঞানিক যেমন ঘরের কোনে বসে গবেষনা করে কিন্তু তার ফল ছড়িয়ে পড়ে জগতে হিন্দুর ধর্ম্ম ও ঠিক সেইরূপ। সে পান বিড়ির ব্যাপার নয়। নারী সব সময়েই একটা আবরন খোঁজে তার দেহে মনে প্রাণে ও প্রেমে। এ তার স্বভাব, এখানেই সে তার পূর্ণতা খোঁজে। প্রকাশের কামনা ভরা এই যে অপ্রকাশের ভাব এই নারীর প্রকৃত বাণী, ধরা দিয়ে দিইনা ধরা এইযে নীতি এ তার আকৃষ্টতা। যৌবনের কুঞ্জবন নারী সুর

ধরে কিন্তু পুরুষকে গান গাইতে হয়। তেমনি ধর্ম্মের সুর মহাপুরুষেরা রেখে গেছেন বিভিন্ন ভাবে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে শাস্ত্রের মধ্যে কিন্তু গান আমাদের গাইতে হবে। অন্ধকারের আলোর মতন ধর্ম্ম কর্ম্মের আলো। ধর্ম্ম মানুষের একটা চেতনা ও সংস্কা। ধর্ম্মের মধ্যে ভেদাভেদ নাই আছে শুধু কর্ম্মের বিচার। আলোনা ধর্ম্ম আপনাদের জন্য নং, সেইজন্যই সংসার ধর্ম্মই শ্রেয়। সতীত্বতা সংসারের পবিত্রতা এবং শাস্ত্র বিজ্ঞান সর্ম্মত আমাদের বেঁচে থাকার একটা বিশিষ্টতা। গায়ের জোরের সতীত্বতা ও আধ্যাত্মিক সতীত্বতা এক নয়। ভারতের রাজনৈতিক আকাশ আজ ও ঘোর তমসাচ্ছন্ন। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এক নয়। স্বাধীনতা লাভের পথে যাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন তাদের গঠনের কাজে নিয়োগ করতে সময় নেবে। জাতির ভৌগলিক দেশপ্রেমের প্রাধান্য দিতে যেয়ে আমরা যেন তার কৃষ্টি ও আত্মাকে ভুলে না যাই। যারা আজ কথায় কথায় মধ্য এশিয়ার দুর্ব্বল মুসলীম রাষ্ট্র সমূহের ভয় দেখাতে চায়, তারা যেন ভুলে না যায়, ভারতের সঙ্গেও দূর প্রাচ্যের রাষ্ট্র সমুহের একটি কৃষ্টির ও সভ্যতার বন্ধন ও সহযোগিতা আছে। জার্ম্মানি যদি রাশিয়াকে গ্রাস করতে না পেরে থাকে কেহ সহজে ভারতকে গ্রাস করতে পারবেনা। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধ করবার মত শক্তি ভারতের বর্ত্তমান ভৌগলিক সত্তার দিকে চেয়ে মনে হয় কেহ কোনদিনও সংগ্রহ করতে পারবেনা। ভারত যদি তার ক্ষত্রিয়ত্ব ভুলে না যায়, ভেদের ভয়ে অহিংসার নামে মনুষত্বের নপুংসকতা না গড়ে তোলে, পাশ্চ্যাত্য বিজ্ঞানকে শুধু প্রতিরোধের ও আত্মরক্ষার উপযোগী করে তোলে সে হয়তো, তার স্বাধীনতা হারাবেনা। মনের প্রাণের সঙ্কিনতা নীচতা যাদের শক্তি ভণ্ডামী যাদের কৃতিত্ব, ও উলঙ্গতা যাদের মুক্তি, এদের সামরিক গৌরবতায় উতলা হয়ে উঠবেন না। দেহ বলতে যেমন মল মুত্রকে

বোঝায় না অথচ সে দেহের অংশ তেমনি লৌকিকতাকে ধর্ম্ম করে তুলবেন না। ধর্ম্মমানুষের নিষ্ঠা অনুভূতি ও জাগৃতি। ধর্ম্মকে পরিপূর্ণ রূপে পেতে গেলে তার জড়তা ভেঙ্গে তার চেতনার উন্মেষণ করাই উচিত। সেবার অনুবৃত্তি নিয়ে যে কাজই করুন তাতে ধর্ম্ম প্রতি ফলিত হবে। পরিষ্কার জলে যেমন কর্ম্ম প্রতিফলিত হয় সেইরূপ পবিত্র কর্ম্মের মধ্য দিয়ে ধর্ম্মের প্রতিকৃতি ফুটেওঠে? পৌত্তলিকতাকে এড়াতে যেয়ে যারা লৌকিকতাকে ধর্ম্ম করে তুলেছেন সেই অন্তঃসার শূন্য ধর্ম্মকেও ভক্তিশ্রদ্ধা করতে শিখবেন। পৌত্তলিকতার ভয়ে যারা শিউরে ওঠেন তারা যখন পাষান মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পন করেন তখন মনে হয় যে সেখানে দুটো ফুল জল বেলপাতা নিবেদন করলেই মানুষ কি অন্যায় করে? সন্ন্যাসী যেমন সংসারের মুষ্টিভিক্ষাকে এড়াতে পারেন নি আপনারা ধর্ম্মকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। পুরুষের আকর্ষন নারীকে যেমন তার রূপ যৌবন সম্বন্ধে সজাগ করে তোলে ধর্ম্ম মানুষকে সেইভাবে টানতে থাকে। ধর্ম্মের মৃন্ময় ভাণ্ডারে চিন্ময়ের অবরোধ ভাল না।—

বক্তৃতার শেষে আশ্রম কক্ষ হতে সমবেত কণ্ঠে ফুটে উঠল।—

স্বাগতম্ চিরাগতম্।
বন্দে সুন্দরম্।
ভারতস মাতরম্ সনাতনম্,
হৃদয়ম্ অধিশ্বরম্ প্রনামম্,
বন্দে সুন্দরম্।
আনন্দম্ অখণ্ডম্ নিরূপমম্,
অনন্তম্ অমৃতম্ সর্ব্বতোহে মহারূপম্,
বন্দে সুন্দরম্।
শক্তিং দেহি মে মাতা।

ভক্তিং দেহি মে পিতা।

দুর্গতিং নাশিনীং শরনং এতা দেহি মে আশ্রম্

বন্দে সুন্দরম্।

পরমং মুক্তিং দাতা,

কান্তিং লভ্যতে বিজেতা,

জীবনং মন্দিরং মরনং বিধাতা জয়তু ভবম্

বন্দে সুন্দরম

মঠ থেকে বাটিতে এসে বিমল টেবিলের পরে এক খানি পত্র লীলার হস্তাক্ষর দেখে খুলে পড়তে লাগল।

পরম প্রিয়েসু :--　　　　　　　　　　　　কলিকাতা।

মার অসুকের জন্য তোমাদের এ বাটিতে কয়েকদিন হল এসেছি। মা বর্ত্তমানে ভাল আছেন। অনেক দিন তোমাকে কোন চিটি পত্র লিখি নাই, তুমি ও লেখ নাই, সময়ে সময়ে লিখব লিখব মনে করেও লিখে উঠতে পারি নাই, পাছে আমার চিঠি পত্র গুলো তোমার সঙ্গে আমার ভালবাসার দালালী করতে যায়। নারীর অভিমান সে সপ্তরথি বেষ্টিত অভিমন্যু বধের মত বিচিত্র, অনেকটা তাকেও এড়াতে পারিনা। অভিমান ভাল সে নারীর অনেক কিছুই রক্ষা করে, কিন্তু অন্যায় অভিমান করে শুধু জেদের বশীভূত হয়ে নিজেকে ছোট করে কোন লাভ হয় না। তুমি ভুল করেছ বলে তোমাকে নিয়ে আমিও যে ভুল করব এ ভাল লাগে না।

ভেবেছিলাম তুমি হয়তো একদিন খোকাকে দেখতে আসবে, তখন খোলাখুলি ভাবে অনেকটা সব আলোচনা করব।

যখন এলেনা তখন মনে হতে লাগল তুমি হয়তো তাকে তোমার পুত্র বলে মনে করোনা, এবং সে তোমার পরিচয়ের অযোগ্য। আমি অসতী এ আমার দুর্ভাগ্য। এ অপবাদের বোঝা রামচন্দ্রের মত স্বামী পেয়েও সীতার মত নারী যখন এড়াতে পারেন নি তখন আমি তো সামান্য। এতে দুঃখের আর কিছুই নাই। রামচন্দ্রের মত অবতার যখন প্রজার মূর্খতায় সায় দিতে যেয়ে লোকার্থে সীতার মত পত্নীকে ও বনবাসে দিয়াছিলেন তখন তুমি যে লোকের কথায় একটু বিচলিত হবে এতে আর দুঃখের কি থাকতে পারে বল। লোকে যদি সীতার চরিত্র নিয়ে ও সে যুগে অপবাদ রটাতে পারে আমি তো কোন ছার। তোমার ভালবাসায় আজ আমার অধিকার নাই, তবে তোমায় ভালবাসি এই যেন আমার সত্য হয় শান্তি হয়। আমি তোমার ভালবাসাকে কোনদিন ওজন করতে যাইনি, পরিমান রাখতে চাইনি, যেহেতু আমি ভালবাসার ক্রেতা ও ব্যবসাদার কিছুই নই, তবে তার স্থীতি শাক্তির উপর অবহেলা করে যেন একটু ভুল করেছি বলে মনে হয়, কিন্তু সেজন্য যে তুমি আমায় ০ ভাবে আক্রমন করবে এ ভাবতে পারি নাই। সন্দেহ একটি রোগবিশেষ সে খুবই সংক্রামক। বর্ত্তমান আবহাওয়া এরজন্য বেশ কিন্তু দায়ী হলেও নিজেদের মনের প্রাণের দরিদ্রতা তো ঢাকা যায় না। ভগবানের পরেও যারা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তারা কি নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের বাহিরে বিশ্বাস রাখতে পারে বল? যে যুগে মানুষ ভগবানকেই অবিশ্বাস করে তার সত্তা প্রেমের পরে সন্দেহবান, সে যুগে আমি কে? গণতন্ত্রের হট্টগোলের মধ্যে আজ যদি ভগবানকেও শাসনতন্ত্রের কর্ণধার করে দেওয়া যায় লোকে তাকেও আক্রমন করতে ছাড়বে না। এ গণতন্ত্রের স্বভাব। কতকগুলো লোক আছে যারা লোকের ভাল দেখতে পারে না জ্বলে পুড়ে মরে। শ্রীকৃষ্ণের মতন ব্যক্তিরও

নিন্দা ছিল, শত্রু ছিল তখন আমরা কে। দ্রৌপদী ও পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে অর্থাৎ পঞ্চ ধাতুর সঙ্গে প্রেমের যে গণতন্ত্রতা লক্ষ্য হয় একি ভারতের ডেমোক্রেটিক বৈশিষ্টতা নয়? তুমি যে ছোট শিশুর মতন আমার সঙ্গে তোমার ভালবাসার ঝগড়া করতে আসবে এ আমার ধারণা ছিল না।

খোকা যদি তোমার হয় সে যেন সীতার ছেলের মতন তোমার তোমার ব্যক্তিত্ব ও মনুষত্বে পরাজিত করে তার দুঃখিনী মায়ের মর্যাদা রাখে। খোকার একখানা ফটো পাঠালাম, মামা নিজ্ হাতে তুলেছিলেন, ভাল না লাগে ফেরত পাঠিয়ে দিও ছিড়ে ফেলোনা দুঃখ পাব।

তুমি কেমন আছ কিছুই তো খোলাখুলি ভাবে লেখ না। মাথার ব্যাপারটা কি রকম হয়েছে। বাবাকে সব খোলাখুলি ভাবে জিজ্ঞাসা করতেও পারি না। আমার নিজের মা তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি বলব বল, কিছুই বলতে পারি না। সেই যে একখানি পত্র মার সঙ্গে কাশী থেকে দিয়েছিলে, তা ছাড়া তুমি যে চিঠিখানা ও দাও না এতো ঢাকা যায় না, তাই জিজ্ঞাসা করলে চুপ করে থাকি। মা হয়তো সবই জানেন তাই কিছু বলেন না, কিন্তু আমার নিজের মা, বড়মা, ডাক্তার তো ক বুদ্ধিমান লোক অনেকটা আন্দাজে ধরে নিয়েছেন বলেই মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন তোদের মধ্যে কি কোন ঝগড়া ঝাটি হয়েছে? আমি কিছুই বলতে চাইনা। মৌনং সম্মতি লক্ষণম্ এই তাদের ধারনা।

একি বলবার কথা স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস করে না, তার দৃষ্টিতে সে পতিত। শেষে হয়তো কি বলতে যেয়ে কি বলব, তোমারি হয়তো দোষ দিয়ে ফেলব, তাই চুপ করে থাকি। মামা সেদিন বড়মাকে কথায় কথায় বলছিলেন, ভাললোকগুলো অমনি একটুকুতে

বিগড়ে যায় তবে এই যা একেবারে বিগড়োয় না। তুমি কাশীর মতন সহরে কি করে মটোরের ধাক্কা খেলে মামা তা ভেবেই পায় না।

এখানে এসে তোমায় যদি পত্র না লিখি মা হয়তো কি ভাববেন। হয়তো দুঃখ পাবেন। তারা হয়তো ধরে নেবেন সেদিনের সেই ঘটনাকে আমি আজও ভুলতে পারিনি, গিরো দিয়ে রেখেছি, তাদের মনের শান্তি নষ্ট হবে, আয়ু কমে আসবে। তারা আজও যা পরিশ্রম করছেন, ভূতের মতন খাটছেন, সে তো তোমাকে আমাকে সুখী করতে হয় তো নিজেদের জন্য নয়। তুমি যদি আমায় চিঠি না লিখতে পার একখানা খামে ঠিকানা লিখে ফেলে দিও এই আমার অনুরোধ।

নীলিমা দি প্রায়ই আসেন, তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। কেমন আছ জানতে চান। তোমার সেই থানার গল্পটা বলেছেন। এই লোকটিকে আমি আমার ভেতরের কথা বলে ফেলেছি। তিনি শুনে হাসেন ও বলেন চপলা যদি তোমার জীবনে সত্য না হয় এ যে সত্যি নয় এ তুমি বুঝবে। আমাদের এই ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়তো তাকে বলে ভুল করেছি, কিন্তু বলে ফেলেছি, এবং তা তোমার ভায়েদের বাটি পর্য্যন্ত যেয়ে পৌছেছে শুনতে পেয়েছি। তোমার চপলার কুখ্যাতি আমি হাসি মুখেই গ্রহণ করেছি। জগতে মানুষ আজ মানুষের উপকার করে না, অপকার করতেই ব্যস্ত। বাবা মারা যাওয়ার পর এটুকু বেশ বুঝতে পেরেছিলাম।

বিয়ে যখন হয়েছিল তখন প্রথম প্রথম তোমায় বড় বিশ্রি ও খাপছাড়া লাগত, কিন্তু পরে ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিলাম, যে তুমি পশুর মত আমার যৌবন হ্রদে ঝাঁপিয়ে না পড়লেও তার ছন্দ আছে গন্ধ আছে। ভালবাসা যদি স্বতঃপ্রনোদিত ও পরস্পরের

আকাঙ্ক্ষিত না হয় সে কি ভালবাসা ? ঘরে ঢুকলেই তোমার কথা মনে পড়ে। ওখানে তুমি বসতে, ঐ খানে তুমি কাপড় জামা খুলে রাখতে, তোমার সেই পুরানো জুতা জোড়া আজও ঠিক তেমনি আছে, ছাতিটাও ঝুলছে।

কবে তোমার কাশীর কাজ শেষ হবে সে তুমিই জান। বড়মা মাঝে মাঝে তাই বিরক্ত হয়ে মামাকে বলেন ওর ঘাড়ে বাড়ির হাঙ্গাম চাপাতে গেলি কেন। মামা হাসতে হাসতে বলেন ও যে তাই বলে এক দিনও কলকাতায় আসবে না হরতাল করে বসে থাকবে এ জানলে তিনি দিতেন না।

তোমাকে এ ভাবে দলছাড়া ছন্নছাড়া হতে দেখলে বড় দুঃখ হয়। তুমি আবার বিয়ে করে সুখী হও এই আমি চাই। তোমার সংসারের এক কোনে জায়গা থাকে ভাল না হয় তো চলে যাব। নিজের জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করো না। খোকাকে নিয়ে আমি হয় তো আমার নিজের মায়ের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারব। আমার দিক দিয়ে সকলকে বোঝাবার ভার সে আমার। মার আমি একমাত্র সন্তান, তাই বড়মা আমার ব্যাপারে বড় অস্থির হয়ে ওঠেন, অনেক সময় বিরক্ত লাগে, কিন্তু কিছু বলতে তো পারি না, তারা শুধু বয়েসে বড় নন সম্পর্কেও বড় এবং তারা যে আমার বিশিষ্ট হিতাকাঙ্ক্ষী এও তো অস্বীকার করা যায় না।

আমার স্বর্গীয় পিতার অনেক কুখ্যাতিই তুমি শুনেছ, এবং সে দৃষ্টিকে তুমি প্রায়ই এড়াতে পার না। তুমি আমার পিতার দিকটাই শুধু দেখতে চেয়েছ মাতার দিকটা দেখতে চাওনি। বাবা কি ছিলেন এ আমি আজ জানতে চাই না যেহেতু তিনি আমার প্রণম্য। আমার পূর্ব্বপুরুষদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অধিকার দিয়ে আমি তা চেয়ে নিতে চাই। তারা যা ভাল বুঝেছেন সমস্ত

ও ক্ষেত্র হিসাবে তাই করে গেছেন। নৈতিকতাহীন দেব দেবীকে যদি পূজা করতে পারি, ভালবাসতে পারি পিতা কি দোষ করেছেন? চরিত্রহীন ইন্দ্র যদি দেবতাদের রাজা হতে পারেন, রজ ভাবের এই যে ইতিহাস একি সহজে এড়ান যায়। দোষ গুণ নিয়েই মানুষ। ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা সমষ্টি আছে জানি তাই তাহাদের সমাজ সংস্কার সে ভাল হক মন্দ হক মেনে নিতে বাধ্য। কবি নবিন সেনের একটা কথা বাবা প্রায়ই মাকে বলতেন "পাপীকে যে ভালবাসে আমি ভালবাসি তারে সেই জন প্রেম অবতার"। যদিও আমার পিতা পাপী ছিলেন এ আমি স্বীকার করব না। দোষ তার ছিল, সংসর্গের দোষ, ভার শত্রুর দেওয়া দোষ, যার প্রায়শ্চিত্ত তিনি জীবন দিয়ে করে গেছেন আজ তিনি সর্ব্বমুক্ত। কিন্তু তার পিতৃ স্নেহের পরে এতটুকু মলিনতা কোনদিন লক্ষ্য করি নাই। তুমি যদি আমার রূঢ় উক্তিতে কিছু মনে না কর তবে বলতে চাই পিতা হিসাবে তিনি তোমার চেয়ে ও বড় ছিলেন।

তুমি একদিন কথায় কথায় মাকে বলে ফেলেছিলে যে রাস্তা ঘাট হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল কলেজ এ সকল প্রায়ই বড়লোকের দুঃকর্ম্মের বিজ্ঞাপন ওপ্রলেপ সরূপ ফুটে ওঠে। বুকে ছুরি মেরে হাসপাতালের ব্যবস্থা। আমার বাবা যদিও ও সব কিছুই করেন নি, করেছিলেন তার পিতা প্রপিতামহ, কিন্তু আমি কোনপ্রতিবাদ করতে চাইনি, যেহেতু অন্যায়ের প্রতুর্ত্তরে অন্যায় করতে ভাল লাগেনা। ধনীর অহঙ্কারকে দাবাতে যেয়ে দরিদ্রের অহঙ্কার শোভা পায় না। অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ে হয় না। তুমি সব সময়েই মনে করতে ভুলে যাও যে বড়লোকের জীবনের খানিকটা যেমন অন্ধকার থাকে, গরিবেরা তেমনি আছে। কাপড় পোষাক আচার ব্যবহার পাশ্চ্যাত্যের বিচার ভূমি কিন্তু হিন্দু বিচার এনেছেন হৃদয়ের পরে সেখানে আঘাত দিতে যেয়ে তুমি প্রায়ই ভুল কর।

উপর উপর বিচার খুব প্রশংসার নয়। মেষশাবককে যেমন তার পিতা ও পিতামহের কল্পিত জল ঘোলার অপরাধের জন্য সিংহের হাতে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল, তেমনি আমরা আজ আমাদের কলঙ্কের ডালি পূর্ব্বপুরুষদের ঘাড়ে তুলে দিয়ে যে বর্ত্তমান দুরাবস্থার নিস্কৃতি চাই, বিদেশীর প্রবোচনায়, এমন ধরণের কোন কিছু তোমার কাছে নিশ্চয়ই আশা করতে পারিনা। বিদেশী মস্তিষ্কের জালিয়াতি যাদের পেশা, এবং সে ভাবেই যারা বড় হয়েছেন তুমি যে তাদের কেহ নয় এ বিশ্বাস আছে। বিদেশীকেই যারা বড় মনে করেন, সে কি ভাবে খায়দায় ভালবাসে এই যাদের আরাধনা, বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার ভারে যারা মাথা তুলতে পারে না, জাতীয়তার আনুগত্য যারা সেখানেই গ্রহণ করেছে, তারা ভুলে যায় ভারতের একটা বৈসিষ্টতা আছে, সে পূর্ণ না হলেও শূন্য নয়।

হিন্দুর মেয়ে হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি, তার আদর্শ নিয়েই বড় হয়েছি এবং সেই আমার লক্ষ্য। ঈশ্বর যখন আমায় হিন্দু করে পাঠিয়েছেন তার বিচারের পরে বিশ্বাস না রেখে পারি না। আমার জীবন আমার কর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মেরি উপযোগি নতুবা তিনি এখানে জন্মগ্রহণ করতে দিতেন না। নাস্তিকতা ও আস্তিকতার পাসাপাসি প্রকাশ এক হিন্দুর ধর্ম্মেই লক্ষ্য হয়। এই হিন্দুর বিশিষ্ঠতা। আস্তিকতার মধ্যে নাস্তিকতাকে ঘৃণা ও হত্যা করবার কোন অধিকারই হিন্দু মানুষকে দিতে চাননি। নাস্তিকতাও ধর্ম্ম, আস্তিকতা যদি তাকে দেখলে ভয় পায়, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহবান হয়ে ওঠে, সে আস্তিকতা বেঁচে থাকতে পারে না। উপনিষদ ও চার্ব্বাককে সামনাসামনি দেখতে তাই বড় আনন্দ পাই। এই সৌন্দর্য্য, সহনশীলতা ও উদারতা হিন্দুর প্রকৃত সত্বা, এখানেই হিন্দুর স্থীতি শক্তি ও সংস্কৃতি লুকিয়ে আছে।

এই যে প্রকাশ বহুল অবস্থা, এই যে উর্ব্বরতা, এই যে প্রাকৃতিক বিকাশ, এ হিন্দুর মহত্বতা। ভারতে যে অধিক সংখক ধর্ম্মের কর্ম্মের ও অত্যাধিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, ধর্ম্মবীরের আবির্ভাব হয়েছে, এ ভারতের সহনশীলতা ও শক্তি, দুর্ব্বলতা নয়। এ ভারতের প্রকৃত গণবোধ। এর মধ্যে দিয়েই হিন্দুর সহযোগিতা ও একাত্বতা ফুটে উঠেছে। হিন্দুর শাস্ত্রোচিত জাতিবিভাগ বর্ণবিভাগ গুণবিভাগ ভিন্ন কোন জাতি বেঁচে থাকতে পারেনা। কল কারখানার শ্রম বিভাগের মতন জাতিবিভাগ অর্থাৎ কর্ম্মবিভাগের সমাজের প্রয়োজন আছে। মানুষ আজ দোষ করে অপরাধ করে অবিচার অত্যাচার করে ক্ষমার অভিভাষনেই সব শেষ করতে চায়। ক্ষমা চাইবার আগে ক্ষমা করবার কতটুকু শক্তি আছে এ লক্ষ্য করা উচিত। স্বামীর অধিকার, সমাজের অধিকার, প্রেমের অধিকার, আমার পরে তোমার আছে কিন্তু সে যদি স্ত্রীর অধিকারকে পদদলিত করে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, তখন দুঃখ লাগে। আমার পিতার মধ্যে চার্ব্বকের প্রভাব থাকলেও তার যে ধর্ম্ম ছিল এ বিশ্বাস আমার আছে। বিশ্বাস আস্তিকতার একটি অঙ্গ, তোমায় সে বিশ্বাস আমি হারিয়েছি তাই প্রেমের নাস্তিকতার ভারে এতটা বিপন্ন হয়ে পড়ি যে মাঝে মাঝে পিতাকেই স্মরণ করি তার কথা মনে পড়ে। তিনি বেঁচে থাকলে আজ বোধ হয় এতটা দুঃখ পেতাম না। আরও দুই একটি ভাই ভগিনীর সাথে হয়তো নিজের জীবন মিলিয়ে দিয়ে মাকে এতটা অনাথা করে তুলতাম না। আমি জীবনের প্রারম্ভে কিন্তু আমার মা বড়মা দুঃখের সমুদ্রের শেষ প্রান্তে এসেও যদি আজ আমার জন্য দুঃখ পান, চোখের জল ফেলেন, সে হয়তো সইতে পারব না।

কিছুদিন আগে জমিদার অপরূপ বাবু মামার এক বন্ধু কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি মামাকে বলে গেছেন তুমি নাকি কোন একটি

বস্তির মেয়েকে রেখেছ এবং তার সঙ্গেই আছ, এবং তার স্ত্রী এ সব নিজের চক্ষেই দেখেছেন। তোমার স্বভাব চরিত্র নাকি খুবই খারাপ হয়েছে। তোমার সম্বন্ধে তার এতটা আগ্রহের কোন কারণ খুঁজে পাই না। নারী পুরুষের চরিত্রের পরে তখনই দৃষ্টি রাখে, যখন সে তাকে ভালবাসে, নয়তো কিছু স্বার্থের খাতিরে, এর কোনটার যে বশীভূত তিনি হয়েছেন এ হয়তো তুমিও জান না। মামা এ সব তো বিশ্বাস করতে চান ন। তিনি বললেই বলেন তার বন্ধুর কোন কথাই বিশ্বাস্য নয়, সে একটা ধাপ্পাবাজ লোক, লোকের অনিষ্ট করতে খুবই মজবুত। মামিমা একথা আমার মাকে বলেন, মা বড়মাকে বলেন, বড়মা শুনেই অস্থির হয়ে উঠলেন। মামার কানে একথা যেতে তিনি মামিমাকে বড়মার সামনে এক হাত নিয়ে বললেন আমার বন্ধু বান্ধব আমায় কে কি বলে না বলে এ নিয়ে তুমি মাথা না ঘামিয়ে পার না। কথা যদি বলবার মতন হতো আমি তোমার পরে নির্ভর না করে নিজেই মাকে বললাম। আমি বাটিতে পৌঁচে দেখি মা, মামিমা, বড়মা সবার চোখে জল। ব্যাপার কি কিছু বুঝতে পারলাম না। মামা আমাকে ঘরে নিয়ে যেয়ে সব বুঝিয়ে খুলে বললেন।

পরে বড়মা ঘরে ঢুকতে মামা বলে উঠলেন "যে নিজের চরিত্রের এতটুকু দোষ দেখতে পারে না মা সে যে ও ভাবে পড়বে এ মনে হয় না। যদি হয়ে থাকে জানব বিমল পথ চলতে হুচোট খেয়ে পড়েছে, সে উঠে আসবে। লীলাকে আমি চরিত্রহীনের হাতে সমর্পণ করি নাই,এ সে ভালভাবেই জানে"। মামা তোমাকে ফেরত আসতে লিখবেন বলতেই বড়মা বাধা দিয়ে কাশীর দারোয়ানকে ডেকে পাঠাতে বললেন। মামা তাতে রাজী না হয়ে বললেন "তুমি কি ভেবেছ মা বিমলের

চরিত্র নিয়ে আমি একটা দারোয়ানের সঙ্গে আলোচনা করতে যাব। দরকার হয় আমি নিজেই যাব"।

ক্রমে ক্রমে একথা তোমার মায়ের কানে যেতে তিনি বড়মাকে সব বুঝিয়ে দেন। মা ঐ মেয়েটিকে নাকি কাশীতে দেখেছিলেন এবং চেনেন। কোন এক পণ্ডিতের মেয়ে, মূর্খের হাতে গরীব ঘরে পড়েছে। মা তাকে তার স্বামীর অসুখের সময় সামান্য টাকা ধারও দিয়েছিলেন। যে টাকা সে তোমায় ফেরৎ দিতে চাইলে তুমি নাওনি ভালই করেছ। তুমি এ সম্বন্ধে মাকে যে কয়েকখানা পত্র লিখেছ আমি সব পড়েছি, মামা বড়মা সবাই পড়েছেন। বড়মার দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। তোমার পত্রের একটা অংশ আজও আমার বেশ মনে আছে। তুমি লিখেছিলে, মেয়েটির সামান্য কিছু উপকার করতে যেয়ে, উপকার বললে হয়তো ভুল হবে মা, তার নিমিত্ত হতে যেয়ে, সামাজিক কর্ত্তব্য রাখতে যেয়ে, লোকের মনে এক নিদারুন কলঙ্ক কিনে বসেছি, সে আমার চরিত্র। আমি চরিত্রহীন এ ভাবতে ও হাসি পাই, চোখে জলও আসে। ভালবাসাকে এত ছোট করে মানুষ কোনদিন বড় হবে না। মানুষের প্রবৃত্তির দৈন্যতাই আজ সর্ব্বদুঃখের মূলে। আমার বিশ্বাস সৎ কর্ম্মকেই আজ আমরা কলঙ্কিত করে অসৎ কর্ম্মকেই বড় করে তুলি। অভিনয় দেখে আমারা যদি মনে করি বাস্তব জীবনেও ওদের মধ্যে ঐ ভাবের কলঙ্ক আছে সে কি ভুল হয় না?

সংসার এত বিচিত্র যে বোঝাই দায়। এর পরতে পরতে ঢাকা আছে প্রেমের বাণী প্রেরণায় আভাস। আমার মনটা প্রথমে খুব ভার হলেও শেষে ভাবলাম তোমাকে যদি কেউ সুখী করতে পারে সে সুখ তো আমার তোমার নয়। তুমি যে এভাবে আমার পরে প্রতিহিংসা নেবে এ ভাবতে পারতাম না। আমার একটা কথা যদি রাখ

তবে অপরূপ বাবুর মতন লোকের সঙ্গে মিশো না। মামা হয়তো তোমায় এ সম্বন্ধে চিঠিও লিখেছেন।

সতীত্বতার মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্য্য সংসারে ফুটে বেরোয় সেই তো শান্তি। সতীত্বতা যা চরিত্রের বিশিষ্টতা ও প্রেমের প্রতিষ্টা এ আমাদের সাংসারিক জীবনকে সহজ ও সরল করে তোলে। নতুবা সংসার হয়ে পড়ে হট্টগোল, সেখানে হৃদয়ের অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি রোগ শোক দুঃখ দৈন্য দেখা দেয়, প্রেমের ফসল ফলতে পায় না। নিয়মানুগামিতায় শুধু যে যুদ্ধ হয় তাহা নয়, প্রবৃত্তিও বশে আসে। সতীত্বতা এ নারীর জীবনে সুখের পন্থা। সে নারীকেই সুখী করে তোলে। এ জীবনের অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি। হিন্দুর শাস্ত্র সংসারকে টুকরা টুকরা করে এমন বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করে গিয়েছেন, যে গোটা দেহটার মধ্যে আমাদের অজানিত কিছুই নাই। তোমাকে ভালবাসি সে নিজের অনেকটা সুখের জন্য, এখানে মতভের কোন অভিনয়ই করতে চাই না, দুঃখ যদি আসে সে জানব সুখকে দৃঢ় করতে, আমার ভুল ও ভ্রান্তিকে উদ্ধার করতে। আচমকা দুঃখে প্রথমটা ভেঙে পড়লেও মানুষ উঠে না দাঁড়িয়ে পারে না। আমি প্রেম তরঙ্গের কুমির নই যে মানুষ মেরে আনন্দ পাব; প্রেমের আগুন জেলে আমি যদি তোমাকে পথ দেখাতে না পারি পুড়িয়ে মারব না। কুকুরের প্রভুভক্তির মতন পতিভক্তি আমার নাই, এবং মনে হয় তুমিও তা চাও না।

আমার স্বামী ভাল কি খারাপ এ সমালোচনার অধিকার আমি কাউকেই দিতে চাই না। সে আমার নিজস্ব ব্যাপার, এবং আমি যাদের ভালবাসি ও বিশ্বাস করি তারাই আমায় এ সম্বন্ধে সাহার্য্য করতে পারেন। ব্যষ্টির নামে ব্যক্তিত্বের বোঝা যেমন

জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই ধরনের মহত্বের দৌরাত্বের পক্ষপাতী যে তুমি নও এ বোধ আমার আছে। স্বামী পূজ্য হলেও প্রণম্য হলেও সে যে বন্ধু এ ভুলতে চাই না। স্বামীর সুখ দুঃখের প্রশ্ন স্ত্রীর জীবনে অখণ্ডতা, তোমায় তোমার সুখের মধ্যে বিরক্ত করতে যাব না, এ স্বভাব আমার নাই, তবে যদি কোনদিন দুঃখে পড়, তোমার সেই অখণ্ড অধিকারকে দাবি করতে ভুলো না এবং আমারো যেন সে শক্তি থাকে। আমার ভালবাসা জেন। ইতি—

"তোমারি লীলা"।

বিমল রাত্রে বসে বসে স্ত্রীকে চিঠি লিখতে লাগল।

লীলা, হৃদয়েষু কাশী।

তোমার চিটি পেয়েছি। অভিমানের নাগ পাস ছিনে যে বেরোতে পেরেছ সেজন্য ধন্যবাদ। জেদ ঠিক অভিমান নয়। অভিমান তরল জেদ পাহাড়। দোষ আমার তোমার নয়, পত্রের উত্তর না পেলেও মাঝে মাঝে চিটি লেখা আমার উচিত ছিল।

মা ভাল হয়েছেন শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। তুমি কেমন আছ কিছুই তো লেখনি। শুনেছিলাম খোকা হবার সময় খুব কষ্ট পেয়েছ। মামা মাসিমা দিদিমা বাবা কেমন আছেন সেটা কি লেখবার সময় পাওনি, না তোমার কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

খোকাকে দেখবার জন্য পাগল হলেও কাশীর আবহাওয়া ছেড়ে মন যেন সরতে চায়না। কাশীর মঠ ও মিশনে ঘুরে, আমার এক বন্ধুর সাহচর্য্যে তোমার বিরুদ্ধে যে সব সাক্ষি সাবুদ জড় করে তুলি

বিশ্বের বিচারালয়ে সে যেন সমুদ্রের ঢেউএর মতন এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, জীবনের তটে দাঁড়িয়ে থাকি কিন্তু পায়ের তলের বালু সরতে সরতে এমন জায়গার টেনে আনে যেখানে তোমায় ভিন্ন গতি থাকেনা।

ভালবাসা একটা ছন্দ, সে কাব্য কলার মত সুন্দর। ভালবাসা যেন আর্ট, তার গন্ধ আছে ছন্দ আছে নৃত্য আছে সঙ্গীত আছে। সুর তুমি স্বর আমি। পশুর ভালবাসায় প্রেরনা বেশী মানুষ চেতনার বশীভূত। জীবনের মোড়ে ভালবাসার নামে আমরা অনেক ভুল করি কিন্তু সে যদি একের অপরের প্রতিশোধন না হয় তবেই দুঃখের।

তোমার মিথ্যা অপরাধের বোঝা বইতে যেয়ে দুর্ব্বল শরীরে ও দুর্ব্বল মনে আজ হয়তো এমন জায়গায় এসে পড়েছি যেখানে নিজেকে চরিত্রহীন লাগে। এ তুমি বিশ্বাস করো। চপলার মিথ্যা কাহিনী আজ হয়তো মিথ্যা নয়। সংসারের অনেক কিছুই শিক্ষনীয় আছে তাকে সারা জীবন ধরে অবজ্ঞা করে এসে ভুল করেছি। সে শিক্ষা যদি থাকত আজ এতটা ভুল করতাম না। নিজের চরিত্রের পরে একটা বিশ্বাস ছিল, দৃঢ়তা ছিল, তা যেন ক্ষনেকের ঝড়ে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে পালিয়ে গেছে যে ভয় হয়।

বস্তির মেয়েটি আমার কামনার অনেক বাহিরেই ছিল। সে বড়ই দুঃখী। মূর্খের হাতে পড়ে সে তার দুর্গতির শেষ সীমায় মারা গিয়েছে। বড় দুঃখ হয়। আমার অসুখের সময় আমায় একদিন দেখতে এসেছিল বলে তার স্বামী তার চরিত্রের অজুহাতে তাকে ধরে এমন মেরেছিল যে সে আর ওটেনি এবং সেই স্মৃতির বোঝা বইতে যেয়েই শশ্মান হতে ফিরবার পথে মটোরের ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাই।

পুত্রের কর্ত্তব্য মেয়ের কর্ত্তব্যের বোঝা হল ঘরের বৌ এ বোধ তোমার আছে জানি, তাই তোমার হাতে পিতা মাতাকে সঁপে এ দুর নির্জ্জনে বসে থাকতে একটু ও ভয় নাই দ্বিধা নাই। বিবাহ

আমরা করি কিন্তু সে ঠিক আমাদের নয়।

তুমি দুশ্চরিত্রা এ আমি কোনদিন ভাবতে পারিনাই, সে যেন আমার আত্মহত্যা, আমার ধর্ম্মের আত্মহত্যা, অতটা ছোট ও হীন আমায় মনে করোনা। তবে তুমি যে তোমার যৌবন উদারতায়, সরলতায়, একটা প্রশ্রয় দিতে যেয়ে তার দুর্ব্বলতার একটা প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিলে, এই ধরনের একটা কিছু আমার মনে হয়েছিল, এবং আমি সেই টুকুই চেয়েছিলাম তোমায় একটু সাবধান করে দিতে, কিন্তু ক্রোধের বশে ভাবায় বেশ একটু অসংযতা এসে পড়ে। স্ত্রীর চরিত্র দাঁড়িয়ে থাকে স্বামীর চরিত্রের পরে, হিন্দু সতীদের প্রত্যেকের স্বামীই খুব আদর্শ চরিত্রবান ছিলেন, তাই নিজেকে চেয়েছিলাম একটু ভালভাবে বিশ্লেষণ করতে, কিন্তু হটাৎ মাত্রা হারিয়ে ফেলি। তোমার পরে মান অভিমান ক্রোধ অবিশ্বাস আমার কিছুই নাই এ তুমি বিশ্বাস করো। দুঃখ হয়েছিল নিজের দিকে চেয়ে যে তোমাকে সুখী করতে পারিনি তাই হয়তো তুমি অন্য মুখী। কিন্তু পর মহুর্ত্তেই মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার বাঁধনে বেঁধে তোমার সব কিছু কেঁড়ে নেবার অধিকার আমার নাই। আমার দুঃখ হয় তুমি যদি অন্যের হাতে পড়তে হয়তো আরও সুখী হতে। তোমাকে বিয়ে করেছি ভালবাসি যে শুধু আমার দেহের প্রশ্ন নয় আমার জীবনের প্রশ্ন। তুমি আমার স্ত্রী এ অধিকার ও বন্ধন হয়তো হিন্দুর সমাজে চিরকাল অচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। আমাদের কাউকে অস্বীকার করবার কাহারো কোন ক্ষমতা নাই, এই যে দুভেদ্য মিলন এতো শাস্তির প্রশ্ন। মরনের পর পারেও হয়তো তুমি আমারি জন্য অপেক্ষা করবে। নারীর প্রেম ও অর্থের মর্য্যাদা রক্ষা করতে এ জগতে অনেক মণিষীই পেরে ওঠেননি আমি তো সামান্য। অথচ মানবত্ব এর মধ্য দিয়েই যত ফুটে উঠে অন্য কিছুতে হয়না। নারীর হৃদয়ের দীনতা

হীনতা নিয়েই রামায়নের সৃষ্টি, যেখানে নারী দশরথের মত স্বামীকে ও হত্যা করে ফেলেছে। অথচ তার প্রতিষ্ঠা এসেছে পত্নীত্বের ও স্বামীত্বের মর্য্যদায় রাম ও সীতা। তুমি সীতার উল্লেক করেছ। রাম সীতাকে বনবাসে দিয়েছিলেন তার চরিত্রের জন্য নয় শুধু লৌকিকতাকে বজায় রাখতে, এ হয়তো তুমি স্বীকার করবে। এই হল ডেমোক্রেসী গনতান্ত্রিক বোধ। রাম সীতাকে বনবাসে দিলেও তার সম্মানের জন্য, তার প্রেমকে উদ্ধার করতে রাক্ষস বংশ ধ্বংস করেছেন। এতেই বোঝা যায় জগতে সতীত্বের শত্রু খুব বেশি। সে রাক্ষস ভাব প্রতিনিয়তই আমাদের সমাজ সংস্কাব আক্রমন করছে, দরকার হ'লে সন্ন্যাসীও সাজছে এবং তাকে বক্ষা করতে প্রত্যেক স্বামীও স্ত্রীকে শক্তি-শালী হতে হয় সংযত হতে হয় দৈহিক ও মানসিক ভাবে। দ্রোপদীর সম্মানের জন্য কুরুবংস ধ্বংস হয়েছে। তোমাদের এই পত্নীত্বের সম্মান ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুর চুটি বৃহৎ গ্রন্থ, এবং জ্ঞান ও কর্ম্মের যে বিরাট সমাবেশ সেথায় লক্ষ্য হয় এ কোথায়ো নাই। সতীত্বই যেন হিন্দুর মূলতঃ শক্তি বলে মনে হয়। রাম ধ্বংস করেছেন রাবন ভাবকে, পাণ্ডব ধ্বংস করেছেন কুরুভাবকে। এর মধ্য দিয়ে এই লক্ষ্য হয় যে নারীর শত্রু শুধু রাবন নয় অর্থাৎ পর নয়, কুরু অর্থাৎ আপন জনের মধ্যেও তা লুকিয়ে আছে। এর শত্রু ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই দেখা দেয়। রাবন চেয়েছিল সীতাকে হরন করতে ভোগ্য করে তুলতে, কুরু চেয়েছিল তাকে নির্লজ্জ করে অপমান করতে, ও সম্মান নষ্ট করতে। রাবনের মধ্যে আছে তমভাব কুরুর মধ্যে লক্ষ্য হয় রজোভাব।

গনবাদের মধ্যে যারা নর ও নারীর সম অধিকার কে মেনে নিতে পারেননি, তাদের গনবাদ একটা ভুয়ো চিৎকার মাত্র, ছলনা সত্যের প্রেরনা নয়। যে ধর্ম্ম ও সংসার নারীকে ছোট করে পুরুষ

করে তোলে সেই রাষ্ট্রতান্ত্রিক ও যুদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্ম ও কর্ম্ম যতই প্রিয় হকনা কেন স্বৈরতন্ত্রের নায়ক এতো প্রায়ই লক্ষ্য হয়। নারী শুধু প্রবৃত্তির কর্ষনের ভূমি নয়, ব্যক্তিত্বের শ্রদ্ধা। ধর্ম্ম যাদের ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার, ব্যক্তি বিশিষ্ঠকে কেন্দ্র করেই যাদের ধর্ম্ম দাঁড়িয়ে থাকে, ধনতান্ত্রিকতার মতন সেই ধর্ম্মতান্ত্রিকতার মধ্যে গনবাদের উল্লেক মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্তদের আর্ত্তনাদের মতন দুঃখের সমাবেশ মাত্র, বিবেকের উন্মিলন নয়। হিন্দুর ধর্ম্মে অসীম স্বৈরতন্দ্রতা কি উচ্ছৃঙ্খল ও দীন গনতন্ত্রতা কিছুই নাই। সেখানে আছে একটি বিশাল সামঞ্জস্য যার মধ্য দিয়ে শুধু রুপ নয় রস নয় সত্য ও ফুটে উঠেছে বিরাট বিশদ ভাবে। শোনা যায় গৌরাঙ্গদের বুদ্ধদেব শিষ্যদের নারীর স্পর্শজাত খাদ্য গ্রহন করতে বারন করতেন, সে স্পর্শ হতে দুরে থাকতে উপদেশ দিতেন, এবং এই জন্য শিষ্য ত্যাগও করেছেন। এ শুধু তোমার আমার মত দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে নারীকে ঘৃন্য করে তুলতে নয়। দুর্ব্বল লৌকিকতাকে বাঁচিয়ে রাখতে, সাধারনের বিদ্যাবুদ্ধির সর্ম্মান রাখতে। ডাক্তার রোগীকে অস্ত্রোপ্রচার করে বাঁচিয়ে তুলতে, হয়তো সে কখন কখন মারাও যায়, এদৃষ্টি কঠুর হলেও কি এর মধ্যে মহত্বতা নাই। মহত্বের আদর্শকে মূখ্যভাবে গ্রহন করতে যেয়ে দুর্ব্বল প্রায়ই পড়ে যায় এবং আদর্শকে কলঙ্কিত করে তোলে। এই জন্যই হিন্দুর মূল গ্রন্থাদির মধ্যে অধিকারীর প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। মটোর চালাবার আগে তার একটা অধিকাব গ্রহন করতে হয়। সিন্দুকের চাবিকাটি সাধারনতঃ লোকে যার তার হাতে তুলে দিতে চায় না ?

সীমার শেষে যেমন একটা সীমা এসে দাঁড়ায়, তেমনি অসীম সে সীমারি ধারাবাহিক সত্বা মাত্র। শ্রমিকের স্বার্থ কি ধনতান্ত্রিকের স্বার্থ যে দশের ও দেশের স্বার্থ নয় তার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, এ যেমন আমরা মূর্খ্যতার ভারে ভুলে যাই, তেমনি তোমার স্বার্থ ও

আমার স্বার্থের বাহিরে যে একটা বৃহৎ স্বার্থ আছে, যেখানে তোমাকে আমাকে সকলকে অবনত থাকতে হয় এ যেন আর ভুল না করি।

ব্যক্তিত্বের, জাতিত্বের ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বভাব যদি সেবা ও বিনয়তার অংশ না হয়ে মূর্খ্যতা ও স্বৈরচারিতা হয়, ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত ভাবে তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু নাই। তোমার সঙ্গে প্রথমেই আমার মনের গণ্ডগোলের সব কিছুই খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করা উচিত ছিল, এ অধিকার তোমার অস্বীকার করতে যেয়ে ভুল করেছি। সব চেপে রেখে আগ্নেয়গিরির মতন বিস্ফোরণ করতে যাওয়া উচিত হয়নি। ভালবাসার প্রথম অধ্যায়ে আমি যা ভুল করেছি, আশা করি তার দ্বিতীয় অধ্যায়ে পিতারূপে তোমার সাহার্য্য থাকলে তা শুধরে নিতে পারব। তোমায় ভালবাসি এ যদি আমার সত্য হয় কোন মিথ্যাই সেখানে টিকতে পারে না। প্রেমের অনেক কিছুই আমি বিশ্বাস করি তবে বিশ্বাস করিনা তার দ্বীত্ব ভাবকে, তার সম্প্রদানকে যা বিচ্ছেদ আনে। নারীর অধিকারই পুরুষের অধিকার, পুরুষের অধিকারই নারীর অধিকার, তা না যারা নারী ও পুরুষের অধিকারকে নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে যান তারা ভুল করেন। গুণের অধিকারকে ভুলে যেয়ে আজ আমরা পরস্পরের দোষের অধিকার নিয়েই বেশি ঝগড়া করি। পুরুষ মদ খায় উচ্ছৃঙ্খল অতএব নারী ও তাই কেন করবে না, এই আমাদের অধিকারের নমুনা। গণতন্ত্রের অজুহাতে হাল ও দাঁড়ের মূল্য একই নিদ্ধারন করতে যাওয়া ভুল। জীবনধারনের মূল্য এক হলেও উভয়ের মধ্যে যে একটা ভেদ আছে তারতম্য আছে এ ঝড় তুফানের মধ্যে বেশ ধরা যায়।

হিন্দুর সত্বহীন বিবাহের মধ্য দিয়ে তোমার চরিত্রের প্রশ্ন তুলতে যাওয়া আমার উচিত হয়নি। স্ত্রী যদি চরিত্রহীনা হয় সে

পরিত্যাজ্য ও বিবাহ বিচ্ছেদের যোগ্য এমন কোন বৈবাহিক অবতারনা হিন্দু তো করতে চাননি। কুয়াসাচ্ছন্ন সমাজের পানে চেয়ে মনে হয় আলো আসছে, যেখানে সত্য হবে রূপ প্রীতি হবে রস, নর ও নারী হবে মিলনের বাণী, হৃদয়ের গতি, প্রেমের প্রয়োজনা, বিচ্ছেদের বেদনা দায়ক পরিস্থিতি নয় কামনার সাগর ফুড়ে বেদনার বাণী যদি হৃদয়ের বালুচরে এসে শেষ হয়ে যায়, দুঃখের আবর্ত্তে পড়ে ডুবে যায়, তার চেয়ে দুঃখের কি আছে বল? স্রোতের মুখে নদী পার হতে যেয়ে যেমন লক্ষ্য ঠিক রাখা যায় না তেমনি যৌবনের স্রোতে আমি যে লক্ষ্য হারিয়েছি এ তুমি ভুলে যাবে। ধর্ম্মের মধ্যে যদি প্রবৃত্তির অংশ বৃদ্ধি পায়, হৃদয়ের কি বিবেকের অংশ না থাকে, সেই প্রবৃত্তির ধর্ম্ম নিয়ে মানুষের বাহ্যিক আস্ফালন বাড়লেও উন্নতি আসেনা, তেমনি প্রেম।

অনেক ধর্ম্ম আছে যাদের মধ্যে খাদ্যাদির কি বিবাহয়াদির কোন বিচার কি বন্ধন নাই, এ সম্বন্ধে তাদের অবাধ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু হিন্দু এখানেও দেশ কাল পাত্র হিসাবে একটা সীমাবদ্ধ ভাব নিয়ে বোধ হয় ভালই করেছেন। খাদ্যাদির বিবাহয়াদির মধ্যে দিয়ে মানুষের দেহ ও মনের যে একটা সম্বন্ধ আছে সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে তার পরিমান রাখতে যেয়ে তারা খুব অন্যায় করেন নি। যে দেশ ও যে জাতি শুধু বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ হয়ে পড়ে সে কি বাঁচতে পারে। এদের সম্মিলনই তো জীবন এবং উম্মিলন তো সংসার। এই তো গণতন্ত্র, এবং গুণতান্ত্রিক বোধ। জ্ঞান ভুমি, কর্ম্ম ভূমি, ব্যবসা ভূমি ও সেবা ভূমির, কোনটাই দূরে রেখে সমাজ বাঁচতে পারে না। বৃক্ষ এক তাকে বিশ্লেষণ করতে যেয়ে যদি ডাল পালা ও মূলকে ভুলে যাই সে কি ভাল হবে? হিন্দুর

জ্ঞানভূমিতে জন্মগ্রহণ করে যদি অত্যধিক দৈহিকতাব বশীভূত হয়ে পড়ি সে উচিত হবে না। সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতা নয় তার বিপরিত সত্বা। স্বাধীনতাব নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকেই যারা কাম্য মনে করেন আমি সেখান হতে অনেক দূরে। দুর্ব্বলকে সব সময়ে দুর্ব্বল মনে করে আমরা ভুল করি কেননা তার ছল আছে, চাতুরি আছে, এবং জয়ের জন্য সে প্রায়ই তার বশীভূত হয়ে পড়ে; এবং জয়লাভ করে, তেমনি শক্তিমান যদি নাকে তৈল দিয়ে ঘুমাতে থাকেন, শান্তির সপ্ন দেখেন, সজাগ না হন, তার বাস্তবতার পরাজয় অবসম্ভাবি।

তোমায় দুঃখ দিতে যেয়ে নিজে কম দুঃখ পাইনি। আমি মানুষ আমার পক্ষে ভুল ভ্রান্তি সম্ভব। তুমি যদি আমায় দেবতার আসনে বসিয়ে না থাক, হয়তো সহজেই ক্ষমা করতে পারবে কার্য্যসূত্রেই ঘটনাচক্রেই এতদিন কাশীতে থেকে গেলাম তোমার পরে অভিমান করে নয় এ তুমি বিশ্বাস করো। দুঃখকে যারা জড়িয়ে ধরেন কি এড়িয়ে যেতে চান আমি তাদের কেহ নই। ফুল ফুটবার মুখে একটু কষ্ট পায় এবং প্রসবের এই যে পূর্ব্ববস্থা একেই আমরা দুঃখ বলে থাকি। অসতী, অনৈতিকতা, স্বার্থপরতা, ও নীতি শূন্যতাই আজ জগতের দুঃখের মূলতম কারন। জাতির বিজ্ঞাপনের বাজারে যারা মনুষ্যত্বের খোঁজে যেয়ে থাকেন, সেই বাজারে ভেজালে মনুষ্যত্বের সঙ্গে খাঁটি মনুষ্যত্বের তুলনা হয় না। তুমি আমায় ভালবাস এ আমি জানি এবং এই জানাই আমাকে বলে দেয় তুমি আমার ও আমি তোমার।

কাশীর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; শীঘ্রই ফিরছি। আমার ভালবাসা নিও। খোকাকে তার পিতার স্নেহাশীষ গ্রহণ করতে বল। মা ও বাবাকে প্রণাম দিও। ইতি—বিমল বন্দোপাধ্যায়

১২০

কয়েকদিন হল বিমলের শরীরটা একটু খারাপ সে ঘরের ভিতর চুপ করে বসেছিল। বাহিরে দৃষ্টি পড়তেই সে এক দৃষ্টিতে ক্রিয়ারত কপোত কপোতীর পানে চেয়ে রইল। ওদের মধ্যে ও কত ভালবাসা। ও যেন দেহের একটা প্রেরনা মাত্র, সম্পূর্ণ নয়, চেতন হলেও যেন অসাড়। মানুষের প্রেমের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে, সততা আছে, সমতা আছে, সে দেহ মনের মিলন ও পূর্ণতা, জীবনের জাগরণ, অন্বেষণ ও অনুশিলন। সৃষ্টি সে তো চিরন্তন মহাসঙ্গীত। সংসারে আমরা আসি যাই এর মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকে ভালবাসা সে সাগরের মত গভীর হিমালয়ের মত উচ্চ ঝরনার মত মুক্ত। গানের যেমন একটা সুর আছে, লয় আছে, তাল আছে, তেমনি প্রেমরূপ মহাসঙ্গীতকে মানুষ যদি দেহযন্ত্রে ভাল ভাবে গাইতে না পায় সে তো দুঃখী।

লেখা পেছন দিয়ে এসে বিমলের দৃশ্য বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে হেসে বলে উঠল "বেশ লোক বসে বসে ঐ সব দেখছেন। ও দেখতে এত ভাললাগে ছি"।

বিমল দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে লেখাকে লক্ষ্য করে বললে "অপরূপ বাবু তো আমার নামে কলকাতায় যেয়ে অনেক কিছুই বলে ফেলেছেন"।

"কি করে জানলেন। চিঠি এসেছে কি"?

"একেবারে অপরাধ নামা এসে হাজির হয়েছে। আমার সই করতে বাকি"।

"ওর কাণ্ডই ঐ বললে তো কিছু শুনবেন না" লেখা কথাটি বলেই বসে পড়ল।

বিমলকে চুপ করে থাকতে দেখে লেখা পুনরায় বলে উঠল "ঐ সব যদি আপনার স্ত্রীর কানে যায় কি হবে বলুন তো" ?

"যা হবার তাই হবে" বিমল স্থীর ভাবে বলতে লাগল" বিশ্বাস সে মানুষের জীবনের খুবই ক্ষনভঙ্গুর। বাস্তব মেয়েটিকে নিয়ে আপনি কত কথাই বললেন, দুঃখ হয় সে বেচারা আমার তরফ থেকে এতটুকু সুনাম কুড়িয়ে নিয়ে যেতে পারলে না, রেখে গেছে জ্বালা শুধু জ্বালা। নারীর জীবনে পুরুষ যে এতটা অস্পৃর্শ এ আগে জানতাম না। পুরুষের ছায়াটা মাড়ালেও আজ সে অপবিত্র"।

বিমলের আদ্র কণ্ঠের পানে চেয়ে লেখা তাড়াতাড়ি বলে উঠল "আমায় মাপ করবেন, তখন ঠিক আপনাকে বুঝতে পারিনি"।

উভয়েই চুপ করে রইল। কিছুক্ষন পরে বিমল সে নিরবতা ভেঙ্গে বললে "একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি" ?

"অসঙ্কোচে"।

"কিছু মনে করবেন নাত"।

"এমন কথা বলবেন কেন"।

"কথাটা একটু জটিল"।

"তবে বলবেন না"।

"বলতে যে আমি চাই"।

"তবে বলুন" লেখা হেসে ফেললে।

বিমল একটু পরে প্রশান্ত ভাবে বললে "আপনি কি আমায় ভালবাসেন" ?

লেখা প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে হাস্য কণ্ঠে বললে "একটুও না, এ আপনি কি যা তা বলছেন"।

বিমলের মাথাটা নত হয়ে পড়লে। সে লজ্জায় ঘেমে উঠতে লাগল। লেখা তা লক্ষ্য করে বললে "আপনি আমায় ভালবাসেন দেখছি" এবং নিজেকে একটু হালকা করে নিতে হাসতে লাগল।

বিমলের সামনে জগতটা দ্বিধা হয়ে পড়ল। চোর যেমন ধরা পড়লে লজ্জিত হয়, অথচ লুকিয়ে রাখে, তার সেই অবস্থা ভারাবহ হয়ে উঠল। লেখা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে "আপনি আমায় ভালবাসেন কি না আগে বলুন তবে আমি বলব" ?

"আপনাকে ঠিক ভালবাসি না, ভালবাসতে পারিনা, তবুও যেন মনটা মাঝে সাজে চঞ্চল হয়"।

"হয়তো একটা সামান্য প্রয়োজনের খাতিরে কি বলেন" ? লেখা পুনরায় বলে উঠল "একটু একটু ভালবাসেন, বেশি নয়, লজ্জা করছে বলতে কি বলুন ? সুন্দরা স্ত্রীর ভয়ে এগোতে পারছেন না। পাছে বয়কট করে।—আমি কিন্তু একটুও ভালবাসি না, কেন বাসব আপনার মত দুষ্টু লোককে" ?

"ভয় ঠিক নয়। তবে তাকে ভালবাসি। তার একটা সম্মান রাখতে চাই। প্রয়োজনেই বিবাহ করিনি এবং অপ্রয়োজনেই তা ছেড়ে দেব না। সে এনেছিল আমার জীবনে শান্তি, প্রেমে প্রীতি, হৃদয়ে ভক্তি, দেহে মুক্তি।—আপনি আমায় ভালবাসেন না এ আপনার সৌভাগ্য কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের বোঝা বড় ভার হয়ে পড়েছে। দেশ বলুন ধর্ম্ম বলুন ভালবাসাই তার মূল্য রাখে সম্মান বাড়ায়"।

"দুষ্টু লোককে কি ভালবাসা যায় বলুন" কথাটি বলে লেখা পুনরায় বলতে লাগল "তবে লোক ভাল বিশ্বাস হয় শ্রদ্ধা হয়"।

লেখা আবার বলে উঠল "স্বামীকে আমি কিন্তু খুবই ভয় করি। তার যা গুণ্ডার মতন স্বভাব হয়তো আমাকে মেরেই না ফেলে। প্রেমের সে একটি গুণ্ডাই মাত্র"। এবং হাসতে লাগল।

"বিমল যেন একটু অন্নমনস্ক ভাবে বললে" স্বামী তো অনেকেরি আছে তবুও তারা ভালবাসা কুড়িয়ে বেড়ায় কেন জানিনা? এবং এও দেখেছি প্রেমের গুণ্ডামীকেই অনেকে সুখ্যাতি করেন, তার আদর্শে অনুপ্রানিত। ভালবাসার বাধা নাই বন্ধন নাই ভালবাসতে সকলেই পারে, তবে তার সামাজিক সংজ্ঞাকে উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়"।

"ভালবাসা যে কেন কুড়িয়ে বেড়ান এইটুকু আর বুঝলেন না। আর বুঝবেনই বা কি করে তাহলে তো একটা মহা প্রেমিক হয়ে পড়তেন। নির্জ্জিব পাষাণের মত প্রেমের অভিনয় থাকতনা। মানুষের দুঃখ মানুষের হৃদয়ের দারিদ্রতা মানুষকে পশু করে তোলে"।

"দুঃখ দারিদ্রতা কোথায় নেই বলতে পারেন স্বকৃত এবং পরকৃত। তাই বলে মানুষ তার আদর্শ ও নীতি ভুলে যাবে। দুঃখ দারিদ্রতার অজুহাতে তার শেষ না এনে, তার আর ও বৃদ্ধি কি উচিত হবে? দুঃখ যদি দুঃখীকে উদ্ধার না করে মেরে ফেলে সে কি ভাল"?

"আপনি দেখছি দুঃখের কারবার খুলে বসতে চান" লেখা হাসতে লাগল এবং পুনরায় বলে উঠলে "প্রেমের অঙ্গ হল দুটি একটি চাওয়া একটি পাওয়া তবে আপনার কথা সতন্ত্র"।

"মানুষ কি আর মানুষ আছে। নতুবা এতটা নিচতা দীনতা কি করে লক্ষ্য হবে। ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্রের মধ্যদিয়ে আমাদের সমাজের যে একটা নিশ্চয়তা স্থীরতা ও শৃঙ্খলা ছিল সে আজ কোথায়? বাপ ঠাকুর দাদার কর্ম্মাবলি গ্রহন করে এক মুঠা অন্নের কারো অভাব ছিলনা আর আজ লোকে না খেতে পেয়ে মরছে। আপনি হয়তো জানেন না আপনাদের কর্ম্মকরে আপনার ছেলে মেয়ে খেতে পারবে কিনা। এই যে অনিশ্চয়তা ও সংশয় একি মঙ্গলের চিহ্ন? হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে যদি কিছু দোষ এসে থাকে সে আপনার ও আমার ধর্ম্মের নয়। পাশ্চ্যাত্য সভ্যতার মধ্য দিয়ে যে অনিশ্চয়তা আমাদের

ঘাড়ে এসে পড়েছে সে খুবই ভীষন হয়ে উঠবে। মানুষকে আজ মেসিনের মত দেখলেই আমরা আনন্দ পাই, সেই আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও প্রেম। ভদ্র ও অভদ্রের মধ্যে প্রভেদ হল যে ভদ্রতা তার ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অনেক কিছুই জড়িয়ে তোলে, উদারতা ও মহত্বতাকে ছল করে গড়ে তোলে, কিন্তু অভদ্র তার ক্ষুদ্র স্বার্থ্যের জন্য কোন আবরন রাখতে পারেনা" ?

"আপনি তো আমার খুব ভালবাসেন দেখছি কিন্তু ভালবাসার একটা দায়িত্ব আছে জানেন তো? আমাকে আমার দেহকে আমার দেহের মধ্যে দিয়ে যারা এসে পড়ে তাদের রক্ষনাবেক্ষন করতে পারবেন তো না ছেড়ে পালাবেন। সংসারকে অনেকে ভূতের মতন ভয়করে সে তো আপনার নাই" ? লেখা খিল খিল করে হেসে উঠল।

১২১

সেদিন প্রাতঃকালে চিরন্তন বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসে বিমল ভিতরে ঢুকে প্রতিভার পাসে একটি ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে "ওকে তো চিনতে পারলাম না"।

"আমার স্বামী" প্রতিভা উত্তর দিলে।

"আপনি ভীষন লোক মহাশয় এতদিন ছিলেন কোথায়" ?

"যেখানে খুসী" ভদ্রলোক হেসে ফেললেন।

"অতটা খুসীর জগতে কি বিয়ে করা চলে" ?

"করে যখন ফেলেছি তখন কি করা যায় বলুন" ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন, "বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের বাবদ একটি ভাল চাকরীর খবর পেলাম মাহিনেটা খুবই মোটা। মাকে বলতে তিনি তো কেঁদেই অস্থির, বাবাকে বলতে বললেন অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, কিন্তু লোভ বস্তুটাই তো পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার একটি বিশিষ্টতা, তাই ভেবে দেখলাম স্ত্রীকে বলা না বলা সমান কথা। দিন কতক চুপ করে থেকে ব্যাপারটি পাকা হয়ে গেলে সকলকে ক্ষমা করতে বলে বেরিয়ে পড়লাম। এভাবে না গেলে কি যাওয়া হত ভেবেছেন"।

"জীবন নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয়নি"।

"আমি ও স্বীকার করি কিন্তু কোন উপায় ছিলনা। বিশেষ করে স্ত্রীর পরে অভিমানে মনটা ও ভরে গিয়েছিল যে সে আমার চেয়ে ও জগতের অনেক কিছুই ভালবাসে"।

"বলুন কর্ত্তব্যকে ভালবাসে"।

"আমার পরে তার কি কোন কর্ত্তব্যই নাই"?

"আছে, নতুবা সে কি বিয়ে করত বলতে চান"?

"ভাববার কথা বটে"।

"এতদিন ছিলেন কেমন"?

"বেশ ভালই ছিলাম। বোম্বাই এ নেমে ওদের গ্রামে একটা টেলিগ্রাম করি। কলকাতায় এসে শুনলাম কোন উত্তর আসেনি। বাবাকে মাকে জিজ্ঞাসা করেও কোন কিছু বোঝা গেলনা। তখন একদিন ওদের গ্রামে এসে হাজির হলাম এবং শুনতে পেলাম ও কাশীতে রয়েছে।"

"একখানা চিটি ও লিখতে পারেননি"?

"লিখব লিখব করে ও লেখা হয়ে ওঠেনি। দুটো বছর যেন দেখতে দেখতে কেটে গেছে। বাবাকে মাকে মাঝে সাঝে লিখতাম

তবে ওর কোন খবরই থাকতনা, তাই ভেবেছিলাম আমার গণ্ডগোল আমি নিজেই যেয়ে মিটাব"।

"লড়াই করে কাটল কি রকম"।

"সে যা হক মশায় কিন্তু এই ঘরের লড়াই করে আর পেরে উঠিনা"?

"সমুদ্র দেখে যে ভয় পাইনি সে কি নদি তরঙ্গে ভয় পাবে"।

"সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করা সহজ কিন্তু এইযে ঘরের লড়াই ঢাল তরোয়াল হীন এ ভাল লাগেনা"।

"সৃষ্টি তো আপনিই করেছেন"।

"সৃষ্টি করলেও জানতাম হিন্দুর মেয়ে যাবে কোথায়। নইলে হয়তো এসে দেখতাম আমার স্ত্রী আর আমার নাই"।

"বেচারী হিন্দুর পরে যদি সকলেই জোর জুলুম করতে চায় সে কি ভাল হবে। যারা তাকে রক্ষা করবে তারাই যদি আক্রমন করে সে কি সুবিধার হবে"?

"অস্বীকার করব কি করে, তবে ঘরের জোরেই তো মানুষ বাহিরে লড়াই করে"।

"মানুষের মনের পরে বিশেষতঃ কমোল মনের পরে আঘাত করা উচিত নয়"।

"শুধু কমোলতায় তো প্রেম হয় না কঠোরতা চাই"।

"সে তার সম্মিলন সংযোজন ও সংশোধন"।

"সংশোধনের মধ্যে পরিশোধন আছে ভুলবেন না"।

"চুপ করনা ছাই" প্রতিভা বলে উঠল।

সুপ্রকাশ স্ত্রীর পানে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে "আপনার বোন কি আমায় সহজে বাটিতে ঢুকতে দিয়েছে। চাকর বেটা তো ঢুকতেই দেবেনা। জোর করলে জোর করবে। চাকরের আবেদনে

পাসের ঘর থেকে স্ত্রী বলে উঠলেন বলে দে বাবুর সঙ্গে দেখা হবেনা তার অসুক। আর কথা না শোনে গণ্ডগোল করে পুলিস ডেকে ধরিয়ে দেগে। অগত্যা রিবলবারটা তুলে ধরতেই চাকর বেচারী চিৎকার করে সরে গেল! এমন সময় সামনে শশুর মহাশয় এসে পড়তে যা হয় রেহাই পেলাম, নইলে কে জানে পেছন হতে হয়তো ওরা মেরেই বসত। শশু মহাশয় নাম ধরে "কে বাবা সুপ্রকাশ" বলতে ওর বুঝি খেয়াল হল বাহিরে এসে মুখখানি দেখেই অন্তর্ধ্যান হয়ে ঘরে যেয়ে বসে রইলেন"।

"এতটা রুঢ মেজাজ না দেখালেই ভাল করতেন" বিমল হাসতে লাগল"

"থাকবেনা কেন। আবার কি মতলবে এসেছ কে জানে।—তথথা নেই বার্ত্তা নেই গড় গড় করে ভিতরে ঢুকবেন, লোকে বাঁধা দেবেনা। চাকর বাকরের দোষ কি, তাতে আবার ঐ সব ঢঙ্গের কাপড় চোপড় পরে এসেছিলেন। সে দিন ও বাটিতে ঐ রকম একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে"। প্রতিভা প্রীতি মধুর ভৎসনায় বললে।

"চিরন্তন বাবুর কি হয়েছে"?

"একটু জ্বর মতন হয়েছে"।

"আজ কেমন আছেন"।

"অনেকটা ভাল"।

প্রতিভা চাকরকে ডেকে বিমলকে বাবুর কাছে নিয়ে যেতে বললে।

১২২

আরও কিছুদিন কেটে গেছে। বিমল বাটিতে এসে শুনলে টেলিগ্রাম এসেছে। সে উপরে এসে পিতার টেলিগ্রামটি পড়ে রেখে দিল। তার চোখ বেয়ে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। সে আপন মনে বলে উঠল "এতটা সাজা আমায় দিওনা ঠাকুর" টেলিগ্রামটি কলিকাতা থেকে করা হয়েছে তার মর্ম্মার্থ হল" খোকার দুধ গরম করতে যেয়ে গরম দুধ পায়ে পড়ে বৌমার জ্বর হয়, সেটা ধনুষটঙ্কারে দেখা দিয়েছে, শীঘ্র চলে আসবে"।

বিমল দু তিন খানা শ্লীপ তাড়াতাড়ি লিখে চাকরের হাতে দিয়ে তাকে দিয়ে আসতে বলল। চাকর এসে খবর দিলে প্রতিভারা বিন্ধ্যাচল গিয়েছে, শীতেশ আসছে, লেখার অসুখ।

* * * * *

লেখা এসে দেখলে বিমল জীনিষ পত্র সবই গুছিয়ে ফেলেছে। গাড়ির নাম শুনতেই লেখা বলে উঠল "এখন গাড়ি কি হবে"?

"ষ্টেশনে যেতে হবে"?

"তা এখন কি ট্রেন তো বৈকালে"।

"যদি ফেল করি"।

"আপনি পাগল হলেন নাকি বৈকালের ট্রেন ধরতে কেউ সকালে যেয়ে ষ্টেশনে বসে থাকে"?

"ক ঘণ্টাই বা বাকি আছে ভিড় তো হতে পারে"।

"আগে গেলেই ভিড় এড়াতে পারবেন" ?

"বসতে তো পাব"।

"কটা বেজেছে দেখুন"।

"এ কয় ঘণ্টা টিকিট কিনতে কিনতে কেটে যাবে"।

"আপনি বসুন তো। লেখা হাত ধরে বসিয়ে দিলে। লেখা ও বিমলের পাসে বসে বললে" আপনার অনেক কুখ্যাতি অখ্যাতি করেছি কিছু মনে করবেন না"।

"খুব মনে করব"।

"একটা কথা আমার রাখবেন"।

"আপনার সব কথাই রাখতে রাজি আছি কিন্তু কলকাতায় গেলে আমাদের ওখানে একবার যাবেন। লীলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব"।

"আমি আলাপ করতে জানি" লেখা কথাটা বলে একটু পরে বলে উঠল" মানুষ ভুল করে কেন বলতে পারেন" ?

বিমল লেখার মুখের পানে চেয়ে বললে "মানুষ ভুল করে স্বভাবে নয় অভাবে। ভুল ফুলের মতন সে যদি ফুটতে পায় তখন ভুল হয়ে পড়ে ফুলের কাঁটা এবং গন্ধ হয় তার নিবেদন"।

লেখাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিমল পুনরায় বলে উঠলে "আপনার অসুক করেছে কেন এলেন শুধুশুধি"।

"কয়েকদিন ধরে জ্বর এবং বুকে একটা ফোড়ার মতন হয়েছে" ?

"কি রকম ফোড়া পেকেছে কি" ?

লেখা একটু ইতঃস্তত: করতে করতে বুকের বোতামটা খুলে বললে" ডাক্তার মানুষ দেখুন তো বোধহয় না"

বিমল হাত দিয়ে দেখতে যেয়ে হাত সরিয়ে এনে বললে "পাকেনি বোধহয়"।

লেখা নিজের হস্তে দেখতে দেখতে বললে "বেশ শক্ত রয়েছে এখন পাকেনি কি বলুন"।

নিচের কড়া নড়ে উঠতেই লেখা বলে উঠল "আমি তবে আসি। সীতেশ বাবু এলেন বোধ হয়। যেয়ে একটা পৌছা সংবাদ দিও"। বিমল উঠে জানালা দিয়ে দেখে এসে বললে সীতেশ নয় আপনি বসুন"।

"আমার মনে হয় আপনার স্ত্রীর কিছুই হয়নি। উনি যেয়ে ঐ সব যাতা বলেছেন তাই এ সব আপনাকে নিয়ে যাবার ফন্দি"?

"বাবা সে ধরনের লোক নন"।

"আচ্ছা আমাকে আপনার কি রকম লোক লাগে" বিমলকে কোন উত্তর দিতে না দেখে লেখা পুনরায় বলে উঠল "আপনাকে কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে"।—লেখা আবার বলে উঠল "মাথাটা বড্ড ধরেছে।

আপনি নয় একটু শুয়ে থাকুন। আমি একটু ঘুরে আসছি।"

সীতেশ এসে বাহিরের ঘরে বসেছিল" বিমল বাজার করে ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই সীতেশ বলে উঠল "কি হয়েছে তোর জোর তলব"।

বিমল সীতেশকে লক্ষ্য করে বললে "তোকে একটা কাজ দিতে চাই ভাই তুই যদি কিছু মনে না করিস্"।

"কি বল"।

"প্রথম ঐ যে প্রনব ছেলেটির কথা বলেছিলাম তাকে পারিস তো তোদের মঠের স্কুলে নিয়ে নিস্। যা খরচ লাগে আমি তোর কাছে পাঠিয়ে দেব। দ্বিতীয় আমার অনুরোধ রইল সন্ন্যাস জীবনে ও যদি তোর কিছু অর্থের দরকার হয় ভাইএর মতন বন্ধুর মতন আমাকে জানাতে

লজ্জা পাসনে। অর্থের সৎব্যবহার করবার একটা সুযোগ আমায় দিল"।

"ঐযে মেয়েটিকে তুই মেরে ফেলেছিলি। সীতেশ হেসে উঠলে এবং বলতে লাগল লোকে প্রেম করে লোককে বাঁচিয়ে তোলে তুই মেরে ফেললি" ?

"কি করব ভাই"।

"যারা বিয়ে না করে তারা এই ভাবেই নারী হত্যা করে কাটায় কিন্তু তোর যে বিয়ে হয়েছে"।

"কথা দে"।

"ছেলেটিকে ভর্ত্তি করে নেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত বই ও কিনে দেওয়া হয়েছে। সে স্কুলে ও আসছে"।

"মঠের লোকদের একটু ওর পরে নজর রাখতে বলিস"।

"সে আমি পারবনা। ছেলেদের মধ্যে কোন পার্থক্যের সৃষ্টি করতে যাওয়া মঠের উচিত নয়"।

"নে মাপ কর" বিমল একখানা হাজার টাকার চেক কেটে সীতেশের হাতে দিল। সীতেশ পকেটে পুরে রাখলে।

চাকর উপর থেকে টেলিগ্রামটা এনে বিমলের হাতে দিলে। সীতেশ সেটুকু নিয়ে পড়ে বলে উঠল, আজই যাচ্ছিস তা হলে"।

"হ্যাঁ"

উভয় বন্ধুতে আর ও কিছুক্ষন ধরে কথা বার্ত্তা হবার পর সীতেশ বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

১২৩

বাটিতে এসে মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়াতেই ভবতারিনী পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন "বস্"।

"কেমন আছে" বিমল জিজ্ঞাসা করলে ?

"একটু ভাল। কয়েকদিন ধরে রোগে ডাক্তারে ভয়ানক যুদ্ধ চলবার পর আজ যেন মনে হয় তারা একটা সন্ধির মতন কিছু করেছে, রোগের আক্রমন ভাগ কমে এসেছে এবং ডাক্তার ও তার প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থাকে কমিয়ে এনেছেন"।

"বাবা কোথায়"।

"এই মাত্র একটু বেরিয়ে গেলেন"। ভবতারিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন" তোর শরীর কেমন আছে"।

"ভালই আছে"।

ভবতারিনী মেঝের পরে বসে বলতে লাগলেন "তুই কি বলতো। দুই মাসের জন্য থাকতে যেয়ে কতদিন কাটিয়ে এলি। উনি একলা সব সামলাতে পারেন। আর বললেও তোকে কিছুই লিখবেন না। সেই এক কথা শরীর ভাল হলেই চলে আসবে, একলা কতদিন থাকবে। দোকান হতে কতকগুলো টাকা চুরি গেছে। ছেলে মেয়ে নিয়ে যে এত দুঃখ ভোগ করতে হয় জানলে এ পথ মাড়াতাম না"।

পুত্রকে কোন কথা বলতে না দেখে মাতা পুনরায় বলিয়া উঠিলেন "তোকে নিয়ে হয়েছে আমার এক বিপদ। ছেলেটা হল একদিন

এসে দেখে যা। শুধুশুধি লোকের সঙ্গে ঝগড়া করবি। নিজের ঘরে নিজেই আগুন দিতে চাস। ছেলে মানুষ, তোর বয়েস আর ওর বয়েস কি এক, কিছু ভুল করলে তা শুধরে নিতে হয় তা না একেবারেই ফাঁসির ব্যবস্থা। বেয়ানদের আমিই বা কি বলি। তারা নিজের জ্বালায় অস্থির তার পর তোর এই সব হাঙ্গামা। লোকে বিধবা হলে বুঝিস তো কত কষ্ট সহ্য করতে হয়। একটু বুদ্ধি বিবেচনা নাই"।

পিতা ঘরে ঢুকতেই পুত্র দাড়িয়ে উঠে প্রণাম করলে।

"তোর শরীর তো ভাল সারেনি"।

"ভালই আছে" বিমল উত্তর দিলে।

"তুই বললেই হল" রামতারন বাবু কথা কটি বলে পুনরায় বলিয়া উঠলেন "বৌমা সেরে উঠুক ওকে নিয়ে দিন কতক যেয়ে আবার ঘুরে আয়"।

বিমলের খবর পেতেই ঘরে এসে বললে "এইযে। এতদিন পরে পথ ভুলে নাকি"।

"সোজা পথ তো ভাই দেখতেই পাইনা"।

"কিন্তু বেঁকা পথে দশবার চললে সেই তো সোজা হয়ে যায়"।

"যা বল"।

"আসতে কষ্ট হয়নি তো"।

"কিছুই না"।

"একলা একলা এতদিন কি করে কাটালি? সেই গেলি আর একটা উচ্চবাচ্চা নাই"।

"সে তো শুনতেই পেয়েছ প্রেমে পড়েছিলাম্"।

"লিলি বুঝি এই সব তোকে লিখেছে। পাগলীর কাণ্ড দেখ।

বারন করলাম. কথা কি শুনবে। যে একটা ঠাট্টা সহ্য করতে পারেনা সে যদি ঐ সব অপবাদ শুনতে পায় হয়তো মারামারি করে বসবে, নয়তো রনং দেহি রবে ছুটে আসবে"।

"লিখে ভালই করেছে"।

"তা বলে এখন আর ওর সঙ্গে ঐ সব নিয়ে ঝগড়া করতে যাসনে। অপরূপ টার সঙ্গে এত মিশতে গেলি কেন। ওর বৌটাকে বুঝি খুব নজরে লেগেছিল? এক নম্বরের ফক্কড়। বলে তুই একটা মেয়েছেলে রেখেছিস্। রেখেচে তা হয়েছে কি? দালালী পায়নি বলে নালিশ করতে এসেছে"।

"মা দিদিমা সব কেমন আছেন"?

"ভালই আছেন? লিলিকে দেখতে আসবার সময় হয়েছে আমি যেযেই পাঠিয়ে দেব"?

বিজয় বিমলকে পুনরায় লক্ষ্য করে বললে "একটা নূতন কাজ হাতে নিয়েছি মনে করছি তোকেই দেব"?

"কেন"।

"ওসব কাজ তোকেই মানায়। কুলিগুলো পর্য্যন্ত ও জিজ্ঞাসা করে বাবু জামাই বাবু কবে আসছেন, কেমন আছেন, তোর দোহাই দিয়েই তো এতদিন কোন গণ্ডগোল হতে দিইনি। ওরা আবার একটা হাউস এলাউন্স চেয়েছে, সেটা তুই যা ভাল বুঝিস এখন করে ফেল। তালুই মহাশয় ও তাই বললেন"।

"পূজোর সময় কিছু দিয়েছ তো"।

"না দিয়ে কি উপায় আছে। শেষে যদি তোর কাছে নালিশ যেয়ে হাজির হয়। লাভাংশের এক তৃতীয়াংশ ওদের দিতে হয়েছে, অন্য অংশ পকেটে এসেছে, অপর অংশ পড়ে রয়েছে দেশের যে কোন ভাল ব্যাপারে তুই খরচ করতে চাস করতে পারিস। আমরা ওরা ও

দেশ, এদের লাভাংশের পরে যে একটা সম অধিকার আছে এই যে গতি, তোর ত্রিগুনা ফরমুলা ভুলব কি করে। দেশকে অস্বীকার করে, যার স্বার্থ সব চেয়ে বেশি, আজকের এই শ্রমিক মালিক বিরোধের কোন অর্থই হয় না। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ যেখানে শ্রমিক প্রধান দেশের কলহ শ্রমিকদের লক্ষ্য না হওয়াই উচিত'।

''একই ক্ষেত্রে একই সময়ে যদি ধান গম ও পাটের চাস করা যায় সে যেমন হাস্যপদ হয়ে ওঠে, কার্য্যকরী হয়না, তেমনি রাজনীতি অর্থনীতি ও সমাজনীতিও এ মানুষের জীবনের এক একটি ক্ষেত্রবিশেষ, কম্ম অধ্যায়, এর প্রতি লক্ষ্য না রেখে চললে উন্নতি আসেনা, এবং এদের কোন ক্ষেত্রকেই সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি অর্থনীতি ও সমাজনীতির করলিকৃত করতে যাওয়া উচিত হবেনা। পরষ্পর যদি পরষ্পরের বিশিষ্টতা রক্ষা করতে না পারে তার চেয়ে দুঃখের কিছুই নাই। ব্যক্তি বিশিষ্টের মতন এদের একটা বিশিষ্টতা আছে, এবং এদের মিলন, সে যেন ব্যক্তি বিশিষ্টের মিলন হয়। সবই যদি রাজনীতি অর্থনীতি কি সমাজনীতি হয়ে পড়ে তার চেয়ে দুঃখের কিছুই নাই। রাজনীতি প্রধান পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞান সে রাজনীতিকেই প্রবল করে তোলে। গ্রাম্য পঞ্চায়েত সে ছিল হিন্দুর সমাজনীতি হয়তো ঠিক রাজনীতি নয়। রাজনীতির গায়ের জোর এবং অর্থনীতির পয়সার জোর বেশি এবং এর ভয়াবহ দৃশ্য প্রায়ই লক্ষ্য হয়। সর্ব্বভুখ রাজনীতি ও অর্থনীতির যে দ্বন্দ জগতে দেখা দিয়েছে সে খুবই দুঃখের। সাধারন তন্ত্রের চিৎকার যে দেশে যত বেশি সেই দেশেই স্বৈরতন্ত্র ফুটে ওঠে। শরীরের জোরের সাধারন তন্ত্র একদিন স্বপ্নের মত উরিয়ে যাবে''। বিমল কথাগুলি বলে বিজয়কে জিজ্ঞাসা করলে।

"কেমন আছিস্"?

"ভালই।"

ভবতারিনী দুখানি প্লেটে খাবার সাজিয়ে আনতেই বিজয় বলিয়া উঠিল "আপনাদের এখানে আসা দেখছি দায় হয়ে পড়ল"।

"খেয়ে নাও বাবা" ভবতারিনী স্নীগ্ধ কণ্ঠে অনুরোধ করলেন।

বিজয় খাবারে হাত দিয়ে ভবতারিনী চলে যেতেই বলে উঠলে "রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সমাজিক সাধারনতা যদি জারজতা হয়ে পড়ে, ব্যক্তিত্বের কোন প্রশ্নই না থাকে, তার চেয়ে দুঃখের কি কিছু আছে। সৃষ্টি ব্যক্তিত্বের পরেই হয়, তবে ব্যষ্টির অনুভাবনা। ব্যক্তিত্ব প্রধান বাঙ্গালীর জীবনে ব্যষ্টির হট্টগোল প্রায়ই লক্ষ্য হলেও তাকে অস্বীকাব করবার মত ক্ষমতা জগতেরো নাই"।

বিজয় পুনরায় বলে উঠল "তুই যতই করিস ঐ কলকারখানার ঝগড়া, শ্রমিক ও শিল্পপতিদের মধ্যে ও থাকবেই। এই জন্যই তো আগেকার বুড়োরা গৃহশিল্পকেই পছন্দ করে গেছেন। সন্তোষ বলে যে একটা জীনিষ এ পাশ্চাত্যের নাই তাই ঘোর অসন্তোষের বোঝা নিয়ে সবাই চলছে, অসীম কামনার বহ্নি জ্বেলে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এমন, দুইপাতা ইংবেজি যে পড়েছে সে ও ভাবছে রাজা উজির একটা কিছু হবে, অথাৎ অন্তদৃষ্টি নাই। বাহ্যতঃ সব এক হলেও ভিতরের মাল মশলা তো সকলের এক নয়। প্রাচ্য ভিতর ভিতর করে পড়েছে আর প্রতিচ্য বাহির বাহির করে মরছে সব সমান। ভর্ত্তি ও বরখাস্ত করবার একটা নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করবার জন্য তালুই মহাশয় বলছেন। অথাৎ গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মতন শিল্প পঞ্চায়েত তোর মত কি"? "মন্দ হবে কি" বিমল উত্তর দিলে, তবে ভরসা হয় না। যে যুগ পড়ছে"।

১২৪

স্বামী কাশী থেকে ফিরে এসেছে এ খবর লীলা পেয়েছিল। তার মুখখানি ক্রমে ক্রমেই যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ঘামতে লাগল। কিছুক্ষন পরে লক্ষ্য হল তার আর জ্বর নাই। বিমল আসছে এ খবরে সকলেই ঘরের বাহির হয়ে চলে গেলেন।

স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দেখে লীলা বিছানার পরে উটে বসল এবং খাট হতে নেমে পড়লে। বিমল কাছে এসে দাঁড়াতেই বলে উঠল "তুমি উঠলে কেন শুয়ে থাকলেই পারতে" ?

লীলা স্বামীকে ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলে "কেমন আছ" ?

"তুমি কেমন আছ" বিমল উত্তর দিলে ?

লীলা একটু পরে নিজের মুখখানি তুলে শান্ত ও সংযত ভাবে বলতে লাগল" আমি বোধহয় আর বাঁচবনা" তার চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। মুখখানি সে আরও একটু উত্তোলন করে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে দোলায় শায়িত শিশু পুত্রকে লক্ষ্য করে পুনরায় বলে উঠলে" ওকে যেন কিছু বলোনা যে তার মা অসতী ছিল। তা হলে মরে ও শান্তি পাবনা। ও যদি দুঃখ পায় নরকেও আমার ঠাঁই হবেনা। তোমার সঙ্গে যত শত্রুতাই করে থাকি ওর সঙ্গে এতটুকু শত্রুতা করবার কল্পনা কোনদিন ও মনে আসেনি। ও কি শত্রুতার যোগ্য ? আমার একটা কথা রেখো। জীবনে তোমাকে সুখী করতে পারলামনা লীলা কথাগুলি বলে নত হয়ে স্বামীর

পায়ের ধুলো নিতে যেয়ে মুচ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। বিমল বসে তাকে তুলে ধরল এবং বাবা বাবা বলে চিৎকার করতেই রামতারন বাবু ভবতারিণী সবাই ঘরে এসে ঢুকলেন।

পাসের কক্ষ্য হতে শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি ফুটে উঠতে লাগল। এ যেন মাতার প্রতি পুত্রের সমবেদনা। রামতারণ বাবু স্ত্রীকে ধীরে ধীরে বললেন ' অস্থির হওনা, আমি বৌমাকে দেখছি, তুমি যেয়ে খোকাকে নাওগে. ক্ষিধে পেয়েছে ওর'' ।

বিমল হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে। রামতারন বাবু পুত্রের হাত হতে লীলাকে নিজের কক্ষে নিয়ে তাকে সস্নেহে বললেন তুই পাসের ঘরে যেয়ে বস গে। ওঠতো। কাউকে একটু বরফ জল প্যঠিয়ে দিতে বল। ঘরের টেবিলের উপরে আঙ্গুলি নিদ্দেশে একটি ঔষধ দিতেও বললেন।

বিমল প্রীতির ক্রন্দন ভরা চক্ষে উঠে দাড়াল। সে ঔষধটি পিতার হাতে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে মাতার কণ্ঠধ্বনিতে থামল। মাতা পুত্রকে বললেন "তুই খোকাকে ধর আমি বৌমাকে ধরছি উনি একলা পেরে উঠবেননা" ।

বিমল হাত বাডিয়ে খোকাকে বুকে টেনে নিলে। মাতা ও পুত্রের উভয়ের চোখের জলে, শিশুপুত্র যেন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চুপ করে পিতার মুখের পানে চাইতে লাগল। সে যেন তার কত পরিচিত অথচ অপরিচিত কত আকাঙ্ক্ষা অথচ আশঙ্কা ভরা। বিমল তার মুখমণ্ডলে চুম্বন করলে।